ভগবদ্‌ব্যাস-প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবৎকৃত‘শারীরকমীমাংসা’নামক ভাষ্য-
মহামহোপাধ্যায়শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত‘ভামতী’-টীকা-
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-‘সূত্রার্থসংক্ষেপ’-
‘ভাষ্যানুবাদ’-সমেতম্।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্।

পরলোকগতায়াঃ

কমলমণি-দাস্যাঃ

প্রয়াণপ্রাক্কালীনসংকল্পিতপবিপূর্ত্তিমভীপ্সতা তদ্ভর্ত্তৃ-

শ্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নবসিংহলেনস্থিত ২ সংখ্যকভবনে

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং

১০৩নং বৌবাজারষ্ট্রিটস্থিত

গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে

শ্রীগোপালচন্দ্র উকিলেন মুদ্রিতম্।

বঙ্গাব্দ ১২৯৯।

মূল্য ৬ আনা। [ডাঃ মাঃ আনা।]

বেদান্তদর্শনম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥*

দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে স্মৃতিন্যায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্ম-দর্শনে পরিহৃতঃ। পরপক্ষাণাঞ্চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতম্। শ্রুতি-

দ্বিতীয়তৃতীয়াধ্যায়য়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবলক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়ন্ সুখাববোধার্থমর্থসংক্ষেপমাহ—"দ্বিতীয়েঽধ্যায়" ইতি। স্মৃতিন্যায়শ্রুতিবিরোধপরিহারেণ হ্যনধ্যবসায়লক্ষণমপ্রামাণ্যং পরিহৃতং। তথা চ প্রামাণ্যে নিশ্চলীকৃতে

বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের ও ন্যায়ের যে বিরোধ, তাহার পরিহার দ্বিতীয়াধ্যায়ে হইয়াছে। পরপক্ষের (সাংখ্যাদি মতের) অনপেক্ষতা (অসারতা) প্রপঞ্চিত হইয়াছে এবং শ্রুতিসমূহের বিরোধভঞ্জনও হইয়াছে। জীবাতিরিক্ত পদার্থ সকল জীবের উপকরণ (ভোগের জিনিশ) ও ব্রহ্ম-

* জীবঃ তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরগ্রহণার্থং দেহবীজৈভূ তসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তঃ পরিবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীতি প্রশ্ননিরূপণাভ্যামবগন্তব্যমিতি সূত্রযোজনা।—জীব যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর বা পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে যায়, তখন সে দেহ-বীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

বিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি ব্রহ্মণো জায়ন্ত ইত্যুক্তম্। অথেদানীমুপকরণোপহিতস্য জীবস্য সংসারগতিপ্রকারস্তদবস্থান্তরাণি ব্রহ্মসতত্ত্বং বিদ্যাভেদাভেদৌ গুণোপসংহারানুপসংহারৌ সম্যগ্দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনোপায়বিধিপ্রভেদো মুক্তিফলানিয়মশ্চেত্যেতদর্থজাতং তৃতীয়েঽধ্যায়ে নিরূপয়িষ্যতে প্রসঙ্গাগতঞ্চ কিমপ্যন্যৎ। তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে বৈরাগ্যহেতোঃ। তস্মাজ্জুগুপ্সেতেতি চান্তে শ্রবণাৎ। জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ

তার্তীয়ো বিচারো ভবত্যন্যথা তু নির্বীজতয়া ন সিধ্যেদিত্যবান্তরসঙ্গতিং দর্শয়িতুং তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি চেত্যুক্তম্। অধ্যায়ার্থসংক্ষেপমুক্ত্বা পাদার্থসংক্ষেপমাহ—"তত্র প্রথমে তাবৎ পাদ" ইতি। তস্য প্রয়োজনমাহ—"বৈরাগ্যে"তি। পূর্ব্বাপরপরিশোধনায় ভূমিকামারচয়তি—"জীবোমুখ্যপ্রাণসচিবঃ" ইতি। "করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানস্যাশ্রুতত্বা"

প্রভব, এ কথাও দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে। [অথে...কিমপ্যন্যৎ] সম্প্রতি এই তৃতীয়াধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ব্রহ্মভাব, উপাসনার ভেদাভেদ, গুণের (উপাসনাঙ্গের) সংগ্রহ ও অসংগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানের উপায় অর্থাৎ সাধন ও তদ্বিধানের প্রভেদ, মুক্তিফলের ঐকরূপ্য,—এই সকল নিরূপিত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য কোন কোন বিষয়ও (দেহাত্মবাদ দূষণাদি) বিচারিত হইবে। [তত্র···শ্রবণাৎ] তন্মধ্যে এই প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ পঞ্চাগ্নি বিদ্যা * অবলম্বন করিয়া সংসারগতির প্রভেদ বর্ণিত হইবে। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার শেষে "জুগুপ্সা অর্থাৎ হেয় বোধ করিবেক" এইরূপ শুনা যায়, সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জীবের বৈরাগ্য উৎপাদন করাই পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা উপদেশের অভিপ্রেত। [জীবো··নিরূপণাভ্যাম্] সংসার প্রকরণস্থ শ্রুতির "অনন্তর অর্থাৎ মরণকালে এই-সকল প্রাণ (মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়) হৃদয়ে আগমন করে, অনন্তর জীবে একীভূত হয়।" এই স্থান থেকে "অভিনব ও কল্যাণকর শরীরান্তর ধারণ করে"

---

* ইহা এক প্রকার উপাসনা। দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নি, ইহাতে শ্রদ্ধা সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেত, এই পাঁচ আহুতি। এই প্রকার জ্ঞান বা ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবাত্মক জ্ঞান পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা নামে খ্যাত।

সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোঽবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যেতদবগতম্। 'অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি' ইত্যেবমাদেঃ 'অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে' ইত্যেবমন্তাৎ সংসারপ্রকরণস্থাচ্ছব্দাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ। স কিং দেহবীজৈর্ভূতসূক্ষ্মৈরসম্পরিষ্বক্তো গচ্ছত্যাহোস্বিৎ সম্পরিষ্বক্ত ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। অসম্পরিষ্বক্ত ইতি। কুতঃ। করণোপাদানবদ্ভূতোপাদানস্যাশ্রুতত্বাৎ। 'স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ' ইত্যত্র তেজোমাত্রাশব্দেন করণানামু-

---

দিতি। অত্র-চ করণোপাদানশ্রুত্যৈব ভৌতিকত্বাৎ করণানাং ভূতোপাদানত্বসিদ্ধেরিন্দ্রিয়োপাদানাতিরিক্তভূতবিবক্ষয়াধিকরণারম্ভঃ। যদি ভূতান্যাদায়াগমিষ্যত্তদা তদপি করণোপাদানবদেবাশ্রোষ্যৎ ন চ শ্রূয়তে। তস্মান্ন ভূতপরিষ্বক্তোরংহত্যপি তু করণমাত্রপরিষ্বক্তঃ। ন হ্যাগমৈকগম্যেঽর্থে তদভাবঃ প্রমেয়াভাবং ন পরিচ্ছেত্তুমর্হতি। ন চ দেহান্তরারম্ভান্যথানুপপত্ত্যা ভূতপরিষ্বক্তস্য

এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়, সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কার সহ অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার এই যে, তিনি যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার জন্য যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্মে (ভূত-সূক্ষ্ম = পঞ্চীকৃত মহাভূতের সূক্ষ্ম অংশ—যাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে যাহার পরিণামে অন্য শরীর হইবে) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না। অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্ম যায় কি-না। প্রথমতঃই পাওয়া যায়, জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতাংশ তৎ সঙ্গে যায় না। হেতু এই যে, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রহণের ন্যায় ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের উল্লেখ নাই। শ্রুতি "সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—" এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের কীর্ত্তন করেন নাই। ঐ সন্দর্ভের শেষ ভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার (সূক্ষ্ম-ভূতের) কীর্ত্তন নাই। না থাকাই সঙ্গত। যেহেতু ভূতমাত্রা সুলভ—

পাদানং সঙ্কীর্ত্তনমিতি বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ। নৈবম্ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীর্ত্তনমস্তি, স্থূলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রাঃ। যত্রৈব দেহ আরব্ধব্যস্তত্রৈব সন্তি। ততশ্চ তাসাং নয়নং নিষ্প্রয়োজনম্। তস্মাদসম্পরিষ্বক্তো যাতীত্যেবং প্রাপ্তে পঠত্যাচার্য্যঃ।—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্ত ইতি। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজ-

রংহণকল্পনেতি যুক্তমিত্যাহ—"স্থূলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রা" ইতি। "দ্যুপর্জ্জন্য" ইতি। ইহ হি কায়ারম্ভণমগ্নিহোত্রাপূর্ব্বপরিণামলক্ষণং শ্রদ্ধাদিত্বেন পঞ্চধা প্রবিভজ্য পঞ্চসু দ্যুপ্রভৃতিষ্বগ্নিষু হোতব্যত্বেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিবক্ষন্ত্যাহ শ্রুতিঃ—'অসৌ বাব লোকোগৌতমাগ্নিঃ' ইত্যাদি। অত্র সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রাহুতী হুতে পয়আদিসাধনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বমাহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্ত্রাদিকারকভাবিতে চান্তরিক্ষং ক্রমেণোৎক্রাম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ সূক্ষ্মভূতে দ্রবদ্রব্যপয়ঃপ্রভৃত্যপ্সম্বন্ধাদপ্শব্দবাচ্যে শ্রদ্ধাহেতুকত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে তয়োরাহুত্যোরধিকরণমগ্নিরন্যে চ সমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গা রূপকত্বেন নির্দ্দিশ্যন্তে,—অসৌ বাব দ্যুলোকো-গৌতমাগ্নিঃ। যথাগ্নিহোত্রাধিকরণমাহবনীয় এবং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাগ্নিহোত্রাহুতিপরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা যা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাস্তদধিকরণং দ্যুলোকঃ। অস্যাদিত্য এব সমিৎ, তেন হীদ্ধোঽসৌ দ্যুলোকোদীপ্যতেঽতঃ সমিন্ধনাৎ সমিৎ। তস্মাদিত্যস্য রশ্ময়োধূমা ইন্ধনাদিবাদিত্যাদ্রশ্মীনাং সমুত্থানাদহরর্চ্চিঃপ্রকাশসামান্যাদাদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমা অঙ্গারোঽর্চ্চিষঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ। নক্ষত্রাণ্যস্য বিস্ফুলিঙ্গাশ্চন্দ্রমসোঽঙ্গারস্যাবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তদেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্ন্যাদিরূপা অধিদেবং শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। শ্রদ্ধা চোক্তা। পর্জ্জন্যোবাব গৌতমাগ্নিঃ। পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাবিশেষস্তস্য বায়ুরেব সমিৎ। বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অভ্রং ধূমঃ। ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমসাদৃশ্যাচ্চ। বিদ্যুদর্চ্চিঃ প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিরঙ্গারাঃ কাঠিন্যাদ্বিদ্যুৎসম্বন্ধাচ্চ। গর্জ্জিতং মেঘানাম্। বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাৎ। তস্মিন্দেবা যজমানপ্রাণা অগ্নিরূপাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্য সোমস্যাহুতের্ব্বর্ষং ভবতি। এতদুক্তং ভবতি—শ্রদ্ধাখ্যা আপো দ্যুলোকমাহুতিত্বেন প্রবিশ্য চন্দ্রাকারেণ পরিণতাঃ সত্যো

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যে স্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সূক্ষ্ম-ভূত পাওয়া

ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যম্। কুতঃ।

দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতা বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্ত ইতি। পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য পৃথিব্যাখ্যস্যাগ্নেঃ সম্বৎসর এব সমিৎ। সম্বৎসরেণ কালেন হি সমিদ্ধা ভূমির্ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে কল্পতে। আকাশো ধূমঃ পৃথিব্যগ্নেরুত্থিত ইবাকাশো দৃশ্যতে রাত্রিরর্চ্চিঃ পৃথিব্যাঃ শ্যামায়া অনুরূপা শ্যামতয়া রাত্রিরগ্নেরিবানুরূপমর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারাঃ প্রগে রাত্রিরূপার্চ্চিঃশমন উপশান্তানাং প্রসন্নানাং দিশাং দর্শনাৎ। অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ শ্রদ্ধাসোমপরিণামক্রমেণাগতা আপো বৃষ্টিরূপেণ পরিণতা দেবা জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং ব্রীহিযবাদি ভবতি। পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ। বাচা খল্বয়ং তাল্বাদ্যষ্টস্থানস্থিতয়া বর্ণপদবাক্যাভিব্যক্তিক্রমেণার্থজাতং প্রকাশয়ন্ সমিধ্যতে। প্রাণো ধূমো ধূমবন্মুখান্নির্গমাৎ। জিহ্বার্চ্চির্লোহিতত্বসাম্যাচ্চক্ষুরঙ্গারাঃ প্রভাশ্রয়ত্বাৎ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণত্বাৎ। তা এবাপঃ শ্রদ্ধাদিপরিণামক্রমেণাগতা ব্রীহ্যাদিরূপৈঃ পরিণতাঃ সত্যঃ পুরুষেঽগ্নৌ হুতাস্তাসাং পরিণামো রেতঃ সম্ভবতি। যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিৎ। তেন হি সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমঃ স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য। লোমানি বা ধূমঃ। যোনিরর্চ্চির্লোহিতত্বাৎ। যদন্তঃ করোতি মৈথুনং তেঽঙ্গারা অভিনন্দাঃ সুখলবা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতোজুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। এবং শ্রদ্ধাসোমবর্ষান্নরেতোঽবক্রমেণ যোষাগ্নিং প্রাপ্যাপো গর্ভাখ্যা ভবন্তি। তত্রাপ্সমবায়িত্বাদাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি পঞ্চম্যামাহুতাবিতি। যতঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তি তস্মাদদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতীতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি। তাসাং ত্রিবৃৎকৃততয়া তেজোঽন্নাবিনাভাবেনাব্গ্রহণেন তেজোঽন্নয়োরপি সংগ্রহ ইত্যেতদপি বক্ষ্যতে। যদ্যপ্যেতাবতাপি ভূতবেষ্টিতস্য জীবস্য রংহণং নাবগম্যতে তেজোঽবন্নানাং পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচস্ত্বমাত্রশ্রবণাৎ তথাপীষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন যথা চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিকথনপরয়া আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজেতি শ্রুত্যা সহ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতীত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ সমানত্বাদ্গম্যতে ভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি। তথাহি—যা এবাপোহুতা দ্বিতীয়স্যামাহুতৌ সোমভাবং গতাস্তাভিরেষ পরিষ্বক্তো জীব ইষ্টাদিকারী চন্দ্রভূয়ং গতশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্ত ইতি। নন্থ স্বতন্ত্রা আপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ সোমভাবমাপ্নুবন্তু তাভিরং

যাইবে অথবা আছে সুতরাং সূক্ষ্ম-ভূত সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব, জীব

প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং। তথাহি প্রশ্নঃ 'বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি' ইতি। নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দর্শয়িত্বা 'ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি' ইতি। তস্মাদাদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি ব্রজতীতি গম্যতে। নন্বন্যা শ্রুতির্জ্জলৌকাবৎ পূর্ব্বদেহং

পরিষ্বক্ত এব তু জীবঃ সেন্দ্রিয়মাত্রোগত্বা সোমভাবমনুভবতু কো দোষঃ। অয়ং দোষঃ। যতঃ শ্রুতিহান্যাতিক্রম ইতি। এবং হি শ্রুতিসামান্যং কল্পেত যদি যেন রূপেণ যেন চ ক্রমেণাপাং সোমভাবস্তেনৈব জীবস্যাপি সোমভাবো ভবেৎ। অন্যথা তু ন শ্রুতিসামান্যং স্যাৎ। তস্মাৎ পরিষ্বক্তো পরিষ্বক্তরংহণবিশয়ে শ্রুতিসামান্যানুরোধেন পরিষ্বক্তরংহণং নিশ্চীয়তে। অতো দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবভূয়স্ত্বাদাপো হুতাঃ সূক্ষ্মীভূতা ইষ্টাদিকারিণমাশ্রিতা নৈধনেন বিধিনা দেহে হূয়মানে হুতাঃ সত্য আহুতিময্য ইষ্টাদিকারিণং পরিবেষ্ট্য স্বর্গং লোকং নয়ন্তীতি। চোদয়তি—"নন্বন্যা শ্রুতি" রিতি। অয়মর্থঃ—এবং হি সূক্ষ্মদেহপরিষ্বক্তোরংহেৎ যদ্যস্য স্থূলং শরীরং রংহতো ন ভবেৎ। অস্তি ত্বস্য বর্ত্তমানস্থূলশরীরযোগ আদেহান্তরপ্রাপ্তেস্তৃণজলায়ুকানিদর্শনেন। তস্মাৎ

সূক্ষ্ম ভূত সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎপ্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন,—জীব দেহান্তর পাইবার জন্য সূক্ষ্ম-ভূতপরিষ্বক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহবীজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা জানা যায়। [তথাহি·· গম্যতে] প্রশ্ন যথা—"আপ্ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে আহুত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয় অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়—সেই প্রকারটী কি জান?" (রাজা প্রবাহন শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব্, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচ আহুতি, ইহা বলিয়া "এই প্রকারে আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়। [নন্বন্যা···ইত্যবিরোধঃ] যদি বল, অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ন্যায় যে-পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায় সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে না, যথা—"যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে,

ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রামতীতি শয়িতি।—তদ্‌যথা, তৃণজলায়ুকেতি, তত্রাপ্যপ্পরিবেষ্টিতস্যৈব জীবস্য কর্ম্মোপস্থাপিতপ্রতিপত্তব্যদেহবিষয়কভাবনাদীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্যবিরোধঃ। এবং শ্রুত্যুক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্ম্মবশাৎ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি কেবলস্যৈব বাত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতীন্দ্রিয়াণি তু দেহবদভিনবান্যেব তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপদ্যন্তে

নিদর্শনশ্রুতিবিরোধান্ন সূক্ষ্মদেহপরিষ্বক্তোরংহতীতি পরিহরতি—"তত্রাপী"তি। ন তাবৎ পরমাত্মনঃ সংসরণসম্ভবঃ। তস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ কিন্তু জীবানাম্। পরমাত্মৈব চোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদোজীব ইত্যাখ্যায়তে, তস্য চ দেহেন্দ্রিয়াদেরুপাধেঃ প্রাদেশিকত্বান্ন তত্র সন্দেহান্তরং গন্তুমর্হতি। তস্মাৎ সূক্ষ্মদেহপরিষ্বক্তোরংহতিকর্ম্মোপস্থাপিতঃ প্রতিপত্তব্যঃ। প্রাপ্তব্যো যো দেহস্তদ্বিষয়ায়া ভাবনায়া উৎপাদনায়া দীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়তে। সাংখ্যানাং কল্পনামাহ—"ব্যাপিনাং করণানা"মিতি। আহঙ্কারিকত্বাৎ করণানামহঙ্কারস্য চ জগন্মণ্ডলব্যাপিত্বাৎ করণানামপি ব্যাপিতেত্যর্থঃ। বৌদ্ধানাং কল্পনামাহ—"কেবলস্যৈব বাত্মন" ইতি। আলয়বিজ্ঞানসন্তান আত্মা তস্য বৃত্তিঃ ষট্‌প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি তু চক্ষুরাদীনি অভিনবানি জায়ন্তে। কণভুক্‌কল্পনামাহ—

তেমনি, জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে।" ইহা উল্লিখিত পক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্-পরিবেষ্টিত জীবের যে-পূর্ব্বকর্ম্ম ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহপরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে) সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই। [এবং...বিরোধাৎ] শ্রুত্যুক্ত পুনর্জ্জন্মগ্রহণপ্রণালী বিদ্যমানে বুদ্ধি মাত্র কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শ্রুতিবাধিত বিধায় আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হেয়। পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত, যথা।—সাঙ্খ্য বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কর্ম্ম-

মন এব চ কেবলং ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে। জীব এবোৎপ্লুত্যে দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে শুক ইব বৃক্ষাৎ বৃক্ষান্তরমিত্যেবমাদ্যাঃ। তাঃ সর্ব্বা এবানাদর্ত্তব্যাঃ শ্রুতিবিরোধাৎ। ননূদাহৃতাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্‌শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে সর্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥*

"মন এব চে"তি। ভোগস্থানং ভোগায়তনং শরীরমভিনবমিতি যাবৎ। দিগম্বরকল্পনামাহ—"জীব এবোৎপ্লুত্যে"তি। আদিগ্রহণেন লৌকায়তিকানাং কল্পনাং সংগৃহ্লাতি। তে হি শরীরাত্মবাদিনো ভস্মীভাবমাত্মন আহুর্ন কস্যচিদগমনমিতি। চোদয়তি—"ননূদাহৃতাভ্যা"মিতি। অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ।

প্রভাবে যেস্থানে দেহ জন্মিবে সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান্ (বৃত্তি=বিষয়-গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হইবেক। বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর পোপ্তে তদ্দেহেই বৃত্তিলাভ করেন। যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয়। এই মতে ধারাবাহি-নির্ব্বিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তিলাভ। কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তদ্দেহে নূতন হয়। জৈনগণ বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায় সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। এ সমস্তই শ্রুতিবাধিত, সুতরাং অগ্রাহ্য। [ননূদা...পঠতি] এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—তাহাতে কেবল জলসূক্ষ্মাংশসমেত জীবের গমন প্রতীত হয়। প্রশ্ন-প্রতিবচন শ্রুতিতে জলবাচী অপ্ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অন্য ভূতের শ্রবণ নাই। তবে কিপ্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায় ভূতের সূক্ষ্মাংশ সহ গমন করে? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

* তুশব্দঃ শঙ্কোচ্ছেদার্থঃ। কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষক্তোরংহতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। যতস্তাস্ত্র্যাত্মিকাঃ। ত্র্যাত্মকত্বেঽপি ভূয়স্ত্বাৎ অব্বাহুল্যাদাপ ইত্যুক্তিঃ।—এমন মনে করিও না যে, কেবল জলসূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়। কেননা, জলভূতও ত্রিবৃৎকৃত অর্থাৎ ত্র্যাত্মক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিন মিশ্রিত। সুতরাং জলের গমনে অন্য দুএর গমন (সঙ্গে যাওয়া) সিদ্ধ হয়। আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে; সুতরাং জলের আধিক্য থাকায় জলবাচী আপ্-

তুশব্দেন চোদিতামাশঙ্কামুচ্ছিনত্তি। ত্র্যাত্মিকা হ্যাপঃ। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ। তাস্বারম্ভিকাস্বভ্যুপগতাস্বিতরদপি ভূতদ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি। ত্র্যাত্মকশ্চ দেহস্ত্রয়াণামপি তেজোঽবন্নানাং তস্মিন্ কার্য্যোপলব্ধেঃ। পুনশ্চ ত্র্যাত্মকস্ত্রিধাতুকত্বাৎ ত্রিভির্ব্বাতপিত্তশ্লেষ্মভিঃ। ন স ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরদ্ভিরারব্ধুং শক্যতে। তস্মাৎ ভূয়স্ত্বাপেক্ষোঽয়মাপঃ পুরুষবচস ইতি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপ্শব্দো ন কৈবল্যাপেক্ষঃ। সর্ব্বদেহেষু হি রসলোহিতাদ্দিদ্রবভূয়স্ত্বং দৃশ্যতে।

তেজসঃ কার্য্যমশিতপীতাহারপরিপাকঃ। অপাং কার্য্যং স্নেহস্বেদাদি। পৃথিব্যাঃ কার্য্যং গন্ধাদি। যস্তু গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাবকাশদানদর্শনাদ্দেহস্য পাঞ্চভৌতিকত্বং পশ্যংস্তেজোঽবন্নাত্মকত্বেন ত্র্যাত্মকত্বেন পরিতুষ্যতি তং প্রত্যাহ—"পুনশ্চ ত্র্যাত্মক" ইতি। বাতপিত্তশ্লেষ্মভিস্ত্রিভির্ধাতুভিঃ শরীরধারণাত্মকৈস্ত্রিধাতুত্বাৎ। অতো ন স দেহো ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরদ্ভিরারব্ধুং শক্যতে। অব্গ্রহণনিয়মস্তর্হি কস্মাদিত্যত আহ—"তস্মাদ্ভূয়স্ত্বাপেক্ষ" ইতি।

তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রোক্ত আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, সেই অনুগম্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবল জল নহে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি তাহার প্রমাণ। ত্রিবৃৎকৃত (পঞ্চীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও স্বীকৃত আছে। সুতরাং জল ভূতের আরম্ভকত্ব স্বীকারে অন্য ভূতদ্বয়ের স্বীকার সুতরাং হইয়া থাকে। দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যাত্মকতার অন্য নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য্য থাকিত না। ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, আপের পুরুষ-শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা আধিক্যের অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে অপ্‌শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল

শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ স্থলে ফলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে, আপ সূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের সূক্ষ্মাংশ যায় না। সমুদায় ভূতেরই সূক্ষ্মাংশ সঙ্গে যায়।

নন্বু পার্থিবো ধাতুর্ভূয়িষ্ঠো দেহেষূপলক্ষ্যতে। নৈষ দোষঃ। ইতরাপেক্ষয়াঽপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে চ শুক্র-শোণিতলক্ষণেঽপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্। কর্ম্ম চ নিমিত্ত-কারণম্। দেহান্তরারম্ভে কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি সোমাজ্য-পয়ঃপ্রভৃতিদ্রবদ্রব্যব্যপাশ্রয়াণি কর্ম্মসমবায়িন্যশ্চাপঃ শ্রদ্ধা-শব্দোদিতাঃ সহ কর্ম্মিভির্দ্যুলোকাখ্যেঽগ্নৌ হূয়ন্ত ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ। বাহুল্যাচ্চাপ্‌শব্দেন সর্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানমিতি নিরব-দ্যম্॥ ২॥

প্রাণগতেশ্চ॥ ৩॥*

পৃথিবীধাতুবর্জ্জমিতরত্তেজ আদ্যপেক্ষয়া কার্য্যস্য শরীরস্য লোহিতাদিদ্রবভূয়-স্ত্বাত্তৎকরণয়োশ্চোপাদাননিমিত্তয়োর্দ্রবভূয়স্ত্বাদপাং পুরুষবচস্ত্বোক্তির্ন পুনর্ভূতা-ন্তরনিরাসার্থা।

জল বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। দেখাও যায়, সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক। [নন্বু...নিরবদ্যম্] শরীরে পৃথিবীধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য; পরন্তু তাহা অন্যাপেক্ষা অধিক, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রব-বাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ, দেহে জলধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক)। সেই সকল ভূত সূক্ষ্ম দেহের উপাদান কারণ এবং কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত কারণ। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম (তজ্জনিত অপূর্ব্ব বা শক্তিবিশেষ) তৎকালে সোম, আজ্য (ঘৃত) দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য আশ্রয় করে। সেই কর্ম্মসমবায়ী দ্রবদ্রব্য বা আপ্ এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কর্ম্মকারী পুরুষকে দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে (লইয়া যায়)। এ সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে আপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্-শব্দের কথন। সুতরাং অপ্-শব্দের কথনে সমুদায় দেহবীজ ভূত সূক্ষ্মের কথন সিদ্ধ হইয়াছে।

---

* দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যর্থং প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে তস্মাদপি ন কেবলাভিরদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো গচ্ছত্যপি তু ভূতান্তরৈঃ।—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয়া গতি সম্ভবে না। সুতরাং তদাশ্রয়ীভূত ভূতপঞ্চকের গমন স্বীকার্য্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

প্রাণানাঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে। 'তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। সা চ প্রাণানাং গতিরাশ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়ভূতানামপামপি ভূতান্তরোপসৃষ্টানাং গতিরবগম্যতে। ন হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ ক্বচিদ্গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতোঽদর্শনাৎ॥ ৩॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥৪॥*

স্যাদেতৎ। নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন

প্রাণানাং জীবদ্দেহে সাশ্রয়ত্বমবগতম্। গচ্ছতি জীবদ্দেহে তদনুবিধায়িনঃ প্রাণা অপি গচ্ছন্তীতি দৃষ্টম্। অতঃ ষাট্‌কৌশিকাদ্দেহাদুৎক্রামন্তঃ কস্মিংশ্চিদুৎক্রামত্যুৎক্রামন্তি। স চৈষামনুবিধেয়ঃ সূক্ষ্মোদেহোভূতেন্দ্রিয়ময় ইতি গম্যতে। ন হীন্দ্রিয়মাত্রাশ্রয়ত্বমেষাং দৃষ্টং যতস্তন্মাত্রাশ্রয়াণাং গতিরুপপদ্যেতেতি।

দেহান্তর প্রাপ্তির জন্য প্রাণেরাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও শুনাইয়াছেন। যথা—"জীব উৎক্রমোদ্যত হইলে মুখ্য প্রাণ তাঁহার অনুগামী হয় এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমোদ্যমে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রোমোদ্যত হয়।" আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয় না; সুতরাং বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় স্বরূপ ভূতান্তর পরিমিশ্রিত জলভূত (সূক্ষ্ম) তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদ্দশায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা নহে, ইহা বুঝিতে হইবে।

যদি বল, প্রাণাদি অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় প্রাণেরা দেহান্তর প্রাপ্ত্যর্থ জীব সহ গমন করে না. মরণ কালে বাক্ প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতি কর্তৃক

---

* অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্ম্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীতি শ্রবণাৎ প্রাণা ন জীবেন সহ গচ্ছন্তীতি ন কিন্তু গচ্ছন্ত্যেব। কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ। ভাক্তং হি প্রাণাদীনামগ্ন্যাদিগমনং ন তু তন্মুখ্যম্।--মরণ কালে বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিয়া সে সকল পুনর্জ্জন্ম গ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গৌণ, মুখ্য নহে। অর্থাৎ ঐ উক্তির অভিপ্রায় অন্যরূপ। (ভাষানুবাদে ব্যক্ত আছে)।

গচ্ছন্তি- অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ। তথাহি শ্রুতির্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তীতি দর্শয়তি 'তত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাঽগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণা' ইত্যাদিনেতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ। বাগাদীনামগ্ন্যাদিগতিশ্রুতির্গৌণী লোমসু কেশেষু চাদর্শনাৎ। 'ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ' ইতি হি তত্রাম্নায়তে। ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুত্যৌষধীর্বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি। ন চ জীবস্য প্রাণোপাধিপ্রত্যাখ্যানে গমনমবকল্পতে। নাপি প্রাণৈর্বিনা দেহান্তর উপভোগ উপপদ্যতে। বিস্পষ্টঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন গমনমন্যত্র শ্রাবিতম্। অতো বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামগ্ন্যাদিদেব-

শ্রাবিতেঽপি স্পষ্টে জীবস্য প্রাণৈঃ সহ গমনেঽগ্ন্যাদিগতিশঙ্কা শ্রুতিবিরোধোদ্ভাবনার্থা। অত্র হি লোমকেশয়োরোষধিবনস্পতিগমনং দৃষ্টবিরোধাদ্ভাক্তং তাবদভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ তন্মধ্যপতিতত্বেন তেষামপি শ্রুতিবিরোধাদ্ভাক্তত্বমেবোচিতমিতি। ভক্তিশ্চোপকারনিবৃত্তিরুক্তা।

দর্শিত হইয়াছে, যথা—"তখন এই মৃত পুরুষের বাকেন্দ্রিয় অগ্নিদেবতায় ও প্রাণ বায়ুদেবতায় অপ্যয় (লয়প্রাপ্ত) হয়।" ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ উক্তি (বাক্যাদি অগ্ন্যাদিদেবতায় লীন হয়, এই কথন) ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ (আরোপিত)। [বাগাদীনা...চর্য্যতে] যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের ও কেশের গমন দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতি-গমন যখন গৌণ, উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপঠিত বাক্যাদির অগ্ন্যাদিগমনও গৌণ (ভাক্ত বা ঔপচারিক)। "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি বাক্য যে স্থানে পঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই "লোম সকল ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে গমন করে।" এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে। লোম ও কেশ কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতি প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া কিরূপে জীবের গমন মান্য করিবে? কল্পনা করিবে? প্রাণের গমন স্বীকার না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না। প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অন্য শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন। তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদ্দশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে বাক্যাদি-ইন্দ্রিয়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে

তানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকাল উপকারনিবৃত্তিমাত্রমপেক্ষ্য বাগাদয়োঽগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীত্যুপচর্য্যতে ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৫॥*

স্যাদেতৎ। কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীত্যেতন্নির্দ্ধারয়িতুং পার্য্যতে যাবতা নৈব প্রথমেঽগ্নাবপাং শ্রবণমস্তি। ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চানামাহুতীনামাধারত্বেনাধীতাঃ। তেষাঞ্চ প্রমুখে 'অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ' ইত্যুপন্যস্য 'তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি' ইতি শ্রদ্ধা হোম্যদ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ। ন তত্রাপো হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পর্জ্জন্যাদিষূত্তরেষু চতুর্ষ-

পঞ্চম্যামাহুত্যাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রথমায়ামাহুতৌ অনপাং

সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাব "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে যায়—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, তাহা ঔপচারিক; কিন্তু ভূতান্তরসংযুক্ত আপ্ (জল-ভূত) পঞ্চমী আহুতির পর পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় (দেহাকারে পরিণত হয়), ইহা তুমি কিসে নির্দ্ধারণ করিতে পার? অর্থাৎ পার না। কেন-না, প্রথমাগ্নিতে আপের শ্রবণ নাই, তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমাগ্নির আহুতি, আপ্ নহে। শ্রুতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের আধার দ্যুলোকপ্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে, প্রথমেই "হে গৌতম! এই লোক অগ্নি" এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন।" এই শ্রুতি শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোমদ্রব্য বলিয়াছেন, আপের আহুতিত্ব বলেন নাই। [যদি...দোষঃ] যদিও পর্জ্জন্য প্রভৃতি অন্যান্য অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই, যদিও সে সকল অগ্নিতে আপ্-আহুতির শ্রবণ নাই, না থাকিলেও কল্পনার বলে তাহার (আপের) গ্রহণ করিতে পার। কেন-না, সে

* প্রথমে প্রথমাগ্নৌ, অশ্রবণাৎ অপাং হোম্যদ্রব্যত্বেনাঽনুপন্যাসাৎ, নাপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি চেৎ যদি মন্যসে, তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, তা এব তত্রাপ্যাপ এব, পরিগৃহ্যন্তে শ্রদ্ধাশব্দেনেতি পূরণীয়ম্। কুতঃ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যপোগ্রহণাৎ পূর্ব্বোত্তরয়োর্গ্রন্থসন্দর্ভঃ।—পঞ্চাগ্নির প্রথম অগ্নি এতল্লোক, তাহার আহুতি-দ্রব্য আপ্ নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা, সুতরাং আপ্

গ্নিষ্বপাং হোমদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত পরিকল্পতাং নাম। তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামব্বহুলত্বোপপত্তেঃ। প্রথমে ত্বগ্নৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাঽশ্রুতা আপঃ পরিকল্প্যন্ত ইতি সাহসমেতৎ। শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ প্রসিদ্ধিসামর্থ্যাৎ। তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষভাব ইতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। হি যতস্তত্রাপি প্রথমেঽগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে। কুতঃ। উপপত্তেঃ। এবং হ্যাদিমধ্যাবসানসংজ্ঞানাদনাকুলমেতদেকবাক্যমুপপদ্যতে। ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনপোহোম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নামা-

শ্রদ্ধায়া হোতব্যতাভিধানমসম্বদ্ধমনুপপন্নঞ্চ। ন হি যথা পশ্বাদিভ্যোঽহৃদয়াদয়োঽবয়বা অবদায় নিষ্কৃষ্য হূয়ন্ত এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা নিষ্ক্রষ্টুং বা হোতুং বা

সকল অগ্নির হোমদ্রব্য :সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি—সে সকলে আপের আধিক্য আছে—আধিক্য থাকায় সে কল্পনা (আপের কল্পনা) সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতিকথিত প্রথমাগ্নির আহুতিদ্রব্য শ্রদ্ধা, তাহা ত্যাগ করিয়া আপের গ্রহণ সাহস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রদ্ধা এক প্রকার বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং তাহার (শ্রদ্ধাশব্দের) অপ্ অর্থ গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণ করা নিতান্ত অন্যায্য। এই সকল কারণে বলিয়াছি বা বলিতেছি, পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবহির্ভূত। যদি কেহ এরূপ বলেন, আপত্তি করেন, তবে তৎপ্রত্যুত্তরার্থ বলা যাইতেছে, ঐ উক্তি সদোষ অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত নহে। [হি ... ভবতি] তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই আপ্ই প্রথমাগ্নির আহুতিতে শ্রদ্ধাশব্দে কথিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয়। আপ্-অর্থেই শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্তপ্রস্তাবের উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য, সমস্ত মিলিত, একবাক্য বা একার্থপ্রতিপাদক হইতে পারে, নচেৎ একপ্রকার

পাঁচ অগ্নির আহুতি নহে। যদি তাহা না হইল, তবে, আপের পুরুষশব্দবাচ্যতা অর্থাৎ পুরুষাকারে পরিণত হওয়া কিরূপে সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে? এ প্রশ্ন করিতে পার না। কারণ, প্রথমাগ্নির হোম্যদ্রব্য শ্রদ্ধা সত্য; কিন্তু তাহার অর্থ আপ্। আপ্-অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ। আপ্-অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, এইরূপ অর্থ হইলেই পূর্ব্বাপর গ্রন্থ সঙ্গত হয়।

বতারয়েৎ ততোঽন্যথা প্রশ্নোঽন্যথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্যাদিতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি চোপসংহরন্নেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপ্‌ত্বে যুক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি। ন চ শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যয়ো মনসো জীবস্য বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কৃষ্য হোমায়োপাদাতুং শক্যতে পশ্বাদিভ্য ইব হৃদয়াদীনীত্যপি এবং শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ। শ্রদ্ধাশব্দশ্চাপ্‌সূপপদ্যতে বৈদিকাৎ প্রয়োগদর্শনাৎ 'শ্রদ্ধা বা আপঃ' ইতি। তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধাসারূপ্যং

শক্যতে। ন চাপ্যেবমৌৎসর্গিকো কারণানুরূপতা কার্য্যস্য যুজ্যতে। তস্মাত্ত-

---

প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। আপ্ সকল পঞ্চমী আহুতিতে কিপ্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য হয়? শ্রুতি যদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহুতিস্থানে আপ্ নহে এমন কোন পদার্থ বলিয়া থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই একপ্রকার প্রশ্ন ও অন্য প্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি "আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হয়" এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের অন্যার্থতাই দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে সুতরাং সে সকল শ্রদ্ধাজন্য এবং স্থূল হইলে সে সকলে আপ্‌বাহুল্যের (জলীয়ভাগের আধিক্যে) লক্ষণা এবং তদনুসারে শ্রদ্ধা-শব্দের গৌণার্থ আপ্। কার্য্যমাত্রেই কারণের অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা আহুতির অযোগ্য; সুতরাং প্রোক্তস্থলে সে শ্রদ্ধার গ্রহণ নহে)। [ন চ…ভবতি] শ্রদ্ধা-নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার (ন্যায়াদি মতে) ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন হইতে অথবা আত্মা হইতে পশ্বাদি হইতে মাংসোৎকর্ত্তনের ন্যায় উৎকর্ত্তন করতঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে না; সে কারণেও বুঝা উচিত, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দ জ্ঞানবিশেষ অর্থে প্রযোজিত হয় নাই, আপ্ অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। বেদেও আপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"শ্রদ্ধাই আপ্।" শ্রদ্ধা সূক্ষ্ম, দেহবীজ আপ্ও সূক্ষ্ম, তদনুসারে (সূক্ষ্মত্বগুণ লক্ষ্য করিয়া) শ্রদ্ধা-শব্দের আপ্-বোধকতা সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহশব্দের প্রয়োগ যদ্রূপ, শ্রদ্ধাসম সূক্ষ্ম আপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগও তদ্রূপ। অর্থাৎ উহা গৌণ প্রয়োগ।

গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ। যথা সিংহপরাক্রমোনরঃ সিংহশব্দোভবতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়াচ্চাপ্সু শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু। শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ। 'আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥*

অথাপি স্যাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন্ ন তু তৎসম্পরিষ্বক্তা জীবা রংহেয়ুরশ্রুতত্বাৎ। ন হ্যত্রাপামিব জীবানাং শ্রাবয়িতা কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। তস্মাদ্রংহতি সম্পরিষ্বক্ত ইত্যযুক্ত-

ক্ত্যাঽয়মপ্সু শ্রদ্ধাশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। অত এবাহ শ্রুতিঃ "আপোহে"তি।

অস্যার্থঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। অগ্নিহোত্রে ষট্সুৎক্রান্তিগতিপ্রতিষ্ঠাতৃপ্তিপুনরাবৃত্তিলোকপ্রত্যুত্থায়িষ্বগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গেষু প্রশ্নাঃ ষট্ তেষাং যঃ

[শ্রদ্ধা…শ্রুতেঃ] অপিচ, শ্রদ্ধাখ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক বৈদিক ক্রিয়ার হেতু-হেতুমৎ সম্বন্ধ আছে। সে কারণেও তদঙ্গীভূত আপ্কে শ্রদ্ধা-শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন পুরুষকে মঞ্চ-শব্দে উল্লেখ করা যায় সেইরূপ। (মঞ্চস্থ পুরুষই শব্দ করে, কিন্তু লোকে বলে, মঞ্চ শব্দ করিতেছে)। উল্লিখিত আপ্ শ্রদ্ধা-মূলক, সে কারণেও আপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আপ্ই পুণ্যকর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়।" ইত্যাদি।

আপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন প্রতিবচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও জীব যে আপ্বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার জন্য গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না। কেন-না, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই। যেমন আপ্বোধক শব্দ আছে, তেমনি যদি জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্দ্বারা জীবের আপের সহিত গতি বুঝা যাইত। কিন্তু তাহা নাই। যেহেতু নাই, সেই হেতু "জীব আপ্পরিষ্বক্ত হইয়া গমন করে" এ কথা অযুক্ত। এই আপত্তির প্রত্যু-

* অস্তু নামাঽপাং গতির্ভূতৈঃ সহ জীবোরংহত্যশ্রুতত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে। অশ্রুতত্বাৎ শব্দেনবোধিতত্বাৎ জীবো নাদ্ভিঃ সহ দেহান্তরপ্রতিপত্তয়ে রংহতীতি চেদুচ্যতে তন্নোচ্যতাম্।

মিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ । কুতঃ ? ইষ্ট্যাদিকারিণাং প্রতীতেঃ । "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দাত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্যেষ্ট্যাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি 'আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমোরাজা ইতি' ত এবেহাপি প্রতীয়ন্তে । 'তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি,' ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ । তেষাঞ্চাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মসাধনভূতা দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বাৎ প্রত্যক্ষমেবাপঃ সন্তবন্তি,তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুত্যোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ট্যাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি । তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনান্ত্যে-

---

সমাহারঃ ষণ্ণাং সা ষট্প্রশ্নী । তস্যা নিরূপণং প্রতিবচনম্ । সূত্রান্তরমবতারয়িতুং

ত্তর বা খণ্ডন এই যে, সে রূপ শব্দ না থাকা দোষ নহে। অর্থাৎ নিদর্শিত-স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থের বোধক শব্দ না থাকিলেও "ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে" এই বাক্যের দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয় । [অথ··· সামান্যাৎ] "যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত দান করে এবং তদর্থ উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসম্ভূত অর্থাৎ ধূমপ্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব (যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান ইষ্ট। তদ্ভিন্ন দান—বাপী কূপ তড়াগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত) ধূমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ "আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হয়, ইনি সোমরাজ" এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে। "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পরিপুষ্ট) হন" এ শ্রুতিতেও সোমরাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ কথিত আপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়। [তেষাঞ্চ···জুহোতীতি] অগ্নি-

---

কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ । প্রতীয়ন্তে হীষ্টাদিকারিণাং জীবানামদ্ভিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহুতিবাক্যে । বিবরণন্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ।—শ্রদ্ধাশব্দে আপ্ ও আপের পরিণাম পুরুষ, এতদুভয় স্বীকার করিলেও আপের সহিত জীবের গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য। কারণ, ঐ তত্ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে তদুত্তরে বলা যায়, তাহা নহে। অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিপুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে যায়, গমন করে, এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয়। ভাষ্য দেখ, বিশেষ বিবরণ পাইবে।

হগ্নাবৃত্বিজো জুহ্বত্যহসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি। ততস্তাঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়িন্য আহুতিময্য আপোহপূর্ব্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ট্যাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যাহমুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তীতি যত্তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—শ্রদ্ধাং জুহোতীতি। তথাচাহগ্নিহোত্রে ষট্প্রশ্নীনির্ব্বচনরূপেণ বাক্যশেষেণ 'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ' ইত্যেবমাদিনাহগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দ্দর্শিতা। তস্মাদাহুতিময়ীভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তা জীবা রংহন্তি স্বকর্ম্মফলোপভোগায়েতি শ্লিষ্যতে। কথং পুনরিদমিষ্টাদিকারিণাং স্বকর্ম্ম-

শঙ্কতে—"কথং পুন"রিতি। সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেতি। এবমেতাং-

হোত্র-দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল। সুতরাং সে সকল আপ্ বলিয়া গণ্য। হোমকর্ম্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়। হইয়া অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয়। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকারীকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণনিমিত্তক অন্ত্যেষ্টিবিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম করে—মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই—"এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন"। অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত-কর্ম্ম-সম্পর্কযুক্তা আহুতিময়ী সূক্ষ্ম আপ্ অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদ্দেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনর্ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী "শ্রদ্ধাং জুহোতি" এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [তথাচা…শ্লিষ্যতে] অগ্নিহোত্র-প্রকরণের শেষে ছয়টী প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য আছে, * সে বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্ভোগার্থ তৎসঙ্গে সেই সেই সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অগ্নিহোত্রাহুতিনিচয় লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী আপ্-পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। [কথং…পঠতি]

* জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্রাহুতি সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তদ্যথা—তুমি কি সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের

ফলোপভোগায় রংহণং প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূম-প্রতীকেন বর্ত্মনা চন্দ্রমসমধিরূঢ়ানামন্নভাবং দর্শয়তি। "এষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি। "তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাঘ্রাদিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানামুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৬ ॥

ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥৭॥*

স্তত্র ভক্ষয়ন্তীতি ক্রিয়াসমভিহারেণাপ্যায়নাপক্ষয়ৌ যথা সোমস্য তথা ভক্ষয়ন্তি। সোমময়ান্ লোকানিত্যর্থঃ। অত উত্তরং পঠতি—

প্রশ্ন—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মকারী জীব স্বকৃতকর্ম্মের ফলভোগার্থ আপ্‌পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃযান পথে গমন করতঃ চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়—তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়। যথা—"এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইহাঁকে ভক্ষণ করেন।" "যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।" এ শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সহিত সমানার্থ। অতএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ব্যাঘ্রাদির ন্যায় উদরস্থ করে, কিপ্রকারে তাহাদের স্বকর্ম্মফলভোগ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর—

অর্থাৎ ভোগায়তনের উত্থান (উৎপত্তি) জান? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন। তদ্‌যথা—সেই এই আহুতিদ্বয় হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক্ষ পথে দ্যুলোকে যায়, দ্যুলোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনরাগত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষে ও স্ত্রীদেহে হুত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উত্থিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয়।

* তেষামন্নত্বকথনং ভাক্তং ন তু চর্ব্বণনিগরণাভ্যাং মুখ্যম্। হি যতঃ শ্রুতিরপ্যনাত্মবিদাস্তেষামনাত্মবিত্ত্বাদেব তথা দর্শয়তি পশুবদ্দেবভোগ্যতাং খ্যাপয়তি ন তু চর্ব্বণীয়ভাবমিতি সূত্রার্থঃ।—চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্ম্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। কেননা, তাহারা অনাত্মবিৎ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিদিত নহে, যেহেতু তাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বিদিত নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাঁহাদিগকে পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন। দেবতারা পশু চর্ব্বণ করেন না, তাহাদের দ্বারা তৃপ্তিমাত্র আহরণ করেন।

: ব্রাহ্মশব্দশ্চোদ্দিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। ভাক্তমেষামন্নত্বং ন মুখ্যম্। মুখ্যে হ্যন্নত্বে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাধিকারশ্রুতিরুপরুধ্যেত। চন্দ্রমণ্ডলে চেদিষ্টাদিকারিণামুপভোগো ন স্যাৎ, কিমর্থমধিকারিণ ইষ্টাদ্যায়াসবহুলং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। অন্নশব্দশ্চোপভোগহেতুত্বসামান্যাদনন্নেঽপ্যুপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে—যথা বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্, ইতি। তস্মাদিষ্টস্ত্রীপুত্রমিত্রাদিভিরিব গুণভাবোপগতৈরিষ্টাদিকারিভির্যৎ সুখবিহরণং দেবানাং তদেবৈষাং ভক্ষণমভিপ্রেতং ন মোদকাদিবচ্চর্ব্বণং নিগরণং বা। "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি হি শ্রুতির্দ্দেবানাং

কর্ম্মজনিতফলোপভোগকর্ত্তা হ্যধিকারী ন পুনরুপভোগ্যঃ। তস্মাচ্চন্দ্রসালোক্যমুপগতানাং দেবাদিভক্ষ্যত্বে স্বর্গকামো যজেতেতি যাগভাবনায়াঃ কর্ত্র-

বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্নত্ব-কথন মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। ঐ অন্নত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্ব্বণপূর্ব্বক নিগরণীয় রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), "অধিকারী স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতি নিরুদ্ধা হয়। লোকসকল সুখভোগের লোভেই যাগপ্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি সুখের পরিবর্ত্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্য ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে? করিবেক না। না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল। অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অন্ন-শব্দ গৌণ, মুখ্য নহে। যেমন ভক্ষ্য-দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরা দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ)। শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণত্ব বিধায় অনন্ন পদার্থে অন্নশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাজগণের অন্ন বৈশ্য এবং বৈশ্যের অন্ন পশু, ইত্যাদি। (বৈশ্যেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অন্ন অর্থাৎ ভোগের জিনিষ।) [তস্মা...বারয়তি] অতএব, ইহ-লোকে মনুষ্যেরা যেমন বাঞ্ছিত স্ত্রী, পুত্র

চর্ব্বণাদিব্যাপারং বারয়তি। তেষাঞ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবান্ প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপদ্যতে রাজোপ-জীবিনামিব পরিজনানাম্। অনাত্মবিত্ত্বাচ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যভাব উপপদ্যতে। তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে-ঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবা-নাম" ইতি। স চাস্মিন্নপি লোক ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণ-য়ন্ পশুবদ্দেবানামুপকরোত্যমুষ্মিন্নপি লোকে তদুপজীবী তদাদিষ্টং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপকরোতীতি

পেক্ষিতোপাগতাব্রূপবিবিধশ্রুতিবিরোধাদন্নশব্দোভোক্তৄণামেব সতাং দেবোপজী-বিতামাত্রেণ ভাক্তোগময়িতব্যো ন তু চর্ব্বণনিগরণাভ্যাং মুখ্য ইতি। অত্রেবার্থে

ও মিত্রাদি লইয়া সুখে বিহার করে, সেই সেই স্ত্রীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্ত্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি, দেবতারাও ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেব-গণের ভোগের সাধন,—অন্নের ন্যায় উপকরণ,—সুতরাং অন্ন। প্রোক্তস্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য। যে ভক্ষণ চর্ব্বণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিতস্থলে সে ভক্ষণ নহে। মনুষ্য মোদক চর্ব্বণ করে, চর্ব্বণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃকরণ) করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে। কিন্তু দেবতারা চন্দ্রলোকগত জীবকে সেরূপে ভক্ষণ করেন না। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির ন্যায় অন্ন নহেন। "দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত (সুখসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন।" এ শ্রুতিও দেবগণের চর্ব্বণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন। [তেষাং···গম্যতে] যেমন রাজোপজীবী পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবানুগামী ইষ্টাদি-কারী জীবেরও স্বকর্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয়। ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী; তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগো-পকরণ। শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন। যথা—"যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানেনা অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যদ্রূপ পশু; সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ। সে এ লোকে যাগ

গম্যতে'. অথাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ইত্যন্যা ব্যাখ্যা। অনাত্মবিদো হ্যেতে কেবলকর্ম্মিণ ইষ্টাদিকারিণো ন জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যামিহাত্মবিদ্যেত্যুপচরন্তি প্রকরণাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিহীনত্বাচ্চেদমিষ্টাদিকারিণাং গুণ-বাদেনান্নত্বমুদ্ভাব্যতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইহ বিধিৎসিতা বাক্যতাৎপর্য্যাবগমাৎ। তথা হি শ্রুত্যন্তরং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসম্ভাবং দর্শয়তি 'স সোমলোকে বিভূতি-মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে' ইতি। তথান্যদপি শ্রুত্যন্তরং 'অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামা-নন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে' ইতীষ্টাদিকারিণাং

শ্রুত্যন্তরং সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—'তথা হি দর্শয়তি' শ্রুতিরনাত্মবিদামনাত্মবিত্ত্বাদেব পশুবদ্দেবোপভোগ্যতাং ন তু চর্ব্বণীয়তয়া। যথা হি বলীবর্দ্দাদয়ো ভুঞ্জানা অপি স্বফলং স্বামিনোহন্নাদিবহনেনোপকুর্ব্বাণা ভোগ্যা এবং পরমতত্ত্বমবিদ্বাংস ইষ্টাদিকারিণ ইহ দধিপয়ঃপুরোডাশাদিনাঽমুষ্মিংশ্চ লোকে পরিচারকতয়া দেবানামুপভোগ্যা ইতি শ্রুত্যর্থঃ। অথ বা 'অনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তীত্য স্যাহন্যা ব্যাখ্যা'। আত্মবিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ। ন আত্মবিৎ অনাত্মবিৎ। যো হি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং ন বেদ তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি নিন্দ্যতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং স্তোতুং তস্যা এব প্রকৃতত্বাৎ। তদনেনোপচারস্য প্রয়োজনমুক্তম্। উপচার-নিমিত্তানুপপত্তিমাহ—"তথা হি" "দর্শয়তি"। শ্রুতির্ভোক্তৃত্বম্। "স সোম-লোকে বিভূতিমনুভূয়ে"তি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায় উপকার করে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে। [অনাত্ম··· ষ্ঠায়িনঃ] অন্য প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী, আত্মবিৎ নহে। অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। [পঞ্চাগ্নি···দর্শয়তি] অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে আত্মজ্ঞ বা আত্মবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত। অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই উপচার ক্রমে আত্মবিদ্যা-শব্দে কথিত হইয়াছে। ইষ্টাদিকারীরা 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অনভিজ্ঞ' বলিয়া পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের

দেবৈঃ সম্বসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। এবং ভাক্তত্বাদন্ন-ভাববচনস্যেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে। তস্মা-দ্রংহতি সম্পরিষ্বক্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥*

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বর্ত্মনা চন্দ্রমণ্ডলমধিরূঢ়াণাং

নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে। প্রোক্ত বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত। চন্দ্রমণ্ডলে যে ভোগ আছে তাহা শ্রুত্যন্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।" এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"পিতৃলোকজয়ীর যে আনন্দ, কর্ম্মদেবদিগের সেই আনন্দ। যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে, তাহারা কর্ম্মদেব।" এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর দেবগণের সহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে। [এবং···যুক্তমেবোক্তম্] অতএব, শ্রুতি যে বলিয়া-ছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। যেহেতু গৌণ, সেই হেতু সূত্রকারের "রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ" এ কথা যুক্তিযুক্ত।

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যথা—"যাবৎ

* ইদানীমাগতিং নিরূপয়তি। কৃতস্য অনুষ্ঠিতস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ অত্যয়ে ভোগেনোপক্ষয়ে সতি, অনুশয়বান্ ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মণা সহিতশ্চন্দ্রলোকাদিমং লোকমবরোহত্যাগচ্ছতি পুনর্জ্জন্ম প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তত্রাহ দৃষ্টেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। কেন পথাঽবরোহতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথেতি। যথেতং যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্ তেনৈব মার্গেণ অনেবঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়েণ চ। বিপর্য্যয়োঽধিকোঽবভ্রাদিঃ।--যাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কর্ম্মানুরূপ সুখসম্ভোগ করিতে থাকে। ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হয়। পুণ্যক্ষয় হইলে সে আর স্থানে থাকিতে পারে না। কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্ব্বার এতল্লোকে আগমন করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। এ তথ্য শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রমিত। তাহারা যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল অবতরণকালে সেই পথে ও সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে। শ্রুতিতে আরোহণ পথের যেরূপ ক্রম বর্ণিত আছে, অবরোহণ পথের ক্রমে তদপেক্ষা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে। সে অধিক অভ্র অর্থাৎ আকাশপ্রভৃতি কএকটী।

ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আম্নায়তে 'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতম্' ইত্যারভ্য যাবৎ 'রমণীয়চরণা ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে কপূয়চরণাঃ শ্বাদিযোনিম্' ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং নিরনুশয়া ভুক্তকৃৎস্নকর্ম্মাণোঽবরোহন্ত্যাহোস্বিৎ সানুশয়া ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। নিরনুশয়া ইতি। কুতঃ। যাবৎসম্পাতমিতি বিশেষণাৎ। সম্পাতশব্দেনাত্র কর্ম্মাশয় উচ্যতে সম্পতন্ত্যনেনাস্মাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়েতি। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেতি চ কৃৎস্নস্য তস্য তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি। 'তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈতি' ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণৈষ এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে। স্যাদেতৎ। যাবদমুষ্মিল্লোকে উপভোক্তব্যং কর্ম্ম তাবদুপ-

---

"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বে"তি। যাবদুপবন্ধাৎ যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়মিতি চ যৎকিঞ্চেহ কর্ম্ম কৃতং তস্যান্তং প্রাপ্যেতি শ্রবণাৎ। প্রায়ণস্য চৈকপ্রঘট্টকেন সকলকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ। ন খল্বভিব্যক্তিনিমিত্তস্য সাধারণ্যেঽভিব্যক্তিনিয়মোযুক্তঃ। ফলদানাভিমুখীকরণঞ্চাভিব্যক্তিঃ। তস্মাৎ সমস্তমেব কর্ম্মফলমুপভোজিতবৎ স্বফলবিরোধি চ কর্ম্ম। তস্মাচ্ছ্রুতেরুপপত্তেশ্চ নিরনুশয়ানামেব

কর্ম্ম তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে; পরে, যথাগত পথে এতল্লোকে পুনরাগত হয়। রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপাচারীরা কুক্কুরাদি যোনিতে—।" ইত্যাদি। [তত্রেদং · প্রদর্শ্যতে] এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে ? কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে ? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয় হইলে অর্থাৎ সঞ্চিতাদৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন-না, ঐ স্থানে যাবৎ সম্পাতং—সম্পতন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফলভোগার্থ পরলোকে সম্যক্ পরিপতিত হয়, গমন করে, এইব্যুৎপত্তিতে সম্পাতশব্দে কর্ম্মাশয়, সুতরাং যাবৎসম্পাতং—শ্রুতি সেখানে সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ বলিয়াছেন। "যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীদিগের কর্ম্ম (পুণ্য) পরিক্ষীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আইসে।" এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন। [স্যাদেতৎ···দর্শয়তি] যে পরিমাণ কর্ম্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে শক্ত—সেখানে সেই

ভুঙ্‌ক্ত ইতি কল্পয়িষ্যামীতি নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে যৎকিঞ্চেত্যন্যত্র পরামর্শাৎ। 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে' ইত্যপ্যপরা শ্রুতির্যৎকিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শেন কৃৎস্নস্যেহকৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ক্ষয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ প্রায়ণমনারব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যাভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ কিঞ্চিদনারব্ধফলং তস্য সর্ব্বস্যাভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমর্হতি। ন হ্যবিশিষ্টে

চরণাদাচারাদবরোহো ন কর্ম্মণঃ। আচারকর্ম্মণী চ শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধভেদে। যথাকারী যথাচারী তথা ভবতীতি। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাচারমেব যোনিনিমিত্তমুপদিশতি ন তু কর্ম্মবতাং বা কর্ম্মশীলে দ্বে অপ্যবিশেষেণানুশয়স্তথাপি যদ্যপ্যয়মিষ্টাপূর্ত্তকারী স্বয়ং নিরনুশয়োভুক্তভোগত্বাত্তথাপি পিত্রাদিগতানুশয়বশাত্তদ্বিপাকান্ জাত্যায়ুর্ভোগাংশ্চন্দ্রলোকাদবরুহ্যানুভবিষ্যতি। স্মর্য্যতে হ্যন্যস্য সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যামন্যস্য তৎসম্বন্ধিনস্তৎফলভাগিতা—'পতত্যর্দ্ধশরীরেণ যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ' ইত্যাদি। তথা শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদেঃ পিতাপুত্রাদিগামিফলশ্রুতিঃ। তস্মাদ্‌যাবৎ সম্পাতমিত্যুপক্রমানুরোধাৎ যৎ কিঞ্চেহ করোতীতি চ শ্রুত্যন্তরানুসারাদ্রমণীয়চরণত্বং সম্বন্ধান্তরগতমিষ্টাপূর্ত্তকারিণি ভাক্তং গমযিতব্যম্। তথা চ নিরনুশয়ানামেব ভুক্তভোগানামবরোহ

পরিমাণ কর্ম্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। কারণ যে, অন্য শ্রুতিতে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—"জীব ইহলোকে যে-কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।" এই শ্রুতি নির্ব্বিশেষরূপে যৎকিঞ্চ—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতল্লোককৃত সমস্ত কর্ম্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [অপিচ···পদ্যাত্তে] অন্য হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্ত্যন্তর এই যে, মরণ যাবন্ত অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, মরণের পূর্ব্বে অনারব্ধফল কর্ম্ম সকল আরব্ধফলকর্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকায় তৎকালে (মরণের পূর্ব্বে) সে সকলের অভিব্যক্তি হওয়া

প্রদীপসন্নিধৌ ঘটোঽভিব্যজ্যতে ন পট ইত্যুপপদ্যতে। তস্মান্নিরনুশয়া অবরোহন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বানিতি। যেন কর্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমসমারূঢ়াঃ ফলোপভোগায় তস্মিন্নুপভোগেন ক্ষয়িতে তেষাং যদম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমস্যুপভোগায়ারব্ধং তদুপভোগক্ষয়দর্শনজশোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে সবিতৃকিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। যেন কর্ম্মকলাপেন ফলমুপভোজিতং তস্মিন্নতীতেঽপি সানুশয়া এব চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তি। কুতঃ। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্। প্রত্যক্ষদৃষ্টা শ্রুতির্দৃষ্টশব্দবাচ্যা। স্মৃতিশ্চোপন্যস্তা। অথ বা দৃষ্টশব্দেনোচ্চাবচরূপোভোগ উচ্যতে। অয়মভিসন্ধিঃ—কপূয়চরণা রমণীয়চরণা ইত্যবরোহতামেতদ্বিশেষণম্। ন চ সতি মুখ্যার্থসম্ভবে সম্বন্ধিমাত্রেণোপচরিতার্থত্বং ন্যায্যম্। ন চোপক্রমবিরোধাচ্ছ্রুত্যন্তরবিরোধাচ্চ মুখ্যার্থাসম্ভব ইতি সাম্প্রতম্। দত্তফলেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মাপেক্ষয়াঽপি যাবৎ পদস্য যৎ কিঞ্চেতি পদস্য চোপপত্তেঃ। ন হি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি যাবজ্জীবমাহারবিহারাদিসময়েঽপি হোমং বিধত্তে। নাপি মধ্যাহ্নাদাবপি তু সায়ংপ্রাতঃকালাপেক্ষয়া। সায়ংপ্রাতঃকালবিধানসামর্থ্যাৎ কালস্য চানুপাদেয়ত্বয়াঽনঙ্গস্যাপি নিমিত্তানুপ্রবেশাত্তত্রৈবমিতি চেৎ, ন, ইহাপি রমণীয়চরণা ইত্যাদের্মুখ্যার্থত্বানুরোধাত্তদুপপত্তেঃ। তৎ কিমিদানীমুপসংহারা-

---

অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারব্ধফল) কর্ম্ম থাকে—মরণ সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করায়। নিমিত্ত বা কারণ সাধারণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্ব্বথা অনুপপন্ন। [তস্মান্নিরনুশয়া···বানিতি] এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব অনুশয়শূন্য হইয়া (নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া) এতল্লোকে আগমন করে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকর্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষ সহ এতল্লোকে অবতরণ করে, নিরনুশয় হইয়া নহে। [যেন···রোহন্তি] পুণ্যকর্ম্মা জীব যে পুণ্যকর্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল সে শরীর তখন ভোগক্ষয় দর্শনোৎপন্ন শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—

হুতভুগর্চ্চিঃসম্পর্কাদিব চ ঘৃতকাঠিন্যম্। ততঃ কৃতাত্যয়ে কৃতস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া এবেমমবরোহন্তি। কেন হেতুনা। দৃষ্টস্মৃতিভ্যামিত্যাহ। তথা হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়ানামবরোহং দর্শয়তি 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা' ইতি। চরণশব্দেনাত্রাহনুশয়ঃ সূচ্যত ইতি বর্ণয়িষ্যতে। দৃষ্টশ্চায়ং

নুরোধেনোপক্রমঃ সঙ্কোচয়িতব্যঃ। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যসাবুপসংহারানন্নুরোধে-হপ্যসঙ্কুচদ্বৃত্তিরূপপত্তুমর্হতি। ন হি যাবন্তঃ সম্পাতা যাবতাং বা পুসাং সম্পা-তাস্তে সর্ব্বে তত্রেষ্টাদিকারিণা ভোগেন ক্ষয়ং নীয়ন্তে। পুরুষান্তরাশ্রয়াণাং কর্ম্মাশয়ানাং তদ্ভোগেন ক্ষয়েহতিপ্রসঙ্গাৎ। চিরোপভুক্তানাঞ্চ কর্ম্মাশয়ানাম্-সতাং চন্দ্রমণ্ডলোপভোগেনানপনয়নাৎ। তথা চ স্বয়ং সঙ্কুচন্তী যাবচ্ছ্রুতিরূপ-সংহারানুরোধপ্রাপ্তমপি সঙ্কোচনমনুমন্যতে। এতেন যৎ কিঞ্চেহ করোতী-ত্যপি ব্যাখ্যাতম্। অপি চেষ্টাপূর্ত্তকারীহ জন্মনি কেবলং ন তন্মাত্রমকার্ষীৎ। অপি তু গোদোহনেনাপঃ প্রণয়ন্ পশুফলমপ্যপূর্ব্বং সমচৈষীৎ। এবমিহ-

---

ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণ-স্পর্শে হিমসজ্ঘাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে ঘৃতকাঠিন্য বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্ষীণকর্ম্মা জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর কর্ম্মবল (পুণ্য) ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্মশেষ থাকা অবস্থায় তাঁহারা এতল্লোকে পুনরাগত হয়। [কেন⋯সূচয়তি] এ সিদ্ধান্তের হেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানুশয় (কর্ম্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা—"অবতরণকারী জীবের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে এই কর্ম্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মা ছিল, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ-যোনিতে, ক্ষত্র-যোনিতে অথবা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপাচারী ছিল তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। হয় কুক্কুর-যোনিতে না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চণ্ডাল-যোনিতে উদ্ভূত হয়।" শ্রুতিতে যে চরণ-শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ

জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিভজ্যমান আকস্মিকত্বাসম্ভবাদনুশয়সদ্ভাবং সূচয়তি। অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতহেতুত্বস্য সামান্যতঃ শাস্ত্রেণাবগমিতত্বাৎ। স্মৃতিরপি বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেককর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহং দর্শয়তি। কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি। কেচিত্তাবদাহুঃ স্বর্গার্থস্য

নিঃশঙ্ক বাঙ্মনঃশরীরচেষ্টাভিঃ পুণ্যাপুণ্যমিহামুত্রোপভোগ্যং সঞ্চিতবতোন মর্ত্ত্যলোকাদিভোগ্যং চন্দ্রলোকোপভোগ্যং ভবিতুমর্হতি। ন চ স্বফলবিরোধিনোঽনুশয়স্য ঋতে প্রায়শ্চিত্তাদাত্মজ্ঞানাদ্বাঽদত্তফলস্য ধ্বংসঃ সম্ভবতি। তস্মাত্তেনানুশয়েনায়মনুশয়বান্ পরাবর্ত্তত ইতি শ্লিষ্টম্। ন চৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয় ইত্যগ্রে ভাষ্যকৃদ্বক্ষ্যতি। অন্যে তু সকলকর্ম্মক্ষয়ে পরাবৃত্তিশঙ্কা নির্ব্বীজেতি মন্যমানা অন্যথাধিকরণং বর্ণয়াঞ্চক্রুরিত্যাহ—"কেচিত্তাবদাহু"রিতি। অনুশয়োঽত্র দত্ত-

অনুমান করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা বলিবেন। জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাবচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক নহে। আকস্মিক কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। সেইজন্যই উচ্চাবচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয়। (মনুষ্য জন্মে একরূপ ভোগ, পশু জন্মে অন্যরূপ ভোগ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে অন্যপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অন্য-কিছু নহে, কর্ম্মাশয়ই তাহার কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে)। [অভ্যুদয়···দর্শয়তি] অভ্যুদয়ের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলের ও অমঙ্গলের (অথবা সুখের ও দুঃখের) জনক হেতু সুকৃত ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্যাকারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক সুকৃতে অমুক সুখ—অমুকপ্রকার অভ্যুদয়, এরূপ অঙ্গুলিনির্দ্দেশন্যায় অবলম্বন করিয়া বলেন নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মলেশের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হয়। স্মৃতি এইরূপ বলিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অনুশয়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষকর্ম্মীর নহে। নিঃশেষিত কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ, তখন জন্মাভাব। [কঃ পুন···হপীতি]

কর্ম্মণো ভুক্তফলস্যাবশেষঃ কশ্চিদনুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ। যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্ব্বাত্মনা রিচ্যতে ভাণ্ডানুসার্য্যেব কশ্চিৎ স্নেহশেষোঽবতিষ্ঠতে তথানুশয়োঽপীতি। নন্বু কার্য্যবিরোধিত্বাদদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলস্যাবশেষাবস্থানং ন্যায্যম্। নায়ং দোষঃ। ন হি সর্ব্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং কর্ম্মণঃ প্রতিজানীমহে। নন্বু নিরবশেষকর্ম্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়াঃ। বাঢ়ম্। তথাপি স্বল্পকর্ম্মাবশেষমাত্রেণ তত্রাবস্থাতুং ন শক্যতে। যথা কিল কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈরাজকুলমুপসৃপ্তশ্চিরপ্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহূপ-

---

ফলস্য কর্ম্মণঃ শেষ উচ্যতে। তত্রেদমিহ বিচার্য্যতে। কিং দত্তফলানামিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণামবশেষাদিহাবর্ত্তন্তে উত তান্যুপভোগেন নিরবশেষং ক্ষপয়িত্বাঽনুপভুক্তকর্ম্মবশাদিহাবর্ত্তন্ত ইতি। তত্রেষ্টাদীনাং ভোগেন সমূলকাষং কষিতত্বান্নিরনুশয়া এবানুপভুক্তকর্ম্মবশাদাবর্ত্তন্ত ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। "সানুশয়া এবেমমবরোহন্তি" ইতি। কুতঃ। দৃষ্টানুসারাৎ। যথা ভাণ্ডস্থে মধুনি সর্পিষি বা ক্ষালিতেঽপি ভাণ্ডলেপকং তচ্ছেষং মধু বা সর্পির্ব্বা ন ক্ষালয়িতুং শক্যমিতি দৃষ্টমেবং তদনুসারাদেতদপি প্রতিপত্তব্যম্। ন চাবশেষমাত্রাচ্চন্দ্রমণ্ডলে তিষ্ঠাসন্নপি

অনুশয় কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন, অনুশয় ভুক্তফল কর্ম্মের কোনও এক অবশেষ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের (ঘৃত তৈলাদির) অনুরূপ। যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ ঘৃতাদি নিষ্কাশিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি, কর্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকে। [নন্বু···জানীমহে] যদি বল, সে অদৃষ্ট স্বর্গভোগেরই জনক সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন? তাহা অসম্ভব বা অযুক্ত? এতদুত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে। কেন-না, সেই স্থানেই সেই কর্ম্মের সার্ব্বাত্মিক বা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের প্রতিজ্ঞাত নহে। [নন্বু···শক্যতেতি] জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগশেষ না হইলে আসিবে কেন? ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কর্ম্ম লইয়া সেখানে থাকিতে পারে না। কোন সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে সুখে বাস করে, কিন্তু যখন সে-সকলের

করণচ্ছত্রপাদুকাদিমাত্রাবশেষো ন রাজকুলেঽবস্থাতুং শক্নোত্যেবমনুশয়লেশমাত্রপরিগ্রহো ন চন্দ্রমণ্ডলেঽবস্থাতুং শক্নোতীতি। ন চৈতদ্‌যুক্তমিব। ন হি স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণো ভুক্তফলস্যাবশেষানুবৃত্তিরুপপদ্যতে কার্য্যবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্। নন্বেতদপ্যুক্তং ন স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভবতীতি। তদেতদপেশলম্। স্বর্গার্থং কিল কর্ম্ম স্বর্গস্থস্যৈব স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি স্বর্গচ্যুতস্যাঽপি কঞ্চিৎ ফললেশং জনয়তীতি ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাঽবকল্পতে। স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুবৃত্তির্দৃষ্টত্বাদুপপদ্যতে। তথা

স্থাতুং পারয়ন্তি। যথা সেবকোহাস্তিকাশ্বীয়পদাতিব্রাতপরিবৃতো মহারাজং সেবমানঃ কালবশাচ্ছত্রপাদুকাবশেষো ন সেবিতুমর্হতীতি দৃষ্টং তন্মূলা চ লৌকিকী স্মৃতিরিতি দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং সানুশয়া এবাবর্ত্তন্ত ইতি। তদেতদ্দূষয়তি—"ন চৈতদিতি"। এবকারে প্রযোক্তব্যে ইবকারো গুড়জিহ্বিকয়া প্রযুক্তঃ।

অধিকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাদুকাদিমাত্র অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি, চন্দ্রমণ্ডলেও কর্ম্মী জীব কর্ম্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। [ন চৈতদ্… পেশলম্] সম্প্রদায় বিশেষের এই মত সঙ্গিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গ, সে কর্ম্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই সঙ্গত কথা। কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্তফল প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান তাহার শেষ যদি মর্ত্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকে না)। বলিয়াছিলে যে, স্বর্গফলক কর্ম্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না, সে কথা সন্তোষজনক নহে। [স্বর্গার্থং…কল্পতে] স্বর্গজনক কর্ম্ম স্বর্গস্থ জীবের সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মায় এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না। [স্নেহ…বিরোধাৎ] তৈল-ভাণ্ডে তৈলের অনুবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহা অনুপপন্ন নহে। সেবকগণেরও উপকরণ শেষের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্ম্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্পশেষাংশ যে অনুবৃত্ত হয়, মর্ত্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখন দেখে নাই।

সেবকস্যোপকরণলেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো লেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে। স্বর্গফলত্বশাস্ত্রবিরোধাৎ। অবশ্যঞ্চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং ন স্বর্গফলস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণো ভাণ্ডানুসারিস্নেহবদেকদেশোঽনুবর্ত্তমানোঽনুশয় ইতি। যদি হি যেন সুকৃতেন কর্ম্মণেষ্টাদিনা স্বর্গমন্বভূবন্ তস্যৈব কশ্চিদেকদেশোঽনুশয়ঃ কল্প্যেত ততো রমণীয় এবৈকোঽনুশয়ঃ স্যাৎ ন বিপরীতঃ। তত্রেয়মনুশয়বিভাগশ্রুতিরুপরুধ্যেত 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ' ইতি। তস্মাদামুষ্মিকফলে কর্ম্মজাতে উপভুক্তে অবশিষ্টমৈহিকফলং কর্ম্মান্তরজাতমনুশয়স্তদ্বন্তোঽবরোহন্তীতি। যদুক্তং যৎকিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্ব্বস্যেহকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেনান্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি নৈতদেবম্। অনুশয়সদ্ভাবস্যাবগমিতত্বাৎ। যৎকিঞ্চিদিহকৃত-

শব্দৈকগম্যেঽর্থে ন সামান্যতোদৃষ্টানুমানাবসর ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

এবং তাহা কল্পনার(অনুমানের)ও অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। [অবশ্য···ইতি] ইহা নিশ্চিত জানিও যে, অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্ম্মের ভাণ্ডানুগত তৈলাদির ন্যায় শেষানুবর্ত্ত স্নেহ। জীব যে-সুকৃতে—যে-ইষ্টাদিকর্ম্মে স্বর্গ অনুভব করিয়াছে, সেই সুকৃতের—সেই কর্ম্মের—শেষ ভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অনুশয় বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অনুশয় বলা যায় না। পাপভাগ অনুশয় মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে "যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—আর যাহারা এতল্লোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকর্ম্মকারী" এই অনুশয়-বিভাগশ্রুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। [তস্মা···হন্তীতি] অন্ততঃ সেই জন্য বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয়ফলপ্রদ কর্ম্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে এতল্লোকীয়ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্মনিচয়ে—যাহা তৎ তৎকালে কর্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল—তাহাই অনুশয় এবং জীব তৎ সহ অবরোহণ করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে। [যদুক্তং···গম্যতে] বলিয়াছিলে যে, শ্রুতিতে "যৎকিঞ্চ—যে কিছু" এই সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা

মামুষ্মিকফলং কর্ম্মারব্ধভোগং তৎ সর্ব্বং ফলোপভোগেন ক্ষপয়িত্বেতি গম্যতে। যদপ্যুক্তং প্রায়ণমবিশেষাদনারব্ধফলং কৃৎস্নমেব কর্ম্মাভিব্যনক্তি, তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণাঽমুষ্মিন্ লোকে ফলমারভ্যতে কেনচিদস্মিন্নিত্যয়ং বিভাগো ন সম্ভবতীতি তদপ্যনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনেনৈব প্রত্যুক্তম্। অপি চ কেন হেতুনা প্রায়ণমনারব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকং প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বক্তব্যম্। আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্য-

পূর্ব্বপক্ষহেতুমনুভাষতে। "যদপ্যুক্তং প্রায়ণ"মিতি। দূষযতি—"তদপ্যনুশয়সদ্ভাবে"তি। রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাদিকয়ানুশয়প্রতিপাদনপরয়া শ্রুত্যা বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। "অপি চে"ত্যাদি। ইহ জন্মনি হি পর্য্যায়েণ সুখদুঃখে ভুজ্যমানে দৃশ্যেতে। যুগপচ্চেদেকপ্রঘট্টকেন প্রায়ণেন সুখদুঃখফলানি কর্ম্মাণি ব্যজ্যেরন্ যুগপদেব তৎফলানি ভুজ্যেরন্। তস্মাদুপভোগপর্য্যায়দর্শনাৎ বলীয়সা দুর্ব্বলস্যাভিভবঃ কল্পনীয়ঃ। এবং বিরুদ্ধজাতিনিমিত্তোপভোগফলেষপি কর্ম্মসু দ্রষ্টব্যম্। ন চাভিব্যক্তঞ্চ কর্ম্ম ফলং ন দত্ত ইতি চ সম্ভবতি। ফলোপজননাভিমুখ্যং হি কর্ম্মণামভিব্যক্তিঃ। অপি চ প্রায়ণস্যাভিব্যঞ্জকত্বে স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিগতানাং জন্তূনাং তস্মিন্ জন্মনি কর্ম্মস্বনধিকারান্নাপূর্ব্ব-

ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ করে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। সে কথা নিতান্ত অন্যায্য অর্থাৎ তাহা হইতেই পারে না। অবরোহণকালে যে অনুশয় (সঞ্চিত কর্ম্মশেষ) থাকে—তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরব্ধভোগ (যাহা সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে) এমন যে-কিছু কর্ম্ম—সে সমস্তই ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোহণ হয়। [যদপ্যুক্তং…প্রত্যুক্তম্] আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, মরণ নির্ব্বিশেষভাবে সমুদায় অনারব্ধ (সঞ্চিত) কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয়—সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন কর্ম্ম এতল্লোকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব। মরণই সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারব্ধফল কর্ম্ম) সদ্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে। [অপিচ…পশমাৎ] অন্য কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক (ফলোন্মুখকারী), এ

দ্ভবানুপপত্তেস্তদুপশমাৎ। প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবো ভবতীতি যদ্যুচ্যেত তত্র বক্তব্যম্। যথা—তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ, এবং প্রায়ণকালেঽপি বিরুদ্ধফলস্যানেকস্য কর্ম্মণো যুগপৎফলারম্ভাসম্ভবাদ্বলবতা প্রতিবুদ্ধস্য দুর্ব্বলস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিরিতি। ন হ্য-

কর্ম্মোপজনঃ পূর্ব্বকৃতস্য কর্ম্মাশয়স্য প্রায়ণাভিব্যক্ততয়া ফলোপভোগেন প্রক্ষয়ান্নাস্তি তেষাং কর্ম্মাশয় ইতি-ন তে সংসরেয়ুঃ। ন চ মুচ্যেরন্নাত্মজ্ঞানাভাবা-

প্রতিজ্ঞা তুমি কোন্ হেতু অবলম্বনে (কোন্ যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহার (মরণের) নিখিল কর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্ব পক্ষে কোনও পরিষ্কার হেতু দেখাইতে পারিবে না। যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে সে কর্ম্ম অনারব্ধফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে। রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না। তাহা উপশান্তই থাকে। [প্রায়ণ…পত্তিরিতি] মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি) হয় বলিলে আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্ব্বে আরব্ধফলকর্ম্মে অনারব্ধফল (সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে) কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না, ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলবান্ দুর্ব্বলের অবরোধক সুতরাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে পারে না। এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ স্বর্গ-নারক-দেহোৎপাদক বহুকর্ম্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। [ন হ্যনারব্ধ…সম্ভাব্যতে] স্বর্গফল আরব্ধ হয় নাই, নরকফলও আরব্ধ হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন করে নাই, এরূপ কর্ম্মনিবহের ইতর বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও যে সকলের ফল দেহান্তরোপভোগ্য—সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া তদ্দেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পারক নহ। হেতু এই যে, তাহাতে অনুগতফলত্বের বিরোধ আছে। (যে কর্ম্মে স্বর্গ হয় সে কর্ম্মে নরক হয় না, এবং যে কর্ম্মে নরক হয়, সে কর্ম্মে স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্মে নরকই হয়। ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত। সুতরাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না)। এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ হয়, কতকগুলি বা লোপ হয়। বলিলে কর্ম্মের ঐকা-

নারব্ধফলত্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কর্ম্মৈকস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি শক্যং বক্তুম্। প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ। নাপি কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ প্রায়ণেঽভিব্যক্তিঃ কস্যচিদুচ্ছেদ ইতি শক্যতে বক্তুম্, ঐকান্তিকফলত্ববিরোধাৎ। ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভির্হেতুভির্বিনা কর্ম্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে। স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য কর্ম্মান্তরস্য চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি।
পচ্যমানস্য সংসারে যাবদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যতে" ॥

ইত্যেবঞ্জাতীয়া। যদি চ কৃৎস্নমনারব্ধফলং কর্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণেঽভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভেত ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিষ্বধিকারানবগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবা-

---

দিতি কষ্টাম্বতাবিষ্টা দশাম্। ন চ স্বসমবেতমেব প্রায়ণেনাভিব্যজ্যতেঽপূর্ব্বং ন পরসমবেতং যেন পিত্রাদিগতেন কর্ম্মণাবর্ত্তেবন্নিতি। শেষং সুগমম্।

ন্তিকফলত্বনিয়ম (ফলের অবশ্যম্ভাব) থাকে না। প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অন্য কিছুতে কর্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয়) হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফলিতার্থ—কোনও কালে মরণ কর্ম্মের নাশক হয় না। [স্মৃতি···জাতীয়া] কর্ম্ম বিরুদ্ধফল কর্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে—তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কখন কখন এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়, তত কাল তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্ম কূটস্থ (নির্ব্ব্যাপার বা স্তিমিত) থাকে।" [যদি চ··· কল্প্যা] মরণ যদি সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া একমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক অথবা তির্য্যক্, এতন্মধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কর্ম্মে অনধিকার থাকায় সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জিত না হওয়ায় কারণের অভাবে তৎপরে অন্য জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে। অপিচ, ঐ অর্থ স্মৃতিবিরুদ্ধ (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কর্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া

ন্নোত্তরা জাতিরুপপদ্যেত ব্রহ্মহত্যাদীনাঞ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণো-ঽনেকজন্মনিমিত্তত্বং স্মর্য্যমাণমুপরুধ্যেত। ন চ ধর্ম্মা-ধর্ম্ময়োঃ স্বরূপফলসাধনাদিসমধিগমে শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। ন চ দৃষ্টফলস্য কর্ম্মণঃ কারীর্য্যাদেঃ প্রায়ণমভিব্যঞ্জকং সম্ভবতীত্যেষাপি কেয়ং প্রায়ণস্যাভিব্যঞ্জ-কত্বকল্পনা। প্রদীপোপন্যাসোঽপি কর্ম্মবলাবলপ্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ স্থূলসূক্ষ্মরূপাভিব্যক্তিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি প্রদীপঃ সমানেঽপি সন্নিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি ন সূক্ষ্মম্। এবং প্রায়ণং সমানেঽপ্যনারব্ধফলস্য কর্ম্মজাতস্য প্রাপ্তাবস-রত্বে বলবতঃ কর্ম্মণো বৃত্তিমুদ্ভাবয়তি ন দুর্ব্বলস্যেতি।

তির্য্যক্ নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকার প্রযুক্ত সে জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্ব্বকর্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না, কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না। তাহা কি হয়? না সম্ভব?)। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।— "ব্রহ্মঘ্ন নরকভোগান্তে কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র; গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, পুক্কশ (নীচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।" শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায়? তাহা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কর্ম্মের ফল দৃষ্ট— দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কর্ম্মেরও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত নহে। (বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগ করে, তদ্দিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্ব্বকর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এ কল্পনা সঙ্গত নহে। [প্রদীপো…দুর্ব্বলস্যেতি] প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কর্ম্মের প্রবল দুর্ব্বল বুঝিবার জন্য অন্য কিছুর জন্য নহে। প্রদীপ যেমন স্থূলসূক্ষ্ম রূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অথচ প্রদীপ স্থূলরূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্মরূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারব্ধফল-কর্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই বৃত্তিমান করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে। কিন্তু যাহা দুর্ব্বল থাকে তাহাকে

তস্মাচ্ছ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাদশ্লিষ্টোঽয়মশেষকর্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যুপগমঃ শেষকর্ম্মসদ্ভাবেঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্থানে সম্ভ্রমঃ সম্যগ্দর্শনাদশেষকর্ম্মক্ষয়শ্রুতেঃ। তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়বন্তোঽবরোহন্তীতি। তে চাবরোহন্তো যথেতমনেবং চাবরোহন্তি। যথেতমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ। অনেবমিতি তদ্বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ। ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণেঽধ্বন্যুপাত্তয়োরবরোহে সঙ্কীর্ত্তনাৎ যথেতং শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রতীয়তে। রাত্র্যাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসঙ্খ্যানাচ্চ বিপর্য্যয়োঽপি প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥*

উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত তাহাকে রুদ্ধ রাখে। [তস্মা · রোহন্তীতি] এই সকল কারণে, শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য। কর্ম্মশেষ থাকিলে মোক্ষ অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কর্ম্মের একভবিকত্ব নিয়ম স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতৎস্থানের যোগ্য নহে। কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যক্জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে নহে। এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্ম্মের নাম অনুশয়। [তে··· প্রতীয়তে] তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। 'যথেতং' শব্দের অর্থ যথাগত। অভিপ্রায় এই যে, যে প্রকারে বা যে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে। 'অনেবং' শব্দে—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম। অবরোহণকালে পিতৃযান পথে ধূমের ও আকাশের কথন আছে, সে জন্য, যথেত শব্দে 'যথাগত' এই অর্থ প্রতীত হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত ক্রমও প্রতীত হয়।

* চরণাৎ শীলাৎ যোনিপ্রাপ্তির্নানুশয়াদিতি ন বক্তব্যম্। যতঃ সা চরণশ্রুতির্লক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনের্ম্মতম্। স্মৃতাবক্রোধাদয়ঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপঞ্চ শীলং সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গমিত্যুক্তং তদ্বোধকং চরণপদমঙ্গিনঃশ্রৌতাদিকর্ম্মণোলক্ষকং "কর্ম্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাপূর্ব্বম্" ইতি কর্ম্ম-

অথাপি স্যাৎ, যা শ্রুতিরনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহৃতা 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ' ইতি সা খলু চরণাদ্‌যোন্যাপত্তিং দর্শয়তি নানুশয়াৎ। অন্যচ্চরণমন্যোঽনুশয়ঃ। চরণঞ্চারিত্রমাচারঃ শীলমিত্যনর্থান্তরম্। অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণোঽতিরিক্তং কর্ম্মাভিপ্রেতম্। শ্রুতিশ্চ কর্ম্মচরণে ভেদেন ব্যপদিশতি। 'যথাচারী তথা ভবতি' ইতি 'যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি' ইতি চ। তস্মাচ্চরণাদ্‌যোন্যাপত্তিশ্রুতে-

অনেন নিরনুশয়া এবাবরোহন্তীতি পূর্ব্বপক্ষবীজং নিগূঢ়মুদ্ঘাট্য নিরস্যতি। যদ্যপি—

'অক্রোধঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানঞ্চ শীলমেতদ্বিদুর্ব্বুধাঃ॥' ইতি

"যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়াচরণ করে" এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব প্রদর্শনার্থ আহরণ করিয়াছ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্রুতি আচরণের দ্বারা যোনি বা জন্মবিশেষ প্রাপ্তি দেখাইয়াছেন, অনুশয়ের দ্বারা নহে। অনুশয় ও আচরণ এক পদার্থ নহে; প্রত্যুত বিভিন্ন। চরণ, আচরণ, আচার, শীল, চারিত্র বা চরিত্র, এ সকলের অর্থপ্রভেদ নাই। অনুশয়শব্দ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্ম (যাহার ভোগ হয় নাই তাহা) অভিপ্রায়ে প্রযোজিত হয়। শ্রুতিও কর্ম্মকে ও আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"যেমন আচরণ—তেমনি গতি।" "যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত—সেই সকলের সেবা করিবেক।" "নিন্দিত কর্ম্মের সেবা করিবেক না।" "যাহা আমাদের শোভন চরিত্র—তুমি তাহারই উপাসনা করিবে।" ইত্যাদি। অতএব, আচারনিমিত্তক যোনিপ্রাপ্তি, এতদ্রূপ শ্রবণ (শ্রুতি) থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ বলিতে পারিবে না। কারণ, ঐ চরণ-শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের অভিমত। (কৃতকর্ম্মের উত্তরাবস্থার অন্য নাম

লক্ষণয়ৈব তদভিন্নাপূর্ব্বাখ্যানুশয়সিদ্ধিরিতি কার্ষ্ণাজিনিমতমিতি ভাবঃ।—রমণীয় চরণ, কপূয়চরণ, ইত্যাদিস্থলে যে চরণ-শব্দ আছে তাহার অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল এবং তাহারই দ্বারা জীবের যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তরলাভ হয়। অনুশয় শব্দ না থাকায় অনুশয়ের দ্বারা যোনিপ্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য সুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্থ চরণ-শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষক অর্থাৎ লক্ষণার দ্বারা অনুশয়ের বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মুনি বলিয়াছেন।

র্নানুশয়সিদ্ধিরিতি চেন্নৈষ দোষঃ। যতোহনুশয়োপলক্ষণার্থৈ-বৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৯ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥*

স্যাদেতৎ। কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকোহনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে। ননু শীলস্যৈব তু শ্রৌতস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্য সাধ্বসাধুরূপস্য শুভাশুভযোন্যাপত্তিঃ ফলং ভবিষ্যতি। অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যানর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নৈষ

স্মৃতেঃ শীলমাচারোহনুশয়াদ্ভিন্নস্তথাপ্যস্যানুশয়াঙ্গতয়াহনুশয়োপলক্ষণত্বং কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মেনে। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যনেনানুশয়োপলক্ষণাৎ সিদ্ধং সানুশয়ানামেবাবরোহণমিতি।

'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা' ইতি হি স্মৃত্যা বেদপদেন বেদার্থমুপলক্ষয়ন্ত্যা বেদার্থানুষ্ঠানশেষত্বমাচারস্যোক্তং ন তু স্বতন্ত্র আচারঃ ফলস্য সাধনম্। তেন

অপূর্ব্ব, যাহার বিভাগ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয়। এই অনুশয় কর্ম্ম-বাচক চরণ-শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ অর্থাৎ ঐ অর্থ লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা লব্ধ হয়)।

মানিলাম, চরণ-শব্দের অনুশয় অর্থ কার্ষ্ণাজিনির অভিমত। কিন্তু কেন চরণ-শব্দের শ্রুত্যুক্ত শীল (সদাচার) অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর? শ্রুত্যুক্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ শীল † কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে? অবশ্যই শীলের কোনরূপ ফল থাকা মানিতে হইবেক। না মানিলে নিশ্চিত শীল বিধানের

---

* চরণ-শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোহনুশয়ো গৃহ্যতে তর্হি শীলবিধানানর্থক্যমিতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ। শ্রৌতাদিকর্ম্ম হি শীলাপেক্ষম্। শীলস্য সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গত্বান্ন তত্র পৃথক্-ফলাপেক্ষাহঙ্গিফলেনার্থবত্ত্বমিতি যাবৎ।---যদি চরণ শব্দের মুখ্য আচারার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অনুশয়ার্থ গ্রহণ কর, তবে, জিজ্ঞাসা হইবে যে, আচার বিধানের প্রয়োজন কি? কোন্ ফলের জন্য আচারের বিধান? অর্থাৎ সদাচার বিধান নিরর্থক। এতদুত্তরে বলা যায়, আচার বিধান নিরর্থক নহে। কেন না, শ্রৌত স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ম্ম শীল বা সদাচার সাপেক্ষ। আচারপূত না হইলে কর্ম্মাধিকার হয় না, এবং কৃতকর্ম্মের ফলও হয় না। (ভাষ্য দেখ)।

† কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের অপকার বর্জ্জন, অনুগ্রহ ও জ্ঞান (শাস্ত্রার্থজ্ঞান), এ সকল বিহিত শীল এবং শোভন। ক্রোধ, অনৃত ও পারুষ্যাদি নিষিদ্ধ শীল সুতরাং সে সকল অশোভন।

দোষঃ। কুতঃ। তদপেক্ষত্বাৎ। ইষ্টাদি হি কর্ম্মজাতং চরণাপেক্ষম্। ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্যাৎ কর্ম্মণি। 'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ' ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্য নানর্থক্যম্। ইষ্টাদৌ হি কর্ম্মজাতে ফলমারভমাণে তদপেক্ষ এবাচারস্তত্রৈব কঞ্চিদতিশয়মারপ্স্যতে। কর্ম্ম চ সর্ব্বার্থকারীতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কর্ম্মৈব শীলোপলক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণমিতি কার্ষ্ণাজিনের্ম্মতম্। ন হি কর্ম্মণি সম্ভবতি শীলাদ্‌যোন্যাপত্তির্যুক্তা। ন হি পদ্ভ্যাং পলায়িতুং পারয়মাণো জানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি ॥১০॥

দেবার্থানুষ্ঠানোপকারকতয়াচারস্য নানর্থক্যং ক্রত্বর্থস্য। তদনেন সমিদাদিবদাচারস্য ক্রত্বর্থত্বমুক্তম্। সম্প্রতি স্নানাদিবৎ পুরুষার্থত্বে পুরুষসংস্কারত্বেঽপ্যদোষ ইত্যাহ—"পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্যে"তি। তদেবং চরণশব্দেনাচারবাচিনা সর্ব্বোঽনুশয়ো লক্ষিত ইত্যুক্তম্। বাদরিস্তু মুখ্য এব চরণশব্দঃ কর্ম্মণীত্যাহ—

আনর্থক্য হইবে। যদি কেহ এরূপ বলেন, বা আপত্তি করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীলবিধানের আনর্থক্য দোষ হয় না। কেন-না শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রত্যেক কর্ম্ম শীল-সাপেক্ষ। [ইষ্টাদি .. প্রসিদ্ধিঃ] ইষ্ট ও আপূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ সমস্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীল-সাপেক্ষ। কেহই সদাচার-বিহীন হইয়া শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার লাভ করে না। কদাচার পুরুষ সে সকল কর্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যথা—"বেদ আচারবিহীনকে পবিত্র করেন না।" ইত্যাদি। আচার কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষের সংস্কার সাধন করে, সে ভাবেও তাহার সাফল্য আছে। ইষ্টাদিকর্ম্ম আরব্ধ হইলে তৎসঙ্গে যে সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে অনুষ্ঠান প্রকৃত বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কোন-না কোন অতিশয় (উৎকর্ষ) জন্মায়। কর্ম্মই সর্ব্বার্থকারী, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। [তস্মাৎ .. মর্হতীতি] অতএব, কর্ম্মই শীল সহ অনুষ্ঠিত হইয়া অবশেষে অনুশয়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির (ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করার) কারণ, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মুনির মত। কর্ম্মের প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বে শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। পদসঞ্চালনে পলায়ন করিতে পারিলে জানুর দ্বারা পলায়ন করা সঙ্গত নহে।

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১১ ॥*

বাদরিস্ত্বাচার্য্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে ইতি মন্যতে। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেত্যনর্থান্তরম্। তথা হ্যবিশেষেণ কর্ম্মমাত্রে চরতিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। যো হীষ্টাদিলক্ষণং পুণ্যং কর্ম্ম করোতি তং লৌকিকা আচক্ষতে ধর্ম্মঞ্চরত্যেষ মহাত্মেতি। আচারোঽপি ধর্ম্মবিশেষ এব। ভেদব্যপদেশস্তু কর্ম্মচরণয়োর্ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনাপ্যুপপদ্যতে। তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকর্ম্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ১১ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্। যে ত্বিতরে-

ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়ো গোবলীবর্দ্দন্যায়ঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি কৌষীত-

বাদরি মুনিও বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায়। চরণ, অনুষ্ঠান, কর্ম্ম, এ সকল শব্দ একার্থ। লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র বা সামান্যতঃ কর্ম্ম-অর্থে চর-ধাতুর প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ইহারা ধর্ম্মাচরণ করিতেছে এবং ইহারা মহাত্মা। [আচারো··· নির্ণয়ঃ] আচারও এক প্রকার ধর্ম্ম। তবে-যে কোন কোন স্থলে কর্ম্মের ও চরণের (আচারের) প্রভেদ কথন দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-দৃষ্টান্তে সঙ্গত। (যে ব্রাহ্মণ সেই পরিব্রাজক। এতদ্দৃষ্টান্তে যাহা কর্ম্ম, তাহাই চরণ অর্থাৎ সদাচার)। অতএব, শ্রুত্যুক্ত রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কর্ম্মকারী এবং কপূয়চরণ শব্দের অর্থ নিন্দিতকর্ম্মকারী।

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে।

* বাদরিস্ত্বিতি যোজ্যম্।—বাদরি আচার্য্য বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম বুঝায়।

† পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ। অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতমিতি সূত্রার্থঃ।—"যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে" এই শ্রুতিতে "যে-কেহ" এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায় বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নিন্দিত কর্ম্ম করে—তাহারাও চন্দ্রলোকে যায়।

হনিষ্টাদিকারিণস্তেঽপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছন্তীতি চিন্ত্যতে। তত্র তাবদাহ—ইষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যেতন্ন। কস্মাৎ। যতোঽনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্। তথা হ্যবিশেষেণ কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি 'যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি' ইতি। দেহারম্ভোঽপি চ পুনর্জ্জায়মানানাং

কিনাং সমাম্নানাদ্দেহারম্ভস্য চ চন্দ্রলোকগমনমন্তরেণানুপপত্তেঃ। পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতিসংখ্যানিয়মাৎ। তথাহি—দ্যুসোমবৃষ্ট্যন্নরেতঃপরিণামক্রমেণ তা এবাপো যোষিদগ্নৌ হুতাঃ পুরুষবচসোভবন্তীত্যবিশেষেণ শ্রুতম্। ন চৈতন্মনুষ্যাভিপ্রায়ং কপূযচরণাঃ শ্বযোনিমিত্যমনুষ্যস্যাপি শ্রবণাৎ। গমনাগমনায় চ দেবযানপিতৃযানয়োরেব মার্গয়োরাম্নানাৎ পথ্যন্তরস্যাশ্রুতের্জ্জায়স্বম্রিয়স্বেতি তৃতীয়ং স্থানমিতি চ স্থানত্বমাত্রেণাবগমাৎ পথিত্বেনাপ্রতীতেশ্চন্দ্রলোকাদবতীর্ণানামপি চ তৎস্থানত্বসম্ভবাদসম্পূরণেন প্রতিবচনোপপত্তেঃ অনন্যমার্গতয়া চ তদ্ভোগবিরহিণামপি গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্যুপসর্পতীতিবৎ সংযমনাদিষু যমবশ্যতায়ৈ চন্দ্রলোকগমনোপপত্তেঃ। ন কতরেণ চ নেত্যস্যাসম্পূরণপ্রতিপাদনপরতয়া মার্গদ্বয়নিষেধপরত্বাভাবাৎ অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রলোকগমনে প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। সত্যং স্থানতয়াঽবগতস্য ন মার্গত্বং তথাপি বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ইত্যস্য প্রতিবচনাবসরে মার্গদ্বয়নিষেধপূর্ব্বং তৃতীয়ং স্থানমভিবদন্ অসম্পূরণায় তৎপ্রতিপক্ষমাচক্ষীত। যদি পুনস্তেনৈব মার্গেণাগত্য জন্মমরণপ্রবন্ধবৎস্থানমধ্যাসীত নৈতত্তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ন হীষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমণ্ডলাদবরুহ্য রমণীয়াং নিন্দিতাং বা যোনিং প্রতিপদ্যমানাস্তৃতীয়ং স্থানং প্রতিপদ্যন্তে। তৎকস্য হেতোঃ। পিতৃযানেন পথাঽবরোহাৎ। তদ্যদি ক্ষুদ্রজন্তবোঽপ্যনেনৈব পথাঽবরোহেয়ুঃ, নৈতদেষাং জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ

কিন্তু যাহারা তদ্বিপরীতকারী অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী (নিন্দিতকর্ম্মকারী) তাহারা কোথায় যায়? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যায় না? এই প্রশ্নের প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায় এমন নহে, অনিষ্টকারীরাও যায়। কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে)। যথা—"যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে—তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।" কৌষিতকি-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী যায় আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধারণ বাক্য বলেন নাই, সামান্যতঃই বলিয়াছেন। [দেহারম্ভো...বাভাৎ] আরও দেখ,

নান্তরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্পেত, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতি-সঙ্খ্যানিয়মাৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব এব চন্দ্রমসমাসীদেয়ুঃ। ইষ্টাদি-কারিণামিতরেষাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন। ইত-রেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ॥ ১২॥

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ॥ ১৩॥*

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি সর্ব্বে চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীতি। কস্মাৎ। ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং ন নিষ্প্র-

তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ততোবগচ্ছামঃ, সংযমনং সপ্ত চ যাতনা ভূমীর্যমবশ-তয়া প্রতিপদ্যমানা অনিষ্টাদিকারিণো ন চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তীতি। তস্মাৎ যে বৈ কে চেত্তীষ্টাদিকারিবিষয়ং ন সর্ব্ববিষয়ং পঞ্চম্যামাহুতাবিতি চ স্বার্থবিধান-পরং ন পুনরপঞ্চম্যাহুতিপ্রতিষেধপরমপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। সংযমনে ত্বনু-ভূয়েতি সূত্রেণাবরোহাপাদানতয়া সংযমনস্যোপাদানাচ্চন্দ্রমণ্ডলাপাদাননিষেধ আঞ্জসঃ। তথা চ সিদ্ধান্তসূত্রমেব। পূর্ব্বপক্ষসূত্রত্বে তু শঙ্কান্তরাধ্যাহারেণ কথ-ঞ্চিদ্গময়িতব্যম্। জীবজং জরায়ুজম্। সংশোকজং সংস্বেদজম্।

সিদ্ধান্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—তুশব্দ ইত্যাদিনা। সংযমনে যমলোকে যমকৃতা যাতনাঃ অনুভূয়াবরোহন্তীত্যেবং আরোহাবরোহাবিতি যোজনা সূত্রস্য

যাহারা পুনর্ব্বার জন্মিবে তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না। কারণ, "পঞ্চমী আহুতিতে—" এই শ্রুতিতে আহুতি সংখ্যার নিয়ম আছে। অতএব, সাধারণতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না। (পূর্ব্বপক্ষ)।

তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা যায় না। কেন? তাহা বিবেচনা কর। চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। সর্ব্বে ন চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমনে যমপুরে যামীঃ যাতনা অনুভূয় ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহন্তীত্যেবমারোহাবরোহৌ শ্রূয়েতে ইতি সূত্রার্থঃ।—সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিতে অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিম্নলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অনিষ্ট-

য়োজনং নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব। যথা কশ্চিদ্‌বৃক্ষমারোহতি পুষ্পফলোপাদানায় ন নিষ্প্রয়োজনং নাপি পতনায়ৈব। ভোগশ্চানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্যুক্তম্। তস্মাদিষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি নেতরে। ইতরে তু সংযমনং যমালয়মবগাহ্য স্বদুষ্কৃতানুরূপা যামীর্যাতনা অনুভূয় পুনরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ। তদ্গতিদর্শনাৎ। তথাহি যমবচনস্বরূপা শ্রুতিঃ প্রয়তামনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্যতাং দর্শয়তি—

'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে' ॥ ইতি।

জ্ঞেয়া। যমবশ্যতাং মৃত্বা গচ্ছতাম্। সম্যক্ পরস্তাৎ প্রাপ্যত ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তদুপায়ঃ সাম্পরায়ঃ, বালমজ্ঞং, বিশেষতো [illegible] বিত্তরাগেণ মূঢ়ং মোহাৎ প্রমাদং কুর্ব্বন্তং প্রতি ন ভাতি। স চ বালোঽহমং স্ত্রীবিত্তাদিলোকো-

যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, সুতরাং তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে। লোকে যেমন ফল-পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ করে, অথবা নিষ্প্রয়োজনে কিংবা পড়িবার জন্য বৃক্ষারোহণ করে না; তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশে চন্দ্রারোহণ করে, নিষ্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রারোহণ করে না। সেখানে তাহাদের চন্দ্রলোকযোগ্য ভোগ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ, স্বীকার করিয়াছ, সে কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্রলোকে যায়, বিপরীতকারীরা যায় না। যাহারা নিন্দিতকর্ম্মকারী তাহারা যমালয় গমন পূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুরূপ যমপ্রদত্ত যাতনা অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে আগমন করে। [এবম্ভূতৌ···ভবতি] তাহাদের যে কথিত প্রকার আরোহণাবরোহণ হয় তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে আছে। তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্যতা

কারীরা যমপুরে আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত-যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে, পুনরবরোহণ-অর্থাৎ পুনর্দ্দেহ গ্রহণ করে।

'বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং' ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্বেব যমবশ্যতাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৪ ॥*

অপি চ মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টা সংযমনে পুরে যমায়ত্তং কপূয়কর্ম্মবিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥ ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥†

অপি চ সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগভূমিত্বেন স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ। তাননিষ্টাদিকারিণঃ প্রাপ্নু-

---

হন্তি ন পরলোকোঽস্তীতি মানো স মে মম যমস্য বশমাপ্নোতীত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

(সংযমনে তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে যমপুরে। কপূয়কর্ম্মবিপাকং পাপকর্ম্মজং ফলম্। নচিকেতা নাম ঋষিস্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তং উপাখ্যানং নাচিকেতোপাখ্যানম্।)

(যমায়ত্তা যাতনেতি চিত্রগুপ্তাদয়ো যাতয়ন্তীতি স্মৃতিরুদ্ধমিতি মন্বাহ নন্বিতি নানা বহ্বঃ।)

শ্রুতিকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। যমের উক্তি যথা—"সাম্পরায়ের অর্থাৎ পরলোকের শুভ উপায় অজ্ঞের বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয় না। তাহারা মনে করে, এই লোকই আছে, এ লোক অর্থাৎ পরলোক নাই। সেই জন্যই তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশতাপন্ন হয়।" "যমলোক পাপিজনের গমনীয়" এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক বাক্য আছে—যাহাতে পাপীর যমবশ্যতা প্রাপ্তির বোধক কথা আছে।

মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমননামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ কর্ম্মের ফলভোগ বর্ণন করিয়াছেন।

পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগস্থান রৌরব প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের দুর্লভ। চন্দ্রলোকে গমন করা দূরে

---

* সংযমনাখ্যে যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকর্ম্মবিপাকমিতি পূরণীয়ম্।—মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্ম্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† নরকাঃ সন্তীতি শেষঃ। তে চ দুষ্কৃতকর্ম্মফলভোগভূময় ইত্যভিপ্রায়ঃ।—রৌরব মহারৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও দুষ্কৃতফলভোগ হয়, ইহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

বন্তি। কুতস্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু বিরুদ্ধমিদং যমায়ত্তা যাতনাঃ পাপকর্ম্মাণোঽনুভবন্তীতি, যাবতা তেষু রৌরবাদিষু অন্যে চিত্রগুপ্তাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্ত ইতি, নেত্যাহ॥ ১৫॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদপ্যবিরোধঃ॥ ১৬॥*

তেষ্বপি সপ্তসু নরকেষু তস্যৈব যমস্যাধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারাভ্যুপগমাদবিরোধঃ। যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়োঽধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে॥ ১৬॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ॥ ১৭॥†

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং 'বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে,

(অধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারঃ প্রেরকত্বম্। স্মর্য্যন্তে স্মৃতাবুচ্যন্তে)

যদুক্তং মার্গান্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি তন্ন। তৃতীয়মার্গশ্রুতে-

থাকুক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না। [ননু...নেত্যাহ] বলিতে পার যে, পাপীরা যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিরুদ্ধ। কেন-না, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুপ্তাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, সুতরাং তাঁহারাই সেই সেই নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্তৃত্ব নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ সূত্র এই—

সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরক যমের কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। চিত্রগুপ্তাদিও যমনিযুক্ত, তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পাপিজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে একটী প্রশ্ন আছে। যথা—"তুমি কি তাহা জান?

* তেষ্বপি নরকেষু তদ্ব্যাপারাৎ তস্য যমস্য কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধো নাস্তীতি যোজনা।—সে সকল স্থানেও যমের কর্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। (ভাষ্য দেখ)।

† তুঃ পূর্ব্বোক্তিনিরাসায়। যদুক্তং মার্গান্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি তন্ন। তৃতীয়মার্গশ্রুতেরিতি গর্ভিতার্থঃ। তত্র "এতয়োঃ পথোঃ" ইতি শ্রুতিভাগস্য "এতয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথদ্বয়সাধনয়োঃ" ইত্থমর্থঃ কার্য্যঃ। কুতঃ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ামুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৎ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।—শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধ গতি বলিয়া তৃতীয় গতি বলিবার জন্য অথ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে "এতয়োঃ পথোঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ "সেই দুই পথের প্রাপক বিদ্যা ও কর্ম্ম।"

ইত্যস্থ প্রশ্নস্থ প্রতিবচনাবসরে শ্রূয়তে 'অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতুরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে' ইতি। তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকর্ম্মণোরিত্যেতৎ। কস্মাৎ। প্রকৃতত্বাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণী হি দেবযানপিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে। 'তদ্ য ইত্থং বিদুঃ' ইতি বিদ্যা তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। 'ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি কর্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তৎপ্রক্রিয়ায়ামথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ

রিত্যাহ—বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি। মার্গদ্বিতয়োক্ত্যনন্তরং তৃতীয়মার্গোক্তিসমারম্ভার্থং শ্রুতাবথশব্দঃ। এতয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনয়োরন্যতরেণাপি সাধনেন যে নরা ন যুক্তাস্তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি। ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্। তেন পাপিনাং চন্দ্রগত্যভাবাচ্চন্দ্রলোকো ন সম্পূর্য্যত ইতি শ্রুত্যর্থঃ। প্রতিপত্তাবিতি প্রাপ্তিসাধনে ইত্যর্থঃ। অপি চ পাপিনাং চন্দ্রগতৌ 'অসৌ লোকঃ সম্পূর্য্যতে অতশ্চ ন সম্পূর্য্যতে' ইত্যেতৎপ্রতিবচনং বিরুদ্ধং প্রসজ্যেতেত্যন্বয়ঃ। অবরোহাদসম্পূরণমশ্রুতং ন কল্প্যং শ্রুত-

যে-প্রকারে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না ?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুনা যায়—"যে সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের অন্যতর পথের অনুপযুক্ত—তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-যুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীব (দংশ মশকাদি) হয়। ইহারা জন্মে, আবারও শীঘ্রই মরে। ইহারা তৃতীয়স্থান, অর্থাৎ প্রোক্ত পথদ্বয়াতিরিক্ত তৃতীয়স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন করে না। সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না। (ফলিতার্থ—পাপীর চন্দ্রলোকগতি হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয় না)।" এই শ্রুতিতে যে "এই দুই পথের—" কথা আছে, তাহার অর্থ তদুভয় পথের সাধন বিদ্যা ও কর্ম্ম। উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম প্রকরণে কথিত। [বিদ্যা···শ্রুতম্] সেখানে বিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কর্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে। "যাহারা এই প্রকারে জানে" এই বাক্যে বিদ্যার কথন, তদ্দ্বারা দেবযানপথ প্রাপ্তব্য। (ফলিতার্থ— জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়)। "ইষ্ট, আপূর্ত্ত ও দত্ত,

চ নেতি শ্রুতম্। এতদুক্তং ভবতি। যে চ ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবর্ত্তী তৃতীয়ঃ পন্থা ভবতীতি। তস্মাদপি নানিষ্টাদিকারিভিশ্চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে। স্যাদেতৎ। তেঽপি চন্দ্রবিম্বমারুহ্য ততোঽবরুহ্য ক্ষুদ্রজন্তুত্বং প্রতিপৎস্যন্ত ইতি তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ। অপি চ সর্ব্বেষু প্রয়ৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপ্নুবৎস্বসৌ লোকঃ প্রয়দ্ভিঃ সম্পূর্য্যেতেত্যতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত। তথাহি প্রতিবচনং দাতব্যং যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে। অবরোহাভ্যুপগমাদসম্পূরণোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ। সত্যমবরোহাদপ্যসম্পূরণমুপপদ্যতে। শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসঙ্কীর্ত্তনেনা-

---

হান্যাপত্তেরিত্যাহ—নাশ্রুতত্বাদিতি। অবরোহ এব তৃতীয়ং স্থানং শ্রুত্যুক্তমিত্যত আহ—অবরোহস্ত্বেতি। ইমমব্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ইষ্টাদিকারণামবরোহোক্তেরনিষ্টাদিকারিণামপি অবরোহস্যার্থসিদ্ধত্বাৎ পুনরুক্তির্ব্বার্থেত্যর্থঃ। অথৈতয়োরিতি মার্গান্তরোপক্রমবাধস্মৃতৌ সশব্দবাধশ্চেত্যত স্থান-

এ সকল কর্ম্ম।" এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য ; (কর্ম্মই পিতৃযান পথে লইয়া যায়)। ইহারই পরে শ্রুতি "অথ" বলিয়া বলিয়াছেন "এই দুই পথের" ইত্যাদি। ঐ অথ-শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত। [এত···প্রাপ্যতে] ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কর্ম্মসাধন পিতৃযান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ-শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না। [স্যাদেতৎ···প্রসঙ্গাৎ] যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তুত্ব প্রাপ্ত হয় ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে।' অর্থাৎ তাহা হয় না। কেন-না ভোগ না থাকায় আরোহণ নিষ্প্রয়োজন। আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে সুতরাং "পূরণ হয় না কেন ?" এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, ঐ অর্থ

সম্পূরণং দর্শয়তি ‘এতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত’ ইতি। তেনাহনারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্। ‘অবরোহস্ত্বেষ্টাদিকারিস্বপ্যবিশিষ্টত্বে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যা-নর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তুশব্দস্তু শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবামশেষগমনা-শঙ্কামুচ্ছিনত্তি। এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়ে বাক্যে সর্ব্বশব্দোঽবতিষ্ঠতে। যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাল্লোকাৎ

শব্দো মার্গলক্ষক ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমবিশেষশ্রুতের্ম্মার্গাভাবাচ্চেতি পূর্ব্বপক্ষ-বীজদ্বয়ং নিরস্য তৃতীয়বীজনিরাসার্থং সূত্রমাহ—যৎপুনরিত্যাদিনা। ইতি রত্নপ্রভা।

প্রশ্নবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন—সম্পূরণ হয় না কেন? ‘সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির,’ কিন্তু “কেন?” ইহা অস্থির বা সংশযিত। সেই জন্যই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অসম্ভব)। সম্পূরণ হয় না কেন? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না। যদি বল, অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতি তাহা বলেন নাই, এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ (তথা হইতে নামিয়া আসা) স্বীকারে অসম্পূরণ উপপন্ন হয় সত্য; কিন্তু শ্রুতি সেরূপে অসম্পূরণ দেখান্ নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না। যথা—“ইহা তৃতীয় স্থান” অর্থাৎ কথিত দেবযান গতির ও পিতৃযান গতির অতিরিক্ত তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূরিত হয় না। (খালি থাকে)। অতএব, আরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির ও যুক্তির অনুমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের প্রয়োজন থাকে না। [‘তুশব্দ…ইতি] অন্য শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়—তৎ শ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা জন্মে—সূত্রকার সে আশঙ্কা তু-শব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীয় বাক্যে যে সর্ব্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী (চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতল্লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই

প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি। যৎ পুনরুক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বে চন্দ্রমসং গন্তুমর্হন্তি পঞ্চম্যামাহুতা-বিত্যাহুতিসঙ্খ্যানিয়মাদিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥১৮॥*

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসঙ্খ্যানিয়ম-আহুতী-নামাদর্ত্তব্যঃ। কুতঃ। তথোপলব্ধেঃ। তথা হ্যন্তরেণৈবাহু-তিসঙ্খ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপল-ভ্যতে 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি। অপি চ 'পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি' ইতি মনুষ্য-শরীরহেতুত্বেনাহুতিসঙ্খ্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে ন কীটপতঙ্গাদিশরীর-হেতুত্বেন। পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ। অপি চ

বিদ্যাকর্ম্মশূন্যানাং কৃমিকীটাদিভাবেন জায়স্বেত্যাদিশ্রুত্যা নিরন্তরজন্ম-

চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়।" [যৎপুন···প্রত্যুচ্যতে] বলিয়াছিলে যে, আহুতিসংখ্যার নিয়ম থাকায় (চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, সূত্র-কার এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন। (পঞ্চমী আহুতি=স্ত্রীযোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া। চন্দ্রলোকে না গেলে বর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং রেতে বা রক্তে বাস করাও ঘটে না)। এক্ষণে সূত্রের দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

• তৃতীয় স্থানকে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির ও আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই। শ্রুত্যুক্ত ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ত্তব্য নহে। কেন-না, তাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয়। নিয়মিত আহুতি সংখ্যা ব্যতীত কথিত প্রকারে অর্থাৎ "জন্মে আর মরে; জন্মে আর মরে।" এইরূপে তৃতীয়স্থান লাভ হওয়া প্রতীত হয়। [অপিচ···আরভ্যতে] "আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এই যে শ্রুত্যুক্ত আহুতি-সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম

---

* তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়াহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ। কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ। বিনাপি হি পঞ্চমীমাহুতিং জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎপ্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যত ইতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতি নিয়ম নাই। কেন না, বিনা আহুতিতে ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বমুপদিশ্যতে নাপঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে। বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ। তত্র যেষামারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ উদ্ভবিষ্যত্যন্যেষান্তু বিনৈবাহুতিসংখ্যয়া ভূতান্তরোপসৃষ্টাভিরদ্ভির্দেহ আরভ্যতে ॥ ১৮ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥*

অপি চ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সীতাদ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্। তত্র দ্রোণাদীনাং যোষিদ্বিষয়ৈকাহুতির্নাস্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনান্তু যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে

মরণোপলক্ষের্নাহুতিসংখ্যাদর ইত্যর্থঃ। পুরুষশব্দাচ্চৈবমিত্যাহ—অপি চেতি। ইতি রত্নপ্রভা।

মনুষ্যদেহস্যাঽপি নাহুতিসংখ্যানিয়ম ইত্যাহ—অপিচেত্যাদিনা। বিধিনিষেধরূপার্থদ্বয়ে বাক্যভেদঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অনিয়মে স্মৃতিসম্বাদার্থং সূত্রম্।

মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে। কারণ, ঐ পুরুষ-শব্দ—মনুষ্যজাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে। আরও দেখ, শ্রুতি পঞ্চমী আহুতিতে আপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অপপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই। (পঞ্চম আহুতিস্থান ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই)। ঐ এক বাক্যের বিধি নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে তাহার দ্ব্যর্থতা দোষ স্বীকার করিতে হইবে। (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না। তাহা বলাও অন্যায্য)। অতএব, বুঝিতে হইবে, যাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, আপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তদ্ভিন্ন জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতান্তর সংসৃষ্ট আপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম বহির্ভূত।

অন্য শরীরের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্যশরীরোৎপত্তিতেও যে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজত্ব কথন দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষিদ্বিষয়ক এক আহুতির অভাব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীপুংসংসর্গরূপ আহুতিদ্বয়ের

* স্মোক্যতেঽনেনেতি লোকো ভারতাদিঃ।—ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরাভাব স্মরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহা দেখা যায়।

অপ্যাহুতী ন স্তঃ। যথা চ তত্রাহুতিসঙ্খ্যাহনাদরো ভবতি এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি। বলাকাপ্যন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্ত ইতি লোকে রূঢ়িঃ॥

দর্শনাচ্চ॥ ২০॥*

অপি চ চতুর্ব্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জলক্ষণে স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োরন্তরেণৈব গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদাহুতিসঙ্খ্যাহনাদরো ভবতি, এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি। ননু 'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং

স্ত্রীগর্ভেহপীতি। লোকাত্তেহনেনোক্ত লোকো ভারতাদিকক্তঃ। মুখ্যার্থমপ্যাহ—বলাকেতি। ইতি রত্নপ্রভা।

অণ্ডজানি চ জারজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চেতি। শব্দবহুত্বেন পুনঃ বাচষ্টে—আদি চেতি। অভ্রাপ্যাদিষ্টাদিকাদিখিতার্থঃ। অনয়া শ্রুত্যা চাতুর্ব্বিধ্যং কথমুক্তং শব্দান্তরে বীজ্যেবেত্যবধারণবিরোধাদিতি শঙ্কোত্তরত্বেন সূত্রমাদত্তে—দর্শিত্যাদিনা। ইতি রত্নপ্রভা।

অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে, তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী বিনা রেতঃসেকে গর্ভিণী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুন ধর্ম্মে গর্ভিণী হয় না, মেঘগর্জ্জন শ্রবণে গর্ভিণী হয়)।

অপিচ, জরায়ুজ (১) অণ্ডজ (২) স্বেদজ (৩) ও উদ্ভিজ্জ (৪) এই চতুর্ব্বিধ জীবজাতির বা ভূতগ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূতের বিনা গ্রাম্যধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতিসংখ্যা অনিয়মিত। যখন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জন্মে আহুতিসংখ্যার অনাদর দেখা যায় তখন যে অন্য জন্মেও আহুতিসংখ্যার অনাদর থাকিবেক তদ্বিষয়ে আর কথা কি। [ননু... মিত্যত্রেরিচাতে। যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতি বলিয়াছেন, যথা—"অণ্ডজ (১) জীবজ বা

* বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।—চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের মধ্যে দ্বিবিধ ভূতের বিনা মৈথুনধর্ম্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি' অত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রাম শ্রূয়তে কথং চতুর্ব্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥*

'অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্' ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেনৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ। স্থাবরোদ্ভেদাত্তু বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥২২ ॥†

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য 'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাত-

জীবজং জরায়ুজং মনুষ্যাদি, ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিত্ত্বা জায়তে যূকাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ। সংশোকঃ স্বেদঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপি যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুমিত্যতো ন তাদাত্ম্যং স্ফুটমবগম্যতে

জরায়ুজ (২) ও উদ্ভিজ্জ (৩)।" কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্ব্বিধ। ইহার কারণ কি? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ।" এই শ্রুতিতে যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুএর মধ্যে ভূমি-জল-উদ্ভেদ-পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য। স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই। সে কারণেও তদ্দ্বয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ। ২১

ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানে পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে

---

* তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ, শ্রুত্যেতি শেষঃ।—শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক।

† সমানোভাবো ধর্ম্মো যস্য স সভাবস্তস্য ভাবঃ সাভাব্যং সাম্যমিত্যর্থঃ। সাম্যাপত্তির্ভবতি ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ। তদেব হ্যুপপদ্যতে ন ত্বন্যৎ।—অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না। কেন-না, আকাশাদির সমান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

মুষিত্বা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি' ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি 'অথৈতমেবা-ধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ। এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণা-বিষয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা ন লক্ষণা। তথা চ 'বায়ুর্ভূত্বা ধূমো

তথাপি বায়ুর্ভূত্বেত্যাদেঃ স্ফুটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্‌যথেতমাকাশমিতেতদপি তাদাত্ম্যএবাবতিষ্ঠতে। ন চান্যস্যান্যভাবানুপপত্তিঃ। মনুষ্যশরীরস্য নন্দিকে-শ্বরস্য দেবদেহরূপপরিণামস্মরণাদেবং দেবদেহস্য চ নহুষস্য তির্য্যক্ত্বস্মরণাৎ। তস্মান্মুখ্যার্থপরিত্যাগেন ন গৌণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গৌণ্যাঞ্চ বৃত্তৌ লক্ষণা-শব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহুঃ—'লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্‌ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা' ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—'সাভাব্যাপত্তিঃ'। সমানো-ভাবো রূপং যেষাং তে সভাবস্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সারূপ্যং সাদৃশ্যমিতি

অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি রূপে অবরোহণ করে? তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণ-বিষয়িণী শ্রুতি এইরূপ—"অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অব্‌ভ্র হয়, অব্‌ভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।" ইত্যাদি। [তত্র···ইতি] এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যর্থে লক্ষণা করিতে হয়। (মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্যায্য)। যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যায্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই "বায়ু হইয়া ধূম হয়" এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং পাওয়া

ভবন্তি” ইত্যেবমাদীন্যক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে। তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। চন্দ্রমণ্ডলে যদম্ময়ং শরীরমুপভোগার্থমারব্ধং তদুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি ততো বায়োর্ব্বশমেতি ততো ধূমাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি। তদেতদুচ্যতে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ু-মিত্যেবমাদিনা। কুত এতৎ। উপপত্তেঃ। এবং হ্যেতদুপপদ্যতে। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। আকাশস্বরূপ-

যাবৎ। কুতঃ। উপপত্তেঃ। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—“ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে”। মুক্তমেতদ্যদ্দেবশরীরমজগরভাবেন পরিণমতে দেবদেহসময়েঽজগরশরীরস্যাভাবাৎ। যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্যাতাং ন দেবশরীরমজগরশরীরং শিল্পিশতেনাপি ক্রিয়তে। ন হি দধিপয়সী সমসময়ে পরস্পরাত্মনী শক্যে সম্পাদয়িতুং তথেহাপি সূক্ষ্মশরীরাকাশয়োর্যুগপদ্ভাবান্ন পরস্পরাত্মত্বং ভবিতুমর্হতি। এবং বায়্বাদিষ্বপি যোজ্যম্। তথা চ তদ্ভাবস্তৎ-

গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না। সূত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। [চন্দ্রমণ্ডলে ··উপপদ্যতে] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্য হয়, বায়ুবশ্য হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয়। এতদ্রূপ ক্রমে অভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ভ মেঘ অভ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ। মেঘের সঞ্চারাবস্থা অভ্র, বর্ষণাবস্থা মেঘ।), তৎপরে বৃষ্টিজল প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী “যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়” ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন। ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। ঐরূপ হইলেই শ্রুত্যর্থ ঠিক্ থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন। [আকাশস্বরূপ···চর্য্যতে] জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার বায়ু আদি-ক্রমে অবরোহণ উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাশ-সদৃশ

প্রতিপত্তৌ চ বায়্বাদিক্রমেণাবরোহো নোপপদ্যতে। বিভূত্বাচ্চাকাশেন নিত্যসম্বন্ধত্বান্ন তৎসাদৃশ্যাপত্তেরন্যস্তৎসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুত্যসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥*

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তের্ভবতি বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্তরসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্পমল্পমিতি। তত্রানিয়মো নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্যাভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি। অল্পমল্পং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং

সাদৃশ্যেনৌপচারিকো ব্যাখ্যেয়ঃ। নন্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং কিং সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—"বিভূত্বাচ্চাকাশেনে"তি।

দুর্নিষ্প্রপতরমিতি দুঃখেন নিঃসরণং ক্রূতে ন তু বিলম্বেনেতি মন্যতে পূর্ব্ব-

---

হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। যেখানে শ্রুতার্থের অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয় ন্যায্য। সেই জন্যই বলি, শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচার ক্রমে আকাশভাব প্রাপ্তি বলিয়াছেন।

বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কি বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্যবিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কি অল্পে অল্পে অর্থাৎ শীঘ্র

---

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাববস্থায় ভুবমাপতন্তীতি শেষঃ। তত্র বিশেষাদিতি হেতুঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতির্ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তিং "অতো বৈ দুর্নিষ্প্রপতরং" ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণ। অত্র দুঃখেন ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনায়াতং সুখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণ-ভবতীতি তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি।—অনুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্রুতির ঐ কথায় বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

ভুবনাপতন্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি 'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্' ইতি। তকার একশ্ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমতরং দুঃখতরমস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিষ্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্ব্বেষু সুখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়ং নিষ্প্রপতনস্য কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্নবধৌ শরীরানিষ্পত্তেরুপভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্পেনৈব কালেনাবরোহঃ স্যাদিতি ॥ ২৩ ॥

পক্ষী। বিনা স্থূলশরীরং ন সূক্ষ্মশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিষ্প্রপতরং বিলম্বং লক্ষয়তীতি রাদ্ধান্তঃ।

পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ের নিয়ম নাই। কেন-না নিয়মকারী শাস্ত্র নাই। (বিলম্বও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ "নাতিচিরেণ" সূত্র বলা হইল। অর্থ এই যে, অল্পকাল আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। [তথাহি···স্যাদিতি] কি বিশেষ? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদিশস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"ইহা হইতে দুনিষ্প্রপতর হয়।" বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটা ত লুপ্ত আছে। উহার অর্থ দুর্নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ব্রীহ্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রম বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুখদুঃখ=কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ব্রীহ্যাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীর নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয় তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে 'ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে' ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্নেবাবধৌ স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ স্থাবরসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্থাবরশরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। স্থাবরজাত্যাপন্নাস্তৎসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত এতৎ। জনের্ম্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ, স্থাবরভাবস্য চ শ্রুতিস্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ

আকাশসারূপ্যং বায়ুধূমাদিসম্পর্কোঽনুশয়িনামুক্ত ইহেদানীং ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমনুশয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ব্রীহিযবাদয়ঃ স্থাবরা ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষ্বেষু সংসর্গমাত্রমনুভবন্তীতি। তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ প্রয়োগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদত্রাপি ব্রীহ্যাদিশরীরপরিগ্রহ এব জনির্ম্মুখ্যার্থ ইতি ব্রীহ্যাদিশরীরা এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্। ন চ রমণীয়চরণাঃ

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ পর্য্যন্ত বলিয়া বলিয়াছেন "তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ,—ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।" এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা কেন বলি?-না ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবর ভাব যে সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে ধান্যাদি

---

* অন্যেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ব্ববদিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ বায়্বাদিবৎ অভিলাপঃ শ্রৌতং সঙ্কীর্ত্তনমস্তীতি।—স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেশমাত্র লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহ্যাদি জন্মেও পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

কর্ম্মজা তস্যানিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ। যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎসুখ-দুঃখান্বিতং ভবতি এবং ব্রীহ্যাদিজন্মাপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। অন্যৈর্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রমনু-শয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে ন তৎসুখদুঃখভাজো ভবন্তি পূর্ব্ববৎ। যথা বায়ুধূমাদিভাবোঽনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রমেবং ব্রীহ্যা-দিভাবোঽপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্। কুত এতৎ। তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ। কোঽভিলাপস্য তদ্বদ্ভাবঃ। কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীর্ত্তনম্। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্ম্মব্যাপারং পরামৃশত্যেবং ব্রীহ্যাদিজন্মন্যপি। তস্মা-

কপূয়চরণা ইতিবৎ কর্ম্মবিশেষাসঙ্কীর্ত্তনাত্তদভাবে ব্রীহ্যাদীনাং শরীরভাবাভাবাৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতানামেব তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্। ইষ্টাদিকারিণামি-ষ্টাদিকর্মসঙ্কীর্ত্তনাদিষ্টাদেশ্চ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবদ্যফলতয়া চন্দ্রলোক-ভোগানন্তরং স্থাবরশরীরভোগ্যদুঃখফলত্বস্যাপ্যুপপত্তেঃ। ন চ ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রস্যাগ্নিষোমীয়পশুহিংসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং সামা-

জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম। [যথা···জন্মাপীতি] "কুক্কুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি" ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখ-দুঃখান্বিত মুখ্য কুক্কুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে। [এবং···পূর্ব্ববৎ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না। [যথা...শয়িনাম্] অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ু-ধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তদ্বদ্ভাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তদ্বদ্ভাব = কর্ম্মব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থার কোনরূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহ্যাদি জন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই। (কর্ম্মব্যাপার = পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী)। অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদি-

ন্নাস্ত্যত্র সুখদুঃখভাক্ত্বমনুশয়িনাম্। যত্র তু সুখদুঃখভাক্ত্বমভিপ্রৈতি পরামৃশতি তত্র কর্ম্মব্যাপারং রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতি। অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনি ব্রীহ্যাদিষু লূয়মানেষু কণ্ড্যমানেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানিনোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিমন্যতে স তস্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ব্রীহ্যাদিভাবাদ্রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু ভবতি। এতেন জনের্ম্মুখ্যার্থত্বং প্রতি ক্রুয়াদুপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবর-

ন্যশাস্ত্রস্য হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষাদ্বিশেষস্পৃশঃ শাস্ত্রাৎ শীঘ্রতরপ্রবৃত্তাদ্‌দুর্ব্বলত্বাদিতি সাম্প্রতম্। ন হি বলবদিত্যেব দুর্ব্বলং বাধতে কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহাস্তি বিরোধো ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ। অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমাম্নাতং ক্রত্বর্থতামস্য গময়তি ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিষেধাদস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতা বিধেশ্চ ক্রত্বর্থতা কো বিরোধঃ। যথাহুঃ—

ভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখ ভাগী হয় না। [যত্র তু···ভবতি] যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধান্যাদির ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহের অভিমানী সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্ব্বক রেতঃসেক-যোগে দেহোৎপত্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্যাদি জন্ম হয় না। [এতেন···চক্ষ্মহে] এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি-

ভাবস্য। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্থাবরভাবস্যাবজানীমহে। ভবত্বন্যেষাং জন্তূনামপুণ্যসামর্থ্যেন স্থাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্। চন্দ্রমসস্ত্ববরোহন্তোহনুশয়িনো ন স্থাবরভাবমুপভুঞ্জত ইত্যাচক্ষ্মহে॥ ২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ॥ ২৫॥

যৎ পুনরুক্তং পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং* কর্ম্ম তস্যানিষ্টমপি ফলমবকল্পত ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মাহস্তু তত্র গৌণী কল্পনাহনর্থিকেতি তৎ পরিহ্রী-

যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঞ্জাদীনি ভক্ষয়েৎ।
ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ॥' ইতি।

তস্মাজ্জনের্মুখ্যার্থত্বাদ্‌ব্রীহ্যাদিশরীরা অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ভবেদেতদেবং যদি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবদ্‌ব্রীহ্যাদিষনুশয়বতাং কর্ম্মবিশেষঃ কীর্ত্ত্যেত। ন চৈতদস্তি। ন চেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ স্থাবরশরীরো-

মুখ্য নহে এবং সেই স্থাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র। সুতরাং সেই সেই স্থাবর দেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধান্যাদিজন্মের গৌণত্ব কল্পনা

* অশুদ্ধং অনর্থহেতুনা দুরিতাপূর্ব্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন। হেতুমাহ শব্দাদিতি। শব্দাৎ শাস্ত্রাদেব হি তস্য শুদ্ধত্বমবধার্য্যতে।—জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসাসাধ্য, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্মমিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্থাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় দুরিতাপূর্ব্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্থাবর হইবে কেন?

য়তে। ন। শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য। অয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণমতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োরনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষ্বধর্ম্মো ভবতি। তেন ন শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম

পভোগ্যদুঃখফলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি। তস্য ধর্ম্মত্বেন সুখৈকহেতুত্বাৎ। ন চ তদ্গতায়াঃ পশুহিংসায়া ন হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বর্থায়া অপি দুঃখফলত্বসম্ভবঃ। পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্যাদিতি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্যাদিতি নিষেধস্য নিষেধ্যাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধ্যং তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞায়তে। ন চৈতন্নানৃতং বদেৎ ন তৌ পশৌ করোতীতিবৎ কস্যচিৎ প্রকরণে সমাম্নাতং যেনানৃতবদনবদস্য নিষেধস্য ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোঽপি ক্রত্বর্থঃ স্যাৎ। পশৌ নিষিদ্ধয়োরাজ্যভাগয়োঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিষেধস্যাপি ক্রত্বর্থত্বং ভবেৎ। এবং হি সত্যাজ্যভাগবর্হিতৈরপ্যঙ্গান্তরৈরাজ্যভাগসাধ্যঃ ক্রতূপকারো বিজ্ঞায়তে। তস্মাদনারভ্যাধীতেন ন হিংস্যাদিত্যনেনাভিহিতস্য বিধ্যুপহিতস্য পুরুষব্যাপারস্য বিধিবিভক্তিবিবোধাদ্দুঃখাত্মকপ্রকৃত্যর্থহিংসাকর্ম্মভাব্যত্বপরিত্যাগেন পুরুষার্থ এব ভাব্যোঽবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতস্যাপি পুরুষস্য কর্তৃব্যাপারাভিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাত্তদনুবাদেন নঞর্থং বিধিরূপসংক্রামতি। তেন পুরুষার্থো নিষেধ্য ইতি তদধীননিরূপণো নিষেধোঽপি পুরুষার্থো ভবতি। তথা চায়মর্থঃ সম্পদ্যতে—যৎ পুরুষার্থং হননং

নিরর্থক। এই সূত্রে সেই পূর্ব্বোক্ত দোষবাদের পরিহার হইবে। [ন···বক্তুম্] যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতাপূর্ব্বমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং তাহা জানিবার শাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্দ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগৃহীত অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে)

ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতিরূপং ফলং জাতিস্থাবরত্বম্। ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহ্যাদিজন্ম ভবিতুমর্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে। নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধি-

তন্ন কুর্য্যাদিতি ক্রত্বর্থস্যাপি চ নিষেধে হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমপি কল্প্যেত। ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাতন্ত্র্যাপারতন্ত্র্যে অসতি সংযোগপৃথক্ত্বে খাদিরতাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎ পুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ক্রত্বর্থত্বমপ্যাস্কন্দতীতি শুদ্ধসুখফলত্বমেবেষ্টাদীনাং ন স্থাবরশরীরোপভোগ্যদুঃখফলত্বমপীতি। আকাশাদিম্বিব কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণাভিলাপাৎ। অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংযোগমাত্রং ন তু দেহত্বমিতি। অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ। অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনীতি ব্রীহ্যাদিভাবমাপন্নাঃ খল্বনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্‌ভাবমনুভবন্তীতি শ্রূয়তে। তদেতদ্‌ব্রীহ্যাদিদেহত্বেঽনুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ব্রীহ্যাদি-

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম্ম (ধর্ম্মজনক)। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকর্ম্মকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পার? [নন্বু···স্থাবরত্বম্] বলিতে পার যে, "সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবেক" এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত-(ভূত=প্রাণ)-বিষয়ক হিংসার অধর্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, ঐটী শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।" সামান্য ও বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ ভিন্ন স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধর্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধর্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কর্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে? [ন চ···চর্য্যতে] ধান্যাদিজন্ম কুক্কুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল

কারোঽস্তি। অতশ্চন্দ্রস্থলাৎ স্খলিতানামনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদি-সংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে॥ ২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥*

ইতশ্চ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবো যৎকারণং ব্রীহ্যাদি-ভাবস্যানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাব আম্নায়তে 'যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি' ইতি। ন চাত্র মুখ্যো রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌবনো রেতঃসিগ্‌ভবতি কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানুগতোঽনুশয়ী প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ

দেহত্বে হি ব্রীহ্যাদিষু লূনেষবহন্তিনা ফলীকৃতেষু চ ব্রীহ্যাদিদেহবিনাশাদনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ। সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু ব্রীহ্যাদিষু নষ্টেষ্বপি ন সংসর্গিণোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুরিতি রেতঃসিগ্‌ভাব উপপদ্যতে। শেষমুক্তম্। (প্রবাসো নির্গমঃ)

সদ্যোজাতোহি বালো ন রেতঃসিগ্‌ভবত্যপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনস্তস্মাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে। তৎ কিমিদানীং সর্ব্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গ-

পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। সেস্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়বান্ জীব ব্রীহি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহিযবাদি হয় না। শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচার বাক্যে ব্রীহ্যাদিভাব শব্দে বলিয়াছেন।

ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষই ব্রীহ্যাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ব্রীহ্যাদি-ভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়। এতদর্থে শ্রুতি এই যে "যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃসেক করে, সেই হেতু সে পুনর্ব্বার হয়।" বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না। যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্নানুগত অনুশয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি (অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত

* অথ ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত্যনন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ স্যাদনুশয়িনামিতি যোজনা।—অনুশয়ী ব্রীহ্যাদিভাব-প্রাপ্তির পর রেতঃসিক্‌সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে)।

এব রেতঃসিগ্‌ভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বৎ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ব্রীহ্যাদিযোগ এবেত্যবিরোধঃ ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥*

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ শাস্ত্রং 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা' ইত্যাদি। 'তস্মাদপ্যবগম্যতে নাবরোহে ব্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব সুখদুঃখান্বিতং ভবতীতি। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

মাত্রং। তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আপদ্যেতেতি, নেত্যাহ।

সুগমম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতাযাং ভামত্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

এবং কর্ম্মিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্ব্বার ইত্যনুসন্ধানাৎ কর্ম্মফলাদ্বৈরাগ্যতত্ত্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয়।) এবং দৃষ্টান্তে ব্রীহ্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে।

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরোর্দ্ধে অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও "যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে" ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা জানা যায়, অবরোহকালে যে ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ব্রীহ্যাদি শরীর তৎসম্বন্ধীয় সুখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদি জন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে।

---

* যোনেঃ শরীরমিতি শ্রুতের্ন ব্রীহ্যাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি সূত্রার্থঃ।—রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মের ফল ভোগ যোগ্য শরীর জন্মে। (কথাগুলির স্থল ভাষ্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসার-গতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে। ইদমামনন্তি 'স যত্র প্রস্বপিতি' ইত্যুপক্রম্য 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিং প্রবোধ ইব

ইদানীন্তু তস্যৈব জীবস্যাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চ্যতে। "কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ী"তি। যদ্যপি ব্রহ্মণোঽন্যস্যানির্ব্বাচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতয়োরুভয়োরপি সর্গয়োর্ম্মায়াময়ত্বং তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টির্ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগনুবর্ত্ততে, ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকারাত্তু নিবর্ত্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোস্বিৎ প্রতিদিনমেব নিবর্ত্তত

অব্যবহিত পূর্ব্বপাদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের) অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক।

[ইদ···সৃষ্টিরিতি] শ্রুতি "সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হন" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন।" এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক? সত্য? অথবা তাহা মায়াময়ী? রজ্জু সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা? এই সংশয়ের পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়,

---

* দ্বয়োর্লোকস্থানয়োর্জ্জাগ্রৎসুষুপ্তিস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ অন্তরালে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তস্মিন্ যা সৃষ্টিঃ সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালীবস্থায়) অথবা জাগ্রৎ সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্য সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। (এটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে সন্ধ্যে সৃষ্টিরিতি। সন্ধ্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচষ্টে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' ইতি। দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ ভবতীতি সন্ধ্যং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতু-

ইতি বিমর্শার্থঃ। "দ্বয়োঃ" ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ। সন্ধৌ ভবং সন্ধ্যম্। ঐহলৌকিকচক্ষুরাদ্যব্যাপারাদ্রূপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং পারলৌকিকেন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্য চ ভবিষ্যতোঽপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পারলৌকিকম্। ন চ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোস্তি স্বপ্নদৃশস্তস্মাদুভয়োর্লোকয়োরস্যান্তরালত্বমিতি ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। অয়মভিসন্ধিঃ—ইহ হি সর্ব্বাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানান্যুদাহরণং তেষাং সত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়তে। প্রকৃতোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি স তথৈবেতি যুক্তম্। তথাভাবস্য জ্ঞানারোহাৎ। অতথাত্বস্য ত্বপ্রতীয়মানস্য তথাভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাস্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যয়াদতথাত্বমিতি চেৎ, ন, তস্য বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরুধ্যেতে। বলবদবলবত্ত্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপদ্যেতে। ন চেহ সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে দধি ভবতি এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্তির্ভবেৎ। নানারূপং বা তদ্বস্তু। তদ্যস্য তীব্রাতপক্লান্তিসহিতং চক্ষুঃ স তস্য রজতরূপতাং গৃহ্লাতি। যস্য তু কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তস্যৈব শুক্তিরূপতাং গৃহ্লাতি। এবমুৎপলমপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভাভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদীপাভিব্যক্তস্তু নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যাং নিদ্রায়াং সতোঽপি রথাদীন্ ন গৃহ্লাতি নিদ্রাণস্তু গৃহ্লাতীতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাভাবঃ। নাপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ব্বলবদবলবত্ত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োরপি স্বগোচরচারিতয়া সমানত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তস্মাদপ্যবশ্যমবিরোধোব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাস্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যঞ্চঃ প্রত্যয়ত্বাজ্জাগ্রৎস্তম্ভাদিপ্রত্যয়বদিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে'তি। ন চ ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তীতি বিরোধাদুপচরিতার্থা সৃজত ইতি শ্রুতির্ব্যাখ্যেয়া। সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তর-

সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সন্ধ্য...মর্হতি] সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্নস্থান। বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সন্ধ্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তৃতীয়

মর্হতি। কুতঃ। যতঃ প্রমাণভূতা শ্রুতিরেবমাহ 'অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে' ইত্যাদি। স হি কর্ত্তেতি চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥*

সম্বাদাচ্চ। বলীয়স্ত্বেন তদনুগুণতয়া ন তত্র রথা ইত্যস্যা ভাক্তত্বেন ব্যাখ্যানাৎ জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি ন তু রথা ন সন্তীতি। অতএব কর্ত্তৃশ্রুতিঃ শাখান্তরশ্রুতিরুদাহৃতা। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বাচ্চাস্য পারমার্থিকত্বং বিয়দাদিসর্গবৎ। ন চ জীবকর্ত্তৃকত্বান্ন প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বমিতি সাম্প্রতম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি প্রাজ্ঞস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকর্ত্তৃকত্বেঽপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন জীবস্য প্রাজ্ঞত্বাৎ। অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবন্তোঽপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচিদ্দৃশ্যন্তে। তদ্যথা—স্বপ্নে শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনো ব্রাহ্মণায়নঃ প্রিয়ব্রতং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত পঞ্চমেঽহনি প্রাতরেবোর্ব্বরাপ্রায়ভূমিদানেন নরপতিস্ত্বাং মানয়িষ্যতীতি। স চ জাগ্রত্তথাত্মনোমানমনুভূয় স্বপ্নপ্রত্যয়ং সত্যমভিমন্যতে। তস্মাৎ সন্ধ্যে পারমার্থিকী সৃষ্টিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

স্বপ্নস্থান তাহা সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত।" যাহা দুই লোকের † (ইহ-পরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয় তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্ন। এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। [কুতঃ···গম্যতে] সত্য বলিবার কারণ এই যে, প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর রথ, রথযোগ ও পথ সৃজন করেন।" "তিনই কর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন" এই শেষ বাক্যেও উহার সত্যতা প্রতীত হয়।

* একে শাখিনঃ কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কামাশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্যস্মিন্নর্থে কামা ইতি।—কোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্ম্মাণ হয় তাহার কর্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

† ইহ-পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের ন্যায় সন্ধ্য। মৃত্যুকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হয় তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতল্লোক অতি অস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-বলে মানস পরলোক স্ফূর্ত্তিরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে

অপি চৈকে শাখিনোঽস্মিন্নেব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি ‘য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ’ ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে কাম্যন্ত ইতি ; ননু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেরন্, ন, ‘শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব’ ইতি প্রকৃত্য ‘অন্তে কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি’ ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞং চৈনং নির্ম্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং ‘অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ’ ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোঽপি—

কিঞ্চ স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—অপি চেত্যাদিনা। রূঢ়িমাশঙ্ক্য প্রকরণন্নিরস্যতি—নন্বিত্যাদিনা। যঃ সুপ্তেষু করণেষু জাগর্ত্তি তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। স্বপ্নস্য জাগ্রদর্থৈঃ সমান-

আরও দেখ, কোন কোন শাখায় কথিত আছে সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীপ্সিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকর্ত্তা আত্মা। যথা—“ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করতঃ জাগ্রৎ থাকেন,—” ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় তাহাও কাম। [ননু...ইতি] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়, অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন না, “তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য, এই দুএর দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানীয় পদার্থের নির্ম্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রকরণটী প্রাজ্ঞবিষয়ক। কেন-না উহা “যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, তাহা বল—” ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে। যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম

যেরূপ হইবেক সেইরূপটী তাহার ভাবনা পথে আইসে। এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বলিয়া স্বপ্ন। এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকদ্বয়ের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্য।

'তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন' ॥

ইতি। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ স্বষ্টিস্তথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ 'অথো খল্বাহুর্জ্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুষুপ্তঃ' ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যে সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩

দেশত্বশ্রুতেরভেদশ্রুতেশ্চ সত্যত্বে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—অথো খল্বাহুরিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদবস্থ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।" [প্রাজ্ঞ…প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য; তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—"পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর। ইনি জাগ্রৎস্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন স্থান স্থিত হইয়া দেখেন।" এই শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-সৃষ্টিও জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—

---

* তু-শব্দেন পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামাত্রং মায়াময্যেব। যতঃ সা কাৎস্ন্যেন দেশকালনিমিত্তাদিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন ভবতি ততঃ সা সৃষ্টির্ন পরমার্থরূপা কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থগা সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্ম্মঃ স্বপ্নে তদভাবোদৃশ্যত ইতি নিষ্কর্ষঃ।—স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থীয় ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি—যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়ামষ্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি। কুতঃ। কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ। ন হি কাৎস্ন্যেন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ। কিং পুনরত্র কাৎস্ন্যমভিপ্রেতম্। দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ। ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্যবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে। ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি। ন তাবৎ সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়োঽবকাশং লভেরন্। স্যাদেতৎ। বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহ-

ইদমত্রাকূতম্। ন তাবৎ ক্ষীরস্যেব দধি রজতস্য পরিণামঃ শুক্তিঃ সম্ভবতি। ন হি জাম্বীশ্বরগৃহে চিরস্থিতান্যপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমনুভবন্তি দৃশ্যন্তে। ন চেতরস্য রজতানুভবসময়েঽন্যোঽনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তস্য শুক্তিভাবমনুভবতি প্রত্যেতি চ। ন চোভয়রূপং বস্তু। সামগ্রীভেদাত্তু কদাচিদস্য তোয়ভাবোঽনুভূয়তে কদাচিন্মরীচিতেতি সাম্প্রতম্। পারমার্থিকে হ্যস্য তোয়ভাবে তৎসাধ্যামুদন্যোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যান্মরীচিসাধ্যামপি রূপপ্রকাশলক্ষণাম্। ন মরীচিভিঃ কস্যচিত্তৃষ্ণাজা উদন্যোপশাম্যতি। ন চ তোয়মেব দ্বিবিধমুদন্যোপশমনমতদুপশমনমিতি যুক্তম্। তদর্থক্রিয়াকারিত্বব্যাপ্তঃ তোয়ত্বং মাত্রয়াপি তামকুর্ব্বত্তোয়মেব ন স্যাৎ। অপি চ তোয়প্রত্যয়সমীচীনত্বায়াঽস্য দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে তচ্চাভ্যুপগমেঽপি ন সেদ্ধুমর্হতি। তথা হ্যসমর্থধিয়া তোয়মেতদিতি মন্বানো ন তৃষ্ণগপি মরীচিতোয়মভিধাবেৎ যথা মরীচীনমুভবন্। অথাশক্তং শক্তমভিমন্যমানোঽভিধাবতি। কিমপুরাদ্ধং

সূত্রস্থ তু-শব্দ উদঘাটিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য; তাহা নহে। স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী। তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি সূত্রস্থ কাৎস্ন্য-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। [ন তাবৎ··· লভেরন্] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই সঙ্কুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয়? [স্যাদেতৎ···বীতেতি] আচ্ছা,

ণাৎ দর্শয়তি চ শ্রুতির্ব্বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং 'বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্' ইতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চ নানিষ্ক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশ্নুবীতেতি। নেত্যুচ্যতে। ন হি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে। ক্বচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জ্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি 'কুরুষ্বহং শয্যায়াং শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধশ্চ' ইতি। দেহাচ্চেদপেয়াৎ পঞ্চালেষ্বেব প্রতিবুধ্যেত তানসাবভিগত ইতি কুরুষ্বেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং

মরীচিষু তোয়বিপর্য্যাসেন সার্ব্বজনীনেন যত্তমতিলঙ্ঘ্য বিপর্য্যাসান্তরং কল্প্যতে। ন চ ক্ষীরদধিপ্রত্যয়বদাচার্য্যমাতুলব্রাহ্মণপ্রত্যয়বদ্বা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমুচ্চিতাবগাহিনী স্বানুভবাৎ। পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্ব্বাধ্যবাধকভাবাবভাসনাৎ। তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্ব্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরন্তু বাধকং শুক্তিজ্ঞানং প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য। রজতজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রাপকাভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাসম্ভবাৎ পূর্ব্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্তু রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাধিতুমর্হতি। তদপবাধাত্মকঞ্চ স্বানুভবাদবসীয়তে। যথাহুঃ—

আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্ব্বং হি জায়তে।
পূর্ব্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥

ন চ বর্ত্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যত্তামস্যা গোচরয়ন্ ভবিষ্যতা স্বসময়বর্ত্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে কালভেদেন বিরোধাভা-

---

এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে? জীব যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন-না মনে করিব যে, জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের অর্থাৎ দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন।" আরও দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয় তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) সঙ্গত হয় না। [নেত্যুচ্যতে…কলয়েৎ] প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত

দেহেন দেশান্তরমশ্নুবানো মন্যতে তমন্যে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি ন তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশ্চেৎ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বস্তু-ভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরেব দেহে স্বপ্নং 'স যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি' ইত্যুপক্রম্য 'স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে' ইতি। অতশ্চ শ্রুত্যুপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-শ্রুতির্গৌণী ব্যাখ্যাতব্যা 'বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা' ইতি। যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি

বাদিতি যুক্তম্। যা নামাহস্যাজ্ঞাসীৎ প্রত্যক্ষং ভবিষ্যন্তাং তৎপৃষ্ঠভাবিতামনু-মানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্থেমানমাকলযতি। অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতত্বাদনুভূতপ্রত্যভি-জ্ঞাতরজতবং। তথা চ রজতগোচরং প্রত্যক্ষং বস্তুতঃ স্থিরমেব রজতং গোচরয়েৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্নুযাদিতি বিরোধাৎ শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহুঃ—

রজতং গৃহ্যমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্যতে।
ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ॥ ইতি

নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্থ করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জ্জিত। শ্রুতিও ঐ রূপ একটী স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—"আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না)" জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক্ সে প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদ্দর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [দর্শয়তি···ভবতি ইতি]

স বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি। স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোঽপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ভ এবাভ্যুপগন্তব্যঃ। কালবিসম্বাদোঽপি চ স্বপ্নে ভবতি রজন্যাং স্বপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে তথা মুহূর্ত্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহূন্ বর্ষপূগানতিবাহয়তি। নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্ম্মণে বোচিতানি বিদ্যন্তে। করণোপসংহারাদ্ধি নাস্য রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি। রথাদিনির্ব্বর্ত্তনেঽপি কুতোঽস্য নিমেষমাত্রেণ সামর্থ্যং দারূণি বা। বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ প্রবোধে। স্বপ্ন এব চৈতে সুলভবাধা ভবন্ত্যাদ্যন্তয়োর্ব্ব্যভিচারদর্শনাৎ। রথো-

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে তদযুক্তম্। যদি চিরস্থায়িত্বং যোগ্যতা ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ শক্তেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। অথ কালান্তরব্যাপিত্বং, তদপ্যযুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেন্দ্রিয়স্য সংযোগাযোগাৎ। তদুপহিতসীম্নো ব্যাপিত্বস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদত্রাস্তি সংস্কারঃ সহকারী যেনাবর্ত্তমানমপ্যাকলয়েৎ। তস্মাদত্যন্তাভ্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তরং শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশ্যদবস্থানুমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি মন্তব্যম্। অত এবৈতৎ সূক্ষ্মতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ প্রাহুর্দ্বিবিধোহি বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্য গ্রাহ্যশ্চাধ্যবসেয়শ্চ। গ্রাহ্যঃক্ষণ একঃ স্বল-

দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাঁহাতে দর্শন হয়" এই উপক্রমে বলা হইয়াছে "তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্ত্তিত হন।" অতএব, জীব দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ হইবে না। সে গৌণ ব্যাখ্যা এই—"অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া—" ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্ত্তীর ন্যায়। [স্থিতি…বাহয়তি] স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গৌণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারতবর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। [নিমিত্তান্যপি…বৃক্ষঃ] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও নাই। (নিমিত্ত=কারণ)। তৎকালে

হয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্পদ্যতে। মনুষ্যোঽয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ। স্পষ্টঞ্চাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি' ইত্যাদি। তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥*

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি,

ক্ষণোঽধ্যবসেয়শ্চ সন্তান ইতি। এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়োমিথ্যাত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। যত্তু সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং তত্রাপ্যাখ্যাত্রা ব্রাহ্মণায়নেনাখ্যাতে সম্বাদাভাবাৎ। প্রিয়ব্রতস্যাখ্যাতসম্বাদস্তু কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি। তাদৃশস্যৈব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাৎ। দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতা কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তিং বিবৃণ্বতা রজন্যাং সুপ্ত ইতি। রজনীসময়েঽপি হি ভারতাদ্বর্ষান্তরে কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্।

দর্শনং সূচকম্। তচ্চ স্বরূপেণ সৎ, অসত্তু দৃশ্যম্। অত এব স্ত্রীদর্শন-

---

ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে? না তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় রজ্জুসর্পের ন্যায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে না। অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহা আর রথ রহিল না। রথের পরিবর্ত্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষ হইল। [স্পষ্টঞ্চ···দর্শনম্] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—"সে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।" ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণাম বিশেষ), তাই বলিয়া

---

* মায়িকোঽপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোর্ভবিষ্যতোঃ সূচকোঽনুমাপকোঽতস্তত্র পরমার্থগন্ধো নাস্তীতি ন বক্তব্যম্। শ্রূয়তে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকত্বম্। তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে চ।—স্বপ্ন মায়ামাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাপক। কেন-না, শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তদ্রূপ রূপতা বলিয়াছেন।

নেত্যুচ্যতে। সূচকশ্চ হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্বসাধুনোঃ। তথা হি শ্রূয়তে 'যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে' ইতি। তথা 'পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি' ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি। আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ 'কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি খরযানাদীন্যধন্যানি' ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি ভবতু নাম সূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদের্ভবত্যেব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদুপপন্নং

স্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামনুবর্ত্তন্তে। স্ত্রীসাধ্যাস্তু মাল্যবিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্ত্তন্তে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপার

তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই; এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা—"যদি স্বপ্নে কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে।" "স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাঁহাকে বিনষ্ট করে।" ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়। [আচক্ষতে…প্রায়ঃ] স্বপ্নাধ্যায়(শাস্ত্রবিশেষ)বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ এবং গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ওষধিবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবতা এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক) ফলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা। [তস্মা…সৃজতি] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উপপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লাঙ্গল গবাদির চালক

স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্। যত্তুক্তমাহ হীতি তদেবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যং যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি। নিমিত্তমাত্রত্বাদেবমুচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতি। এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতে স হি কর্ত্তেতি চোচ্যতে ন তু প্রত্যক্ষমেব সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতি। নিমিত্তত্বন্ত্বস্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কর্ত্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্। অপি চ জাগরিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্ব্যতিকরাচ্চাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টং দ্রষ্টুর্দুর্ব্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায় স্বপ্ন উপন্যস্তঃ। তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত স্বয়ংজ্যোতিষ্টং ন নির্ণীতং স্যাৎ। তস্মাদ্রথাদ্যভাববচনশ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতেন নির্ম্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্। যদপ্যুক্তং 'প্রাজ্ঞমেনং নির্ম্মাতার-

---

ইতি। প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকত্বানুমানং প্রত্যক্ষেণ বাধকপ্রত্যয়েনা-

নহে; তেমনি, নিমিত্ত সামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্ত রথাদি সৃষ্টি করে এবং সুপ্ত রথাদির সৃজন-কর্ত্তা। কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। [নিমিত্তত্ব···ব্যাখ্যাতম্] স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কর্ত্তৃরূপ নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎকালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশত্ব তৎকালে দুর্ব্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দুর্ব্বিবেচ্য স্বয়ম্প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিত প্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদিসৃষ্টিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টি-বাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির ন্যায় নির্ম্মাণশ্রুতিরও গৌণার্থে করা হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং···বিরু-

মামনন্তি' ইতি, তদপ্যসৎ। শ্রুত্যন্তরে 'স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি' ইতি জীব-ব্যাপারশ্রবণাৎ। ইহাপি চ 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি' ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবাহয়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তস্য তু বাক্যশেষেণ তদেব শুক্রন্তদ্‌ব্রহ্মেতি জীবভাবং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিবদিতি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেহপি প্রাজ্ঞ-ব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাস্ব-ধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি-সর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি 'তদনন্যত্ব-

---

বিরুধ্যমানং নাত্মানং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়-মৈশ্বর্য্যমিতি।

ধ্যতে] বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে। কেন-না, অন্য শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপার-বিশেষ। যথা—"জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদ্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধি বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি=বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা)ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন।" কঠ শ্রুতিতেও "ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন" এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নির্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে "তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম" এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীব-ভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেই-রূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন চাস্মাভিঃ···মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অব-স্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য।

মারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ’ ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্ ॥ ৪ ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥*

অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবদাত্মনোহংশো জীবোহগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গঃ, তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবত এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। ততশ্চ জীবস্যৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্য-

‘পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ’ ‘দেহযোগাদ্বা সোঽপী’তি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে। নিগদব্যাখ্যাতং চৈতয়োর্ভাষ্যমিতি।

পূর্ব্বং কৢপ্তসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মায়েত্যুক্তং তচ্চাযুক্তং সংকল্পমাত্রেণাপি

আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ মায়িক, মিথ্যা, এ সকল “তদনন্যত্বং” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার হয় তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা), এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ।

বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশ-শক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবেশ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন এরূপ হইতেও পারে যে,

* ঈশ্বরাংশো জীবস্ততশ্চ তয়োর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যে সমানে ইতি মত্বাহ পূর্ব্বপক্ষী পরেতি। তৎসমাধানমাহ—তিরোহিতমিতি। তুঃ পরাভিমতপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা সত্যেতিপক্ষো ন সাধীয়ানিত্যর্থঃ। যদ্যপি জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বমস্তি তথাপি তৎ তিরোহিতমাবৃতমেবাস্ত্যবিদ্যয়া। ততস্তস্মাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ।—জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক। ভাষ্য ব্যাখ্যার বিশদার্থ বলা হইয়াছে।

তীতি। অত্রোচ্যতে। সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবেশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বং। কিং পুনর্জ্জীবস্যেশ্বর-সমানধর্ম্মত্বং নাস্ত্যেব ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎপুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোর্ব্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতস্যেব দৃক্‌শক্তিরৌষধবীর্য্যাদীশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদেবাবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্।

সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ ইতি শঙ্কাং কৃত্বা পরিহরন্ সূত্রং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্যাদিত্যাদিনা। সত্যসঙ্কল্পস্য হি সঙ্কল্পাৎ সৃষ্টিঃ সত্যা ভবতি জীবস্য ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বং প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ। তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাজ্জীবস্যেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি শঙ্কতে—কিমিতি। নাস্তীতি ন কিন্ত্বাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কস্যচিৎ ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি। বিধূতধ্বান্তস্য নিষ্পাপস্য সংসিদ্ধস্যাণিমাদি-বিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মৈবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বপাশানামবিদ্যা-দিক্লেশানামপহানিরপক্ষয়স্তদ্ভূয়ো ভবতি। ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈস্তৎকার্য্যজন্মমরণা-ত্মকবন্ধধ্বংস ইতি নির্গুণবিদ্যাফলমুক্তং সগুণবিদ্যাফলমাহ। তস্যেতি। পরস্যাভিমুখ্যেনাহংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বন্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্ত্রোক্তহানিদ্বয়াপেক্ষয়া বা তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্য্যমণিমাদিরূপং মর্ত্ত্যদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি তদ্ভোগ-

---

ঐশ্বর্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন রথাদির সৃষ্টি হয়। (ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে)। [অত্রোচ্যতে···জন্তূনাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না। আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছা-দিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহং-গ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বর প্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমিরযোগে দৃক্‌শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ব্ববৎ দৃক্‌শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতঃই

কুতঃ। ততো হি ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধস্তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ' ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥*

কস্মাৎ পুনর্জ্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি যুক্তন্তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরতিরস্কৃতত্বং বিস্ফুলিঙ্গ-

নন্তরমাত্মজ্ঞানাৎ কেবলোদ্বৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তস্বয়ংজ্যোতিরানন্দো ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

উক্তৈশ্বর্য্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং, তন্নিরস্যা-

যে সর্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুত-স্ততো...মাদ্যা] সেই কারণেই ঈশ্বর-নিমিত্তক বদ্ধভাব ও মুক্তভাব। ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বদ্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন রজ্জুর (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।" তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য (অণিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম (প্রাপ্ত স্বাত্মানন্দ) হয়। (এই শেষার্দ্ধে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক)।

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত, ইহার কারণ কি? যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা

* কিঞ্চ সঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ।—জীব ঈশ্বর সত্য; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়া আছে।

স্যেব দহনপ্রকাশয়োঃ। অত্রোচ্যতে। সত্যমেবৈতৎ। সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ভবতি। অস্তি চাত্রোপমা. যথাগ্নের্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্যাপ্যরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোভবতঃ। যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্য। এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ। বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরন্যত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। নম্বন্য এব জীব ঈশ্বরাদস্তু তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ কিং দেহযোগকল্পনয়া। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যন্যত্বং জীবস্যেশ্বরাদু-

---

শঙ্কামাহ কস্মাদিতি। সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি—অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা। জীবস্যেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ পরমন্যত্বকল্পনেত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য শ্রুত্যা নিরস্যতি—নম্বিত্যাদিনা। স্বপ্নেঽপ্যালোকাদেঃ স্বপ্নত্বে

সত্য বটে; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব,—এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। [অস্তি···ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহ-শক্তি ও প্রকাশশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ, জীবেরও অবিদ্যাজনিতনামরূপকৃতদেহাদি-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। [বা···বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। [নম্বন্য···র্ঘটতে।] যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প, দেহ-সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব, এ কল্পনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয় না। কেন? তাহা বলিতেছি। "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।" এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে, "জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক—"। এই শ্রুতি আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরামাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন)। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে। যথা—"হে শ্বেতকেতো! সে-ই সত্য, তিনিই আত্মা, তিনিই তুমি।" এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাঁহারই

পপদ্যতে। 'সেয়ং দেবতৈক্ষত' ইত্যুপক্রম্য 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' ইত্যাত্মশব্দেন 'জীবস্য পরামর্শাৎ। 'তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি চ জীবায়োপদিশতীশ্বরাত্মত্বম্। অতোঽনন্য এবেশ্বরাৎ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে। যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ স্যাৎ নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে। যৎপুনরুক্তং জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্য সত্যত্বং খ্যাপয়তীতি ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং স্বয়ংজ্যোতিষ্টবিরোধাৎ। শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। জাগরিতপ্রভববাসনা নিমিত্তত্বাত্তু স্বপ্নস্য তত্তুল্যনির্ভাসত্বাভিপ্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ ॥ ৬ ॥

জাগ্রতীবাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বমস্ফুটং স্যাৎ প্রাতিভাসিকত্বে ত্বালোকেন্দ্রিয়াদ্যসত্ত্বেঽপ্যর্থাপরোক্ষ্যমাত্মজ্যোতিষ এবেতি স্ফুট সিধ্যতি। তস্মাদ্দেশাদিসাম্যবচনং স্বপ্নস্য জাগ্রত্তুল্যভানাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না। [যদি চ··· মাত্রত্বম্] স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? বলিয়াছিলে যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ জাগ্রতের সমান স্বপ্ন, এই উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে, বস্তুতঃ তাহা করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা(সংস্কার)প্রভব। সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা হইয়াছে। অন্যথা আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও শ্রুতিকর্ত্তৃক স্বাপ্নরথাদির মিথ্যাত্ব কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে।

তদভাবোনাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ।। ৭ ।।*

স্বপ্নাবস্থা পরিক্ষিতা। সুষুপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে। তত্রৈতাঃ সুষুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। ক্বচিৎ শ্রূয়তে 'তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি' ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য শ্রূয়তে 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে' ইতি। তথান্যত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি। অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইতি।

ইহ হি নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মানোজীবস্য সুষুপ্তাবস্থায়াং স্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। তত্র কিমেষাং স্থানানাং বিকল্প আহোস্বিৎ সমুচ্চয়ঃ। কিমতো, যদ্যেবং এতদতোভবতি। যদা নাড্যো বা পুরীতদ্বা সুষুপ্তস্থানং তদা বিপরীতগ্রহণ-নিবৃত্তাবপি ন জীবস্য পরমাত্মভাব ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তাবপি জীবস্য পর-মাত্মভাবায় কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কর্ম্মৈব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং বিপরীত-জ্ঞাননিবৃত্তিমাত্রেণ তস্যোপযোগাৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেশ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং সুষুপ্তাবপি সম্ভবাৎ। ততশ্চ কর্ম্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাহুঃ—কর্ম্মণৈব

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। সুষুপ্তি-বিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, "যে প্রকারে সুপ্ত হয় সে প্রকার এই—জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণ নির্ব্ব্যা-পার হয়, সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মানোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈত-প্রায়) হয়, জীব তখন, নাড়ীস্থানগত থাকেন।" অন্য স্থানেও নাড়ী অনু-ক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, "সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণ পূর্ব্বক পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।" অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—"যখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ শুনা যায়—"এই যে হৃদয়ান্তরস্থ

---

* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ সুষুপ্তমিতি যাবৎ। স চ নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি ভবতীতি শেষঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। শ্রুতৌ সুষুপ্তস্য তথাবিধত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ।—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জা না যাইতেছে।

তথান্যত্রাপি 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি। তথান্যত্র 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। তথা 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্' ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতানি নাড্যাদীনি পরস্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি সুপ্তিস্থানানি আহোস্বিৎ পরস্পরাপেক্ষতয়ৈকং সুপ্তিস্থানমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। ভিন্নানীতি। কুতঃ। একার্থত্বাৎ। ন হ্যেকার্থানাং ক্বচিৎ পরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ব্রীহিযবাদীনাম্। নাড্যাদীনাঞ্চৈকার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে 'নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি পুরীতত্তি শেতে' ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দ্দেশস্য তুল্যত্বাৎ।

তু সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ইতি। অথ তু পরমাত্মৈব নাড়ী পুরীতৎ সৃপ্তিদ্বারা সুষুপ্তিস্থানং ততোবিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মাত্রয়া পরমাত্মভাবোপযোগঃ। তয়া হি তাবদেষ জীবস্তদবস্থানোভবতি কেবলম্। তত্ত্বজ্ঞানাভাবেন সমূলকায়মবিদ্যায়া অকাযাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবস্য ব্যুত্থানং ভবতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবত্যেষা বিচারেণেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মসু স্থানেষু সুষুপ্তস্য জীবস্য নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহুষু প্রাসাদেষ্বেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ ক্বচিন্নিলীয়তে কদাচিৎ ক্বচিদন্যত্র, এবমেকোজীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদ্‌ব্রহ্মণীতি। যথা নিরপেক্ষা ব্রীহিযবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া শ্রুতা একার্থা বিকল্প্যন্তে এবং সপ্তমীশ্রুত্যা

আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।" আবার অন্য শ্রুতিতে অন্য প্রকার শুনাও যায়। যথা—"হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সেই সময়ে সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।" "সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষ্বক্ত (একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।" [তত্র...তুল্যত্বাৎ] এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে বা পৃথক্ পৃথক্ সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে ও কখন ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই সুপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীতৎ গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?) পূর্ব্বপক্ষে

নন্বু নৈবং সতি সপ্তমীনির্দ্দেশো দৃশ্যতে 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। নৈষ দোষঃ। তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ। বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সদুপসর্পতি, ইত্যাহ। 'অন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে' ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সত উপাদানাৎ। আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ। সপ্তমীনির্দ্দেশোঽপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে 'সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে' ইতি। সর্ব্বত্র চ

বায়তনশ্রুত্যা বৈকনিলয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড্যাদয়োঽপি বিকল্পমর্হন্তি:- যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়শ্রবণং তথা তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি নাড়ীব্রহ্মণোরাধারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম অথাস্মিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ তথাপ্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতীতি চ পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োর্নাড়ীপুরীততো-

পাওয়া যায়, ঐ সকল সুপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন। অর্থাৎ বৈকল্পিক। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একার্থতা স্থির থাকিতে পারে। যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত—সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয়। যেমন ব্রীহি ও যব প্রভৃতি। (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ব্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহারা কেহ কাহার অপেক্ষা করে না। তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় কি না, ব্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ী গত হইলেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়।) [নন্বু···বিশিষ্যতে] যদি বল "সতা সোম্য তদা—" এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে, তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কেননা,

বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে। তস্মাদেকার্থত্বান্নাড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপায়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—তদভাবো নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি। তদভাব ইতি তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্যাভাবঃ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীষ্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্ব্বেষামেষাং নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সুপ্তিস্থানত্বং শ্রূয়তে তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে

রাধারত্বেন নির্দ্দেশান্নিরপেক্ষয়োরেবাধারত্বম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—কদাচিন্নাড্য এবাধারঃ কদাচিন্নাড়ীভিঃ সঞ্চরমাণস্য পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চরমাণস্য কদাচিদ্ব্রহ্মৈবাধার ইতি সিদ্ধমাধারত্বে নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মনামনপেক্ষত্বম্। তথা চ বিকল্পোব্রীহিযববদ্বৃহদ্রথন্তরবদ্বেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি ন বিকল্পেন। অয়মভিসন্ধিঃ—নিত্যবদাম্নাতানাং বৎ পাক্ষিকত্বং নাম তদ্গত্যন্তরাভাবে কল্প্যতে। যথাহুঃ—

ঐ তৃতীয়া সপ্তমী অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "জীব আয়তনান্বেষী' অর্থাৎ আশ্রয়ান্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।" "অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।" (প্রাণ=সৎ বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা—"সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হইয়াছি।" বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি, তাহা সর্ব্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্ব্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। [তস্মা...স্যাৎ] ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুষুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটনা হয়। তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়। অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এরূপে

হ্যেষাং পক্ষেঃ বাধঃ স্যাৎ। নন্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পো নাড়্যাদীনাং ব্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্। নৈত্যুচ্যতে। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থত্বং বিকল্পশ্চাপততি। নানার্থত্বসমুচ্চয়য়োরপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ। প্রাসাদে শেতে পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিষু। তথেহাপি নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্বপিতীত্যুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ

এবমেষোঽষ্টদোষোঽপি যদ্‌ব্রীহিযববাক্যয়োঃ।
বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে॥ ইতি।

প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি পরস্পরানপেক্ষৌ ব্রীহিযবৌ বিহিতৌ শক্তৌ চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্ব্বর্ত্তয়িতুম্। তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশোঽভিনির্ব্বর্ত্ত্যেত পরস্পরানপেক্ষব্রীহিযববিধাতৃণী উভে অপি শাস্ত্রে বাধ্যেয়াতাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চেতুমর্হতি। স হি যথাবিহিতান্যঙ্গান্যভিসমীক্ষ্য প্রবর্ত্তমানো নৈতান্যন্যথয়িতুং শক্নোতি মিশ্রণে চান্যথাত্বমেতেষাম্। ন চাঙ্গানুরোধেন প্রধানাভ্যাসো গোসবে উভে কুর্য্যাদিতিবদ্‌যুক্তঃ। অশ্রুতো হ্যত্র প্রধানাভ্যাসোঽঙ্গানুরোধেন চ সোঽন্যায্যঃ। ন চাঙ্গভূতৈন্দ্রবায়বাদিগ্রহানুরোধেন যথা প্রধানস্য সোমযাগস্যাবৃত্তিরেবমত্রাপীতি যুক্তম্। সোমেন যজেতেতি হি তত্রাপূর্ব্বযাগবিধিঃ। তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতস্য সোমদ্রব্যস্য সোমমভিষুণোতি সোমমভিপ্লাবয়তীতি চ বাক্যান্তরানুলোচনয়া রসদ্বারেণ যাগসাধনীভূতস্যেন্দ্রবায়্বাদ্যুদ্দেশেন প্রাদেশমাত্রেষূর্দ্ধপাত্রেষু গ্রহণানি পৃথক্ প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে ন তু সোমযাগোদ্দেশেনেন্দ্রবায়্বাদয়োদেবতাশ্চোদ্যন্তে যেন তাসাং যাগনিষ্পত্তিলক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্পঃ স্যাৎ। ন চ প্রাদেশমাত্রমেকৈকমূর্দ্ধপাত্রং দশমুষ্টিপরিমিতসোমরসগ্রহণায় কল্পতে যেন

উপগত হন না। কেন-না শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম) এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত আছে। সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। [নন্বেকার্থত্বাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবাদির ন্যায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। এক বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেই যে একার্থ (এক প্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না। নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক

এবৈকর্ধা ভবতি’ ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ শ্রাবয়তি। একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধি-

তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্পেরন্। ন চ যাবন্মাত্রমেকমূর্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি তাবন্মাত্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুজ্যতে। দশমুষ্টিপরিমিতোপাদানস্যাদৃষ্টার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং তদ্দৃষ্টার্থং ভবেদ্যদি তৎ সর্ব্বং যাগ উপযুজ্যেত। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যা। তস্মাৎ সকলস্য সোমরসস্য যাগশেষত্বেন সংস্কারার্হত্বাদেকৈকেন চ গ্রহণেন সকলস্য সংস্কর্ত্তুমশক্যত্বাত্তদবয়বস্যৈকেন সংস্কারেঽবয়বান্তরস্য গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদ্গ্রহণানি সমুচ্চীয়েরন্। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং দশৈতানধ্বর্য্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্লাতীতি। সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোপ্যুপপদ্যতে। আশ্বিনো দশমো গৃহ্যতে তৃতীয়ো হূয়তে। তথৈবৈন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্লাতীতি। তেষাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি যাবদ্যদুদ্দেশেন গৃহীতং তাবৎ তস্যৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিত্যর্থাদ্যাগস্য বৃত্তা ভবিতব্যম্। যদি পুনঃ পৃথক্কৃতান্যপ্যেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্দিশ্য ত্যজেরন্ পৃথক্করণানি চ দেবতোদ্দেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যেত্যুক্তম্। তস্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্গুণানুরোধেনাপি প্রধানাভ্যাস আস্থীয়তে। ইহ ত্বভ্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্য চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত একৈকা পরস্পরানপেক্ষা ব্রীহিশ্রুতির্যবশ্রুতিশ্চ নিয়ামিকৈকার্থতয়া বিকল্পমর্হতঃ। ন তু নাড়ীপুরীতৎ পরমাত্মনামন্যোন্যানপেক্ষাণামেকনিলয়নার্থত্বসম্ভবো যেন বিকল্পোভবেৎ। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থতা ভবতি সমুচ্চিতানামপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ। পর্য্যঙ্কে শেতে প্রাসাদে শেত ইতি। তস্মাদেকবিভক্তিনির্দ্দেশস্যানৈকান্তিকত্বাদন্যতোবিনিগমনা বক্তব্যা। সা চোক্তা ভাষ্যকৃতা

উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্দ্বারা একই কার্য্য দুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয় স্থলে এক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় (কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে, এরূপ বিকল্প নহে) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। শ্রুতিও সুষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের) সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন। যথা—“যখন সেই নাড়ীসমূহে থাকেন তখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পরমাত্মায়) একীভূত হন।” এ স্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে ব্রহ্মের বোধক, তাহা

গতং 'প্রাণস্তথানুগমাদ্' ইত্যত্র। যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি 'আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি' ইতি তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽপ্রতিষেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ সৃপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি। অপি চাত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাত্মকস্য ব্রহ্মলোকমার্গস্য বিবক্ষিতত্বান্নাড়ীস্তুত্যর্থং সুপ্তিসঙ্কীর্ত্তনম্। নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতীত্যুক্ত্বা 'অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি' ইতি ব্রুবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি। ব্রবীতি চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুং

"যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তী"ত্যাদিনা। সাপেক্ষশ্রুত্যনুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতির্নেতব্যেত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। ননু যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানং তাবন্মাত্রমুচ্যতাং কৃতং নাড়্যুপন্যাসেনেত্যত আহ— "অপি চাত্রেতি"। অপিচেতি সমুচ্চয়ে ন বিকল্পে। এতদুপপত্তিসহিতা

"প্রাণস্তথানুগমাৎ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। [যত্রাপি…ভবতি] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয় যথা— "সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ী সঞ্চরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তি বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। [অপি চাত্র…ইত্যর্থঃ] ঐ সকল শ্রুতির এ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড়্যাকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বন্ধ নাড়ীরূপ পথ। * সেই কারণে নাড়ীর প্রশংসার্থ ঐরূপ নাড়ী সুপ্তির কথন হইয়াছে। শ্রুতি "নাড়ীতে সৃপ্ত হন" এই কথার

* মনুষ্যের শিরঃকপালে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সর্ব্বদাই সূক্ষ্মনাড়ীসদৃশ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। সেই জ্যোতির্ম্ময় নাড়ী সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে (সূর্য্যকিরণস্পর্শ দ্বারা)। যোগীরা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নাড়ীপথে পরলোকগামী হন, হইয়া সূর্য্যাদি ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করেন।

'তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি' ইতি। তেজসা নাড়ীগতেন পিত্তাখ্যেনাভিব্যাপ্তকরণো ন বাহ্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইত্যর্থঃ। অথবা তেজসা ইতি ব্রহ্মণ এবায়ং নির্দ্দেশঃ। শ্রুত্যন্তরে 'ব্রহ্মৈব তেজ এব' ইতি তেজঃশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ। ব্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নো ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতস্তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপ্মাস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহত-

---

পূর্ব্বোপপত্তিরর্থসাধিনীতি। মার্গোপদেশোপযুক্তানাং নাড়ীনাং স্তুত্যর্থমত্র নাড়ীসঙ্কীর্ত্তনমিত্যর্থঃ। পিত্তেনাভিব্যাপ্তকরণো ন বাহ্যান্ বিষয়ান্ বেদেতি তদ্দ্বারা সুখদুঃখাভাবেন তৎকারণপাপ্মাদর্শনেন নাড়ীস্তুতিঃ। যদা তু তেজো-ব্রহ্ম তদা সুগমম্। অপি চ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতী-ত্যয়মর্থঃ। অভ্যুপেত্য জীবস্যাধেয়ত্বমিদমুক্তম্। পরমার্থতস্তু ন জীবস্যাধেয়-ত্বমস্তি। তথাহি—নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধীনাং করণানামাশ্রয়ঃ। জীবস্তু ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠঃ। ন চাপি ব্রহ্মজীবস্যাধারস্তাদাত্ম্যাদ্বিকল্প্য তু ব্যতিরেকং ব্রহ্মণ আধারত্বমুচ্যতে জীবম্প্রতি। তথা চ সুষুপ্তাবস্থায়ামুপা-ধীনামসমুদাচারাজ্জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বমেব ব্রহ্মাধারত্বং ন তু নাড়ীপুরীতদাধারত্বম্। তদুপাধিকরণমাত্রাধারতয়া তু সুষুপ্তদশারম্ভায় জীবস্য নাড়ীপুরীতদাধারত্বমিত্য-

পর "সেই কারণে কোনও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না" এইরূপ বলিয়া নাড়ীরই প্রশংসা করিয়াছেন। যে কারণে পাপস্পর্শ হয় না তাহাও বলিয়াছেন। যথা—"সেই কালে তিনি তেজঃসম্পন্ন হন।" অভিপ্রায় এই যে, নাড়ীগত পিত্তনামক তেজোদ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমুদায় অভিভূত হয়, সেই কারণে সে আর বাহ্যিক বিষয় ঈক্ষণে সমর্থ থাকে না। অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান-রহিত হয়। অথবা এরূপ বলিতেও পার যে, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম, নাড়ী সঞ্চরণ করিতে করিতে তাঁহাতে সম্পন্ন অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (দ্বৈত বিজ্ঞানও রহিত হয়)। তেজঃ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ। দেখ, "ব্রহ্মই তেজ।" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে তেজঃ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [ব্রহ্ম…শ্রুতিভ্যঃ] পাপ স্পর্শ না হওয়ার কারণ ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া। ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না, এ তথ্য "যেহেতু এই

পাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবঞ্চ সতি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা সুপ্তিস্থানেনানুগতো নাড়ীনাং চয়ঃ সমাশ্রিতো ভবতি। তথা পুরীততোঽপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং সঙ্কীর্ত্তনাৎ তদনুগুণমেব সুপ্তিস্থানত্বং বিজ্ঞায়তে। 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে' ইতি হৃদয়াকাশে সুপ্তিস্থানে প্রকৃতে ইদমুচ্যতে 'পুরীততি শেতে' ইতি। পুরীতদ্ধিতি হৃদয়পরিবেষ্টনমুচ্যতে, তদন্তর্বর্ত্তিন্যপি হৃদয়াকাশে শয়ানঃ শক্যতে পুরীততি শেত ইতি বক্তুম্। প্রাকারপরিক্ষিপ্তেঽপি হি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে। হৃদয়াকাশস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং 'দহর উত্তরেভ্যঃ' ইত্যত্র। তথা নাড়ীপুরীতৎসমুচ্চয়োঽপি 'তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে'

ব্রহ্মলোক নিষ্পাপ—সেই হেতু সমুদায় পাপ তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়।" এই শ্রুতির দ্বারা জানা গিয়াছে। [এবঞ্চ···ইত্যত্র] তাহাতে সিদ্ধান্তলাভ হয় যে, প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই সুপ্তিস্থান, নাড়ীসমূহ তাহার অনুবল (দ্বারস্বরূপ) মাত্র। অপিচ, ব্রহ্মের প্রস্তাবে পুরীততের কথন থাকায় জানা যায়, পুরীতৎ সুপ্তিস্থানটী ব্রহ্মেরই অনুগুণ (ব্রহ্ম গমনের উপায়)। "এই যে, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, জীব এই আকাশে সুপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে হৃদয়াকাশকে সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, পরে ঐ প্রস্তাবেই বলিয়াছেন "পুরীততে শয়ন করে ও সুপ্ত হয়।" পুরীতৎ শব্দে হৃদয়বেষ্টন। যে তন্মধ্যগত আকাশে শয়ন করে, অবশ্যই বলা যায় সে পুরীততে শয়ন করে। যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত পুরে বিরাজ করে, অবশ্যই বলা যায়, সে প্রাকারে বিরাজ করে। হৃদয়াকাশ-শব্দে ব্রহ্ম, ইহা "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। [তথা···স্থানম্] "নাড়ীর দ্বারা প্রতি গমন করে, করিয়া পুরীততে সুপ্ত হয়।" এই শ্রুতিতে একত্র কথন হেতু নাড়ীপুরীততের সমুচ্চয়ই প্রতীত হয়, বিকল্প প্রতীত হয় না। সতের ও প্রাজ্ঞের ব্রহ্মতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সমুদায় স্থলেই সৎ শব্দে ও প্রাজ্ঞ শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়। ঐ সকল শ্রুতিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটী সুপ্তিস্থান ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সুপ্তির

ইত্যেকবাক্যোপাদানাদবগম্যতে। সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মত্বমেতাসু শ্রুতিষু—ত্রীণ্যেব সুপ্তিস্থানানি সঙ্কীর্ত্তিতানি নাড্যঃ পুরীতদ্‌ব্রহ্ম চ ইতি। তত্রাপি চ দ্বারমাত্রং নাড্যঃ পুরীতচ্চ।-ব্রহ্মৈব ত্বেকমনপায়ি সুপ্তিস্থানম্। অপি চ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্যোপাধ্যাধার এব ভবতি, তত্রাস্য করণানি বর্ত্তন্ত ইতি। ন হ্যুপাধিসম্বন্ধমন্তরেণ, স্বত এব জীবস্যাধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি ব্রহ্মাব্যতিরেকেন স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। ব্রহ্মাধারত্বমপ্যস্য সুষুপ্তেনৈবাধারাধেয়ভেদাভিপ্রায়েণোচ্যতে কথং তর্হি তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ যত আহ 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' ইতি। স্বশব্দেনাত্মাভিলপ্যতে। স্বরূপমাপন্নঃ সুষুপ্তো ভবতীত্যর্থঃ। অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্য ব্রহ্মণা সম্পত্তির্নাস্তি স্বরূপস্যানপায়িত্বাৎ। স্বপ্নজাগরিতয়োস্তূপাধিসম্পর্কবশাৎ পররূপা-

---

তুল্যার্থতয়া ন বিকল্প ইতি। "অপি চ ন কদাচিজ্জীবস্যেতি"। ঔৎসর্গিকং ব্রহ্মস্বরূপত্বং জীবস্যাসতি জাগ্রৎস্বপ্নদশারূপেঽপবাদে সুষুপ্তাবস্থায়াং নান্যথ-

---

অনপায়ী (অনশ্বর) মুখ্য বা অদ্বিতীয় স্থান। [অপিচ···ভবতীত্যর্থঃ] আরও দেখ, নাড়ীই হউক, আর পুরীতৎ-ই হউক, যাহা জীবোপাধির আধার বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে অবশ্যই তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিবেক। কিন্তু উপাধিসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের স্বতঃ আধারতা অসম্ভব। কারণ, জীব উপাধিশূন্য হইলেই ব্রহ্মাভিন্ন হয় এবং ব্রহ্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (বিরাজিত)। (অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিতে উপাধির লয় হয়, সুতরাং ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু—পুরীতৎ অথবা নাড়ী মুখ্য সুপ্তিস্থান হইতে পারে না)। বলিতে পার যে, জীবের ব্রহ্মাধারত্বও সম্ভবে না। কেন-না, যে জীব, সে-ই ব্রহ্ম, অথচ সুষুপ্তিতে আধারাধেয় ভাবের ভেদ কথন দৃষ্ট হয়। সে ভেদ প্রকৃত হইলে তাদাত্ম্য-শ্রুতির গতি কি হইবে? তাদাত্ম্য বা অভেদ-শ্রুতি যথা—"হে সৌম্য! জীব সেই সময়ে সতের (ব্রহ্মের) সহিত সম্পন্ন বা অভিন্ন হয়।—স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সুপ্ত হয়।" [অপিচ...ইত্যযুক্তম্] অন্য কথা এই যে, যাহা যাহার স্বরূপ, তাহা তাহা

পত্তিমিবাপেক্ষ্য তদুপশমমাত্রাৎ সুষুপ্তে স্বরূপাপত্তির্বিবক্ষ্যতে। অতশ্চ সুষুপ্তাবস্থায়াং কদাচিৎ সতা সম্পদ্যতে কদাচিৎ ন সম্পদ্যত ইত্যযুক্তম্। অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ সুষুপ্তং ন কচিদ্বিশিষ্যতে তত্র সতি সম্পন্নস্তাবদেকত্বাৎ নঃ বিজানাতীতি যুক্তং 'তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ' ইতি শ্রুতেঃ। নাড়ীষু পুরীততি চ শয়ানস্য ন কিঞ্চিদবিজ্ঞানে কারণং শক্যং বিজ্ঞাতুং ভেদবিষয়ত্বাৎ 'যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ-

---

য়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ। অপি চ যেঽপি স্থানবিকল্পমাস্থিষত তৈরপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণা সুষুপ্ত্যবস্থাঙ্গীকর্ত্তব্যা। ন চেয়মাত্মতাদাত্ম্যং বিনা নাড্যাদিষু পরমাত্মব্যতিরিক্তেষু স্থানেষূপপদ্যতে। তত্র হি স্থিতোঽয়ং জীব আত্মব্যতিরেকাভিমানী সন্নবশ্যং বিশেষজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তথাহি শ্রুতিঃ 'যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোন্যৎ পশ্যে'দিতি। আত্মস্থানত্বে ত্বদোষঃ। 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেদ্বিজানীয়া'দিতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যাত্মস্থানত্বস্য দ্বারং নাড্যাদীত্যাহ—"অপি চ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপী"তি। অত্র

হইতে চ্যুত হয় না বলিয়া যে কোনও কালে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হওয়া নাই, এমত নহে। স্বপ্নে ও জাগ্রতে উপাধিসম্পর্ক থাকায় পররূপাপত্তির ন্যায় থাকেন, কিন্তু সুষুপ্তিতে তাহার উপশম (অভাব) হয়। তাহাই তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি ও সৎসম্পন্ন হওয়া এবং তাহাই শ্রুতির বিবক্ষিত। অতএব, সুষুপ্তাবস্থায় কখন সৎসম্পন্ন ও কখন সৎসম্পন্ন নহে, এ কথা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত। (যখন নাড়ীতে ও পুরীততে সুপ্তি, তখন সৎসম্পন্ন নহেন) [অপিচ⋯শ্রুতেঃ] ইচ্ছা হয় স্থানবিকল্প (হয় নাড়ী স্থানে না হয় পুরীততে সুপ্তি হয় ইহা) স্বীকার কর, কিন্তু তাহাতে বিশেষবিজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তির বিশেষ (ভেদ) হইবে না। সর্ব্বত্রই একত্ব ও সৎসম্পন্নতা হেতু বিশেষবিজ্ঞান রহিত হয়, ইহাই যুক্তি ও শ্রুতি উভয়সিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। নাড়ীতে ও পুরীততে (হৃদয়বেষ্টনান্তরে) শয়ন করিলে যে বিশেষবিজ্ঞান থাকিবে না, তৎপ্রতি কোন কারণ নাই। আত্মৈকত্ব ব্যতীত অন্য সমস্তই ভেদের বিষয়—ভেদ জ্ঞানের

পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেঃ। ননু ভেদবিষয়স্যাপ্যতিদূরাদিকারণম্বিজ্ঞানে স্যাৎ'। বাঢ়মেবং স্যাৎ যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছিন্নোঽভ্যুপগম্যেত যথা বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতীতি ন তু জীবস্যোপাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদো বিদ্যতে। উপাধিগতমেবাতিদূরাদিকারণমবিজ্ঞান ইতি যদ্যুচ্যেত তথাপ্যুপাধেরুপশান্তত্বাৎ সত্যেব সম্পন্নো ন বিজানাতীতি যুক্তম্। ন চ বয়মিহ তুল্যবৎ নাড্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদয়ামঃ। ন হি নাড্যঃ সুপ্তিস্থানং পুরীতচ্চেত্যনেন বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তি। ন হ্যেতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবদ্ধং ফলং

চোদয়তি—"ননু ভেদবিষয়স্যাপী"তি। ভিদ্যত ইতি ভেদঃ। ভিদ্যমানস্যাপি বিষয়স্যেত্যর্থঃ। পরিহরতি—"বাঢ়মেবং স্যাদি"তি। ন তাবজ্জীবস্যাস্তি স্বতঃপরিচ্ছেদস্তস্য ব্রহ্মাত্মত্বেন বিভুত্বাৎ। ঔপাধিকে তু পরিচ্ছেদে যত্রোপাধিরসন্নিহিতস্তন্মাত্রং ন জানীয়ান্ন তু সর্ব্বম্। ন হ্যসন্নিধানাৎ সুমেরুমবিদ্বান্ দেবদত্তঃ সন্নিহিতমপি ন বেদ। তস্মাৎ সর্ব্ববিশেষবিজ্ঞানপ্রত্যস্তময়ীং সুষুপ্তিং প্রসাধয়তা তদাস্য সর্ব্বোপাধ্যুপসংহারো বক্তব্যঃ। তথা চ সিদ্ধমস্য তদা ব্রহ্মাত্মত্বমিত্যর্থঃ। গুণপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো ন সমপ্রধানতয়াগ্নেয়াদিবদিতি বদন্ বিকল্পমপ্যপাকরোতি। "ন চ বয়মিহে"তি। স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-

স্থান। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মা যে-সময়ে অন্যের ন্যায় থাকেন বা হন সেই সময়ে অন্য হইয়া অন্য দর্শন করেন।" [ননু ভেদ···যুক্তম্] যদি বল, দ্বৈতাজ্ঞানের প্রতি দূরত্বাদি কারণ থাকিতে পারে, দূরত্বাদি দোষেই দ্বৈত অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহাতে আমরা বলিব, তাহা সত্য বটে; পরন্তু জীবের সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক নহে। বিষ্ণুমিত্র দূরদেশে, সে জন্য সে আপন গৃহ দেখে না। কিন্তু জীব সেরূপ দূরবর্ত্তী নহে। জীবের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, দৃশ্য হইতে যে দ্রষ্টার দূরবর্ত্তিত্ব তাহা ঔপাধিক। কেন-না, জীব স্বতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে; উপাধির দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। যদি উপাধি-নিষ্ঠ দূরতা তাদৃশ অবিজ্ঞানের কারণ, ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে মানিতে হইবেক, প্রদর্শিতস্থলে উপাধি নাই। উপাধি উপশান্ত হইয়াছে, সুতরাং সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হওয়ায় দ্বৈতাভাববশতঃই তৎকালে দ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। [ন চ··· সুপ্তিস্থানম্]

কিঞ্চিৎ শ্রূয়তে। নাপ্যেতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কস্যচিদঙ্গমুপ-দিশ্যতে। ব্রহ্ম ত্বনপায়ি সুপ্তিস্থানমিত্যেতৎ প্রতিপাদয়ামঃ। তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনমস্তি। জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং স্বপ্নজাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বাবধারণঞ্চ। তস্মাদাত্মৈব সুপ্তি-স্থানম্ ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥*

যস্মাচ্চাত্মৈব সুপ্তিস্থানমত এব কারণাৎ নিত্যবদেবাঽ-স্মাদাত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে। কুত এতদাগাদি-

বিধ্যাপাদিতপুরুষার্থত্বস্য বেদরাশেরেকেনাপি বর্ণেন নাপুরুষার্থেন ভবিতুং যুক্তম্। ন চ সুষুপ্তাবস্থায়াং জীবস্য স্বরূপেণ নাড্যাদিস্থানত্বপ্রতিপাদনে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মভূয়প্রতিপাদনে ত্বস্তি। তস্মান্ন সমপ্রধানভাবেন সমুচ্চয়ো নাপি বিকল্প ইতি ভাবঃ। নীতার্থমন্যৎ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ সকাশাজ্জীবস্যোত্থানশ্রুতেৰ্ব্রহ্মৈব সুষুপ্তিস্থানমিত্যাহ সূত্রে-

শেষ কথা এই যে, আমরা নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়তা মুখ্যরূপে প্রতি-পাদন করি না। কেন-না, নাড়ী সুপ্তিস্থান? কি পুরীতৎ সুপ্তিস্থান? ইহা জানিবার অল্পমাত্রও প্রয়োজন নাই। তদ্বিজ্ঞানের কোনরূপ ফলও নাই এবং তাহা কোন ফলপ্রদ পদার্থের অঙ্গও নহে। একমাত্র ব্রহ্মই অনপায়ি সুপ্তিস্থান, এতাবৎ মাত্র তত্ত্ব আমাদের প্রতিপাদ্য এবং তাহাই জানিবার প্রয়োজন। উহাতে জীবের ব্রহ্মাত্মতা নিশ্চয় ও স্বপ্ন-জাগ্রৎ-ব্যবহার হইতে তিনি মুক্ত হন, এ নিশ্চয়, এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই সকল কারণে স্বীকার্য্য হয়, আত্মাই সুপ্তিস্থান।

যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান, সেই হেতু বা সেই কারণে শ্রুতি সুষুপ্ত্য-ধিকারে নিত্য নিয়মিতরূপে আত্মা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগ্রৎ অবস্থা) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন। "এ সকল আবার কোথা হইতে আসিল?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ আত্মনঃ সুপ্তিস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। অস্মাৎ আত্মন এব প্রবোধঃ স্যাদিতি যোজনা।—যেহেতু আত্মাই সুপ্তিস্থান—আত্মাতে (আপনার স্বরূপে) সুপ্ত হয়, সেই হেতু আত্মা হইতেই প্রবুদ্ধ বা উত্থিত হয়।

তস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ' ইত্যাদি। 'সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে' ইতি চ। বিকল্প্যমানেষু তু সুষুপ্তিস্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিদাত্মন ইত্যশাসিষ্যৎ। তস্মাদপ্যাত্মৈব তু সুপ্তিস্থানমিতি ॥ ৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥*

তস্যাঃ পুনঃ সৎসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং য এব সৎসম্পন্নঃ স এব প্রতিবুধ্যতে উতান্যো বেতি চিন্ত্যতে। তত্র

কারঃ—অতঃ প্রবোধ ইতি। নাড়ীপুরীততোঃ স্বাপ্যুত্থানাপাদনত্বাশ্রবণাৎ ন সুপ্তিস্থানমিত্যর্থঃ। তস্মাদুপাধিলয়ে জীবস্য ব্রহ্মাভেদাদৌপাধিক এব ভেদ ইতি বিবেকাদ্বাক্যার্থাভেদসিদ্ধিরিতি স্থিতম্। ইতি রত্নপ্রভা।

যদ্যপীশ্বরাদভিন্নো জীবস্তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছেদেন ভেদং বিবক্ষিত্বাঽধিকরণান্তরারম্ভঃ। স এবেতি দুঃসম্পাদমিতি স বান্যো বেতীশ্বরোবেতি সম্ভবমাত্রে-

ক্ষুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ, আত্মা হইতে এই সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়) বহিরাগত হয়।" ইত্যাদি। "সৎ (ব্রহ্ম) হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না যে আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।" ইত্যাদি। [বিকল্প্য… স্থানমিতি] সুপ্তিস্থান যদি বিকল্পিত হইত, পৃথক্ পৃথক্ হইত (কখন হয় নাড়ী, কখন পুরীতৎ হইত), তাহা হইলে শাস্ত্রও বলিতেন যে, কখন নাড়ীস্থান হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়, কখন বা পুরীতৎ হইতে প্রবুদ্ধ হয়, উত্থিত হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। অতএব, আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহা অসংশয়িত সিদ্ধান্ত।

বলা হইল, জীব সুষুপ্তিতে সৎসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, এবং পুনর্ব্বার তাঁহা হইতে উত্থিত বা প্রতিবুদ্ধ হয়। এই স্থানে প্রশ্ন এই যে, যে সৎসম্পন্ন হয় সে-ই কি প্রতিবুদ্ধ হয়? অথবা অন্য কেহ হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, অনিয়ম—তাহার কোন নিয়ম

* যঃ সৎসম্পন্নঃ স্যাৎ স এবোত্থিতঃ প্রতিবুদ্ধো বা স্যাদিতি কর্ম্মানুস্মৃত্যাদিভির্বিজ্ঞায়তে। কর্ম্মণোঽনুস্মরণাৎ শব্দাৎ (শব্দঃ, শাস্ত্রং) বিদ্যাবিধেশ্চেতি বিভাগঃ।—যে সৎসম্পন্ন হয়, পরমাত্মায় একীভূত বা লীন হয়, সে-ই উত্থিত হয়, অন্য কেহ নূতন হয় না।

প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়ম ইতি। কুতঃ। যদা হি জলরাশৌ কশ্চিজ্জলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে জলরাশিরেব স তদা ভবতি। পুনস্তদুদ্ধরণে স এব জলবিন্দুর্ভবতীতি দুঃসম্পাদম্। তদ্বৎ সুপ্তঃ পরেণৈকত্বমাপন্নঃ সম্প্রসীদতি ন স এব পুনরুত্থাতুমর্হতি। তস্মাৎ স এবেশ্বরো বান্যো বা জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ। স এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি নান্যঃ। কস্মাৎ। কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ। বিভজ্য হেতূন্ দর্শয়িষ্যামি। কর্ম্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ স এবোত্থাতুমর্হতি নান্যঃ। তথা হি পূর্ব্বেদ্যুরনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণো ঽপরেদ্যুঃ শেষমনুতিষ্ঠন্ দৃশ্যতে। ন চান্যেন সামিকৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তিতুমর্হত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদেব এব পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুশ্চৈকস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তেতি গম্যতে।

গোপন্যাসঃ। ন হি তস্য শুদ্ধমুক্তস্বভাবস্যাবিদ্যাকৃতব্যুত্থানসম্ভবঃ। অত এব বিমর্শাবসরেঽস্যানুপন্যাসঃ। যদ্ধি দ্ব্যহাদিনির্ব্বর্ত্তনীয়মেকস্য পুংসশ্চোদিতং কর্ম্ম তস্য পূর্ব্বেদ্যুরনুষ্ঠিতস্যাস্তি স্মৃতিরিতি বক্তব্যেঽমুঃ প্রত্যভিজ্ঞানসূচনার্থঃ।

নাই। কেন? তাহা বলিতেছি। [যদা…মাহ] যখন কোন জলরাশিতে বিন্দুপরিমিত জল প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই প্রক্ষিপ্ত জল জলরাশিসম্পন্ন হয় অর্থাৎ জলরাশি হইয়াই যায়। পরে যদি সেই জলরাশি হইতে জলবিন্দু উঠান যায়, তাহা হইলে সে জলবিন্দু – যে জলবিন্দু পূর্ব্বপ্রক্ষিপ্ত সেই জলবিন্দু, অন্য জলবিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। অর্থাৎ সে জলবিন্দু উঠে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সুষুপ্ত জীব সৎসম্পন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একীভূত হওয়ার পর যখন প্রতিবোধ বা পুনর্জ্জাগ্রৎ (উত্থান) আইসে, তখন, যে সুপ্ত হইয়াছিল সে-ই যে প্রতিবুদ্ধ বা উত্থিত হয়, তাহা হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ এই সূত্র (স এব—ইত্যাদি) বলা হইল। [স এব…দর্শয়িষ্যামি] সেই জীবই অগ্রে সুপ্ত, পরে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনঃ প্রবুদ্ধ বা পুনরুত্থিত হয়। অন্য অভিনব কেহ উত্থিত হয় না। তৎপ্রতি হেতু কর্ম্ম, অনুস্মরণ, শব্দ ও বিধি (কর্ম্মের ও উপাসনার বিধান)। এই সকল হেতু বিভাগপূর্ব্বক দর্শিত হইতেছে। [কর্ম্ম… গম্যতে] যেহেতু কর্ম্মের শেষ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, সেই হেতু

ইতশ্চ, স এবোত্তিষ্ঠতি যৎকারণমতীতেঽহন্যহমদোঽদ্রাক্ষমিতি পূর্ব্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণমন্যস্যোত্থানে নোপপদ্যতে। ন হ্যন্যদৃষ্টমন্যোঽনুস্মর্ত্তুমর্হতি। 'সোঽহমস্মি', ইতি চাত্মানুস্মরণমাত্মান্তরোত্থানে নাবকল্পতে। শব্দেভ্যশ্চ তস্যৈবোত্থানমবগম্যতে 'তথা হি পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো

অতএব সোঽহমস্মীত্যুক্তম্। "পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতী"তি। অয়নম্ আয়ঃ। নিয়মেন গমনং ন্যায়ঃ। জীবঃ প্রতিন্যায়ং সম্প্রসাদে সুষুপ্তাবস্থায়াং বুদ্ধান্তায়াদ্রবতি আগচ্ছতি। প্রতিযোনি যোহি ব্যাঘ্রযোনিঃ সুষুপ্তো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাঘ্র এব ভবতি ন জাত্যন্তরম্। তদিদমুক্তম্। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বে"তি। "অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠতী"তি। যো

তাহারই উত্থান, অন্যের নহে। দেখ, যে পূর্ব্ব দিবসে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আরম্ভ করিয়াছে, পর দিবসে সে-ই সে কর্ম্মের শেষ করে। অন্যকৃত কর্ম্মের শেষ করিতে অন্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন? হয় বলিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবেক। অতএব, পূর্ব্বাপর দিবসে অনুষ্ঠিত একই কর্ম্ম এবং তাহার কর্ত্তাও এক। [ইতশ্চ...কল্পতে] যে সুপ্ত হয়, সেই যে পুনরুত্থিত হয়, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, পূর্ব্ব-দিবসে "আমি দেখিয়াছি," এতদ্রূপ অনুভব করিয়া পর দিবসে তাহার স্মরণ করে—"আমি ইহা দেখিয়াছিলাম।" এ অনুস্মরণ অন্যের উত্থানে সঙ্গত হয় না। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। "সেই আমি—সেই আমি আজও আছি" এই যে আত্মানুস্মরণ, এ অনুস্মরণও আত্মান্তরের উত্থানে উৎপন্ন হইতে পারে না। [শব্দেভ্যশ্চ...মীয়ুঃ] সুপ্ত আত্মারই উত্থান, আত্মান্তরের নহে, ইহা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও জানা যায়। যথা—"সুষুপ্ত পুরুষ জাগরণের উদ্দেশে পুনর্ব্বার যেরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করে সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন।" "এই সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে অথচ জানে না যে আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি।" "পূর্ব্বপ্রবোধে যে যেরূপ ছিল,—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই হয়।" সুষুপ্ত্যধিকারে পরিপঠিত এই সকল শব্দ

বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তি' ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাধিকারে পঠিতা নাত্মান্তরোত্থানে সামঞ্জস্যমীয়ুঃ। কর্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চৈবমেব গম্যতে। অন্যথা হি কর্ম্মবিদ্যাবিধয়োঽনর্থকাঃ স্যুঃ। অন্যোত্থানপক্ষে হি সুষুপ্তমাত্রোমুচ্যেত ইত্যাপদ্যেত। এবং চেৎ স্যাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বা কৃতং স্যাৎ। অপি চান্যোত্থানপক্ষে যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহারমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ তত্তদ্ব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠেত কল্পনানর্থক্যং স্যাৎ। যো হি যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অন্যস্মিন্ শরীরে সুপ্তোঽন্যস্মিন্নুত্তিষ্ঠতি ইতি কোঽস্যাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ অন্তবান্মোক্ষ আপদ্যেত।

হি জীবঃ সুপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরান্তরগতস্ত সুপ্তজীবসম্বন্ধিনি

আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কর্ম্ম…কৃতং স্যাৎ] কর্ম্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতেও সুপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়। যদি সুপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের মতে অন্যের উত্থান, তাহাদের কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, সুষুপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জ্জন্মনাশ) হয়। সুষুপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে, কালান্তরফল কর্ম্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে? [অপি চান্যো…নান্য ইতি] যে সুপ্ত হয় তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, সুতরাং সে পক্ষে ব্যবহার লোপ প্রাপ্তি দোষ আছে। যদি বল তাহা নহে, সুপ্ত জীবই উঠে, প্রবুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে সুপ্ত হয়—সে যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া অন্য শরীরে উঠে, এরূপ কল্পনা করার প্রয়োজন? তাহাতে লাভ কি? মুক্তাত্মার উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব আপত্তি হইবে। অপিচ, যাহার অবিদ্যাবিনাশ হইয়াছে তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তা-

নিবৃত্তাবিদ্যস্থ চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্। এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্। নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যত্বাৎ। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারাবন্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্। তস্মাৎ স এবোত্তিষ্ঠতি নান্য ইতি। যৎপুনরুক্তং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো জলবিন্দুর্নোদ্ধর্তুং শক্যত এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎপতিতুমর্হতীতি, তৎ পরিহ্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণাভাবাজ্জলবিন্দোরনুদ্ধরণম্। ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং কর্ম্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্ব্বিবেচনয়োরপ্যস্মজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োর্হংসেন বিবেচনম্। অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে

আর উত্থান নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাত্মার উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে। তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নির্বার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিল না, আর প্রবুদ্ধ বা উত্থিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত যুক্তি বহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয় সেই আত্মাই উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন···বিবেচনম্] বলিয়াছিলে যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশিমধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেককারণের অভাব আছে (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে। (ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার ও নির্দ্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায় আছে)। জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি-না তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে। তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে। [অপিচ···প্রপঞ্চিতম্] অন্য

যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচ্যেত। সদেব তু-পাধিসম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। এবং সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুবৃত্তিস্তাবদেকজীবব্যবহারঃ। উপাধ্যন্তরগতায়াস্তু বন্ধানুবৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ। স এবায়-মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্ব্বীজাঙ্কুরন্যায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত ইতি যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥*

অস্তি মুগ্ধো নাম যং মূর্চ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি।

শরীর উত্তিষ্ঠতি। ততশ্চ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ। "অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাৎ" ইতি। যথা ঘটাকাশোনাম ন পরমাকাশাদন্যঃ। অথ চান্য ইব যাবদ্ঘটমনুবর্ত্ততে। ন চাসৌ দুর্ব্বিবেচস্তদুপাধের্ঘটস্য বিবিক্তত্বাৎ। এবমনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যোপধানভেদোপাধিকল্পিতোজীবো ন বস্তুতঃ পরমাত্মনোভিদ্যতে তদুপাধ্যুদ্ভবাভিভবাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতীয়তে। ততশ্চ সুষুপ্তাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিষূদ্ভূত ইব তস্য চাবিদ্যাতদ্বাসনোপাধেরনাদিতয়া কার্য্যকারণভাবেন প্রবহতঃ সুবিবেচতয়া তদুপহিতোজীবঃ সুবিবেচ ইতি।

বিশেষবিজ্ঞানাভাবান্মূর্চ্ছা জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্যতে পুনরুত্থানাচ্চ

কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীব নামক পদার্থ নাই যে তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে। পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে। [এবং...যুক্তম্] অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্ত্তন—তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যন্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্ত্তন হইলে তাহা অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাঙ্কুরসমান সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুএর মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় স্থিত। অর্থাৎ যে সুপ্ত হয় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত।

মুগ্ধ-নামক একটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূর্চ্ছা বলে,

---

* পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ মুগ্ধে মূর্চ্ছিতেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ সর্ব্বসুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বৈঃ সুষুপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুগ্ধঃ সুষুপ্তো ন ভবতি সর্ব্বৈর্ম্মরণাবস্থাধর্ম্মৈরসম্পন্নত্বে-মৃতোঽপি ন কিন্ত্ববস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থা

স তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে। তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থস্য জীবস্য প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তমিতি। চতুর্থী শরীরাদপসৃপ্তিঃ। ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্য শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধাস্তি। তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্চ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন তাবন্মুগ্ধো জাগরিতাবস্থো ভবিতুমর্হতি। ন হ্যয়মিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানীক্ষতে। স্যাদেতৎ। ইষুকারন্যায়েন মুগ্ধো ভবিষ্যতি। যথেষুকারো জাগ্রদপি ইষ্বাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত এবং মুগ্ধো মুশলসম্পাতাদিজনিতদুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইতি। ন। অচেতয়মানত্বাৎ। ইষুকারো হি ব্যাপৃতমনা ব্রবীতীষুমেবাহমেতাবন্তং কালমুপলভমানো-

---

মরণাবস্থায়াঃ। অতঃ সুষুপ্তিরেব মূর্চ্ছা বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরানুচ্ছ্বাসবেপথুপ্রভৃতয়স্তু সুপ্তেরবান্তরপ্রভেদাঃ। তদ্‌যথা কশ্চিৎ সুপ্তোত্থিতঃ প্রাহ সুখমহমস্বাপ্সং লঘূনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি। কশ্চিৎ পুনর্দ্দুঃখমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যনবস্থিতং মে মন ইতি। ন চৈতাবতা সুষুপ্তির্ভিদ্যতে। তথা বিকারান্তরেঽপি মূর্চ্ছা ন সুষুপ্তের্ভিদ্যতে। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্। এবম্প্রাপ্ত

সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই চার অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নহে। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিতাবস্থাটী ঐ চারের মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল, মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ। [ন তাবন্মুগ্ধো…নীক্ষতে] মুগ্ধাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেন-না, মূর্চ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করেন না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তু জানা যায় সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [স্যাদেতৎ…জাগর্ত্তি] আচ্ছা,

---

মুগ্ধ অর্থাৎ মূর্চ্ছিত অবস্থাটী অতিরিক্ত। কেন-না ইহাতে অর্দ্ধসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন কোন জাগ্রৎ-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়। সুতরাং মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য)।

হভূবমিতি মুগ্ধস্তু লব্ধসংজ্ঞো ব্রবীত্যন্ধে তমস্যহমে-তাবন্তং কালং প্রক্ষিপ্তোহভূবং ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি। জাগ্রতশ্চৈকবিষয়াসক্তচেতসোহপি দেহো বিধ্রীয়তে মুগ্ধস্য তু দেহো ধরণ্যাং পততি। তস্মাৎ ন জাগর্ত্তি। নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি নিঃসংজ্ঞত্বাৎ। নাপি মৃতঃ প্রাণোষ্মণোর্ভাবাৎ। মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতোহয়ং স্যাৎ ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উষ্মাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালভন্তে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোহস্তি নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্। যদি প্রাণোষ্মণোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি ততো মৃতোহয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়ন্ত্যথ তু প্রাণমুষ্মাণং বা প্রতিপদ্যন্তে ততো নায়ং মৃত ইত্যধ্যবসায় সংজ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিষ্টং গতঃ। ন

উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমেন মোহসুষুপ্তয়োঃ সাম্যং তথাপি নৈক্যম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসদ্ভাবসাম্যমাত্রেণ স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারভাবাভাবাভ্যাস্তু ভেদে তয়োঃ সুষুপ্তমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ কারণভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপনুত্ত্যর্থা হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ সুষুপ্তম্।

এমন হইতেও ত পারে যে, মুগ্ধ ইষুকারের ন্যায়? (ইষুকার—শরনির্ম্মাতা শিল্পী) ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্ত চিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও প্রহারজনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেন-না মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইষুকার ইষুনির্ম্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার হইলে বলে, এত ক্ষণ আমি ইষুমাত্র দেখিতেছিলাম, অন্য কিছু দেখি নাই। কিন্তু মূর্চ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্য্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ নহে। [নাপি…প্রত্যাগচ্ছতি] মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞাভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছিতের তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃতও নহে।

হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি। অস্তু তর্হি সুষুপ্তো নিঃসঞ্জ্ঞত্বাদমৃতত্বাচ্চ। ন। বৈলক্ষণ্যাৎ। মুগ্ধঃ কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছ্বসিতি সবেপথুরস্য দেহো ভবতি ভয়ানকঞ্চ বদনং বিস্ফারিতে নেত্রে। সুষুপ্তস্তু প্রসন্নবদনস্তুল্যকালং পুনঃ পুনরুচ্ছ্বসিতি নিমীলিতে অস্য নেত্রে ভবতঃ। ন চাস্য দেহো বেপতে পাণিপেষণমাত্রেণ চ সুষুপ্তমুত্থাপয়ন্তি ন তু মুগ্ধং মুদ্গরঘাতেনাপি। নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ।

শরীরত্যাগার্থা তু ব্রহ্মণা সম্পত্তির্মোহঃ। যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং তথাপ্যসতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ। মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ সুষুপ্তস্য মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বান্মোহস্য প্রস-

---

তৎপ্রতি কারণ, মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উষ্মা থাকে। জন্তু মূর্চ্ছিত হইলে লোকে জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া সংশয় করে, অনন্তর উষ্মা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্য তাহার হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। পরে প্রাণ আছে কি-না জানিবার জন্য নাসিকাদেশে হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয় তবে তখন তাহারা নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশানভূমে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে, এ মরে নাই, জীবিত আছে। তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয়। অপিচ মুগ্ধের পুনরুত্থান্ হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর তদ্দেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? [অস্তু...ঘাতেনাপি] মূর্চ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখদুঃখমুক্তিও হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা সুষুপ্তিমধ্যে নিবিষ্ট। ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেননা, তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্চ্ছিতব্যক্তি যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধশ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয়; কিন্তু সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। অপিচ, হস্তাবমর্ষণ দ্বারা সুষুপ্তকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুদ্গর প্রহারেও মূর্চ্ছিতের উত্থান হয় না। [নিমিত্ত...ইতি] মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির কারণ এক

মুশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্য। ন চ লোকেঽস্তি প্রসিদ্ধির্মুগ্ধঃ সুপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসজ্ঞত্বাৎ সম্পন্ন ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদসম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেতি শক্যতে বক্তুম্। যাবতা সুপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি। অত্র স্তেনোঽস্তেনোভবতি। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্' ইত্যাদি। জীবে হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ সুখিত্বদুঃখিত্বপ্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ সুখিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্যয়োবা সুষুপ্তে বিদ্যতে। মুগ্ধেঽপি তৌ প্রত্যয়ৌ নৈব বিদ্যেতে। তস্মাদুপাধ্যুপশমাৎ সুষুপ্তবন্মুগ্ধেঽপি কৃৎস্নসম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি নার্দ্ধসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে। ন

ম্লবদনত্বাদিলক্ষণভেদাচ্চ সুষুপ্তস্য। সুষুপ্তস্য ত্ববান্তরভেদেঽপি নিমিত্তপ্রয়োজনলক্ষণাভেদাদেকত্বম্। তস্মাৎ সুষুপ্তমোহাবস্থয়োর্ব্রহ্মণা সম্পত্তাবপি সুষুপ্তে

নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্চ্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়ক শ্রম কারণে সুষুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্চ্ছিত'কে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষ প্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অন্য অংশে অসম্পন্ন, সুতরাং অর্দ্ধসম্পন্ন) সংজ্ঞাশূন্যতা বিধায় সম্পন্ন এবং সুষুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তিরূপা, এ কথা বলিতে পার কৈ? শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—"তখন সৎসম্পন্ন হয়" "ঐ সময়ে চোরও সাধু হয়।" "দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না" "জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল, কিছুই থাকে না।" ইত্যাদি। জীব যে সুকৃত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্যপাপ প্রাপ্ত হয় তাহা সুখিত্ব দুঃখিত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক। কিন্তু সুষুপ্তিতে সুখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত (নিবৃত্ত) হওয়ায় মূর্চ্ছাও সুষুপ্তির ন্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে। [অত্রোচ্যতে...ইচ্ছন্তি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা

ক্রমো মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি। কিং তর্হি। অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বমর্দ্ধেনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতি ব্রূমঃ। দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপেন সাম্যবৈষম্যে। দ্বারঞ্চৈতন্মরণস্য। যদাস্য সাবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা বাঙ্মনসে প্রত্যাগচ্ছতঃ। যদা তু নিরবশেষং কর্ম্ম ভবতি তদা প্রাণোষ্মাণাবপগচ্ছতঃ। তস্মাদর্দ্ধসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি। যত্তূক্তং ন পঞ্চমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈষ দোষঃ। কাদাচিৎকীয়মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ। প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্ব্বেদয়োঃ। অর্দ্ধসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গম্যত ইত্যনবদ্যম্॥ ১০॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ১১

যাদৃশী সম্পত্তির্ন তাদৃশী মোহ ইত্যর্দ্ধসম্পত্তিরুক্তা। সাম্যবৈষম্যাভ্যামর্দ্ধত্বম্। যদা চৈতদবস্থান্তরং তদা ভেদাৎ তৎ প্রবিলয়ায় যত্নান্তরমাস্থেয়ম্। অভেদে তু ন যত্নান্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্।

বলি না যে, মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্দ্ধসম্পত্তি হয়। আমরা বলি, মূর্চ্ছায় সুষুপ্তি পক্ষের অর্দ্ধলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্দ্ধ লক্ষণ আছে। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুগ্ধত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি তাহার (মূর্চ্ছিতের) কর্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহাতে প্রাণ ও উষ্মা পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যত্তূক্তং...ইত্যনবদ্যম্] বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মূর্চ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিৎ হয়। তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোকে ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না।

---

* পরস্য পরমাত্মনঃ স্থানতোঽপি উপাধিতোঽপি উভয়লিঙ্গং সবিশেষনির্ব্বিশেষোভয়রূপত্বং ন সম্ভবতি। হি যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাস্থ শ্রুতিষু নিরস্তসমস্তবিশেষং ব্রহ্মোপদিশ্যতে। অতস্তৎ সর্ব্ব-

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্দ্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ"সর্ব্বকর্ম্মাঃ সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যমুতান্যতরলিঙ্গম্। যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষমিতি মীমাংস্যতে। তত্রোভয়লিঙ্গ-শ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে॰ ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্য-

---

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষ্বিতি"। যদ্যপি তদনন্যত্ব-মারম্ভণশব্দাদিভ্য ইত্যত্র নিষ্প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মোপপাদিতং তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং বহ্বীনাং শ্রুতীনাং দর্শনাদ্ভবতি পুনর্ব্বিচিকিৎসা ততস্তন্নিবারণায়ারম্ভঃ। তস্য চ তত্ত্বজ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণা-দুভয়রূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সবিশেষত্বনির্ব্বিশেষত্বয়োর্ব্বিরোধাৎ স্বাভাবিকত্বানুপপত্তেরেকং স্বতোপরন্তু পরতঃ। ন চ যৎ পরতস্তদপারমার্থি-কম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোঽপ্রামাণ্যমপারমার্থি-

---

সুষুপ্ত্যাদিতে উপাধি-বিলয় হওয়ায় জীব যে ব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারিত হইবে। শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্ম বোধক এবং "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক। [কিমাসু···বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব? ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ? (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অন্যতর লিঙ্গ? (হয় সবিশেষ না হয় নির্ব্বিশেষ এই দুএর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি?) যদি অন্যতররূপ বুঝিতে হয় তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন্-

---

॰ দৈবৈকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।—সগুণ নির্গুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় এরূপ চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে সর্ব্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। ন হ্যুপাধি যোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি। ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থা-

---

কম্। বিধ্বংস্যজ্ঞানলক্ষণকার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদুভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদুভয়রূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ন স্থানত উপাধিতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণ উভয়চিহ্নত্বসম্ভবঃ। একং হি পাবমার্থিকমন্যদধ্যারোপিতম্। পারমার্থিকত্বে হ্যুপাধিজনিতস্য রূপস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামোভবেৎ। স চ প্রাক্ প্রতিষিদ্ধঃ। তৎপারিশেষ্যাৎ স্ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্য লাক্ষারসাবসেকোপাধিরক্তিমা সর্ব্বগন্ধত্বাদিরৌপাধিকো ব্রহ্মণ্যধ্যস্ত ইতি পশ্যামঃ। নির্ব্বিশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ্রুতীনাম্। সবিশেষতাযামপি যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময় ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্বনানাত্বয়োশ্চৈকস্মিন্নসম্ভবাদেকত্বাঙ্গত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্য্যবসানাৎ। নানাত্বস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধতয়ানুবাদ্যত্বাদেকত্বস্য চানধিগতের্ব্বিধেয়ত্বোপপত্তের্ভেদদর্শননিন্দয়া চ সাক্ষাদ্ভূয়সীভিঃ শ্রুতিভিরভেদপ্রতিপাদনাদাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণাঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনামুপাসনাপরত্বমসতি বাধকেঽন্যপরাদ্বচনাৎ প্রতীয়মানমপি গৃহ্যতে। যথা দেবতানাং বিগ্রহবত্ত্বম্। সন্তি চাত্র সাক্ষাদ্দ্বৈতাপ-

---

রূপ? সবিশেষরূপ? না নির্ব্বিশেষরূপ? এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষ ত্রয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নান্বিত শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেয এই দ্বিরূপ হইলেও হইতে পারে। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে সূত্রকার বলিতেছেন, পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন হয় না। বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্ব্বিশেষও বটে; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে। কেন না তাহা বিরুদ্ধ। [অস্তু···স্থাপিতত্বাৎ] এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও অনুপপন্ন বা অযুক্ত। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখন অলক্তকাদি (অলক্তক = আল্তা) উপাধির যোগে (মেলনে) অস্বচ্ছস্বভাব

পিতত্বাৎ। অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥১২॥*

অথাপি স্যাৎ, যদুক্তং নির্ব্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম

বাদেনাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাসাঞ্চিচ্চ দ্বৈতাভিধায়িনীনাং তৎপ্রবিলয়পরত্বম্। তস্মান্নির্ব্বিশেষমেকরূপং চৈতন্যৈকরসং সদ্ব্রহ্ম। পরমার্থতোঽবিশেষাশ্চ সর্ব্বগন্ধত্ববামনীত্বাদয় উপাধিবশাদধ্যস্তা ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্। অত্র কেচিদ্দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি কিং সল্লক্ষণঞ্চ প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম কিং সল্লক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি।

ভিদ্যত ইতি ভেদো বিশেষঃ। বিশেষশ্রুতাবপি বিশেষস্যাপি শ্রুতেরুভয়-

---

হয় ? তবে যে রক্ত-স্ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)। পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিতপদার্থ, সে জন্য সে সকল মিথ্যা। মিথ্যার দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। [অতশ্চা...দিশ্যতে] অতএব, অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষরূপই স্বীকার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক "তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ," ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের) পোষক প্রমাণ।

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ কি পরতঃ (উপাধি যোগে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা

---

* ভেদাৎ শ্রুতৌ ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি ন। হেতুমাহ—প্রেতি। প্রত্যেকং প্রত্যুপাধিভেদং অতদ্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিভেদেনাভিহিতেঽপি ভেদেঽভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।—শ্রুতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতদ্বচন অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায় এই যে, অভেদ (নির্ব্বিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য্য।

নাস্য স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্তীতি, তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যং ব্রহ্মণ আকারা উপদিশ্যন্তে 'চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম ষোড়শকলং ব্রহ্ম বামনত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্। ননূক্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ। উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্য। অন্যথা হি নির্ব্বিষয়মেব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ। নেতি ব্রূমঃ। কুতঃ। প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। প্রত্যুপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং 'যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব

রূপত্বং স্যাদিতি শঙ্কাং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্যাদিতি। পূর্ব্বোক্তং বিরোধং স্মারয়তি—ননূক্তমিতি। ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমৌপাধিকরূপভেদস্বীকারাদবিরোধ ইতি সমাধ্যর্থঃ। কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোপা

উপপন্ন হয় কৈ ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ আছে ? যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে। সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য। [ননূক্তং...বচনাৎ] যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে ; তাহার প্রত্যুত্তর—সেরূপ দ্বৈরূপ্য বা সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেননা তাহা উপাধিকৃত। (ভেদ ঔপাধিক, অভেদ বাস্তব)। ইহা অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে। কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিকভেদে ভেদবিপরীত (অভেদ) বলিয়াছেন। [প্রত্যুপাধি...ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন। যথা—"যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা।"

'স যোঽয়মাত্মা' ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি শক্যতে বক্তুম্। ভেদস্যোপাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥*

অপি চৈবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্ব্বকমভেদদর্শনমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ॥ ইতি

তথান্যেঽপি 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতামধীয়তে। কথং

ধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্তয়া ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি। আদ্যেঽস্মদিষ্টসিদ্ধিঃ দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দূষয়তি নেতি ব্রূম ইতি। ইতি রত্নপ্রভা।

দ্বৈতনিন্দাপূর্ব্বকমদ্বৈতোক্তেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিতি সূত্রার্থমাহ। অপি ইত্যাদি। [অতশ্চ...তাৎপর্য্যাৎ] এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা বলা হইল না। বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে। ভেদের কথন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অভেদে।

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাঁতে কোনও রূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাঁতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।" "জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই তিন্ মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক।" এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন। [কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয়বোধক শ্রুতিবাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা

---

* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিষেধপূর্ব্বকমভেদং আহুঃ।—কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া অভেদদর্শন উপদেশ করিয়াছেন।

পুনরাকারবদুপদেশিনীষনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষু সতীষনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্ব্বিপরীতমিত্যেতদুত্তরং পঠতি ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥*

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ। তৎপ্রধানত্বাৎ। 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম, দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মা-

চেতি। ভোক্তা জীবো ভোগ্যং শব্দাদি তয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। দ্বিবিধশ্রুতীষু সতীষু নির্ব্বিশেষত্বে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে। কথং পুনরিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদিতি ন্যায়ো নিয়ামক ইত্যাহ। অরূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেষু আকারে তাৎপর্য্যাভাবেঽপি দেবতা-

---

হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎপ্রতি কারণ? সূত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্য নিচয় তৎপ্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন" "অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়" "প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে তিনি ব্রহ্ম" "তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ

* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব। হি যতঃ। তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরাহিত্যব্রহ্মতাৎপর্য্যকত্বাৎ শ্রুতীনামিতি শেষঃ।—ব্রহ্ম রূপাদি বর্জ্জিত। হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য।

ত্মতত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' ইত্যত্র। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাশ্রুতং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যমিতরাণি ত্বাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি। উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি। তেষসতি বিরোধে যথাশ্রুতমাশ্রয়িতব্যং সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি,— এষ বিনিগমনায়াং হেতুর্যেনোভয়াস্বপি শ্রুতিষু সত্যধিনীকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে ন পুনর্ব্বিপরীতমিতি। কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যত আহ ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥*

বিগ্রহবদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিষ্প্রপঞ্চপরশ্রুতিবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ। তেষ্বসতীতি। ইতি রত্নপ্রভা।

পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত" "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য" "এই আত্মা ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতি স্বরূপ" এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্ম ভাব বোধ করায় তাহা "তত্ত্ব সমন্বয়াৎ" সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। [তস্মা···আহ] সেই জন্যই বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ। বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি ? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—।

* একরূপোঽপ্যালোকো যথোপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবানিব ভবতি তথা ব্রহ্মাপ্যুপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবদিব ভবতীতি প্রতিপত্তব্যং অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবত্ত্বাদর্থবত্ত্বায়েতি যাবৎ।—সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক, সেই সার্থক্যের দ্বারা পাওয়া যায়, জানা যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয় বা থাকে, আলোক তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির অনুরূপে অনুভূত হন।

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাত্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবম্প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যত এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারমিব প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যমাকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নন্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদ্বিরুধ্যতে, নেতি ব্রূমঃ। উপাধিনিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যা-

---

চকারাৎ সচ্চ। অবৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মণি সচ্ছ্রুতেঃ। সিদ্ধান্তয়তি।

যেমন সূর্য্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির-সংসর্গে (সম্পর্কে) ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি-উপাধি-সংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব, উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতি-বাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যায্য। সমস্ত বেদবাক্য প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই। [নন্বেবমপি···রোচাম] যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পরব্রহ্মের উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব, সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তাদাকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং পূর্ব্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই। কেননা, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ) তাহা বস্তুর ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে। তাহা আবিদ্যাকৃত। উপাধিমাত্রেই অবিদ্যা কর্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিক ব্যবহার ও

ম্বিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি। তত্র তত্রা-বোচাম ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥*

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি। চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্।

প্রকাশমাত্রম্। ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যৎ যথা সর্ব্বগন্ধত্বাদয়োঽপি তু প্রকাশরূপমেব। সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। তদেতদনেনোপন্যস্য দূষিতম্। সত্তাপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বম্। ভেদেন স্থানতোঽপীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রয়োজয়তি। পরমার্থতস্ত্বভেদ এব প্রকর্ষপ্রকাশবদিতি। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সত্যরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাদিতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। এবং হি তস্যাবকাশঃ স্যাদ্ যদি কাশ্চিদুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন্ কাশ্চিন্নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ভবেয়ুঃ। সর্ব্বাসান্তু প্রবিলয়ার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে উক্তো বিনিগমনহেতুর্ন স্যাদিত্যর্থঃ। একবিনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রয়াজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিত্যধিকারাভিপ্রায়ম্। অনুবন্ধভেদাত্তু ভিন্নোঽনয়োরপি নিয়োগ ইতি।

শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্তৎপ্রসঙ্গে বলা হইবে ও হইয়াছে।

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য। যথা—"যদ্রূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য)।" ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্ব্বকালিক রূপ। যদ্রূপ

---

* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ।—শ্রুতিও ব্রহ্মকে চিদেকরস বলিয়াছেন।

যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি। যথা সৈন্ধবঘনস্যান্তর্ব্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি ন রসান্তরস্তথৈবায়মপীতি ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যেবমাদ্যা। বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে 'স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীং বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ

• কিঞ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মেত্যাহ—দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতোক্ত্যনন্তরং জ্ঞানহেতুত্বান্নেতি নেত্যুপদেশঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অধি অস্মৎ পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্ব্বন্ধকারিণং তং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তূষ্ণীম্ভাবং ত্যক্ত্বা উবাচ। উপশান্তো নিরস্তদ্বৈতঃ। অতস্তস্য তূষ্ণীম্ভাব এবোত্তরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোশব্দস্তথার্থকঃ। আদিমৎ-

লবণ-পিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানকারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।" "তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্।" "বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি। [বাস্কলিনা…ইতি] শ্রুতিতে আরও শুনা যায়, বাস্কলি-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলী "হে ভগবন্! ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্।" এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে,

* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্য্যতে স্মৃতাবুক্তমিত্যর্থঃ।—শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং তাহা স্মৃতিও বলিয়াছেন।

ক্রমঃ খলু ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোহয়মাত্মা ইতি। তথা স্মৃতিষ্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"॥

ইত্যেবমাদ্যাসু। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ!
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি"॥ ইতি॥ ১৭॥

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ॥ ১৮॥*

কার্য্যং তন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। সৎ ইন্দ্রিয়বেদ্যম্। অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন স্বপ্রকাশত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতগুণৈর্দিব্যগন্ধাদিভির্যুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশ্যসীতি যৎ সা মায়া। অত এবমদ্বৈতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নার্হসি বস্তুতো দ্বৈতাতীতত্বাদিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষতা হেতু তাহা বাক্য পথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মাদ্যাসু] স্মৃতিতেও পর রূপ প্রতিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—"যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। যাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পর ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত হন।" (সৎ = প্রত্যক্ষ। অসৎ = পরোক্ষ) [তথা...ইতি] স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—"তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ (মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।"

* নির্ব্বিশেষমেব তত্ত্বমিত্যস্মাদেব কারণাৎ জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেম্বিতি যোজনা।—যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব ভ্রম হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অদ্বয় ব্রহ্মেরও বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বহুত্ব ভ্রম নিশ্চিত হয়)।

অত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্ব্বিশেষো বাঙ্মনসাতীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যোঽত এব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু—

'যথা হ্যয়ংজ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা'
ইতি।

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" ॥

ইতি চৈবমাদিষু। অত্র প্রত্যবস্থীয়তে ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥*

কিঞ্চ যথা জলাদ্যুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদির্ধর্ম্ম এবমাত্মন ইতি দৃষ্টান্তঃ। শ্রুতেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি। জলবিম্বত্বাকারেণ সূর্য্যস্যাভাসত্বদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যয়ঃ। যথায়ং জ্যোতির্ম্ময়ো বিবস্বান্ স্বত একোঽপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোঽনুগচ্ছন্ বহুধা ক্রিয়তে এবমজোঽয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোঽপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রেষ্বনুগচ্ছন্ ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজনা। ইতি রত্নপ্রভা।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ (অনাত্মরূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যথা—"যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত (প্রতিবিম্বিত) হওয়ায় বহুর ন্যায় হন, তদ্রূপ, এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছেন।" "একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় (জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র) এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন।" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মস্তকোত্তোলন করেন—

---

* জলং যথা গৃহ্যতে স্থানেন বিপ্রকৃষ্যতে ন তথাত্মা। তস্মাৎ ন তথাত্বমৌপাধিকভেদবত্ত্বং

ন জলসূর্য্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে তদ্বদগ্রহণাৎ। সূর্য্যাদিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোদয়ো ন ত্বাত্মাঽমূর্ত্তো ন চাস্মাৎ পৃথগ্‌ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ। সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বানন্যত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি। অত্র প্রতিবিধীয়তে ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥*

ইহাত্মন্যুক্তদৃষ্টান্তবৈষম্যশঙ্কাসূত্রম্। অম্বুবদিতি। আত্মনোঽরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষু প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয় না। জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্তপদার্থ, পরন্তু সূর্য্যাদি মূর্ত্তপদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়। (জলকে পৃথক্ ও দূরস্থ রূপে জানা যায়)। অতএব জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না-থাকার কারণ, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মায় জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না। এই আপত্তির সমাধান এই—

প্রত্যোতব্যম্। অরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ। মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষ্বাত্মনঃ প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসূত্রমেতৎ।—আত্মা জলের ন্যায় মূর্ত্তপদার্থ নহেন, সে জন্য তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। সঙ্গত দৃষ্টান্ত না হওয়ায় তাঁহার উপাধিকভেদ অগ্রাহ্য হয়। (এটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)

* অন্তর্ভাবাৎ উপাধ্যন্তর্ভাবাৎ উপাধিধর্ম্মানুবিধায়িত্বাদিতি যাবৎ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিত্যুপলক্ষণমুপাধিধর্ম্মভাগিত্বমিতি পরমার্থঃ। উপাধের্জলস্য বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকঃ সূর্য্যো যথা বৃদ্ধিং ভজতে ন তু সূর্য্যস্তদ্বদুপাধের্দ্দেহাদের্বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকং ব্রহ্ম (জীবাত্মা) বৃদ্ধিভাক্ ভবতি ন তু ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। সমাধানসূত্রমেতৎ। উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যমস্ত্যেবেতি সমাধানসূত্রতাৎপর্য্যম্।—উপধেয় পদার্থ উপাধিধর্ম্মের অনু-

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তো বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যকাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্। শাস্ত্রপ্রণীতস্য ত্বস্য প্রজনমাত্রমুপন্যস্যতে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তদুচ্যতে বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে জলহ্রাসে হ্রসতি জলচলনে চলতি জলভেদে ভিদ্যত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ

উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যেন সমাধানসূত্রম্—বৃদ্ধিহ্রাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যেঽপি নীরূপাত্মনঃ প্রতিবিম্বং স্ববুদ্ধ্যা কথং কল্প্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি। শ্রূয়তে ন কল্প্যত ইত্যর্থঃ। শ্রুতদৃষ্টান্তস্য সূর্য্যকাদিবৎ ইত্যুপন্যাসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি। আত্মনো নির্ব্বিশেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ। অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ। আত্মা প্রতি-

ঐ দৃষ্টান্ত ন্যায্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত কে দার্ষ্টান্তিক তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-ভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং···মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ দৃষ্টান্ত অস্মদাদির কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্র-প্রণীত। সূত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক?) সেই জন্য বলিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। [জলগতং··· অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা (অনেক) দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী কিন্তু পরমার্থপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনিই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষে

গামী, তদনুসারেই সূর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদিভাগিত্ব উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম নহে।

সূর্য্যস্য তথাত্বমস্তি। এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্। এবমুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবিরোধঃ ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষ্বন্তরনুপ্রবেশঃ—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥

ইতি। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ইতি চ। তস্মাদ্যুক্তমেতৎ—অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবদিতি। তস্মাৎ নির্ব্বিকল্পকৈকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম নোভয়লিঙ্গং ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি সিদ্ধম্।

বিম্বশূন্যঃ নীরূপদ্রব্যত্বাৎ বায়ুবৎ ইত্যনুমানে আকাশে ব্যভিচারঃ। অল্পজলে বিদরাকাশপ্রতিবিম্বদর্শনাদুপাধিরূপস্থত্বমপি ক্বচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধিধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয়।

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন। যথা—"সেই ঈশ্বর দ্বিপদের পূর অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ সৃজন করিলেন। চতুষ্পদের পূর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন। করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পূরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ।" "জীবরূপ আত্মা রূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—" ইত্যাদি। অতএব, "সূর্য্যের ন্যায়" এই উপমা ন্যায্য উপমা সুতরাং ব্রহ্ম একরূপ নির্ব্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা

---

* শ্রুতৌ পরস্যৈবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষ্বন্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা।— শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মের শরীরান্তঃ প্রবেশ কথিত থাকাতেও, ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও একরূপ, ইহা অবধারিত হয়।

অত্র কেচিৎ দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম উত প্রপঞ্চবদনেকাকারোপেতমিতি। দ্বিতীয়ন্তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিতি। অত্র বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভস্যেতি। যদি তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরস্য ব্রহ্মণো নিরাকর্ত্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াসস্তৎ পূর্ব্বেণৈব—ন স্থানতোঽপীত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যুত্তরমধিকরণং প্রকাশবচ্চেতি ব্যর্থমেব ভবেৎ। ন চ সল্লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। বিজ্ঞানঘন এবেত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তচৈতন্যং ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্যাত্মত্বেনোপদিশ্যেত। নাপি বোধ-

---

প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে। [অত্র...মিতি] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটী বিচার কল্পনা করেন। প্রথম বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি সৎস্বরূপ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ? [অত্র... দিশ্যেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফল—নিষ্প্রয়োজনীয়। যদি ব্রহ্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিতা) নিরাকরণের জন্য ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুতরাং তাহা ব্যর্থ। কেন-না তাহা "ন স্থানতোঽপি" এই পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। পরে যে "প্রকাশবচ্চ" এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরব্ধ হইয়াছে, সে বিচার কাযেই ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে। ব্রহ্ম কেবল সৎ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ নহেন, এরূপ বলিতে পার না। না পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে "বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয়। ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরস্তচৈতন্য অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন? [নাপি ...গম্যেত] বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পার না। বলিতে গেলে "অস্তি—আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাহার সত্তা

লক্ষণমেব ব্রহ্ম ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্। 'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তসত্তাকো বোধোঽভ্যুপগম্যেত। নাপ্যুভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি শক্যং বক্তুম্। পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। সত্তাব্যাবৃত্তেন বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্য তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত। শ্রুতত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্যানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ। অথ সত্তৈব বোধো বোধ এব চ সত্তা নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তিরস্তীতি যদ্যুচ্যেত তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম উত বোধলক্ষণং উতোভয়লক্ষণমিত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্যাৎ। সূত্রাণি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভির্নীতানি। অপি চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষ্বাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাস্বনাকারে

নাই, যাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার? [নাপ্যুভয়…প্রসজ্যেত] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও বলিতে পারক নহ। কেননা তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী। যে ব্যক্তি সত্তাবিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রস্তুত, উদ্যত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপত্তিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত বিঘটিত হয় এবং ইহারা ভিন্নোভয়রূপত্ব পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষই হয় না।) [শ্রুতত্বা…নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন সুতরাং নির্দোষ, এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা অসিদ্ধ। যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদুভয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি (ভেদ) নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সদ্রূপী অথবা বোধরূপী? এই বিকল্প (সংশয়) নিরালম্বন (বিষয়শূন্য) হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, আমরা ঐ কএকটী সূত্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি। [অপিচ…সম্পদ্যন্তে] অন্য কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোন একটা গতি বলিতে হইবেক। সেই গতি বলিবার জন্যই "প্রকাশবচ্চ" ইত্যাদি সূত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যসিদ্ধি।

ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেঽবশ্যং বক্তব্যেতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ'। তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যাদীনি সূত্রাণ্যর্থবন্তরাণি সম্পদ্যন্তে। যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবিলয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ন পৃথগর্থা ইতি তদপি ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে। কথম্। যে হি পরবিদ্যাধিকারে কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং হি হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ' ইত্যেবমাদয়স্তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থাঃ। 'তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইত্যুপসংহারাৎ। যে পুনরুপাসনাধিকারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে 'যথা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যেবমাদয়ো ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং স ক্রতুং কুর্ব্বীতেত্যেবঞ্জাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ। শ্রুত্যা চৈবঞ্জাতীয়কানাং গুণানামুপাসনার্থত্বেঽব-

[যদপ্যাহুঃ···সম্বন্ধাৎ] অন্য এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জন্য সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই। এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। পরবিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে-প্রপঞ্চ পরিপঠিত, প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে। যেমন, "এই জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটী হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত ও সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্ব বিবক্ষায় দশ, অনেকত্ব বিবক্ষায় শত, সহস্র ও অনন্ত)" ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে। কেননা, ঐ প্রস্তাব "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য—" এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্য্যে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকারে পঠিত, যথা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরূপ, ইত্যাদি,—এ সকল ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা ন্যায্য নহে। কেননা, "সেই উপাসক ক্রতু (উপাসনা—ধ্যান) করিবেক" এইরূপ এইরূপ প্রকৃত (যাহার জন্য প্রস্তাবারম্ভ তাহা প্রকৃত) উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ বা অন্বয়। [শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্] যদি শব্দার্থের দ্বারা ঐ সকল গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের)

কল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি 'অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ' ইতি বিনিগমনাকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। ফলমপ্যেষাং যথোপদেশং ক্বচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ ক্বচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ ক্বচিৎ ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ ন্যায্যং নৈকবাক্যত্বম্। কথঞ্চৈষামেকবাক্যতোৎপ্রেক্ষেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগাহভাবাৎ। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগোপদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং 'তত্তু সমন্বয়াৎ'

উপাসনার্থতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা করিতে পার না। সমুদায় গুণেরই সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" এই সূত্র নির্ব্বিষয় হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ ঐ সূত্র বলিবার আর প্রয়োজন হয় না অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। ঐ সকল উপাসনার ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিশক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্মবোধক-বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যায্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া ন্যায্য নহে। [কথঞ্চৈষা···ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন করিবে? তাহা বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস * বাক্যের ন্যায় একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্মবাক্য মিলিয়া এক ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। কেননা, ব্রহ্মবোধকবাক্যে নিয়োগ + নাই—নিয়োগ অসম্ভব। ব্রহ্ম-

---

* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবেক। অন্য স্থানে আছে, প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি করিবেক। ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ সকল বাক্য মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগের বোধক হইবে।

+ প্রপঞ্চ-বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার ব্যতীত অন্য আকারের বিলয় করাই সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য্য। তিনি মনোময়, এ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি মনোতিরিক্ত উপাধিশূন্য। এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য। (উপাসকের চিত্তবৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যাকার গ্রহণ না করে, ইহাই ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে তখন

[বেদা০অ০ ১। পা০ ১সূ০ ৪.] ইত্যত্র। কিংবিষয়কশ্চাত্র নিয়োগোঽভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্। পুরুষো হি নিযুজ্যমানঃ কুর্ব্বিতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে। নন্থ দ্বৈতপ্রপঞ্চ-প্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বা-ববোধপ্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। যথা স্বর্গ-কামস্য যাগোঽনুষ্ঠাতব্যঃ উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ। যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভুৎ-সমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্ম-তত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়ি-তব্যঃ। ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম। তেন

বাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে। এ সকল সবিস্তরে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে। [কিং…নিযুজ্যতে] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে নিযোগ অভিপ্রেত তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে। কেননা, যে "কর" ইত্যাদি প্রকারে নিযুজ্যমান, নিয়োগের সামর্থ্যে সে কোন এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয়। সুতরাং উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কি-না তাহা বলা আবশ্যক কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায় নাই। (ব্যাপারের অযোগ্য বা অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না।) [নন্থ…ভবতীতি] যদি বল, দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন) না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শত্রুস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবি-লাপিত করিতে হয়। যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চ বিলাপন, তেমনি, মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন তাহায় জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাসু যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে (আলোকের উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের

বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধে মনেরও নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং ঐ সমুদায় বাক্য চরমে নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে।

নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি। অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম। কিমগ্নিপ্রতাপসম্পর্কাৎ ঘৃতকাঠিন্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্ত্তব্যঃ, আহোস্বিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যাকৃতে ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি। তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত স পুরুষমাত্রেণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রবিলয়োপদেশোঽশক্যবিষয় এব স্যাৎ। একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ

"কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়" ইতি। বাস্তবস্য বা প্রপঞ্চস্য প্রবিলয়ঃ সর্পিষ ইবাগ্নিসংযোগাৎ সমারোপিতস্য বা রজ্জ্বাং সর্পভাবস্যেব রজ্জুতত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ। ন তাবদ্বাস্তবঃ সর্ব্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রেণ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তুম্। অপি চ প্রহ্লাদশুকাদিভিঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ সমূলমুন্মূলিতঃ প্রপঞ্চ ইতি শূন্যং জগদ্ ভবেৎ। ন চ বাস্তবং তত্ত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছেত্তুম্। আরোপিতরূপবিরোধিত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্যেত্যুক্তম্। সমারোপিতরূপস্ত প্রপঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনপরৈরেব বাক্যৈর্ব্রহ্মতত্ত্বমববোধয়দ্ভিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তুমিতি কৃতমত্র বিধিনা। ন হি বিধিশতেনাপি বিনা তত্ত্বাববোধনং প্রবর্ত্তস্বাত্মজ্ঞান ইতি বা কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্ত্তিতঃ শক্নোতি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কর্ত্তুম্। ন চাস্যাত্মজ্ঞানবিধিং বিনা বেদান্তার্থব্রহ্মতত্ত্বাববোধো

প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। তাই নামরূপপ্রপঞ্চ বিলীন হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ হয়। [তত্র···ভবিষ্যৎ] যাঁহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কি? (অর্থাৎ কিরূপ বিলয়?) অগ্নিসম্পর্কে যে ঘৃত-কাঠিন্য বিলীন হয় (গলিয়া যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে কি তাহার ন্যায় বিলাপিত করিতে হইবে? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষজনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিদ্যাদোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের তদ্রূপ বিলাপন করিতে হইবে? এই দৃশ্যমান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্যিক-প্রপঞ্চ এই দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি ঘৃতকাঠিন্য বিলাপনের ন্যায় বিলাপিত করিতে হয়

কৃতঃ ইদানীং পৃথিব্যাদিশূন্যং জগদভবিষ্যৎ। অথাবিদ্যাধ্যস্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যত ইতি ব্রূয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যস্তপ্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানেনাবেদয়িতব্যং 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতি। তস্মিন্নাবেদিতে বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়া চাবিদ্যা বাধ্যতে ততশ্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলোঽয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে। অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঞ্চেতি শতকৃত্বোঽপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়েত। নন্বাবেদিতে ব্রহ্মণি তদ্বিজ্ঞানবিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্যাৎ, ন, নিষ্প্রপঞ্চ-

ন ভবতি। মৌলিকস্য স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেরেব বিবক্ষিতার্থতয়া সকলস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদয়তো বিদ্যমানত্বাদন্যথা কর্ম্মবিধি-

তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে। সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের উপদেশ (বিধান) নির্ব্বিষয় অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক। অপিচ, প্রথম-মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত হয়। [অথাবিদ্যা... জায়েত], যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত তদ্রূপ আরোপিত), সুতরাং এই আরোপিতপ্রপঞ্চ বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা বিলাপিত করিতে হইবেক, এরূপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিদ্যাধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মযাথার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞান-গম্য করা শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযাথার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্নপদার্থের ন্যায় বিলীন হইবেক। ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ "ব্রহ্মজ্ঞান কর" "প্রপঞ্চবিলয় কর" এই দুই কথা শত বার বল, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না। [নন্বাবেদিতে···ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক

ব্রহ্মাত্মতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ। রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। ন চ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিয়োজ্যোঽপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়াং যোঽবগম্যতে জীবো নাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব বা স্যাৎ ব্রহ্মপক্ষস্যৈব বা। প্রথমে বিকল্পে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোঽবাপ্তব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েঽপি ব্রহ্মৈবানিয়োজ্যস্বভাবং জীবস্য স্বরূপম্। জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে

বাক্যান্যপি বিধ্যন্তরমপেক্ষেরন্নিতি। ন চ চিন্তাসাক্ষাৎকারয়োর্ব্বিধিরিতি তত্ত্বসমীক্ষায়ামস্মাভিরুপপাদিতম্। বিস্তরেণ চায়মর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ।...তস্মাজ্জর্তিলয়া যবগ্বা জুহুয়াদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়ো ন তু বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানা ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিষ্প্রপঞ্চমুক্তং ন তত্র নিয়োজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিয়োজ্যো ভবেৎ স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে বর্ত্ততে কো নিয়োজ্যস্তস্যোচ্ছিন্নত্বাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিয়োজ্যো ব্রহ্মণোঽনিয়োজ্যত্বাৎ। অথ ব্রহ্মণোঽনন্যোঽপ্যবিদ্যয়াঽন্য ইবেতি নিয়োজ্যস্তদযুক্তম্। ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগময়তাগমেনাবিদ্যায়া নিরস্তত্বাৎ। তস্মান্নিয়োজ্যাভাবাদপি ন নিয়োগঃ। তদিদমুক্তং "জীবোনাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈবে"তি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্বে তন্মাত্রাত্ত্ জ্ঞানস্যানুৎপত্তে-

জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয় এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিষ্প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ তাহা "কর" বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যাথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুযাথার্থ্যের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। যাহা কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃতির (যত্নের বা চেষ্টার) অবিষয়। (ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে কিন্তু ভ্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ) [নিয়োজ্যোঽপি...এব] অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যের ন্যায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব। কেন? তাহা

ব্রহ্মণি নিযোজ্যাভাবাৎ নিয়োগাভাব এব। দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি। লোকেঽপীদং পশ্যেদমাকর্ণয়েতি চৈবঞ্জাতীয়কেষু নির্দ্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্ব্বিতি। জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদাচিজ্জায়তে কদাচিৎ ন জায়তে, তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন। তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথা-

---

স্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ং তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্ত তস্যাবশ্যাভ্যুপগন্তব্যত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—"জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপী"তি। ন চ জ্ঞানাধানে প্রমাণানপেক্ষস্যাস্তি কশ্চিদুপযোগো বিধেরেবং হি তদুপযোগো ভবেদ্‌যদ্যন্যথাকারং জ্ঞাতমন্যথাদধীত। ন চ

বলিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্য প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইবে সে নিযোজ্য কে ? সে নিযোজ্য জীব। ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে,—জীব কি প্রপঞ্চান্তর্গত ? না ব্রহ্ম ? প্রপঞ্চান্তর্গত হইলে জীব নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির ন্যায় বিলাপিত হইবে, জীব বিলাপিত (লয়প্রাপ্ত) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে ? কেই বা নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে ? জীব যদি প্রপঞ্চান্তর্গত না হয় ও ব্রহ্মই হয়, তবে সে পক্ষেও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা আছে। অর্থাৎ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নির্লেপ-স্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্হ নহেন। তাঁহার যে জীবভাব—তাহা অবিদ্যাকৃত। সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের অনধীন। [দ্রষ্টব্যাদি···মুৎপদ্যতে] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে 'দ্রষ্টব্য' প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে। সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র। "ইহা দেখ" "ইহা শুন" "তাহাই জান" এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়, অন্য কিছু অর্থাৎ "জ্ঞান কর" এ রূপ বলা হয় না। জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকাভাবে জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাসু পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি

বিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ প্রমাণান্তরেণান্যথাপ্রসিদ্ধেঽর্থেঽন্যথাজ্ঞানং নিযুক্তস্যাপ্যুপপদ্যতে। যদি পুনর্নিযুক্তোঽহমিত্যন্যথা জ্ঞানং কুর্য্যাৎ ন তু তজ্জ্ঞানম্। কিং তর্হি। মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব চেদন্যথোৎপদ্যেত ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ঞ্চ ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে ন বা প্রতিষেধশতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে। ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্। বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। অতোঽপি নিয়োগাভাবঃ। কিঞ্চা-

---

তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—"ন চ প্রমাণান্তরেণে"তি। কিঞ্চান্যন্নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব চ পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতং ভবদ্ভিঃ শাস্ত্রপর্য্যালোচনয়াঽনিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্যেতি তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্। অথৈতচ্ছাস্ত্রমনিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বঞ্চ জীবস্য প্রতিপাদয়তি জীবঞ্চ নিযুক্তং ততোঽদ্ব্যর্থঞ্চ বিরুদ্ধার্থঞ্চ স্যাদি-

জ্ঞান জন্মে। [ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত (শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুকে অন্য আকারে জানিবে, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। আমি শাস্ত্রকর্তৃক নিযুক্ত—শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বশ্য হইয়া যদি কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না। তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, ঐরূপ অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে। জ্ঞান বিষয়ের ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। সুতরাং শত শত নিয়োগ তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না এবং শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। (ফলিতার্থ এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান হইবেই হইবে, পুরুষ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই জন্যই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অনুষ্ঠেয় বা কর্ত্তব্য পদার্থেই সম্ভবে। [কিঞ্চান্যৎ...শক্যাঃ] অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি

ন্যং,—নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতম-নিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্য তদপ্রমাণকমেব স্যাৎ। অথ শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রস্যৈকস্য দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থ-পরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াঞ্চ শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা কর্ম্মফলবন্মোক্ষফলস্যাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বঞ্চেত্যেবমাদয়ো দোষা নাপি কেনচিৎ পরিহর্ত্তুং শক্যাঃ। তস্মাদবগতিনিষ্ঠান্যেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈক-নিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যযুক্তম্। অভ্যুপগম্যমানেঽপি

ত্যাহ—"অথে"তি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেষু জীবস্যানিযোজ্যস্যাপি বস্তুতো ঽধ্যস্তনিয়োজ্যভাবস্য নিযোজ্যতা যুক্তা। ন হি তদ্বাক্যং তস্য নিযোজ্যতামাহ। অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাশ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধত্তে। ইদন্তু নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুঙ্ক্তে চেতি দুর্ঘটমিতি ভাবঃ। "নিয়োগ-পরতায়াঞ্চে"তি। পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতা ন শ্রুতা নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থঃ। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বে বাক্যস্য দর্শপৌর্ণমাসকর্ম্মণ ইবাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকর্ম্মণোঽপ্যপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদেব স্বর্গাদি-ফলবন্মোক্ষস্যানন্দরূপফলস্য সিদ্ধিঃ। তথা চানিত্যত্বং সাতিশয়ত্বঞ্চ স্বর্গবদ্ভবেদি-ত্যাহ—"কর্ম্মফলবদি"তি। "অপি চ ব্রহ্মবাক্যেষ্বি"তি। সপ্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চো-

---

নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতা কথন আছে তাহা নিরর্থক ও নিষ্প্রমাণ হইবে। যদি এমন হয় যে, শাস্ত্র অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞানার্থ পুরুষকে নিযুক্ত (জ্ঞান কর, বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্কন্ধে বিরুদ্ধ দুই অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুই প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করার দোষ অর্পণ করা হয়। ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হানি-দোষ, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কর্ম্মফলের ন্যায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা ও অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অন্যান্য অপরিহার্য্য অনেক শত দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। [তস্মা...মাশ্রয়িতুম্] অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অর্থে নহে। বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্ব্বোক্ত "এক

চ ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগসদ্ভাবে তদেকত্বং নিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বাঽসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমাণৈর্নিয়োগভেদেঽবগম্যমানে সর্ব্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শক্যমাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু ত্বধিকারাংশেনাঽভেদাদ্যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণনির্গুণচোদনাস্থ কশ্চিদেকত্বাকারাংশোঽস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চবিলয়োপকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপত্বাদিগুণোপকারিণঃ পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্ন-

পদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং দর্শপৌর্ণমাসপ্রযাজবাক্যেষু তু যদ্যপ্যনুবন্ধভেদস্তথাপ্যধিকারাংশস্য সাধ্যস্য ভেদাভাবাদভেদ ইতি।

নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে" এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ (বিধি, কর্ত্তব্যতারূপে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও তাহার একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নির্গুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সাকারব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যের সহিত একার্থ করা দুর্ঘট হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয় সত্য; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। সর্ব্বত্র এক নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত হইতে পার না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ... সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে † অধিকারাংশের ঐক্য থাকায় একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নিগুণ-উপদেশ স্থলে কোনও রূপ ঐক্যাংশ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার

* ভিন্ন ক্রিয়াবাচী শব্দ শব্দভেদ। নির্গুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ প্রকরণভেদ। ফলভেদ অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি, কোন উপাসনার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গ)। এই সকল অবলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

† প্রযাজ = দর্শপূর্ণমাস নামক যাগের একটী অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্নামক দুইটী যাগে একটী প্রধান যাগ নিষ্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ। পূর্ব্বমীমাংসায় ঐ সকলের বোধক শ্রুতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক করা হয়। বেদান্তোক্ত নির্গুণ সগুণ উপাসনা বোধক বাক্য সমূহকে সেরূপ করিবার উপায় নাই।

প্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশাপেক্ষণঞ্চৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি, যুক্তং সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনাকারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ২১ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥*

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ

অধিকরণবিষয়মাহ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি। দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে। ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোঽরূপস্যাধ্যারোপিতে দ্বে এব রূপে তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে। তে দর্শয়তি—"মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ"। সমুচ্চীয়মানাবধারণম্। অত্র পার্থিব্যপ্তেজাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূর্চ্ছিতাবয়বমিতরেতরানুপ্রবিষ্টাবয়বং

উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণ'কে † প্রপঞ্চবিলয়ের ও প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহা যায় না। কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পর বিরোধী। বিরুদ্ধতা বিধায় এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যপাতী একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পার না। [তস্মা···ইতি] অতএব, সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্যের কথিত বিভাগ অপেক্ষা অস্মদীয় বিভাগ যুক্ততর।

"ব্রহ্মের দুইটী রূপ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। (পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ; পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত= মূর্ত্তিমৎ অর্থাৎ স্থূল। অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয়

---

* হি যস্মাৎ প্রকৃত' সৎ এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং তৎ প্রতিষেধতি। তথা ভূয়ঃ পুনরপি পরমস্তীতি ব্রবীতি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ততস্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রত্বমপি তু সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেন সদ্রূপত্বমিতি স্থিতিঃ।—যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপ্য (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত ও আছেন" সেই হেতু স্থির হয়, পরমার্থ কল্পে অন্য কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই। তিনি কেবল সদ্রূপ। (বিস্তৃত বিবরণ ভাষানুবাদে পাইবেন)।

† পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটী উপাসনা কথিত হইয়াছে। ঐ উপাসনায় পরমাত্মা দীপ্তিরূপগুণে উপাস্য। এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী সুতরাং তাহার সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না। অন্যান্য গুণেও এইরূপ জানিবে।

যচ্চ সচ্চেতত্যঞ্চ ত্যচ্চ' ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

কঠিনমিতি যাবৎ। তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং স্থিতমব্যাপি অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সৎ অন্যেভ্যো বিশিষ্যমাণমসাধারণধর্ম্মবদিতি যাবৎ। গন্ধস্নেহোষ্ণতাশ্চান্যোন্যব্যবচ্ছেদহেতবোঽসাধারণধর্ম্মাস্তস্যৈতস্য, ব্রহ্মরূপস্য তেজোঽবন্নস্য চতুর্ব্বিশেষণস্যৈষ রসঃ সারো য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চ। তদ্ধি ন 'কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমমরণধর্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি মূর্ত্ত্যন্তরেণাভিহন্যমানমবয়ববিশ্লেষাদ্ধ্বংসতে ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যমূর্ত্তস্য। এতদ্যদেতি গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি এতত্যং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তস্যৈতস্যা-মূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ সবিতৃমণ্ডলে পুরুষঃ। করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভপ্রাণাহ্বয়স্তস্য হ্যেষ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা চ সাম্যমিত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং ভূতত্রয়ং শরীরারম্ভকমেতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য- মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রস ইতি। অথামূর্ত্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্যাকাশঃ। এতদমৃতমেতদ্যদেতত্যং তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈ-তস্যামৃতস্যৈতত্যস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্যৈষ রসঃ। লিঙ্গস্য হি করণাত্মকস্য হিরণ্যগর্ভস্য দক্ষিণমক্ষ্যধিষ্ঠানং শ্রুতেরধিগতম্। তদেবং ব্রহ্মণ ঔপাধিকয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকয়োঃ কার্য্যকারণ-ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্ত্যদ্‌শব্দবাচ্যয়োঃ। অথেদানীং তস্য করণাত্মনঃ

অমূর্ত্তরূপ) মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। 'সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা-বিশেষ বা অসাধারণধর্ম্মবিশিষ্ট। ত্যৎ ও এতত্য অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।'' শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ সূর্য্যমণ্ড-লের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার। তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা।" এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কথন পুরঃসর লিঙ্গাত্মার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়া-ছেন। রূপবর্ণনকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মাহারজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি। তাঁহার রূপ বাসনাময় সুতরাং স্বাপ্নিক বা মায়িক। সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র। (মহারজন=হরিদ্রা, পাণ্ডু=শ্বেত। আবিক=পশম)। ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীভূত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক

শ্রুতৌ প্রবিভজ্যাঽমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মাহারজনা-দীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণো নেত্যন্যৎ পরমস্তি' ইতি। তত্র কোঽস্য প্রতিষেধস্য বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হ্যত্রেদং তদিতি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে। ইতিশব্দেন ত্বত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে নেতি নেতীতি। ইতিশব্দ-পরত্বান্নঞ্‌প্রয়োগস্য। ইতি শব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বন এবং-শব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে 'ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ

পুরুষস্য লিঙ্গস্য রূপং বক্তব্যম্। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম-হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টান্তৈরাদর্শয়তি তদ্‌যথা "মাহারজন"মিত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্য বিচিত্রং রূপং লিঙ্গস্যেতি। তদেবং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্তং। যত্তৎ সত্যস্য সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎ-স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে। যতঃ সত্যস্য রূপং নিঃশেষমুক্তমতোঽবশিষ্টং সত্যস্য যৎ সত্যং তস্যানন্তরং তদুক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—"অথাত আদেশঃ"। কথনম্। সত্যসত্যস্য পরমাত্মনস্তমাহ—"নেতি নেতি"। এত-দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্। নন্বু কিমেতাবদেবাদেশ্যমুতেতঃ পরমন্যদপ্যস্তীত্যত আহ—"ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণ" ইতি। নেত্যাদিষ্টাদন্যৎ পরমস্তি যদাদেশ্যং ভবেৎ।

আধিভৌতিক লিঙ্গাত্মার, ইন্দ্রিময় আত্মার, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক সূত্রাত্মার স্বরূপ। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "অতঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—তাহা নহে। (ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে। তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাত্র।) যাহা প্রকৃত আদেশ্য তাহা "তাহা নহে" "তাহা নহে" এই নিষেধের নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অস্তিরূপ (সত্তাত্মক)। * [তত্র···দিমু।] এখানে জিজ্ঞাসা এই যে "না বা নহে" এই নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি? শ্রুতি ঐ

---

* শ্রুতি ব্রহ্ম বুঝাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য। তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য তাহা ব্রহ্ম। এই বিচারটী সেই শ্রুত্যুক্ত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতরিত। শ্রুতি যে নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ "নেতি" "নেতি" বলিয়াছেন, অর্থাৎ "না" "না" এই নিষেধ বাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সত্য-সত্যের স্বরূপ প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে। কেননা প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য ঐ স্থলে অভিহিত নাই। নিষেধ্যের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্য্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার

বাধয়তি' ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যা-দ্রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম যস্য তে দ্বে রূপে। তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি আহোস্বিদেকতরম্। যদাপ্যে-কতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি আহোস্বিদ্রূপে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টীতি। তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। দ্বৌ তৌ প্রতিষেধৌ। দ্বির্নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতেঽপরেণ রূপবদ্ ব্রহ্মেতি

তস্মাদেতাবদেবাদেশ্যং নাপরমস্তীত্যর্থঃ। অত্রৈবমর্থে নেতিনা যৎ সন্নিহিতং পরামৃষ্টং তন্নিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্। তদ-বচ্ছেদকত্বেন চ ব্রহ্ম। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমেব চ প্রতিষিধ্যতে, উত ব্রহ্মৈবাথ সবাসনং রূপদ্বয়ম্। ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত ইতি। যদ্যপি তেষু তেষু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং তদসম্ভাব-জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চাস্য সত্ত্বমবধারিতং তথাপি সদ্বোধ-রূপং তদ্ব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তামূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্যং তস্য চৈতে বিশেষা মূর্ত্তামূর্ত্তাদয়ো ন চ তত্তদ্বিশেষনিষেধে সামান্যমবস্থাতুমর্হতি নির্ব্বিশেষস্য সামান্যস্যাযোগাৎ। যথাহুঃ—'নির্ব্বিশেষং ন সামান্যং ভবেচ্ছশবিষাণবৎ'।

নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়াছেন? সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্যের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা, অমুক, এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ ন-কারের পর ইতি শব্দ থাকায় সেই "ইতি" শব্দে সামান্যতঃ কোন এক অনির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয় (প্রতীত) করায়। ইতি-শব্দ সন্নি-হিতবাচী। যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ। বেদেও এবং-শব্দের অর্থে ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। [সন্নিহিতঞ্চাত্র···মতিঃ] অতএব, যাহা সন্নি-··

সম্ভাবনা। সুতরাং প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা, ঐ তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক সুতরাং বিচারারম্ভ নিরর্থক নহে।

ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তদ্ধি বাঙ্মনসাতীতত্বাদসম্ভাব্যমানসদ্ভাবং প্রতিষেধার্হং ন তু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্হম্। অভ্যাসস্ত্বাদরা-

---

ইতি। তস্মাত্তদ্বিশেষনিষেধেঽপি তৎসামান্যস্য ব্রহ্মণোঽনবস্থানাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽয়ং নিষেধঃ। অতএব ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি সর্ব্বনিষেধমেব তত্ত্বমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চোপাসনাবিধানবন্নেশ্বং ন ত্বস্তিত্বমেবাস্য তত্ত্বম্। তৎপ্রশংসার্থঞ্চাসদ্ভাবজ্ঞাননিন্দা। যচ্চান্যত্র ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবন্নিষেধার্থমসন্নিহিতোঽপি চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্বধ্যতে। যথাহুঃ—'যেন যস্যাভিসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি তেন সঃ' ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্য সমস্তস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদ্ব্রহ্মণস্তু বাঙ্মনসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্যাস্তু নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চপ্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদ্ব্রহ্মপ্রতিষেধে ত্বব্যাকোপাদ্‌ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বান্ন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীপ্সা তু তদ-

হিত—পূর্ব্বকথিত—তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সন্নিধানে অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় যাঁহার, এইরূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং সংশয় হয়। সংশয়ের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপদ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক? অথবা একতরের নিষেধক? যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্দ্বারা কি ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে? (ব্রহ্মের রূপ নাই বলা হইয়াছে?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, দুই বার "নেতি" শব্দের প্রয়োগ থাকাতে; মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটী নিষেধ। একটীর দ্বারা ব্রহ্মের প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপবদ্‌ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে। [অথবা...প্রসঙ্গাৎ] অথবা যাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে তাঁহারই—সেই ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে)। তিনি বাক্য মনের অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অযোগ্য। (যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহা নাই বলা যায় না; সুতরাং তাহা নিষেধের যোগ্য নহে)। দুই বার নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য; তাহার এক উল্লেখের আদ-

র্থ্যম্। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিদ্ভাবেঽবকল্পতে। কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোঽন্যো ভাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপ-

ত্যন্তাভাবসূচনায়েতি মধ্যমঃ পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি। "ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসঙ্গাদি"তি। অয়মভিসন্ধিঃ—উপাধয়ো হ্যস্য পৃথিব্যাদয়োঽবিদ্যাকল্পিতা ন তু শোণকর্কাদয় ইব বিশেষা অশ্বস্য। ন চোপাধিবিগমে উপহিতস্যাভাবোঽপ্রতীতির্বা। ন হ্যপাধীনাং দর্পণমণিকৃপাণাদীনামপগমে মুখস্যাভাবোঽপ্রতীতির্বা। তস্মাদুপাধিনিষেধেঽপি নোপহিতস্য শশবিষাণায়মানতাঽপ্রত্যয়ো বা। ন চেতীতি সন্নিধানাবিশেষাৎ সর্বস্য প্রতিষেধ্যত্বমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমনুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে কিঞ্চিদ্ধি ক্বচিন্নিষিধ্যতে। ন হ্যনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্। তদিদমুক্তমপরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি। নাপি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকাবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতিষিধ্যতে প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য। ব্রহ্ম তু নাবিদ্যাসিদ্ধং নাপি প্রমাণান্তরাৎ। তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধনীয়ম্। তথা চ যস্তস্য শব্দঃ প্রাপকঃ স তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণমিতি কথমস্য নিষেধোঽপি প্রমাণবান্। ন চ পর্য্যুদাসাধিকরণপূর্ব্বপক্ষন্যায়েন বিকল্পঃ বস্তুনি সিদ্ধস্বভাবে তদনুপপত্তেঃ। ন চাবাঙ্মনসগোচরোবুদ্ধাবালেখিতুং শক্যঃ। অশক্যশ্চ কথং

রার্থতা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দ্বিরুক্তি ন্যস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা যায়, উভয়নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে। [কিঞ্চিদ্ধি···প্রসঙ্গাচ্চ] যদ্রূপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থ সৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার) নিষেধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-

পদ্যতে। 'ব্রহ্ম তে ব্রুবাণি' ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। 'অসন্নেব স ভবত্যসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ' ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ। 'অস্তিত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যবধারণবিরোধাৎ। সর্ব্ববেদান্ত-ব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাঙ্মনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবা-ভিপ্রায়েণাভিধীয়তে। ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন 'ব্রহ্মবিদা-প্নোতি পরং' 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যেবমাদিনা বেদা-ন্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্যৈব পুনরভাবোঽভিলপ্যেত। প্রক্ষা-লনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াৎ। অতঃ প্রতি-পাদনপ্রক্রিয়া ত্বেষা 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা'

নিষিধ্যতে। প্রপঞ্চস্ত্বনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধোঽনূদ্য ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্তম্। তদিমামনুপপত্তিমভিপ্রেত্যোক্তং নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যত ইতি। হেত্বন্ত-রমাহ—"ব্রহ্ম তে ব্রুবাণী"তি। "উপক্রমবিরোধাদি"তি। উপক্রমপরামর্শোপ-সংহারপর্য্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মপরত্বমুপপাদিতং প্রথমেঽধ্যায়ে। ন চাসত্যামাকাঙ্ক্ষায়াং দূরতরস্থেন প্রতিষেধেনৈষাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি। যচ্চ বাঙ্মনসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিষেধস্য ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি তত্রাহ—"বাঙ্মনসাতীতত্বমপী"তি। প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রযত্নেন ব্রহ্ম। ন

শেষ থাকে। সর্ব্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না। যদি অবশেষ না থাকে, কিছু না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অন্যের নিষেধ অর্থাৎ যাহাতে "নাই" বলিবে তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সৎ থাকায় তাহার নিষেধ যুক্তিবহির্ভূত হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হইবে না; কেননা, তাহা "তোমাকে ব্রহ্ম বলিব" এই উপক্রম বা প্রতিজ্ঞা-বিরুদ্ধ এবং তাহা "সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে।" ইত্যাদি বাক্যে যে অসদ্ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধও বটে। "অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধব্য।" এই যে অবধারণ অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বলিব, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে। (অতএব, লৌকিকপ্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য; বেদান্ত প্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে)। [বাঙ্মনসা…ষেধতীতি। শ্রুতি তাঁহাকে

সন্' ইতি। এতদুক্তং ভবতি। বাঙ্মনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাতিঃ প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতীতি। প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি। তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থেঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং

চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমনুপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। ইদানীন্তু নিষ্প্রয়োজনমিত্যুক্তং প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্যেতি ন্যায়াৎ। তস্মাদ্বেদান্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্ব্রহ্মণোবাঙ্মনসাতীতত্বং নাঞ্জসমপি তু প্রতিপাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এষঃ। যথা গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছৃঙ্গগ্রাহিকয়া প্রতিপাদ্যন্তে প্রতীয়ন্তে চ নৈবং ব্রহ্ম। যথাহুঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণমিতি। নন্বু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্মণোঽপি কস্মান্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ—"তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চে"তি।

বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির অগোচর বলা হয় নাই। প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা আড়ম্বরে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন" "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐরূপ বলিবার প্রয়োজনও নাই। পাঁক মাখিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পাঁক না মাখাই ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। "বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না," এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ নেতি নেতি বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন। সূত্রকারও "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি" এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন। [প্রকৃতং...নুপপত্তেঃ] যে এতাবত্ত্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে,

রূপমমূর্ত্তরসম্ভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহ্ব-রজনাদ্যুপমাভির্দ্দর্শিতমমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ-যোগিত্বানুপপত্তেঃ। তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নিহিতালম্বনেনেতি করণেন প্রতিষেধকনঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি গম্যতে। ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে ন স্বপ্রধানত্বেন। প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবতঃ স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং 'অথাত আদেশো নেতি নেতি' ইতি। তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং হীদং সমস্তং কার্য্যং নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশ-

---

প্রধানং প্রকৃতং প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম। তস্য ষষ্ঠ্যান্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকত্বে-নাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ। 'ততোঽন্যদ্‌ব্রবীতী'তি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদন্য-দ্ভূয়ো ব্রবীতীতি তন্নির্ব্বচনম্। ন হ্যেতস্মাদিত্যস্য যদা ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি

ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ "নেতি" শব্দে তাহা-রই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ তাহা পরমার্থকল্পে নাই, ইহাই ঐ শব্দে বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত তাহা পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত ভেদে দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটী রূপ—যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার—তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শব্দিত হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্ত্তৃক)। অমূর্ত্তভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত-বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইতে হইয়াছে। [তদেতৎ...মূলত্বাৎ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত হইয়া নিষেধার্থক ন-কারের উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম-শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছেন। রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ যাঁহার সেই দুই রূপ—তাঁহার অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) স্বতঃই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ "অথাত আদেশো নেতি নেতি" এরূপে উপক্রম। ঐ উপক্রম বাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান ও স্বরূপের বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয়। এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবান্ বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত। সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ। তাৎপর্য্য

)ব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধনং ন তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ। ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্ত্তব্যা।—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দ্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধন্ত্বিদং রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরামৃশতি প্রতিষেধ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। দ্বৌ চৈতৌ প্রতিষেধৌ যথাসঙ্খ্যন্যায়েন দ্বে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিং প্রতিষেধতি। উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা 'নেতি নেতি' ইতি বীপ্সেয়মি-

নেত্যাদিষ্টাদ্ ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরমস্তীতি ব্যাখ্যানং তদা প্রপঞ্চপ্রতিষেধাদন্যদ্ ব্রহ্মৈব ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদা তু ন হ্যেতস্মাদিতি সর্ব্বনাম্না প্রতিষেধো ব্রহ্মণ

এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাস্পদ কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ নাই। কার্য্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই বাক্যারভ্য অর্থাৎ কথা মাত্র, বস্তুসৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই। [ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন কেন? কর্দ্দম মাখিয়া ধৌতকরণ অপেক্ষা কর্দ্দম না মাখাই-ত ভাল? এ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্দ্বয়ের অনুবাদ বা অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান) ও নিষেধ্যতা কথন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসঙ্খ্য ন্যায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনারাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা "নেতি" "নেতি" এই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ বীপ্সা। বীপ্সা প্রয়োগের ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে-কিছু উৎপ্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। "ইহা নহে" এতাবৎ মাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা

তীতি যাবৎ। যৎ কিঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যতে তৎ সর্ব্বং ন ভবতীতি তদর্থঃ। পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে যদি নৈতৎ ব্রহ্ম কিমন্যদ্‌ব্রহ্ম ভবেদিতি জিজ্ঞাসা স্যাৎ বীপ্সায়ান্তু সত্যাং সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাদবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মেতি জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ। ইতশ্চৈষ এব নির্ণয়ো যতস্ততঃ প্রতিষেধাদ্ভূয়ো ব্রবীতি—অন্যৎ পরমস্তি ইতি। অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিমন্যৎ পরমস্তীতি ব্রূয়াৎ। তত্রৈষাঽক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রহ্মাদিশ্য তমেবাদেশং পুনর্নির্ব্বক্তি। নেতি নেতীত্যস্য কোঽর্থঃ। ন হ্যেতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তীতি। অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শয়তি 'অন্যতঃ আদেশঃ পরামৃশ্যতে তদাপি প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ন প্রতিপত্তব্যমপি তু তেন

ব্রহ্ম নহে; তবে কি অন্য কিছু ব্রহ্ম? এইরূপ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। আর বীপ্সা হইলে সমুদায় বিষয়ের ব্রহ্মত্ব নিষেধ হয়, তাহাতে অবিষয় প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতা নিশ্চিত হয়। নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই জিজ্ঞাসা ও সংশয় থাকে না। [তস্মাৎ...ব্রূয়াৎ] প্রদর্শিত যুক্তিতে সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে, শ্রুতি ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া কেবল ব্রহ্মকে অবশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ বস্তু আছেন, আর সকল নাই বা মিথ্যা। অন্য হেতুতেও ঐ নির্ণয় লব্ধ হয়। সে হেতু এই—শ্রুতি ঐ প্রতিষেধের পর অর্থাৎ "ইহা নহে ইহা নহে" এইরূপ নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন "যাবৎ নিষেধ্য ভিন্ন পরমাত্মা আছেন।" সমুদায় নিষেধযোগ্যের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা নিষেধের অযোগ্য, অথচ যাহা নিষেধসীমা, তাহাই ব্রহ্ম। নিষেধ করিতে করিতে যদি কিছু না থাকে, যদি সর্ব্বাভাবই অভিপ্রেত হয়, তবে, শ্রুতি "পরমস্তি" শব্দে কাহাকে বলিলেন? [তত্রৈষা...ইতি] এই ব্যাখ্যা অনুসারে সূত্রস্থ পদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি নেতি নেতি—ব্রহ্ম এরূপ সেরূপ নহে, এইরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—নেতি নেতি—এরূপ নহে। এরূপ নহে, এ কথার

পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি' ইতি। যদা পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যন্তে ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপাদেশনাদন্যৎ পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোঽস্তীতি তদা ততো ব্রবীতি চ ভূয় ইত্যেতন্নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্। অথ নামধেয়ং 'সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং ইতি হি ব্রবীতি' ইতি। তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জসম্ভবতি। অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং সত্যস্য সত্যমিত্যুচ্যেত। তস্মাদ্ ব্রহ্মাবসানোঽয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান ইত্যধ্যবস্যামঃ॥ ২২॥

প্রতিষেধেন ভাবরূপং ব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। কস্মাদিত্যত আহ—'ততো ব্রবীতি চ ভূয়' ইতি। যস্মাৎ প্রতিষেধস্য পরস্তাদপি ব্রবীতি। অথ ব্রহ্মণো নামধেয়ং নাম সত্যস্য সত্যমিতি তদ্ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ 'প্রাণা বৈ সত্যমি'তি। মাহারজনাদ্যুপমিতং লিঙ্গমুপলক্ষয়তি। তৎ খলু সত্যমিতরাপেক্ষয়া তস্যাপি পরং সত্যং ব্রহ্ম। তদেবং যতঃ প্রতিষেধস্য পরস্তাদ্‌ব্রবীতি তস্মান্ন প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ব্রহ্মাপি তু ভাবরূপমিতি। তদেবং পূর্ব্বস্মিন্ ব্যাখ্যানে নির্ব্বচনং ব্রবীতীতি ব্যাখ্যাতম্। অস্মিংস্তু সত্যস্য সত্যমিতি ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

অর্থ কি? অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বা ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নাই। সুতরাং নেতি নেতি বলা হইল। ঐ কথায়, নেতি নেতি কথায়, এমন অর্থ হয় না যে, তিনি স্বয়ং নাস্তি। তাহা বা সেই তাৎপর্য্যই ঐবাক্যে দর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ "অনিষিদ্ধ—নিষেধের অযোগ্য ব্রহ্ম আছেন।" [যদা...স্যামঃ] এরূপ যোজনাও (সূত্রার্থ) করিতে পার। যথা—"নেতি নেতি এই প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপদেশ (ব্রহ্মবিষয়ক) আর নাই। এই ব্যখ্যায় "ততোব্রবীতি চ ভূয়ঃ" এই সূত্রশেষকে নাম কথন অর্থে যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সেই জন্যই শ্রুতি তাঁহার তদর্থবোধক নাম সমূহ বলিয়াছেন। তদ্‌যথা—"ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণই সত্য (প্রাণ = ব্রহ্ম), তত্ত্বাবতের মধ্যে ব্রহ্মই সত্য" ইত্যাদি। নিষেধপক্ষ যদি ব্রহ্মে অবসান প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ নামকথন সঙ্গত হয়। সর্ব্বনিষেধ বা অভাববাদে, উহা সঙ্গত হয় না। যে নিষেধের চরমে অভাব, সে নিষেধ অভিপ্রেত হইলে "সত্যের সত্য" বলিবেন কেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবাবসান নহে।

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥*

যত্তৎপ্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম তদস্তি চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে। তদব্যক্তমনিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং সর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ আহ হ্যেবং শ্রুতিঃ 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। স এষ নেতি নেত্যাত্মা' অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি 'অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে' ইত্যেবমাদ্যা ॥ ২৩ ॥

অগ্রাহ্যত্বাৎ ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রং ব্যাচষ্টে যত্তৎপ্রতিষিদ্ধাদিতি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ত্বসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৈর্দ্দেবৈরিন্দ্রিয়ান্তরৈর্ন গৃহ্যত ইত্যন্বয়ঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চ ভিন্ন ব্রহ্ম আছেন। যদি থাকেন ত গৃহীত হন না কেন? জ্ঞানবিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন কিন্তু ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণ গ্রাহ্য। সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস-জ্ঞান-বিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"চক্ষুঃ তাঁহাকে গ্রহণ করে না, বাক্য তাঁহাকে বিষয় করে না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে গ্রহণ করে না। তপস্যার ও কর্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।" "আত্মা এরূপ নহে সেরূপ নহে।" "যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না সেই হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন।" "তাহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।" "যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্ব্বচনের অযোগ্য আত্মা—" ইত্যাদি। ইহাঁর অনুরূপা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—"তত্ত্বজ্ঞকর্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য্য।" ইত্যাদি।

* তদ্বৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং ন ত্বসত্ত্বাদিতি ভাবঃ য আহ ব্রবীতি ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরিতি শেষঃ।—প্রতিষেধ যোগ্যের প্রতিষেধ হয়, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সমুদায়ই প্রতিষেধ্য, যদি অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন তবে দৃষ্ট না হন কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য। সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয়পথে ব্যক্ত হন না।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥*

অপি চৈনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতিঃ

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্' ॥ ইতি।

তর্হি কদা গ্রাহ্যমিতি শঙ্কোত্তরং সূত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈনমিতি। বস্ত্বর্থ ইন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে অপি তু সংরাধনেন শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ। ভক্তিধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্মনশ্চিত্তে প্রকর্ষেণ নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং জপনমস্কারাদিরাদিশব্দার্থঃ। স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ। খানীন্দ্রিয়াণি। পরাঞ্চি অনাত্মগ্রাহকাণি কৃত্বা ব্যতৃণৎ নাশিতবান্। স হি তেষাং নাশে যদসমর্থগ্রাহিত্বয়া সর্জনং তস্মাৎ তেষাং তথাসৃষ্টত্বাৎ সর্ব্বো লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্যতি নান্তরাত্মানম্। কশ্চিত্তু

যোগীরাই সংরাধনকালে (আরাধনার সময়) এই অব্যক্ত ও নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান। এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম সংরাধনা ও আরাধনা। যদি বল, যোগীরা যে আরাধনা কালে তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, শ্রুতিপ্রমাণে ও স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে পরাগ্দর্শী অর্থাৎ অনাত্মদর্শী করিয়াই বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা (ইন্দ্রিয়েরা) অনাত্ম (বাহ্য)বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। সেই জন্য,

---

* সংরাধনমারাধনমিত্যনর্থান্তরম্। আরাধনকালে এনমাত্মানং পশ্যন্তি যোগিন ইতি পূরণীয়ম্। স আত্মা ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসৈব গৃহ্যতে ন ত্বিন্দ্রিয়ৈঃ। এতচ্চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বিজ্ঞায়তে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।—এই নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। শ্রুতির ও স্মৃতির দ্বারা জানা যায় যে, ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্রচিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি চৈবমাদ্যা। স্মৃতিরপি—

"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্।" ইতি

চৈবমাদ্যা। নন্বু সংরাধ্যসংরাধকভাবাভ্যুপগমাৎ পরাপরাত্মনোরন্যত্বং স্যাদিতি। নেত্যুচ্যতে॥ ২৪॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥ ২৫॥*

ধীরো ধীমানাবৃত্তচক্ষুর্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশ্যতি মোক্ষার্থীত্যর্থঃ। ততঃ কর্ম্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষেণ ধ্যায়ংস্তং নিষ্কলং পশ্যতীত্যর্থঃ। বিনিদ্রা বিতমস্কাঃ। তত্র হেতুর্জ্জিতশ্বাসত্বং প্রাণায়ামনিষ্ঠত্বম্। যুঞ্জানা ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা। ইতি রত্নপ্রভা।

কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী) তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে দেখিতে পান।" "কামনা বর্জ্জন পুরঃসর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্ম্মলা হয়), তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হওয়ার নাম জ্ঞানপ্রসাদ)। যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট ও ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে দর্শন করেন।" ইত্যাদি। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—"শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়ামতৎপর তমোগুণবর্জ্জিত সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার।" "যোগীরাই সেই সনাতন ভগবান্‌কে অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।" ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য আরাধক ভাব (সেব্য-সেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কি-না। সূত্রকার তদুত্তরার্থ বলিতেছেন না, হয় না——

* যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে ন স্বত এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাঽপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধৌ ভিদ্যতে ন স্বতঃ। অস্য চাঽবৈশেষ্যং একরসত্বমভ্যাসাৎ অত্বমস্যাদিশাস্ত্রান্নিশ্চীয়ত ইতি

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োঽঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে ন চ স্বাভাবিকীমবিশেষাত্মতাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ স্বতস্ত্বৈকাত্ম্যমেব। তথা হি বেদান্তেষ্বভ্যাসেনাসকৃজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্য

যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে ন স্বত এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধৌ ভিদ্যতে স্বতস্ত্বস্যাবৈশেষ্যমেকসত্বমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাসাদিতি সূত্রযোজনা। ইতি রত্নপ্রভা।

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করকা (বর্ষোপল) ও জল প্রভৃতি উপাধিতে ও সে সকলের প্রচলনাদিক্রিয়ারূপ উপাধিতে সবিশেষের ন্যায় (সবিশেষ = বিভিন্নাকার) দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্য্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ, এই আত্মাও উপাধি অনুসারে সেই সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে অভ্যাস-(অভ্যাস = পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে) জীবাত্মপরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্যা নিবারিত

যোজনা।—আরাধ্য-আরাধক-ভাব মান্য করিলেই যে জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হয় না। প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা সেইরূপ চিত্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন। বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরস। তাঁহার একরসত্ব তত্ত্বমসি শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

* অত ইতি। ভেদস্যাবিদ্যকত্বাদভেদস্য স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ। জীবোঽনন্তেন ব্যাপিনা পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পূরণীয়ম্। লিঙ্গং জ্ঞাপকং ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপম্।—যেহেতু ভেদ আবিদ্যক—অবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিদ্যাবিনাশের পর অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় একত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপ্তি রূপ ফল শুনা যায়, তাহাতে ভেদের ঔপাধিকত্ব ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে)।

বিদ্যয়াঽবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং 'স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥*

তস্মিন্নেব সংরাধ্যসংরাধকভাবে মতান্তরমুপন্যস্যতি স্বমত-বিশুদ্ধয়ে। ক্বচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে 'ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-

জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ ঔপাধিক এবেত্যাহ সূত্র-কারঃ। অতোঽনন্তেনেতি। ইতি রত্নপ্রভা।

'অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিরূপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং তেন বিষয়ভেদা-দ্ভেদাভেদয়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্ব্বদোপলব্ধেরবিরোধঃ। বিরুদ্ধ-

হইলেই সে অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক শাস্ত্র এই—"যে এই পরব্রহ্মকে জানে সে পরব্রহ্ম হয়।" "উপাসক জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হলেন।" ইত্যাদি। (ব্রহ্মত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল, সুতরাং সে এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল)।

স্বমত পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধক ভাব বিষয়ে অন্য এক মত উত্থাপিত হইতেছে। কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা কথন আছে। যথা—"ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।" এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্ত্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যপদেশ দেখা যায় এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য-ভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়ম্য-নিয়ামক-ভাব দেখাইয়া তদুভয়ের ভিন্নতা বলিয়াছেন। তদ্‌যথা—"উপাসক সেই দিব্য

* উভয়ব্যপদেশাদ্ধেতোঃ সর্পকুণ্ডলিন্যায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ। যথা সর্পত্বেনাভেদঃ কুণ্ডলাখ্যস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিত্বেন ভেদঃ, এবং জীবস্যাব্রহ্মত্বেনাভেদোজীবত্বেন চ ভেদ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়—সেই হেতু অহিকুণ্ডলের অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সর্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহা কুণ্ডলাকারাদি অবস্থা ভেদ অনুসারে ভিন্ন। (কুণ্ডল=বলয়াকার অবস্থা। ভিন্ন=নানা। সর্প, কুণ্ডলী, ইত্যাদি)। এইরূপ জীবও ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা।

দ্রষ্টব্যত্বেন চ। 'পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং' ইতি গন্তৃ-গন্তব্যত্বেন। 'যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরোযময়তি' ইতি নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্যত্বেন চ। ক্বচিত্তু তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে—'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ' ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথাঽহিরিত্যভেদঃ কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদ এবমিহাপীতি ॥ ২৭ ॥

গিতি হি নঃ ক্ব সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে। আগমতশ্চ প্রমাণাদেকগোচরাবপি ভেদাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহতঃ সবিতৃপ্রকাশয়োরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণাদ্ভেদাভেদাবিতি। প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়োরবিরোধমাহ।

পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" "যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন অথবা নিয়মের অধীন রাখিয়াছেন" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, শ্রুত্যন্তরে, অভেদ কথনও আছে। যথা—"তিনিই তুমি" "আমি ব্রহ্মই" "ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের অন্তরে—" "এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত (অমর বা মুক্ত)।" [তত্রৈব…হাপীতি] শাস্ত্রে ঐ দ্বিবিধ প্রকার ব্যপদেশ (কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মায় ভেদ, আবার অন্যান্য শাস্ত্রে অভেদ, এই দ্বিপ্রকার উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী শ্রুতি আলম্বনশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ত্ব (যাথার্থ্য) অহিকুণ্ডলের অনুরূপ হইতে পারে। যেমন সর্পত্বপ্রকারে অভেদ, একই, আর কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উদ্গতমুখত্ব প্রকারে ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন; তেমনি, জীবও ব্রহ্মত্বপ্রকারে অভিন্ন কিন্তু জীবত্বপ্রকারে ভিন্ন। (কুণ্ডলাকার=বলয়াকার অবস্থা। আভোগ=ফণা। প্রাংশুত্ব=দীর্ঘ-দণ্ডাকার অবস্থা। ফলিতার্থ—অবস্থা ভেদে ভিন্ন; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন। একই সর্প অবস্থা ভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়)।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদ্দেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্নাবুভাবপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবত এবমিহাপীতি ॥২৮॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ২৯ ॥†

যথা বা পূর্ব্বমুপন্যস্তং প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি তথৈবৈ তদ্ভবিতুমর্হতি। তথা হ্যবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধস্য বিদ্যয়া মোক্ষ

তদেবং পরমতমুপন্যস্য স্বমতমাহ—

ময়মভিসন্ধিঃ।—যস্য মতং বস্তুনোঽহিত্বেনাভেদঃ কুণ্ডলত্বেন ভেদ ইতি স এবং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে কিমহিত্বকুণ্ডলত্বে বস্তুনো ভিন্নে উতাভিন্নে ইতি। যদি ভিন্নে অহিত্বকুণ্ডলত্বে, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং ন তু বস্তুনস্তাভ্যাং ভেদাভেদৌ। ন হ্যন্যভেদাভেদাভ্যামন্যদ্ভিন্নমভিন্নং বা ভবিতুমর্হতি। অতি-

---

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে। যেমন সূর্য্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্ত্বে সমান, অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীবপরমাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আস্পদ হয়।

অথবা, ইতিপূর্ব্বে যে "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং" সূত্র বলা হইয়াছে, তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণ বা ফলিতার্থ—বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্যই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব যদি

---

* যদ্বা সূর্য্যপ্রকাশয়োরেকতেজস্ত্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মনোরূপ্যৌকৈনৈবাত্মত্বধর্ম্মেণ ভেদাভেদৌ শ্রুতিবলাৎ স্বীক্রিয়েতে ইতি যোজনা।—যেমন একমাত্র তেজোরূপ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য্য ও আলোক) গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আত্মত্ব ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) শ্রুতিবলে স্বীকৃত হইতে পারে।

† সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ। পূর্ব্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাশাকাশাদয়ঃ স্বরূপেণৈকরূপা উপাধিভিস্তু বিভিন্নরূপা এবমাত্মা স্বরূপেণৈকরূপ উপাধিভিস্তু জীবাদ্যনেকরূপ ইতি নির্গলিতার্থঃ।—কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কথন ও শাস্ত্রান্তরে ভেদ কথন থাকায় সেই বিসম্বাদ ভঞ্জনার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার। অর্থাৎ প্রকাশাদির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও পার। যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ অভিন্ন (জীব ও পরম এক) পরন্তু বুদ্ধ্যাদিযোগে ভিন্ন। (জীব অন্য ও পরমাত্মা অন্য)।

উপপদ্যতে। যদি পুনঃ পরমার্থত এব বদ্ধঃ কশ্চিদাত্মাঽহি-কুণ্ডলন্যায়েন বা পরস্যাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়েনৈবৈকদেশভূতোঽভ্যুপগম্যেত, ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য তিরস্কর্তুমশক্যত্বান্মোক্ষশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন চাত্রোভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যবদ্ব্যপদিশতি। অভেদমেব হি প্রতিপাদ্যত্বেন নির্দ্দিশতি ভেদন্তু পূর্ব্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্যর্থান্তরবিবক্ষয়া। তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসঙ্গাৎ। অথ বস্তুনো ন ভিদ্যেতে অহিত্বকুণ্ডলত্বে তথা সতি কো ভেদাভেদয়োর্ব্বিষয়ভেদস্তয়োর্ব্বস্তুনোঽনন্যত্বেনাভেদাৎ। ন চৈকবিষয়ত্বেঽপি সদানুভূয়মানত্বাদ্ভেদাভেদয়োরবিরোধঃ। স্বরূপবিরুদ্ধয়োরপ্যবিরোধে ক নাম বিরোধো ব্যবতিষ্ঠেত। ন চ সদানুভূয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুমর্হতি। দেহাত্মভাবস্যাপি সর্ব্বদানুভূয়মানস্য ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদস্মাভিঃ প্রথমসূত্র ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদনাদ্যবিদ্যাবিক্রীড়িতমেবৈকস্যাত্মনো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ। তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তাবপবর্গসিদ্ধিঃ। তাত্ত্বিকত্বে ত্বস্য ন জ্ঞানান্নিবৃত্তিসম্ভবঃ। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদন্যদপবর্গসাধনমস্তি। যথাহ শ্রুতিঃ—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে'তি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

সত্য সত্যই বদ্ধস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার অবস্থা বিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাশ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে পারে। কিন্তু তদুভয় পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না। বন্ধনের তিরস্কার (মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। (মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য)। শ্রুতি ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন সত্য; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই। (তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ। একের তাদৃশ দ্বৈরূপ্য অবশ্যই যুক্তিবিরুদ্ধ) শ্রুতি অভেদকেই প্রতিপাদ্যরূপে বলিয়াছেন। ভেদ লোকসিদ্ধ, সুতরাং অন্য এক উদ্দেশে তাহার অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। অতএব, প্রকাশের ন্যায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত। (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ একরূপ, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ। জীবপরমাত্মার ভেদাভেদ ইহারই অনুরূপ)।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥*

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তো যৎকারণং পরস্মাদাত্মনোঽন্যৎ চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যেবমাদি। 'অথাত আদেশো নেতি নেতি। তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং' ইতি চ। ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকরণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩০ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥†

যদেতন্নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতমত্রাস্মাৎ পরমন্য-

(ব্রহ্মমাত্র পরিশেষে হেত্বন্তরমাহ প্রতীতি। প্রতিষেধাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষঃ।)

যদ্যপি শ্রুতিপ্রাচুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং নাস্তীত্যবধারিতং তথাপি

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু "ইহাঁ হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই" এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন নাই বলিয়াছেন। "অনন্তর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (অনাদি), অনপর (অনন্ত), অনন্তর (অপরিচ্ছিন্ন) ও অবাহ্য অর্থাৎ একরস।" এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধের সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

পরমাত্মা হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধ থাকায় সংশয়িত। অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত নহে। (ইহা পূর্ব্ব-

---

* নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশাস্ত্রাদপ্যভেদবাদঃ সাধীয়ানিতি সূত্রার্থঃ।—"ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবভাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকাতে অভেদ পক্ষই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক।

† পুনঃ পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্। অতঃ অস্মাৎ পরমাত্মনঃ পরং অন্যৎ তত্ত্বং জীবাখ্যমস্তীতি সেতুব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগন্তব্যমিতি।—পরমাত্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধশূন্য নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি সেতু প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তত্ত্বনিশ্চয় করাতে পরমাত্মাতিরিক্ত তত্ত্বের (জীবের) পৃথক্ অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়াছেন।

ত্ত্বমস্তি নাস্তীতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কানিচিদ্বা-ক্যান্যাপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোঽপি পরমন্যৎ তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেষাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ ক্রিয়তে। পরমতো ব্রহ্মণোঽন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ, ভেদব্যপদেশাচ্চ। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ 'অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ' ইত্যাত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্ত্তয়তি। সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে মৃদ্দার্ব্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ। ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি লৌকিকসেতোরিবাত্মসেতোরন্যস্য বস্তুনোঽস্তিত্বং গময়তি। 'সেতুং তীর্ত্বা' ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং সেতুং তীর্ত্বা জাঙ্গলমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মানং

সেত্বাদিশ্রুতীনামাপাততস্তদ্বিরোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাধানার্থমযমারম্ভঃ। "জাঙ্গলং" স্থলম্। প্রকাশবদনন্তবজ্জ্যোতিষ্মদায়তনবদিতি 'পাদাঃ ব্রহ্মণশ্চত্বারস্তেষাং পাদানামর্দ্ধাস্তষ্টৌ শফাঃ।' তেঽষ্টাবস্য ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশফং ব্রহ্ম। ষোড়শ কলাঽস্যেতি ষোড়শকলম্। তদ্যথা প্রাচীপ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা অবয়বা ইব কলাঃ স প্রকাশনামা প্রথমঃ পাদঃ। এতদুপাসনায়াং প্রকাশবান্ মুখ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ। অথাপরা পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ

পক্ষ)। কোন কোন শ্রুতির শ্রবণমাত্রে প্রতীতি হয় সে সকল শ্রুতি যেন ব্রহ্মভিন্ন তত্ত্ব (জীব) আছে বলিতেছে। তৎপরিশোধনার্থ বা সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ এতৎ সূত্রের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তত্ত্বান্তর আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীব পদার্থ আছে। [কুতঃ···দেশাচ্চ] কেন-না, শ্রুতিতে সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ ও ভেদের ব্যপদেশ (উল্লেখ) দেখা যায়। [সেতু···গম্যতে] সেতুর ব্যপদেশ যথা—"যিনি আত্মা, তিনিই লোকমর্য্যাদা বিধায়ক সেতু।" এই শ্রুতি আত্মশব্দে ব্রহ্মকে বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। লোক সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদি-

সেতুং তীর্ত্বাঽনাত্মানমসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে। উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি 'তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলং' ইতি। যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছিন্নং কার্ষাপণাদি ততোঽন্যদ্বস্ত্বস্তীতি প্রসিদ্ধং তথা ব্রহ্মণোঽপ্যুন্মানাৎ ততোঽন্যেন বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে। তথা সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি 'সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' 'শারীর

সমুদ্র ইতি। তস্রঃ কলা এষ দ্বিতীয়ঃ পাদোঽনন্তবান্নাম সোঽয়মনন্তবত্বেন গুণেনোপাস্যমানোঽনন্তত্বমুপাসকস্যাবহতীত্যনন্তবান্ পাদঃ। অথাগ্নিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি চতস্রঃ কলাঃ স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদস্তৃতীয়স্তদুপাসনাজ্জ্যোতিষ্মান্ ভবতীতি জ্যোতিষ্মান্ পাদঃ। অথ ঘ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ কলা-

রচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে। প্রদর্শিতস্থলে শ্রুতি আত্মাকে সেতু বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু এবং তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে। শ্রুতিতে "সেতুং তীর্ত্বা—সেতু উত্তীর্ণ হইয়া" এরূপ প্রয়োগও আছে। লোক সকল যদ্রূপ লৌকিক সেতু অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল) প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, সাধকও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনাত্মপদার্থ প্রাপ্ত হয়। [উন্মান… গম্যতে] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মানের ব্যপদেশও দেখা যায়। (উন্মান= পরিমিত প্রমাণ)। যথা—"সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়শ কলাত্মক।" * লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা ঈয়ৎ সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সে সকল ছাড়া যে অন্য বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কথনের দ্বারা প্রতীত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লব্ধ হইতে পারে। [তথা…গম্যতে]

---

* চারিটী দিক্ চারিটী কলা (অংশ)। ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব্ (স্বর্গলোক) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার অনন্তবান্ নামক পাদ। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, এই চারিটী কলা এবং ইহা তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নামক পাদ। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্ ও ঘ্রাণ, ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার আয়তনবান্ নামক পাদ। ব্রহ্ম এইরূপে চতুষ্পাদ। চারি পাদের অর্দ্ধেকে অর্দ্ধেকে ৮ আটটী শফ অর্থাৎ ক্ষুর। কোন্ পদার্থকে শফ বলা হইয়াছে তাহা উপনিষদ দেখিলে প্রতীত হইবে। ভামতী দেখুন, উপনিষদবাক্যের একাংশ পাইবেন। প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পদার্থে এক একটী শফ। এরূপ শফ-কল্পনা উপাসনার প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পাদে ৪টী কলা, তদনুসারে চতুষ্পাদে ১৬ কলা।

আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ' ইতি চ। অমিতানাঞ্চ মিতেন সম্বন্ধোদৃষ্টো যথা নরাণাং নগরেণ। জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধং ব্যপদিশতি সুষুপ্তৌ। অতস্ততঃ পরমন্যদমিতমস্তীতি গম্যতে। ভেদব্যপদেশশ্চৈনমর্থং গময়তি। তথাহি 'অথ য এষোঽন্ত-রাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে' ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য ততোভেদেনাঽক্ষ্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি 'অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি। অতিদেশঞ্চাস্যামুনা রূপাদিষু করোতি 'তস্যৈতস্য যদ্রূপং তদেব রূপং যদমুষ্যরূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম' ইতি। সাবধিকঞ্চেশ্বরত্বমুভয়োর্ব্ব্যপদিশতি 'যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তে-ষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' ইত্যেকস্য। 'যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো

শ্চতুর্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম। এতে ঘ্রাণাদয়োহি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তন-মাশ্রিত্য ভোগসাধনং ভবন্তীত্যায়তনবান্নাম পাদঃ। তদেবং চতুষ্পাদ্ব্রহ্মাষ্ট-শফং ষোড়শকলমূর্ন্নিষিতং শ্রুত্যা। অতস্ততোব্রহ্মণঃ পরমন্যদস্তি। স্যাদেতৎ। অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যতামেতাবদিত্যত আহ—"অমিতমস্তীতি" প্রমাণ-

এতদ্ভিন্ন, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে। যথা—"হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! সেই সময়ে জীব সৎসম্পন্ন হয়।" (সৎ=ব্রহ্ম, সম্পত্তি=তদ্ভাবপ্রাপ্তি) "তখন এই শারীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিষক্ত হয়। সেই কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক জ্ঞেয় জানে না।" যেমন নরের সহিত নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল শ্রুতিতে অপরিমিতের সহিত পরি-মিতের (ব্রহ্ম অপরিমিত, জীব পরিমিত) সম্বন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি যখন সুষুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এমন এক পদার্থ (জীব) আছে? [ভেদ…প্রতিপদ্যতে] শ্রুতিতে যে ভেদব্যপ-দেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থের বোধক। ভেদব্যপদেশ যথা—"আদিত্যের অন্তরে ঐ যে হিরণ্ময়-পুরুষ দেখা যায়—" এইরূপে শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ—" ইত্যাদি। তাহার পরে শ্রুতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ করিয়াছেন।

লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ' ইত্যেকস্য। যথেদং মাগধস্য রাজ্যমিদং বৈদেহস্যেতি। এবমেতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে॥ ৩১ ॥

সামান্যাত্তু ॥ ৩২ ॥*

তুশব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরুণদ্ধি। ন ব্রহ্মণোঽন্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিতুমর্হতি প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যন্যস্যাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ

সিদ্ধং ন হেতাবদিত্যর্থঃ। ভেদব্যপদেশশ্চ ত্রিঃপ্রকারঃ। আধারতশ্চাতিদেশতশ্চাবধিতশ্চ।

জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বঞ্চ সেতুসামান্যম্। যথা হি তন্তবঃ পটং বিধারয়ন্তি তদুপাদানত্বাদেবং ব্রহ্মাপি জগদ্বিধারয়তি তদুপাদকত্বাৎ।

যথা—"এই চাক্ষুষ-পুরুষের সেইরূপ রূপ। আদিত্য-পুরুষের যে রূপ, অক্ষি-পুরুষেরও সেই রূপ। আদিত্য-পুরুষের যে গেষ্ণ, অক্ষি-পুরুষেরও সেই গেষ্ণ। আদিত্য পুরুষের যে নাম, অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম।" ইত্যাদি। শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের এবং নেত্রাধার ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বলিয়াছেন, অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা বলেন নাই। যথা—"সেই লোকের উপর যে দেবভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা।" "যাহা তাহা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নিয়ন্তা।" লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণন করে, যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজের, ইত্যাদি; তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য তত্ত্বও আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পঠিত হয়—(ঐ সেত্বাদি ব্যপদেশ সামান্যতঃ অর্থাৎ গৌণ; মুখ্য নহে।)

প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ—যাহা দেখান বা বলা হইল—তাহা তু-শব্দের দ্বারা বিদূরিত করা যাইতেছে। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কিছুই

---

* সেতুসামান্যাৎ সেতুব্যপদেশ ইতি যোজনা। জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যম্।—শ্রুতিতে সেতুব্যপদেশ অর্থাৎ আত্মার যে সেতুশব্দের প্রয়োগ—তাহা কোন

প্রমাণমুপলভামহে। সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য জন্মাদি ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্ধারিতমনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বস্তিত্বমবকল্পতে। নন্নু সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তীত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে 'সেতুরাত্মেতি হ্যাহ ন পুনস্ততঃ পরমস্তি' ইতি। তত্র পরস্মিন্নসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি পরং কিমপি কল্প্যেত। ন চৈতন্ন্যায্যম্। ইঠো

তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকং ব্রহ্ম। ইতরথাঽতিচপলস্থূলবলবৎকল্লোলমালাকলিলোজলনিধিরিলাপরিমণ্ডলমবগিলেৎ। বড়বানলোবা বিস্ফূর্জ্জিতজ্বালাজটিলো-

---

ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে পাই না। ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়, এবং যাহা যাহা জন্মে তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (ঘট যেমন মৃত্তিকার অনতিরিক্ত), ইহা অবধারিত। [ন চ···কল্পতে] ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ অর্থাৎ নিত্যবস্তু অসম্ভব। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ-ই ছিল" এই অবধারণ ও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয় [নন্নু···কল্পনা] বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের সূচক, যেরূপে সূচক, অনুমাপক, তাহা বলা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছি, তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্বের অনুমাপক নহে। সেতুব্যপদেশ (সেতুরূপকে ব্রহ্ম কথন) ব্রহ্মবহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। "ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুস্বরূপ, তাহার পর অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই।" এই শ্রুত্যন্তর তাহার পোষক প্রমাণ। পর অর্থাৎ বস্ত্বন্তর না থাকিলে সেতুত্ব কল্পনা হয় না, তদ-

---

এক সেতুভাবমাত্র অবলম্বনে, ইহা বুঝিতে হইবে।' সারার্থ এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতুর মত মর্য্যাদাবিধারক (সীমাসংস্থাপক)।

হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা। অপি চ সেতুব্যপদেশাত্মনো লৌকিক সেতুনিদর্শনেন সেতুবাহ্যবস্তুত্বাং প্রসঞ্জয়তা মৃদ্দারুময়তাপি প্রাসঞ্জ্যেত। ন চ তন্ন্যায্যমজত্বাদিশ্রুতিবিরোধাৎ। সেতুসামান্যাত্তু সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি শ্লিষ্যতে জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যমাত্মনঃ। অতঃ সেতুরিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা স্তূয়তে। সেতুং তীর্ত্বেত্যপি তরতেরতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্নোত্যর্থ এব বর্ত্ততে। যথা ব্যাকরণং তীর্ণ ইতি প্রাপ্ত ইত্যুচ্যতে নাতিক্রান্তস্তদ্বৎ॥ ৩২॥

জগদ্ভস্মসাদ্ভাবয়েৎ। পবনঃ প্রচণ্ডোবাহ্যকাণ্ডমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিঘটয়েদিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে' ইত্যাদিকা।

সুরোধে অন্য কিছুর বাস্তবত্ব কল্পনা করিবে, তাহা অন্যায্য। অপ্রসিদ্ধ কল্পনা হঠ অর্থাৎ বলপ্রকাশ মাত্র। [অপিচ...স্তূয়তে] সেতুব্যপদেশ আছে, তাহা দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্যবস্তুবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই লোকে বুঝে, সেতুভিন্ন স্থলান্তর আছে; সুতরাং সেতু-শব্দ সেতু বহিঃস্থ পদার্থের বোধক। যদি এরূপ বল,) তবে, তৎসঙ্গে ইহাও বল বা কল্পনা কর যে, আত্মাও মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময়। (সর্ব্বাংশে সমান বলিতে গেলে কাযেই ঐরূপ বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে)। পরন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। তাহাতে "আত্মা অনাদি অজর অমর" এই শ্রুতির বিরোধ আছে। অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সেতুসামান্য অর্থাৎ কোন এক সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই হইয়াছে। জগৎ ও তদন্তর্গত মর্য্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে, সেই কারণে তিনি সেতু। অর্থাৎ তিনি জগৎ বিধারণে সেতুর মত। আত্মা সেতুর ন্যায় বিধারক ও মর্য্যাদারক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রস্তাবিত পরমাত্মার স্তব করিয়াছেন মাত্র, বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। [সেতুং...তদ্বৎ] "সেতুং তীর্ত্বা—সেই আত্ম সেতু উত্তরণ করিয়া" এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে, এ স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অসম্ভাবিত। কাযেই প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য্য। ব্যাকরণ উত্তীর্ণ, এ প্রয়োগে যেমন তৃধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, আত্মসেতুং তীর্ত্বা, এ প্রয়োগেও তৃধাতুর প্রাপ্ত্যর্থ স্বীকার কর।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥*

যদপ্যুক্তমুন্মানব্যপদেশাদস্তি পরমিতি তত্রাভিধীয়তে। উন্মানব্যপদেশোঽপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি। বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্যাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্যবিকারেঽনন্তে ব্রহ্মণি সর্বৈঃ পুম্ভিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুং মন্দমধ্যোত্তমবুদ্ধিত্বাৎ পুংসামিতি। পাদবৎ। যথা মনআকাশয়োরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োরাম্নাতয়োশ্চত্বারো বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চা-

---

মনসোব্রহ্মপ্রতীকস্য সমারোপিতব্রহ্মভাবস্য বাগ্‌ঘ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি চত্বারঃ পাদাঃ। মনোহি বক্তব্যঘ্রাতব্যদ্রষ্টব্যশ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ সঞ্চরতীতি সঞ্চরণসাধারণতয়া মনসঃ পাদাস্তদিদমধ্যাত্মম্। আকাশস্য ব্রহ্মপ্রতীকস্যাগ্নির্বায়ুরাদিত্যোদিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ। তে হি ব্যাপিনো নভস উদর ইব গোঃ পাদা বিলগ্না উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ। তদিদমধিদৈবতম্।

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় পৃথক্ পরমাত্মা থাকা প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন ব্রহ্মভিন্নের প্রতিপাদক নহে। তাহার কথন জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্য; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতিপাদক। [চতু···মিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোষড়কল, † ব্রহ্মে এতদ্রূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত; তাঁহাতে ঐরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারঘটিত অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ ঘটিত। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্ব্বিকার অসীম ব্রহ্মে ঐ রূপ পরিমিত জ্ঞান স্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। [পাদবৎ···দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ

---

* বুদ্ধ্যর্থঃ জ্ঞানার্থঃ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। যথা লৌকিকে কার্ষাপণাদৌ পাদবিভাগো দৃশ্যতে, এবমিহাপি।—পরিমাণব্যপদেশ বস্তুপ্রতিপাদক নহে। তাহা কেবল উপাসনার্থ অথবা সুখবোধার্থ জানিবে।

† ইহা এক প্রকার উপাসনার বিবরণ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে. পরেও বলা হইবেক। আরণ্যক শ্রুতিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে।

গ্যাদয়ঃ আকাশসম্বন্ধিন আধ্যানায়, তদ্বৎ। অথবা পাদবদিতি যথা কার্ষাপণে পাদবিভাগো ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে। ন হি সকলেনৈব কার্ষাপণেন সর্ব্বদা সর্ব্বে জনা ব্যবহর্ত্তুমীশতেঽক্রয়বিক্রয়পরিমাণানিয়মাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥*

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যপদেশয়োঃ পরিহারোঽভিধীয়তে।

তদনেন পাদবদিতি বৈদিকং নিদর্শনং ব্যাখ্যায় লৌকিকঞ্চেদং নিদর্শনমিত্যাহ—"অথ বা পাদবদিতি"। "তদ্বৎ" ইতি। ইহাপি মন্দবুদ্ধীনামাধ্যানব্যবহারায়েত্যর্থঃ।

বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ব্বিশেষবিজ্ঞানস্যোপা-

(আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদৈব প্রতীক আকাশ। প্রতীক=আলম্বন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত তদুভয়ের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, এই চারিটী মনের এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, এই চারিটী আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শফ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্ষাপণ প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমাধমমধ্যম উপাসকের) ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণ-বিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল সময়ে কার্ষাপণ লইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই কারণে, কার্ষাপণের পাদ কল্পনা (পাদ=৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে; সেইরূপ, সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণ ও মনন করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের জন্য ঐ সকল কল্পনা প্রদিষ্ট হইয়াছে।

এই সূত্রে অন্য দুইটী ব্যপদেশের পরিহার দেখান হইয়াছে। (সম্বন্ধব্যপদেশের ও ভেদব্যপদেশের)। বলিয়াছিলে যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধের ও ভেদের

---

* স্থানং উপাধির্বুদ্ধ্যাদিঃ। বিশেষোভেদঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যুক্তসম্বন্ধভেদাবুপচারেণ সঙ্গচ্ছাত ইতি শেষঃ। প্রকাশাদিবদিতি যথা সৌরালোকাদেরঙ্গুল্যাদ্যুপাধিনা ভিন্নস্যোপাধিযোগেন সম্বন্ধোপচারস্তথাঽচক্ষুষোঃ স্থানয়োর্ভেদাৎ হিরণ্ময়পুরুষাদিভেদকল্পনেত্যর্থঃ।—স্থানবিশেষ অর্থাৎ উপাধিভেদ-অনুসারে সৌরালোকাদির ভেদ ও সম্বন্ধকল্পনার ন্যায় একের সম্বন্ধ ও ভেদ কল্পনা উপচারক্রমে সঙ্গত হইতে পারে।

যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি। তদপ্যসৎ। যত একস্যাঽপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশাবুপপদ্যেতে। সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যোপাধ্যুপশমে য উপশমঃ স পরমাত্মনা সম্বদ্ধ ইত্যুপাধ্যপেক্ষয়োপচর্য্যতে ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়ৈবোপচর্য্যতে ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া। প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্। যথৈকস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য চান্দ্রমসস্য বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্যোপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবত্যুপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা

ধ্যুপশমেঽভিভবে সুষুপ্তাবস্থানমিতি। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ত্রিবিধো ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়েতি। যথা সৌধজালমার্গনিবেশিনঃ সবিতৃভাসো জালমার্গোপাধিভেদাদ্ভিন্না ভাসন্তে তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলেনৈকীভবন্ত্যত-

উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ। কেননা, এক বস্তুর স্থান-বিশেষ অনুসারে ঐরূপ (ভেদ ও সম্বন্ধ) ব্যপদেশ হইতে দেখা যায়। [সম্বন্ধ···পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শন বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধ্যাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান) জন্মে, সুতরাং সে সকল উপাধির অভাবে একাদ্বৈতই অবশিষ্ট হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে, যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধ্যাদিস্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং তাঁহার সহিত বুদ্ধ্যাদির যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক। অর্থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ। অপিচ, সে ব্যপদেশ বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পরিমিত পদার্থ ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপপ্রায়। [তথা...ন্তুবৎ] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুসারী সুতরাং ঔপচারিক। ফলতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক। যেমন একই সৌরালোক অথবা চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি বিগমে তাহা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়, সেস্থলে যেমন সে সকলের সে সম্বন্ধ ও

বা স্মৃত্যাকাশাদিষূপাধ্যপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভবতস্তদ্বৎ ॥ ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥*

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এব সম্বন্ধো নান্যাদৃশঃ। যথা স্বমপীতো ভবতি, ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি। স্বরূপস্য চানপায়িত্বাৎ ন নরনগরন্যায়েন সম্বন্ধো ঘটতে। উপাধিকৃতস্বরূপতিরোভাবাত্তু 'স্বমপীতো ভবতি' ইত্যুপপদ্যতে। তথা ভেদোঽপি নান্যাদৃশঃ সম্ভবতি বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ববিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকস্যাপ্যাকাশস্য স্থানকৃতং

স্তেন সম্বন্ধ্যন্ত ইব এবমিহাপীতি। স্যাদেতৎ। একীভাবঃ কস্মাদিহ সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে ন মুখ্য এবেত্যেতৎ সত্রেণ পরিহরতি।

স্বমপীত ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ব্রূতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধস্তেন স্পৃষ্টস্ততঃ স্বাভাবিকস্তাদাত্ম্যান্নাতিরিচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। তথা ভেদোঽপি ত্রিবিধো নান্যাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ।

সে ভিন্নতা সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষয়ক সম্বন্ধ ও ভেদও উপাধিযোগে পরিকল্পিত।

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্য কোনরূপ মুখ্য (সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। "সুষুপ্তিকালে আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অনশ্বর। অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জীবপরমাত্মায় ঘটনা হয় না। উপাধির দ্বারা স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকায় "আপনাতে অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন" এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। [তথা...ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে। কেননা, তাহা একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকাশের স্থানকৃত

* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ। বস্তুদ্বয়াসত্ত্বাৎ। ভেদোঽপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিতি নিষ্কর্ষঃ।—সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। কেন-না, গৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিলভ্য। বস্তুদ্বয় না থাকায় মুখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ ও মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না।

ভেদব্যপদেশমুপপাদয়তি 'যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ' 'যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ' ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥*

এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতূনুন্মথ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং হেত্বন্তরেণোপসংহরতি। তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বন্তরমস্তীতি গম্যতে। তথা হি 'স এবাধস্তাদহমেবাধস্তাদাত্মৈবাধস্তাৎ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বম্। নেহ

সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্।

স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবস্য সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যুজ্যতে ন মুখ্যঃ সংযো-

---

ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—"এই যে পুরুষের বহির্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ" ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন হয়।

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্থ সেত্বাদি ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমাধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেত্বন্তর আহরণপূর্ব্বক স্বমতের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট বস্তু নাই বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—"তিনিই নিম্নে, আমিও নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই নিম্নে। ব্রহ্ম তাহার দূরে যান—যে এ সমুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে"। "এ সমস্তই ব্রহ্ম।" "এ সমস্তই আত্মা।" "এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই"। "এমন কিছুই নাই—যাহা তাঁহা হইতে পর।" "সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ), অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু নাই।" ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত; সুতরাং অন্য কোনরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের

---

* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নস্য বস্ত্বন্তরস্য প্রতিষেধাৎ পরমার্থসত্ত্বনিবারণাৎ।—পরপক্ষীয় মতের উত্থাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যার দোষ দেখান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, শ্রুতিতে বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব নিষেধও আছে। বস্ত্বন্তরের প্রতিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অনস্তিত্ব জানা যায়।

নানাঽস্তি কিঞ্চন। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ। তদেতদ্‌-ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্' ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্রকরণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তরং বারয়ন্তি। সর্ব্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোঽন্তরোঽন্য আত্মাঽস্তীত্যবগম্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেনাঽন্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি তন্ন সিধ্যেৎ। সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষ্বঙ্গীক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ। তথান্য-

গাদিঃ। বস্তুদ্বয়াসত্ত্বাৎ। তথা ভেদোঽপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ব্রহ্মাদ্বৈতসিদ্ধাবপি ন সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বব্যাপিতা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণা স্বরূপেণ রূপবত্ত্বং সিধ্যতীত্যত আহ—"অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন" পরহেতু-

অন্যপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, "তিনিই সকলের অন্তরে—" এই সর্ব্বান্তর-শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মান্তর নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্য কিছু নাই।

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস ও বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই দুএর দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না। সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত্মার পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। কেননা, সেতুপ্রভৃতি তদাত্মক। অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ। [তথা...গম্যতে] বস্ত্বন্তরের নিষেধ

*অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্ত্বন্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বসিদ্ধির্ভবতীতি শেষঃ। আয়ামশব্দাদিভ্যোঽপি। আয়ামো ব্যাপ্তিবাচী শব্দঃ। আদিশব্দাৎ নিত্যাদিগ্রহঃ।—কথিত যুক্তিদের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাচী শব্দের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্বও সিদ্ধ হয়;

প্রতিষেধেহপ্যসতি, বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবর্ত্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত। সর্ব্বগতত্বঞ্চাম্নায়ামশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ। 'যাবান্ বাঽয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ' 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানাকাশাৎ' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্' ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়াঃ সর্ব্বগতত্বমাত্মনোঽববোধয়ন্তি ॥ ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥*

তস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাঽব-

নিরাকরণেনান্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপন্যাসেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্ব্বোঽয়মনির্ব্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান ইতি সর্ব্বস্য ব্রহ্মসম্বন্ধাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বগতমিতি সিদ্ধম্।

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্। স্যাদেতৎ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ কুত ঈশ্বরত্বং কুতশ্চ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—"তস্যৈব ব্রহ্মণোব্যব-

---

না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবর্ত্তিত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয়; সুতরাং পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা ঘটনা হয়। এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিতা অবগত হওয়া যায়। [আয়াম…বোধয়ন্তি] আয়ামশব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচী শব্দ (সর্ব্বগতত্ববোধক বাক্য)। যথা—"এই আকাশ যদ্রূপ, এই হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তদ্রূপ" (হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ = আত্মা)। "ইনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "দিব্ (আকাশ পর্য্যায়িক অন্তরিক্ষ) অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড়।" "নিত্য সর্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় (যুক্তি) আত্মার সর্ব্বব্যাপিতা বোধ করায়।

ব্রহ্মের আর একটী ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশি-

---

* অতঃ অস্মাৎ ঈশ্বরাৎ ফলং জীবানাং কর্ম্মানুরূপোভোগো ভবতি। স্বর্গাদিকং বিশিষ্টদেশকালকর্ম্মাভিজ্ঞদাতৃকং কর্ম্মফলত্বাৎ সেবাফলবদিত্যুপপত্তিস্তস্মাৎ।—ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ যুক্তিবলে পাওয়া যায়।

য়াময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে। যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্র-ং কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তূনাং, কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবত্যাহোস্বিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে, ফলমতঃ ঈশ্বরাদ্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। উপপত্তেঃ। স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষণবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্। অভাবাৎ ভাবানুৎ-

---

হারিক্যা"মিতি। নাস্য পারমার্থিকং রূপমাশ্রিত্যৈতচ্চিন্ত্যতে কিন্তু সাম্ব্যবহারিকম্। এতচ্চ 'তপসা চীয়তে ব্রহ্মে'তি ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরুপপাদিতম্। ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহুঃ—

'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বর্গপদাস্পদম্'॥ ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রং মনুষ্যভোগ্যম্। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ফলমত ঈশ্বরাৎ কর্ম্মভিরারাধিতাদ্ভবিতুমর্হতি। অথ কর্ম্মণ এব ফলং কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিনঃ" প্রত্যক্ষবিনাশিন

তব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম্য এবং ইহার নিয়ন্তা ঈশ্বর। এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগে ব্রহ্মের অন্য একটী স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ব্যামিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব্ববিদিত। এই সর্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্ম্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয়? না তাহা ঈশ্বর হইতে সম্ভূত হয়? কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা? কি ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা? এরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায়, জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি···মুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল তাঁহা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ); সুতরাং অভাবগ্রস্ত কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত।

পত্তেঃ। স্যাদেতৎ। কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎসুখং দুঃখং বাত্মনা ভুজ্যতে তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ। অথোচ্যেত

ইতি। চোদয়তি—"স্যাদেতৎ কর্ম্ম বিনশ্য"দিতি। উপাত্তমপি ফলং ভোক্তু-মযোগ্যত্বাদ্বা কর্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধাদ্বা ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তদপি ন পরিশুধ্যতী"তি। ন হি স্বর্গ আত্মানং লভতামিত্যধিকারিণঃ কাময়ন্তে কিন্তু ভোগ্যোঽস্মাকং ভবত্বিতি। তেন যাদৃশমেভিঃ কাম্যতে তাদৃশস্য ফলত্ব-মিতি ভোগ্যত্বমেব সৎ ফলমিতি। ন চ তাদৃশং কর্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং সদপি স্বরূপেণ। অপি চ স্বর্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিষয়েণানু-ভবেন ভোগাপবনাম্নাঽবশ্যং ভবিতব্যম্। তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভূয়মানে শশশৃঙ্গবন্ন স্ত ইতি নিশ্চীয়তে। চোদয়তি—"অথোচ্যেত মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং

কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে। [স্যাদেতৎ···লৌকিকাঃ] যদি বল, এমন হইতেও ত পারে যে, কর্ম্ম আপন অবস্থানকালের মধ্যে অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে। অর্থাৎ ঐ কথা নির্দ্দোষ নহে। কেননা, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাবৎ তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না। যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সর্ব্ববিদিত। আত্মার সহিত অসম্বদ্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে না, করিতে পারেও না। [অথো···ক্ষয়াৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব হইতে ফলের জন্ম হয় (কর্ম্ম আত্মায় অপূর্ব্বনামক শক্তি জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও উপপন্ন হয় না। অপূর্ব্ব অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি=ফলদানে উন্মুখ হওয়া। তাহা ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব) অপিচ, তাদৃশ অপূর্ব্বের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণ ক্ষীণ অর্থাৎ তাহা কার্য্যকর হয় না। (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ

মাভূৎ, কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাদ্ভবেদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন। ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্ষয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং তর্হি। শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪০ ॥†

ফলোৎপাদঃ কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাদ্ভবে"দিতি। পরিহরতি। "তদপি নে"তি। যদ্যদচেতনং তত্তৎ সর্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ত্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যামবধারিতম্। তস্মাদপূর্ব্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্ত্তিতব্যং নান্যথেত্যর্থঃ। ন চাপূর্ব্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ—"তদস্তিত্বে চে"তি।

"অন্নাদঃ" অন্নপ্রদঃ। সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—

স্বর্গজন্মায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়া স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত)। কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাঁহার দ্বারা কর্ম্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমাণ দুর্ব্বল (দুর্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়।)

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্প্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য লব্ধ হয়। শ্রুতি—"সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।

---

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্য ফলহেতুত্বমপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্য ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোঽপূর্ব্বস্য বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রচেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপর্য্যম্।—কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনির্নাম মুনিরতএব শ্রুতেরুপপত্তেশ্চৈব হেতোর্ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি বলেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ 'স্বর্গকামো

শ্রুতিমাহ—"শ্রূয়তে তাব"দিতি। নমু স্বর্গকামো যজেতেত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ ফলং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথা হি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া ন তদতিরিক্তা ভাবনা তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্ব্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বভাবা অবগম্যন্ত ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধুমর্হন্তি। অথাপি তদতিরেকিণী ভাবনাঽস্তি তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং পূর্ব্বাবগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি ভাব্যতয়া স্বীকর্ত্তুমর্হতি। ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যদ্বয়সম্বন্ধসম্ভবঃ। বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুষপ্রযত্নস্য ভাবনায়াঃ সাক্ষাদ্ধাত্বর্থ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদিস্তস্য তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গাদেস্তু নামপদাভিধেয়তয়া সিদ্ধরূপস্যাখ্যাতবাচ্যং সাধ্যং ধাত্বর্থং প্রতি ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যত ইতি ন্যায়াৎ সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—'দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ' ইতি। তথা চ কর্ম্মণো যাগাদের্দুঃখত্বেন পুরুষেণাসমীহিতত্বাৎ সমীহিতস্য চ স্বর্গাদেরসাধ্যত্বান্ন যাগাদয়ঃ পুরুষস্যোপকুর্ব্বন্ত্যনুপকারিণাঞ্চৈষাং ন পুরুষ ঈষ্টে 'অনীশানশ্চ ন তেষু সম্ভবত্যধিকারী'-ত্যধিকারাভাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কৃৎস্নস্যৈবাম্নায়স্য নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গনিত্যসুখময়ব্রহ্মজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেণ। তথা হি—সর্ব্বত্রৈবাম্নায়ে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভেদস্য প্রবিলয়োগম্যতে যথা স্বর্গকামো যজেতেতি শরীরাত্মভাবপ্রবিলয়ঃ। ইহ খল্বাপাততোদেহাতিরিক্ত আমুষ্মিকফলোপভোগসমর্থোঽধিকারী গম্যতে। তত্রাধিকারগ্যোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাদসতোঽপি প্রতীয়মানস্য বিচারাসহস্যোপায়তামাত্রেণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাবপ্রবিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে। গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাততোঽধিকৃতাধিকারাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলয়ঃ। নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব প্রবৃত্তিনিষেধেন বিধিবাক্যানি চান্যানি সাংগ্রহণ্যা যজেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি ন সাংগ্রহণ্যাদিপ্রবৃত্তিপরাণ্যপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষেধার্থানি। যথা বিষং ভুঙ্ক্ষ্ব মাঽস্য গৃহে ভুঙ্ক্থা ইতি। তথা চ রাগাদ্যাক্ষিপ্তপ্রবৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্য শাস্ত্রত্বমপ্যুপপদ্যতে রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশদ্বারেণ প্রবৃত্তিমনুজানতো রাগসম্বর্দ্ধনাদশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি

পূর্ব্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। তিনিও ধর্ম্মের ফলদাতৃত্বে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপন্যস্ত করেন। ধর্ম্ম ফলদাতা, এ অর্থ "স্বর্গকামী যাগ করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে

যজেত' ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু। তত্র চ বিধিশ্রুতের্ব্বিষয়-ভাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে। অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত। তত্রাস্যোপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। নন্বন্বক্ষবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি

প্রণিধানমাদধৎ শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ। তস্মাৎ কর্ম্মফলসম্বন্ধস্যাপ্রামাণিকত্বাদনাদিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাদেব কর্ম্মানপেক্ষাদ্বিচিত্রফলোৎপত্তিরিতি। কথং তর্হি বিধিঃ কিমত্র কথং প্রবর্ত্তনামাত্রত্বাদ্বিধেস্তস্য চাধিকারমন্তরেণাপ্যুপপত্তেঃ। ন হি যোঽয়ং প্রবর্ত্তয়তি স সর্ব্বোঽধিকৃতমপেক্ষতে। পবনাদেঃ প্রবর্ত্তকস্য তদনপেক্ষত্বাদিতি শঙ্কামপাচিকীর্ষুরাহ—"তত্র চ বিধিশ্রুতের্ব্বিষয়ভাবোপগমাদ্যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে" ইতি। "অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত" ইতি চ। অয়মভিসন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধিঃ। যথোক্তং, তস্য জ্ঞানমুপদেশ ইতি। উপদেশশ্চ নিযোজ্যপ্রয়োজনে কর্ম্মণি লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। তদ্যথারোগ্যকামো জীর্ণে ভুঞ্জীত। এষ সুপন্থা গচ্ছতু ভবাননেনেতি। ন ত্বাজ্ঞাদিরিব নিয়োক্তৃপ্রয়োজনস্তত্রাভিপ্রায়স্য প্রবর্ত্তকত্বাৎ তস্য চাপৌরুষেয়েঽসম্ভবাৎ। অস্য চোপদেশস্য নিযোজ্যপ্রয়োজনব্যাপারবিষয়ত্বমনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতানুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিরুপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্। তথা চ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিষু স্বর্গকামাদেঃ সমীহিতোপায়া গম্যন্তে যাগাদয়ঃ। ইতরথা তু ন সাধয়িতারমনুগচ্ছেয়ুঃ। তদুক্তমৃষিণা 'অসাধকন্তু তাদর্থ্যা'দিতি। অনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রবর্ত্তনামাত্রার্থত্বে যজেতেত্যাদীনামসাধকং কর্ম্ম যাগাদি স্যাৎ সাধয়িতারং নাধিগচ্ছেদিত্যর্থঃ। ন চৈতে সাক্ষাদ্ভাবনাভাব্যা অপি কর্ত্রপেক্ষিতসাধনতাবিধ্যুপহিতমর্যাদা ভাবনোদ্দেশ্যা ভবিতুমর্হন্তি। যেন পুংসামনুপকারকাঃ সন্তোনাধিকারভাজোভবেয়ুঃ। দুঃখত্বেন কর্ম্মণাং চেতনসমীহানাস্পদত্বাৎ। স্বর্গাদীনাস্তু ভাবনাপূর্ব্বরূপকামনোপধানাচ্চ। প্রীত্যাত্মকত্বাচ্চ। নামপদাভিধেয়ানামপি

শ্রুত আছে। [তত্র…স্যাৎ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করিবেক এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়, যাগই স্বর্গের উৎপাদক। ঐবাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত হইত না এবং যাগ অনুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ ব্যর্থ হইত (কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ)। [নন্বন্বক্ষ…প্রকারেণ] বলিতে পার, কর্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, যাহা থাকে

পরিত্যক্তোঽয়ং পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথাঽয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি। অতঃ কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাঽপূর্ব্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে।

পুরুষবিশেষাণামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতেঃ ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্য ফলসাধ্যত্বস্য সমপ্রধানত্বাভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রস্য চ যাগাদিসাধ্যত্বস্য করণেঽপ্যবিরোধাৎ। অন্যথা সর্ব্বত্র তদুচ্ছেদাৎ পরশ্বাদেরপি ছিদাদিষু তথাভাবাৎ ফলস্য সাক্ষাদ্ভাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোঽপি তদুদ্দেশ্যতয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাৎ স্বর্গসাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেরধিকার ইতি সিদ্ধম্। ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিযাগবিধয়ঃ পরিসঙ্খ্যায়কা নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি। ন চাধিকারাভাবে দেহাত্মপ্রবিলয়ো বাধিকারিভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপাদয়িতুম্। আপাততঃ প্রতিভানে চাস্য তৎপরত্বমেব নার্থায়াতপরত্বং স্বরসতঃ প্রতীয়মানেঽর্থে বাক্যস্য তাদর্থ্যে সম্ভবতি ন সম্পাতায়াতপরত্বমুচিতম্। ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ। তস্য স্বর্গাদ্যুপায়শাসনেঽপি শাস্ত্রত্বোপপত্তেঃ। পুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং সরাগবীতরাগপুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বেন সর্ব্বপারিষদতয়া ন তত্ত্বব্যাঘাতঃ। তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি সিদ্ধম্। "কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থে"তি। কর্ম্মণোঽবান্তরব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি—কর্ম্মণো হি ফলং প্রতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং তন্নির্ব্বাহয়িতুং তস্যৈবাবান্তরব্যাপারো ভবতি। ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসতীতি যুক্তম্। অসৎস্বপ্যাগ্নেয়াদিষু তদুৎপত্ত্যপূর্ব্বাণাং পরমাপূর্ব্বে জনয়িতব্যে তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। অসত্যপি

না কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে? (কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্য জন্মায় না, সুতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায় স্বর্গফল জন্মায় না।) অভাব ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতিপূর্ব্বে ত্যাগ করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। শ্রুতি যখন নির্দ্দোষ প্রমাণ, তখন যেরূপে কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং যাহাতে উহা উপপন্ন হয় তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্ত্তব্য। যখন দেখা যাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম্ম কোন এক অপূর্ব্ব (নূতন জিনিশ) না জন্মাইয়া

উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ। ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নম্। অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তেঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। তস্মাদ্ধর্ম্মাদেব ফলমিতি ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥*

বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে।

চ তৈলপানকর্ম্মণি তেন দেহপুষ্টৌ কর্ত্তব্যায়ামন্তরা তৈলপরিণামভেদানাং তদবান্তরব্যাপারত্বাং। তস্মাৎ কর্ম্মকার্য্যমপূর্ব্বং কর্ম্মণা ফলে কর্ত্তব্যে তদবান্তরব্যাপার ইতি যুক্তম্। যদা পুনঃ ফলোপজননান্যথানুপপত্ত্যা কিঞ্চিৎ কল্প্যতে তদা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাকল্প্যতাং নাম। "অবিচিত্রস্য কারণস্যেতি"। যদীশ্বরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ। কর্ম্মভির্ব্বা শুভাশুভৈঃ কার্য্যদ্বৈধোৎপাদে রাগাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ।

দৃষ্টানুসারিণী হি কল্পনা যুক্তা নান্যথা। ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডাদয়ঃ

কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান) করা উচিত যে অপূর্ব্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কর্ম্মের চরমাবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তার আত্মায় জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত থাকে। সেই অপূর্ব্ব পদার্থ ফলের জনক এবং সেই অপূর্ব্বকে হয় কৃতকর্ম্মের অবান্তর ব্যাপার বা সূক্ষ্ম চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূর্ব্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থা বলিতে পার। এ তথ্যও ভবদুক্ত প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে। [ঈশ্বরস্তু...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবিচিত্র অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হওয়া অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা এই দুই দোষ এবং কর্ম্মানুষ্ঠানেরও নিষ্প্রয়োজনতা আপত্তি হয়। অতএব, ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে।

পূর্ব্বপক্ষীর ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই

---

* তুঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন জৈমিনের্ম্মতং সাধ্বিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ। পূর্ব্বং পূর্ব্বোক্তমীশ্বরং ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্যতে। যতঃ শ্রুতৌ তস্যেশ্বরস্য কর্ম্মাদীনাং কারয়িতৃত্বেন হেতুত্বমুচ্যতে। অচেতনস্য কর্ম্মণঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ সর্ব্ববেদান্তেষ্বীশ্বরস্য জগদ্ধেতুত্বশ্রুতেশ্চ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণো জগদন্তঃপাতিফলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থঃ।—বাদরায়ণ মুনি মানেন,

কেবলাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাদ্বা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষস্তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্ত্যতে। কর্ম্মাপেক্ষাদপূর্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথাস্তু তথাঽস্তীশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কুতঃ। হেতুব্যপদেশাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরপি হি কারয়িতৃত্বেনেশ্বরো হেতুর্ব্ব্যপদিশ্যতে ফলস্য চ দাতৃত্বেন। 'এষ উহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উহ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীষতে' ইতি। স্মর্য্যতে চায়মর্থো ভগবদ্গীতাসু—

কুম্ভকারাদ্যনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভাদ্যারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎপবনাদিভিরপ্রযত্নপূর্ব্বৈর্ব্যভিচারস্তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিতুমুৎসহতে। ন চ চৈতন্যমাত্রং কর্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবিজ্ঞানশূন্যমুপযুজ্যতে যেন তদ্রক্ষিতক্ষেত্রজ্ঞমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুদ্ভাব্যেত। তস্মাৎ তত্তৎপ্রাসাদাট্টালগোপুরতোরণাদ্যুপজননিদর্শনসহস্রৈঃ সুপরিনিশ্চিতং যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কার্য্যারম্ভকত্বমিতি তথা চৈতন্যং দেবতায়া অসতি বাধকে শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধুমিত্যপি স্পষ্টং নিরটঙ্কি দেবতাধিকরণে। লৌকিকশ্চেশ্বরোদানপরিচরণপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিভিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাধিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুরূপমারাধকায় ফলং প্রযচ্ছতি বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্ব্বিরোধকায়াঽহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্। তদিহ কেবলং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূত ইতি

ফলের হেতু। সেই কারণে তিনি সূত্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কর্ম্মের ও অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [কর্ম্মাপেক্ষা···নিনীষতে ইতি] হয় কর্ম্মানুসারে, না হয় কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বানুসারে (অপূর্ব্ব = ধর্ম্মাধর্ম্ম) ঈশ্বরই* কর্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। কেননা, শ্রুতি ঈশ্বরকেই জীবের কর্ম্মের, কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ও ফলের কারয়িতা ও দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকর্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন তাহাকে অসৎ কর্ম্ম (গর্হিত কর্ম্ম) করান।" [স্মর্য্যতে···হিতান্ ইতি] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—

*পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলদাতা। কর্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে তিনি ফলপ্রদান করেন। কেবল কর্ম্ম ফল দিতে অসমর্থ। কেননা তাহা জড়।

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি॥
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে॥
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্"॥ ইতি
সর্ব্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে। তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কর্ম্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধাদেবমিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগোদেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রসূত ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমারাধনং রাজানমপ্রসাদ্য ফলায় কল্পতে। তস্মাদ্দৃষ্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরুৎপাদ্যতে। তথা চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরুপপত্তেঃ কৃতমপূর্ব্বেণ। এবমশুভেনাপি কর্ম্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোঽনিষ্টফলপ্রসবঃ। ন চ শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসুবানা দেবতা দ্বেষপক্ষপাতবতীতি যুজ্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্লন্নিগৃহ্লন্ বা পাপকারিণং ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা তদ্বদলৌকিকোঽপীশ্বরঃ। যথা চ পরমাপূর্ব্বে কর্ত্তব্যে উৎপত্ত্যপূর্ব্বাণামঙ্গাপূর্ব্বাণাঞ্চোপযোগ এবং প্রধানারাধনেঽঙ্গারাধনানামুৎপত্ত্যারাধনানাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যারাধন ইব তদমাত্যতৎপ্রণয়িজনারাধনানামিতি সর্ব্বং সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাদ্দৃষ্টাবিরোধেন দেবতারাধনাৎ ফলং ন ত্বপূর্ব্বাৎ কর্ম্মণো বা কেবলাদ্বিরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তশ্চ ব্যাখ্যাতঃ। যে পুনরন্তর্যামিব্যাপারায়াফলোৎপাদনায়া নিত্যত্বং সর্ব্বসাধারণ-

---

"যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়, আমি সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপন করাই), সেও সেই শ্রদ্ধায় অন্বিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য (প্রার্থিতবস্তু) লাভ করে।" [সর্ব্ব···প্রসজ্যন্তে] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতে সৃষ্টি হওয়ার ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্ম্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন সেই হেতুতেই তাঁহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফলদাতা হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকারে উন্মার্জ্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ন (কর্ম্ম) অনু-

সৃজতি। বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োঽপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদ-কৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ত্বমিতি মন্যমানা ভাষ্যকারীয়মধিকরণং দূষয়াম্বভূবুস্তেভ্যো ব্যবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সারে ফলবিধান করেন, এ রূপ হইলে আর ঐ দোষ হয় না। প্রযত্ন বা কর্ম্ম বিচিত্র, সুতরাং ফলও বিচিত্র। (এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে)।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ॥ ১ ॥*

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণস্তত্ত্বমিদানীন্তু প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্য্যতে। নন্বু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতম্, তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তাবতারঃ। ন হি কর্ম্মবহুত্ব-

---

পূর্ব্বেণ সঙ্গতিমাহ—"ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণ" ইতি। নিরুপাধিব্রহ্ম-তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মন্বান আক্ষিপতি—"নন্বু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মে"তি। সাবয়বস্য হ্যবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদাদ্ভিদ্যেরন্নিত্যবয়বা ব্রহ্মণোনিরাকৃতাঃ পূর্ব্বাপরাদীত্যনেন। ন চ নানাস্বভাবং ব্রহ্ম যতঃ স্বভাবভেদাদ্ভিন্নানি জ্ঞানানীত্যুক্তমেকরসমিতি। "ঘনং" কঠিনম্। নন্বেক-

---

জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান কি বিভিন্ন বিজ্ঞান তাহা বিচারিত হইবে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা? কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা? তাহা স্থিরীকৃত হইবে। [নন্বু…রূপত্বাচ্চ] যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারভেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব-ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞান-

---

* সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তৈঃ প্রতীয়ন্ত ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি। তৈস্তৈর্বিহিতান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অভিন্নান্যেবেতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ চোদনেতি। বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রযত্নোবা চোদনা। তদাদীনামবিশেষাৎ ঐক্যাদিত্যর্থঃ। আদিপদাৎ ফলসংযোগ রূপ-প্রগত্ন্যাদ্যা গ্রাহ্যাঃ। যথা জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণকপ্রাণবিদ্যা সর্ব্বশাখাস্বেকা তথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপি ফলসংযোগাদ্যবিশেষাদেকৈব। এবং সর্ব্বত্র।—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের নাম ভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও ধর্ম্মভেদ দেখা যায়। সেই কারণে সংশয় হয়, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটী পৃথক্ উপাসনা কথিত হইয়াছে। সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে। কারণ এই যে, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কথন নাই। সে সকল সর্ব্বত্র একই প্রকার। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

এবং ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি শক্যং বক্তুম্। ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্যথার্থোঽন্যথা-জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহূনি বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি তেষামেক-মভ্রান্তং ভ্রান্তানীতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে। নাপ্যস্য চোদনাদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে ব্রহ্মবিজ্ঞানস্যাচোদ-নালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভির্ব্রহ্মবাক্যৈ-র্ব্রহ্মবিজ্ঞানং জন্যত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ 'তত্তু সমন্বয়াৎ' [বে০অ০১। পা০ ১। সূ০৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদা-

---

মপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং যথা সোমশর্ম্মৈকোঽপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো ভ্রাতা ভর্ত্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপ ইত্যত উক্তম্ "একরূপত্বাচ্চ"। একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহূনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারাণীত্যুক্তম্। "অনেক-

---

ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কর্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্ত সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে। কেননা ব্রহ্ম এক ও একরূপ। [ন চৈক…বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না। বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্যপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত নহে। যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটী অভ্রান্ত, অবশিষ্ট ভ্রান্ত হইবে। তাদৃশ দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে। [তস্মাৎ…ইত্যত্র] সেই জন্য, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া অভেদ বা এক বলিতেও পার না। হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন নহে। তাহা 'কর' বলিলে করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা বস্তুমাত্র পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের বোধক), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। এ কথা আচার্য্য ব্যাস "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলিয়াছেন (দেখাইয়াছেন)। [তৎকথ…ত্যদোষঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি-

ভেদচিন্তামারভত ইতি। তদুচ্যতে। সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণাদি-বিষয়া চেয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ। অত্র হি কর্ম্ম-বদুপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ কর্ম্মবদেব চোপাসনানি দৃষ্টফলান্যদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ। তেম্বেষা চিন্তা সম্ভবতি কিং প্রতি-বেদান্তং বিজ্ঞানভেদ আহোস্বিৎ নেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষহেতু-বস্তাবদুপন্যস্যন্তে—নামস্তাবদ্ভেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং

রূপাণি"। রূপমাকারঃ। সমাধত্তে—"উচ্যতে। সগুণেতি"। তত্তদ্গুণোপা-ধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভেদা-দ্ভিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত উপপন্নোবিমর্শ ইত্যাহ—"তেম্বেষা চিন্তা"। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—"তত্রে"তি। "নামস্তাব"দিতি। অস্ত্যৈথষ জ্যোতিরেতেন সহস্র-দক্ষিণেন যজেতেতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং যজেতেতি সন্নিহিতজ্যোতি-ষ্টোমানুবাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্। উতৈতদ্গুণবিশিষ্টকর্ম্মান্তর-বিধানমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। জ্যোতিষ্টোমস্য প্রক্রান্তত্বাদ্যজেতেতি তদনুবাদাজ্জ্যোতিরিতি প্রাতিপদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যনুকৃষ্য কর্ম্মসামা-নাধিকরণ্যেন কর্ম্মনামব্যবস্থাপনাৎ কর্ম্মণশ্চানুবাদ্যত্বেন তত্ত্বস্য নাম্নোঽপি তথৈব ব্যবস্থাপনাৎ জ্যোতিঃশব্দস্য বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষেতি চ জ্যোতি-

জন্য এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক অর্থাৎ প্রাণাদি উপাসনাবিষয়ক। এরূপ বলিলে আর ঐ অসাঙ্গত্য দোষ হইবে না। [অত্র হি··নেতি] বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যদ্রূপ কর্ম্মের ভেদাভেদ (অমুক অমুক একত্রে এক প্রধান কর্ম্ম; এবং অমুক অমুক পৃথক্ কর্ম্ম, ইত্যাদি) বিচারিত হয়, তদ্রূপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া সুসম্ভব। কেননা, কর্ম্মের ন্যায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত হইয়াছে। কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোন উপাসনার ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক। আবার অন্য উপাসনার ফল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা ক্রমমুক্তি। (ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, তৎপরে মুক্তি। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি।) সেই জন্য, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা জ্ঞান লইয়া এই চিন্তা (বিচারারম্ভ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা উপা-সনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক। অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন। [তত্র··মাদি]

জ্যোতিরাদিষু। অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষ্ব-হ্ন্যদন্যন্নাম—তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কৌথুমকং কৌশীতকং শাট্যায়নমিত্যেবমাদি। তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মভেদস্য-

ষ্টোমে যোগদর্শনাৎ নাম্নৈকদেশেন চ নাম্নোপলক্ষণস্য লোকসিদ্ধত্বাৎ ভীমসেনোপলক্ষণভীমপদবৎ অথশব্দস্য চানন্তর্য্যার্থস্যাসম্বন্ধিত্বেঽনুপপত্তের্গুণবিশিষ্ট-কর্ম্মান্তরবিধেশ্চ গুণমাত্রবিধানস্য লাঘবাদ্দ্বাদশশতদক্ষিণায়াশ্চোৎপত্ত্যাশিষ্টতয়া সমশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতস্যৈব জ্যোতিষ্টোমস্য সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মনুবাদো ন তু কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূর্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্যাৎ। বিচ্ছিন্নন্তু তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূর্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞান্তরং প্রতীয়মানমন্যায়শ্চানেকার্থত্বমিতি ন্যায়াদুৎসর্গতোঽর্থান্তরার্থত্বাৎ পূর্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনত্ত্যপূর্ব্ববুদ্ধিঞ্চ প্রসূত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গামথ দেবায় বাজিনমিতি দেবশব্দাদ্দেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবস্যন্তি লৌকিকাঃ। তথা চোপরিষ্টাৎ যজেতেতি শ্রূয়মাণসম্বন্ধার্থপদব্যবায়াৎ তৎকর্ম্মবুদ্ধিমনাদধৎ তত্র গুণবিধানমাত্রাসমর্থং কর্ম্মান্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামনুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। ন হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেঽপি চ প্রথমং সংজ্ঞান্তরেণোল্লিখিতে যজিশব্দসামানাধিকরণ্যং কর্ম্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি ন তু সংজ্ঞান্তরোপজনিতাং ভেদধিয়মপনেতুমুৎসহতে। তথা চাথশব্দোঽধিকারার্থঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোতয়তি। এষশব্দশ্চাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোঽয়ং সংজ্ঞান্তরাদ্ভেদ ইতি। ভবতু সংজ্ঞান্তরাৎ কর্ম্মভেদঃ প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষ্বি"তি। যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রন্থে প্রযুজ্যত এবং

যে যে হেতুতে বিচারের পূর্ব্বপক্ষ দাঁড়ায় সে সকল হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। নাম একটী কর্ম্ম প্রভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, সোম, ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্তন্নামক বিভিন্ন কর্ম্মের বোধ জন্মায়। এইরূপ বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সে সকলও বিভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নাম ভেদ যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কৌথুমক, কৌশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি। [তথা…যোজয়িতব্যাঃ] পূর্ব্বতন্ত্রে "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" "সূর্য্যদেবতার

প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—'বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্'

জ্ঞানেহপি লৌকিকাঃ। ন চাস্তি বিশেষো যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে গৌণী ভবেৎ। প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানয়োরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তস্মাজ্জ্ঞানস্যাপি বাচিকী সমাখ্যা। তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসন্নিধৌ শ্রূয়মাণং সমাখ্যান্তরং তৎপ্রতীকমপি কর্ম্মণো ভেদকং তদা কৈব কথা শাখান্তরীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেহতৎপ্রতীকভূতসমাখ্যান্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি। তথা রূপভেদোহপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধো যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যোবাজিনমিত্যেবমাদিষু। ইদমাম্নায়তে—তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষেতি। অত্র হি দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধান্নুমিতোযাগো বিধীয়তে তদনন্তরঞ্চেদমাম্নায়তে—বাজিভ্যোবাজিনমিতি। অত্রেদং সন্দিহ্যতে। কিং পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনং গুণো বিধীয়তে, উত কর্ম্মান্তরং দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টমপূর্ব্বং বিধীয়ত ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টকর্ম্মান্তরবিধৌ বিধিগৌরবপ্রসঙ্গাৎ কর্ম্মান্তরাপূর্ব্বান্তরকল্পনা গৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কর্ম্মান্তরবিধানমপি তু পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবিধিঃ। ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষা গুণাবরোধাত্তত্র বাজিনমলব্ধাবকাশং কর্ম্মান্তরং গোচরয়তীতি যুক্তম্। উভয়োরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তেরামিক্ষাবাজিনয়োরুৎপত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং তৎ কথমনয়াবরুদ্ধং কর্ম্ম ন বাজিনং নিবিশেৎ। ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রৌত আমিক্ষাসম্বন্ধো বিশ্বেষাং দেবানাং যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাদ্বলবান্ ভবেদুভয়োরপি পদান্তরাপেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ। নো খলু বৈশ্বদেবীত্যুক্তে আমিক্ষাপদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্যামঃ। অস্তু বা শ্রৌতত্বং তথাপি বাজিভ্য ইতি পদং বাজমন্নমামিক্ষা তদেষামস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনোবিশ্বান্ দেবানুপলক্ষয়তি। যদ্যপি বিশ্বেদেবশব্দাদ্বাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চোদনা তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ। অন্যথাহৈর্থৈকত্বেন সূর্য্যাদিত্যপদয়োঃ সূর্য্যাদিত্যচর্ব্বোরেকদৈবত্যপ্রসঙ্গাৎ। তথাপি বাজিন্নিতীনেঃ সর্ব্বনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ সর্ব্বনামার্থত্বাদ্বিশ্বেষাং দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপদেন সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরঃসরা এবৈতে বাজিপদেনোপস্থাপ্যা ন তু সূর্য্যাদিত্যপদবৎ স্বতন্ত্রাস্তথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব দেবতামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দান্তরাদ্দেবতাভেদঃ। ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপজীবনেন বিশ্বেভ্যোবাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে কিন্তু তয়া সহ সমুচ্চীয়ত ইতি ন কর্ম্মান্তরমপি তু বাক্যাভ্যাং দ্রব্যযুক্তমেকং কর্ম্ম বিধীয়ত ইতি প্রাপ্ত

উদ্দেশে বাজী (ছানার জল)" ইত্যাদিবিধ রূপভেদ দৃষ্টে কর্ম্মভেদ স্বীকৃত

ইত্যেবমাদিষু। অস্তি চাত্র রূপভেদঃ। তদ্যথা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি। অপরে পুনঃ পঞ্চৈব পঠন্তি। তথা প্রাণসংবাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনামনন্তি কেচিদধিকান্। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক

উচ্যতে। স্যাদেতদেবং যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্ধিতশ্রুত্যামিক্ষা নোচ্যেত। তদ্ধিতস্য ত্বস্যেতি সর্ব্বনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ বিশেষস্য সর্ব্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব তদ্ধিতস্যাপি বৃত্তিঃ। ন তু বিশ্বেষু দেবেষু ন তৎসম্বন্ধেনাপি তৎসম্বন্ধিমাত্রে। নন্বেবং সতি কস্মাদ্বৈশ্বদেবীশব্দমাত্রাদেব নামিক্ষাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিক্ষাপদমপেক্ষামহে। তদ্ধিতান্তস্য পদস্যাভিধানাপর্য্যবসানান্ন প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায় চাপেক্ষামহে। অবসিতাভিধানং হি পদং সমর্থমর্থধিয়মাধাতুমিদন্তু সন্নিহিতবিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষমাণং সন্নিধাপকমামিক্ষাপদমপেক্ষত ইতি কুত আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ কুতোবা তত্রানপেক্ষা। অতশ্চ সত্যামপি পদান্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদান্তরাপেক্ষমভিধত্তে তৎ প্রমাণভূতপ্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রৌতং বলীয়শ্চ। যত্তু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভিহিতপদার্থাবগমগম্যং তত্তচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যং দুর্ব্বলঞ্চেতি তদ্ধিতশ্রুত্যবগতামিক্ষালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সম্বন্ধি পূর্ব্বস্মাদ্ভিনত্তি। এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিক্ষা ন বাজিনদ্রব্যেণ সহ বিকল্পসমুচ্চয়ৌ প্রাপ্স্যতি। ন চাশ্বত্বে নিরূঢ়ত্বাদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং কথঞ্চিদ্যৌগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিশ্বেদেবশব্দাং দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিক্ষাদ্রব্যং প্রত্যুপসর্জ্জনীভূতামবগতামুপলক্ষয়িষ্যতি। প্রকৃতং হি সর্ব্বনামপদগোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জ্জনম্। প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনাগৌরবেঽভ্যুপেতব্য এব প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ। তস্মাদ্যথেহ পূর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবিনো গুণাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঃ ষড়গ্নিবিদ্যা ভিন্না এবং প্রাণসম্বাদেষু নাধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইতি। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক ইতি। তথাহি—কারীরীবাক্যান্যধীয়ানাস্তৈত্তিরীয়া ভূমৌ ভোজনমাচরন্তি নাচরন্ত্যন্যে। তথাগ্নিমধীয়ানাঃ কেচিদুপাধ্যায়স্যোদকুম্ভমাহরন্তি নাহরন্ত্যন্যে। তথাশ্বমেধমধীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্য ঘাসমানয়ন্তি নানয়ন্ত্যন্যে। কেচিত্ত্বাচরন্ত্যন্যমেব ধর্ম্মম্। ন চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভূমিভোজনাদিজনিতমুপকারমাকাঙ্ক্ষন্তি নাকাঙ্ক্ষন্তি চেতি যুজ্যতে। অতোঽবগম্যতে ভিন্নানি তাসু

হইয়াছে। বেদান্তেও তেমনি উপাসনার রূপভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন কোন শাখা পঞ্চাগ্নি উপাসনার অন্য এক ষষ্ঠ অগ্নি পাঠ করেন, আবার অন্য শাখা-

আশঙ্কিতঃ কারীর্য্যাদিষু। অস্তি চাত্র ধর্ম্মবিশেষো যথাথর্ব্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি। এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপি ভেদহেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যাঃ। তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি। এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। চোদনাদ্যবিশেষাৎ। আদিগ্রহণেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহা-

তাসু শাখাসু কর্ম্মাণীতি। অস্তু প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—"অস্তি চাত্রে"তি। অন্যেষাং শাখিনাং নাস্তীতি শেষঃ। "এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপী"তি।

ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না। তাঁহারা মাত্র পাঁচ অগ্নির উল্লেখ করেন। প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ = ইন্দ্রিয়) ন্যূন সংখ্যা, কেহ বা অধিক সংখ্যা কীর্ত্তন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্র ধর্ম্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদান্ত বিহিত উপাসনাতেও ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হইতে পারে। অধিক কি বলিব, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্ম্মভেদের (ঐ সকল ও পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে সে সকল গুলিই বেদান্তশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করিতেও পারা যায়। [তস্মাৎ...বিশেষাৎ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সকল এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন। (যে সম্বর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজসনেয়কে সে সম্বর্গ বিদ্যা নহে, তাহা এক পৃথক্ সম্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি) এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সকল সেই সেই বেদান্তে সেই সে-ই অর্থাৎ একই জানিবে। হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অভেদ (ঐক্য) দৃষ্ট হয়। [আদি...চোদনা] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখান্তরাধিকরণোক্ত * অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। মিলিতার্থ

* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত = পূর্ব্বমীমাংসার একটী বিচার। সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই—"একং বা সংযোগ রূপ চোদনা-সমাখ্যাঽবিশেষাৎ।" অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিভিন্ন শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্ম্ম। কেননা, ফলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধায়ক শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদান্তেও গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থিরীকৃত হয়।

ক্ষ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্মিন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেঽপি পুরুষপ্রযত্নস্তাদৃশ এব চোদ্যতে জুহুয়াদিতি এবং 'যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ' ইতি

সমিধো যজতীত্যাদিষু পঞ্চকৃত্বোঽভ্যস্তো যজতিশব্দঃ। তত্র কিমেকা কর্ম্মভাবনা কিং বা পঞ্চৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ধাত্বর্থানুবন্ধভেদ্যেন শব্দান্তরাধিকরণে ভাবনাভেদাভিধানাদ্ধাত্বর্থস্য চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ সমিধো যজতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কর্ম্মভাবনা বিপরিবর্ত্তমানোপরিতনৈর্ব্বাক্যৈরনূদ্যতে। ন চ প্রয়োজনভাবাদননুবাদঃ প্রমাণসিদ্ধস্যাপ্রয়োজনস্যাঽননুযোজ্যত্বাৎ কর্ম্মভাবনাভেদে চানেকাপূর্ব্বকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারমেকং কর্ম্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরস্পরানপেক্ষাণি হি সমিদাদিবাক্যানীতি সর্ব্বাণ্যেব প্রাথম্যার্হাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তেঃ ক্রমেণাধীতানীতি। ন ত্বয়মেষাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ। পরস্পরাপেক্ষাণামেকবাক্যত্বে হি প্রয়োজকঃ স্যাৎ তেন প্রাথম্যাভাবাৎ প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কস্য কোঽনুবাদঃ। কথঞ্চিদ্বিপরিবৃত্তিমাত্রস্যৌৎসর্গিকাপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনালক্ষণবিধিত্বাপবাদসামর্থ্যাভাবাৎ। গুণশ্রবণে হি গুণবিশিষ্টকর্ম্মবিধানে বিধিগৌরবভিয়া গুণমাত্রবিধানলাঘবায় কর্ম্মানুবাদাপেক্ষায়াং বিপরিবৃত্তেরুপকারো যথা দধ্না জুহোতীতি দধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্ত্যপেক্ষায়ামগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতস্য হোমস্য বিপরিবর্ত্তমানস্যানুবাদঃ। ন চাত্র গুণাদ্ভেদঃ সমিদাদিপদানাং কর্ম্মনামধেয়ানাং গুণবচনত্বাভাবাৎ। অগৃহ্যমাণবিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং কিং কর্ম্মানুবাদেন কস্য গুণবিধিত্বমিতি ন বিনিগম্যতে। ন চাপূর্ব্বং

এই যে সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য) হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (বেদভাগে) কথিত হইলেও তদুক্ত হোতৃ পুরুষের হোমপ্রযত্ন তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্ব্বত্রই জুহুয়াৎ শব্দে কথিত হইয়াছে, অন্য কোনরূপে কথিত হয় নাই, সুতরাং হোমপ্রযত্ন সর্ব্বত্র এক বা একরূপ), তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনা ও অন্য বেদান্তোক্ত চোদনার সহিত সমান সুতরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি-বেদান্তোক্ত "যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে" এই চোদনাই (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনা এক। অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া গণ্য।

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্যেব চোদনা। প্রয়োজন-সংযোগোঽপ্যবিশিষ্ট এব 'জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি' ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্য যদুত জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠাদি-গুণবিশেষণান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্যদেবতে যাগস্য রূপং এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানস্য। তেন হি তদ্রূপ্যতে। সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং

নাম জ্যোতিরাদিবদ্বিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং যতঃ পূর্ব্ববুদ্ধিবিচ্ছেদেন বিধীয়মানং কর্ম্ম পূর্ব্বস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্দ্যাৎ কিন্তু প্রথমত এব কর্ম্ম-সামানাধিকরণ্যেনাবগতাঃ সমিদাদয়স্তদ্বশাৎ কর্ম্মনামধেয়তাং প্রতিপদ্যমানা আখ্যাতস্যানুবাদত্বেঽনুবাদাবিধিত্বে বিধেয়া ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কস্যচিদীশতে। তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকর্ম্মবিধিপরত্বাৎ কর্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধভূতানি ভিন্দানো ভাবনাং ভিনত্তি যথা তথা শাখান্তরবিহিতা অপি বিদ্যাঃ শাখান্তর-বিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোঽভ্যাসো ভেৎস্যতীতি। অশক্তেশ্চ। ন হ্যেকঃ পুরুষঃ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াত্মিকামুপাসনামুপসংহর্ত্তুং শক্নোতি সর্ব্ববেদান্তাধ্যয়নাসাম-র্থ্যাৎ অনধীতার্থোপসংহারেঽধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং ভেদে তূপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেষাঞ্চিৎ শাখিনামোঙ্কার-সার্ব্বাত্ম্যকথনে সমাপ্তিঃ। কেষাঞ্চিদন্যত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অন্যার্থ-দর্শনাদপি। তথাহি—নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইত্যচীর্ণব্রতস্যাধ্যয়নাভাবদর্শনা-দুপাসনাভাবঃ। কচিদচীর্ণব্রতস্যাধ্যয়নদর্শনাদুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপাসনা ভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ। তদ্ব্যা-চষ্টে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সর্ব্ববেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিংস্তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। যান্যেকস্মিন্ বেদান্তে তান্যেব বেদান্তা-ন্তরেষ্বপীত্যর্থঃ। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাদিশব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্নঃ। স হি পুরুষস্য ব্যাপারঃ। তত্র

[প্রয়োজন…বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহারও ঐক্য আছে। যথা—"সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।" এ ফল উভয় বেদান্তে সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক অর্থাৎ অভিন্ন। উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে। যেমন যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা; তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূপও বিজ্ঞেয় (উপাস্য)। কেননা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হয়।

বিজ্ঞানানাম্। এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবৈশ্বানরবিদ্যাশাণ্ডিল্যবিদ্যেত্যেবমাদিষু যোজয়িতব্যম্। যে তু নামরূপাদয়ো ভেদহেত্বাভাসাস্তে প্রথম এব কাণ্ডে 'ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ' ইত্যারভ্য পরিহৃতা ইহাপি কশ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরিহরতি ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥*

খল্বয়ং হোমাদিধাত্বর্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ত্ততে। তস্য দেবতোদ্দেশেন ত্যাগস্যাসেচনাদিকস্যাবচ্ছেদ্যঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরে যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ববেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরেষ্বপীতি। এবং ফলসংযোগোঽপি জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠভবনলক্ষণঃ স এব। রূপমপি তদেব। যথা যাগস্য যদেকস্যাং শাখায়াং দ্রব্যদেবতা রূপং তদেব শাখান্তরেষ্বপীত্যেবং বেদনস্যাপি যদেকত্র প্রাণজ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখান্তরেষ্বপীতি। "কশ্চিদ্বিশেষ"মিতি। যুক্তং যদগ্নীষোমীয়স্যোৎপন্নস্য পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ধেঽপ্যভেদ ইতি। যথোৎপন্নস্য তস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। ইহ ত্বগ্নিরুৎপত্তিগত এব গুণভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষন্তমিমং বিশেষমভিপ্রেত্যাশঙ্কতে সূত্রকারঃ—

সমাখ্যাও (সমাখ্যা=নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক। বাজসনেয়ীরাও ঐ উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরাও উহাকে প্রাণোপাসনা বলে। এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয়, উপাসনা সকলের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা আছে। অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে সেই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে। [এবং...হরতি] পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সর্ব্বত্রই এতদনুসারে ব্যাখ্যা করিবে। নাম ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য; কিন্তু সে সকল যথার্থ হেতু নহে; হেতুর ন্যায় দেখায় মাত্র। সে সকল প্রকৃত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্ব্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীয় মীমাংসায় পরিহৃত হইয়াছে। সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের পরিহার প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার। আশঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সর্ব্ববেদান্তবিহি-

স্যাদেতৎ, সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদান্নোপপদ্যতে। তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রস্তুত্য ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি' ইত্যাদিনা। ছন্দোগাস্তু তং নামনন্তি পঞ্চসঙ্খ্যয়ৈব চোপসংহরন্তি 'অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ' ইতি। যেষাঞ্চ স গুণোঽস্তি যেষাঞ্চ নাস্তি তেষাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যেত। ন চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং পঞ্চসঙ্খ্যাবিরোধাৎ। তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদন্যাংশ্চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি ছন্দোগা আমনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমমপ্যাম-

"ভেদান্নেতি চে"দিতি। পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ। "ন একস্যামপীতি"। পঞ্চৈব সাম্পাদিকা অগ্নয়োবাজসনেয়িনামপি ছান্দোগ্যানামিব বিধীয়ন্তে। ষষ্ঠস্ত্বগ্নিঃ সম্পদ্ব্যতিরেকায়ানূদ্যতে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্যাং তূৎপত্তৌ গুণো বিধীয়ত ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছান্দোগ্যানামপি ষষ্ঠোঽগ্নিঃ পদ্যত

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, এ কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপাসনার প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে। নিদর্শন দেখ—বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী = যজুর্ব্বেদের অন্যতম শাখা) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রস্তাবে "সেই উপাসকের অগ্নিও অগ্নি" এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন। কিন্তু ছন্দোগগণ তাহা করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াই প্রস্তাব শেষ করেন। (ছন্দোগ = সামবেদের বিভাগ) যথা—"অনন্তর, যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাগ্নি জানে, উপাসনা করে—" ইত্যাদি। যখন এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অন্য শাখায় সে গুণের (অঙ্গের) উল্লেখ নাই; তখন কি প্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে? যাঁহাদের গুণোল্লেখ নাই তাঁহারা অন্য শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অগ্নিকে) গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হইবে। [তথা...ইতি] এইরূপ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ্য প্রাণ

তত্ত্বং একত্বমিতি যাবৎ নেতীতি ন বক্তব্যং যত একস্যামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কোগুণভেদো যুজ্যত ইতি সূত্রপদানাং ব্যাখ্যা।—গুণের অর্থাৎ উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বলিয়া সে সকলকে বিভিন্নোপাসনা বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও সে সকল গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে।

নন্তি 'রেতো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ' ইতি। আবাপোদ্বাপভেদাচ্চ বেদ্যভেদো ভবতি বেদ্যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিব যাগস্যেতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। যত একস্যামপি বিদ্যায়ামেবঞ্জাতীয়কো গুণভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্যাগ্নেরুপসংহারো ন সম্ভবতি তথাপি দ্যুপ্রভৃতীনাং পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতেঽপি চ ষষ্ঠোঽগ্নিশ্ছন্দোগৈঃ 'তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি' ইতি। বাজসনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চস্বগ্নিষনুবৃত্তায়াঃ সমিদ্-

---

এব। অথবা ভবতু বাজসনেয়িনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং মা চ ভূচ্ছান্দোগ্যানাং তথাপি পঞ্চত্বসঙ্খ্যায়া অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টত্বং সঙ্খ্যায়াঃ কিন্তুৎপন্নেষ্বগ্নিষু প্রচরশিষ্টা সঙ্খ্যাঽনূদ্যতে সাম্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্তুং তেন যেষামুৎপত্তিস্তেষাং

ছাড়া আরও চারিটী প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন। কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা ঐস্থলে পাঁচটীমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন। যথা— বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ। (রেতঃ শব্দে চরম ধাতু ও প্রজাপতি। যে উপাসক ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে প্রজাবান্ ও পশুমান হয়।) [আবাপো...পদ্যতে] যদি বল, যেমন দ্রব্যের ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন আবাপ উদ্বাপে * বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্যের ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যের ভেদে বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বক্তব্য—তাহা হয় না। অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু এই যে, অভিন্ন উপাসনায় ঐরূপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যদ্যপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্

---

* আবাপ=নিক্ষেপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটী গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ=প্রক্ষেপ। অর্থাৎ কোন একটী গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য=এ একটী যাগ, সে একটী যাগ, এতদ্রূপ ভিন্নতা। যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া গ্রাহ্য। দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।

মাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে 'তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিৎ' ইত্যাদি সমামনন্তি স নিত্যানুবাদঃ। অথাপ্যুপাসনার্থ এষ বাদস্তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্ত্তুম্। ন চাত্র পঞ্চসংখ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। সাম্পাদিকাগ্ন্যভিপ্রায়া হ্যেষা

প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানায়াশ্চ সঙ্খ্যায়া অনুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তের্ব্বিধীয়মানস্য চাধিকস্য ষোড়শিগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানভেদঃ।

প্রভৃতি অগ্নিপঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয়, উক্ত উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কথিত হইয়াছে। সে জন্য উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র যাগে ষোড়শী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলিয়া যে দুইটী অতিরাত্র যাগ হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটী, ইহা পূর্ব্বমীমাংসায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ বেদান্তেও এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত ঐক্যই হইবেক। ছন্দোগেরা (সামবেদাধ্যায়ীরা) আদৌ ষষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাঁহারাও স্থানান্তরে ষষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন। যথা—"জ্ঞাতিগণ এ লোক হইতে পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য লইয়া যায়।" যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা তদতিরিক্তের অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে সকল নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্ব্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যানবলে সম্পন্ন করিতে হয় তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্ত্তনে যে সমিধ্ ধূমাদির কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তির কারণ তাঁহারাও "তাহার অগ্নিই অগ্নি, সমিধই সমিধ" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিকাগ্নিই অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ সমিধই সমিধ অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এই যে, ষষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র, তাহা উপাসনাঙ্গ নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিপঞ্চকই উপাস্য। তাহা উভয়বেদে সমান, সুতরাং উক্ত উভয় বেদে একই পঞ্চাগ্নি-উপাসনা।) [অথা...দোষঃ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—উপাসনা প্রয়োজনে কথিত, সুতরাং তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এ কথা বলিতে পার না। বলিলেও সামবেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটীকে (ষষ্ঠাগ্নিরূপ অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা তাহাদের পঞ্চসংখ্যা বিরুদ্ধ কি-না সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি অভিপ্রায়ে অভিহিত। (দিব্ প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদন পূর্ব্বক

পঞ্চসঙ্খ্যা নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং প্রাণসম্বাদাদিষ্বপ্যধিকস্য গুণস্যেতরত্রোপসংহারো ন বিরুধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বেদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ কস্যচিদ্বেদ্যাংশস্যাবাপোদ্বাপয়োরপি ভূয়সোর্ব্বেদ্যবেদিত্রো-রভেদাবগমাৎ। তস্মাদৈকবিদ্যমেব ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধি-
কারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥*

উৎপত্তিশিষ্টত্বেঽসিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োঽপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নাস্তাসু তাসু শাখাস্বিতি।

তাহা অবিচাল্য করিতে হয় সে জন্য সে জ্ঞান সাম্পাদিক) সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য ; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। কাযেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং...মেব] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অন্যস্থানে উপসংহৃত হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত অধিক গুণ (অঙ্গ) অন্য বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয় সুতরাং সে অনুসারেও একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয়।

* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্য বেদাধ্যয়নস্য ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। আথর্ব্বণিকানাং বিহিতং শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্ত্বধ্যয়নাঙ্গমতস্তন্ন বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি কথয়ন্তি। অধিকারাচ্চ। অচীর্ণব্রতোমুণ্ডকং নাধীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতস্যৈব মুণ্ডকাধ্যয়নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তস্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং কিন্তু মুণ্ডকাধ্যয়নাঙ্গম্। সরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোমা আথর্ব্বণিকৈঃ স্বসূত্রে উদিত একোঽগ্নিরেকর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ স্তস্মিন্নগ্নৌ কার্য্যা ইতি নিয়ম্যন্তে তথেত্যর্থঃ।—বলিয়াছিলে যে, আথর্ব্বণিকদিগের শিরোব্রত আছে, অন্যের তাহা নাই, সেই জন্য শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ ব্রতটী মুণ্ডকাধ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা বেদব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত আছে। সেখানে ঐ ব্রতকে অধ্যয়নাঙ্গ বলা হইয়াছে। শিরোব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাঙ্গতা

যদপ্যুক্তমাথর্ব্বণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষণাদন্যেষাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। এতৎপ্রত্যুচ্যতে। স্বাধ্যায়স্যৈষ ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে। যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়নশব্দাচ্চ স্বোপনিষদধ্যয়নধর্ম্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে। ননু চ 'তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং

যৈরাথর্ব্বণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্যা তেষামেব শিরোব্রতপূর্ব্বাধ্যয়নপ্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রযচ্ছতি নান্যথা। অন্যেষান্তু ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব

বলিয়াছিলে যে, ঐ উপাসনায় আথর্ব্বণিক দিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্যের তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়, শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। কিসে জানিলায়, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে, (যেরূপ যেরূপ ব্রতাচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মুণ্ডকশ্রুত্যধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত অনুষ্ঠান না করে সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্বাক্যস্থ অধিকৃত বিষয়, এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, ঐ ব্রতটী আথর্ব্বণিক দিগের অথর্ব্বোপনিষদ অধ্যয়নের ধর্ম্ম, উপাসনার ধর্ম্ম নহে। [ননু চ…বিদ্যৈকত্বম্] যদি বল, "যাহারা এই শিরোব্রত

নিবারিত হয়। শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অন্যের নহে। তাহার দৃষ্টান্ত সব অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন সৌর্য্যাদি হোম আথর্ব্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ ব্রতটীও তাহাদের মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত (মুণ্ডক=অথর্ব্বদের উপনিষদ্)। ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনাঙ্গ নহে বলিয়া তাহা ভেদকারণও নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্' ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীর্য্যেতৈষ ধর্ম্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃতপরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষমিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্ম্মঃ। সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শননির্দ্দেশঃ। যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্ব্বণোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চাথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে তথায়মপি ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত। তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যা নাচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্যাথর্ব্বণগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎসম্বন্ধশ্চ বেদব্রতত্বেনেতি নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীত ইতি সমাম্নানাদবগম্যতে। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদিতি বিদ্যাসংযোগেঽপ্যেতামিতি প্রকৃতপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্নাঽধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়াঽথর্ব্ববিহিতৈব বিদ্যোচ্যত ইতি। সরা হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আথর্ব্বণিকানাং ত একস্মিন্নেবাথর্ব্বণিকেঽগ্নৌ ক্রিয়ন্তে ন ত্রেতায়ামতো বিদ্যৈকত্বম্।

বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা—" এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং সর্ব্ব শাখায় একই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত ধর্ম্মটী সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত। অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না। কেননা, ঐ শ্রুতির 'এতাং—এই' এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থবিশেষ সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্ম্মটী (শিরোব্রতাচরণ) গ্রন্থবিশেষ সম্পর্কীয়। সরবচ্চ তন্নিয়মঃ—সরের ন্যায় তাহা নিয়মিত, এই সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্য্যাদি (সৌর্য্য=সূর্য্যসম্বন্ধীয়) শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্য বেদোক্ত অগ্নিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্ব্বণিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্ব্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়ন বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্ম্মটী তদধিকারেই নিয়মিত। অতএব, বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত।

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥*

দর্শয়তি চ বেদোঽপি বিদ্যৈকত্বং সর্ব্ববেদান্তেষু বৈদ্যৈকত্বোপদেশাৎ 'সর্ব্বে বেদা'যৎপদমামনন্তি' ইতি। 'তথৈতমেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাধ্বর্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ' ইতি। তথা 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' ইতি কাঠকে চ। উক্তস্যেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে 'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য' ইতি। তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য

ভূয়োভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্য বেদদর্শনাৎ। যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিদ্যানাং ন সাক্ষাদ্বেদ একত্বমাহ তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব। তথাহগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি। যচ্চ কাঠকাদি-

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"সমুদায় বেদ যে প্রাপ্যকে বলেন।" এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্য। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, সুতরাং উপাসনাও এক। উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা। একত্ব বোধক বেদান্তরও আছে, তাহা এই—"ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে (উক্থ=এক প্রকার উপাসনা) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্ব্বেদীরা যাহা করেন তাহাও ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন।" "ইনি ভেদজ্ঞের উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়।" ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট (অনুসন্ধিত) হইতে দেখা যায়। যথা—"এই নর যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে অর্থাৎ ইহাঁকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন-সংসার ভয় হয়। কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদজ্ঞানী, তাহার সম্বন্ধে ইনি অভয়।" [তথা বাজ···সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) "ইনি প্রাদেশপ্রমিত" ইত্যাদি প্রকারে অভিহিত হইয়াছে,

* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোঽপীতি পূরণীয়ম্।—বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৈশ্বানরস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং 'যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে' ইতি। তথাচ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনান্যত্র বিহিতানামুকৃথাদীনামন্যত্রোপাদান-

সমাখ্যয়োপাসনাভেদ ইতি। তদযুক্তম্। এতা হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ কাঠকাদিপ্রবচনযোগাৎ তাসাং শাখানাং ন তূপাসনানাম্। ন হেতাঃ কঠাদিভিঃ প্রোক্তাঃ। ন চ কঠাদ্যনুষ্ঠানমাসামিতরানুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে। ন চ কঠপ্রোক্ততানিমিত্তমাত্রেণ গ্রন্থে প্রবৃত্তৌ তদ্যোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণয়োপাসনাসু প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ তদ্ভেদাভেদৌ জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ। মা ভূদ্যথাস্বমাসামভেদাজ্জ্ঞানানামেকশাখাগতানামৈক্যম্। কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চেতাঃ সমাখ্যাঃ কঠাদিভ্যঃ প্রাক্ নাসন্নিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিদানীং চাস্তীতি দুর্ঘটমাপদ্যেত। তস্মান্ন সমাখ্যাতো ভেদঃ। অভ্যাসোঽপি নাত্র ভেদকঃ। যুক্তং যদেকশাখাগতো যজত্যভ্যাসঃ সমিদাদীনাং ভেদক ইতি। তত্র হি বিধিত্বমৌৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনমপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম্। শাখান্তরে ত্বধ্যেতৃপুরুষভেদাদেকত্বেঽপি নৌৎসর্গিকবিধিত্বব্যাকোপ ইতি। অশক্তিরপি ন ভেদহেতুঃ। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি স্বশাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ। ততশ্চ শাখান্তরীয়ানর্থানন্যেভ্যস্তদ্বিধেভ্যোঽধিগম্যোপসংহরিষ্যতি। সমাপ্তিশ্চৈকস্মিন্নপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তস্য ব্যপদিশ্যতে। যথাধ্বর্য্যবে কর্ম্মণি জ্যোতিষ্টোমস্য সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি। তস্মাৎ সমাপ্তিভেদোঽপি ন সাধনমুপাসনাভেদস্য। তদেবমসতি বাধকে চোদনাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কর্ম্মাণি তানি তান্যেবেতি সিদ্ধম্।

সেই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অনুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায়। যথা—"যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে" ইত্যাদি। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দোগ্যোক্ত বৈশ্বানর উপাসনা একই উপাসনা। সেই সেই বেদান্তে উকৃথাদি উপাসনার বিধান প্রতীত হইলেও তদ্ভিন্ন বেদান্তে যে পুনর্ব্বার সেই সেই উপাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্তে গৃহীত বা কথিত হইয়াছে। যেহেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপাসনার একত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে একই উপাসনা দুই তিন্ বেদান্তে কথিত; সেই হেতু প্রায়োদর্শন-ন্যায়ে (প্রায়োদর্শনন্যায়—আধিক্য দৃষ্ট হইলে যাহার আধিক্য তাহার

বিধানায়োপাদানাৎ প্রায়োদর্শনন্যায়েনোপাসনানামপি সর্ব্ব-বেদান্তপ্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৪ ॥

৬ উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্।

স্থিতে চৈবং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্যত্রোদিতানাং বিজ্ঞানগুণানামন্যত্রাপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারো ভবতি। অর্থাভেদাৎ। য এব হি তেষাং গুণানামেকত্রার্থো

কশ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পূর্ব্বতন্ত্রপ্রসাধিতম্।
বক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধ্যর্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃৎ ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং সূত্রম্।

অত্রেদমাশঙ্কতে। ভবতু সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং তথাপি শাখান্তরোক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তস্মিন্নুপসংহারোভবিতুমর্হতি। তস্যৈকস্য কর্ম্মণো যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকস্যাং শাখায়াং বিহিতং তাবন্মাত্রেণৈবোপকারসিদ্ধেরধিকানপেক্ষণাৎ। অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত ন চ

বিধান, এরূপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা নির্ণীত হয়।

বিজ্ঞানগণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকারে সিদ্ধ হইলে কাযেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বের, অঙ্গের বা ধর্ম্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। কেননা সেইরূপেই অর্থের (অর্থ— উপাসনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ উপাসনার একত্ব সুসিদ্ধ হয়। [য এব...মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী এক

* উপসংহারঃ একাঙ্গীকরণং তচ্চ বিদ্যৈক্যবিচারস্য ফলম্। অর্থাভেদাৎ বিদ্যায়া অভেদাৎ ঐক্যাদ্ধেতোরিতি যাবৎ। সমানে বিজ্ঞানে সমানায়াং বিদ্যায়াং বিধিশেষবদুপসংহারো তত্তদ্বেদান্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকস্যোপাসনস্যাঙ্গত্বেনোপসংগ্রহণং ভবতীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—বেদে যত গুলি উপাসনা কথিত আছে সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত। অর্থাৎ এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা। এই সিদ্ধান্তের অন্য এক ফল এই যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য্য অর্থাৎ সেই সেই উপাসনায় যোজনীয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কর্ম্মের ঐক্য থাকিলে অনৈক্য অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ স এবান্যত্রাপি। উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রেত্যর্থাভেদাদুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞানভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাদ্‌গুণানাং প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্যাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু

বিহিতম্। তস্মাৎ যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলাঙ্গবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্ছক্যমঙ্গমনুষ্ঠাতুং তাবন্মাত্রাঙ্গজন্যেনোপকারেণোপকৃতং ভবত্যেবমিহাপ্যঙ্গান্তরাবিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। সর্ব্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমেধীয়ন্যায়েন নোপকারাবচ্ছেদো যুজ্যতে। ন হি তদেব কর্ম্ম সৎ তদঙ্গমপেক্ষতে নাপেক্ষতে চেতি যুজ্যতে। নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তানুরোধাদবশ্যকর্ত্তব্যে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারস্য সদাতনত্বাসম্ভবাদুপকারাবচ্ছেদঃ কল্প্যতে। প্রকৃতোপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীয়েঽপ্যুপকারাবচ্ছেদঃ স্যাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়াঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেতরাণি পরিসঙ্খ্টে।

বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তোক্ত তন্নামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটী তদনুরূপ উপকারক সুতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয়। অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনাঙ্গের অন্যত্রোক্ত উপাসনার উপসংহার বা সংগ্রহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা অঙ্গের) একত্র সংগ্রহণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিধিবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে বেদান্তেও এক উপাসনায় একস্থানের ধর্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি…ভবিষ্যতি] বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপাসনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে * উপসংহার হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য

* প্রকৃতি=প্রথম উপদিষ্ট। বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ। অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম উপদিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি। অন্যান্য যাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকে সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত হইতে পারে।

নৈবমিতি। অস্যৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ সর্ব্বাভেদাদিত্যারভ্য ভবিষ্যতি॥ ৫॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ৬॥*

বাজসনেয়কে 'তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি। তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি। তথা'—ইতি

ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তন্মাত্রবিধানম্। তস্মাত্তত্ত্বেন কর্ম্মণাং সর্ব্বাঙ্গসঙ্গম ঔৎসর্গিকোঽসতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যুক্ত ইতি।

দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ। শাস্ত্রজন্যয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পন্না দেবাস্তে হি দীব্যন্ত ইতি দেবাঃ শাস্ত্রযুক্ত্যপরিকল্পিতমতয়ঃ। তামসবৃত্তিপ্রধানা অসুরাঃ। অসুভিঃ

থাকাতেই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে এক নামক উপাসনা কথিত আছে, সেই এক নামক উপাসনা বেদান্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কি তন্নামক বিভিন্ন উপাসনা, (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা অভিহিত আছে। অতএব তন্নামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত? কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত?) এই বিচারের পর যে একই উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্য এই "উপসংহার" সূত্র বলা হইল। পরে যে সর্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা হইবে সে গুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), সুতরাং সে সকল সূত্র পুনরুক্তিদোষাক্রান্ত নহে।

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে "সেই দেবতারা পরস্পর বলা বলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔদ্গাত্র কর্ম্মের দ্বারা অসুরদিগকে অতিক্রম করিব। অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমা-

---

* শব্দাদিতি। বাজসনেয়কে উদ্গীথেনেতি কর্তৃশব্দপ্রয়োগাৎ অন্যথাত্বং বিদ্যানাত্বমিতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তাবতৈব বিশেষেণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষস্যাপি বহুতরস্য সত্ত্বাৎ। অল্পরূপভেদো ন বিদ্যৈক্যবিরোধীতি ভাবঃ।—যজুর্ব্বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে প্রাণোপাসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই। সেই কারণে উভয় বেদান্তে বিভিন্ন উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ, বহু অংশে সমানতা আছে, এবং বহু অংশে সমানতা থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রভেদ) অনৈক্যের কারণ হয় না।

প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্য-প্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ 'উদগায়ৎ' ইতি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি 'তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যামঃ' ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে 'অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে' ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশং-

---

প্রাণৈরনিন্দ্রিয়ৈরগৃহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু রমন্ত ইত্যসুরাঃ। অত এব তে জ্যায়াংসো যতোঽমী তত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ কানীনসাস্ত দেবাঃ। অজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্য। প্রাণস্য প্রজাপতেঃ সাত্ত্বিকবৃত্ত্যুদ্ভবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিৎ। কদাচিত্তামসবৃত্ত্যুদ্ভবোঽভিভবশ্চ সাত্ত্বিক্যা বৃত্তেঃ। সেয়ং স্পর্দ্ধা। তে হ দেবা উচুঃ। হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়াম অসুরান্ জয়ামাস্মিন্নাভিচারিকে যজ্ঞে উদ্গীথলক্ষণসামভক্ত্যুপলক্ষিতেনৌদ্গাত্রেণ কর্ম্মণেতি। তে হ বাচমূচুরিত্যাদিনা সন্দর্ভেণ বাক্‌প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনসামাসুরপাপ্মবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা অথ হেমমাসন্যমাস্যে ভবমাসন্যং মুখান্তর্ব্বিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং দেবতামূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি। তথেত্যভ্যুপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ তে সুরা বিদুরনেন প্রাণেনোদ্গাত্রা নোঽস্মান্ দেবা অত্যেষ্যন্তীতি। তমভিক্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্নসুরাঃ। যথাশ্মানমৃত্বা প্রাপ্য মৃদ্বা লোষ্টো বা বিধ্বংসত এবং বিধ্বংসমানা বিষঞ্চোঽসুরা বিনেশুঃ। তদেতৎসঙ্ক্ষিপ্যাহ—"বাজসনেয়কে" ইতি। তথা ছান্দোগ্যেঽপ্যেতদুক্তমিত্যাহ—"তথা ছান্দোগ্যেঽপী"তি। বিষয়ং

দের ঔদ্গাত্র কর্ম্ম কর।" * যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে বাক্য প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আসুর-দোষ-দুষ্টতা দেখিয়া সে সকলকে নিন্দা করিলেন। পরে তৎকার্য্য যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্য প্রাণকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন "অনন্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে (মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন, তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কার্য্য কর। অনন্তর সে 'তথাস্তু' বলিল এবং সে দেবতাদের উদ্দেশে উচ্চৈরবে গান করিতে লাগিল।" [তথা ছান্দোগ্যে···সীয়তে] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক্ ঐরূপ

---

* মনের সাত্ত্বিকবৃত্তি সকল দেবতা। রাজসী ও তামসী বৃত্তিনিচয় অসুর। ঔদ্গাত্র কর্ম্ম অর্থাৎ ওঙ্কারাদি প্রতীক অবলম্বনে সাম গান। যজুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্যরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অবয়ব ওঙ্কার প্রাণজ্ঞানে উপাস্য। এইরূপ কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ভেদ দৃষ্টে আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা।

সর্ব্বা প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ স্যাদাহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। পূর্ব্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি। ননু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং প্রক্রমভেদাৎ। অন্যথা হি প্রক্রমন্তে বাজসনেয়িনোঽন্যথা ছন্দোগাঃ। 'ত্বং ন উদ্গায়' ইতি বাজসনেয়িন উদ্গীথস্য কর্ত্তৃত্বেন প্রাণমামনন্তি, ছন্দোগা উদ্গীথত্বেন তমুদ্গীথমুপা-

---

দর্শয়িত্বা বিমৃশতি "তত্র সংশয়"ইতি। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি "বিদ্যৈকত্বমিতি"। পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি "ননু ন যুক্তমিতি"। একত্রোদ্গাতৃত্বেনোচ্যতে প্রাণ একত্র চোদ্গানত্বেন। ক্রিয়াকর্ত্রোশ্চ স্ফুটো ভেদ ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে

কথা আছে। যথা—"দেবতারা উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা এই উদ্গীথের দ্বারা এই অসুরদিগকে অভিভব (জয়) করিব।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর ইতর প্রাণ সমূহকে (ইন্দ্রিয়-দিগকে) অসুরপাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজুর্ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদ্গীথ ও উপাস্য।" প্রণিধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার (প্রাণোপাসনার) কথন। [তত্র…মানত্বাৎ] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা ভিন্ন কি অভিন্ন? পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে। বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত। বাজসনেয়ীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তার অন্য প্রকার বলিয়াছেন। প্রকারভেদ থাকায় উহা এক হইবার নিতান্ত অনুপযুক্ত। বাজসনেয়ীরা "তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর" এইরূপে প্রাণকে উদ্গীথ-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াছেন পরন্তু ছন্দোগেরা বলিয়াছেন "প্রাণই উদ্গীথ ও উপাস্য"। যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই তখন এক উপাসনা বলা কদাপি সঙ্গত নহে। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে, তাঁহাদের প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ কীর্ত্তন দোষাবহ নহে। ঐ যৎকিঞ্চিৎ বিন্যাস ভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না। কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা

সাঙ্কর্য্যে রে ইতি। তৎকথং বিদ্যৈকত্বং স্যাদিতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। ন হ্যেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছত্যবিশেষস্যাঽপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হি দেবাসুরসংগ্রামোপক্রমত্বং অসুরাত্যয়াভিপ্রায় উদ্গীথোপন্যাসো বাগাদিসঙ্কীর্ত্তনং তন্নিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়স্তদ্বীর্য্যাচ্চাসুরবিধ্বংসনমশ্মমৃল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহবোঽর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। বাজসনেয়কেঽপি চোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং 'এষ উ বা উদ্গীথঃ' ইতি। তস্মাচ্ছান্দোগ্যেঽপি কর্ত্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি। ৬॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ॥ ৭॥*

"নৈষ দোষ"ইতি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিল্লক্ষণয়া নেতব্যং ন কেবলং শাখান্তরে। একস্যামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতন্ন চ তত্র বিদ্যাভেদ ইত্যাহ—"বাজসনেয়কেঽপি চে"তি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানানুগ্রহায় চোমিত্যনেনাপি উদ্গীথাবয়বেন উদ্গীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

আছে। [তথাহি···বিদ্যৈকত্বমিতি] দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা, অসুরাভিভব, উদ্গীথের উল্লেখ, বাগিন্দ্রিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অসুরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে। অপিচ, উদাহৃত যজুর্ব্বেদ-বাক্য অনুসারে উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্য হয় সত্য; পরন্তু ঐ বেদের অন্য বাক্যে প্রাণের ও উদ্গীথের (ওঁ-শব্দে ব্রহ্মোপাসনার) অভেদ শ্রবণও আছে। যথা—"এই প্রাণই উদ্গীথ" ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মভাবে উদ্গীথের প্রয়োগ করিয়াছেন সুতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্ত্তৃত্বে পর্য্যবসান করা আবশ্যক। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণই উভয় বেদান্তে উদ্গীথরূপে উপাস্য, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন।

* বহুবিরুদ্ধরূপভেদান্ন বিদ্যৈক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী ন বেতি। বা বিকল্পে। প্রকরণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি যোজ্যম্। পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ। পর ইতি সকারান্তম্। পরশ্চাসৌ বরঃ। বরোঽত্র বরতরঃ। ইত্থং পরোবরীয়ানিত্যেকং পদং শ্রুতৌ প্রযুক্তমস্তি। তথাচ যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট-

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং, বিদ্যাভেদ এবাত্র ন্যায্যঃ। কস্মাৎ। প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ইহ প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' ইতি। এবমুদ্গীথাবয়বস্যোঙ্কারস্য উপাস্যত্বং প্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা 'অথ খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি' ইতি পুনরপি তমেবোদ্গীথাবয়বমোঙ্কারমনুবর্ত্ত্য দেবাসুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ তং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদ্গীথশব্দেন সকলা

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেঽপি উপক্রমভেদাত্তদনুরোধেন চোপসংহারবর্ণনাদেকস্মিন্ বাক্যে তস্যৈব চোদ্গীথস্য পুনঃপুনঃ সঙ্কীর্ত্তনাৎ লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ্যে

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু প্রক্রমের বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একত্ব বলা ন্যায্য নহে। ভিন্নতা বলাই ন্যায্য। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথিত হইয়াছে। কিরূপ বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি। ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত, আরণ্যকে সে প্রক্রমে কথিত নহে। সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারের বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন। [ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ] ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে "ওঁ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবেক।" এইরূপে উদ্গীথের অবয়ব (এক অংশ) ওঁকারকে উপাস্য বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমত্বাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ওঁকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণের আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনন্তর বলিয়াছেন "এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।" ব্যাখ্যানের পর পুনর্ব্বার সেই উদ্গীথাবয়ব ওঁকারের অনুবর্ত্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাসুরের গল্প বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন "যে প্রাণ সে-ই উদ্গীথ, দেবতারা তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদ্গীথের উপাসনা করিল।" [তত্র···প্রস্থানান্তরম্]

মুদ্গীথোপাসন মক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাদ্ভিন্নং তথেতি দৃষ্টান্তপদাক্ষরার্থঃ।—উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে। যদ্রূপ পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।

ভক্তিরভিপ্রেয়েত তস্যাশ্চ কর্ত্তোদ্গাতর্ত্বিক্ তত উপক্রমশ্চো-পরুধ্যেত লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্রেণ চৈকস্মিন্ বাক্যে উপসংহারেণ ভবিতব্যম্। তস্মাদত্র তাবদুদ্গীথাবয়বে ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টিরুপদিশ্যতে। বাজসনেয়কে তু উদ্গীথ-শব্দেনাবয়বগ্রহণকারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে—ত্বং ন উদ্গায়েত্যপি তস্যাঃ কর্ত্তোদ্গাতর্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যত ইতি প্রস্থানান্তরম্। যদপি তত্রোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য তদপ্যুদ্গাতৃত্বেনৈব দিদর্শয়িষিতস্য প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্ব-প্রতিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যৈকত্বমাবহতি সকলভক্তিবিষয় এব চ তত্রাপ্যুদ্গীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্। ন চ প্রাণস্যোদ্গাতৃত্ব-মসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত। উদ্গীথভাববদুদ্গাতৃভাব-স্যোপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ। প্রাণবীর্য্যেণৈব চোদ্গা-

---

বাজসনেয়কে প্রমাণাভাবাং বিদ্যাভেদ ইতি রাদ্ধান্তঃ। ওঁকারস্যোপাস্যত্বং প্রস্তৌতি রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোঙ্কারস্য। তথাহি—ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষ-বাকৃঋক্সাম্নাং পূর্ব্বস্যোত্তরমুত্তরং রসতয়া সারতয়োক্তম্। তেষাং সর্ব্বেষাং

এখানে যদি উদ্গীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদ্গীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ উদ্গীথ) বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্ত্তা উদ্গাতা ঋত্বিক হয়, তাহা হইলে প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই দুই দোষ হয়। * উপসংহার অর্থাৎ প্রস্তাব সমাপ্তি উপক্রমেরই অনুরূপে হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপে হয় না। সে অনুসারে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদ্গীথাবয়ব ওঁকার প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্য কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্গীথ-শব্দে উদ্গীথাবয়ব ওঁকার গ্রহণ করিবার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদ্গীথের গ্রহণ এবং প্রাণ তাহার গান কর্ত্তা, ইহা নিরূপিত হয়। সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দো-গ্যোক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন। [যদপি···গায়ৎ ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্গীথের সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য;

---

* সাম পাঙ্ক্তভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয়। এখানে ভক্তিশব্দের অর্থ অংশ অর্থাৎ গানের এক একটী পদ বা কলি। উদ্গীথও এক প্রকার গান সুতরাং তাহারও ভক্তি বা পদ আছে। এই গানের প্রথম পদ ওঁ। প্রথমেই ওঁ অবলম্বনে উদ্গীথ-গান আরব্ধ হইয়া থাকে। যজ্ঞে যে ঋত্বিক অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদ্গাতা নামে প্রসিদ্ধ।

তৌদ্‌গাত্রং কর্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রাবিতং 'বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ' ইতি। ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে গম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুসারমাত্রেণ সমানার্থত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্। তথা হ্যভ্যুদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ 'ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ' পশুকামবাক্যে চ—'যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ' ইত্যাদিনির্দ্দেশসাম্যেঽপ্যুপক্রমভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োঽধ্য-

রসতম ওঁকার উক্তশ্ছান্দোগ্যে। "ন চ বিবক্ষিতার্থভেদ" ইতি। একত্রোদ্গীথোদ্গাতারাবুপাস্যত্বেন বিবক্ষিতাবেকত্র তদবয়ব ওঙ্কার ইতি। "তথা হ্যভ্যুদয়বাক্য" ইতি। এবং হি শ্রূয়তে—অপি বা এতং প্রজয়া পশুভিরর্দ্ধয়তি বর্দ্ধয়তি অস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি স ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ যে স্থবিষ্টাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুমিতি। তত্র সন্দেহঃ—কিং কালাপরাধে যাগান্তরমিদং চোদ্যত উত তেষ্বেব কর্ম্মসু প্রকৃতেষু কালাপরাধে নিমিত্তে দেবতাপনয় ইতি। এষ তাবদত্র বিষয়ঃ। অমাবাস্যায়ামেব দর্শকর্ম্মার্থং বেদিক্রিয়াগ্নিপ্রণয়নক্রিয়া

কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্ব্বাত্মতা ও গানকর্ত্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অন্য কিছু প্রতিপাদিত হয় না। সুতরাং সে সামানাধিকরণ্যে উপাসনার অভেদ (ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনাই যে বাজসনেয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এরূপ) গৃহীত হইতে পারে না। অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদ্গীথ-অর্থেই উদ্গীথশব্দের প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থে নহে। সুতরাং ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যদি বল, প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে?) অসম্ভব বলিয়া প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অর্থ পরিত্যাজ্য। উপাসনার জন্য যেমন উদ্গীথভাবের বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্যই ঐ ঔদ্গাতৃত্বের কথন। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে পারি, ঔদ্গাত্র কর্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্ব্বাহিত হয়, তদনুসারে প্রাণকে অবশ্য উদ্গীথকর্ত্তা (উদ্গাতা) বলা অন্যায্য বা অসম্ভব নহে। শ্রুতিও ঐ কথা ঐস্থানেই বলিয়াছেন। যথা—"যেহেতু বাক্যের ও প্রাণের (প্রাণকার্য্যান্বিত বাক্যের) দ্বারা উদ্গান করিতেছে—" ইত্যাদি। [ন চ..বং] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রেতার্থ বা উদ্দেশ্য

বসিতঃ পশুকামবাক্যে তু যাগবিধিস্তথেহাপ্যুপক্রমভেদাদ্

. ব্রতাদিশ্চ যজমানসংস্কারঃ। দধ্যর্থশ্চ দোহঃ। প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যনুষ্ঠানক্রমস্তাত্ত্বিকঃ। যস্য তু যজমানস্য কুতশ্চিদ্‌ভ্রমনিবন্ধনাচ্চতুর্দ্দশ্যামেবামাবাস্যাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্য চন্দ্রমা অভ্যুদীয়েতে তত্রেদং শ্রূয়তে—যস্য হবির্নিরুপ্তমিতি। তেন যজমানেনাভ্যুদিতেনামাবাস্যায়ামেব নিমিত্তাধিকারং পরিসমাপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যুদ্ধরণাদিকর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ। তত্রাভ্যুদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ম্মান্তরং দর্শাচ্চোদ্যত উত তস্মিন্নেব দর্শকর্ম্মণি পূর্ব্বদেবতাপনয়নেন দেবতান্তরং বিধীয়ত ইতি। তত্র হবির্বিভাগমাত্রশ্রবণাচ্চরুবিধানসামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মান্তরম্। যদি হি পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবীংষি বিভজেদিতি শ্রূয়েত ততস্তান্যেব হবীংষি দেবতান্তরেণ যুজ্যমানানি ন কর্ম্মান্তরং গময়িতুমর্হন্তি। কিন্তু প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্ধবিষ্কমপনীতপূর্ব্বদেবতাকং দেবতান্তরযুক্তং স্যাৎ। অত্র পুনস্ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব মধ্যমাদিক্রমেণ বিভাগশ্রবণাৎ। অনপনীতা হবিষি পূর্ব্বদেবতা ইতি পূর্ব্বদেবতাবরুদ্ধে হবিষি দেবতান্তরমলব্ধাবকাশং শ্রূয়মাণং কর্ম্মান্তরমেব গোচরয়েৎ। অপি চ প্রাপ্তে পূর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি দধ্নস্তণ্ডুলানাং পয়সস্তণ্ডুলানাঞ্চেন্দ্রাদিদেবতাসম্বন্ধশ্চ বিধাতব্যঃ। চরুত্বঞ্চাত্র বিহিতং নাস্তীতি তদপি বিধাতব্যম্। তথা প্রাপ্তে কর্ম্মণ্যনেকগুণবিধানাৎ বাক্যং ভিদ্যেত। কর্ম্মান্তরং ত্বপূর্ব্বং শক্যমেকেনৈব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ম্মান্তরমেব বিধীয়তে দর্শস্তু লুপ্যতে কালাপরাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কর্ম্মান্তরম্। পূর্ব্বদেবতাতো হবিষো বিভাগপূর্ব্বং নিমিত্তে দেবতান্তরবিধানাৎ। চর্ব্বর্থস্য চার্থপ্রাপ্তেঃ। ভবেদেতদেবং যদা ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি তণ্ডুলানাং ত্রেধা বিভাগবিধানপরমেতদ্বাক্যং স্যাদপি তু বাক্যান্তরপ্রাপ্তস্তণ্ডুলানাং ত্রেধাত্বমনূদ্য বিভজেদিত্যেতাবদ্বিধত্তে তত্র বাক্যান্তরালোচনয়া পূর্ব্বদেবতাভ্য ইতি গম্যতে। তণ্ডুলানিতি ত্ববিবক্ষিতং হবিরুভয়ত্ববৎ। তথা চ যে মধ্যমা ইত্যাদীনি বাক্যান্যপনীতে পূর্ব্ববদ্দেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্নেব কর্ম্মণি অপ্রত্যূহং দেবতান্তরসম্বন্ধং বিধাতুং শক্নুবন্তি। তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুখপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্দেবতান্তরসম্বন্ধেঽপি ন কর্ম্মান্তরকল্পনা ভবিতুমর্হতি। ততশ্চ সমাপ্তেঽপি নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাধিকারসিদ্ধ্যর্থং তান্যেব পুনঃ কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চ দধনি চরুমিতি চরুসপ্তম্যর্থয়োর্ব্বিধানং তয়োরপ্যর্থপ্রাপ্তত্বাৎ। প্রকৃতে হি কর্ম্মণি তণ্ডুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশপাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি তত্রা-

---

ভিন্ন, তখন আর বাক্যাভাস অবলম্বনে তদুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয় করা যুক্ত নহে। ইহার নিদর্শন পূর্ব্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশু-

বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি—'আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণং স এষ পরোবরীয়ান্ উদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ' ইতি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টমুদ্‌গীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্‌গীথোপাসনাদ্ভিন্নং, ন চেতরেতরগুণোপসং-

ভ্যুদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পয়োযুক্তানাঞ্চ তণ্ডুলানাং বিভজেদিতি বাক্যেন পূর্ব্বদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈর্দেবতান্তরসম্বন্ধঃ কৃতঃ। ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংসক্তৈরল্পৈস্তণ্ডুলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া সম্ভবতীতি পুরোডাশনিবৃত্তৌ তদর্থস্য প্রথনস্যাপি নিবৃত্তিরনিবৃত্তস্ত পাকোঽপবাদভাবাৎ তথা চার্থপ্রাপ্তশ্চোদ্যতে। ভবতু বাঽনেকবাক্যকল্পনম্। প্রকৃতাধিকারাবগমবলাদস্যাপি ভাগ্যত্বাদিতি। তস্মাত্তদেবেদং কর্ম্ম ন তু কর্ম্মান্তরমিতি সিদ্ধম্। পশুকামবাক্যে ত্বপূর্ব্বকর্ম্মবিধিরভ্যুদয়বাক্যসারূপ্যেঽপি যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সোঽমাবাস্যায়ামিষ্ট্বা বৎসানপাকুর্য্যাৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানগ্নয়ে সনিমতেঽষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ। যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্। যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুমিতি। অত্র হি অমাবাস্যায়ামিষ্ট্বেতি সমাপ্তে যাগে পশুকামেষ্টিবিধানং নাত্র পূর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽনন্বৃত্তের্যাগান্তরবিধিরিতি যুক্তম্। পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। যথোদ্‌গীথোপাসনাসাম্যেঽপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি-

কাম বাক্য। (সেখানে উপক্রমাদি অনুসারে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় বিভিন্ন-কর্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে) যথা—"তণ্ডুল সকল তিন্ প্রকারে বিভাগ করিবেক।" এটী অভ্যুদয় বাক্যের অংশ। আর একটী বাক্য আছে তাহার নাম পশুকামবাক্য। তাহাতে এইরূপ আছে।—"মধ্যম ভাগ লইয়া দাতৃত্বগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক।" এ বাক্য পূর্ব্ববাক্যসমান হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূর্ব্ববাক্যে দেবতাপরিবর্ত্তন স্বীকৃত (পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। * ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হওয়া উচিত। অপিচ বেদান্তেও উহার অনুরূপ নিদর্শন আছে। সে নিদর্শন পরোবরীয়স্ত্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ। [যথা...স্থিতি] "এ সকল অপেক্ষা

* বেদে অমাবাস্যায় দর্শযাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে। তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দৈবাৎ যদি অমাবাস্যা ভ্রমে চতুর্দ্দশীতে দর্শযাগের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শযাগ অঙ্গহীন ও কালব্যতিক্রম

হার একস্যামপি শাখায়াং,তদ্বচ্ছাখান্তরস্থেষ্বপ্যেবঞ্জাতীয়কেষূপাসনেম্বিতি ॥ ৭ ॥

গুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাতঃ পরোবরীয়স্ত্বগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনা ভিন্না তদ্বদিদমপীতি। পরস্মাৎ পরশ্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ পরমাত্মরূপঃ সম্পন্নঃ। অত এবানন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদ্গীথে ভবিতুমাকাশো হ্যেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ানিত্যাকাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দ্দিশতি।

আকাশ (ব্রহ্ম) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্ (পর হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পর=জ্যেষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ) উদ্গীথ এবং সেই সেই উদ্গীথ অনন্ত।" এই বাক্যের দ্বারা পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণে এবং অন্য বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণে উদ্গীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধ্যাস সমান। সমান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক বিভাগ) স্থ হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার (একত্র সঙ্কলন) হয় নাই, অন্য শাখাগত উপাসনান্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয়।

দোষে দূষিত হওয়ায় যাগকর্ত্তার শত্রুবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে একটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটী এইরূপঃ—"দর্শদেবতা অগ্ন্যাদির উদ্দেশে হবিঃ (ঘৃত, তণ্ডুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি চন্দ্র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অমাবাস্যা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন তাহাকে পুত্র ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শত্রুবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশান্তির জন্য) প্রস্তুত তণ্ডুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন্ প্রকারে বিভক্ত করিয়া পশ্চাদুক্ত প্রকরে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে, স্থূলভাগ দধিমিশ্রিত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেক।" এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যুদয় বাক্য বলে এবং ইহার পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত—এতদ্বাক্যোক্ত যাগ পৃথক্ যাগ নহে। ঐ বাক্য দর্শকার্য্যে দেবতান্তর সম্বন্ধের বিধায়ক মাত্র। ঐ সঙ্গে আর একটী বাক্য আছে তাহা "যে পশুকামনা করিবে সে অমাবাস্যায় যজ্ঞ করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে, অবশেষে তাহা ঠিক্ ঐ অভ্যুদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই মীমাংসাশাস্ত্রকার জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ায় অভ্যুদয় বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না; প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অন্য এক পৃথক্ যাগের বিধান হইবেক। উল্লেখ সমান হইলে যে এক জিনিশ হয় তাহা হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তি তদপি ॥ ৮ ॥*

অথোচ্যেত সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং উদ্‌গীথবিদ্যেত্যুভয়ত্রাপ্যেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে। উক্তং হ্যেতৎ ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি। তদেব চাত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু শ্রুত্যক্ষরবাহ্যমুদ্‌গীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈর্ব্ব্যবহর্ত্তৃভিরুপচর্য্যতে। অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষ্বপি

স্ফুটতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞৈকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ। অপিচ শ্রুত্যক্ষরালোচনয়াভেদপ্রত্যয়োঽন্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিদ্যার (উপাসনার) একত্ব। "উদ্‌গীথ-বিদ্যা" নামটী উভয় বেদান্তে সমান অর্থাৎ একই, সুতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা উপপন্ন হইবে না। অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারক নহেন। কেন? তাহা "ন বা প্রকরণভেদাৎ—" সূত্রে বলা হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যায্য। কেন-না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহির্বর্ত্তী অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না। উভয় স্থলে "উদ্‌গীথ" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য সংজ্ঞার ব্যবহার করে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞার ব্যবহার অযথার্থ অর্থাৎ উপচারমাত্র। সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ-উপাসনা হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদুভয়কে উদ্‌গীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক-নাম প্রচারিত দেখা যায়। (অতএব,

* চেৎ যদ্যুচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞৈক্যাৎ বিদ্যৈক্যমিতি তদপি নোপপদ্যত ইতি যোজনীয়ম্। যতস্তদুক্তং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাদিত্যত্র। তদপি সংজ্ঞৈক্যহেতুক-বিদ্যৈক্যমপাস্তি কচিৎ ন সর্ব্বত্রেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া উপাসনাও এক, এ কথা বলিতে পার না। কেন? তাহা ন বা ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। সংজ্ঞার ঐক্যে সংজ্ঞীর ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয়।

হয়,

পরোবরীয়স্ত্বাদ্যুপাসনেষূদ্গীথবিদ্যেতি। তথা প্রসিদ্ধভেদানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং কাঠকসংজ্ঞৈকত্বং দৃশ্যতে তথেহাপি ভবিষ্যতি। যত্র তু নাস্তি কশ্চিদেবঞ্জাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বং যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ৯ ॥*

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ইত্যত্রাক্ষরোদ্গীথশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যে শ্রূয়মাণেঽধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানাৎ কতমোঽত্র পক্ষো ন্যায্যঃ স্যাদিতি বিচারঃ। তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্ব্বস্তুনোরনিবর্ত্তিতায়ামেবান্য-

---

শ্রুতিবাহ্যতয়া বহিরঙ্গঞ্চ পৌরুষেয়তয়া সাপেক্ষঞ্চ। তস্মাদ্দুর্ব্বলং নাভেদসাধনায়ালমিতি।

"অধ্যাসো নামে"তি। গৌণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ। যথা মাণবকেঽনিবৃত্তায়ামেব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহো মাণবক ইতি। এবং প্রতিমায়াং বাসুদেববুদ্ধির্নাম্নি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোঙ্কার উদ্গীথবুদ্ধিব্যপদেশা-

---

সংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে তদ্বলে সর্ব্বত্রই সংজ্ঞীর বা নামীর একত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হয় না) [যত্র তু···দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে সেই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাভেদ হয়। যেমন সম্বর্গবিদ্যা (তন্নামক উপাসনা) স্থলে হইয়াছে।

"ওঁ ইহা অক্ষর ও উদ্গীথ, ইহার উপাসনা করিবেক।" এই শ্রুতিতে ওঁ অক্ষরের ও উদ্গীথের সামানাধিকরণ্য (তুল্যার্থতা) শ্রুত হইতেছে। সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষচতুষ্টয়ের অন্যতম গৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ অধিক ন্যায্য তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। [তত্রাধ্যাসো···বুদ্ধিরিতি]

---

* চন্দ্রর্থে। "ওঁ ইত্যক্ষরং উদ্গীথং—" ইত্যত্রোক্ষরোদ্গীথয়োঃ সামানাধিকরণ্যশ্রবণাৎ অধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ানিতি বিচারণায়াং তু-শব্দস্থাননিবেশনীয়-চ-শব্দেন অধ্যাসাদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্ত্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যাপ্তের্হেতোরোমিত্যস্যোদ্গীথমিত্যেদ্বিশেষণমেব সমঞ্জসং নিরবদ্যং কল্পনালাঘবাদিত্যক্ষরযোজনা।—"ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ" এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ অভেদ ও বিশেষণ, এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন্

তরবুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যস্যতে। যস্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যস্যতেঽনুবর্ত্তত এব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধির্ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাস এবমিহাপ্যক্ষরে উদ্গীথবুদ্ধিরধ্যস্যেত উদ্গীথে বাঽক্ষরবুদ্ধিরিতি। অপবাদো নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি পূর্ব্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বনিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধের্নিবর্ত্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধিরাত্মন্যেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিন্যা 'তত্ত্বমসি' ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধির্দ্দিগ্যাথার্থ্যবুদ্ধ্যা নিব-

---

বিতি অপবাদৈকত্বম্। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেঽপি চ শব্দদ্বয়প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়াঞ্চ

অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথচ একে আর জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অন্যপ্রকারের জ্ঞান আরূঢ় করান হয় এবং সেই আরূঢ়জ্ঞানের সঙ্গে যদি সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরোপিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই অধ্যাস-লক্ষণটী অল্প কথায় বলিতে হইলে "বুদ্ধিপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক এক পদার্থে অপর পদার্থের অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস" এইরূপ বলাই সঙ্গত। যেমন "নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি নাম বুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিষেধ করে না। অর্থাৎ নাম জ্ঞান লুপ্ত হয় না অথচ তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থাৎ নামোপাসনা করা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমায় ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণ্বাদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনানুসারে, ওঁ অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস? কি উদ্গীথে ওঁ অক্ষরের অধ্যাস? (বুদ্ধিপূর্ব্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান?) তাহা বিচার্য্য। [অপবাদো...বুদ্ধিঃ] অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। কোন এক পদার্থে পূর্ব্বস্থাপিত মিথ্যা-

---

প্রকার সমঞ্জস অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সঙ্গত হয়। ফলিতার্থ—ওঙ্কারে প্রাণ দৃষ্টি বিধানার্থ ঐ উদ্গীথ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে এই অর্থই প্রতীত ও সঙ্গত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

র্ত্ত্যতে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদ্গীথবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত উদ্গীথবুদ্ধ্যা বাঽক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বন্ত্বক্ষরোদ্গীথশব্দয়োরনতিরিক্তার্থবৃত্তিত্বম্। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং পুনঃ সর্ব্ববেদব্যাপিনঃ ওমিত্যেতস্যাক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্গাত্রবিষয়স্য সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং তদানয়েতি।

পর্য্যায়াণামপি সহপ্রয়োগো যথা সিন্ধুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি। বিমৃ-

জ্ঞান দৃঢ়ীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্ব্বনিবিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকে বিদূরিত বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ বলিয়া গণ্য। এই অপবাদের অন্য নাম "বাধ"। এখন এই দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যের শ্রবণ ও তদর্থের মনন নিদিধ্যাসনের পর ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে না, আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্ব্বাবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত বা বিনষ্ট করিবেক, করিলে ইহার বাধ বা অপবাদ সুসম্পন্ন হইবেক। এ সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দিগ্‌ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ হয় তেমনি। এতন্নিদর্শনানুসারে প্রস্তাবিত ওঁ অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত উদ্গীথ বুদ্ধি নিবারণীয়? কি উদ্গীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি নিষেধনীয়? এরূপ বিচারও হইতে পারে। [একত্বন্ত্ব·· সীতেতি] একত্বশব্দের অর্থ বাস্তবাভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদ্গীথ এই দুএর অর্থ প্রভেদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যদ্রূপ, ওঁ অক্ষর ও উদ্গীথ কি তদ্রূপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? এরূপ সংশয় বা প্রশ্ন হইতেও পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্ত্তক ও বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সর্ব্ববেদব্যাপী, সেই জন্য ওঁ বলিলে সর্ব্ববেদব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃতস্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ ওঁকারের অন্যান্য স্থান নিষেধ করিয়া অক্ষরকে কেবলমাত্র ঔদ্গাত্র (উদ্গাতা = সামগায়ক ঋত্বিক বা পুরোহিত। ঔদ্গাত্র = উদ্গাতা যে কার্য্য করে তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া উদ্গীথশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল, সেইটী আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে উদ্গীথ ওঁকার—তাহার

এবমিহাপ্যুদ্গীথো য ওঙ্কারস্তমুপাসীতেতি। এবমেতস্মিন্ সামানাধিকরণ্যবাক্যে বিমৃশ্যমাণে এতে পক্ষাঃ প্রতিভান্তি। তত্রান্যতমনির্ধারণে কারণাভাবাদনির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে।—ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি। চশব্দোঽয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী পরপক্ষত্রয়ব্যাবর্ত্তনপ্রয়োজনঃ। তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ইতি পর্য্যুদস্যন্তে বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়তে। তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যস্যতে তচ্ছব্দস্য লক্ষণাবৃত্তিত্বং প্রসজ্যেত ফলঞ্চ কল্প্যেত। শ্রূয়ত এব ফলং 'আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি'ত্যাদীতি চেৎ, ন। তস্যান্যফলত্বাৎ।

শ্চানধ্যবসায়লক্ষণং পক্ষং প্রাপ্নোতি—"তত্রান্যতমে"তি। সিদ্ধান্তমাহ—"ইদমুচ্যতে ব্যাপ্তেশ্চ"। [illegible] বেদব্যাপীতি কিঙ্গতোঽযমোঙ্কারস্তত্তদাপ্ত্যাদিগুণবিশিষ্টস্তস্মৈ তস্মৈ কামাবাপ্ত্যাদিফলারোপাস্যত্বেনাধিক্রিয়ত ইত্যপেক্ষায়ামুদ্গীথপদেনেতি বিশিষ্যতে। উদ্গীথপদেনোঙ্কারাদ্যবয়বঘটিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্যাবয়বভাবানুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঙ্কারো লক্ষ্যতে ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদ্গীথস্য লক্ষণা। ওঙ্কারস্যৈবোপরিষ্টাত্তু তত্তদ্গুণবিশিষ্টস্য তত্তৎফলবিশিষ্টস্য চোপব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। দৃষ্টশ্চ সমুদায়শব্দোঽবয়বে লক্ষণয়া যথা গ্রামো দগ্ধঃ পটো দগ্ধ ইতি তদেকদেশদাহে। অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ। তথা হ্যাপ্ত্যাদিগুণকপ্রণবোপাসনাদিদমুদ্গীথতোপাসনস্প্রণবস্যান্যৎ। ন চাপ্ত্যাদি উপাসনেষ্বিব ফলং শ্রূয়তে। তস্মাৎ কল্পনীয়ম্। উদ্গীথসম্বন্ধিপ্রণবোপাসনাধিকারপরে বাক্যে পরার্থে নায়ং দোষঃ। অপি চ গৌণ্যা বৃত্তের্লক্ষণা-

উপাসনা কর। [এব...মিতি] "ওঁ অক্ষর উদ্গীথ" এ বাক্যের বিচারণা আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিস্পষ্ট কারণের অভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না। তাই সূত্রকার পক্ষ স্থির করণার্থ সূত্র বলিলেন, "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্।" [চশব্দো...ফলম্] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু-শব্দ নিবেশের পরিবর্ত্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপ্তেশ্চ বলিতে ব্যাপ্তেস্তু বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সদোষ বলিয়া অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণ পক্ষের গ্রহণ ন্যায্য। অধ্যাসপক্ষের দোষ এই যে, উদ্গীথের জ্ঞান ওঙ্কারে

আপ্ত্যাদিদৃষ্টিফলং হি তৎ নোদ্‌গীথাধ্যাসফলম্। অপবাদেঽপি সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন, পুরুষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ কদাচিদপ্যোঙ্কারাদোঙ্কারবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে উদ্গীথাদ্বোদ্গীথবুদ্ধিঃ। ন চেদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্। উপাসনবিধিপরত্বাৎ। নাপ্যেকত্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। নিস্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্যাৎ। একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হোত্রবিষয়ে বাঽধ্বর্য্যবিষয়ে বাঽক্ষরে ওঙ্কারশব্দবাচ্যে উদ্গীথপ্রসিদ্ধিরস্তি। নাপি সকলয়াম্। সাম্নাং দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদ্গীথশব্দবাচ্যায়ামোঙ্কার-

---

বৃত্তির্ব্বলীয়সী লাঘবাৎ। লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্য তস্যৈব বাক্যার্থান্তরভাবাৎ। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্য তীরস্য বাক্যার্থেঽন্তর্ভাবোঽধিকরণতয়া। গৌর্ব্বাহীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠন্মূত্রপুরীষাদিলক্ষণয়া ন তৎপরত্বং গোশব্দস্য। অপি তু তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্তবাহীকপরত্বমিতি

অধ্যস্ত (আরোপ) করিলে, ওঙ্কারে তদ্বাচক উদ্গীথ-শব্দের লক্ষণাস্বীকার করিতে হইবে এবং পৃথক্ ফলকল্পনাও করিতে হইবে। লক্ষণা করিতে গেলে যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয় হয়। সম্বন্ধের, লক্ষণার ও ফলের কল্পনা অবশ্যই গৌরব দোষাঘ্রাত। যদি বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-শব্দের প্রয়োগে ইহাই জানান হইয়াছে যে, "এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে উপাসনা করে সে কাম প্রাপ্ত হয়" সেই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা করিতে হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে, উহা আপ্ত্যাদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেঽপি...সমত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও ফলাভাব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তিই ফল, এ কথা অবক্তব্য। কেননা, তদ্গত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে। তাহাতে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে ওঙ্কার-বুদ্ধির ও উদ্গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা এই যে, ঐ বাক্য উপাসনা বিধায়ক, বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক নহে। বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্যাৎ] একত্ব পক্ষও সঙ্গত নহে। একত্ব (অনতিরিক্তার্থ) পক্ষে ওঁ উদ্গীথ

শব্দপ্রসিদ্ধির্যেনানতিরিক্তার্থতা স্যাৎ। পরিশেষাদ্বিশেষণপক্ষঃ পরিগৃহ্যতে। ব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববেদসাধারণ্যাৎ। সর্ব্বব্যাপ্যক্ষরমিহ মা প্রসঞ্জীতেত্যত উদ্গীথশব্দেনাক্ষরং বিশিষ্যতে। কথং নামোদ্গীথাবয়বভূত ওঙ্কারো গৃহ্যত ইতি। নন্বস্মিন্নপি পক্ষে সমানা লক্ষণা উদ্গীথশব্দস্যাবয়বলক্ষণার্থত্বাৎ। সত্যমেবমেতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষৌ ভবত এব।

গৌণ্যা বৃত্তের্দুর্বলত্বম্। তদিদমুক্তং "লক্ষণায়ামপি ত্বি"তি গৌণ্যপি বৃত্তির্লক্ষণাবয়বত্বাল্লক্ষণোক্তা। যদ্যপি বৈশ্বদেবীপদমামিক্ষায়াম্প্রবর্ত্ততে তথাপ্যর্থভেদঃ স্ফুটতরঃ। আমিক্ষাপদং হি রূপেণামিক্ষায়াম্প্রবর্ত্ততে। বৈশ্বদেবীপদন্তু তস্যামেব বিশ্বদেববিশিষ্টায়াম্। এবং হি বিজ্ঞানানন্দয়োরপি স্ফুট-

---

এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজনীয়। ওঁ অথবা উদ্গীথ, দুএর একটীতেই বিবক্ষিতার্থ (অভিপ্রেত বিষয়) লাভ হইতে পারে। হোতৃ-কার্য্যে ও আধ্বর্য্যব-কার্য্যে যে ওঁ প্রযুক্ত হয়—সে ওঁ উদ্গীথ নহে। অর্থাৎ সে ওঁকারের উদ্গীথ প্রসিদ্ধি নাই। সকল সামও উদ্গীথ নহে। সামের যে দ্বিতীয়া ভক্তি; অংশবিশেষ, তাহাই উদ্গীথশব্দের বাচ্য এবং তাহাতেই ওঁ-শব্দের প্রসিদ্ধি। এরূপ স্থলে একার্থতা সিদ্ধ হয় কৈ? [পরি···গৃহ্যতেতি] এক্ষণে বিশেষণপক্ষ অবশিষ্ট; নির্দ্দোষ বলিয়া সেই অবশিষ্ট পক্ষই গ্রাহ্য। ওঁকারের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ব্ববেদসাধারণ্য আছে, সুতরাং ওঁ ইত্যক্ষরং উপাসীত এতৎস্থলে উপাসক মনে করিতে পারেন যে, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁকার প্রস্তাবিত উপাসনায় গ্রহণীয়, শ্রুতি তন্নিষেধার্থ উদ্গীথশব্দ বিশেষণ দিয়াছেন। উদ্গীথ বিশেষণ দেওয়ায় বিশেষ ওঁকারের গ্রহণ হয়। ফলিতার্থ—যে-ওঁকার উদ্গীথের অবয়ব, সেই ওঁকারই উপাসনার্থ গ্রহণীয়। সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁকার গ্রহণীয় নহে। [নন্বস্মিন্নপি···লক্ষণা] বলিতে পার যে, উদ্গীথ শব্দের অর্থ উদ্গীথের অবয়ব, ইহা লক্ষণা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। সুতরাং অন্যান্যপক্ষের ন্যায় বিশেষণপক্ষেও লক্ষণা দোষ রহিল। যদি তাহাই রহিল, তবে আর বিশেষণ-পক্ষ গ্রহণের ফল কি? কথাটী সত্য বটে; কিন্তু লক্ষণার সন্নিকর্ষ বিপ্রকর্ষ আছে। অর্থাৎ নিকটসম্বন্ধ ও দূরসম্বন্ধ আছে। অধ্যাসপক্ষে এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুতে অর্পিত হয় সুতরাং সে পক্ষের লক্ষণা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরসম্বন্ধান্বিত। কিন্তু বিশেষণ পক্ষের লক্ষণায় অবয়বীর সন্নিকৃষ্ট অবয়বকে পাওয়া যায়; সে জন্য বিশেষণপক্ষের লক্ষণা নিকট-

অধ্যাসপক্ষে হ্যর্থান্তরবুদ্ধিরর্থান্তরে নিক্ষিপ্যত ইতি বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা, বিশেষণপক্ষে ত্ববয়বিবচনেন শব্দেনাবয়বঃ সমর্প্যত ইতি সন্নিকৃষ্টা লক্ষণা। সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তা শব্দা অবয়বেষ্বপি বর্ত্তমানা দৃষ্টাঃ পটগ্রামাদিষু। অতশ্চ ব্যাপ্তের্হেতোরোমিত্যেতস্যোদ্গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমিতি সমঞ্জসমেতন্নিরবদ্যমিত্যর্থঃ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১০ ॥*

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ প্রাণসম্বাদে শ্রৈষ্ঠ্যগুণান্বিতস্য প্রাণস্যোপাস্যত্বমুক্তং বাগাদয়োঽপি তত্র বসিষ্ঠত্বাদি-

---

তরঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদঃ সত্যপি ব্রহ্মণ্যৈকার্থ্যে। ন চ ব্যাখ্যানমুভয়োরপি প্রসিদ্ধার্থত্বাদ্ভিন্নার্থত্বাচ্চ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

এবং-শব্দস্য সন্নিহিতপ্রকারভেদপরামর্শার্থত্বাৎ সাক্ষাচ্ছন্দোপস্থাপিতস্য চ সন্নিধানাৎ শাখান্তরগতস্য চানুক্রমতয়া সন্নিধানাভাবান্ন কৌষীতকিপ্রাণসম্বাদবাক্যে প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিভির্গুণৈরুপাস্যত্বমপি তু জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বমাত্রেণেতি পূর্ব্বঃ

সম্বন্ধান্বিত। (দূরসম্বন্ধ অপেক্ষা নিকটসম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ ও বলবৎ) [সমু... মিত্যর্থঃ] সমুদায়প্রবৃত্ত শব্দকে অবয়বার্থে প্রবৃত্ত হইতেও দেখা যায়। যেমন বস্ত্র ও গ্রাম প্রভৃতি। (বস্ত্র অবয়বী; সূত্র অবয়ব। অবয়ব দগ্ধ হইলেও লোকে বলে, বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছে। গ্রাম অবয়বী, পল্লী অবয়ব। পল্লী বিধ্বস্ত হইলেও লোকে বলে, গ্রামটী ধ্বস্ত হইয়াছে)। প্রদর্শিত কারণে, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁ অক্ষরের উদ্গীথ বিশেষণ, ব্যাবর্ত্তনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই সমঞ্জস অর্থাৎ নির্দ্দোষ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠত্ব গুণান্বিত প্রাণের উপাস্যতা কথিত হইয়াছে। তৎপরে বাক্ প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ বর্ণিত

---

* ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ঃ কচিদুক্তা গুণা অন্যত্রাপ্যুপাদীয়ন্ত ইতি শেষঃ। কুতঃ? সর্ব্বাভেদাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিজ্ঞানস্যৈক্যাদিত্যর্থঃ।—বাজসনেয়ীরা ও ছান্দোগ্য অধ্যায়ীরা শ্রেষ্ঠত্ব গুণান্বিত প্রাণের উপাসনা বলিয়া বাক্যাদির বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলিয়াছেন। কৌষিতকিশাখাধ্যায়ীরা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলেন নাই। অন্যান্য উপাসনাতেও এইরূপ অনেকানেক গুণের গ্রহণ অগ্রহণ আছে। সে সকলের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন বিজ্ঞান বা উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক, তখন অবশ্যই এক স্থানের কথিত গুণ অন্য স্থানে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সংযোজিত হইবেক।

গুণান্বিতা উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ 'যদ্বা অহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি' ইত্যাদিনা। অন্যেষামপি তু শাখিনাং কৌষীতকিপ্রভৃতীনাং প্রাণসম্বাদেষু 'অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানমেতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কেষু প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং ন ত্বিমে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উক্তাঃ। তত্র সংশয়ঃ কিমেতে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণাঃ কচিদুক্তা অন্যত্রাপ্যস্যেরন্নুত নাস্যেরন্নিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবন্নাস্যেরন্নিতি। কুতঃ। এবংশব্দপ্রয়োগাৎ। তথা 'এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা' ইতি হি তত্র তত্রৈবং-

পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু সত্যং সন্নিহিতং পরামৃশত্যেবঙ্কারো ন তু শব্দোপাত্তমাত্রং সন্নিহিতং কিন্তু যচ্ছব্দাভিহিতার্থনান্তরীকতয়া প্রাপ্তম্। তদপি হি বুদ্ধৌ সন্নিহিতং সন্নিহিতমেব। যথা যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ইত্যব্যভিচরিতক্রতু-সমন্বয়া জুহ্বোপস্থাপিতঃ ক্রতুঃ। তস্মাদুপাসকপ্রত্যভিজ্ঞানাত্তদব্যভিচারিণঃ প্রকারভেদস্যেহানুক্তস্যাপি বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ প্রকৃতগুণামর্শিনৈবঙ্কারেণ পরা-

হইয়া, সে সকল গুণ প্রাণে সমর্পিত হইয়াছে। যথা—"আমি বসিষ্ঠ, তুমিও বসিষ্ঠ হইলে।" ইত্যাদি। * কৌষিতকি প্রভৃতি অন্যান্য বেদ-শাখায় প্রাণের শ্রেষ্ঠতামাত্র কথিত হইয়াছে, পরন্তু বসিষ্ঠত্বাদি গুণ কথিত হয় নাই। (অনন্তর শ্রেষ্ঠতার নির্দ্ধারণ। এই সকল দেবতা (ইন্দ্রিয়গণ) আপন আপন শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ করিল। ইত্যাদি প্রস্তাব দেখ)। এখানে সংশয় এই যে, কোন কোন শাখায় যে বসিষ্ঠত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে সে সকল অন্য শাখায় (যাহাতে তাহার উল্লেখ নাই) নিক্ষেপ বা সংগ্রহ করিতে হইবে কি না। সংশয়ের পর প্রথমতঃ পাওয়া যায়—নিক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ এই যে, শাখান্তরে এবং-শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"এবং অর্থাৎ এইরূপ জানিল। প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা

* বসিষ্ঠত্ব=সুখবাসিত্ব। বাগ্মী সুখে বাস করে, সুতরাং বাক্যের বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে। চক্ষুষ্মানেরই পাদপ্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি) দেখা যায়, সে জন্য চক্ষুর প্রতিষ্ঠা-গুণ আছে। শ্রবণ দ্বারা সর্ব্ববস্তুজ্ঞান সম্পন্ন হয়, সে কারণ শ্রোত্রের সম্পদ্গুণ। মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার ভোগ্য জীবের আশ্রয়ে অবস্থান করে, এ জন্য মনের আয়তনত্ব গুণ আছে। বাক্য প্রভৃতি যখন জানিল যে, প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন তাহারা ঐ সকল স্ব স্ব গুণ প্রাণে সমর্পণ করিল। আরণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয়ত্রই এই ভাবের কথা আছে।

শব্দেন বেদ্যং বস্তু নিবেদ্যতে। এবংশব্দশ্চ সন্নিহিতাবলম্বনো ন শাখান্তরপরিপঠিতমেবঞ্জাতীয়কং গুণজাতং শক্নোতি নিবেদয়িতুম্। তস্মাৎ স্বপ্রকরণস্থৈরেব গুণৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বমিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অন্যেরন্নিমে গুণাঃ ক্বচিদুক্তা বসিষ্ঠত্বাদয়োঽন্যত্রাপি। কুতঃ। সর্ব্বাভেদাৎ। সর্ব্বত্রৈব হি তদেবৈকং প্রাণবিজ্ঞানমভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে প্রাণসম্বাদাদিসারূপ্যাৎ। অভেদে চ বিজ্ঞানস্য কথমিমে গুণাঃ ক্বচিদুক্তা অন্যত্র নান্যেরন্। নন্বেবংশব্দস্তত্র তত্র ভেদেনৈবঞ্জাতীয়কং গুণজাতং বেদ্যত্বায় সমর্পয়তীত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি কৌষীতকিব্রাহ্মণগতেনৈবংশব্দেন বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতং গুণ-

...তেন তাবদেবঙ্কারেণ শক্যতে পরা-

জানিয়া—" ইত্যাদি। এই স্থানে এবং-শব্দ বেদ্যবস্তু অর্থাৎ বিজ্ঞেয় (উপাস্য) বস্তু সমর্পণ করিতেছে। এবং-শব্দ সন্নিহিতবাচী। যাহা নিকটে থাকে সেই বস্তুই এবং-শব্দের বোধ্য। সুতরাং এবং-শব্দ শাখান্তরপঠিত ঐ সকল গুণ বুঝাইতে সমর্থ নহে। উহা স্বপ্রকরণোক্ত গুণ বুঝাইয়া দিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, সে জন্য অন্য প্রকরণোক্ত গুণ আকর্ষণ করিতে পারে না। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল, সর্ব্বাভেদাৎ। কোন কোন স্থানের কথিত বসিষ্ঠত্বাদি গুণ অন্যস্থানেও নিক্ষিপ্ত হইবেক। কারণ এই যে, সর্ব্বশাখাস্থ সমুদায় বিদ্যা অভিন্ন অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্রৈব... নান্যেরন্] যে কোন শাখা হউক, সর্ব্বত্রই একই প্রাণ-বিজ্ঞান (একই প্রাণোপাসনা সেই সেই শাখায় কথিত হইয়াছে), ইহা প্রাণ-সংবাদের সারূপ্য দৃষ্টে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি প্রাণ-বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণোপাসনা এক হয়, বিভিন্ন না হয়, তবে, এক শাখার বসিষ্ঠত্বাদি-গুণ অন্য শাখায় নিক্ষিপ্ত না হইবে কেন? [নন্বেবংশব্দ...শিষ্যতে] বলিয়াছিলে যে, কৌষিতকিব্রাহ্মণের কথিত এবং-শব্দ তৎপ্রকরণোক্ত গুণনিচয়কেই বুঝায় ও বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণ অসন্নিহিত বলিয়া পৃথক্ থাকে। সে কথার প্রত্যুত্তর এই।—যদিও কৌষিতকিব্রাহ্মণের এবং-শব্দ বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণের সূচক হয় না, তথাপি, প্রোক্ত উপাসনায় সে সকল গুণ বাজিব্রাহ্মণোক্ত এবং-শব্দে অভিহিত হইতে পারে। কেননা, উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক। যেহেতু উপাসনা এক, সেই হেতু শাখান্তর-

জাতমসংশব্দিতমসন্নিহিতত্বাৎ, তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেনৈবংশব্দেন তৎসংশব্দিতমিতি ন পরশাখাগতমপ্যভিন্নবিজ্ঞানানুবদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতাদ্বিশিষ্যতে। ন চৈবং সতি শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা বা ভবতি। একস্যামপি হি শাখায়াং শ্রুতা গুণাঃ শ্রুতা এব সর্ব্বত্র ভবন্তি গুণবতো ভেদাভাবাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শৌর্য্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে প্রসিদ্ধো দেশান্তরগতস্তদ্দেশস্থৈরবিভাবিতশৌর্য্যাদিগুণোঽপ্যতদ্গুণো ভবতি, যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাদ্দেশান্তরেঽপি দেবদত্তগুণা বিভাব্যন্তে, এবমভিযোগবিশেষাচ্ছাখান্তরেঽপ্যুপাস্যা গুণাঃ শাখান্তরেঽপ্যস্যেরন্। তস্মাদেকপ্রধানসম্বদ্ধা ধর্ম্মা একত্রাপ্যুচ্যমানাঃ সর্ব্বত্রৈবোপসংহর্ত্তব্যা ইতি॥ ১০ ॥

স্রষ্টুম্। তথাপ্যভ্যুপেত্যাপি ক্রম ইত্যাশয়বতা ভাষ্যকৃতোক্তং "তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেনৈতি"। "শ্রুতহানি"রিতি। কেবলস্য শ্রুতস্য হানিরিতরসহিতস্য চাশ্রুতস্য কল্পনা ন চেত্যর্থঃ। অতিরোহিতমন্যৎ।

কথিত তৎসম্বন্ধীয় গুণ নিচয় স্বশাখায় অভিহিত না হইলেও পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। [ন চৈবং…প্যস্যেরন্] তাহাতে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হয় না। যে সকল গুণ এক শাখায় (বেদের এক বিভাগে) শ্রুত হইয়াছে, গুণীর ভেদ না থাকায় অর্থাৎ একত্ব থাকায় সে সকল গুণ সে শাখাতেও শ্রুত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। স্বদেশে শৌর্য্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে, তদ্দেশীয়েরা সে সকল গুণ শুনে নাই, তাই বলিয়া কি দেবদত্তের সে সকল গুণ নাই? সে দেশেও যেমন পরিচয়-বিশেষের দ্বারা দেবদত্তের সে সকল পরিগৃহীত হয়, তেমনি, বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অন্যান্য শাখাতেও নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। [তস্মা…ইতি] অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে, এক অথচ প্রধান এরূপ উপাস্য সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল কোন এক স্থানে শ্রুত না হইলেও সে সকল প্রদর্শিতপ্রকারে ও কারণে সংগৃহীত হইবেক।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১১ ॥*

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষ্বানন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ ক্বচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা যাবন্তো যত্র শ্রূয়ন্তে তাবন্ত এব তত্র প্রতিপত্তব্যাঃ কিং বা সর্ব্বে সর্ব্বত্রেতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে, আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ

গুণবদুপাসনাবিধানস্য বাস্তবগুণব্যাখ্যানাদ্বিবেকার্থমিদমধিকরণম্। যথৈকস্য ব্রহ্মণঃ সম্পদ্বামত্বাদয়ঃ সত্যকামত্বাদয়শ্চ গুণা ন সঙ্কীর্য্যেরন্। এবমানন্দবিজ্ঞানত্বাদয়ো বিভুত্বনিত্যত্বাদিভির্গুণৈঃ প্রদেশান্তরোক্তৈর্ন সঙ্কীর্য্যেরন্। তৎসঙ্করৈর্ব্বা সম্পদ্বামত্বাদয়োঽপি সত্যকামত্বাদিভিঃ সঙ্কীর্য্যেরন্। ন হি ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণঃ সত্ত্বে কশ্চিদ্বিশেষ ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু বাস্তববিধেয়য়োর্ব্বস্তুধর্ম্মতয়া চানুষ্ঠেয়তয়া চাব্যবস্থাব্যবস্থে ব্যবতিষ্ঠেতে। বস্তুধর্ম্মা হি যাবদ্বস্তু

যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে (বুঝাইতে) প্রবৃত্ত, সে সকল শ্রুতিতে ও অন্যান্য শ্রুতিতে ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি কোন কোন ব্রহ্মধর্ম্ম শুনা যায়। অর্থাৎ এক শ্রুতিতে আনন্দরূপত্ব ধর্ম্ম শ্রুত আছে, অথচ বিজ্ঞানঘনত্ব ধর্ম্ম শ্রুত নাই। আবার কোন কোন শ্রুতিতে সমুদায় ব্রহ্মধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, পরন্তু অন্য এক শ্রুতিতে দেখা যায়, সে সকল ধর্ম্মের দুই তিনটী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ কথিত হয় নাই। ইহাতে সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্ম সকল যেখানে যেটী শ্রুত হইয়াছে সেখানে সেইটী গৃহীত হইবে? কি একবাক্যতানুসারে সর্ব্বত্রই সকল গুলি গ্রহণ করিতে হইবে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া

* আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্ব্বগতত্ব-সর্ব্বাত্মকত্ব-সত্যত্বাদয়স্তত্র তত্রোক্তাঃ সর্ব্ব এব ধর্ম্মাঃ প্রধানস্য বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। সর্ব্বাভেদাদিত্যনুবর্ত্ত্য হেতুর্যোজনীয়ঃ।—আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত—সে সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই। না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে সমুদায় গুলিই সর্ব্বত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা বিশেষণ। অর্থাৎ যে-কিছু ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অভেদ ও প্রধান (বিশেষ্য)। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্ব্বত্র কথিত, তখন, কোন এক স্থানে কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও তাহা কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে।

সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ। কস্মাৎ। সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্ব্বাধিকরণোদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাদিনিদর্শনেন। নন্বেবং সতি প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োঽপি ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র সঙ্কীর্য্যেরন্, তথাহি তৈত্তিরীয়কে আনন্দময়মাত্মানং প্রক্রম্যাম্নায়তে 'তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইতি, অত উত্তরং পঠতি ॥ ১১ ॥

ব্যবতিষ্ঠতে। নাসাবেকত্রোক্তোঽন্যত্রানুক্তো নাস্তীতি শক্যং বক্তুম্। বিধেয়স্তু পুরুষপ্রযত্নতন্ত্রঃ পুরুষপ্রযত্নশ্চ যত্র যাবদ্গুণবিশিষ্টে ব্রহ্মণি চোদিতঃ স তাবত্যেবাবতিষ্ঠতে নাবিহিতমপি গুণং গোচরীকর্ত্তুমর্হতি। তস্য বিধিতন্ত্রত্বাদ্বিধেশ্চ ব্যবস্থানাৎ। তস্মাদানন্দবিজ্ঞানাদয়ো ব্রহ্মতত্ত্বাত্মতয়োক্তা যত্র যত্র ব্রহ্ম শ্রূয়তে তত্র তত্রানুক্তা অপি লভ্যন্তে। সম্পদ্বামাদয়শ্চোপাসনাপ্রযত্নবিধিবিষয়া যথাবিধ্যবতিষ্ঠন্তে ন তু যথাবস্থিতি সিদ্ধম্। প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং তূপাস্যত্বমারোপ্য ন্যায়ো দর্শিতঃ। তস্য তু বিষয়ঃ সম্পদ্বামাদিরুক্তঃ। মোদনমাত্রং মোদঃ। প্রমোদঃ প্রকৃষ্টো মোদঃ। তাবিমৌ পরস্পরাপেক্ষাবুপচয়াপচয়ৌ।

যায়, ঐ সকল ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রৌত বিভাগ অনুসারেই প্রতিপত্তব্য (গ্রহীতব্য)। এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত আপাত-জ্ঞানের ব্যুদাসার্থ সূত্র বলা হইল, আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য। অর্থ এই যে, আনন্দাদি সমুদায় ধর্ম্মনিচয় প্রধানের (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমুদায় ধর্ম্ম সমাবেশিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্র...নিদর্শনেন] সর্ব্বত্র অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তে একাদ্বয় ব্রহ্ম প্রধান অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে কথিত। সে কারণ, কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ অনভিহিত হইলেও ব্রহ্ম অভেদ অর্থাৎ এক। (একই ব্রহ্ম সমুদায় শাখায় উপদিষ্ট, সে জন্য শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয়, বিভিন্ন ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয় না)। ইতিপূর্ব্বে যে শৌর্য্যাদিগুণের উদাহরণ দেখান হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্ব্বত্রিকতা অনুমান কর। [নন্বেবং...পঠতি] এই সিদ্ধান্তের উপর কেহ কেহ বলিতে পারেন, আপত্তি

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১২ ॥*

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আম্নাতানাং নাস্ত্যন্যত্র প্রাপ্তিঃ। যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ আনন্দ ইত্যেতে পরস্পরাপেক্ষয়া ভোক্ত্রন্তরাপেক্ষয়া বোপচিতাপচিতরূপা উপলভ্যন্তে। উপচয়াপচয়ৌ চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ।

ব্রহ্মৈক্যাচ্চেদানন্দত্বাদিধর্ম্মাণাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিস্তর্হি সগুণব্রহ্মবিদ্যাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি স্যাদিতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রম্। ব্যাচষ্টে—প্রিয়েতি। পুত্রদর্শনজসুখং প্রিয়ং তদ্বার্ত্তাদিনা মোদস্তস্য বিদ্যাদ্যতিশয়ে প্রমোদ ইত্যেবং তারতম্যবন্তো ধর্ম্মাস্ত্বদ্বয়ে জ্ঞেয়ে ন প্রাপ্নুবন্তি। তেষামব্রহ্মস্বরূপাণাং ব্রহ্মজ্ঞানানুপযোগাদিতি ভাবঃ। তেষাং ব্রহ্মধর্ম্মত্বং চাসিদ্ধমিত্যাহ—ন চৈত ইতি। ব্রহ্মণি চিন্তাব-

করিতে পারেন, তবে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োক্ত "প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি † গুণও অন্য শাখায় নীত হইবে; এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ১২ সূত্র বলা হইল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরিপঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম অন্য শাখায় নীত হইবে না। কারণ এই যে, মোদ প্রমোদ আনন্দ, এ সকল আপেক্ষিক ও বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত। (আপেক্ষিক অর্থাৎ নিমিত্তাধীন সুতরাং তারতম্যযুক্ত ও হ্রাসবৃদ্ধিমান্। সুখের তারতম্য অথবা ভোক্তার ইতর বিশেষ ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যথা—পুত্র দর্শনজ সুখ প্রিয়, পুত্রের কুশলাদি জানিলে মোদ এবং তাহাতে বিদ্যাদি অতিশয় অর্থাৎ গুণাধিক্য দেখিলে প্রমোদ। অতএব, প্রিয় মোদ প্রমোদ এ সকল সুখের তারতম্য বা অবস্থাপ্রভেদ ব্যতীত অন্য

---

* ব্রহ্মৈক্যাচ্চেদানন্দাদিধর্ম্মাণাং প্রাপ্তিঃ সর্ব্বত্র তর্হি সগুণব্রহ্মবিদ্যাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শিরেতি। নির্গুণাদ্বয়ে প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং সগুণধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তির্নাস্তীত্যর্থঃ। হি যতঃ। ভেদে সতি উপচয়াপচয়ৌ সম্ভবতঃ। প্রিয়াদীনামুপচিতাপচিতরূপত্বাদদ্বয়ে তৎপ্রাপ্তির্নাস্তীতি ন তৎ শঙ্কাস্থানমিতি ভাবঃ।—"প্রিয়ই সেই আনন্দময় আত্মার মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা এবং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মূল পুচ্ছ" এই যে তৈত্তিরীয় শাখোক্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম, গুণ, এ সকল বৃদ্ধিহ্রাসধর্ম্মবিশিষ্ট। অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্ম স্থির ধর্ম্ম নহে। এ কারণ, ঐ সকল ধর্ম্ম অদ্বয় ব্রহ্মের বাস্তব ধর্ম্ম নহে। অদ্বয় ব্রহ্মে ঐ সকল অপ্রসিদ্ধ।

† তিত্তিরীশ্রুতি "আনন্দময় আত্মা" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"তাঁহার শির (মস্তক) প্রিয়, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা ও পুচ্ছ ব্রহ্ম।" তিত্তিরী শ্রুতি ইত্যাদি প্রকারে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম বলিয়াছেন সত্য; পরন্তু তাহা উপাসনার্থ, স্বরূপবোধনার্থ নহে।

নির্ভেদস্তু ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চৈতে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ। কোশধর্ম্মাস্ত্বেতে ইত্যুপদিষ্টমস্মাভিঃ 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' ইত্যত্র [বে০সূ০১।১।১২]। অপি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রত্বেনৈতে পরিকল্প্যন্তে ন দ্রষ্টব্যত্বেন। এবমপি সুতরামন্যত্রাপ্রাপ্তিঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্। ব্রহ্মধর্ম্মাংস্ত্বেতান্ কৃত্বা ন্যায়মাত্রমিদমাচার্য্যেণাদর্শিতং প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরিতি। স চ ন্যায়োঽন্যেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম্মেষূপাসনায়োপদিশ্যমানেষু নেতব্যঃ সম্পদ্বামত্বাদিষু সত্যকামত্বাদিষু চ। তেষু হি সত্যপ্যুপাস্যব্রাহ্মণ একত্বে প্রক্রমভেদাদুপাসনভেদে সতি নান্যোন্যধর্ম্মাণামন্যো-

---

তারোপায়ত্বেঽপি তেষাং প্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমপীতি। অজ্ঞেয়ত্বাদেষাং ন জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। কিমর্থং তর্হি সূত্রমিত্যত আহ—ব্রহ্মধর্ম্মাংস্ত্বিতি। ব্রহ্মধর্ম্মানিতি কৃত্বা। চিন্তাফলমাহ—স চেতি। জ্ঞেয়ে বাহ্যধর্ম্মাণামনুপযোগাদপ্রাপ্তিরিতি ন্যায়াৎ সম্পদ্বামত্বাদীনামপ্রাপ্তিরিতি সূত্রং ব্যাখ্যেয়মিত্যর্থঃ। জ্ঞানানুপযোগেঽপি ধ্যানে তেষাং ধর্ম্মাণামুপযোগাদিত্যা-

---

কিছু নহে) ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধিহ্রাস ও তারতম্য ধর্ম্ম থাকে, তাহা অভেদে থাকিবার সম্ভাবনা কি ? ব্রহ্ম নির্ভেদ—ভেদবর্জ্জিত অর্থাৎ অদ্বয় বা এক। তাঁহাতে বৃদ্ধিহ্রাস অথবা তারতম্য কিছুই নাই। (কাযেই মানিতে হইতেছে, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম নহে, ব্রহ্ম ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা অন্য স্থানোক্ত ব্রহ্মবাক্যে নীত হয় না)। [ন চৈতে...স্ত্বাদীনাম্] অপিচ, ঐ প্রিয়শিরস্ত্বাদি (প্রিয়=সুখ ; শিরঃ=মস্তক। ফলিতার্থ—সুখকে আনন্দময় আত্মার মস্তক বলিয়া জান, ইত্যাদি) ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে ; ও সকল আনন্দময় কোশের ধর্ম্ম। এ কথা "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও হইয়াছে। অন্য কথা এই যে, পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করাইবার জন্যই ঐ সকল (মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি) কল্পিত হইয়াছে মাত্র ; উহা ব্রহ্মজ্ঞানার্থ নহে। অর্থাৎ মহাবাক্য সমুত্থ ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ সকলের অল্পমাত্রও উপযোগ নাই। যদি তাহাই না থাকিল, তবে আর কি জন্য ঐ সকল অন্য ব্রহ্মবাক্যে নীত হইবে ? [ব্রহ্ম···মিহাপীতি] বলিতে পার, তবে এ সূত্রের অবতারণা কেন ? কেন তাহা বলিতেছি। আচার্য্য ব্যাস ঐ সকলকে ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া এই

ন্যত্র প্রাপ্তিঃ। যথা চ দ্বে ভার্য্যে একং নৃপতিমুপাসাতে চামরেণান্যা ছত্রেণান্যা, তত্র চোপাস্যৈকত্বেঽপ্যুপাসনভেদে ধর্ম্মব্যবস্থা চ ভবতি এবমিহাপীতি। উপচিতাপচিতগুণত্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে ন নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি। অতো ন সত্যকামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং ক্বচিচ্ছ্রুতানাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ॥ ১২॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ॥ ১৩॥*

শঙ্ক্যাহ—তেষু হীতি। ধ্যানবিধিপরতন্ত্রাণাং ধর্ম্মাণাং যথাবিধি ব্যবস্থেত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

প্রিয়শিরস্ত্বাদি সূত্রে যুক্তিমাত্র দেখাইয়াছেন। যুক্তি-রচনার ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট, এবং যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত (অসংশয়িত), সে সকলের বিনিয়োগে উক্ত ন্যায় অর্থাৎ ঐ যুক্তি উপনায়িত করিবে (দেখাইবে)। যেমন সম্পদ্বামত্ব ধর্ম্ম ও সত্যকামত্ব ধর্ম্ম। সর্ব্বত্রই উপাস্য ব্রহ্ম এক সত্য; তথাপি, প্রক্রমের ভিন্নতায় উপাসনার ভেদ স্বীকৃত হয় এবং সেই সেই স্থানেই অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য উপাসনায় নীত হয় বা পাওয়া যায়। যেমন দুই স্ত্রী একই রাজার উপাসনা করে, এক স্ত্রী চামর দ্বারা এবং অন্য স্ত্রী ছত্রের দ্বারা, সে খানে যেমন উপাস্য এক হইলেও উপাসনার প্রকার ভিন্ন হওয়ায় উপাসনা ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। (অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণ ধ্যানবিধির অধীন, সে সকলের ব্যবস্থা সেই সেই বিধিরই অনুরূপ। কিন্তু অনুপযোগী বলিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মে সে সকলের প্রাপ্তি নাই)। [উপচিত…রিত্যর্থঃ] সগুণ ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার হয়, সেই জন্য সগুণ ব্রহ্মেই ঐ সকল বৃদ্ধি-হ্রাস ঘটিত গুণ উপপন্ন হয়। নির্গুণ পরব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার হয় না, সুতরাং তাঁহাতে ঐ সকল বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত গুণের সমাবেশও হয় না। অতএব, ক্বচিত শ্রুত সত্যকামত্বাদিধর্ম্ম অসার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সে সকল মাত্র সেই সেই স্থানেই সেই সেই উপাসনার্থ ব্যবস্থাপিত জানিবে।

* আনন্দাদীনাং সম্পদ্বামত্বাদিসাম্যং নাশঙ্কনীয়মিতি তুশব্দার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ ইতরে আনন্দরূপত্বাদয়ো ধর্ম্মা সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি তেষাং সম্পদ্বামত্বাদিবৈষম্যাৎ সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যতা ব্যাঘাত ইতি সূত্রার্থঃ।—প্রিয়শিরস্ত্বাদি

ইতরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি বৈষম্যম্। প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি ॥ ১৩॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৪ ॥*

কাঠকে পঠ্যতে 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ' ইত্যারভ্য 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে সর্ব্ব এবার্থাদয়স্ততস্ততঃ

সম্পদ্ধামত্বাদিধর্ম্মেভ্য আনন্দাদীনাং বৈষম্যং জ্ঞানোপযোগিত্বাদিত্যাহ। ইতরে ত্বিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইতি কিমত্র সর্ব্বেষামেবার্থাদীনাং পরত্বং প্রতি-

---

প্রিয়শিরস্ত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্রহ্মধর্ম্ম সকল অর্থাৎ আনন্দরূপত্ব ও বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ উপদিষ্ট—সে সকল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ব বিধায় সর্ব্বত্রই প্রতীত হয়, সঙ্কুচিত হয় না। অতএব, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম ও স্বরূপবোধক আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম সমান নহে। সমান নহে বলিয়াই তাহা উক্ত ন্যায়ের (যুক্তির) অবিষয়।

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ (বিষয়) পর, অর্থাপেক্ষা মন পর (শ্রেষ্ঠ বা বড়)।" ইত্যাদি। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "পুরুষ অপেক্ষা পর এমন কিছু নাই। পুরুষই পরা কাষ্ঠা এবং পরমা গতি।" এখানে

ও সত্যকামত্বাদিবিধানানুসারে ব্যবস্থাপিত হয়। ঐ সকল ধর্ম্ম সার্ব্বত্রিক নহে, এ কথার দ্বারা আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মের অসার্ব্বত্রিকতা আইসে না। কারণ এই যে, প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম অদ্বয় বা এক, সেই জন্য তৎস্বরূপ বোধক যে কিছু—সে সমস্তই সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রতীতির বিষয় হয়। ফলিতার্থ—জ্ঞেয় ব্রহ্মে বাহ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় না।

* ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদৌ কাঠকবাক্যে প্রয়োজনাভাবাৎ নৈষ্ফল্যাৎ নার্থাদীনাং পরত্বপ্রতিপাদনং ফলত্বাৎ পুরুষস্যৈব তু প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যত্বম্। আধ্যানায় আধ্যানপূর্ব্বকায়-সম্যক্দর্শনায় সম্যক্দর্শনার্থমিতি যাবৎ। তত্রাহফলানামর্থাদীনাং পরত্বকথনং পুরুষশেষতয়েতি দ্রষ্টব্যম্।—কঠ উপনিষদে যে "ইন্দ্রিয়াপেক্ষা পর অর্থ" ইত্যাদি কথা আছে এবং উহার শেষ বাক্যে যে পুরুষের পরত্ব কথন আছে, সে সকল কথায় তত্ত্বজ্ঞানের উপকারার্থ পুরুষেরই পরাৎপরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেননা, অর্থাদির পরত্ব বর্ণনে ফলাভাব; পরন্তু পুরুষের সর্ব্বপরত্ব জ্ঞানে মুক্তিরূপ ফল আছে।

পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে উত পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রদিপাদ্যত ইতি। তত্র তাবৎ সর্ব্বেষামেবৈষাং পরত্বেন প্রতিপাদনমিতি ভবতি মতিঃ। তথা হি শ্রূয়তে—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিতি। নন্বু বহুষ্বর্থেষু পরত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। বাক্যবহুত্বোপপত্তেঃ। বহূন্যেব হ্যেতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহূনর্থান্ পরত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুম্। তস্মাৎ প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ

পিপাদয়িষিতম্, আহো পুরুষস্যৈব তৎপ্রতিপাদনার্থঞ্চেতরেষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। তত্র প্রত্যেকমর্থাদিপরত্বপ্রতিপাদনশ্রুতেঃ শ্রূয়মাণতত্তৎপরত্বে চ সম্ভবতি ন তত্তদতিক্রমে সর্ব্বেষামেকপরত্বাধ্যবসানং ন্যায্যম্। ন চ প্রয়োজনাভাবাদসম্ভবঃ। সর্ব্বেষামেব প্রত্যেকং পরত্বাভিধানস্যাধ্যানপ্রয়োজনত্বাৎ। তত্তদাধ্যানানাঞ্চ প্রয়োজনবত্ত্বস্মৃতেঃ। তথা হি স্মৃতিঃ—

দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসঙ্খ্যা ন বিদ্যতে। ইতি

এই সংশয় হয় যে, ঐ সকল অর্থাদি কি উক্ত বাক্যে পর পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে? কি ঐ বাক্য একমাত্র পুরুষেরই সর্ব্বপরত্ব প্রতিপাদন (বোধন) করিতেছে? [তত্র...ব্রূমঃ] এই বিষয়ে বলা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই উত্তরোত্তর পরত্ব (প্রধানত্ব) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে। যথা—"ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান, ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান।" ইত্যাদি। যদি বল, বহু বস্তুর প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে গেলে বাক্যভেদ হইবে অর্থাৎ এক-বাক্যতা ভঙ্গ হইয়া বহু বাক্য হইবে; আমরা বলিব, বাক্যভেদ-দোষ হইবে না। বহু বাক্যই হইবে। ঐ স্থলে বহু বাক্যই উপপন্ন হয়। বাক্য বহু হইলে, অবশ্যই সে সকল বহু পরত্বযুক্ত অর্থ বোধন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব, ঐ বাক্যে ঐ সকলের প্রত্যেকের পরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে ১৪ সূত্র বলা হইল। [পুরুষ...সিদ্ধিঃ] একমাত্র

পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তং ন প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। কস্মাৎ। প্রয়োজনাভাবাৎ। ন হীতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পুরুষে ত্বিন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সর্ব্বানর্থব্রাতাতীতে প্রতিপন্নে দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' ইতি। অপি চ পরপ্রতিষেধেন কাষ্ঠাদিশব্দেন চ পুরুষবিষয়মাদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈব পূর্ব্বাপরপ্রবাহোক্তিরিতি দর্শয়তি—আধ্যানায়েতি। আধ্যানপূর্ব্ব-

---

প্রামাণিকস্য বাক্যভেদস্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ প্রত্যেকং তেষামর্থাদীনাং পরত্বপরাণ্যেতানি বাক্যানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যেষ তাবৎসন্দর্ভো বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ প্রতীয়তে নাধ্যানবিধিপরঃ। তদশ্রুতেঃ। তদত্র যৎপ্রত্যয়স্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনবত্ত্বং দৃশ্যতে তৎপ্রত্যয়পরত্বং সর্ব্বেষাম্। দৃষ্টঞ্চ বিষ্ণোঃ পরমপদজ্ঞানস্য নিখিলানর্থসংসারকারণাবিদ্যোপশমঃ। তত্ত্বজ্ঞানোদয়স্য বিপর্য্যাসোপশমলক্ষণত্বেন তত্র তত্র দর্শনাৎ। অর্থাদিপরত্বপ্রত্যয়স্য তু ন দৃষ্টমস্তি প্রয়োজনম্। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যা। ন চ পরমপুরুষার্থহেতুপরত্বে সম্ভবত্যবান্তরপুরুষার্থতোচিতা। তস্মাদ্দৃষ্টপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ পুরুষপরত্বপ্রতিপাদনার্থোঽয়ং সন্দর্ভ ইতি গম্যতে। কিঞ্চাদরাদপ্যয়মেবাস্যার্থ ইত্যাহ—"অপি চ পরপ্রতিষেধেনে"তি। নন্বত্রাধ্যানবিধির্নাস্তি তৎ কথমুচ্যত আধ্যানায়েত্যত আহ—"আধ্যানায়ে"তি।

পুরুষই ঐ সকলের পর, ইহাই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য। ঐ বাক্যে উল্লিখিত পদার্থ-রাশির প্রত্যেকের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হয় নাই, পুরুষেরই সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ এই যে, পুরুষাতিরিক্ত পদার্থের প্রাধান্য প্রতিপাদন করার প্রয়োজন বা কোনরূপ ফল নাই। অর্থাদি পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার কোনরূপ ফল দেখা যায় না এবং তাহা শাস্ত্রেও শুনা যায় না। কিন্তু সর্ব্বপর ও সর্ব্বানর্থাতীত পরমপুরুষ জ্ঞানে মোক্ষরূপ ফল দেখা যায়। [তথাচ...প্রধানম্] এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"অধিকারী পরাৎপর পুরুষ সাক্ষাৎকারের অনন্তর মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত (সংসারমুক্ত) হয়।" আরও দেখ, শ্রুতি পর-প্রতিষেধ ও কাষ্ঠাদি (কাষ্ঠা—সীমা) শব্দের প্রয়োগ করিয়া পুরুষের পরত্বেই আদর দেখাইয়াছেন। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল পুরুষ-জ্ঞানের

কায় সম্যগ্দর্শনায়েত্যর্থঃ। সম্যগ্দর্শনার্থমেব হীহাধ্যানমুপদিশ্যতে ন ত্বাধ্যানমেব স্বপ্রধানম্ ॥ ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৫ ॥*

ইতশ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈবেয়মিন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ, যৎকারণং—

'এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' ॥ ইতি-

প্রকৃতং পুরুষমাত্মেত্যাহ। অতশ্চানাত্মত্বমিতরেষাং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তস্যৈব চ দুর্ব্বিজ্ঞানতাং সুসংস্কৃতমতিগম্যতাঞ্চ দর্শয়তি তদ্বিজ্ঞানায়ৈব চ 'যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ' ইত্যাধ্যানং বিদধাতি। তদ্ব্যাখ্যাতমানুমানিকমপ্যেকেষামিত্যত্র [বে০সূ০১।৪।১]। এবমনেকপ্রকার আশয়াতিশয়ঃ

অনধিগতার্থপ্রতিপাদনস্বভাবত্বাৎ প্রমাণানাং বিশেষতশ্চাগমস্য পুরুষশব্দবাচ্যস্য চাত্মনঃ স্বয়ং শ্রুত্যৈব দুরধিগমত্বাবধারণাৎ বস্তুতশ্চ দুরধিগমত্বাৎ অর্থাদীনাঞ্চ সুগমত্বাৎ তৎপরত্বমেবার্থাদিপরত্বাভিধানস্যেত্যর্থঃ। শ্রুতেরাশ-

---

জন্যই ঐ পরোক্তিপ্রবাহের কথন। আচার্য্য ব্যাস এই শ্রৌত তাৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ এই ১৪ সূত্র বলিয়াছেন। ১৪ সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ উক্তি ধ্যানমূলক তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভাবনার্থ, ইতর পদার্থের প্রাধান্য খ্যাপনার্থ নহে। অমুক অপেক্ষা অমুক পর, এ আধ্যান (ভাবনা) তত্ত্বজ্ঞান দর্শনার্থ উপদিষ্ট; ধ্যানপ্রাধান্যার্থ অথবা অর্থাদিপ্রাধান্যার্থ উপদিষ্ট নহে।

ঐ ইন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তি যে পুরুষজ্ঞানার্থ, তাহা তৎপ্রকরণস্থ আত্মশব্দের দ্বারাও স্থিরীকৃত হয়। কাঠকশ্রুতি পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "সমুদায় ভূতে গূঢ় এই আত্মা (আপাত জ্ঞানে) প্রকাশিত হইতেছেন না; কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইতেছেন।" [অতশ্চানাত্মত্ব...নেতরেষু] ঐ শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষ অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাহা ধ্যানাদিসংস্কৃত বুদ্ধির গম্য, তদতিরিক্ত যে-কিছু—সমস্তই অনাত্মা এবং একমাত্র পুরুষই মুখ্য আত্মা।

---

* আত্মশব্দাদপি তত্র পুরুষপ্রতিপাদ্যতেতি যোজনীয়ম্।—ঐ বাক্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ঐ বাক্যের পুরুষপ্রতিপাদ্যতা প্রতীত হয়।

শ্রুতেঃ পুরুষে লক্ষ্যতে নেতরেষু। অপি চ 'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইত্যুক্তে কিন্তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়ামিন্দ্রিয়াদ্যনুক্রমণাৎ পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থ এবায়মায়াস ইত্যবসীয়তে ॥ ১৫ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৬ ॥*

ঐতরেয়কে শ্রূয়তে 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ

য়াতিশয় ইবাশয়াতিশয়ঃ। তত্তাৎপর্য্যতেতি যাবৎ। কিঞ্চ শ্রুত্যন্তরাপেক্ষিতাভিধানাদপ্যেবমেবার্থাদিপরত্বে তু স্বরূপেণ বিবক্ষিতেনাপেক্ষিতং শ্রুতিরাচষ্ট ইত্যাহ—"অপি চ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি"ইতি।

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি লোকসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতা—পরমেশ্বরহিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃকো-

এই পুরুষ-নামক মুখ্য আত্মার সাক্ষাৎকারার্থ "বুদ্ধিমান্ উপাসক বাগিন্দ্রিয়কে মনে বিলীন বা স্থাপন করিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি আধ্যানের (চিন্তারূপ উপাসনার) বিধান হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ১ম সূত্রে এ সকলের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে পুরুষবিষয়েই এইরূপ ও অন্যরূপ আশয়াতিশয় (পুরুষসাক্ষাৎকারার্থ ধ্যানের প্রকারবাহুল্যরূপ শ্রুতি তাৎপর্য্য) দেখা যায়, অন্যপদার্থবিষয়ে নহে। [অপিচ...সীয়তে] আরও দেখ, শ্রুতি "সে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলাতে যে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, "পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ—তাহা কি? কিংস্বরূপ?" ইত্যাকার জিজ্ঞাসা হইতেছিল, সেই জিজ্ঞাসা পরিপূরণার্থ শ্রুতি ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন। (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।) ইহাতেও নিশ্চয় হইতেছে যে, শ্রুতি উপাসককে পরম পদ বুঝাইবার জন্যই ঐ আয়াস (অধিক বর্ণনা করার ক্লেশ) স্বীকার করিয়াছেন।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে, "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল অদ্বয় আত্মাই ছিল,

---

* আত্মা বা ইদমিত্যাদাবাত্মগৃহীতিঃ পরমাত্মগ্রহণং ন্যায্যম্। কুতঃ? উত্তরাৎ বাক্যশেষাৎ স ঐক্ষতেত্যাদিকাৎ। ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেতরেষু তস্মাদ্বেত্যাদিকেষু সৃষ্টিবাক্যেষু পরস্যৈবাত্মনোগ্রহণং যথাবেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যাগাত্মৈব মুখ্যো গৃহ্যতে তথেহাপীত্যর্থঃ। অত্র মহাভূতসৃষ্টিপূর্ব্বকং লোকান্ সৃজতেতি শ্রুতির্ব্ব্যাখ্যেয়া।—"যখন এ সকল সৃষ্টি হয় নাই তখন একমাত্র আত্মা ছিলেন" এই ঐতরেয় শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে। অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যের দৃষ্টান্তে এ আত্মশব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—উত্তর অর্থাৎ ঐ প্রস্তাবের শেষ বাক্য। পরমাত্মগ্রহণ-যোগ্য বিশেষণান্তরও আছে।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচীর্ম্মর আপঃ' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিং পর এবাত্মা ইহাত্মশব্দেনাভিলপ্যতে উতান্যঃ কশ্চিদিতি। কিং তাবৎ। প্রাপ্তং ন পরমাত্মেহাত্মশব্দাভিলপ্যো ভবিতুমর্হতীতি। কস্মাৎ। বাক্যান্বয়দর্শনাৎ। ননু বাক্যান্বয়ঃ সুতরাং পরমাত্মবিষয়ো দৃশ্যতে প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণাৎ ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্ববচনাচ্চ। নেত্যুচ্যতে। লোকসৃষ্টিবচনাৎ। পরমা-

---

পলব্ধা। সেয়মিহ মহাভূতসর্গমনভিধায় প্রাথমিকো লোকসৃষ্টিরুপলভ্যমানা-র্থান্তরেশ্বরকার্য্যা প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণঞ্চাবান্তরেশ্বরসম্বন্ধিতয়া গময়তি। পারমেশ্বরসর্গস্য মহাভূতাকাশাদিত্বাদস্য চ তদ্বৈপরীত্যাৎ। অস্তি হি তস্যৈ-বৈকস্য বিকারান্তরাপেক্ষয়াগ্রত্বমস্তি চেক্ষণম্। অপি চৈতস্মিন্নৈতরেয়কে

চলবৎ অন্য কিছু ছিল না। আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সকল সৃজন করিব'। পরে তিনি অম্ভঃ, মরীচী, মর ও আপ্, এ সকল লোক সৃজন করিলেন। (অম্ভঃ = স্বর্গ, মরীচী = অন্তরিক্ষ, মর = মর্ত্ত্য-লোক, আপ্ = পাতাল-লোক)।" এখানে সংশয়—ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার কথন হইয়াছে? কি অন্য কিছু অভিহিত হইয়াছে? কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—পরমাত্মা ঐ আত্মশব্দের অভিলাপ্য নহে। কারণ, ঐ স্থলে বাক্যান্বয় থাকা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্য সূত্রাত্ম-উপাসনার প্রতিপাদক সুতরাং তত্রস্থ আত্মশব্দ সূত্রাত্মারই গ্রাহক (বোধক), পরমাত্মার গ্রাহক নহে। [ননু ··ইতি] কেহ হয় ত বলিবেন, ঐ বাক্যে যখন উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মৈক্যের অবধারণ ও আলোচনাপূর্ব্বক সৃজন করা কথিত হইয়াছে তখন উহা (ঐ বাক্য) প্রকারান্তরে পরমাত্মপর বা পরমাত্মবোধক হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ বাক্য পরমাত্ম-বোধক হইতে পারে না। কারণ এই যে, ঐ বাক্য লোকসৃষ্টি বলিতেছে। ঐ বাক্যে যদি সর্ব্ব স্রষ্টা পরমাত্মার কথন হইত তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে মহাভূত সৃষ্টি বলা হইত। তাহা বলা হয় নাই, অগ্রে লোকসৃষ্টিই বলা হইয়াছে। লোক কি? তাহা বিবেচনা কর। লোক সকল মহাভূতেরই বিন্যাস-বিশেষ, অন্য কিছু নহে। সেই জন্যই শ্রুতি "অন্তরিক্ষের পর অম্ভঃ অর্থাৎ স্বর্গ" ইত্যাদি ক্রমে অম্ভঃ প্রভৃতি শব্দের নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি) বলিয়াছেন। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, লোকসৃষ্টি (যাহা মহাভূতেরই

স্মিন্ হি স্রষ্টরি পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিরাদৌ বক্তব্যা। লোকসৃষ্টিস্ত্বিহাদাবুচ্যতে। লোকাশ্চ মহাভূতসন্নিবেশবিশেষাঃ। তথা চাম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকত্বেনৈব নির্ব্বক্তি 'অদোঽম্ভঃ-পরেণ দিবম্' ইত্যাদিনা। লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপলভ্যতে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত' ॥ ইতি।

ঐতরেয়িণোঽপি "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ। প্রজাপতে রেতো দেবাঃ" ইত্যত্র পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকাং বিচিত্রাং সৃষ্টিমামনন্তি। আত্মশব্দোঽপি তস্মিন্ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইত্যত্র। একত্বাবধারণমপি প্রাগুৎপত্তেঃ স্ববিকারাপেক্ষমুপপদ্যতে।

পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকৈব লোকসৃষ্টিরুক্তা। তদনুসারাদপ্যেতদেব বিজ্ঞায়তে। অপি চ তাভ্যো গামানয়দিত্যাদয়শ্চ ব্যবহারাঃ শ্রুত্যোক্তা বিশেষবৎপরমাত্মসু প্রসিদ্ধাঃ। ততোঽপ্যবান্তরেশ্বর এব বিজ্ঞায়তে। আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চাত্রাপি দৃষ্টস্তস্মাদপরাত্মাভিলাপোঽয়মিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। পর-

---

রচনা বা বিন্যাস-বিশেষ তাহা) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কোন কিছু কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। শ্রুতি যথা—"লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল পুরুষাকার আত্মা ছিল।" (নরাকার আত্মা ব্রহ্মা) ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ইনিই প্রথম শরীরী এবং ইহাঁকেই লোক ও শাস্ত্র পুরুষ বলে। ইনিই প্রাণি-নিবহের আদি-কর্ত্তা।" [ঐতরে...ইত্যত্র] ঐতরেয়শাখাধ্যায়ীরা ও প্রথম প্রস্তাবে প্রজাপতির বিচিত্র সৃষ্টি বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—"ইহারই পরে রৈতসী সৃষ্টি হয়। দেবতা সকল প্রজাপতির রেতঃ অর্থাৎ কার্য্য।" (প্রজাপতি কারণ, দেবতা ও লোক সকল তাঁহার কার্য্য)। "পূর্ব্বে এ সকল পুরুষবিধ অর্থাৎ নরাকার আত্মা ছিল।" এই শ্রুতিতে প্রজাপতির প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [একত্বাব...পন্নম্] লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে যে একত্বাবধারণ শ্রুত হইয়াছে তাহা স্ববিকারাপেক্ষায়

ঈক্ষণমপি তস্য চেতনত্বাভ্যুপগমাদুপপন্নম্। অপি চ তাভ্যো গামানয়ৎ তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তাশ্চাব্রুবন্ ইত্যেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকেষু বিশেষবৎস্বাত্মসু প্রসিদ্ধ ইহানুগম্যতে। তস্মাৎ বিশেষবানেব কশ্চিদিহাত্মা স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পর এবাত্মেহাত্মশব্দেন গৃহ্যতে। ইতরবৎ। যথতরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যেবমাদিষু পরস্যাত্মনো গ্রহণং যথা বেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব

মাত্মনো গৃহ্যতিরিহ। যথেতরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিষু। তস্মাদুত্তরাং স ঐক্ষতেতীক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বশ্রবণাদাত্মেত্যবধারণাচ্চ।

উপপন্ন হয়। (প্রজাপতিই প্রাজাপত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এ সকল ছিল না, এইরূপে ঐ একত্ববাদ সঙ্গত হইতে পারে) এবং তাঁহার চেতনত্ব স্বীকৃত থাকায় ঈক্ষণও অর্থাৎ আলোচনাও সঙ্গত হয়। [অপিচ...ব্রূমঃ] আরও দেখ, "তিনি প্রজাদিগের উপভোগার্থ গো আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্য পুরুষ আনয়ন করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আমরা তৃপ্ত হইলাম।" এইরূপ বিশেষ বিশেষ বহু-ব্যাপার লৌকিক সবিশেষ (ভেদ) আত্মসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত শ্রুতিতেও সবিশেষ আত্মার গ্রহণ ন্যায্য, ইহা বেশ্ বুঝা যায়। "প্রদর্শিত প্রকারে অগ্রে একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি আলোচনা করিলেন, করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন" এখানে প্রজাস্রষ্টা বিশেষবান্ আত্মা, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (বুঝা যায়), নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্তার্থ এই ১৬ সূত্র বলা হইল। [পর...ন্যায্যম্] যেমন অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয়, তেমনি, এতদ্বাক্যস্থ আত্মশব্দেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে যেমন আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ এবং লৌকিক প্রয়োগেও আত্মশব্দে মুখ্য প্রত্যগাত্মার গ্রহণ, তেমনি, এখানেও অর্থাৎ উদাহৃত সৃষ্টি শ্রুতিতেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। যে স্থানে দেখিবে, "পূর্ব্বে এ সকল আত্মামাত্র ছিল" ইত্যাদি প্রয়োগের পর "পুরুষবিধ" বিশেষণ আছে, সে স্থলে বিশেষণের অনুরোধে সবিশেষ আত্মার (সগুণ ব্রহ্মের) গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু এখানে (উদাহৃত শ্রুতিতে)

মুখ্য আত্মশব্দেন গৃহ্যতে তথেহাপি ভবিতুমর্হতি। যত্র তু 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ' ইত্যেবমাদৌ পুরুষবিধ ইত্যেবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রূয়তে ভবেৎ তত্র বিশেষবত আত্মনো গ্রহণম্। অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণমেব বিশেষণমপ্যুত্তরমুপলভ্যতে 'স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজৈ' ইতি 'স ইমাল্লোকানসৃজত' ইত্যেবমাদি। তস্মাৎ তস্যৈব গ্রহণমিতি ন্যায্যম্॥ ১৬॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ॥ ১৭॥*

বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণমিতি পুনর্যদুক্তং তৎপরিহর্ত্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে—স্যাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নং পরমাত্মন ইহ গ্রহণম্। কস্মাদবধারণাৎ। পরমাত্মগ্রহণং হি

এতদভিসংহিতম্—মুখ্যং তাবৎ সর্গাৎ প্রাক্কেবলত্বমাত্মপদত্বং স্রষ্টৃত্বঞ্চ পরমেশ্বরস্যাত্র ভবতঃ। তদসত্যামনুপপত্তৌ নান্যত্র ব্যাখ্যাতুমুচিতম্।

ন চ মহাভূতসৃষ্ট্যনভিধানেন লোকসৃষ্ট্যভিধানমনুপপত্তিবীজম্। আকাশপূর্ব্বিকায়াং বস্তুতো ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৌ যথা ক্বচিত্তেজঃপূর্ব্বকসৃষ্ট্যভিধানং ন বিরুধ্যতে, এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইতি দর্শনাৎ। আকাশং বায়ুং সৃষ্ট্বেতি হি তত্র

সেরূপ বিশেষণ না থাকায় প্রত্যুত তদুত্তরে পরমাত্মার অনুগুণ বিশেষণ থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই ন্যায্য। উত্তরে অর্থাৎ পরে যে পরমাত্মার অনুগুণ বিশেষণ (পরমাত্মায় সঙ্গত হয় এরূপ বিশেষণ) আছে, সেই বিশেষণ এই—"তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি লোকসৃজন করিব।" "তিনি এই সকল (পশ্চাদুক্ত) লোক সৃজন করিয়াছেন।" ইত্যাদি। অতএব, উদাহৃত সৃষ্টিবাক্যস্থ আত্মার পরমাত্মা অর্থই ন্যায্য।

পূর্ব্বপক্ষ বাদী বলিয়াছিলেন, বাক্যান্বয় (পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দেখা যায়, সেই কারণে ঐ আত্মশব্দ পরমাত্মার বোধক নহে। পূর্ব্বপক্ষ বাদীর এই পক্ষ নিরাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া ১৭ সূত্র অবতারিত হইল। বাদী

---

* অন্বয়াৎ বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণং স্যাদিতি যদুক্তং তৎ প্রত্যুচ্যতে স্যাদিতি। অবধারণাৎ ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণদর্শনাৎ পরমাত্মগ্রহণমেব স্যাদিতি যোজনা।—বাদী বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ববাক্যের অন্বয় (অনুবর্ত্তন) থাকা দেখা যায়, সুতরাং উদাহৃত শ্রুতিস্থ আত্মা পরমাত্মা নহে। বাদীর এই কথার প্রতিবাদার্থ বলা যাইতেছে, যেহেতু সাধারণ বাক্যের প্রয়োগ আছে, (এক এব আত্মা, এইরূপ উক্ত আছে), সেই হেতু ঐ আত্মা পরমাত্মা। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণমাঞ্জসমবকল্পতে। অন্যথা হ্যনাঞ্জসং তৎ পরিকল্প্যেত। লোকস্থষ্টিবচনন্তু শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূতস্থষ্ট্যন্তরমিতি যোজয়িষ্যামি। যথা 'তত্তেজোঽস্থজত' ইত্যেচ্ছ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধবিয়দ্বায়ুস্থষ্ট্যনন্তরমিত্যয়ূযুজমেবমিহাপি। শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধোহি সমানবিষয়ো বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেষুপসংহর্ত্তব্যো ভবতি। যোঽপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষা-

---

পূরয়িতব্যমেবমিহাপি মহাভূতানি স্থষ্ট্বেতি কল্পনীয়ম্। সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বেন জ্ঞানস্য শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থমশ্রুতোপলব্ধৌ যত্নবতা ভবিতব্যং ন পুনঃ শ্রুতে মহাভূতাদিত্বে সর্গস্য শৈথিল্যমাদরণীয়ম্। অপি চ স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণো বেদরাশিরধ্যয়নবিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবদর্থাভিধানো যথা যথা প্রয়োজনাধিক্যমাপ্নোতি তথা তথানুমন্যতেতরাম্। যথা চাস্য ব্রহ্মগোচরত্বে পরমপুরুষার্থোপয়িকত্বং নৈবমন্যগোচরত্বে। তদিদমুক্তম্—"যোঽপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগম" ইতি। ন লোকসর্গোঽপি হিরণ্যগর্ভব্যাপারোঽপি তু তদনুপ্রবিষ্টস্য পরমাত্মন ইত্যত্রৈ-

---

যে, বাক্যান্বয় হেতু দেখাইয়া বলেন, ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয় না, তদুত্তরে আমরা বলি, অবধারণ শ্রবণ থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই নিশ্চিত হয়। ঐ স্থলে পরমাত্মার গ্রহণই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত। কেননা, ঐ স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে যে আত্মৈকতার অবধারণ শুনা যায়, তাহা পরমাত্মার গ্রহণ পক্ষেই সমঞ্জস (স্বভাবিক বা বিনা বাধায় সঙ্গতার্থ); অন্য পক্ষে অসমঞ্জস। "তিনি এই সকল লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও অন্তরিক্ষ) স্থজন করিলেন" এই শ্রুতিতে যে লোক স্থষ্টির কথন আছে তাহা শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ মহাভূত স্থষ্টির অনন্তরার্থে যোজনা করিব। অর্থাৎ তিনি মহাভূত স্থজন করিয়া পরে এই সকল লোক স্থজন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিব। [যথা... ভবতি] "তিনি তেজ স্থষ্টি করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন অন্য শ্রুত্যুক্ত বায়ু স্থষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক যোজনা করা হয়, অর্থাৎ "বায়ু স্থষ্টির অনন্তর তেজের স্থষ্টি" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ, এখানেও শ্রুত্যন্তর প্রসিদ্ধ মহাভূতের স্থষ্টি যোজনা করা ন্যায্য হইবে। সমান বিষয় হইলে অর্থাৎ বিষয়ভেদ না থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অন্য শ্রুতিতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। [যোঽপ্যয়ং···বক্ষিতম্] ঐ স্থানে "তাহাদের জন্য গো আনয়ন করিলেন, অশ্ব আনয়ন (স্থষ্টি) করিলেন" ইত্যাদি বহু ব্যাপার

ন্নুগমস্তাভ্যো গামানয়দিত্যাদিঃ সোঽপি বিবক্ষিতার্থাবধারণানুগুণ্যেনৈব গ্রহীতব্যঃ। ন হ্যয়ং সকলঃ কথাপ্রবন্ধো বিবক্ষিত ইতি শক্যতে বক্তুম্। তৎপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থাভাবাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বং ত্বিহ বিবক্ষিতম্। তথা হ্যম্ভঃপ্রভৃতীনাং লোকানাং লোকপালানাং চাগ্ন্যাদীনাং সৃষ্টিং শিষ্ট্বা করণানি করণায়তনঞ্চ শরীরং উপদিশ্য স এব স্রষ্টা কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি বীক্ষ্য ইদং শরীরং প্রবিবেশেতি দর্শয়তি 'স এতমেব

বোক্তম্। 'তস্মাদাত্মৈবাগ্র ইত্যুপক্রমাৎ তদ্ব্যাপারেণ চেক্ষণেন মধ্যে পরামর্শাদুপরিষ্টাচ্চ ভেদজাতিং মহাভূতৈঃ সহানুক্রম্য ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মণ উপসংহারাদ্‌ব্রহ্মাভিলাপত্বমেবাস্যেতি নিশ্চীয়তে। যত্র তু পুরুষবিদ্যাদিশ্রবণং তস্য ভবেত্ত্বন্যপরত্বং গত্যন্তরাভাবাদিতি সর্ব্বমবদাতম্। অপরঃ কল্পঃ। সদুপক্রমস্য সন্দর্ভস্যাত্মোপক্রমস্য চ কিমৈকার্থ্যমাহোস্বিদর্থভেদঃ। তত্র সচ্ছব্দস্যাবিশেষেণাত্মনি চাত্মনি চ প্রবৃত্তের্নাত্মার্থত্বং কিন্তু সমস্তবস্ত্বনুগতসত্তাসামান্যার্থত্বম্।

উল্লিখিত হইয়াছে সত্য; পরন্তু ঐ সকল উল্লেখকে বিবক্ষিতার্থের অনুরূপে যোজনা (ব্যাখ্যা) করিব। ঐ স্থলে সমুদায় বাক্য সন্দর্ভ বিবক্ষিত হওয়া অসম্ভব; সেই জন্য মূল কারণ ব্রহ্মকে বিবক্ষিত জ্ঞান করিয়া তাঁহারই অনুকূলে আর আর বাক্য-নিচয় সংযোজিত করিব। এ কথা এই জন্য বলি, গো আনয়ন ও অশ্ব আনয়ন প্রভৃতির জ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) নাই। [তথা হি...ধারয়তি] ঐ সকল শ্রৌত কথায় এক বাক্যতা-জনিত এই তাৎপর্য্যার্থ পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতি স্বর্গ প্রভৃতি লোকের ও অগ্ন্যাদি লোকপালের সৃষ্টি উপদেশ করিয়া তৎপরে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের উপদেশান্তে দেখাইয়াছেন যে, স্রষ্টা আলোচনাপূর্ব্বক স্বসৃষ্ট শরীর সমূহে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। আলোচনার আকার এই—"কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাৎ?—আমা ব্যতীরেকে ইহা কি হইবে? কোন্ কার্য্যে লাগিবে? আমার অধিষ্ঠান ব্যতীত ইহা বৃথা, অকর্ম্মণ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ আলোচনা করিয়া এই সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।" শ্রুতি এইরূপে লোক, লোকপাল, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ায়তন শরীর সৃষ্টি বর্ণনার পরেই স্রষ্টার ঐরূপে শরীর প্রবেশের কথা বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর সেই পরমেশ্বর ইহাকে ছিদ্রিত করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র নামক দ্বার দিয়া, এতন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন"। তিনি দেহ প্রবেশের পর বিবেচনা করিলেন, বাগিন্দ্রিয় বাক্য বলিতেছে, প্রাণ জীবন ব্যাপার করিতেছে,

সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত' ইতি। পুনশ্চ 'যদি বাচাঽভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্' ইত্যেবমাদিনা করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বকং 'অথ কোঽহম্' ইতি বীক্ষ্য 'স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ' ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমবধারয়তি। তথোপরিষ্টাদপি 'এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ' ইত্যাদিনা সমস্তং ভেদজাতং সহ মহাভূতৈরনুক্রম্য 'সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমেবাবধারয়তি। তস্মাদিহাত্মগৃহীতিরিত্যনপবাদম্। অপরা যোজনা—আত্মগৃহীতি-

---

-স্তথা চোপক্রমস্তথোপসংহার উপক্রমানুরোধেন সম্পত্ত্যাখ্যা ব্যাখ্যেয়ঃ। তদ্ধি সংসারাত্মনং পরমাত্মতয়া সম্পাদনীয়ম্। তদ্বিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানং সত্তাসামান্যস্য সত্তাঃ সমস্তবস্তুবিস্তারব্যাপি-

---

তনে আমি কে? এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি কে? তাহা বিচার করিতে লাগিলেন। বিচারের পর জানিলেন, আমি সেই ব্যাপ্ততম ব্রহ্ম। এইরূপ প্রক্রমে শ্রুতি ব্রহ্মাত্মত্ব অবধারণ করায় স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মাত্মভাবই ঐ সমস্ত কথাপ্রবন্ধের বিবক্ষিত অর্থ (উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য)। [তথোপরি...বাদম্।] শ্রুতি ঐ কথার পরে আরও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, "ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র" ইত্যাদি। যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন (দেবতা ও ভূত-ভৌতিক), শ্রুতি সমস্তই ঐরূপে উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন "সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ চিদাত্মার নিয়ম্য এবং সমস্তই চিদাত্মায় অবস্থিত। লোক সকল প্রজ্ঞানিয়ম্য, প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞান অর্থাৎ চিদাত্মা ব্রহ্ম।" এখন দেখ, শ্রুতি এই শেষ বাক্যেও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবধারণ দেখাইয়াছেন। অতএব উদাহৃত শ্রুতিস্থ আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ পক্ষে কোনও রূপ সংশয় অথবা বাধা দেখা যায় না। [অপরা...দিশতি] এই ১৭ সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে। যথা—বৃহদারণ্যকে "আত্মা কি? কে আত্মা?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অভিহিত হইয়াছে—"হৃদয়ে প্রাণগণের মধ্যে যে এই বিজ্ঞানময় অন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষ।" আরণ্যক শ্রুতি এইরূপে আত্মশব্দোল্লেখে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া প্রস্তাবিত প্রত্যগাত্মার অসঙ্গভাব ও মুক্তস্বভাবতা প্রতিপাদন করায় ব্রহ্মাত্মতাই অবধারণ করিয়াছেন। সেই

রিতরবত্তুত্তরাৎ। বাজসনেয়কে 'কতম আত্মেতি। যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' ইত্যাত্মশব্দেনোপক্রম্য তস্যৈব সর্ব্বসঙ্গবিমুক্তত্বপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মাত্মতামবধারয়তি। তথা হ্যুপসংহরতি 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' ইতি। ছান্দোগ্যে তু 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যন্তরেণৈবাত্মশব্দমুপক্রম্য উদর্কে 'স আত্মা তত্ত্বমসি' ইতি তাদাত্ম্যমুপদিশতি। তত্র সংশয়ঃ। তুল্যার্থত্বং কিমনয়োরাম্নানয়োঃ স্যাদতুল্যার্থত্বং বেতি। অতুল্যার্থত্বমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। অতুল্যত্বাদাম্নানয়োঃ। ন হ্যাম্নানবৈসম্যে সত্যর্থসাম্যং যুক্তং প্রতিপত্তুমাম্নানতন্ত্রত্বাদর্থপরিগ্রহস্য। বাজসনেয়কে চাত্মশব্দোপক্রমাদাত্মতত্ত্বোপদেশ ইতি গম্যতে। ছান্দোগ্যে তূপক্রমবি-

---

ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। আত্মগৃহীতির্ব্বাজসনেয়িনামিব ছান্দোগ্যানামপ্যুত্তরাৎ স আত্মা তত্ত্বমসীতি তাদাত্ম্যোপদেশাৎ। অস্ত তাবদাত্মব্যতিরিক্তস্য প্রপঞ্চস্য সদসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বাচ্যতয়া ন সত্ত্বং সত্ত্বং ত্বাত্মধাতোরেব তত্ত্বেন নির্ব্বাচ্যত্বাৎ তস্মাদাত্মৈব সন্নিতি। অভ্যুপেত্যাহ সচ্ছব্দস্য সত্তাসামান্যাভিধায়িত্বাৎ

কারণে প্রস্তাবের উপসংহার—"সেই এই আত্মা মহান্, জন্মবর্জ্জিত, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম।" এইরূপে হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্রহ্মপ্রকরণ প্রারম্ভে আত্মশব্দের উল্লেখ করেন নাই। ছান্দোগ্য আত্মশব্দ ত্যাগ করিয়া "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎই ছিল, তাহা এক ও প্রভেদশূন্য।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। কেবল উপসংহার কালে বলিয়াছেন "শ্বেতকেতু! সেই আত্মা তুমি।" ছান্দোগ্য এবম্প্রকারে ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপদেশ করিয়াছেন। [তত্র · পরিগ্রহস্য] এখানে সংশয়—ঐ বাক্য তুল্যার্থ কি-না। প্রথমতঃ ইহাও পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, যখন বাক্যোচ্চারণ অতুল্য, অসমান, তখন তদুভয়ের প্রতিপাদ্যও অসমান্। পাঠের বৈষম্য থাকিলে অর্থের বৈষম্য হয়, সুতরাং উদাহৃত বাক্যদ্বয়ের অর্থের বৈষম্য ব্যতীত সাম্যার্থ গ্রহণ অযুক্ত। কারণ এই যে, অর্থজ্ঞান পাঠক্রমেরই অধীন। [বাজসনে...বিপর্য্যয়ঃ] বাজিব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে আত্মশব্দোল্লেখী উপক্রম দৃষ্টে প্রতীত হয়, বুঝা যায়, ঐ স্থলে আত্মতত্ত্বোপদেশ হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যের উপক্রম তদ্বিপরীতক্রমে

পর্য্যয়াত্মপদেশবিপর্য্যয়ঃ। ননু চ ছন্দোগানামপ্যস্তি উদর্কে তাদাত্ম্যোপদেশ ইত্যুক্তং সত্যমুক্তমুপক্রমতন্ত্রত্বাদুপসংহারস্য ন তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সেতি মন্যতে। তথা প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। আত্মগৃহীতিঃ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যত্র ছন্দোগানামপি ভবিতুমর্হতি। ইতরবৎ। যথা 'কতম আত্মা' ইত্যত্র বাজসনেয়িনামাত্মগৃহীতিস্তথৈব। কস্মাৎ। উত্তরাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাৎ। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ। যদুক্তং উপক্রমান্বয়াৎ উপক্রমে চাত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ নাত্মগৃহীতিরিতি তস্য কঃ পরিহার ইতি চেৎ, সোঽভিধীয়তে। স্যাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নেহাত্মগৃহীতিরবধারণাৎ। তথা হি 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমবধার্য্য তৎসম্পিপাদয়িষয়া

প্রতিব্যক্তি চ তস্য প্রবক্তেরাত্মনি চান্যত্র চ সচ্ছব্দপ্রবৃত্তেঃ সংশয়ে সত্যুপসংহারান্নুরোধেন সদেবেত্যাত্মন্যেবাবস্থাপ্যতে। নির্ণীতার্থোপক্রমানুরোধেন হ্যুপ-

---

অবতারিত হওয়ায় প্রতীত হয়, ছান্দোগ্যে উপদেশের বিপর্য্যয় আছে। [ননু চ...দেশাৎ] ছান্দোগ্যে উপসংহার কালে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের উপদেশ থাকিলেও তাহা প্রকৃত তাদাত্ম্যের বোধক হইবেক না। কেননা, উপসংহার মাত্রেই উপক্রমের অধীন। (উপক্রম দৃষ্টে উপসংহারের ব্যাখ্যা করিতে হইবে; কিন্তু উপক্রমে আত্মার উল্লেখ নাই)। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—"অগ্রে এ সকল সন্মাত্র ছিল" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আরণ্যক শ্রুতির ন্যায় আত্মার গ্রহণ হইবেক। হেতু এই যে, উদাহৃত ছান্দোগ্য-প্রস্তাবের উপসংহারে সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ আছে। সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ থাকাতেই সৎ-শব্দের আত্মার্থতা গৃহীত হয়। [অন্বয়াদিতি...সম্পদ্যেত] আচ্ছা, উপসংহার উপক্রমের অধীন, তদনুসারে উপসংহারে উপক্রমের অন্বয় (অনুবৃত্তি, সম্বন্ধ) আছে, সুতরাং উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায় আত্মার্থ প্রতীতি হয় না, এ কথার পরিহার কি? প্রত্যুত্তর কি? প্রত্যুত্তর—অবধারণ। অবধারণ-বাক্য থাকাতেই ঐস্থলে (সৎ-শব্দে) আত্মার প্রতীতি হয়। বিবেচনা কর, শ্রুতি "যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত হয়, মন অর্পণ না করিলেও মনোগোচর করা হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়,"

সদেবেত্যাহ। তচ্চাত্মগৃহীত্যাং সত্যাং সম্পদ্যতে। অন্যথা হি যোহয়ং মুখ্য আত্মা স ন বিজ্ঞায়ত ইতি নৈব সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যেত। তথা প্রাগুৎপত্তেরেকত্বাবধারণং জীবস্য চাত্মশব্দেন পরামর্শঃ স্বাপাবস্থায়াঞ্চ তৎস্বভাবসম্পত্তিকথনং পরিচোদনাপূর্ব্বকঞ্চ পুনঃ পুনঃ 'তত্ত্বমসি' ইত্যবধারণমিতি চ সর্ব্বমেতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়ামেবাবকল্পতে ন তাদাত্ম্যসম্পাদনায়াম্। ন চাত্রোপক্রমতন্ত্রতোপন্যাসো ন্যায্যঃ ন হ্যুপক্রমে আত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনমনাত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনং বাস্তি। সামান্যোপক্রমশ্চ ন বাক্যশেষগতেন বিশেষেণ বিরুধ্যতে বিশেষাকা-

---

সংহারবর্ণনা ন পুনঃ সন্দিগ্ধার্থেনোপক্রমেণোপসংহারো বর্ণনীয়ঃ। অপি চ সম্পত্তৌ ফলং কল্পনীয়ম্। ন চ সামান্যমাত্রে জ্ঞাতে বিশেষজ্ঞানসম্ভবঃ। ন খল্বারাদ্‌বৃক্ষে জ্ঞাতে শিংশপাদয়স্তদ্বিশেষা জ্ঞাতা ভবন্তি। তদেবমবধার-

---

এইরূপে একের জ্ঞানে নিখিলের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার অবধারণ (নিশ্চয়) করিয়া তৎপরে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণকে সিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় (উপপাদন করিবার জন্য) "সৎ এব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। সৎ-শব্দের অর্থে আত্মাকে গ্রহণ না করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণ উপপন্ন বা সিদ্ধ হইবে না। তাহা না হইলেও যাহা মুখ্য আত্মা—যাহার জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে—তাহাকে জানা হইবেক না। সুতরাং সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইবেক না। [তথা...সম্পাদনায়াম্] আরও দেখ, সৃষ্টিপূর্ব্বাবস্থার একত্ব কথন, আত্মশব্দের দ্বারা জীবের উল্লেখ, সুষুপ্ত্যবস্থায় তাঁহার স্বীয়রূপে অবস্থিতি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া "সে-ই তুমি বা তুমিই সেই" এতদ্রূপ ঐক্যাবধারণ কথন, এ সকল তাদাত্ম্য প্রতিপাদন পক্ষেই সঙ্গত; তাদাত্মসম্পাদন পক্ষে নহে। (প্রতিপাদন = বুঝাইয়া দেওয়া। সম্পাদন = কৃতির অর্থাৎ যত্নের দ্বারা উৎপাদন)। [ন চাত্রোপক্রম···তদ্দর্শনাৎ] এ স্থলে উপক্রমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বাক্য-বিন্যাস করা ন্যায্য নহে। কেননা, উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবপ্রারম্ভে কি আত্মা কি অনাত্মা কাহারও উল্লেখ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবেক যে, ঐ উপক্রম সামান্য অর্থাৎ সাধারণরূপে অভিহিত হইয়াছে। বাক্য শেষে কোনও প্রকার বিশেষ কথন থাকিলেও তাহা সামান্যতঃ উপক্রমের বাধাদায়ক বা বিরোধী হয় না। কেননা, সামান্যতঃ

ক্তিত্বাৎ সামান্যস্য। সচ্ছব্দার্থোঽপি চ পর্য্যালোচ্যমানো ন মুখ্যাদাত্মনোঽন্যঃ সম্ভবতি। অতোঽন্যস্য বস্তুজাতস্যার-ম্ভণশব্দাদিভ্যোঽনৃতত্বোপপত্তেরাম্নানবৈষম্যমপি নাবশ্যমর্থ-বৈষম্যমাবহতি। আহর পাত্রং পাত্রমাহরেত্যাদিষ্বর্থসাম্যেঽপি তদ্দর্শনাৎ। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদন-প্রকারভেদেঽপি প্রতিপাদ্যার্থাভেদ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৮ ॥*

ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসম্বাদে শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণ-স্যান্নমাম্নায় তস্যৈবাপো বাস ইত্যামনন্তি। অনন্তরঞ্চ ছ-

---

ণাদি সর্ব্বমনাত্মার্থত্বে স্যাদনুপপন্নমিতি ছান্দোগ্যস্যাত্মার্থত্বমেবেতি সিদ্ধম্। অত্র চ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বপক্ষে হিরণ্যগর্ভোপাসনা সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মভাবনেতি। ১৭

বিষয়মাহ "ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চে"তি। অননং প্রাণনং, অনঃ প্রাণঃ। তং প্রাণমনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ অনগ্নতাচিন্তনমিতি মন্যন্ত ইতি মননং জ্ঞানং তদ্ধ্যান-

উল্লেখ বিশেষের আকাঙ্ক্ষী এবং তাহা বিশেষেই পর্য্যবসিত হয়। উপক্রমে যে "সৎ" শব্দ আছে, পর্য্যালোচনা করিলে তাহারও মুখ্যাত্মা ব্যতীত অন্য অর্থ সম্ভবগোচরে আনা যায় না। আত্মা ব্যতীত অন্য যে-কিছু, সমস্তই আর-ম্ভণাদি যুক্তিতে মিথ্যা বলিয়া প্রসাধিত বা অবধারিত হইয়াছে। তাহাতেও স্থির হয় বা জানা যায়, বাক্য-উচ্চারণের বৈপরীত্য বস্তুতত্ত্বের বৈপরীত্য জন্মায় না। "আন পাত্র" "পাত্র আন" এই দুই উচ্চারণের বৈষম্য থাকিলেও অর্থের বৈষম্য নাই; প্রত্যুত সাম্যই আছে। [তস্মাদেবং··· সিদ্ধম্] বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সেই বাক্যের প্রতিপাদন প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রতিপাদ্যের ভেদ নাই, ইহা বুঝিতে হইবেক।

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণোপাসনা বিধায়ক প্রাণসংবাদ-নামক একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, † কৃমি হইতে

---

* কার্য্যাখ্যানাৎ কার্য্যত্বেন রূপেণোপদেশাৎ বিধিবিভক্ত্যা কথনাদিতি যাবৎ। অপূর্ব্বং পূর্ব্বাপ্রাপ্তং অনগ্নতাধ্যানমিতি শেষঃ। স্মৃত্যা শুদ্ধ্যর্থং কার্য্যত্বেন বিহিতে সকলকর্ম্মাঙ্গতয়া প্রাপ্তাচমনানুবাদেনাঽপূর্ব্বং অনগ্নতাধ্যানং বিধীয়ত ইতি নিষ্কর্ষঃ।—শ্রুতিতে যে প্রাণের আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন প্রতীত হয় সেই আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন দুইটীই যে বিধেয়; তাহা নহে। ঐ কথায় একটীর বিধান ও অপরটীর অনুবাদ। অনগ্নতা চিন্তনের বিধান ও আচমনের অনুবাদ হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

† এই কথাটী প্রাণসংবাদ নামক আখ্যায়িকায় আছে এবং সে আখ্যায়িকা এইরূপে

ন্দোগা আমনন্তি 'তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাদদ্ভিঃ পরিদধতি' ইতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি 'তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। তস্মাদেবম্বিদশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে' ইতি। অত্রাচমনমনগ্নতাচিন্তনঞ্চ প্রাণস্য প্রতীয়তে। তৎ কিমুভয়মপি বিধীয়তে

পর্য্যন্তমিতি চিন্তনমুক্তম্। সংশয়মাহ "তৎকিমি"তি। খুররবমাত্রেণাপাতত

কুক্কুর পর্য্যন্ত জীব প্রাণের অন্ন এবং জল তাহার (প্রাণের) বস্ত্র। এই কথাটী উভয় শাখাতে সমানরূপে আছে, কিন্তু ইহার পরে উভয় শাখায় কিছু কিছু বিশেষ দেখা যায়। ছান্দোগ্যে বিশেষ এই—"সেই হেতু অর্থাৎ যেহেতু জল প্রাণেরই অবস্থা প্রভেদ অথবা জলে প্রাণের অবস্থা-বিশেষ আছে, সেই হেতু, ভোজনকারী শ্রোত্রিয়েরা এইরূপ করে।—ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন (কিঞ্চিৎ জল ভক্ষণ) করে। আচমন করে কি? জলের দ্বারা প্রাণকে আচ্ছাদিত করে।" এই স্থলে আরণ্যকাধ্যায়ীরা এইরূপ পাঠ করেন।—"সেই জন্য প্রাচীন শ্রোত্রিয় (বেদপারগ) ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার আদিতে ও ভোজনান্তে আচমন করিতেন। তাঁহারা এই আচমনে প্রাণ অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতেন। ইদানীন্তন উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবেন এবং ভোজনের পরেও আচমন (শাস্ত্রীয় নিয়মে জল ভক্ষণ) করিবেন এবং চিন্তা করিবেন, এতদ্দ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল।" * [অত্রা...বিচার্য্যতে] উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে ঐরূপ আচমন ও অনগ্নতা ধ্যান এই দুই অর্থ প্রতীত হওয়ায় এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় যে, উক্ত উভয় শাখায় কি উভয়েরই বিধান? কি কেবল আচ-

---

প্রস্তুত হইয়াছে।—প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার অন্ন কি? বস্ত্রই বা কি? বাগাদি ইন্দ্রিয় বলিল, কৃমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্র। শ্রুতি এইরূপ কথাপ্রবন্ধে প্রাণোপাসকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণ যে-কিছু ভক্ষণ করে সে সমস্তই প্রাণের ভক্ষ্য এবং জল তাহার বস্ত্র বা আচ্ছাদক দ্রব্য। প্রাণোপাসক এবম্প্রকার চিন্তা করিবেন।

* পুরাতন প্রাণোপাসকগণ ভোজনের প্রারম্ভে ও ভোজনান্তে জল-গণ্ডূষ গ্রহণ করিতেন এবং ধ্যান করিতেন, প্রথম গণ্ডূষ প্রাণের আস্তরণ এবং দ্বিতীয় গণ্ডূষ পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। এই গণ্ডূষদ্বয় প্রাণের বস্ত্রস্বরূপ। বস্ত্র যেমন দেহ আচ্ছাদিত রাখে, সেইরূপ এই গণ্ডূষও প্রাণকে আচ্ছাদিত রাখিবে। শ্রুতি এতৎপ্রবন্ধের দ্বারা ইহাই বিধান করিতেছেন বা বলিতেছেন যে, উপাসক মাত্রেই ঐরূপ করিবেন এবং ঐরূপ চিন্তা করিবেন।

উতাচমনমেবোতানগ্নতাচিন্তনমেবেতি বিচার্য্যতে। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। উভয়মপি বিধীয়ত ইতি। কুতঃ। উভয়স্যাপ্যবগম্যমানত্বাৎ। উভয়মপি চৈতদপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যর্হম্। অথ বাচমনমেব বিধীয়তে। বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ। তস্মাদেবম্বিদশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদিতি তস্যৈব তু স্তুত্যর্থমনগ্নতাসঙ্কীর্ত্তনমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। নাচমনস্য বিধেয়ত্বমুপপদ্যতে কার্য্যাখ্যানাৎ। প্রাপ্তমেব হীদং কার্য্যত্বেনাচমনং প্রায়ত্যার্থং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমন্বাখ্যায়তে। নন্বিয়ং শ্রুতিস্তস্যাঃ স্মৃতে-

---

উভয়বিধানপক্ষং গৃহীত্বা মধ্যমং পক্ষমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষী। "অথ বাচমনমেবে"তি। যদ্যেবমনগ্নতাসঙ্কীর্ত্তনস্য কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ—"তস্যৈব তু স্তুত্যর্থমি"তি। অয়মভিসন্ধিঃ—যদ্যপি স্মার্ত্তং প্রায়ত্যার্থমাচমনবিধানমস্তি তথাপি প্রাণোপাসনপ্রকরণে বিধানাত্তদঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমিতি বিধানমর্থবদ্ভবত্যনৃতবদনপ্রতিষেধ ইব স্মার্ত্তে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে সমাম্নাতো নানৃতং বদেদিতি প্রতিষেধো জ্যোতিষ্টোমাঙ্গতয়ার্থবানিতি। রাদ্ধান্তমাহ "এবং প্রাপ্ত"ইতি। চোদয়তি—"নন্বিয়ং শ্রুতি"রিতি। পরিহরতি—"নে"তি। তুল্যার্থয়োর্মূলমূলিভাবো নাতুল্যার্থয়োরিত্যর্থঃ। অভিপ্রায়স্থং পূর্ব্বপক্ষবীজং নিরাকরোতি—

মনের অথবা কেবল অনগ্নতা ধ্যানের বিধান? [কিং...বিধ্যর্হম্] প্রথমতঃ পাওয়া যায়, উভয়েরই বিধান। আচমন ও অনগ্নতা ধ্যান, এই দুইটাই অপূর্ব্ব (এই শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রুত হয় নাই, সে কারণ উভয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত), সুতরাং উভয়ই বিধির যোগ্য। [অথবা···সঙ্কীর্ত্তনমিতি] অথবা আচমনেরই বিধান হইয়াছে, অনগ্নতা ধ্যান তাহার প্রশংসাসূচক অনুবাদ। কারণ এই যে, আচমনের উপরেই বিধি বিভক্তি দেখা যায়। (আচামেৎ=আচমন করিবেক)। যাহাতে বিধি বিভক্তি—তাহারই বিধান, ইহা সিদ্ধান্ত। [এবং...খ্যায়তে] এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, ঐ স্থলে আচমনের বিধেয়তা সঙ্গত হয় না। কেননা তাহা শাস্ত্রান্তরে কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তর স্মৃতি, তাহাতে আচমনের বিধান দেখা যায়। স্মৃতি বলিয়াছেন, শুদ্ধির নিমিত্ত আচমন করিবেক। শ্রুতি সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত কর্ম্মাঙ্গ আচমন অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, তাহাতে তাহার বিধান নিষ্পত্তি হয় নাই। (কেননা বিধি অপ্রাপ্ত প্রাপক)। [নন্বিয়ং···ভিদ্যেত] যদি বল, এই শ্রুতি সেই স্মৃতির

মূলং স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে বিষয়নানাত্বাৎ। সামান্যবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বদ্ধং প্রায়ত্যার্থমাচমনং প্রাপয়তি শ্রুতিস্তু প্রাণবিদ্যাপ্রকরণপঠিতা তদ্বিষয়মেবাচমনং বিদধতী বিদধ্যাৎ। ন চ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্মূলমূলিভাবোঽবকল্পতে। ন চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিদ্যাসংযোগ্যপূর্ব্বমাচমনং বিধাস্যতীতি শক্যমাশ্রয়িতুং পূর্ব্বস্যৈব পুরুষমাত্রসংযোগিন আচমনস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। অত এব নোভয়বিধানম্। উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিদ্যেত। তস্মাৎ প্রাপ্তমেবাশিশিষ-

"ন চেয়ং শ্রুতি"রিতি। ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োরনৃতবদনপ্রতিষেধয়োর্যুক্তমপৌনরুক্ত্যম্। ইহ তু স্মার্ত্তমাচমনং সকলকর্ম্মাঙ্গতয়া বিহিতং প্রাণোপাসনাঙ্গমপীতি ব্যাপকেন স্মার্ত্তেনাচমনবিধিনা পুনরুক্তত্বাদনর্থকম্। ন চ স্মার্ত্তস্যাঽনেন পৌনরুক্ত্যং তস্য চ ব্যাপকত্বাদেতস্য চ প্রতিনিয়তবিষয়ত্বাদিতি। মধ্যমং পক্ষমপাকৃত্য প্রথমপক্ষমপাকরোতি—"অত এব নোভয়বিধানম্"। যুক্ত্যন্তরমাহ—"উভয়বিধানে চে"তি। উপসংহরতি। "তস্মাৎ প্রাপ্তমেবে"তি।

মূল, * আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, তদুভয়ের বিষয় বিভিন্ন। স্মার্ত্ত আচমনের বিষয় সামান্য অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ। স্মৃতি শুদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম সাধারণ্যে আচমনের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন সুতরাং তাহা পুরুষের শুদ্ধিজনক বা শুচিত্বজনক আচমন, ইহাই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণবিদ্যা প্রকরণে পরিপঠিত, সে জন্য তদুক্ত আচমন কেবলমাত্র প্রাণবিদ্যা বিষয়েই বিহিত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। অতএব, বিভিন্ন বিষয়ক শ্রুতিস্মৃতির মূলমূলিভাব থাকিতে পারে না। প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণোপাসনার সম্বন্ধে অভিনব আচমনের বিধান করিতেছে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বপরিজ্ঞাত আচমন সর্ব্বপুরুষসম্বন্ধীয়। প্রাণোপাসকও সর্ব্বমধ্যপাতী। সে জন্য প্রাণোপাসকের আচমনও সেই আচমন, ইহা অবাধে প্রতীত হয়। প্রদর্শিত কারণে উভয়বিধান পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে। বিশেষতঃ উভয়বিধান পক্ষে গুরুতর বাক্যভেদ দোষের আশঙ্কা আছে। [তস্মাৎ...উপদিশ্যতে] অতএব, স্মৃতিতে যে ভোজন

* অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি স্মৃতির কথা বলিবেন কেন। শ্রুতি যাহা বিধান করেন, স্মৃতি তাহার অনুবাদ করেন, ইহাই স্বারসিক। ফলিতার্থ—মূলমূলি ভাব আছে। শ্রুতি মূল, স্মৃতি মূলী। শ্রুতি অনাদি, স্মৃতি সাদি। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা স্মৃতির অনুবাদ হওয়া অসম্ভব।

তামশিতবতাঞ্চোভয়ত আচমনমনূদ্য 'এতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে' ইতি প্রাণস্যানগ্নতাকরণসঙ্কল্পোঽনেন বাক্যেনাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেনাপূর্ব্ব উপদিশ্যতে। ন চায়মনগ্নতাবাদ আচমনস্তুত্যর্থ ইতি ন্যায্যম্। আচমনস্যাবিধেয়ত্বাৎ। স্বয়ঞ্চানগ্নতাসঙ্কল্পস্য বিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ। ন চৈবং সত্যেকস্যাচমনস্যোভয়ার্থতাভ্যুপগতা ভবতি প্রায়ত্যার্থতা পরিধানার্থতা চেতি ক্রিয়ান্তরত্বাভ্যুপগমাৎ। ক্রিয়ান্তরমেব হ্যাচমনং নাম প্রায়ত্যার্থং পুরুষস্যাভ্যুপগম্যতে তদীয়াসু ত্বপ্সু বাসঃ সঙ্কল্পনং নাম ক্রিয়ান্তরমেব পরিধানার্থং

"ন চায়মনগ্নতাবাদ"ইতি। স্তোতব্যাভাবে স্তুতির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। অপি চ মানান্তরপ্রাপ্তেনাপ্রাপ্তং বিধেয়ং শ্রূয়তে। ন চানগ্নতাসঙ্কল্পোঽন্যতঃ প্রাপ্তো যতঃ স্তাবকো ভবেৎ। ন চাচমনমন্যতোপ্রাপ্তং যেন বিধেয়ং সৎ স্তূয়েতেত্যাহ—"স্বয়ঞ্চানগ্নতাসঙ্কল্পস্যে"তি। অপি চৈকস্য কর্ম্মণ একার্থতৈবেত্যুচিতং তস্য বলবৎপ্রমাণবশাদনন্যগতিত্বে সত্যনেকার্থতা কল্প্যতে। সঙ্কল্পে তু কর্ম্মান্তরে বিধীয়মানে নায়ং দোষ ইত্যাহ—"ন চৈবং সত্যেকস্যাচমনস্যে"তি। অপি চ

প্রারম্ভে ও ভোজনাবসানে আচমনের বিধান আছে, শ্রুতি তাহার অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ মাত্র করিয়া "আচমনের দ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল, এইরূপ মনে করে, ভাবনা করে," ইত্যাদিবিধ শ্রুতি বাক্যে প্রাণের অনগ্নতাকরণ সংকল্পের (সংকল্প=মানস-ব্যাপার বা চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপনরূপ ধ্যান) বিধান করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে প্রাণোপাসক দিগের আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্রসংকল্পের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। অনগ্নতা সংকল্প করা এতৎ শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই, জানা যায় নাই, সুতরাং তাহা অপূর্ব্ব, পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বাপ্রাপ্ত বলিয়াই অনগ্নতা চিন্তন, ঐ বাক্যে বিধেয়। [ন চায়···ইত্যনবধীম্] ঐ অনগ্নতাবাদ (কথন), আচমন প্রশংসার্থ এরূপ বলাও ন্যায্য নহে। হেতু এই যে, আচমন ঐ বাক্যের বিধেয় নহে। ঐ স্থলে অনগ্নতা ধ্যানই অপূর্ব্ব, সুতরাং তাহাই বিধেয়। যদি বল, এক আচমনে শুদ্ধি ও পরিধান (প্রাণের বস্ত্রভাব) এই দ্বিবিধ প্রয়োজন (অর্থ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলা যায়, স্বীকার করা যায়, আচমন একটী পৃথক্ ক্রিয়া, তাহা কর্ত্তার শুদ্ধ্যর্থে বিহিত। তৎসম্বন্ধীয় জলে যে প্রাণের বস্ত্রভাব চিন্তা, তাহা অন্য

প্রাণস্যাভ্যুপগম্যত ইত্যনবদ্যম্। অপি চ 'যদিদং কিং চাশ্বভ্য আশকুনিভ্য আকৃমিভ্য আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমিতি' অত্র তাবন্ন সর্ব্বান্নাভ্যবহারশ্চোদ্যত ইতি শক্যতে বক্তুমশব্দত্বাদশক্যত্বাচ্চ। সর্ব্বন্তু প্রাণস্যান্নমিতীয়মন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে। তৎসাহচর্য্যাচ্চাপো বাস ইত্যত্রাপি নাপামাচমনং চোদ্যতে প্রসিদ্ধাস্বেবাচমনীয়াস্বপ্সু পরিধানদৃষ্টিশ্চোদ্যত ইতি যুক্তম্। ন হ্যর্দ্ধবৈশসং সম্ভবতি। অপি চাচামন্তীতি বর্ত্তমানাপদে-

---

দৃষ্টিচোদনাসাহচর্য্যাদ্দৃষ্টিচোদনৈব ন্যায্যা ন চাচমনচোদনেত্যাহ—"অপি চ যদ্বিদং কিঞ্চে"তি। যথা হি শ্বাদিমর্য্যাদস্যান্নস্যাত্তুমশক্যত্বাদন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে এবমিহাপ্যপাং পরিধানাসম্ভবাদ্দৃষ্টিরেব চোদ্যত ইত্যন্নদৃষ্টিবিধিসাহচর্য্যাদগম্যতে। অশব্দত্বঞ্চ যদ্যপি দৃষ্ট্যভ্যবহারয়োস্তুল্যং তথাপি দৃষ্টিঃ শাব্দদৃশ্যনান্তরীয়কতয়া সাক্ষাচ্ছব্দেন ক্রিয়মাণোপলভ্যতে। অভ্যবহারস্ত্বধ্যাহরণীয়ঃ কথঞ্চিদযোগ্যতামাত্রেণেতি বিশেষঃ। কিঞ্চ ছান্দোগ্যানাং বাজসনেয়িনাঞ্চাচমনে প্রায়েণাচামন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশঃ। এবং যত্রাপি বিধিবিভক্তিস্তত্রাপি জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদিতিবদ্বিধিত্বমবিবক্ষিতম্। মন্যন্ত ইতি ত্বপ্রাপ্তার্থত্বাৎ সমিধো যজতীত্যাদিবর্দ্বিধিরেবেত্যাহ—"অপি চাচামন্তী"তি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

একটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটী প্রাণবিদ্যার অঙ্গ। অঙ্গ বলিয়াই প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত অনিন্দিত। [অপিচ...সম্ভবতি] অপিচ, পক্ষান্তরে দেখা যায়, "কুক্কুর পর্য্যন্ত, শকুনি পর্য্যন্ত, কৃমি পর্য্যন্ত ও কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন।" এই বাক্যে যে অন্নত্ব কথন আছে, এ কথন "ঐ সকল ভক্ষণ করিবেক" এ অভিপ্রায় মূলক নহে। ভক্ষয়েৎ—ভক্ষণ করিবেক—এরূপ শব্দ না থাকায় এবং মনুষ্য উপাসকের ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ বাক্যে ভক্ষণ ক্রিয়ার বিধান হয় নাই। মাত্র অন্নদৃষ্টিরই বিধান হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণোপাসক ভাবিবেন, ধ্যান করিবেন, সমস্তই প্রাণের অন্ন (ভক্ষ্য)। ঐ বাক্যের মধ্যে যে "জল তাঁহার বস্ত্র" এইরূপ অভিধান আছে, তাহাতেও পরিধান ক্রিয়ার অর্থ আচমন ক্রিয়ার বিহিত হয় নাই কিন্তু প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলে প্রাণসম্বন্ধীয় বস্ত্র জ্ঞানের বিধান হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসহ; অর্দ্ধবৈষস ব্যাখ্যা অসম্ভব। [অপিচ...পাদিতম্] আরও দেখ, আচামন্তি—আচমন করে—এইরূপ

শিষ্টাম্নায়ং শব্দো বিধিক্ষমঃ। ননু মন্যন্ত ইত্যত্রাপি সমানং বর্ত্তমানাপদেশত্বম্। সত্যমেব তৎ। অবশ্যন্বিধেয়ত্বমন্যতরস্মিন্ বাসঃ কার্য্যাখ্যানাৎ অপাং বাসঃসঙ্কল্পনমেবাপূর্ব্বং বিধীয়তে নাচমনং পূর্ব্ববদ্ধি তদিত্যুপপাদিতম্। যদপ্যুক্তং বিস্পষ্টা চাচমনে বিধিবিভক্তিরিতি তদপি পূর্ব্ববত্ত্বেনৈবাচমনস্য প্রত্যুক্তম্। অতএবাচমনস্যাবিধিৎসিতত্বাদেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্ত ইত্যত্রৈব কাণ্বাঃ পর্য্যবস্যন্তি নামনন্তি তস্মাদেবম্বিদিত্যাদি। তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানামপি পাঠে আচমনানুবাদেনৈবম্বিদামেব প্রকৃতপ্রাণবাসোবিধিত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিপত্তব্যম্। যোঽপ্যয়মভ্যুপগমঃ ক্বচিদাচমনং বিধীয়তে ক্বচিদ্বাসোবিজ্ঞানমিতি সোঽপি ন সাধুঃ। আপো

বর্ত্তমান প্রয়োগ থাকায় ঐ শব্দ আচমন বিধানে অক্ষম। মন্যন্তে মনে করে—এখানেও ঐরূপ বর্ত্তমান প্রযোগ আছে সত্য; থাকিলেও বস্ত্র-কার্য্যের (আচ্ছাদনের) আখ্যান (কথন) থাকায় তদ্বাক্যে পূর্ব্বাপ্রাপ্ত বস্ত্রচিন্তারই বিধান ব্যতীত আচমনের বিধান হইতে পারে না। আচমন অপূর্ব্ব নহে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। যেরূপে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত তাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং · পত্তব্যম্] বলিয়াছিলে যে, আচমন বিষয়ে বিস্পষ্ট বিধি বিভক্তি আছে (আচমেৎ—আচমন করিবেক), পূর্ব্বত্ব (শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ততা) থাকায় তাহা প্রতিক্ষেপ যোগ্য। অর্থাৎ অপূর্ব্বতা না থাকায় তাহার (আচমনের) বিধেয়তা সিদ্ধ হয় না। সেই জন্যই কাণ্বশাখাধ্যায়ীরা "তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে" এই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, "আচামেৎ" পাঠ পাঠ করেন না। তাঁহারা "মন্যন্তে" পাঠের পরেই "তস্মাদেবম্বিৎ" ইত্যাদি পাঠ অধ্যয়ন করেন। ঐ কারণে অর্থাৎ আচমন অবিধিৎসিত বলিয়া মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ীরাও আচমনের অনুবাদে (উল্লেখে) প্রাণবিৎ দিগের প্রাণবস্ত্রবিধি উপদেশ করেন, ইহা বুঝিতে হইবে। [যোঽপ্যয ..ন্যায্যম্] একবাক্যে এক স্থানে আচমনের বিধান, স্থানান্তরে বস্ত্রভাবচিন্তার বিধান, এ পক্ষ বা এ অর্থ সঙ্গত নহে। কারণ, "জলই বস্ত্র" ইত্যাদি বাক্যের প্রবৃত্তি সর্ব্বত্রই একরূপ অর্থাৎ সমান। (প্রবৃত্তি একরূপ হইলে অর্থতত্ত্বও একরূপ হয়; দ্বিরূপ হয়

বাস ইত্যাদিকায়া বাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রৈবৈকরূপ্যাৎ। তস্মা-দ্বাসোবিজ্ঞানমেবেহ বিধীয়তে নাচমনমিতি ন্যায্যম্॥ ১৮॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ॥ ১৯॥*

বাজসনেয়িশাখায়ামগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যনামাঙ্কিতা বিদ্যা বিজ্ঞাতা। তত্র গুণাঃ শ্রূয়ন্তে 'স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপম্' ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্যামেব শাখায়াং বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—'মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ

ইহাভ্যাসাধিকরণন্যায়েন পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। দ্বয়োর্ব্বিদ্যাবিধ্যোরেকশাখাগত-য়োরগৃহ্যমাণবিশেষতয়া কস্য কো মুখ্যোঽনুবাদ ইতি বিনিশ্চয়াভাবাদজ্ঞাত-জ্ঞাপনাপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনারূপস্য চ বিধিত্বস্য স্বরসসিদ্ধেরুভয়ত্রোপাসনাভেদঃ। ন চ গুণান্তরবিধানায়ৈকত্রানুবাদ উভয়ত্রাপি গুণান্তরবিধানোপলব্ধের্ব্বিনিগমনা-

না)। এই সকল কারণে নিশ্চয় হয় যে, উদাহৃত বাক্যে আচমনের বিধান হয় নাই; প্রাপ্ত আচমনের অনুবাদে তৎসম্বন্ধীয় জলে প্রাণের বস্ত্রভাব ধ্যান বিহিত হইয়াছে। এই অর্থই ন্যায্য।

বাজসনেয়ী-শাখায় অগ্নিরহস্য কাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা (উপাসনাবিশেষ) কথিত হইয়াছে। তাহাতে "আত্মার উপাসনা করিবেক; আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শুনা যায়। আবার ঐ শাখার বৃহদারণ্যকে পঠিত হইয়াছে, "এই উপাস্য পুরুষ মনোময়, দীপ্তিরূপ ও সত্য। ইনি হৃদয়ান্তরে ব্রীহির ন্যায় যবের ন্যায়

* চোঽপ্যর্থে। অভেদাৎ উপাস্যরূপস্যৈক্যাৎ, ভিন্নশাখাস্বিব সমানে সমানায়াং শাখায়া-মপি, বিদ্যৈক্যমিতি শেষো বোধ্যঃ। ভাবার্থস্তু—যত্র বহবোগুণাঃ শ্রুতাস্তত্র প্রধানবিধিঃ। অন্যত্র তদনুবাদেন গুণবিধিঃ। ইতি নিশ্চয়াৎ অগ্নিরহস্যে প্রধানবিধিবদ্বৃত্তরত্র গুণবিধি-রিতি।—বাজসনেয়িশাখার অগ্নিরহস্যকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাহাতে আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিরূপী, ইত্যাদি প্রকার উক্তি আছে। ঐ শাখার আরণ্যকে মনোময়-ত্বাদি বিশেষণ ছাড়া কএকটী অধিক বিশেষণ আছে। তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, উক্ত উভয় স্থলে একই বিদ্যা (উপাসনা) কথিত হইয়াছে কি বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। অল্পাধিক গুণ একত্রিত করিয়া এক উপাসনা স্থির করিতে হইবে কি সে সকলের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন উপাসনা নিশ্চয় করিতে হইবে। ইহার সিদ্ধান্ত সূত্র এই। সূত্রের অর্থ এই যে, যখন উপাস্য-রূপ এক, এবং সেই একত্ব দৃষ্টে বিভিন্ন শাখোক্ত বিদ্যার একত্ব নিশ্চয় ও অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ করার নিয়ম দৃষ্ট হয়, তখন এখানেও তদ্দৃষ্টান্তে সমান অর্থাৎ এক শাখোক্ত উক্ত উভয়ের ঐক্য ও অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ অবশ্যই ন্যায্য হইবে।

সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা স এষ সর্ব্বস্যে-শানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ কিমিয়মেকা বিদ্যাঽগ্নিরহস্যবৃহদারণ্যকয়োগু-ণোপসংহারশ্চ উত দ্বে ইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যাঽভেদো গুণব্যবস্থা চেতি। কুতঃ। পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ভিন্নাসু হি শাখাস্বধ্যেতৃবেদিতৃভেদাৎ পৌনরুক্ত্যপরিহারমালোচ্য বিদ্যৈকত্বমধ্যবসায়ৈকত্রাতি-রিক্তা গুণা ইতরত্রোপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসম্বাদাদাদিম্বিত্যুক্তম্। একস্যাং পুনঃ শাখায়ামধ্যেতৃবেদিতৃভেদাভাবাদশক্যপরিহারে

হেত্বভাবাং সমানগুণানভিধানপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ সমিধোযজতীত্যাদিবদ-ভ্যাসাদুপাসনাভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নৈককর্ম্ম্যমেকত্বেন প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ। ন চাগৃহ্যমাণবিশেষতা যত্র ভূয়াংসো গুণা যস্য কর্ম্মণো বিধীয়ন্তে তত্র তস্য প্রধানস্য বিধিরিতরত্র তু তদনুবাদেন কতিপয়গুণবিধিঃ। যথা যত্র-

অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিত। ইনিই সকলের ঈশান (নিয়ন্তা), সক-লের অধিপতি, এবং ইনিই এ সমুদয় শাসন করিতেছেন।" এখানে সংশয় এই যে, একই উপাসনা কি উক্ত উভয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে? উভয় শ্রুত্যুক্ত অল্লাধিক গুণ (ধর্ম্ম বা অঙ্গ) কি একই উপাসনার অঙ্গ বলিয়া একত্র সঙ্কলন করিতে হইবে? অথবা দুই বিভিন্ন উপাসনা ও অল্লাধিক গুণের যথোক্ত ক্রম স্থির রাখিতে হইবে? [কিং...মর্হতি] কি পাওয়া যায়? সংশয়ের পর পাওয়া যায়, দুই স্থানে দুই উপাসনা কথিত হইয়াছে সুতরাং অল্লাধিক গুণেরও কথন পরিপাটী ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে। শাখা বিভিন্ন হইলে তাহার অধ্যেতা ও উপাসক উভ-য়ই বিভিন্ন হয়, সুতরাং পুনরুক্তির পরিহার সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে উপাসনার একত্ব অবধারণ পূর্ব্বক অতিরিক্ত গুণ (ধর্ম্ম বা অঙ্গ) গুলিকে অন্যতর উপাসনার অঙ্গে যোজনা বা সঙ্কলন করা হইয়া থাকে। এ কথা প্রাণোপাসনা প্রভৃতির বিচারে বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু যে স্থলে শাখাভেদ নাই, একই শাখা, সে স্থলে অধ্যেতার ও উপাসকের ভেদ থাকে না। একই ব্যক্তি অধ্যেতা ও উপাসক, সুতরাং তাদৃশ স্থলে পুনরুক্তিপরিহার অশক্য। যেহেতু পুনরুক্তিপরিহার

পৌনরুক্ত্যেন বিপ্রকৃষ্টদেশস্থৈকা বিদ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চাত্রৈকমাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি বিভাগঃ সম্ভবতি। তদা হ্যতিরিক্তা এব গুণা ইতরত্রেতরত্র চাম্নায়েরন্ অসমানাঃ। সমানা অপি তু উভয়ত্রাম্নায়ন্তে মনোময়ত্বাদয়ঃ। তস্মান্নান্যোন্যগুণোপসংহার ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমহে যথা ভিন্নাসু শাখাসু বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি, এবমেকস্যামপি শাখায়াং ভবিতুমর্হতি। উপাস্যাভেদাৎ। তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুভয়ত্রাপ্যুপাস্যমভিন্নং প্রত্যভিজানীমহে। উপাস্যঞ্চ রূপং বিদ্যায়াঃ। ন চ বিদ্যমানে রূপাভেদে বিদ্যাভেদমধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। নাপি বিদ্যাঽভেদে

চ্ছত্রচামরপতাকাহাস্তিকাশ্বীয়শাক্তীকযাষ্টীকধানুষ্ককার্পাণিকপ্রাসিকপদাতিপ্রচয়স্তত্রাস্তি রাজেতি গম্যতে ন তু কতিপয়গজবাজিপদাতিভাজি তদমাত্যে, তথেহাপি। ন চৈকত্র বিহিতানাং গুণানামিতরত্রোক্তিরনর্থিকা প্রত্যভি-

হয় না, সেই হেতু, সুদূরস্থ সেই দুই এক বলিয়া গণ্য হয় না। [ন চাত্রৈক...ব্রূমহে] এক স্থানের শ্রুতি বিদ্যা-বিধান করিবে অন্য শ্রুতি গুণ (তাহার অঙ্গ) বিধান করিবে, এরূপ বিভাগও অসম্ভব। ঐরূপ ব্যবস্থা বা বিভাগ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে অতিরিক্ত অসমান গুণগুলিই অভিহিত হইত, সমান গুণের উল্লেখ আবশ্যক হইত না। কিন্তু উভয় প্রবন্ধেই অধিকতর সমান গুণের উপদেশ বা উচ্চারণ দেখা যায়। মনোময়ত্বাদি গুণ উভয় প্রবন্ধেই সমান। এই কারণে, বলা যায়, গুণগুলি পরস্পর একত্র সংকলিত হয় না এবং উপাসনাও এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইরূপ বলা যায়, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করা যায়—[যথা...ব্যবস্থানম্] যেমন ভিন্ন শাখায় বিদ্যার একত্ব ও অল্লাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন করা হয়, তেমনি, এক শাখাতেও হইতে পারে—যদি উপাস্যরূপের ঐক্য থাকে। উল্লিখিত স্থলে উপাস্যের ঐক্য আছে, সে কারণে উপাসনাও এক। মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্য ব্রহ্ম উভয়ত্র অভিন্ন অর্থাৎ এক, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রত্যভিজ্ঞজ্ঞানের গোচর) হইতেছে। উপাস্যই উপাসনার রূপ, উপাসনা এক হইলে তাহাতেই অল্লাধিক গুণের উপসংহার

গুণব্যবস্থানম্। নন্বু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদোঽধ্যবসিতঃ, নেত্যুচ্যতে। অর্থবিভাগোপপত্তেঃ। একং হ্যাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি ন কিঞ্চিন্নোপপদ্যতে। নন্বেবং সতি যদপঠিতমগ্নিরহস্যে তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যং 'স এষ সর্ব্বস্যেশান' ইত্যাদি। যত্তু পঠিতমেব মনোময়ত্বাদি 'তন্ন পঠিতব্যম্। নৈষ দোষঃ। তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তরপঠিতবিদ্যাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সমানগুণাম্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্যামীশানত্বাদ্যুপদিশ্যতে। অন্যথা হি কথং তস্যাময়ং গুণবিধিরভিধীয়তে। অপি চাপ্রাপ্তাংশোপদেশেনার্থবতি বাক্যে সঞ্জাতে প্রাপ্তাংশ-

জ্ঞানদাঢ্যার্থত্বাৎ। অস্তু বাঽস্মিন্নিত্যানুবাদঃ। ন হ্যনুবাদানামবশ্যং সর্ব্বত্র

(সমাবেশ) হয়। [নন্বু...পদ্যতে] পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবনায় উপাসনার ভেদ অঙ্গীকার করিতেছিলে, বস্তুতঃ তাহা ন্যায্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অবিভাগই উপপন্ন, বিভাগ উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। এক স্থানের পাঠ উপাসনা বিধানার্থ, অপর স্থানের পাঠ তাহার গুণ (অঙ্গ) বিধানার্থ, ইহা প্রদর্শিত বা উদাহৃত স্থলে সঙ্গত হয় না। [নন্বেবং·· ধীয়তে] বলিতে পার যে, ঐরূপ হইলে অগ্নিরহস্যে যাহা পঠিত হয় নাই তাহা বৃহদারণ্যকে পঠিতব্য হয় এবং যাহা পঠিত হইয়াছে তাহা অপঠিতব্য হয়। অগ্নিরহস্যোক্ত "ইনিই সকলের নিয়ন্তা" এই পাঠ বৃহদারণ্যকে সঙ্কলন করিতে হয় এবং "মনোময়" এ অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ঐ দোষ হয় না। কারণ, তাহারই সামর্থ্যে স্থানান্তরে পরিপঠিত উপাসনার প্রত্যভিজ্ঞান হয় অর্থাৎ ইহাই সেই উপাসনা, এরূপ অনুভব উপস্থিত হয়। সমান গুণের উল্লেখ থাকাতেই অগ্রে সুদূরস্থিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানের গোচর হয় অর্থাৎ ঐই সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যা, এরূপ অনুভূত হয়, তৎপরে তাহাতে ঈশানত্বাদি গুণের উপদেশ বা বিধান স্বীকৃত হয়। ইহা স্বীকার না করিলে, কিরূপে "এটী গুণ বিধি" এরূপ বলিতে পারিবে। [অপিচ...পন্নম্] আরও দেখ, অজ্ঞাতাংশ উপদেশ দ্বারা বাক্যের অর্থবত্তা সিদ্ধ হইলে জ্ঞাতাংশের উল্লেখ গুলি নিত্যানুবাদ বলিয়াই স্থিরীকৃত ও উপপন্ন হইয়া থাকে।

পরামর্শস্য নিত্যানুবাদতয়াপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ। ন তদ্বলেন প্রত্যভিজ্ঞোপেক্ষিতুং শক্যতে। তস্মাদত্র সমানায়ামপি শাখায়াং বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চেত্যুপপন্নম্ ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২০ ॥*

বৃহদারণ্যকে 'সত্যং ব্রহ্ম' ইত্যুপক্রম্য 'তদ্‌যত্তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষৈতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইতি তস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণোঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চায়তনবিশেষমুপদিশ্য ব্যাহৃতিশরীরত্বঞ্চ সম্পাদ্য দ্বে উপনিষদাবুপদিশ্যেতে, তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতং, তস্যোপ-

প্রয়োজনবত্ত্বম্। অনুবাদমাত্রস্যাপি তত্র তত্রোপলব্ধেঃ। তস্মাত্তদেব বৃহদারণ্যকেঽপ্যুপাসনং তদ্‌গুণেনোপসংহারাদিবদিতি সিদ্ধম্।

যদ্যেকস্যামপি শাখায়াং তত্ত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদুপাসনস্য তত্র বিহিতানাং

সুতরাং সেই নিত্যানুবাদরূপী বাক্যের বলে প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণকে অপহ্নব করিতে পার না। (সেই উপাসনাই অত্র স্থলে, এইরূপ প্রতীতি প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা বাক্য জন্য প্রত্যয়-বিশেষ, সুতরাং শাব্দ প্রমাণ) প্রদর্শিত হেতুবাদে ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, এক শাখায় অভিহিত বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব এবং সেই একত্ব নিবন্ধন গুণসমূহের উপসংহার (একত্র সমাবেশ) অবশ্যই হইবেক।

বৃহদারণ্যকে "সত্য ব্রহ্ম" এই উপক্রমের পর উপক্রান্ত সত্য ব্রহ্মের অধিদৈব ও অধ্যাত্ম আয়তন (স্থান) বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা— "যাহা সেই সত্য, এই সেই পুরুষ আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ।" ইহারই পরে সত্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতিময় শরীর (ব্যাহৃতি=ভূ, ভুব, স্বর্। ভূ=পৃথিবী; ভুব=অন্তরীক্ষ, স্বর্=স্বর্গ) উক্ত হই-

---

* যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপাঠিতায়াং গুণোপসংহার উক্ত এবমেকবিদ্যাভিসম্বন্ধাদনাত্রাপি তজ্জাতীয়কেঽপি বিষয়ে ভবিতুমর্হতি।—শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিভাগক্রমে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে) কথিত হইলেও উপাসনার ঐক্য দৃষ্টে তাহাতে যেমন বিভিন্ন স্থানোক্ত অল্লাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন (একের অঙ্গ করা) হয়, তজ্জাতীয় অন্য স্থলেও সেইরূপ হইতে পারে অর্থাৎ বিদ্যার ঐক্য দৃষ্টে উদাহৃত সত্য বিদ্যাতেও বিভিন্ন স্থানোক্ত গুণের সঙ্কলন হইতে পারে। অর্থাৎ উপনিষদদ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে। এটী পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কা সূত্র।

নিষদহমিত্যধ্যাত্মম্। তত্র সংশয়ঃ—কিমবিভাগেনৈবোভে অপ্যুপনিষদাবুভয়ত্রানুসন্ধাতব্যে উত বিভাগেনৈকাধিদৈবতমেকাধ্যাত্মমিতি। তত্র সূত্রেণৈবোপক্রমতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপ্যধীতায়াং গুণোপসংহার উক্ত এবমন্যত্রাপ্যেবঞ্জাতীয়কে বিষয়ে ভবিতুমর্হত্যেকবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। একা হীয়ং সত্যবিদ্যাঽধিদৈবমধ্যাত্মঞ্চাধীতা উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাচ্চ। কথং তস্যামুদিতো ধর্ম্মস্তস্যামেব ন স্যাৎ। যো হ্যাচার্য্যে কশ্চিদনুগমাদিরাচারশ্চোদিতঃ সংগ্রামগতে

ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা সতি সত্যস্যৈকস্যাভেদাদ্গুণদ্বয়বত্তিন উপনিষদোরপি সঙ্করপ্রসঙ্গাত্তস্যেতি চ প্রকৃতপরামর্শত্বাদ্ভেদঃ সত্যস্য চ প্রধানস্য প্রকৃতত্বাৎ অধিদৈবমিত্যস্য বিশেষণতয়োপসর্জ্জনত্বেনাপ্রস্তুতত্বাৎ প্রস্তুতস্য চ সত্যস্যাভেদাৎ পূর্ব্ববদ্ গুণসঙ্কর ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

য়াছে এবং তৎপরে তাহার দুই উপনিষদ্ অর্থাৎ দুই রহস্য দেবতা কথিত হইয়াছে। যথা—"উহার অধিদেব উপনিষদ্ অহর্। তাহার অধ্যাত্ম উপনিষদ্ অহম্।" [তত্র...সম্বন্ধাৎ] এখানে সংশয় হয়, ঐ উপনিষদ্দ্বয় কি উভয়ত্র অবিভাগে পরিজ্ঞেয়? অথবা বিভাগে পরিজ্ঞেয়? (একটী অধিদৈব উপনিষদ্, অপরটী অধ্যাত্ম উপনিষদ্, এইরূপ পৃথক্ বা ভিন্নভাবে পরিজ্ঞেয় কি?) সূত্রকার সূত্রের দ্বারা এই সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছেন ও বিভাগক্রমে অধ্যয়ন বা পাঠ থাকিলেও শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে প্রণালীতে ও যে কারণে অল্পাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন হইয়া থাকে, তৎসমানজাতীয় অন্যান্য স্থলেও সেই কারণে ও সেই প্রণালীতে অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ হওয়াই ন্যায্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই সেই স্থলে একই উপাসনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। [একা... বিধত্তে] উপক্রমের অভেদ ও ব্যতিষক্ত পাঠ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একই সত্যবিদ্যা অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই দ্বিবিধ নিদর্শনে অধীত হইয়াছে (ব্যতিষক্ত পাঠ—সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্থাৎ অক্ষি-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষ পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্তি। আদিত্য-রশ্মি চক্ষুতে ও চক্ষু আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ পাঠ)। যে ধর্ম্ম তাদৃশ আধারে কথিত সে ধর্ম্ম কেনই বা তাহাতে থাকিবে? আচার্য্য বিষয়ে উপদিষ্ট আচার যুদ্ধ স্থলে ও অরণ্য স্থলে উভয়ত্রই সমান প্রাপ্ত জানিবে। তদ্দৃষ্টান্তে উভয় স্থলেই উভয়

অরণ্যগতে চ তুল্যবদেব ভবতি। তস্মাদুভয়োরপ্যুপনিষদোরুভয়ত্র প্রাপ্তিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ২০ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ২১ ॥*

নৈবোভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। কস্মাৎ। বিশেষাৎ। উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ। কথং স্থানবিশেষোপনিবন্ধ ইতি। উচ্যতে। য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষ ইতি হ্যাধিদৈবিক পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহরিতি শ্রাবয়তি। 'যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইতি চাধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহমিতি। তস্যেতি চৈতৎ সন্নিহিতালম্বনং সর্ব্বনাম। তস্মাদায়তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈবৈতে উপনিষদাবুপদিশ্যেতে।

সত্ত্যং যত্র স্বরূপমাত্রসম্বন্ধো ধর্ম্মাণাং শ্রূয়তে তত্রৈবং স্বরূপস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাত্তন্মাত্রসম্বন্ধিত্বাচ্চ ধর্ম্মাণাম্। যত্র তু সাবিশেষণং প্রধানমবগম্যতে তত্র সবিশেষণস্যৈব তস্য ধর্ম্মাভিসম্বন্ধো ন নির্ব্বিশেষণস্য নাপ্যন্যবিশেষণসহিতস্য। ন হি দণ্ডিনং পুরুষমানয়েত্যুক্তে দণ্ডরহিতঃ কমণ্ডলুমানানী-

---

উপনিষদের প্রাপ্তি, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বা এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবিধান এই—

উভয় স্থলেই উক্ত উভয়ের প্রাপণ সম্ভবে না। তৎপ্রতি হেতু, উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিরূপ? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি "আদিত্যমণ্ডলে এ যে পুরুষ" এইরূপে আধিদৈবিক পুরুষের (আত্মার) প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—"তাঁহার উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্যদেবতা অহঃ।" আর "দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ" এইরূপে আধ্যাত্মিক পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—"ইহাঁর উপনিষদ্ অহম্।" তৎ-শব্দ ও এতৎ-শব্দ অর্থাৎ সেই ও এই, এই দুই শব্দ একত্রিত হইলে সন্নিহিতবাচী হইয়া থাকে। (যাহা নিকটে—তাঁহা-

* ন বা নৈব উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। কস্মাৎ? বিশেষাৎ। উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ। তস্যোপনিষদহরহমিতি চ বাক্যদ্বয়েন তচ্ছব্দপরামৃষ্টয়োঃ সন্নিহিতস্থানবিশিষ্টয়োঃ পুরুষয়োর্নামসম্বন্ধপরেণোপসংহারানুমানং বাধ্যমিতি নিষ্কর্ষঃ।—উত্তর এই যে, তাহা পারে না। অর্থাৎ উপনিষদ্দ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ এই যে, সত্য ব্রহ্ম উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান কথিত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

কুত উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। নন্বেক এবায়মধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ পুরুষঃ। একস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণ আয়তনদ্বয়প্রতিপাদনাৎ। সত্যমেবমেতৎ। একস্যাঽপি ত্ববস্থাবিশেষোপাদানেনৈবোপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থস্যৈব সা ভবিতুমর্হতি। অস্তি চায়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপ্যাচার্য্যস্বরূপানপায়ে যদাচার্য্যস্যাসীনস্যানুবর্ত্তনমুক্তং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি। যচ্চ তিষ্ঠত উক্তং ন তদাসীনস্যেতি। গ্রামারণ্যয়োস্ত্বাচার্য্যস্বরূপানপায়াৎ তৎস্বরূপানুবন্ধস্য ন ধর্ম্মস্য গ্রামারণ্যকৃতবিশেষাভাবাদুভয়ত্র তুল্যবত্ত্বাব ইত্যদৃষ্টান্তঃ সঃ। তস্মাদ্ব্যবস্থাঽনযোরুপনিষদোঃ ॥ ২১ ॥

যতে। তস্মাদধিদৈবং সত্যস্যোপনিষদুক্তা ন তস্যৈবাধ্যাত্মং ভবিতুমর্হতি। যথা চাচার্য্যস্য গচ্ছতোঽনুগমনং বিহিতং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি। তস্মান্নোপনিষদোঃ সঙ্করঃ কিন্তু ব্যবস্থিতিঃ। তদিদমুক্তং স্বরূপানপায়াদিতি।

কেই বুঝায়)। যখন আয়তন বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান উল্লেখে ঐ দুই উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে তখন আর কিরূপে ঐ ধর্ম্মকে ঐ দুই প্রদেশে পাইতে বা লইতে পার? [নন্বেক নিষদোঃ] যদি বল, ঐ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষ একই বস্তু, কেননা, একই সত্য ব্রহ্মের ঐ দুই স্থান (উপাসনার প্রতীক) উপদিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, তাহা সত্য, তথাপি উক্ত উভয় উভয়স্থলে প্রাপিত হয় না। একেরও নির্দ্দিষ্ট বহু অবস্থা গ্রহণ দ্বারা তদনুবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। প্রস্তাবিত স্থলেও দুই বিভিন্ন উপনিষদের উপদেশ হওয়ায় তাহা (তদ্দ্বয়) তদবস্থাপন্নেরই হওয়া উচিত। এরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ গ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। যথা—আচার্য্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তন না হইলেও, একরূপ থাকিলেও, উপবেশনাবস্থায় যদ্রূপ অনুবর্ত্তন উক্ত ও কর্ত্তব্য হয় সেরূপ অনুবর্ত্তন উত্থানাবস্থায় হয় না। যাহা উত্থানাবস্থায় (উত্থান - দাঁড়ান অবস্থায়), তাহা উপবেশনাবস্থায় হয় না। গ্রাম ও অরণ্য প্রকৃতানুগুণ দৃষ্টান্ত নহে। যদিও—গ্রামে ও অরণ্যে আচার্য্যস্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না, তাহা উভয়ত্রই একরূপ, তথাপি, গ্রাম ও অরণ্য এ দুটী আচার্য্যত্বানুগত ধর্ম্মের কোনরূপ বিশেষ (ভেদ) ভাব উৎপাদন করে না। সুতরাং গ্রাম ও অরণ্য উভয়ত্রই তুল্যরূপে তদনুবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা উভয় উপনিষদের ব্যবস্থাভাবই প্রতীত হয়, তুল্যরূপে উভয়ত্র গ্রহণ প্রতীত হয় না।

দর্শয়তি চ ॥ ২২ ॥*

অপি চৈবঞ্জাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থিতিলিঙ্গদর্শনং ভবতি 'তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম' ইতি। তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং কথমস্য লিঙ্গত্বম্। তদুচ্যতে। অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদভিন্নান্ ধর্ম্মানন্যোঽন্যস্মিন্নুপসংহার্য্যান্ পশ্যন্নতিদেশেনাদিত্যপুরুষগতান্ রূপাদীনক্ষিপুরুষ উপসংহরতি 'তস্যৈতস্য তদেব রূপম্' ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ব্যবস্থিতে এবৈতে উপনিষদাবিতি নির্ণয়ঃ ॥ ২২ ॥

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৩ ॥†

অতিদেশাদপ্যেবমেব ভবতি নাতিদেশঃ স্যাদিতি।

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের (নামাদির) ব্যবস্থার, নির্দ্দিষ্টরূপে প্রাপ্তির বা সেই সেই আধারে স্থির থাকার শ্রৌত নিদর্শনও আছে। যথা—"সেই এই পুরুষের তাহাই রূপ—যাহা ঐ আদিত্যপুরুষের রূপ। অর্থাৎ ইহাঁরও সেইরূপ, সেই গেষ্ণ, সেই নাম।" এখানে চক্ষু ও আদিত্য এই দুই বিভিন্ন স্থান উক্ত হইয়াছে এবং সেই সেই স্থানে রূপাদির ভিন্নতা কথিত হইয়াছে সুতরাং ঐ সকলের একত্র উপসংগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শ্রুতি সে বিষয়ে অন্য কিছু না বলিয়া কেবল অতিদেশ বাক্যে আদিত্য পুরুষের রূপাদিধর্ম্মনিচয় চাক্ষুষ পুরুষে সমাবেশ (উপসংগ্রহ) করিয়া দিয়াছেন। এতদনুসারে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তের বলে উক্ত উপনিষদদ্বয়ের ব্যবস্থা পক্ষই সিদ্ধ হয় ও অব্যবস্থা পক্ষ নিবারিত হয়।

* শ্রুতিরিতি শেষঃ। উক্তনামব্যবস্থায়ামতিদেশরূপশ্রৌতলিঙ্গমস্তীতি স্পষ্টার্থঃ।—ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের বা গুণের ব্যবস্থা পক্ষে শ্রৌত লিঙ্গও আছে। (লিঙ্গ - অনুমাপক — অতিদেশ বাক্য। ব্যবস্থা — অনিয়মের নিয়মন)।

† অতএব আয়তনবিশেষযোগাদপি হেতোঃ সম্ভৃতিত্যাদয়োঽপি ব্রহ্মবিভূতয়ো নোপসংহর্ত্তব্যাঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষিত্যন্বয়ঃ। সম্ভৃতিবীর্য্যমাকাশোৎপাদনাদিসামর্থ্যম্। দ্যুব্যাপ্তিঃ সদাসর্ব্বব্যাপিত্বম্।—রাণায়নীয় শাখার বিধিনিষেধশূন্য কতিপয় বাক্যে সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্মবিভূতি কথিত হইয়াছে। আবার এ শাখায় শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি কতিপয় উপাসনা অভিহিত আছে। তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, সম্ভৃতি প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে সংকলিত হইবে কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, হইবে, কিন্তু বিচারনিষ্কর্ষে পাওয়া

'ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান' ইত্যেবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীর্য্যসম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মণো বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে। তেষামেব চৌপনিষদি-শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে। তাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তা ব্রহ্মবিভূতয় উপসংহ্রিয়েরন্ ন বেতি বিচারণায়াং ব্রহ্মসম্বন্ধাদুপসংহারপ্রাপ্তৌ পঠতি—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ো বিভূতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষু নোপসংহর্ত্তব্যাঃ। অত এব চায়তনবিশেষযোগাৎ। তথা হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়া-

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমন্তু জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥

ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং যেষাং তানি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা জজ্ঞে আস। যদ্যপি তাসু তাসু শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্বায়তনভেদপরিগ্রহেণাধ্যাত্মিকায়তনত্বং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানামাধিদৈবিকত্বমিত্যায়তনভেদঃ প্রতিভাতি তথাপি জ্যায়ান্ দিব ইত্যা-

রাণায়নীয়শাখার খিল-শ্রুতিতে (খিল=বিধিও নহে, নিষেধও নহে, এরূপ বাক্য) ব্রহ্মের বীর্য্যবত্তা ও স্বর্গাবস্থান প্রভৃতি ধর্ম্ম পঠিত হইয়াছে। যথা—"ব্রহ্মের বীর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম (আকাশাদি উৎপাদনের সামর্থ্য) সম্ভৃত অর্থাৎ অব্যাহত। সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম দেবাদি উৎপাদনের পূর্ব্বে স্বর্গ ব্যাপিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। ঐ শাখার উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, তাহাতে ঐ সকল ব্রহ্ম বিভূতি (বীর্য্যবত্তা ও সদাসর্ব্বব্যাপিত্ব) উপসংহৃত (সঙ্কলিত) হইবে কি-না, এই বিচারণা উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধ থাকায প্রথমতঃই পাওয়া যায়, উপসংহৃত হইবে। এই ২৩ সূত্র সেই প্রাপ্ত-উপসংহার পক্ষের নিরাসক। অর্থ এই যে, সম্ভৃতি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হইবে না। কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যার সহিত নির্দ্দিষ্ট আয়তনের (উপাস্য স্থানের) সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। [তথাহি···প্রাপ্তিঃ] শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে,

যায়, হইবে না। তৎপ্রতি কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে আশ্রয়-বিশেষের উপদেশ আছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় হৃদয়াতনে ব্রহ্মোপাসনার বিধান। এ জন্য তাহা আধ্যাত্মিক ; কিন্তু সম্ভৃতি প্রভৃতি আধিদৈবিক। আধিদৈবিক গুণ আধ্যাত্মিক উপদেশে সঙ্কলিত হইবার অযোগ্য।

য়তনত্বং ব্রহ্মণ উক্তং 'এষ আত্মান্তর্হৃদয়' ইতি। তদ্বদেব দহরবিদ্যায়ামপি 'দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ' ইতি। উপকোশলবিদ্যায়ান্তু অক্ষ্যায়তনত্বং 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি। এবং তত্র তত্র তত্তদাধ্যাত্মিকমায়তনমেতাসু বিদ্যাসু প্রতীয়তে। আধিদৈবিক্যস্ত্বেতা বিভূতয়ঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। তাসাং কুত এতাসু প্রাপ্তিঃ। নন্বেতাস্বপ্যাধিদৈবিক্যো বিভূতয়ঃ শ্রূয়ন্তে 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্য এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু ভূতেষু ভাতি যাবান্ বায়মাকাশস্তাবানেষো-,

দিনা সন্দর্ভেণাধিদৈবিকবিভূতিপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ষোড়শকলাদ্যাসু চ বিদ্যাস্বায়তনাশ্রবণাদন্ততো ব্রহ্মাশ্রবতবা সাম্যেন প্রত্যাভিজ্ঞানাদেবং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসু ষোড়শকলাদিবিদ্যাসু চাপসংহার ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু মিথঃ সমানগুণশ্রবণং প্রত্যভিজ্ঞা। যদ্বিদ্যা অপূর্ব্বানপি তত্রাশ্রুতান্ গুণানুপসংহারযতি ন ত্বিহ সম্ভৃত্যাদিগুণকব্রহ্মবিদ্যানাং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাগতগুণশ্রবণমস্তি। যা তু কাচিদাধিদৈবিকী বিভূতিঃ শাণ্ডিল্যা-

ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়। যথা—"এই আত্মা হৃদয়াভ্যন্তরে—" ইত্যাদি। দহরবিদ্যাতেও ঐরূপ। যথা—"হৃদয়ে দহর অর্থাৎ অল্পপরিমাণ পদ্মরূপ গৃহ, তন্মধ্যে দহরপরিমাণ আকাশ (আত্মা বা ব্রহ্ম)।" উপকোশল বিদ্যায় হৃদয়স্থান কথিত হয় নাই, কিন্তু অক্ষিস্থান কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাতে চক্ষুঃ আধারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা—"অক্ষিপটে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়—" ইত্যাদি। এইরূপে সেই সেই শ্রুতিতে অভিহিত সেই সেই বিদ্যায় (উপাসনায়) আধ্যাত্মিক আয়তন (হৃদয় ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই দেহস্থ সুতরাং আধ্যাত্মিক) কথিত হইয়াছে, পরন্তু ঐ সকল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য বা সামর্থ্য) আধিদৈবিক। যেহেতু আধিদৈবিক, সেই হেতু শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে ঐ সকলের (সম্ভৃতি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতির) প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। [নন্বেতা ক্ষমা.] যদি বল, অন্যান্য অনেক বিদ্যায় (উপাসনায়) আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে শ্রুত আছে, আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য যথা—"দিব্ (আকাশ) হইতেও বড়, এ সমুদায় লোক হইতে বড়, ইনিই ভামনী (দীপ্তিরূপ), ইনিই সমুদায় ভূতে প্রকাশমান, এই আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমাণ, হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী

হন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে' ইত্যেবমাদ্যাঃ। সন্তি চান্যা আয়তনবিশেষহীনা অপি ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ। সত্যমেবৈতৎ। তথাপ্যত্র বিদ্যতে বিশেষঃ সম্ভৃত্যাদ্যনুপসংহারহেতুঃ। সমানগুণাম্নানেন হি প্রত্যুপস্থাপিতাসু বিপ্রকৃষ্টদেশাস্বপি বিদ্যাসু বিপ্রকৃষ্টদেশগুণা উপসংহ্রিয়েরন্নিতি যুক্তম্। সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ গুণাঃ পরস্পরব্যাবৃত্তস্বরূপত্বাৎ ন প্রদেশান্তরবর্তিবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনক্ষমাঃ। ন চ ব্রহ্মসম্বন্ধমাত্রেণ প্রদেশান্তরবর্তিবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনমুচ্যতে। বিদ্যাভেদেঽপি

দিবিদ্যায়াং শ্রূয়তে তস্যাস্তৎপ্রকরণাধীনত্বাত্তাবন্মাত্রং গ্রহীষ্যতে নৈতাবন্মাত্রেণ সম্ভৃত্যাদীনমুক্রষ্টুমর্হতি। তদিদমুক্তং প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাদিত্যুক্তম্। ব্রহ্মাশ্রয়ত্বেন তু প্রত্যভিজ্ঞানসমর্থনমতিপ্রসক্তম্। ভূয়সীনামৈক্যপ্রসঙ্গাৎ। তদিদমুক্তং "সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চে"তি। তস্মাৎ সম্ভৃতিশ্চ

আকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমাণ, ঐ দিব্ (অন্তরিক্ষ), ও এই পৃথিবী উভয়ই ইহাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিত," ইত্যাদি ; এতদ্ভিন্ন এমন অনেক ব্রহ্মবিদ্যা আছে যাহাতে আযতন-বিশেষের উল্লেখ নাই। (আয়তন—উপাসনার প্রতীক বা অবলম্বন স্থান) যথা—ব্রহ্ম ষোড়শকল, ইত্যাদি। সে সকল বিদ্যায় সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণের উপসংহার (যোজনা) না হয় কেন ? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, সত্য বটে—অন্যান্য উপাসনায় আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ ও ষোড়শকল প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনায় অনির্দ্দিষ্টায়তনের বিধান আছে ; পরন্তু সে সকল উপাসনায় সম্ভৃত্যাদি গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের) উপসংহার (সংগ্রহ) না হইবার বিশেষ হেতুও আছে। সমান গুণের (ধর্ম্মের) উল্লেখ থাকিলে তদ্দ্বারা সমাকৃষ্ট সুদূর দেশস্থ উপাসনায় সুদূরদেশস্থ গুণের উপসংহার হওয়া অযুক্ত নহে। কিন্তু শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যোক্ত সম্ভৃত্যাদি গুণ পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অসমান। সেই কারণে তাহারা স্থানান্তরোক্ত উপাসনার আকর্ষক নহে। [ন চ…ইতি] ব্রহ্মসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া যদি তাহা স্থানান্তরোক্ত ব্রহ্মোপাসনার আকর্ষক হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন উপাসনাতেও হইতে পারে। (বস্তুতঃ তাহা হয় না)। যদিও ব্রহ্ম এক, তথাপি, বিভূতি ভেদ দৃষ্টে তাঁহাকে অনেক

তদুপপত্তেঃ। একমপি ব্রহ্ম বিভূতিভেদৈরনেকৈরনেকধোপাস্যত ইতি স্থিতিঃ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদ্ভেদদর্শনাৎ। তস্মাৎ বীর্য্যসম্ভৃত্যাদীনাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষ্বনুপসংহার ইতি ॥ ২৩ ॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৪ ॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষ বিদ্যা,

দ্যুব্যাপ্তিশ্চ তদিদং সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবান্ন শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসূপসংহ্রিয়ত ইতি সিদ্ধম্।

পুরুষযজ্ঞত্বমুভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টম্। ন চ বিদ্যয়োঃ যজ্ঞস্যেতি ন সামানাধি-

---

প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকে। ফলিতার্থ—গুণভেদ অনুসারেই উপাসনাভেদ স্বীকৃত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—এক উপাসনা পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণ লইয়া, অন্য উপাসনা অন্য গুণ লইয়া। অতএব, বীর্য্যসম্ভৃতি (সৃষ্টিশক্তি-ধারণ) প্রভৃতি গুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতেই উপসংহৃত হয়, অন্যত্র নহে। ২৩

তাণ্ডিদিগের ও পৈঙ্গিদিগের রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে। † তাহাতে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষের যে আয়ুঃ—

---

* তৈত্তিরীয়াণাং পুরুষবিদ্যায়াং ইতরেষাং তাণ্ড্যাদ্যুক্তপুরুষবিদ্যাগুণানাং অনাম্নানাৎ হেতোস্তেষাং তেষামনুপসংহার এব স্যাদিতি যোজনা।—তাণ্ডিশাখায় ও পৈঙ্গিশাখায় পুরুষবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে এবং তৈত্তিরীয়শাখাতেও পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শাখায় যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সে সকল তৈত্তিরীয়োক্ত পুরুষবিদ্যায় সংগৃহীত হইবেক না। কারণ এই যে, প্রথমোক্ত শাখাদ্বয়কথিত ধর্ম্ম শেষোক্ত শাখায় পঠিত হয় নাই। (ভাষ্য দেখ)।

† উপাসক ব্যক্তি পুরুষ, উপাসনা বিদ্যা। উপাসক স্বপ্রতীকে বা আত্মপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করিলে তাহা পুরুষ বিদ্যা আখ্যায় অভিহিত হয়। এই উপাসনা ছান্দোগ্যে ও অন্যান্য উপনিষদে আছে। ছান্দোগ্যে এইরূপ আছে—পুরুষই যজ্ঞ। বয়সের ২৪ বৎসর প্রাতঃসবন, ৪৪ বৎসর মধ্যন্দিন সবন, ৪৮ বৎসরের পর তৃতীয় সবন। পানেচ্ছা, ভোজনেচ্ছা ও রমণেচ্ছা তাহার দীক্ষা। পান ভোজন রমণ উপসদ্ যাগ। হাস্যাদি শস্ত্র অর্থাৎ সামগান। তপস্যা ও দানাদি দক্ষিণা এবং মরণ অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান। ইহাতে ৩টী প্রার্থনা মন্ত্র আছে। এই উপাসনার ফল ১১৬ বৎসর বয়োলাভ। তৈত্তিরীয়শাখায় এইরূপ আছে—"যে এতদ্রূপ জ্ঞানী, অর্থাৎ যে এবম্প্রকারে উপাসনা করে, সেই জ্ঞানীর যজ্ঞ অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষই যজ্ঞ। তাহার আত্মাই যজমান, শ্রদ্ধাই পত্নী, শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ, বক্ষঃস্থল বেদী, লোম কুশ, বেদ শিখা, হৃদয় যূপ, কাম (অভিলাষ) ঘৃত, মন্যু পশু, তপস্যা অগ্নি, দম পশুবধকর্ত্তা, বাগিন্দ্রিয় দক্ষিণা, প্রাণ উদ্গাতা, চক্ষুঃ অধ্বর্য্যু, মন ব্রহ্মা। ইত্যাদি। উভয় শাখাতেই পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে পরন্তু সমান প্রণালীতে নহে। কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

তত্র পুরুষোযজ্ঞঃ কল্পিতঃ, তদীয়মায়ুস্ত্রেধা বিভজ্য সবনত্রয়ং কল্পিতং, অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্পিতানি, অন্যে চ ধর্ম্মাস্তত্র সমধিগতাশ্চাশীর্ম্মন্ত্রপ্রয়োগাদয়ঃ। তৈত্তিরীয়কা অপি কঞ্চিৎ পুরুষযজ্ঞং কল্পয়ন্তি 'তস্যৈব বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী' ইত্যেতেনানুবাকেন। তত্র সংশয়ঃ কিমিতরত্রোক্তাঃ পুরুষযজ্ঞস্য ধর্ম্মাস্তে তৈত্তিরীয়কেষূপসংহর্ত্তব্যাঃ কিং বা নোপসংহর্ত্তব্যা ইতি। পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাদুপসংহারপ্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে নোপসংহর্ত্তব্যেতি। কস্মাৎ? তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ। তদাহাচার্য্যঃ পুরুষবিদ্যায়ামিবেতি। যথৈকেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষবিদ্যায়ামা-

---

করণ্যসম্ভবঃ। যজ্ঞস্যাত্মেত্যাত্মশব্দস্য স্বরূপবচনত্বাৎ। যজ্ঞস্য স্বরূপং যজমানস্তস্য চ চেতনত্বাদ্বিদুষ ইতি সামানাধিকরণ্যসম্ভবঃ। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষান্মরণাবভৃথত্বাদিসামান্যাচ্চৈকবিদ্যাধ্যবসানে উভয়ত্র উভয়ধর্ম্মোপসংহার ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। যাদৃশং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষ-

তাহাকে তিন্ ভাগ করিয়া যজ্ঞীয় সবন-ত্রয়ের কল্পনা করা হইয়াছে। পুরুষ যে পান-ভোজন করে, সেই পান-ভোজনই যজ্ঞীয় দীক্ষা। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আশীঃ (প্রার্থনা) ও মন্ত্রোচারণ প্রভৃতি আরও কএকটী ধর্ম্মের সংযোগ করিতে দেখা যায়। [তৈত্তিরীয়কা···মিবেতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও অন্য এক পুরুষ-যজ্ঞের কথা আছে। যথা—"সেই তাদৃশ জ্ঞানবান্ উপাসকের আত্মাই সেই যজ্ঞের যজমান এবং শ্রদ্ধাই পত্নী।" ইত্যাদি। এতদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, তাণ্ডি ও পৈঙ্গিদিগের পুরুষ-যজ্ঞের ধর্ম্ম তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞে সংগৃহীত (সংযোজিত) হইবে কি না। সেটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এ ভাবে দেখিতে গেলে উপসংহারের (ধর্ম্মসংগ্রহের) প্রাপ্তি হইতে পারে বটে; কিন্তু তাণ্ড্যুক্ত পুরুষ-যজ্ঞই যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না থাকায় তদুক্ত ধর্ম্ম তৈত্তিরীয়োক্ত উপাসনায় সংযোজিত হইবে না। ইহা আচার্য্য ব্যাস এই ২৪ সূত্রে বলিয়াছেন। [যথৈ··· ক্ষমম্] * তাণ্ডী ও পৈঙ্গী এই দুই শাখায় যদ্রূপ পুরুষ-যজ্ঞ কথিত হইয়াছে,

---

* তাণ্ডী ও পৈঙ্গী=বেদশাখাবিশেষ। রহস্যব্রাহ্মণ=সন্দর্ভবিশেষ অর্থাৎ উপনিষদ্। পুরুষবিদ্যা=পুরুষ প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা। (স্বীয় দেহে ব্রহ্মগুণ আরোপিত করিয়া ভাবনা প্রবাহ উত্থাপন করা)।

ম্নানং নৈবমিতরেষাং তৈত্তিরীয়াণামাম্নানমস্তি। তেষাং হীতরবিলক্ষণমেব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে। পত্নীযজমানবেদবেদিবর্হির্যূপাজ্যপশ্বৃত্বিগাদ্যনুক্রমণাৎ। যদপি সবনসম্পাদনং তদপীতরাবিলক্ষণমেব। "যৎ সায়ং প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনঞ্চ তানি সবনানি' ইতি। যদপি কিঞ্চিন্মরণাবভৃথত্বাদিসামান্যং তদপ্যল্পীয়স্ত্বাদ্ভূয়সা বৈলক্ষণ্যেনাভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞাপনক্ষমম্। ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রূয়তে। বিদুষো যজ্ঞস্যেতি হি ন চৈতে সমানাধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ বিদ্বা-

যজ্ঞসম্পাদনং তদায়ুষশ্চ ত্রেধা ব্যবস্থিতস্য সবনত্রয়সম্পাদনমশিশিষাদীনাঞ্চ দীক্ষাদিভাবসম্পাদনং নৈবং তৈত্তিরীয়াণাম্। তেষাং ন তাবৎ পুরুষে যজ্ঞসম্পত্তিঃ। ন হ্যাত্মা যজমান ইত্যত্রায়মাত্মশব্দঃ স্বরূপবচনঃ। ন হি যজ্ঞস্বরূপং যজমানো ভবতি কর্ত্তৃকর্ম্মণোরভেদাভাবাৎ। চেতনাচেতনয়োশ্চৈক্যানুপপত্তেঃ যজ্ঞকর্ম্মণোশ্চাচেতনত্বাৎ। যজমানস্য চেতনত্বাৎ। আত্মনস্তু চেতনস্য যজমানত্বঞ্চ বিদ্বত্ত্বঞ্চোপপদ্যতে। তথা চায়মর্থঃ—এবং বিদুষঃ পুরুষস্য যঃ সম্বন্ধী যজ্ঞঃ তস্য সম্বন্ধিতয়া যজমান আত্মা। তথা চাত্মনো যজমানত্বঞ্চ বিদ্বৎসম্বন্ধিতা চ যজ্ঞস্য মুখ্যে স্যাতামিতরথাত্মশব্দস্য স্বরূপবাচিত্বে বিদুষো যজ্ঞস্যেতি চ যজমানো যজ্ঞস্বরূপমিতি চ গৌণে স্যাতাম্। ন চ সত্যাং গতৌ তদ্যুক্তম্। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞতা তৈত্তিরীয়ে নাস্তীতি তয়া তাবন্ন সাম্যম্। ন চ পত্নীযজমানবেদবেদ্যাদিসম্পাদনং তৈত্তিরীযাণামিব তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং

তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞ ঠিক্ সেরূপে কথিত হয় নাই। তৈত্তিরীয়দিগের যজ্ঞকল্পনা এক প্রকার, কিন্তু তাণ্ডী ও পৈঙ্গী দিগের যজ্ঞকল্পনা অন্য প্রকার। উভয় কল্পনাই পরস্পর বিলক্ষণ (অসমান)। তৈত্তিরীয়েরা পত্নী, যজমান, বেদ, বেদী, কুশা, যূপ, ঘৃত, পশু ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির কল্পনা করে, অন্যে তাহা করে না। উভয়যজ্ঞেই সবনের কল্পনা আছে; কিন্তু কল্পনার আকার বিভিন্ন। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই কাল তদীয় সবন কল্পনার আধার। (তাণ্ডী দিগের সবন কল্পনার আধার আয়ুষ্কাল) "মরণই অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তিসূচক স্নান" এ কথা উক্ত উভয় শাখায় আছে বটে; কিন্তু সে অল্প সাম্য বহু বৈষম্যের নিকট দুর্ব্বল। বহু বৈলক্ষণ্যে অল্প সালক্ষণ্য অভিভূত হয়, সুতরাং তাহা প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান জন্মাইতে অক্ষম। (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান—সে-ই এই, এরূপ জ্ঞান)। [ন চ...স্যেতি] তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বিদ্বানের 'যজ্ঞ, এইরূপ উক্তি আছে,

নেব যো যজ্ঞস্তস্যেতি। ন হি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞত্বমস্তি। ব্যধিকরণে ত্বেতে ষষ্ঠ্যৌ বিদুষো যো যজ্ঞস্তস্যেতি। ভবতি হি পুরুষস্য মুখ্যো যজ্ঞসম্বন্ধঃ। সত্যাঞ্চ গতৌ মুখ্য এবার্থ আশ্রয়িতব্যো ন ভাক্তঃ। আত্মা যজমান ইতি চ যজমানত্বং পুরুষস্য নির্ব্রুবন্ বৈয়ধিকরণ্যেনৈবাস্য যজ্ঞসম্বন্ধং দর্শয়তি। অপি চ তস্যৈবম্বিদুষ ইতি সিদ্ধবদনুবাদশ্রুতৌ সত্যাং পুরুষস্য যজ্ঞভাবমাত্মাদীনাঞ্চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিৎসমানস্য বাক্যভেদঃ স্যাৎ। অপি চ সসন্ন্যাসামাত্মবিদ্যাং পুরস্তাদুপদিশ্যানন্তরং তস্যৈবম্বিদুষ ইত্যাদ্যনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষ এবৈষ আম্নায়ো ন স্বতন্ত্র ইতি প্রতীমঃ। তথা চৈকমেব ফলং উভয়োরপ্যনুবাকয়োরুপলভামহে 'ব্রহ্মণো মহিমান-

---

বা বিদ্যতে সবনসম্পত্তিরপ্যেষাং বিলক্ষণৈব। তস্মাদ্ভূযোবৈলক্ষণ্যে সতি ন কিঞ্চিন্মাত্রসালক্ষণ্যাদ্বিদ্যৈকত্বমুচিতমতিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ তস্যৈবং বিদুষ ইত্যনুবাদশ্রুতৌ সত্যামনেকার্থবিধানে বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। অপি চেয়ং পৈঙ্গিনাং তাণ্ডিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞবিদ্যা ফলান্তরযুক্তা স্বতন্ত্রা প্রতীয়তে। তৈত্তিরীয়াণান্তু এবংবিদুষ ইতি শ্রবণাৎ পূর্ব্বোক্তপরামর্শাৎ তৎফলত্বশ্রুতেশ্চ পারতন্ত্র্যম্। ন চ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রযোরৈক্যমুচিতমিত্যাহ—"অপি চ সসন্ন্যাসা-

---

কিন্তু পুরুষই যজ্ঞ, এরূপ উক্তি নাই। ঐ দুই ষষ্ঠী বিভক্তি বিদ্বানই যজ্ঞ, এরূপ অভেদার্থের বোধক নহে। [ন হি...স্যাৎ] পুরুষে মুখ্য যজ্ঞভাব নাই সুতরাং ঐ দুই ষষ্ঠী ব্যধিকরণার্থের বোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর যে যজ্ঞ, তাহার, এইরূপ অর্থেরই বোধক। পুরুষে যে যজ্ঞসম্বন্ধ—তাহা মুখ্য হইতে পারে। যে স্থলে উপায় থাকে, মুখ্যার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। আত্মাই যজমান, এই বাক্যে পুরুষের যজমানভাব বর্ণিত হওয়ায় পুরুষের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধভাব দেখান হইয়াছে। আরও দেখ, ঐ স্থলে "যে এইরূপ জানে তাহার" এইরূপ অনুবাদিনী শ্রুতি আছে। উহা থাকিতে পুরুষের যজ্ঞভাব ও আত্মাদির যজমানাদিভাব প্রতিপাদন করিলে অবশ্যই বাক্যভেদ দোষ হইবে। [অপিচ···রীয়কে] প্রথমে সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা আত্মবিদ্যার উপদেশ, তৎপরে "এইরূপ জ্ঞানীর" ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ, ইহা দেখিলে অবশ্যই বুঝা যায়,

মাপ্নোতি' ইতি। ইতরেষাত্বনন্যশেষঃ পুরুষবিদ্যাম্নায়ঃ। আয়ুরভিবৃদ্ধিফলো হ্যসৌ 'এষ হ ষোড়শবর্ষশতং জীবতীতি য এবং বেদ' ইতি সমভিব্যাহারাৎ। তস্মাচ্ছাখান্তরাধীতানাং পুরুষবিদ্যাধর্ম্মাণাম্ আশীর্ম্মন্ত্রাদীনামপ্রাপ্তিস্তৈত্তিরীয়কে ॥ ২৪ ॥

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৫ ॥*

অস্ত্যাথর্ব্বণিকানামুপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ 'সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরোঽভিপ্রবৃজ্য ত্রিধা বিপৃক্ত' ইত্যাদিঃ। স তাণ্ডিনাং 'দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্'

মাত্মবিদ্যামি"তি। উপসংহরতি—"তস্মাদি"তি।

বিচারবিষয়ং দর্শয়তি। "আথর্ব্বণিকানামি"তি। আথর্ব্বণিকাদ্যুপনিষদারম্ভে তে তে মন্ত্রাস্তানি তানি চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি সমাম্নাতানি। সংশয়

ঐ উল্লেখ পূর্ব্ব উপদেশেরই পোষক বা অঙ্গ। উহা স্বতন্ত্র নহে। আরও কথা এই যে, উক্ত উভয় অনুবাকের ফল একই। "সে ব্রহ্মের মহিমা পায়" ইত্যাদি। কিন্তু ঐ পুরুষবিদ্যার উল্লেখ অন্যাঙ্গ নহে। কারণ এই যে, সে পুরুষবিদ্যার ফল আয়ুর্বৃদ্ধি। যথা—"যে ঐরূপ জানে, ঐরূপে উপাসনা করে, সে ষোড়শবর্ষশত জীবিত থাকে।" অতএব, শাখান্তরে পরিপঠিত পুরুষবিদ্যার আশীর্ম্মন্ত্রাদি ধর্ম্মনিচয় তৈত্তিরীয় দিগের লাভ সম্ভাবনা নাই।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে কএকটী মন্ত্র আছে। যথা—"হে দেবতে! তুমি আমার শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ বিদার্ণ কর। তাহার হৃদয় বিশেষ প্রকারে ভগ্ন কর, শরীরস্থ শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, মস্তক দ্বিধা কর।" সামবেদীয় তাণ্ডিশাখার প্রারম্ভেও মন্ত্র আছে। যথা—"হে সবিতৃ দেব! যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি প্রসব কর অর্থাৎ তাহা সুসম্পন্ন কর।" শাট্যায়নীয় শাখা-

---

* বেধাদয়োঽর্থাস্তেষাং ভেদস্তস্মাৎ তে বিদ্যাসু নোপসংহার্য্যাঃ। বিদ্যাসু হৃদয়াদিসম্বন্ধেঽপি বেধাদ্যর্থানামসম্বন্ধাৎ মন্ত্রার্থানামভিচারাদিসম্বন্ধলিঙ্গেন সন্নিধের্বলীয়সাঽভিচারাদাবেব মন্ত্রাণাং বিনিয়োগ ইত্যভিপ্রায়ঃ।—আথর্ব্বণিক দিগের উপনিষদের প্রথমে কএকটী মন্ত্র আছে। অন্যান্য উপনিষদের প্রারম্ভেও কতকগুলি মন্ত্র ও কর্ম্ম কথিত আছে। সে সকল উপাসনায় নীত হইবে কি-না তাহা বিচার্য্য। বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সে সকল উপাসনায় নীত হইবে না। কারণ এই যে, সে সকলের অর্থের সহিত উপাসনার সম্পর্ক নাই। মন্ত্রে আছে, হৃদয়ং প্রবিধ্য। হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক থাকিলেও তদ্বেধের সহিত নাই। ইত্যাদি।

ইত্যাদিঃ। শাঠ্যায়নিনাং 'শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোঽসী'ত্যাদিঃ। কঠানাং তৈত্তিরীয়কাণাঞ্চ 'শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ' ইত্যাদিঃ। বাজসনেয়িনান্তূপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে। 'দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ' ইত্যাদিঃ। কৌষীতকিনামপ্যগ্নিষ্টোম-ব্রাহ্মণং 'ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব তদহর্ব্রহ্মণৈব তে ব্রহ্মোপযন্তি তেঽমৃতত্বমাপ্নুবন্তি য এতদহরুপসংযন্তী'তি। কিমিমে 'সর্ব্বং প্রবিধ্য' ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাসূপসংহ্রিয়েরন্ কিং বা নোপসংহ্রিয়েরন্নিতি মীমাংসামহে। কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি। উপসংহার এষাং

মাহ—"কিমিমে"ইতি। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি —'উপসংহার এষাং বিদ্যাস্বি"তি। সফলা হি সর্ব্বা বিদ্যা আম্নাতাস্তৎসন্নিধৌ মন্ত্রাঃ কর্ম্মাণি চ সমাম্নাতানি ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়াদ্বিদ্যাঙ্গভাবেন বিজ্ঞায়ন্তে। চোদয়তি—"নন্বেষামি"তি। ন হ্যত্র শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানানি সন্তি বিনিয়োজকানি প্রমাণানি। ন হি যথা দর্শপূর্ণমাসাবারভ্য সমিদাদয়ঃ সমাম্নাতাস্তথা কাঞ্চিদ্বিদ্যামারভ্য মন্ত্রা বা কর্ম্মাণি বা সমাম্নাতানি। ন চাসতি সামান্য-সম্বন্ধে সম্বন্ধিসন্নিধানমাত্রাত্তাদর্থ্যসম্ভবঃ। ন চ ক্রতস্বাঙ্গপরিপূর্ণা বিদ্যা এতা-

---

তেও মন্ত্রান্তর আছে। যথা—"যাহার শ্বেতাশ্ব অর্থাৎ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সেই ইন্দ্র তুমি হরিততৃণের ন্যায় নীলবর্ণ।" ইত্যাদি। কঠ ও তৈত্তিরীয় এই দুই শাখাতেও উপনিষদারম্ভে "মিত্র ও বরুণ-দেবতা আমাদের সুখকর হউন" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। বাজসনেয়িশাখার উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্য ব্রাহ্মণ (সন্দর্ভবিশেষ) পঠিত হয়। যথা—"দেবতারা সত্রের (বহু পুরোহিত নিষ্পাদ্য যজ্ঞের) অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। কৌষিতকিশাখাধ্যায়ীরাও অগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণ (প্রস্তাববিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—"যাহা অগ্নিষ্টোম তাহাই ব্রহ্ম। তাদৃশ অগ্নিষ্টোম যে দিবসে অনুষ্ঠিত হয় সেই দিবসও ব্রহ্ম। সেই জন্য, যে তদ্দিনসাধ্য কর্ম্ম (যাগ) করে—সে সেই ব্রহ্মসাধনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে মোক্ষ লাভ করে।" এখানে সংশয় বা বিচার্য্য এই যে, ঐ সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম উপাসনায় গৃহীত হইবে কি-না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, গৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ঐ সকল উপাসনাপ্রধান উপনিষদের অতিসন্নিকটে পরিপঠিত

বিদ্যাস্বিতি। কুতঃ। বিদ্যাপ্রধানানামুপনিষদ্গ্রন্থানাং সমীপে পাঠাৎ॥ নন্বেষাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং নোপলভামহে। বাঢ়ম্। অনুপলভমানা অপি ত্বনুমাস্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ। ন হি সন্নিধেরর্থবত্ত্বে সম্ভবত্যকস্মাদসাবনাশ্রয়িতুং যুক্তঃ। ননু

নাকাঙ্ক্ষিতুমর্হতি যেন প্রকরণাপাদিতসামান্যসম্বন্ধানাং সন্নিধির্ব্বিশেষসম্বন্ধায় ভবেদিত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"বাঢ়মনুপলভমানা অপী"তি। 'মা নাম ভূৎ ফলবতীনাং বিদ্যানাং পরিপূর্ণাঙ্গানামাকাঙ্ক্ষা মন্ত্রাণান্তু স্বাধ্যায়বিদ্যাপাদিতপুরুষার্থভাবানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনাং স্ববিধ্যাপাদিতপুরুষার্থভাবানাং পুরুষাঽভিলষিতমাকাঙ্ক্ষণং সন্নিধানাদন্যতরাকাঙ্ক্ষানিবন্ধনো রক্তপটন্যায়েন সম্বন্ধঃ। তত্রাপি চ বিদ্যানাং ফলবত্ত্বাত্তাদর্থ্যমফলানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাঞ্চ। ন চ প্রবর্গ্যাদীনাং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গঃ কল্পনাস্পদং ফলবৎসন্নিধানেন তদবরোহাৎ। "অনুমাস্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাদি"তি। ইদং খলু নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষায়া বিদ্যায়াঃ সন্নিধানে শ্রুতমনাকাঙ্ক্ষয়া সাকাঙ্ক্ষস্যাপি সম্বন্ধুমসামর্থ্যাৎ। তস্যা অপ্যাকাঙ্ক্ষামুত্থাপয়ত্যুত্থাপ্য চৈকবাক্যতামুপৈতি। অসমর্থস্য চোপকারকত্বানুপপত্তেঃ। প্রকরণিনং প্রতি উপকারসামর্থ্যমাত্মনঃ কল্পয়তি। ন চ সত্যপি সামর্থ্যে তত্র শ্রুত্যাঽবিনিযুক্তং সদঙ্গতামুপগন্তুমর্হতীত্যনয়া পরম্পরয়া সন্নিধিঃ শ্রুতিমর্থাপত্ত্যা কল্পয়তি। আক্ষিপতি—"ননু নৈষাং মন্ত্রাণামি"তি। 'প্রয়োগসমবেতার্থপ্রকাশনেন হি মন্ত্রাণামুপযোগো বর্ণিতোঽবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থ ইত্যত্র। ন চ বিদ্যাসম্বন্ধং কঞ্চনার্থং মন্ত্রেষু প্রতীমঃ। যদ্যপি চ প্রবর্গ্যো ন কিঞ্চিদারভ্য শ্রূয়তে তথাপি বাক্যসংযোগেন ক্রতুসম্বন্ধং প্রতিপদ্যতে। পুরস্তাদুপসদাং প্রবর্গ্যেণ প্রচরন্তীত্যুপসদাং জুহূবদব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধত্বাৎ। যদ্যপি জ্যোতিষ্টোমবিকৃতাবপি সন্ত্যুপসদস্তথাপি তত্রানুমানিক্যো জ্যোতিষ্টোমে তু প্রত্যক্ষবিহিতাস্তেন শীঘ্রপ্রবৃত্তিতয়া জ্যোতিষ্টোমাঙ্গৈতব বাক্যেনাবগম্যতে। অপি চ প্রকৃতৌ বিহিতস্য প্রবর্গ্যস্য চোদকেনোপসদ্বদ্বিকৃতাবপি প্রাপ্তিঃ। প্রকৃতৌ বা অদ্বিরুক্তত্বাদিতি ন্যায়াজ্জ্যোতিষ্টোমে এব বিধানমুপসদা

হইয়াছে। [নন্বেষাং...যুক্তঃ] যদি বল, উপাসনার্থ ঐ সকলের বিধান হওয়া দৃষ্ট হয় না; তাহাতে আমরা বলিব, দৃষ্ট না হইলেও তাহা সন্নিধান সামর্থ্যে অনুমিত হয়। অর্থাৎ যখন উপাসনার নিকটে পঠিত—তখন অবশ্যই ঐ সকল উপাসনার বিষয়, এইরূপ অনুমান করিব। সন্নিধিপাঠের সার্থক্য সম্ভব থাকিলে বাক্যের আকস্মিকত্ব (নৈরর্থ্যক্য) অবলম্বন অযুক্ত। [ননু... ত্বেদাৎ] যদি বলেন, ঐ সকল মন্ত্রের বিদ্যা-বোধক (অর্থ) সামর্থ্য আছে

নৈষাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যং পশ্যামঃ। কথঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি অন্যার্থত্বেনৈব বিনিযুক্তানি সন্তি, বিদ্যার্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যেমহীতি। নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাবন্মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়মপি কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুং হৃদয়াদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ। হৃদয়াদীনি হি প্রায়োণোপাসনেম্বায়তনাদিভাবেনোপদিষ্টানি তদ্দ্বারেণ চ হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যেবঞ্জাতীয়কানাং মন্ত্রণামুপপন্নমুপাসনাঙ্গত্বম্। দৃষ্টশ্চোপাসনেষ্বপি

সহ যুক্তম্। তদেতদাহ—"কথঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনী"তি। সন্নিধানাদর্থবিপ্রকর্ষেণ-বাক্যং বলীয ইতি ভাবঃ। সমাধত্তে—"নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাবদি"তি। যথা অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামীতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্ব্বপামিপদে পরস্পরয়া কর্ম্মসমবেতার্থপ্রকাশকে শিষ্টানাস্ত পদানাং তদেকবাক্যতযা যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানমেবমিহাঽপি হৃদযপদস্যোপাসনায়াং সমবেতার্থত্বাত্তদনুসারেণ তদেকবাক্যতাপন্নানি পদান্তরাণি গৌণ্যা লক্ষণয়া চ বৃত্ত্যা কথঞ্চিন্নেযানীতি নাসমবেতার্থতা মন্ত্রাণাম্। ন চ মন্ত্রবিনিযোগো নোপাসনেষু দৃষ্টো, যেনাত্যন্তাদৃষ্টং কল্প্যত ইত্যাহ—"দৃষ্টশ্চোপাসনেষ্বি"তি। যদ্যপি বাক্যেন বলীযসা সন্নিধির্দ্ব্বলো বাধ্যতে তথাপি বিরোধে সতি। ন চেহাঽস্তি বিরোধঃ, বাক্যেন বিনিযুক্তস্যাপি জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গ্যস্য সন্নিধিনা বিদ্যায়ামপি বিনিয়োগসম্ভবাৎ। যথা ব্রহ্মবর্চ্চসকামো বৃহস্পতিসবেন যজেতেতি ব্রহ্মবর্চ্চসফলোঽপি বৃহস্পতিসবো বাজপেযাঙ্গত্বেন চোদ্যতে বাজপেযেনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেতেতি। অত্র হি ক্ত্বঃ সমানকর্ত্তৃকত্বমবগম্যতে ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যযবিধানাৎ। ধাত্বর্থান্তরসম্বন্ধশ্চ কথঞ্চ সমানঃ কর্ত্তা স্যাৎ যদ্যেকঃ প্রযোগো ভবেৎ। প্রযোগাবিষ্টং হি কর্ত্তৃত্বং তচ্চ প্রযোগভেদে কথমেকম্। তস্মাৎ সমানকর্ত্তৃকত্বাদেকপ্রযোগত্বং বাজপেযবৃহস্পতিসবয়োর্ধাত্বর্থান্তরসম্বন্ধাচ্চ। ন চ গুণপ্রধানভাবমন্তরেণৈকপ্রয়োগতা সম্বন্ধশ্চ। তত্রাঽপি বাজপেযস্য প্রকরণে সমাম্নানাদ্বাজপেয়ঃ

কৈ? (অভিপ্রায় এই যে, উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ সামর্থ্য ঐ সকল মন্ত্রে নাই সুতরাং ঐ সকলকে উপাসনাঙ্গ বলিতে পার না) এবং প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের (যাগের) অঙ্গ বলিযা বিহিত, সে জন্য সে গুলিও উপাসনাঙ্গ বলিযা গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত্তর এই যে, হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ থাকায় ঐ সকল মন্ত্র উপাসনাসম্বন্ধীয় বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ, ইহা কল্পনা বা অনুমান করা যাইতে পারে।

মন্ত্রবিনিয়োগঃ 'ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনামুনামুনা' ইত্যেবমাদিঃ। তথা প্রবর্গ্যাদীনাং কর্ম্মণামন্যত্রাপি বিনিযুক্তানাং সতামবিরুদ্ধো বিদ্যাসু বিনিয়োগো বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ, নৈষামুপসংহারো বিদ্যাস্বিতি। কস্মাৎ।

প্রধানম্। অঙ্গং বৃহস্পতিসবঃ। ন চ দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেতেত্যত্রাঙ্গপ্রধানভাবপ্রসঙ্গঃ। ন হ্যেতদ্বচনং কস্যচিদ্দর্শপূর্ণমাসস্য সোমস্য বা প্রকরণে সমাম্নাতম। তথা চ দ্বয়োঃ সাধিকারতয়াঽগৃহ্যমানবিশেষতয়া গুণপ্রধানভাবং প্রতি বিনিগমনাভাবেনাধিষ্ঠানমাত্রবিবক্ষয়া লাক্ষণিকং সমানকর্ত্তৃকত্বমিত্যদোষঃ। যদি তু কস্যাঞ্চিচ্ছাখায়ামারভ্যাঽধীতং দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বেতি তথাপ্যনারভ্যাধীতস্যৈবারভ্যাধীতে প্রত্যভিজ্ঞানমিতি যুক্তম। তথা সতি দ্বয়োরপি পৃথগধিকারতয়া প্রতীতং সমপ্রধানত্বমত্যক্তং ভবেদিতরথা তু গুণপ্রধানভাবেন তত্ত্যাগো ভবেৎ। তস্মাৎ কালার্থোঽয়ং সংযোগ ইতি সিদ্ধম্। সিদ্ধান্তমুপক্রমতে "এবং প্রাপ্তে"ইতি। হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যয়ং মন্ত্রঃ স্ববসতস্তাবদাভিচারিককর্ম্মসমবেতং সকলৈরেব পদৈরর্থমভিদধদুপলভ্যতে। তদস্যাভিধানসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং বাক্যপ্রকরণাভ্যাং ক্রমাদ্বলীয়োভ্যামপি বলবৎ কিমঙ্গ পুনঃ ক্রমাৎ। তস্মাল্লিঙ্গেন সন্নিধিমপোদ্যাভিচারিককর্ম্মশেষত্বমেবাপাদ্যতে। যদ্যপি চোপাসনাসু হৃদয়পদমাত্রস্য সমবেতার্থত্বং তথাপি তদিতরেষাং সর্ব্বেষামেব পদানামসমবেতার্থত্বম্। আভিচারিকে তু কর্ম্মণি সর্ব্বেষামর্থসমবায় ইতি কিমেকপদসমবেতার্থতা করিষ্যতি। ন চ সন্নিধ্যুপগৃহীতাসূপাসনাসু মন্ত্রমবস্থাপয়তীতি যুক্তম। হৃদয়পদস্যাভিচারেঽপি সমবেতার্থস্যেতরপদৈকবাক্যতাপন্নস্য বাক্যপ্রমাণসহিতস্যাভিচারিকাৎ কর্ম্মণঃ সন্নিধিনা চালয়িতুমশক্যত্বাৎ। এবং দেবসবিতঃ প্রসুবযজ্ঞমিত্যাদেরপি যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গস্য যজ্ঞাঙ্গত্বে সিদ্ধে জঘন্যো বিদ্যাসন্নিধিঃ কিং করিষ্যতি। এবমন্যেষামপি শ্বেতাশ্ব ইত্যেবমাদীনাং কেষাঞ্চিল্লিঙ্গেন কেষাঞ্চিচ্ছ্রুত্যা কেষাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণ প্রকরণেনেতি।

উপাসনায় প্রায়ই উপাস্যের আয়তন বা আশ্রয় বলিয়া হৃদয়াদি স্থানের উপদেশ হইতে দেখা যায় সুতরাং তদ্দ্বারা "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের উপাসনাঙ্গতা সঙ্গত হয়। উপাসনাতেও মন্ত্রের বিনিয়োগ (উচ্চারণাত্মক অঙ্গতা) আছে। যথা—"আমি এই পুত্রের সহিত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হই। আমার যেন পুত্রবিয়োগ না হয়।" ইত্যাদি। কর্ম্মান্তরে প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের [illegible] উপদেশ) থাকিলেও উপাসনায় [illegible]

বেধাদ্যর্থভেদাৎ। হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যবঞ্জাতীয়কানাং হি মন্ত্রাণাং যেঽর্থা হৃদয়বেধাদযো ভিন্নাঃ, অনভিসম্বদ্ধাস্তে উপনিষদুদিতাভির্ব্বিদ্যাভির্ন তেষাং তাভিঃ সঙ্গন্তুং সামর্থ্যমস্তি। নন্বু হৃদয়স্যোপাসনেষপ্যুপযোগাৎ তদ্দ্বারক উপাসনসম্বন্ধ উপন্যস্তঃ। নেত্যুচ্যতে। হৃদয়মাত্রসঙ্কীর্ত্তনস্যৈবমুপযোগঃ কথঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যেত। ন চ হৃদয়মাত্রমত্র মন্ত্রার্থঃ। হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্যেত্যেবঞ্জাতীযকো হি ন সকলো মন্ত্রার্থো বিদ্যাভিরভিসম্বধ্যতে। আভিচারিকবিষয়ো হ্যেষোঽর্থঃ। তস্মাদাভিচারিকেণ কর্ম্মণা সর্ব্বং প্রবিধ্যেত্যস্য মন্ত্রস্যাভিসম্বন্ধঃ। তথা 'দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং' ইত্যস্য যজ্ঞ-

---

বাধা হয না। যেমন বাজপেয যজ্ঞে বৃহস্পতি সব যাগেব অনুষ্ঠান হয, তেমনি, উপাসনায় প্রবর্গ্যাদিব অনুষ্ঠান হইবেক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল—বেধাদার্থভেদাৎ। "হৃদযং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম উপাসনায গৃহীত হইবে না। কাবণ এই যে, বেধাদিরূপ অর্থেব প্রভেদ আছে অর্থাৎ ঐক্য নাই। [হৃদযং. .মস্তি] "হৃদযং প্রবিধ্য—" ইত্যাদি জাতীয মন্ত্রেব যে হৃদযবেধাদি অর্থ, তাহা ভিন্ন। উপনিষদুক্ত, উপাসনাব সহিত তাহাব সম্বন্ধ নাই। যেহেতু সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু সে সকলেব উপাসনায সঙ্গত (মিলিত বা যুক্ত) হইবাব সামর্থ্য নাই। [নন্বু...সম্বন্ধঃ] উপাসনায হৃদযেব উপযোগ আছে, সেই উপযুক্ততা লইযা সম্বন্ধ কল্পনা করিবাব কথা হইযাছিল, বিচাব কবিতে গেলে তাহা হয না। কাবণ এই যে, উপাসনায মাত্র হৃদযেব উপযোগ—কিন্তু মন্ত্রে "হৃদয বিদ্ধ কর" এতদ্রূপ অর্থ প্রকাশিত হয। অতএব, উপাসনাব সহিত আদ্যোপান্ত "হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য" ইত্যাদি মন্ত্রেব অর্থসঙ্গতি হয না বলিয়া ঐ সকল মন্ত্র উপাসনাব অঙ্গ নহে; পবন্তু উহা অভিচাব কর্ম্মেব অঙ্গ। সর্ব্বং প্রবিধ্য ইত্যাদি মন্ত্রেব সহিত অভিচাবিক কর্ম্মেবই সম্বন্ধ আছে; উপাসনাব সহিত সম্বন্ধ নাই। [তথা...ইত্যত্র] "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং" এ মন্ত্রও যজ্ঞপ্রসব অর্থ ব্যক্ত কবায় সামান্যতঃ যজ্ঞকর্ম্মব সহিতই সম্বন্ধ হয়। উহার বিশেষ সম্বন্ধ অন্য প্রমাণে পবিজ্ঞেয। একটী মন্ত্রেব কথা [illegible] বলিলাম সত্য; পরন্তু তজ্জাতীয অন্য মন্ত্রও ঐরূপ জানিবে। কোন্ [illegible] লিঙ্গ [illegible] চিহ্নেব দ্বারা, কোন্ কোন্ মন্ত্র [illegible]

প্রসবলিঙ্গত্বাৎ যজ্ঞেন কর্ম্মণাভিসম্বন্ধঃ। তদ্বিশেষসম্বন্ধস্তু প্রমাণান্তরাদনুসর্ত্তব্যঃ। এবমন্যেষামপি মন্ত্রাণাং কেষাঞ্চিল্লিঙ্গেন কেষাঞ্চিদ্বচনেন কেষাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণেত্যেবমর্থান্তরেষু বিনিযুক্তানাং রহস্যপঠিতানামপি সতাং ন সন্নিধিমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ। দুর্ব্বলো হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাদিভ্য

কস্মাৎ পুনঃ সন্নিধির্লিঙ্গাদিভির্ব্বাধ্যত ইত্যত আহ—"দুর্ব্বলো হি সন্নিধি"-রিতি। প্রথমতন্ত্রগতোঽর্থঃ স্মার্য্যতে। তত্র তু শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ সমবায়ে সমানবিষয়ত্বলক্ষণে বিরোধে কিং বলীয় ইতি চিন্তা। অত্রোদাহরণম্—অস্ত্যৈন্দ্রী ঋক্—কদাচ ন স্তরীরসি নেন্দ্র ইত্যাদিকা। শ্রুতির্ব্বিনিযোক্ত্রী—ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠত ইতি। অত্র হি সামর্থ্যলক্ষণাল্লিঙ্গাদিন্দ্রে বিনিয়োগঃ প্রতিভাতি। শ্রুতেশ্চ গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াতো গার্হপত্যস্য শেষিত্বং ঐন্দ্র্যেতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা ঋচঃ শেষত্বমবগম্যতে। যদ্যপি গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াশ্রুতেরাগ্নেয়ীমৃচং প্রতি গার্হপত্যস্য শেষিত্বেনোপপত্তেঃ যদ্যপি চৈন্দ্র্যেতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা ইন্দ্রং প্রতি শেষত্বেনোপপত্তেরবিরোধঃ পদান্তরসম্বন্ধে তু বাক্যস্যৈব লিঙ্গেন বিরোধো ন তু শ্রুতেঃ। তত্র চ বিপরীতং বলাবলম্। তথাপি শ্রুতিবাক্যযো রূপতো ব্যাপাবভেদাদদোষঃ। দ্বিতীয়াতৃতীয়াশ্রুতী হি কারকবিভক্তিতয়া ক্রিয়াং প্রতি প্রকৃত্যর্থস্য কর্ম্মকরণভাবমবগময়ত ইতি বিনিযোজিকে। ক্রিযাং প্রতি হি কর্ম্মণঃ শেষিত্বং করণস্য চ শেষত্বমিতি হি বিনিয়োগঃ পদান্তরানপেক্ষে চ ক্রিয়াং প্রতি শেষশেষিত্বে শ্রুতিমাত্রাত্তু-প্রতীয়েত ইতি শ্রৌতে। সোঽযং শ্রুতিতঃ সামান্যাবগতো বিনিয়োগঃ পদান্তরবশাদ্বিশেষেঽবস্থাপ্যতে। সোঽয়ং বিশেষণবিশেষ্যভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো বাক্যগোচরঃ শেষশেষিভাবস্তু শ্রৌতঃ। তস্মাদ্বাক্যলভ্যং বিশেষমপেক্ষ্য শ্রৌতঃ শেষশেষিভাবো লিঙ্গেন বিরুধ্যত ইতি শ্রুতিলিঙ্গবিরোধে কিং লিঙ্গানুগুণেন গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াশ্রুতিঃ সপ্তম্যর্থে ব্যাখ্যায়তাং গার্হপত্যসমীপে

কোন কোন মন্ত্র প্রমাণান্তর দ্বারা সেই সেই কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়। রহস্যপঠিত (রহস্য—উপনিষদ্ভাগ) হইলেও তত্তদর্থে সে সকলকে মাত্র সন্নিধান প্রমাণে উপাসনায় নিযুক্ত করিতে পার না। অর্থাৎ উপাসনাঙ্গ বলিতে পার না। প্রথম তন্ত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—সন্নিধিপ্রমাণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ অপেক্ষা দুর্ব্বল। শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্ব্বল, বাক্য অপেক্ষা প্রকরণ দুর্ব্বল, প্রকরণ অপেক্ষা স্থান

ইত্যুক্তং 'পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ' ইত্যত্র। তথা কর্ম্মণা-

ঐন্দ্র্যৈন্দ্র উপস্থেয় ইতি, আহো শ্রুত্যনুগুণতয়া লিঙ্গং ব্যাখ্যায়তাম্। প্রভবতি হি স্বোচিতায়াং ক্রিয়ায়াং গার্হপত্য ইতীন্দ্র ইন্দতেরৈশ্বর্য্যবচনত্বাদিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। শ্রুতের্লিঙ্গং বলীয় ইতি। সা খলু যত্রাসমর্থং তচ্ছ্রুতিসহস্রেণাপি তত্র বিনিযোক্তুং শক্যতে। যথা অগ্নিনা সিঞ্চেৎ পাথসা দহেদিতি। তস্মাৎ সামর্থ্যং পুরোধায় শ্রুত্যা বিনিযোক্তব্যম্। তচ্চাস্যা ঋচঃ প্রমাণান্তরতঃ শব্দতশ্চ ইন্দ্রে প্রতীয়তে। তথাহি—বিদিতপদতদর্থঃ কদাচ নেত্যচঃ স্পষ্টমিন্দ্রমবগময়তি। শব্দাচ্চৈন্দ্র্যৈত্যতঃ। তস্মাদ্দারুদহনস্যেব দহনস্য সলিলদহনে বিনিয়োগো গার্হপত্যে বিনিয়োগ ঐন্দ্র্যাঃ। ন চ শ্রুত্যনুরোধাজ্জঘন্যামাস্থায় বৃত্তিং সামর্থ্যকল্পনেতি সাম্প্রতম্। সামর্থ্যস্য পূর্ব্বভাবিতয়া তদনুরোধেনৈব শ্রুতিব্যবস্থাপনাৎ। তস্মাদৈন্দ্র্যেন্দ্র এব গার্হপত্যসমীপ উপস্থাতব্য ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

লিঙ্গজ্ঞানং পুরোধায় ন শ্রুতের্ব্বিনিযোক্তৃতা।
শ্রুতিজ্ঞানং পুরোধায় লিঙ্গস্তু বিনিযোজকম্॥

যদি হি সামর্থ্যমবগম্য শ্রুতের্ব্বিনিয়োগমবধারয়েৎ প্রমাতা ততঃ শ্রুতের্ব্বিনিয়োগং প্রতি লিঙ্গজ্ঞানাপেক্ষত্বাদ্দুর্ব্বলত্বং ভবেৎ। ন ত্বেতদস্তি। শ্রুতির্হি বিনিযোগায় সামর্থ্যমপেক্ষতে নাপেক্ষতে সামর্থ্যবিজ্ঞানম্। অবগতে তু ততো বিনিযোগে নাসমর্থস্য স ইতি তন্নির্ব্বাহায় সামর্থ্যং কল্প্যতে। তচ্ছ্রুতিবিনিয়োগাৎ পূর্ব্বমস্তি সামর্থ্যম্। ন তু পূর্ব্বমবগম্যতে। বিনিয়োগে তু সিদ্ধে তদন্যথানুপপত্ত্যা পশ্চাৎ প্রতীয়ত ইতি শ্রুতিবিনিয়োগাৎ পরাচীনা সামর্থ্যপ্রতীতিস্তদনুরোধেনাবস্থাপনীয়া লিঙ্গস্তু ন স্বতো বিনিযোজকমপি তু বিনিযোক্ত্রীং কল্পয়িত্বা শ্রুতিম্। তথাহি—ন স্বরসতো লিঙ্গাদনেনেন্দ্র উপস্থাতব্য ইতি প্রতীয়তে। কিন্তীদৃগিন্দ্র ইতি তস্য তু প্রকরণাম্নানসামর্থ্যাৎ সামান্যতঃ প্রকরণাপাদিতৈদমর্থ্যস্য তদন্যথানুপপত্ত্যা বিনিয়োগকল্পনায়ামপি শ্রৌতাদ্বিনিয়োগাৎ কল্পনীয়স্য বিনিয়োগস্যার্থবিপ্রকর্ষাচ্ছ্রুতিরেব কল্পয়িতুমুচিতা ন তু তদর্থো বিনিয়োগঃ। ন হি শ্রুতমনুপপন্নং শক্যমর্থেনোপপাদয়িতুম্। ন হি ত্রয়োঽত্র ব্রাহ্মণাঃ কঠকৌণ্ডিন্যাবিতি বাক্যং প্রমাণান্তরোপস্থাপিতেন মাঠরেণোপপাদয়ন্তি। উপপাদয়তো বা ন নোপহসন্তি শাব্দাঃ। মাঠরশ্চেতি তু শ্রাবয়ন্তমনুমন্যন্তে। তস্মাচ্ছ্রুতার্থসমুত্থানানুপপত্তিঃ শ্রুতেনৈবার্থান্তরেণোপপাদনীয়া নার্থান্তরমাত্রেণ প্রমাণান্তরোপনীতেনেতি লোক-

দুর্ব্বল এবং স্থান অপেক্ষা সমাখ্যা (শব্দের যৌগিক অর্থ) দুর্ব্বল। [তথা...বিশেষাদেব] প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম ও কর্ম্মান্তরে বিনিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণ

মপি প্রবর্গ্যাদীনামন্যত্র বিনিযুক্তানাং ন বিদ্যাশেষত্বোপ-

সিদ্ধম্। ন চ লোকসিদ্ধস্য নিয়োগানুযোগৌ যুজ্যেতে শব্দার্থজ্ঞানোপায়ভূতলোকবিরোধাৎ। তস্মাদ্বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ কল্পনীয়া। তথা চ যাবল্লিঙ্গাদ্বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়িতুং প্রক্রান্তব্যাপারস্তাবৎ প্রত্যক্ষয়া শ্রুত্যা গার্হপত্যে বিনিয়োগঃ সিদ্ধ ইতি নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষং প্রকরণমিতি কস্যানুপত্ত্যা লিঙ্গং বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিমুপকল্পয়েৎ। মন্ত্রসমাম্নানস্য প্রত্যক্ষয়ৈব বিনিয়োগশ্রুত্যোপপাদিতত্বাৎ। যথাহুঃ—

যাবদজ্ঞাতসন্দিগ্ধং জ্ঞেয়ং তাবৎ প্রমিৎস্যতে।
প্রমিতে তু প্রমাতৃণাং প্রমৌৎসুক্যং বিহন্যতে॥ ইতি।

তস্মাৎ প্রতীতশ্রৌতবিনিয়োগোপপত্ত্যে মন্ত্রস্য সামর্থ্যং তদনুগুণত্বেন নীয়মানং প্রথমাং বৃত্তিমজহজ্জঘন্যয়াঽপি নেয়মিতি সিদ্ধম্। লিঙ্গবাক্যয়োরিহ বিরোধো যথা 'স্যোনং তে সদনং কৃণোমি ঘৃতস্য ধারয়া সু সেবং কল্পয়ামি। তস্মিন্ সীদামৃতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমান'ইতি। কিময়ং কৃৎস্ন এব মন্ত্রঃ সদনকরণে পুরোডাশাসাদনে চ প্রয়োক্তব্য উত কল্পয়াম্যন্ত উপস্তরণে তস্মিন্ সীদেত্যেবমাদিস্তু পুরোডাশাসাদন ইতি। যদি বাক্যং বলীয়ঃ কৃৎস্নো মন্ত্র উভয়ত্র সু সেবং কল্পয়ামীত্যেতদপেক্ষো হি তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ পূর্ব্বৈণৈকবাক্যতামুপৈতি যৎ তৎ কল্পয়ামি তস্মিন্ সীদেতি। অথ লিঙ্গং বলীয়স্ততঃ কল্পয়াম্যন্তঃ সদনকরণে। তৎ প্রকাশনে হি তৎসমর্থম্ তস্মিন্ সীদেতি পুরোডাশাসাদনে। তত্র হি তৎ সমর্থমিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। লিঙ্গাদ্বাক্যং বলীয় ইতি। উভয়ত্র কৃৎস্নস্য বিনিয়োগ ইতি। ইহ হি যত্তৎপদসমভিব্যাহারেণ বিভজ্যমানসাকাঙ্ক্ষত্বাদেকবাক্যতায়াং সিদ্ধায়াং তদনুরোধেন পশ্চাত্তদভিধানসামর্থ্যং কল্পনীয়ম্। যথা দেবস্যত্বেতি মন্ত্রেঽগ্নয়ে নির্ব্বপামীতি পদয়োঃ সমবেতার্থত্বেন তদেকবাক্যতয়া পদান্তরাণাং তৎপরত্বেন তত্র সামর্থ্যকল্পনা। তদেবং প্রতীতৈকবাক্যতা নির্ব্বাহায় তদনুগুণতয়া সামর্থ্যং কৢপ্তং সন্ন ভদ্ব্যাপাদয়িতুমর্হত্যপি তু বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়ত্তদনুগুণমেব কল্পয়েৎ। তথা চ বাক্যস্য লিঙ্গতো বলীয়স্ত্বাৎ সদনকরণে চ পুরোডাশাসাদনে চ কৃৎস্ন এব মন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্য ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেদেতদেবং যদ্যেকবাক্যতাবগমপূর্ব্বং সামর্থ্যাবধারণমপি ত্ববধৃতসামর্থ্যানাং পদানাং প্রশ্লিষ্টপঠিতানাং সামর্থ্যবশেন প্রয়োজনৈকত্বেনৈকবাক্যত্বাবধারণম্। যাবন্তি পদানি প্রধানমেকমর্থমবগময়িতুং সমর্থানি বিভাগে সাকাঙ্ক্ষাণি তান্যেকং বাক্যম্। অনুষ্ঠেয়শ্চার্থো মন্ত্রেষু প্রকাশ্যমানঃ প্রধানং সদনকরণপুরোডাশসাদনে চানুষ্ঠেয়তয়া প্রধানে তয়োশ্চ সদনকরণং

বিশেষে অবধারিত আছে। সে জন্য সে সকলের উপাসনাঙ্গতা উপপন্ন

কল্পয়াম্যন্তো মন্ত্রঃ সমর্থঃ প্রকাশয়িতুং পুরোডাশাসাদনঞ্চ তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ। ততশ্চ যাবদেকবাক্যতাবশেন সামর্থ্যমনুমীয়তে তাবৎ প্রতীতং সামর্থ্যমেকৈকস্য ভাগস্যৈকৈকস্মিন্নর্থে বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়তি; তথাচ শ্রুত্যৈবৈকৈকস্য ভাগস্যৈকত্র বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ ন বাক্যকল্পিতং লিঙ্গং বিনিযোজিকাং শ্রুতিমপরাং কল্পয়িতুমর্হতীত্যেকবাক্যতাবুদ্ধিরুৎপন্নাপ্যাভাসীভবতি লিঙ্গেন বাধনাৎ। যত্র তু বিরোধকং লিঙ্গং নাস্তি তত্র সমবেতার্থৈকদ্বিত্রিপদৈকবাক্যতা পদান্তরাণামপি সামর্থ্যং কল্পয়তীতি ভবতি বাক্যস্য বিনিযোজকত্বম্। যথাঽত্রৈব স্যোনন্ত ইত্যাদীনাম্। তস্মাৎ বাক্যাল্লিঙ্গং বলীয় ইতি সিদ্ধং বাক্যপ্রকরণয়োর্ব্বিরোধোদাহরণম্। অত্র চ পদানাং পরস্পরাপেক্ষাবশাৎ কস্মিংশ্চিদ্বিশিষ্টেঽস্মিন্নেকস্মিন্নর্থে পর্য্যবসিতানাং বাক্যত্বম্। লব্ধবাক্যভাবানাঞ্চ পুনঃ কার্য্যান্তরাপেক্ষাবশেন বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণম্। কর্ত্তব্যায়াঃ খলু ফলভাবনায়া লব্ধধাত্বর্থকরণায়া ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়া বচনং প্রকরণমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ। যথা দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেতি। এতদ্ধি বচনং প্রকরণম্। তদেতস্মিন্ স্বপদগণেন কিয়ত্যপ্যর্থে পর্য্যবসিতে করণোপকারলক্ষণকার্য্যান্তরাপেক্ষায়াং সমিধো যজতীত্যাদিবাক্যান্তরসম্বন্ধঃ। সমিদাদিভাবনা হি স্ববিধ্যুপহিতাঃ পুরুষে হিতং ভাব্যমপেক্ষ্যমাণা বিশ্বজিন্ন্যায়েন বানুষঙ্গতোবাঽর্থবাদতো বা ফলান্তরাপ্রতিলম্ভেন দর্শপূর্ণমাসভাবনাং নির্ব্বারয়িতুমীশতে। তস্মাৎ তদাকাঙ্ক্ষায়ামুপনিপতিতান্যেতানি বাক্যানি স্বকার্য্যাপেক্ষাণি তদপেক্ষিতকরণোপকারলক্ষণং কার্য্যমাসাদ্য নির্বৃণ্বন্তি চ নির্ব্বারয়ন্তি চ প্রধানম্। সোঽয়মনয়োর্নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ সংযোগঃ। তদেবংলক্ষণয়োর্ব্বাক্যপ্রকরণয়োর্ব্বিরোধোদাহরণং সূক্তবাকনিগদঃ। তত্র হি পৌর্ণমাসীদেবতা অমাবাস্যাদেবতাঃ সমাম্নাতাঃ। তাশ্চ ন মিথ একবাক্যতাং গন্তুমর্হন্তীতি লিঙ্গেন পৌর্ণমাসীযাগাদিন্দ্রাগ্নীশব্দ উৎক্রষ্টব্যোঽমাবাস্যায়াঞ্চ সমবেতার্থত্বাৎ প্রয়োক্তব্যঃ। অথেদানীং সন্দিহ্যতে—কিং যদিন্দ্রাগ্নিপদৈকবাক্যতয়া প্রতীয়তে অবীবৃধেথাং মহোজ্যায়োক্রাতামিতি তন্নোৎক্রষ্টব্যমুতেন্দ্রাগ্নিশব্দাভ্যাং সহোৎক্রষ্টব্যমিতি। তত্র যদি প্রকরণং বলীয়স্ততোপনীতদেবতাকোঽপি শেষঃ প্রয়োক্তব্যোঽথ বাক্যং ততো যত্র দেবতাশব্দস্তত্রৈব প্রয়োক্তব্যঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। অপনীতদেবতাকোঽপি শেষঃ প্রয়োক্তব্যঃ প্রকরণস্যৈবাঙ্গসম্বন্ধপ্রতিপাদকত্বাৎ। ফলবতী হি ভাবনা প্রধানেতিকর্ত্তব্যতাত্বমাপাদয়তি তদুপজীবনেন শ্রুত্যাদীনাং বিশেষসম্বন্ধাপাদকত্বাৎ। অতঃ প্রধানভাবনাবচনলক্ষণপ্রকরণবিরোধে তদুপজীবিবাক্যং বাধ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।। ভবেদেতদেবং

যদি বিনিযোজ্যস্বরূপসামর্থ্যমনপেক্ষ্য প্রকরণং বিনিযোজয়েদপি তু বিনিযোগায় তদপেক্ষতে। অন্যথা পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য দ্বাদশোপসত্তায়াশ্চ নোৎকর্ষঃ স্যাৎ। তদ্রূপালোচনায়াঞ্চ যদ্যদেব শীঘ্রং প্রতীয়তে তত্তদ্বলবৎ বিপ্রকৃষ্টন্তু দুর্ব্বলম্। তত্র যদি তদ্রূপং শ্রুত্যা লিঙ্গেন বাক্যেন বাঽন্যত্র বিনিযুক্তং ততঃ প্রকরণং ভঙ্ক্ত্বোৎকৃষ্যতে পরিশিষ্টৈস্তু প্রকরণস্যেতিকর্ত্তব্যতাপেক্ষা পূর্য্যতে। অথ স্বস্য শীঘ্রপ্রবৃত্তং শ্রুত্যাদি নাস্তি ততঃ প্রকরণং বিনিযোজকম্। যথা সমিদাদেঃ। তদিহ প্রকরণাদ্বাক্যস্য শীঘ্রপ্রবৃত্তত্বমুচ্যতে। প্রকরণে হি, স্বার্থপূর্ণানাং বাক্যানামুপকার্য্যোপকারকাকাঙ্ক্ষামাত্রং দৃশ্যতে। বাক্যে তু পদানাং প্রত্যক্ষসম্বন্ধঃ। ততশ্চ সহ প্রস্থিতয়োর্ব্বাক্যপ্রকরণযোর্যাবৎ প্রকরণেনৈকবাক্যতা কল্প্যতে তাবৎ বাক্যেনাভিধানসামর্থ্যম্। যাবদিতরত্র বাক্যেন সামর্থ্যং তাবদিতরত্র সামর্থ্যেন শ্রুতিঃ। যাবদিতরত্র সামর্থ্যেন শ্রুতিস্তাবদিহ শ্রুত্যা বিনিযোগস্তাবতা চ বিচ্ছিন্নায়ামাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুত্যনুমানে বিহতে প্রকরণেনান্তরা কল্পিতে বিলীয়ন্ত ইতি বাক্যবলীয়স্ত্বাত্তদ্দেবতাশেষাণামপকর্ষ এবেতি সিদ্ধম্। ক্রমপ্রকরণবিরোধোদাহরণম্। রাজসূয়প্রকরণে প্রধানস্যৈবাভিষেচনীয়স্য সন্নিধৌ শৌনঃশেপোপাখ্যানাদ্যাম্নাতম্। তৎ কিং সমস্তস্য রাজসূয়স্যাঙ্গমুতাভিষেচনীয়স্য। যদি প্রকরণং বলীয়স্ততঃ সমস্তস্য রাজসূয়স্য। অথ ক্রমস্ততোঽভিষেচনীয়স্যৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাকাঙ্ক্ষামাত্রং হি সম্বন্ধহেতুঃ। গামানয় প্রাসাদং পশ্যেতি গামিত্যস্য ক্রিয়ামাত্রাপেক্ষিণঃ পশ্যেত্যনেনাপি সম্বন্ধসম্ভবাদ্বিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সন্নিধানং সম্বন্ধকারণম্। তথা চানয়েত্যনেনৈব গামিত্যস্য সম্বন্ধো বিনিগম্যতে। ন চ সন্নিধানমপি সম্বন্ধকারণম্। অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্য্যতামিত্যত্র রাজ্ঞ ইত্যস্য পুত্রপুরুষপদসন্নিধানাবিশেষান্না ভূদ্বিনিগমনা। তস্মাদাকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়হেতুর্ব্বক্তব্যা। অত্র পুত্রশব্দস্য সম্বন্ধিবচনতয়া সমুত্থিতাকাঙ্ক্ষস্যান্তিকে যদুপনিপতিতং সম্বন্ধ্যন্তরাকাঙ্ক্ষং পদং তস্য নেনৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ পুরুষপদেন পুরুষরূপমাত্রাভিধায়িনা স্বতন্ত্রেণৈব ন সম্বন্ধঃ কিন্তু পরেণাপসার্য্যতামিত্যনেনাপসরণীয়াপেক্ষেণেতি। সত্যপি সন্নিধান আকাঙ্ক্ষাভাবাদসম্বন্ধঃ। তথা চাভাণকঃ—'তপ্তং তপ্তেন সম্বধ্যত' ইতি। তথা চাকাঙ্ক্ষিতমপি ন যাবৎ সন্নিধাপ্যতে তাবন্ন সম্বধ্যতে। তথা সন্নিহিতমপি যাবন্নাকাঙ্ক্ষ্যতে ন তাবৎ সম্বধ্যত ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধং প্রতি সমানবলত্বাৎ ক্রমপ্রকরণয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাচ্চ বিকল্পেন রাজসূয়াভিষেচনীয়য়োর্ব্বিনিয়োগঃ শৌনঃশেপোপাখ্যানাদীনামিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। রাজসূয়কে কথন্তাবাপেক্ষা হি পবিত্রাদারভ্য ক্ষত্রস্য ধৃতিং যাবদনুবর্ত্ততে। তথা চাবি-

চ্ছিন্নে কথন্তাবে যৎ প্রধানস্য পঠ্যতেঽনির্জ্ঞাতফলং কর্ম্ম তস্য প্রকরণাঙ্গতেতি ন্যায়াৎ রাজসূয়াঙ্গতা শৌনঃশেপোপাখ্যানাদীনাম্। অভিষেচনীয়স্য তু স্ববাক্যোপাত্তপদার্থনিরাকাঙ্ক্ষস্য সন্নিধিপাঠেনাকাঙ্ক্ষোত্থাপনীয়া যাবৎ তাবৎ সিদ্ধাকাঙ্ক্ষেণ রাজসূয়েনৈকবাক্যতা কল্প্যতে। যাবচ্চাভিষেচনীয়াকাঙ্ক্ষয়া তদেকবাক্যতা কল্প্যতে তাবৎ কৢপ্তযা রাজসূয়ৈকবাক্যতয়া তদুপকারকতয়া। সামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং যাবচ্চাভিষেচনীয়ৈকবাক্যতয়া লিঙ্গং কল্প্যতে তাবৎ কৢপ্তলিঙ্গে বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিং কল্পযতি যাবদ্বাক্যকল্পিতেন লিঙ্গেন শ্রুতিরিতরত্র কল্প্যতে তাবৎ কৢপ্তয়া শ্রুত্যা বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ সন্নিধানপরিকল্পিতমন্তরা বিলীযতে। প্রমাণাভাবেঽপ্রতিভত্বাৎ। প্রকরণিনশ্চ রাজসূযস্য সর্ব্বদা বুদ্ধিসান্নিধ্যেন তৎসন্নিধেবকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ প্রকরণবিরোধে ক্রমস্য বাধ এব ন চ বিকল্পো দুর্ব্বলত্বাদিতি সিদ্ধম্। ক্রমসামর্থ্যয়োর্ব্বিরোধোদাহরণম্। পৌরোডাশিক ইতি সমাখ্যাতে কাণ্ডে সান্নায্যক্রমে চ শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণ ইতি শুন্ধনার্থো মন্ত্রঃ সমাম্নাতঃ। তত্র সন্দিহ্যতে—কিং সমাখ্যানস্য বলীযস্ত্বাৎ পুরোডাশপাত্রাণাং শুন্ধনে বিনিযোক্তব্যতা আহো সান্নায্যপাত্রাণাং শুন্ধনে ক্রমো বলীয়ানিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সমাখ্যানং বলীয় ইতি। পৌরোডাশিকশব্দেন হি পুরোডাশসম্বন্ধিনীত্যুচ্যন্তে তান্যধিকৃত্য প্রবৃত্তং কাণ্ডং পৌরোডাশিকম্। ততশ্চ যাবৎ ক্রমেণ প্রকরণাদ্যনুমানপরম্পরযা সম্বন্ধঃ প্রতিপাদনীয়স্তাবৎ সমাখ্যয়া, শ্রুত্যৈব সাক্ষাদেব স প্রতিপাদিত ইত্যর্থবিপ্রকর্ষেণ ক্রমাৎ সমাখ্যৈব বলীয়সীতি পুরোডাশপাত্রশুন্ধনে মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যো ন সান্নায্যপাত্রশুন্ধন ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। সমাখ্যানাৎ ক্রমো বলবানর্থবিপ্রকর্ষাদিতি। তথাহি—সমাখ্যা ন তাবৎ সম্বন্ধস্য বাচিকা কিন্তু পৌরোডাশবিশিষ্টং কাণ্ডমাহ। তদ্বিশিষ্টত্বান্যথানুপপত্ত্যা তু সম্বন্ধঃ কাণ্ডস্যানুমীয়তে ন তু সাক্ষান্মন্ত্রভেদস্য। তদ্দ্বারেণ চ তন্মধ্যপাতিনো মন্ত্রভেদস্যাপি তদনুমানম্। ন চাসৌ সম্বন্ধোঽপি শ্রুত্যৈব শেষশেষিভাবঃ প্রতীয়তেঽপি তু সম্বন্ধমাত্রম্। তস্মাচ্ছ্রুতিসাদৃশ্যমস্য দূরাপেতমিতি ক্রমেণ নাস্য স্পর্দ্ধোচিতা। তত্রাপি চ সামান্যতো দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণাপাদিতৈদমর্থ্যস্য শৌনঃশেপোপাখ্যানাদিবচ্চারাদুপকারকতয়া প্রকৃতমাত্রসম্বন্ধানুপপত্তিঃ। মন্ত্রস্য প্রয়োগসমবেতার্থস্মারণেন সামবায়িকাঙ্গত্বাৎ। তথা চ যং কঞ্চিৎ প্রকৃতপ্রয়োগগতমর্থং প্রকাশয়তোঽস্য প্রকরণাঙ্গত্বমবিরুদ্ধমিতি বিশেষাপেক্ষায়াং সান্নায্যক্রমঃ সান্নায্যং প্রতি প্রকরণাদ্যনুমানদ্বারেণ বিনিয়োগং কল্পয়িতুমুৎসহতে ন তু সমাখ্যানং তস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। তথাহি—সমাখ্যাসম্বন্ধনিবন্ধনা সতী তৎসিদ্ধ্যর্থং সন্নিধিমুপকল্প-

যতি যাবৎ তাবদ্বৈদিকেন প্রত্যক্ষদৃষ্টেন সন্নিধানেনাকাঙ্ক্ষা কল্প্যতে। যাবচ্চ কৢপ্তেন সন্নিধানেনাকাঙ্ক্ষা কল্প্যতে তাবদিতবত্র কৢপ্তযাকাঙ্ক্ষয়ৈকবাক্যতা যাবচ্চ কৢপ্তয়াকাঙ্ক্ষয়ৈকবাক্যতা তাবদিতবত্রৈকবাক্যতয়া কৢপ্তযোপকাবসামর্থ্যম্। যাবচ্চাত্রৈকবাক্যতযোপকাবসামর্থ্যং তাবদিতবত্র লিঙ্গেন বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ। যাবদত্র লিঙ্গেন বিনিযোজিকা শ্রুতিস্তাবদিতবত্র কৢপ্তযা শ্রুত্যা বিনিযোগ ইতি তাবত্তৈব প্রকবণপাঠোপপত্তেঃ স চ সমাখ্যানকল্পিতং বিচ্ছিন্নমূলত্বাল্লূযমানসস্যমিব নির্ব্বীজং ভবতি পুবোডাশাভিধাযকমন্ত্রবাহুল্যাৎ কাণ্ডস্য পৌবোডাশিকসমাখ্যেতি মন্তব্যম।

একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চবস্তন্তবযকাবিতম।
শ্রুত্যর্থং প্রতি বৈষম্যং লিঙ্গাদীনাং প্রতীযতে॥

ইত্যর্থবিপ্রকর্ষ উক্তঃ। তত্রাপি চ—

বাধিকৈব শ্রুতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা।
মধ্যমানান্তু বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষযা॥

ইতি বিশেষ উক্তো বৃদ্ধৈঃ। তদ্দ্বযং বিস্তবাদ্বিভ্যতোঽপি প্রথমতস্মানভিজ্ঞানুকম্পযা নিম্নবিস্তবে পতিতাঃ স্ম ইত্যুপবম্যতে। তস্মাদ্যথানুজ্ঞাপনানুজ্ঞযোঃ প্রজ্ঞাতক্রমযোরুপহূত উপহ্বযস্বেত্যেবং মন্ত্রাবাম্নাতৌ দেশসামান্যাত্তথৈবাঙ্গতযা প্রাপ্নুতঃ। উপহূত ইতি লিঙ্গতোঽনুজ্ঞামন্ত্রো নানুজ্ঞাপনে উপহ্বযস্বেতি চ লিঙ্গতোঽনুজ্ঞাপনে চ মন্ত্রোনানুজ্ঞায়াম্। তদিহ লিঙ্গেন ক্রমং বাধিত্বা বিপবীতং শেষত্বমাপাদ্যতে। যাবদ্ধি স্থানেন প্রকবণমুৎপাদ্যৈকবাক্যত্বং কল্প্যতে তাবল্লিঙ্গেন শ্রুতিং কল্পযিত্বা সাধিতো বিনিযোগ ইত্যকল্পিতলিঙ্গশ্রুতেঃ ক্রমস্য বাধস্তদ্বদিহাপি বিনিযোগে প্রত্যেকান্তবিতেন লিঙ্গেন চতুবন্তবিতস্য বিদ্যাক্রমস্য বাধ ইতি। যদ্যপি প্রথমতস্ত এবাযমর্থ উপপাদিতস্তথাপি বিবোধে তদুপপাদনমিহত্ববিবোধঃ। ন হি লিঙ্গেনাভিচাবিককর্ম্মসম্বন্ধো বিদ্যাসম্বন্ধেন ক্রমকৃতেন বিরুধ্যতে। ন চ বিনিযুক্তবিনিযোগলক্ষণোঽত্রবিবোধো বৃহস্পতিসবেঽপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। অথৈষ প্রতীতিবিবোধো ন চ বস্তুবিবোধঃ স বিদ্যাযাং বিনিযোগেঽপি তুল্যঃ। তস্মাদবিবোধাদ্বেধাদিমন্ত্রস্যোপাসনাঙ্গত্বমিত্যস্ত্যভ্যধিকা শঙ্কা তত্রোচ্যতে। নেহ লিঙ্গবিবোধেন ক্রমবাধোঽভিধীযতে কিন্তু লিঙ্গপবিচ্ছিন্নেন ক্রমঃ কল্পনাক্ষমঃ। প্রকবণপাঠোপপত্ত্যা হি শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকবণৈববিনিযুক্তঃ ক্রমেণ প্রকবণবাক্যলিঙ্গশ্রুতিকল্পনাপ্রণালিকযা বিনিযুজ্যতে। তদবিনিযুক্তস্য প্রকরণপাঠানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। উপপাদিতে তু শ্রুত্যাদিভিঃ প্রকরণপাঠে ক্ষীণত্বাদর্থাপত্তেঃ ক্রমো ন স্বোচিতাং প্রমামুৎপাদযিতুমর্হতি প্রমিৎসাভাবাদিতি। বৃহস্পতি-

পত্তিঃ। ন হ্যেষাং বিদ্যাদিভিঃ সহৈকার্থ্যং কিঞ্চিদস্তি। বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্য স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরং 'বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত' ইতি। অপি চৈকোঽয়ং প্রবর্গ্যঃ সকৃদুৎপন্নো বলীয়সা প্রমাণেনান্যত্র বিনিযুক্তো ন দুর্ব্বলপ্রমাণেনান্যত্রাপি বিনিয়োগমর্হতি। অগৃহ্যমাণবিশেষত্বে হি প্রমাণয়োরেতদেবং স্যাৎ। ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়োরগৃহ্যমাণবিশেষতা সম্ভবতি বলবদবলবত্তাবিশেষাদেব। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বমাশঙ্কিতব্যমরণ্যানুবচনত্বাদিধর্ম্মসামান্যাত্তু সন্নিধি পাঠ ইতি সন্তোষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

সবস্য তু ক্ত্বাশ্রুতিরেব ধাতুসম্বন্ধাধিকারাৎ সমানকর্ত্তৃকতাযাং বিহিতা সংযোগপৃথক্ত্বেন বিনিযুক্তমপি বিনিযোজয়ন্তী ন শক্যা শ্রুত্যন্তরেণ নিরোদ্ধুং স্বপ্রমামিতি বৈষম্যম্। তদ্বিদমুক্তম্—"বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্য স্পষ্টং বিনিয়োগান্তর"মিতি। "অপি চৈকোঽয়ং প্রবর্গ্য" ইতি। তুল্যবলতয়া বৃহস্পতিসবস্য তুল্যতাশঙ্কাপাকরণদ্বারেণ সমুচ্চয়ো ন তু পৃথগ্যুক্তিতয়া পরস্পরাপেক্ষত্বাদিতি। সন্নিধিপাঠমুপপাদয়তি। "অরণ্যানুবচনত্বাদী"তি।

হয় না। সে সকলের সহিত উপাসনাদির ঐকার্থ্য (একপ্রয়োজনতা) নাই। বাজপেয় যাগে বৃহস্পতিসবের (তন্নামক যাগের) বিনিয়োগ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাহার বিনিয়োগ (বিনিযুক্ত-বিনিয়োগ) স্পষ্টতঃই অন্য প্রমাণলব্ধ। যথা—"বাজপেয় যাগ করিয়া বৃহস্পতি সবের অনুষ্ঠান করিবেক।" এক প্রবর্গ্য একবার উৎপন্ন হয়, তাহা বলবৎ প্রমাণে এক কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলে দুর্ব্বল প্রমাণ আর তাহাকে অন্যত্র নিযুক্ত করিতে (লইয়া যাইতে) পারে না। যে স্থলে বিশেষ গ্রহ (নির্দ্দিষ্ট পক্ষের জ্ঞান) না হয় সেই স্থলে প্রমাণদ্বয় পাতে ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে; পরন্তু প্রবল দুর্ব্বল প্রমাণের তাদৃশ অগৃহ্যমাণ বিশেষভাব সম্ভব নহে। [তস্মা…সন্তোষ্টব্যম্] অতএব, সন্নিধি প্রমাণের বলে উদাহৃত প্রকারের মন্ত্রের ও কর্ম্মের উপাসনাঙ্গতা আশঙ্কা করা ন্যায্য নহে। যদি বল, তবে উপাসনা বিধানের সন্নিধানে ঐ সকলের পাঠ কেন? তাহার প্রত্যুত্তর—অরণ্য পাঠ্যস্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের অনুরোধ। উপনিষদ্ বানপ্রস্থাশ্রমিদিগেরও পাঠ্য, এবং ঐ সকল মন্ত্রও তাঁহাদিগের উচ্চার্য্য। এই সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্মের অনুরোধে উপনিষদ্ প্রারম্ভে ঐ সকল পঠিত হইয়াছে।

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্ ॥ ২৬ ॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি' ইতি। তথা আথর্ব্বণিকানাং 'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইতি।

যত্র হানোপায়নে শ্রূয়েতে তত্রাবিবাদঃ সন্নিপাতে যত্রাপ্যুপায়নমাত্র-শ্রবণং তত্রাঽপি হানান্তরীয়কতয়া হানমাক্ষিপ্তমিত্যস্তি সন্নিপাতঃ। যত্র তু হান-মাত্রং সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ শ্রুতং ন শ্রূয়ত উপায়নং তত্র কিমুপায়নমুপাদানং সন্নি-

তাণ্ডি-শাখায় শ্রুতি আছে—"যেমন অশ্ব ধূলিধূসরিত জীর্ণ রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট হন, তেমনি, আমিও পাপ বিদূরিত করতঃ নির্ম্মলীকৃতচিত্ত ও শরীরাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া অকৃত অর্থাৎ নির্ব্বিকার বা কূটস্থ ব্রহ্মাত্মক লোক প্রাপ্ত হইয়াছি।" অথর্ব্ব উপনিষদে আছে—"জ্ঞানী তখন পুণ্যপাপ বিধূনন (দূরী-কৃত) করিয়া নিরঞ্জন (শুদ্ধ) ও পরম সাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন।" শাট্যায়ন-শাখাধ্যায়ীরা পাঠ করেন—"পুত্রেরা তাঁহার দায় (ধনাদি), সুহৃদেরা পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার পাপকার্য্য উপলাভ করে।" কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে আছে—"সেই জ্ঞান জ্ঞানীর সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই বিধূনন করে। প্রিয়-

* হানিস্ত্যাগঃ। উপায়নং পারকর্তৃকগ্রহণম্। নির্গুণোপাসকস্য ক্বচিৎ পুণ্যপাপয়োর্হানিঃ ক্বচিচ্চ বিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চ তয়োরুপায়নং ক্বচিচ্চোভয়মপি হানমুপায়নঞ্চ শ্রূয়তে। তত্রৈষা চিন্তা—যত্র হানমেব শ্রূয়তে তত্রোপায়নস্যোপিসংহর্ত্তব্যতাঽস্তি ন বা। তত্রাঽশ্রবণাদনুপসংহ-র্ত্তব্যতেতি পক্ষং তু শব্দেন ব্যুদস্যতি সূত্রকারঃ। উপায়নশব্দস্য শেষত্বাৎ হানশব্দেনাপেক্ষিতত্বাৎ হানাবুপায়নস্যোপসংহার এব স্যাৎ। অশ্বরোমদৃষ্টান্তেন বিধূতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ পরত্রাবস্থান-সাপেক্ষত্বাৎ পরৈরুপাদানমবশ্যং বাচ্যমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ কুশেতি। কুশঃ; আচ্ছন্দঃ, স্তুতিঃ, উপগানং, ইতি চ্ছেদঃ। শাখান্তরস্থো বিশেষঃ শাখান্তরেঽপি গ্রাহ্য ইতি দৃষ্টান্তভাগস্য তাৎপর্য্যম্। তদুক্তং পূর্ব্বমীমাংসায়ামিতি পূরণীয়ম্। সত্যাং গতৌ শ্রুত্যন্তরকৃতবিশেষং শ্রুত্য-ন্তরেঽনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ স চান্যায্য ইতি পূর্ব্বকাণ্ডীয় সিদ্ধান্তোঽস্মিন্নপি গ্রাহ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাতকালে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়, সুহৃদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে, এইরূপ এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাতে বিচার্য্য এই যে, শ্রুত্যুক্ত পুণ্যপাপ বিনাশ ও উপায়ন (পরকর্ত্তৃকগ্রহণ) যুক্ত অর্থাৎ সার্ব্বত্রিক হইবে কি-না। তুশব্দের দ্বারা না পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, উভয়েরই যুক্ততা আছে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ, বিচার প্রণালী ও কারণ পাওয়া যাইবে)

তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি 'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি। তথৈব কৌষী-তকিনঃ 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্' ইতি। তদিহ ক্বচিৎ সুকৃত-দুষ্কৃতয়োর্হানং শ্রূয়তে ক্বচিত্তয়োরেব বিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রি-য়ৈশ্চোপায়নং ক্বচিত্তুভয়ং হানমুপায়নঞ্চেতি। তদযত্রোভয়ং শ্রূয়তে তত্র তাবৎ ন কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি। যত্রাপ্যুপায়নমেব শ্রূয়তে ন হানং তাত্রাপ্যর্থাদেব হানং সন্নিপতত্যন্যৈরাত্মী-য়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োরুপেয়মানয়োরাবশ্যকত্বাৎ তদ্ধানস্য। যত্র তু হানমেব শ্রূয়তে ন তূপায়নং তত্রোপায়নং সন্নিপতেদ্বা ন বেতি বিচিকিৎসায়ামশ্রবণাদসন্নিপাতো বিদ্যান্তরগোচ-রত্বাচ্চ শাখান্তরীয়স্য শ্রবণস্য। অপি চাত্মকর্তৃকং সুকৃত-

---

পতেন্ন বেতি সংশয়ঃ। অত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—"অসন্নিপাত"ইতি। স্যাদে-তৎ। যথা শ্রূয়মাণমেকত্র শাখায়ামুপাসনাঙ্গং তস্মিন্নেব বোপাসনে শাখা-ন্তরেঽশ্রূয়মাণমঙ্গমুপসংহ্রিয়ত এবং শাখান্তরশ্রুতমুপায়নমুপসংহরিষ্যত ইত্যত আহ—"বিদ্যান্তরগোচরত্বাচ্চে"তি। একত্র হ্যুপাসনকর্ম্মণামন্যত্র শ্রুতানাম-প্যন্যত্র সমবায়ো ঘটতে। ন ত্বিহোপাসনানামেকত্বং সগুণনির্গুণত্বেন ভেদা-দিত্যর্থঃ। ননু যথোপায়নং শ্রুতং হানমুপস্থাপয়ত্যেবং হানমপি উপায়ন-মিত্যত আহ—"অপি চাত্মকর্ত্তৃক"মিতি। গ্রহণং হি ন স্বামিনোপগমমন্ত-

---

জ্ঞাতিরা তাঁহার সুকৃত ও অপ্রিয় (বিদ্বেষ্টা) লোকেরা তাঁহার দুষ্কৃত উপ-লাভ (গ্রহণ) করে।" [তদিহ...তদ্ধানস্য] এইরূপে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর সুকৃত দুষ্কৃতের হানি, কোন কোন শ্রুতিতে তদুভয়ের বিভাগ-ক্রমে অন্য কর্তৃক গ্রহণ (প্রিয়কর্তৃক সুকৃতের ও অপ্রিয়কর্তৃক দুষ্কৃতের গ্রহণ) এবং কোন কোন শ্রুতিতে তদুভয়ের হান ও উপায়ন (ত্যাগ ও অন্য কর্তৃক গ্রহণ) উভয়ই শ্রুত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে শ্রুতিতে উভ-য়ের শ্রবণ আছে সে শ্রুতিতে আমাদের কোনরূপ বক্তব্য নাই। [যত্র... পঠতি] যেখানে মাত্র উপায়নের শ্রবণ আছে, সেখানেও অর্থবশাৎ হানির সন্নিপাত (উপায়নেরও হানিরূপ অর্থ) হইতে পারে; সুতরাং সেখানেও বক্তব্য নাই। কিন্তু যেখানে কেবল হান-শ্রুতি আছে, উপায়নের কথা নাই,

দুষ্কৃতয়োর্হানং পরকর্তৃকং তূপায়নং তয়োরসত্যাবশ্যকভাবে কথং হানেনোপায়নমাক্ষিপ্যেত। তস্মাদসন্নিপাতো হানাবুপায়নস্যেত্যস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—হানাবিতি। হানৌ ত্বেতস্যাং কেবলায়ামপি শ্রূয়মাণায়ামুপায়নং সন্নিপতিতুমর্হতি তচ্ছেষত্বাৎ। হানশব্দশেষো হ্যুপায়নশব্দঃ সমধিগতঃ কৌষীতকিরহস্যে। তস্মাদন্যত্র কেবলহানশব্দশ্রবণেঽপ্যুপায়নানুবৃত্তিঃ। যদুক্তমশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরগোচরত্বাদনাবশ্যকত্বাচ্চা-

---

রেণ ভবতীতি গ্রহণাভ্যুপগমসিদ্ধিরবশ্যম্ভাবিনী। অপগমস্ত্বসত্যপ্যন্যেন গ্রহণে দৃষ্টো যথা প্রায়শ্চিত্তেনাপগতিরেনস ইতি। কর্তৃভেদকথনং ত্বেতদুপোদ্বলনার্থং ন পুনরনবশ্যম্ভাবস্য প্রযোজকমুপায়নেনানৈকান্ত্যাদিতি। সিদ্ধান্তমুপক্রমতে—"অস্যাং প্রাপ্তা"বিতি। অয়মস্যার্থঃ—কর্ম্মান্তরে বিহিতং হি ন কর্ম্মান্তর

সেখানে সংশয় হইতে পারে যে, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সন্নিপাত হইবে কি-না। অর্থাৎ সে শ্রুতিতে উপায়নার্থ যোজিত হইবে কি-না। (উপায়ন=সুহৃদ্ ও শত্রুকর্তৃক সুকৃতের ও দুষ্কৃতের গ্রহণ)। সংশয় হইলেই পক্ষলাভ; তাহাতে পাওয়া যায়;—যখন শ্রবণ নাই তখন তাহার সন্নিপাত হইবে না। শাখান্তরে শ্রবণ আছে বটে; কিন্তু তাহা জ্ঞানান্তর-গোচর। সুতরাং সে স্থান হইতে তদর্থের আকর্ষণ-পূর্ব্বক হান-শ্রুতিতে সংযোজন করা ন্যায্য নহে। আরও দেখ, সুকৃত দুষ্কৃতের হানি অর্থাৎ ত্যাগ আত্মকর্তৃক, কিন্তু তদুভয়ের উপায়ন (স্বীকার বা গ্রহণ) পর কর্তৃক। অতএব, বিনা আবশ্যকে হান উপায়নার্থ আকর্ষণ করিবে কেন? করিবে না। এই সকল কারণে বলিতেছি, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সমাক্ষেপ অর্থাৎ সন্নিপতন হইবেক না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন—হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ। [হানা...বৃত্তিঃ] কেবল হানি (পুণ্যপাপের) শ্রুত হইলেও তাহাতে উপায়নের সন্নিপাত (উন্নয়ন) হইতে পারে। কারণ এই যে, ঐ উপায়ন-শব্দ হান-শব্দের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। উপায়ন হান-সাপেক্ষ; ইহা কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। সেই কারণে শ্রুত্যন্তরে কেবল হান-শব্দের শ্রবণ থাকিলেও সে স্থলে উপায়নের অনুবর্ত্তন স্বীকার্য্য। [যদুক্ত...নিবিশেতে ইতি] বলিয়াছিলে যে, শ্রবণ না থাকায় আবশ্যক না থাকায় ও বিদ্যান্তরের বিষয় বলিয়া উপায়নের উন্নয়ন হইবে না; এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। ভবদুক্ত ব্যবস্থা অবিচাল্য হইত, যদি আমরা এক স্থান শ্রুত কোন এক অনুষ্ঠেয়কে

সন্নিপাত ইতি* তদুচ্যতে। ভবেদেষা ব্যবস্থোক্তির্যদ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদন্যত্র শ্রুতমন্যত্র নিনীষ্যেত। ন ত্বিহ হানমুপায়নং বা-ঽনুষ্ঠেয়ত্বেন সঙ্কীর্ত্ত্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থং ত্বনয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনং— ইথং মহাভাগা বিদ্যা যত্তৎসামর্থ্যাদস্য বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে সংসারকারণভূতে বিধূয়েতে যে চাস্য সুহৃদ্দ্বিষৎসু নিবিশেতে ইতি। স্তুত্যর্থে চাস্মিন্ সঙ্কীর্ত্তনে হানানন্তরভাবিতত্বেনো-পায়নস্য ক্বচিচ্ছ্রুতত্বাদন্যত্রাপি হানশ্রুতাবুপায়নানুবৃত্তিং মন্যতে স্তুতিপ্রকর্ষলাভায়। প্রসিদ্ধা চার্থবাদান্তরাপেক্ষা অর্থ-বাদান্তরপ্রবৃত্তিঃ 'একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ' ইত্যে-

উপসংহ্রিয়তে প্রমাণাভাবাৎ। যৎ পুনর্ন বিধীযতে কিন্তু স্তুত্যর্থং সিদ্ধতয়া সঙ্কীর্ত্ত্যতে তদসতি বাধকে দেবতাধিকরণন্যাযেন শব্দতঃ প্রতীয়মানং পরিত্য-ক্তুমশক্যম্। তথা চ বিধূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতযোর্নির্গুণায়াং বিদ্যায়ামশ্বরো-মাদিবৎ কিং ভবত্বিত্যপেক্ষাযাং ন তাবৎ প্রাযশ্চিত্তেনেব তদ্বিলয়সম্ভবস্তথা সত্যশ্বরোমরাহুদৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ। ন জাত্বশ্বরোমরাহুমুখযোর্ব্বিলপনমস্ত্যপি ত্বশ্বচন্দ্রাভ্যাং বিভাগঃ। ন চ নষ্টে বিধূননপ্রমোচনার্থসম্ভবঃ। তস্মাদর্থবাদস্যা-পেক্ষায়াং শব্দসন্নিধিকৃতোঽপি বিশ্লেষ উপাযনং বুদ্ধৌ সন্নিধাপয়িতুং শক্নো-ত্যপেক্ষাং পূরয়িতুমিতি। নির্গুণাপি বিদ্যা হানোপায়নাভ্যাং স্তোতব্যা। স্তুতিপ্রকর্ষস্তু প্রয়োজনং ন প্রমাণম্। অপ্রকর্ষেঽপি স্তুত্যুপপত্তেঃ। ন চার্থ-বাদান্তরাপেক্ষার্থবাদান্তরাণাং ন দৃষ্টা। ন চ তৈর্ন পূরণমিত্যাহ—"প্রসিদ্ধা

(অনুষ্ঠানযোগ্য কর্ম্মকে) অন্য স্থানে নীত করিবার ইচ্ছা করিতাম। উদাহৃত শ্রুতিতে যে হানির ও উপাদানের উল্লেখ হইয়াছে তাহা অনু-ষ্ঠেয়রূপ নহে। জ্ঞানপ্রশংসার্থই উক্ত উভয়ের উল্লেখ। বিদ্যা বা জ্ঞান এত প্রশংসিত যে তাহারই সামর্থ্যে বিদ্বানের সংসারবীজ সুকৃত দুষ্কৃত বিধূত হয়। সেই বিধূত সুকৃত দুষ্কৃত যথাক্রমে সুহৃদে ও শত্রুতে প্রবেশ করে। [স্তুত্যর্থে...মাদিষু] ঐ উল্লেখ যখন স্তুতির উদ্দেশে, তখন অবশ্যই উপায়ন হানের পরভাবী বলিয়া এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলেও হান-শ্রুতিতে তাহার অনুবর্ত্তন স্বীকার করা উচিত। করিলে স্তুতিরও প্রকর্ষ লাভ হইবে। এক অর্থবাদে (অর্থবাদ—কেবল স্তুতিবাক্য) অন্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি (জন্ম) হয়, ইহা এই আদিত্য এক বিংশ, ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে।

বমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশতাদিত্যস্যাভিধীয়েত অনপেক্ষ্যমাণেঽর্থবাদান্তরে 'দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ' ইত্যেতস্মিন্। তথা 'ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়' ইত্যেবমাদিষ্বর্থবাদেষ্বপি 'ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুভম্' ইত্যেবমাদ্যর্থবাদান্তরাপেক্ষা দৃশ্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাচ্চাস্যোপায়নবাদস্য কথমন্যদীয়ে সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যৈরুপেয়েতে ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্। উপায়নশব্দশেষত্বাদিতি চ শব্দশব্দং সমুচ্চারয়ন্ স্তুত্যর্থমেব হানাবুপায়নানুবৃত্তিং সূচয়তি। গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হ্যুপায়নার্থস্যৈব হানাবনুবৃত্তিং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন

চে"তি। "স্তুত্যর্থত্বাচ্চাস্যোপাসনবাদস্যে"তি। যদ্যপ্যন্যদীযে অপি সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যস্য ফলং প্রযচ্ছতঃ। যথা পুত্রস্য শ্রাদ্ধকর্ম্ম পিতুস্তৃপ্তিং যথা চ পিতুর্বৈশ্বানরীযেষ্টিঃ পুত্রস্য নার্য্যাশ্চ সুরাপানং ভর্ত্তুর্নরকং তথাঽপ্যন্যদীযে অপি সুকৃতদুষ্কৃতে সাক্ষাদন্যস্মিন্ন সম্ভবত ইত্যাশযেন শঙ্কা। ফলতঃ প্রাপ্ত্যা স্তুতিরিতি পরিহারঃ। গুণোপসংহারবিবক্ষাযামিত্যপি ন স্বরূপতঃ সুকৃতদুষ্কৃতসঞ্চারাভিপ্রাযম্। ননু বিদ্যাগুণোপসংহারাধিকারে কোঽযমকাণ্ডে স্তুত্যর্থবিচার ইতি শঙ্কামুপসংহরন্নপাকরোতি—"তস্মাদ্ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গে-

[কথং...দৃশ্যতে] "১২ মাস, ৫ ঋতু, ৩ লোক ও এই আদিত্য, এই রূপে একবিংশ"—এই অর্থবাদকে অপেক্ষা বা উপলক্ষ্য না করিলে "একবিংশ আদিত্য"—এই অর্থবাদে কি আদিত্যের একবিংশত্ব অভিহিত হইতে পারে? "ইন্দ্রিয়ই ত্রিষ্টুভ" এই অর্থবাদ উপলক্ষ্যে "সেন্দ্রিয়ত্বের কারণ ত্রিষ্টুভদ্বয়" এই অর্থবাদ প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [বিদ্যা...সূত্রম্] একের পুণ্যপাপ অপরে কিরূপে গ্রহণ করে? এ কথায় অত্যন্ত মনোনিবেশ করিও না। এই মাত্র অনুভব কর যে, ঐ উপায়ন-বাদ কেবল জ্ঞানপ্রশংসার নিমিত্তই অভিহিত। সূত্রে উপায়ন-শব্দ-শব্দ আছে, তদ্দ্বারাও জ্ঞানপ্রশংসা ও হানির সঙ্গে উপায়নের অনুবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। গুণোপসংহার (উক্ত অনুক্ত গুণের অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক অঙ্গসমূহের একত্র সমাবেশ) বলিবার ইচ্ছা আছে, তাই তৎপ্রসঙ্গে হানের উপায়নার্থতা বলা হইল। উদ্ঘাটিত কারণসমূহের দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, গুণোপসংহার বিচারের প্রসঙ্গে স্তুত্যুপসংহার প্রণালীও এতৎসূত্রে দর্শিত

স্তুত্যুপসংহারপ্রকারদর্শনার্থমিদং সূত্রম্। কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিত্যুপমোপাদানম্। তদযথা ভাল্লবিনাং 'কুশা বানস্পত্যাঃ স্থ তা মা পাত' ইত্যস্মিন্নিগমে কুশানামবিশেষেণ বনস্পতিযোনিত্বশ্রবণে শাট্যায়নিনাং 'ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ' ইতি বিশেষবচনাদৌদুম্বর্য্যঃ কুশা আশ্রীয়ন্তে। যথা চ কচিদ্দেবাসুরচ্ছন্দসামবিশেষেণ পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গে 'দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি' ইতি পৈঙ্গ্যাম্নায়াৎ প্রতীয়তে। যথা চ ষোড়শি-

---

নে"তি। বিদ্যাগুণোপসংহারপ্রসঙ্গতঃ স্তুতিগুণোপসংহারো বিচারিতঃ প্রয়ো-

---

হইয়াছে। [কুশা…আশ্রীয়ন্তে] এক স্থানের কথিত বিশেষ অন্য স্থানে নীত হইবার উদাহরণ কুশ, আছন্দঃ (ছন্দঃ) স্তুতি ও উপগান। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত কএকটীর বিশেষ বিবরণ এই—উদ্গাতা নামক ঋত্বিক (যজ্ঞপুরোহিত) স্তোত্র গান করে, অপরে তাহার সংখ্যা রাখে। কতক গুলি শলাকাকার কাষ্ঠখণ্ড সেই স্তোত্র গণনার বা সংখ্যা রাখিবার অবলম্বন— ভাল্লবি-শাখাধ্যায়ীরা সে গুলিকে কুশা বলে। যজমান সংখ্যা-শলাকা লইবার কালে যে মন্ত্র পাঠ করেন তাহা এই—"হে কুশ সকল! তোমরা বনস্পতিপ্রভব। (বনস্পতি=বনস্থ মহাবৃক্ষ)। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।" ভাল্লবিদিগের ব্যবহৃত এই মন্ত্রে যে কুশার কথা আছে তাহা অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ। (দর্ভকেও কুশ বলে, পরিভাষা অনুসারে কাষ্ঠনির্ম্মিত পদার্থকেও কুশ বলে সুতরাং সাধারণ) ঐ সাধারণ উল্লেখের বিশেষে পর্য্যবসান ব্যতীত যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। (কুশ কি? কোন্ বস্তুকে কুশ বলিয়া গ্রহণ করিবে? অবশ্যই একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে।) এজন্য ভাল্লবি-শাখাধ্যায়ীরা শাট্যায়ন-শাখোক্ত বিশেষের গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শাট্যায়ন শাখায় আছে "কুশ সকল উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত"। শাট্যয়নদিগের এই যে বিশেষোক্তি, নির্দ্দিষ্ট উল্লেখ, ইহা ভাল্লবিশাখায় নীত বা গৃহীত হইতে দেখা যায়। [যথা চ…প্রতীয়তে] ছন্দঃ দুই প্রকার, দৈব ও আসুর। "ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক" এই বাক্যে বিশেষ নির্দ্ধারণ না থাকায় পৈঙ্গী শ্রুতির আশ্রয় লওয়া হয়। পৈঙ্গী শ্রুতি যথা—"প্রথম ভাগ প্রথমোক্ত দেবচ্ছন্দঃ।" [যথা চ…প্রতীতিঃ] অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-নামক যজ্ঞ পাত্রের স্তুতি করিবার বিধান আছে। কিন্তু তাহা কোন্ সময়ে করিবেক? তাহা সেই বিধান বাক্যে কথিত নাই। না থাকিলেও সামবেদীয় আর্চ্চিক-শ্রুতি তাহার

স্তোত্রে কেষাঞ্চিৎ কালাবিশেষপ্রাপ্তৌ ‘সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে’ ইত্যার্চ্চিকশ্রুতেঃ কালবিশেষপ্রতীতিঃ। যথৈব চাবিশেষেণোপগানং কেচিৎ সমামনন্তি বিশেষেণ ভাল্লবিনঃ। যথৈতেষু কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবিশেষান্বয় এবং হানাবপ্যুপায়নান্বয় ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরকৃতং হি বিশেষং শ্রুত্যন্তরেঽনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ স চান্যায্যঃ সত্যাং গতৌ। তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাং ‘অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতর-

---

জনশ্চোপাসকে সৌহার্দ্দমাচরিতব্যং ন ত্বসৌহার্দ্দমিতি। ছন্দ এবাচ্ছন্দ আচ্ছাদনাদাচ্ছন্দো ভবতি। “যথৈব চাবিশেষেণোপগানং” ইতি। ঋত্বিজ উপগায়ন্তীত্যবিশেষেণোপগানমৃত্বিজাম্। ভাল্লবিনস্তু বিশেষেণ নাধ্বর্য্যুরুপগায়তীতি। তদেতস্মাদ্ভাল্লবিনাং বাক্যমৃত্বিজ উপগায়ন্তীত্যেতচ্ছেষং বিজ্ঞায়তে। এতদুক্তং ভবতি—অধ্বর্য্যুবর্জ্জিতা ঋত্বিজ উপগায়ন্তীতি। কস্মাৎ পুনরেবং ব্যাখ্যায়তে। নন্বু স্বতন্ত্রাণ্যেব সন্তু বাক্যানীত্যত আহ—“শ্রুত্যন্তরকৃতমি”তি। অষ্টদোষদুষ্টবিকল্পপ্রসঙ্গভয়েন বাক্যান্তরস্য বাক্যান্তরশেষত্বমত্রভবতো জৈমিনেরপি সম্মতমিত্যাহ—“তদুক্তং” দ্বাদশলক্ষণ্যাম্। ‘অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদ-

---

অবধারণ করায়। আর্চ্চিক-শ্রুতিতে আছে—“সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শিপাত্রের স্তুতি করিবেক।” এই আর্চ্চিক-শ্রুত্যুক্ত বিশেষ অর্থাৎ নামগ্রাহী নির্দ্দেশ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বাক্যে অন্বীত হইতে দেখা যায়। [যথৈব… ইত্যর্থঃ] “ঋত্বিক্ উপগান করিবেন” এই শ্রুতিতে কোন্ ঋত্বিক তাহার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে আছে “অধ্বর্য্যু উপগান করেন না।” এই শ্রুতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অবিশেষ শ্রুতির বিশেষে পর্য্যবসান হয়। অর্থাৎ অধ্বর্য্যু ব্যতীত আর আর ঋত্বিক উপগান করিবেন, এইরূপ বিশেষ প্রতীত হয়। অতএব, যেমন উদাহৃত কুশাদিতে শ্রুত্যন্তরোক্ত বিশেষের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, তেমনি, হানশ্রুতিতেও শ্রুত্যন্তরোক্ত উপায়নের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইবেক। [শ্রুত্যন্তর… স্যাৎ ইতি] এক শ্রুতির কথিত বিশেষ অন্য শ্রুতিতে যায়, নীত হয়, এ কথা অস্বীকার করিলে সমুদায় স্থলেই বিকল্প প্রসক্তি হয়; পরন্তু তাহা অন্যায্য। উপায় বা গতি থাকিতে অষ্টদোষদুষ্ট বিকল্প বিধান কুত্রাপি স্বীকার্য্য নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে (মীমাংসাদর্শনে)। যথা—বাক্যশেষত্ব হেতুক ইতর পর্য্যুদাস স্বীকার্য্য হইবেক। নিষেধ পক্ষে বিকল্প ঘটনা

পর্য্যুদাসঃ স্যাৎ প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ' ইতি। অথবৈতা-স্বেব বিধূননশ্রুতিষেতেনৈব সূত্রেণৈতচ্চিন্তয়িতব্যং কিমনেন বিধূননবচনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমভিধীয়তে কিং বাঽর্থান্তর-মিতি। তত্রৈবং প্রাপয়িতব্যং ন হানং বিধূননমভিধীয়তে। ধূঞ্ কম্পন ইতি স্মরণাৎ। দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণীতি চ বায়ুনা

ন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাদিতি'। এতদেব সূত্রমর্থদ্বারেণ পঠতি—অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ স চান্যায্য ইতি শেষঃ। এবং কিল শ্রূয়তে। এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজাপতির্যজ্ঞে যজ্ঞেঽন্বা-য়ত্ত ইতি ততো নানুযাজেষু যেযজামহং করোতীতি। তদত্রানারভ্য কঞ্চিদ্-যজুং যজ্ঞেষু যেযজামহকরণমুপদিষ্টম্। তদুপদিশ্য চাম্নাতং নানুযাজেম্বিতি। তত্র সংশয়ঃ—কিং বিধিপ্রতিষেধয়োর্ব্বিকল্প উত পর্য্যুদাসোঽনুযাজবর্জ্জিতেষু যেয-জামহঃ কর্ত্তব্য ইতি। মা ভূদর্থপ্রাপ্তস্য শাস্ত্রীয়েণ নিষেধেন বিকল্পঃ। দৃষ্টং হি তাদাত্বিকীমস্য সুন্দরতাং গময়তি নাযতৌ দোষবত্তাং নিষেধতি। তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। নিষেধশাস্ত্রন্তু তাদাত্বিকং সৌন্দর্য্যমবাধমানমেব প্রবৃত্ত্যু-ন্মুখং নরং নিবারয়দায়ত্যামস্য দুঃখফলত্বমবগময়তি। যথাহু—অকর্ত্তব্যো-দুঃখফল ইতি। ততো রাগতঃ প্রবৃত্তমপ্যায়ত্যাং দুঃখতো বিভ্যতং পুরুষং শক্নোতি নিবারয়িতুমিতি বলীয়ান্ শাস্ত্রীয়ঃ প্রতিষেধো রাগতঃ প্রবৃত্তেরিতি ন তয়া বিকল্পমর্হতি। শাস্ত্রীয়ৌ তু বিধিনিষেধৌ তুল্যবলতয়া ষোড়শিগ্রহণা-গ্রহণবদ্বিকল্প্যেতে। তত্র হি বিধিদর্শনাৎ প্রধানস্যোপকারভূয়স্ত্বং কল্প্যতে—নিষেধদর্শনাচ্চ বৈগুণ্যেঽপি ফলসিদ্ধিরবগম্যতে। যথাহু—অর্থপ্রাপ্তবদিতি চেন্ন তুল্যত্বাৎ উভয়ং শব্দলক্ষণমিতি। ন চ বাচ্যং যাবদ্যজতিষু যেযজামহ-করণং যাবদ্যজতিসামান্যদ্বারেণানুযাজং যজতিবিশেষমুপসর্পতি তাবদনুযাজ-গতেন নিষেধেন তন্নিষিদ্ধমিতি শীঘ্রপ্রবৃত্তেঃ সামান্যশাস্ত্রাদ্বিশেষনিষেধো বলু-বানিতি। যতো ভবত্বেবং বিধিষু ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দীয়তাং তক্রং কৌণ্ডি-

---

হয়, পরন্তু তাহা ন্যায্য নহে।" * [অথবৈ...দশনাৎ] বিধূন শ্রুতিতে এই ২৬ সূত্র যোজনা করিয়া অন্য প্রকার বিচার করিতেও পার। তদ্-

---

* জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে আছে—"দীক্ষিত হোম করিবেক না।" অন্য এক শ্রুতি আছে—"যত কাল জীবন তত কাল হোম করিবেক।" দীক্ষিত বাক্য হোমপ্রতিষেধক হইলে নিষেধ পালন অথবা বিধিপালন এই বিরুদ্ধ কল্পদ্বয় উপস্থিত হয় পরন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ন্যায়-সঙ্গত নহে বলিয়া ন-শব্দের ইতর-পর্য্যুদাসার্থ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ দীক্ষিতান্য ব্যক্তিই যাবতীয় হোম করিবেক, এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হয়। বাক্যশেষ বাক্যাঙ্গ। অর্থাৎ উক্ত উভয় বাক্য এক করিয়া একার্থে যোজনা করা।

চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ। তস্মাচ্চালনং বিধূননমভিধীয়তে। চালনন্তু সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কঞ্চিৎ কালং ফলপ্রতিবন্ধাদিত্যেবং প্রাপ্য প্রতিবক্তব্যং—হানাবেবৈষ বিধূননশব্দোঽনুবর্ত্তিতুমর্হত্যুপায়নশব্দশেষত্বাৎ। ন হি পরপরিগ্রহভূতয়োরপ্রহীণয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং সম্ভবতি। যদ্যপীদং পরকীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং

স্যাদ্রেতি তত্র তক্রবিধির্ন দধিবিধিমপেক্ষতে প্রবর্ত্তিতুমিহ তু প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য যেযজামহস্য চান্যতোপ্রাপ্তেস্তন্নিষেধেন নিষেধাপ্রাপ্ত্যৈ তদ্বিধিরপেক্ষণীযঃ। ন চ সাপেক্ষতযা নিষেধাদ্বিধিরেব বলীয়ানিত্যতুল্যশিষ্টতয়া ন বিকল্পঃ কিন্তু নিষেধস্যৈব বাধনমিতি সাম্প্রতম্। তথা সতি নিষেধশাস্ত্রং প্রমত্তগীতং স্যাৎ। ন চ তদ্যুক্তম্। তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকম্। ন চ নতৌ পশৌ কবোতীতিবদর্থবাদতা। অসমবেতার্থত্বাৎ। পশৌ হি নাজ্যভাগৌ স্ত ইত্যুপপদ্যতে। ন চাত্র তথা যেযজামহাভাবো যজতিষু যেযজামহবিধানাৎ। অনুযাজানাঞ্চ তদ্ভাবাৎ। ন চ পর্য্যুদাসস্তদাঽননুযাজেম্বিতি কাত্যায়নমতেন নিয়মপ্রসক্তেঃ। তস্মাদ্বিহিতপ্রতিষিদ্ধতযা বিকল্প ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—'উক্তং ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োর্ব্বিকল্প' ইতি। ন হি তত্রান্যা গতিরস্তি। তেনাষ্টদোষদুষ্টোঽপি বিকল্প আস্থীযতে পক্ষেঽপি প্রামাণ্যান্মাভূৎ প্রমত্তগীততেতি। ইহ তু পর্য্যুদাসেনাপ্যুপপত্তৌ সম্ভবন্ত্যামগত্যাদ্যং বিকল্পাশ্রয়ণমযুক্তম্। এবং হি তদা নঞঃ সম্বন্ধোঽননুযাজেষু যজতিষ্বনুযাজবর্জ্জিতেষু

যথা—ঐ বিধূনন বাক্য পুণ্যপাপের হানি বুঝাইবে কি পদার্থান্তর বুঝাইবে। এইরূপ সংশয় উত্থাপনপূর্ব্বক বিধূনন শব্দ হানি-অর্থ বুঝায় না; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-স্থাপন কর। ধূঞ্ ধাতুর অর্থ কম্পন। বায়ুপরিচালিতধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টে লোকে বলে. ধ্বজাগ্র দোধূয়মান হইতেছে (কাঁপিতেছে)"। [তস্মা... সম্ভবতি] সুতরাং বিধূনন-শব্দের অর্থ পরিচালন। পাপপুণ্যের পরিচালন কি? না কিঞ্চিৎকাল তদুভয়ের ফলপ্রতিবন্ধ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া তাহার এইরূপ প্রতিবাদ কর—ঐ বিধূনন শব্দ হানি-অর্থেই অনুবর্ত্তিত হইবে। কারণ এই যে, তাহা উপায়নশব্দের শেষ অর্থাৎ তৎসাপেক্ষ। একের হানি বা ত্যাগ ব্যতীত তাহা অন্যের উপাযম্য (স্বীকার্য্য) হইতে পারে না। সুতরাং উপায়নসাপেক্ষ। সেই জন্য বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, হানিতে উপায়নের অনুবর্ত্তন আছে। [যদ্যপীদং...শক্যতে] যদিও মুখ্য-

ন্নাঞ্জসং সম্ভাব্যতে তথাপি তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ তাবৎ তদানুগুণ্যেন হানমেব বিধূননং নামেতি নির্ণেতুং শক্যতে। ক্বচিদপি চেদং বিধূননসন্নিধাবুপায়নং শ্রূয়মাণং কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদ্বিধূননশ্রুত্যা সর্ব্বত্রাপ্যপেক্ষ্যমাণং সার্ব্বত্রিকং নির্ণয়কারণং সম্পাদ্যতে। ন চ চালনং ধ্বজাগ্রবৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্মুখ্যং সম্ভবতি। অদ্রব্যত্বাৎ। অশ্বশ্চ রোমাণি বিধূন্বানঃ ত্যজন্

যেযজামহঃ কর্ত্তব্য ইতি কিমতো যদ্যেবমেতদতো ভবতি। নানুযাজেম্বি-ত্যেতদ্বাক্যমপরিপূর্ণং সাকাঙ্ক্ষং পূর্ব্ববাক্যৈকদেশেন সম্বন্ধ্যতে যদেতদ্ যে-যজামহং করোতীতি এতান্নানুযাজেষু যাবদুক্তঃ স্যাদনুযাজবর্জ্জিতেষ্বিতি তাব-দুক্তং ভবতি ন্যানুযাজেম্বিতি। তথা চ যজতিবিশেষণার্থত্বাদননুযাজবিধিরেবায়-মিতি প্রতিষেধাভাবান্ন বিকল্পঃ। ন চাভিযুক্ততরপাণিনিবিরোধে কাত্যায়নস্ত সদ্বাদিত্বং নিত্যসমাসবাদিনঃ সম্ভবতি। স হি বিভাষাধিকারে সমাসং শাস্তি। তস্মাদনুযাজবর্জ্জিতেষু যেযজামহবিধানমিতি সিদ্ধম্। বর্ণকান্তরমাহ—"অথ বৈ তাস্বি"তি। যথা হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োরমূর্ত্তয়োঃ কম্পনং নাঞ্জসং মূর্ত্ত্যনুবি-ধায়িত্বাৎ কম্পস্য তথাহন্যদীয়য়োরন্যত্র সঞ্চাবোহপ্যনুপপন্নোঽমূর্ত্তত্বাদেব। তস্মাদ্যত্র বিধূননমাত্রং শ্রুতং তত্র কম্পনেন বরং স্বকার্য্যারম্ভাচ্চালনমাত্র-মেব লক্ষ্যতাং ন তু তত্রোপগত্যাহন্যত্র সঞ্চারঃ কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বকার্য্যারম্ভাচ্চালনং বিধূননমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। যত্র তাবদুপায়ন-শ্রুতিস্তত্রাবশ্যং ত্যাগো বিধূননং বক্তব্যম্। ক্বচিদপি চেদ্বিধূননং ত্যাগে বর্ত্ততে তথা সত্যন্যত্রাপি তত্রৈব বর্ত্তিতুমর্হতি। এবং হি ন বর্ত্তেত যদি

রূপে একের পুণ্যপাপ অন্যের গ্রহণ করা সুসম্ভব নহে; তথাপি, "উপ-য়ন্তি" শব্দের উল্লেখ থাকায় অনুরূপ হানিই বিধূনন শব্দের অভিধেয়, ইহা অবধারণ করিতে পার। [ক্বচিদপি...ব্যাখ্যাতম্] কোন কোন স্থলে বিধূনন-সন্নিধানে উপায়নের প্রয়োগ শুনা যায় সুতরাং সেই শ্রবণ কুশ, আচ্ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই নিশ্চয়কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়। কেননা, তাহা সর্ব্বত্রই বিধূনন-শব্দ-সাপেক্ষ। অর্থাৎ মুখ্য বিধূনন নহে। পুণ্যপাপের বিধূনন অর্থাৎ চালনা ধ্বজাগ্র চালনার ন্যায় মুখ্য নহে। তাহা সম্ভবও হয় না। কেননা তাহা অদ্রব্য—দ্রব্যপদার্থ (দ্রব্য = মূর্ত্তিমৎ) নহে। অশ্ব রোম বিধূনিত করে কি?-না রজোযুক্ত জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করে। (সুতরাং, অশ্বরোমের বিধূননও মুখ্য বিধূনন নহে)। এ কথা ব্রাহ্মণবাক্যেও আছে। যথা—"যেমন অশ্ব জীর্ণ রোম বিধূত (পরিত্যাগ)

রজঃ সহৈতেন রোমাণ্যপি জীর্ণানি শাতয়তি। ‘অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্’ ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অনেকার্থত্বা-ভ্যুপগমাচ্চ ধাতূনাং ন স্মরণবিরোধঃ। তদুক্তমিতি ব্যাখ্যা-তম্ ॥ ২৬ ॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৭ ॥*

দেবযানেন পথা পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্য ব্যধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতবিয়োগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়ামামনন্তি।

বিধূননমিহ মুখ্যং কল্প্যেত। ন চৈতদস্তি। তত্রাপি স্বকার্য্যাচ্চালনস্য লক্ষ্য-মাণত্বাৎ। ন চ প্রমাণিকং কল্পনাগৌরবং লোহগন্ধিতামাচরত্যপিচানেকার্থ-ত্বাদ্ধাতূনাং ত্যাগেঽপি বিধূযেতি মুখ্যমেব ভবিষ্যতি। প্রাচুর্য্যেণ ত্যাগে-ঽপি লোকে প্রযোগদর্শনাৎ। বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। গণকারস্য চোপ-লক্ষণত্বেনাপ্যর্থনির্দ্দেশস্য তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদ্ধানার্থ এবাত্রেতি যুক্তম্।

নন্নু পাঠক্রমাদর্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃততরণে প্রতীয়েতে। বিদ্যাসামর্থ্যাচ্চ প্রাগেবাবগম্যেতে। তথা শাট্যায়নিনাং তাণ্ডিনাঞ্চ শ্রুতেঃ। শ্রুত্যর্থৌ চ পাঠক্রমাদ্বলীয়াংসৌ, অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি ইত্যত্র যথা। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাদেনাবভ্যমেতদত্রোচ্যতে। নৈতৎ পাঠক্রমমাত্রমপি তু শ্রুতি-

---

করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি, জ্ঞানীও পাপ বিধূত (পরিত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হন।” অথবা ধাতু সকলের অর্থ অনেকবিধ। সে অনুসারেও ঐ অর্থ ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে; ইহাই সূত্রস্থ “তদুক্তং” শব্দের ব্যাখ্যা।

কৌষীতকি-শাখাধ্যায়ীরা পর্য্যঙ্কবিদ্যা পাঠ করেন। তদ্‌যথা—জ্ঞানী দেব-যানপথে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাঁর সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি—“সেই জ্ঞানী অর্থাৎ

---

* সাম্পরায়ে দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক্ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানম্ভবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুঃ—তর্ত্তব্যাভাবাদিতি। সম্পরেতস্য কঞ্চিৎ কালং কর্ম্মসত্ত্বে ফলাভাবাৎ দেবযান-প্রবেশাযোগাচ্চাদাবেব ক্ষয় ইতি হেতুপদ্যানামর্থঃ। অন্যে শাখিনঃ শাট্যায়নিনঃ তথা আহু-রিতি যোজনীয়ম্।—অশ্ব যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি, দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ক্ষয় হয়। ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা। আবার কৌষীতকি শাখাস্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, অর্দ্ধ পথে সুকৃত দুষ্কৃত বিধুনিত হয়। এই দ্বিবিধ বাক্য দৃষ্টে সংশয় হয়, কোন্ শ্রুতি বলবতী। তাহার সিদ্ধান্ত—মধ্যে তর্ত্তব্য অর্থাৎ মধ্য পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহ পাত সময়েই জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধূনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ কথা শাখান্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে।

'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি' ইত্যুপক্রম্য 'স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে' ইতি। তৎ কিং যথাশ্রুতং ব্যধ্বন্যেব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যমাহোস্বিদাদাবেব দেহাদপসর্পণ ইতি বিচারণায়াং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ যথাশ্রুতপ্রতিপত্তিপ্রসক্তৌ পঠতি—সাম্পরায় ইতি। সাম্পরায়ে গমন এব দেহাদপসর্পণ ইদং বিদ্যাসামর্থ্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানং ভবতীতি

স্তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুত ইতি। তদিতি হি সর্ব্বনাম তস্মাদর্থে। সন্নিহিতপরামর্শকং তস্য হেতুভাবমাত্ৰ—সন্নিহিতঞ্চ যদনন্তরং শ্রুতম্। তচ্চার্দ্ধপথবর্ত্তিবিরজানদীমনোহতিগমনমিত্যর্দ্ধপথ এব সুকৃতদুষ্কৃতত্যাগঃ। ন চ শ্রুত্যন্তরবিরোধঃ। অর্দ্ধপথেহপি পাপবিধূননে ব্রহ্মলোকসম্ভবাৎ প্রাক্কালতোপপত্তেঃ। এবং শাট্যায়নিনামপ্যবিরোধঃ। ন হি তত্র জীবন্নিতি বা জীবত ইতি বা শ্রুতম্। তথা চার্দ্ধপথ এব সুকৃতদুষ্কৃতবিমোকঃ। এবঞ্চ ন পর্য্যঙ্কবিদ্যাতস্তৎপ্রক্ষয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু বিদ্যাসামর্থ্যবিধূতকল্মষস্য জ্ঞানবত উত্তরেণ পথা গচ্ছতো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। ন চাপ্রক্ষীণকল্মষস্যোত্তরমার্গগমনং সম্ভবতি। যথা যবাগূপাকাৎ প্রাকনাগ্নিহোত্রম্। যমনিয়মাদ্যনুষ্ঠানসহিতায়া বিদ্যায়া উত্তরেণ মার্গেণ পর্য্যঙ্কস্থব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বশ্রবণাৎ। অপ্রক্ষীণপাপ্মনশ্চ

নির্গুণোপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন "অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে—তাহা সে মনের দ্বারাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ বিধূত (ত্যাগ) করে।" এই স্থানে বিচার্য্য—জ্ঞানী কি এতৎশ্রুতি অনুসারে সেই অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যশূন্য হয়? কি দেহত্যাগকালে সুকৃত দুষ্কৃতপরিহীন হয়। শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত শ্রুত্যনুসারে ইহাই পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত বা পাপক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য ব্যাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ সূত্র, বলিয়াছেন। [সাম্পরায়ে...মর্হতি]। জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবসৃপ্ত হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার সুকৃত দুষ্কৃত প্রক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু তর্ত্তব্যাভাব অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব। বিদ্বান্ যখন বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, যাট্‌কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে—ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণ অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে সুকৃত-দুষ্কৃত থাকার কোনও

প্রতিজানীতে। হেতুমাচষ্টে—তর্ত্তব্যাঽভাবাদিতি। ন হি বিদুষঃ সম্পরেতস্য বিদ্যয়া ব্রহ্ম প্রেপ্সতোঽন্তরালে সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যমস্তি যদর্থং কতিচিৎ ক্ষণানক্ষীণে তে কল্প্যেয়াতাম্। বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাত্তু বিদ্যাসামর্থ্যেন তয়োঃ ক্ষয়ঃ। স চ যদৈব বিদ্যা ফলাভিমুখী তদৈব ভবিতুমর্হতি। তস্মাৎ প্রাগেব সন্নয়ং সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে। তথা হ্যন্যেঽপি শাখিনস্তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিনশ্চ প্রাগবস্থায়ামেব সুকৃতদুষ্কৃতহানমামনন্তি 'অশ্ব ইব রোমাণি

তদনুপপত্তেঃ। বিদ্যৈব তাদৃশী কল্মষং ক্ষপযতি। ক্ষপিতকল্মষঞ্চোত্তবমার্গং প্রাপযতীতি কথমর্দ্ধপথে কল্মষক্ষযঃ। তস্মাৎ পাঠক্রমরাধেনার্থক্রমোঽনুসর্ত্তব্যঃ। ননু ন পাঠক্রমমাত্রমত্র তদিতি সর্ব্বনামশ্রুত্যা সন্নিহিতপবামর্শাদিত্যুক্তম্। তদযুক্তং বুদ্ধিসন্নিধানমাত্রমত্রোপযুজ্যতে নান্যৎ। তচ্চানন্তবস্যেব বিদ্যাপ্রকবণাদ্বিদ্যাযা অপীতি সমানা শ্রুতিকভযত্রাপীতি। অর্থপাঠৌ পবিশিষ্যেতে। তত্র চার্থো বলীযানিতি। ন চ তাণ্ড্যাদিশ্রুত্যবিবোধঃ পূর্ব্বপক্ষে। অশ্ব ইব বোমাণি বিধূযেতি হি স্বতন্ত্রস্য পুরুষস্য ব্যাপাবং ব্রূতে ন চ পবে তস্যাস্তি স্বাতন্ত্র্যম্। তস্মাত্তদ্বিবোধঃ।

রূপ কার্য্য বা ফল থাকা শ্রুতও অনুমিত হয না। সুকৃত দুষ্কৃতেব দ্বাবা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যেব ফলভোগ যদি তৎকালে না-ই থাকিল, তবে আব কিসেব জন্য তৎকালে সুকৃত দুষ্কৃতেব অস্তিত্ব স্বীকাব বা কল্পনা কবিবে? বিশেষতঃ সুকৃত-দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যাবিবোধী, সুতবাং বিদ্যাব সামর্থ্যে উভয়েবই ক্ষয হওযা স্বীকার্য্য। বিদ্যা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই তদুভয়েব ক্ষয় হওযা যুক্তিসিদ্ধ। [তস্মাৎ...ইতি চ] শ্রুতিতে যে 'অর্দ্ধপথে তদুভয়েব ক্ষয় হওয়া পঠিত হইযাছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে হইবে যে, তাহা ঔপচাবিক। পূর্ব্বেই সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি তাহা নদী উত্তবণানন্তব বিজ্ঞাপিত কবিযাছেন মাত্র। তাণ্ডী ও শাট্যাযনী এই দুই শাখা নদী সন্তবণেব পূর্ব্বে সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়াব কথা বলিয়াছেন। যথা—"অশ্ব যেমন বোম বিধুত কবিয়া নির্ম্মল হয়, সেই রূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধুন কবিয়া—" "তাহাব পুত্রেবা তাহার দায় (ধনাদি), সুহৃদেবা তাহার সৎকার্য্য (পুণ্য) এবং শত্রুগণ তাহাব

বিধূয় পাপম্' ইতি 'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি চ ॥ ২৭ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৮ ॥*

যদি চ দেহাদপসৃপ্তস্য দেবযানেন পথা প্রস্থিতস্যার্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়োঽভ্যুপগম্যেত ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়মবিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রযত্নস্যেচ্ছাতোঽনুষ্ঠানানুপপত্তেরনুপপত্তিরেব তদ্ধেতুকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষ-

---

কেভ্যশ্চিৎ পদেভ্য ইদং সূত্রম্। নমু যথা পরেতস্যোত্তরেণ পথা ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ভবতীতি বিদ্যাফলমেবং তস্যৈবার্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতহানিরপি ভবিষ্যতীতি শঙ্কাপদানি। তেভ্য উত্তরমিদং সূত্রম্। তদ্ব্যাচষ্টে—"যদি চ দেহাদপসৃপ্তস্যে"তি। বিদ্যাফলমপি ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নাপরেতস্য ভবিতুমর্হতি শঙ্কাপদেভ্যঃ। যথাহুঃ—নাজনিত্বা তত্র গচ্ছন্তীতি। সুকৃতদুষ্কৃতপ্রক্ষয়স্তু সত্যপি নরশরীরে সম্ভবতীতি সমর্থস্য হেতোর্যমনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যমানায়াঃ কার্য্যক্ষয়াঽযোগাদযুক্তো জীবত এব সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্। ছন্দতঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বেচ্ছয়েতি যাবৎ। স্বেচ্ছয়ানুষ্ঠানং যমনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যায়াস্তস্য জীবতঃ পুরুষস্য স্যান্ন মৃতস্যাঽতৎপূর্ব্বকঞ্চ সুকৃতদুষ্কৃতহানং স্যাজ্জীবত এব সমর্থস্য ক্ষে-

---

পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে।" (এই দুই শ্রুতিতে দেহত্যাগের সঙ্গে পুণ্যপাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।)

ত্যক্তদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীর যদি অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ ক্ষয় হওয়া স্বীকার কর তাহা হইলে দেহপাতের পর সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যমনিয়মাদিবিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপ ক্ষয়ের কারণ উপার্জ্জন করিতে না পারায় বিদ্যার ও বিদ্যাফল পুণ্যপাপ ক্ষয়ের কার্য্য-কারণ ভাব সংরক্ষিত হইবে

---

* মৃতস্য যথাকামং বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তেরুভয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মক্ষয়য়োর্হেতুফলভাবো বিরুধ্যতে। অপিচ, তব মতে সতি হেতৌ ন কার্য্যবিলম্ব ইতি ন্যায়বৃংহিততাণ্ড্যাদিশ্রুতিবিরোধ এব স্যাৎ। অস্মৎপক্ষে ত্ববিরোধ এব স্যাদিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।—বাদীর পক্ষ উভয়বিরুদ্ধ। পরন্তু অস্মৎপক্ষ উভয় প্রকারেই অবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, দেহ পাতের পর অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করার অধিকার থাকে না। তাহা না থাকায় পুণ্যপাপক্ষয়রূপ কার্য্যের সহিত বিদ্যারূপ কারণের সম্বন্ধাভাব ঘটনা হয়। যাহা কারণ—তাহাকে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে হইবেই হইবে। সুতরাং বিলম্ববাদীর মতে কারণত্বের ব্যাঘাত। অথবা উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যোৎপত্তির অবিলম্বই ন্যায়োপেত, বিলম্ব হওয়া ন্যায়বাহ্য।

য়স্য স্যাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বমেব সাধকাবস্থায়াং ছন্দতোঽনুষ্ঠানং তস্য স্যাৎ। তৎপূর্ব্বকঞ্চ সুকৃতদুষ্কৃতহানমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরুপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিরিতি ॥ ২৮ ॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ২৯ ॥*

ক্বচিৎ পুণ্যপাপহানসন্নিধৌ দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে ক্বচিন্ন। তত্র সংশয়ঃ—কিং হানাববিশেষেণৈব দেবযানঃ

পাযোগাৎ। এবং কারণানন্তরং কার্য্যোৎপাদে সতি নিমিত্তনৈমিত্তিকযোস্তদ্ভাবঃ স্যোপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যাযনিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিবিতবথা স্বাতন্ত্র্যাভাবেনাসঙ্গতি-রুক্তা স্যাৎ। তদনেনোভযাবিবোধো ব্যাখ্যাতঃ। যে তু পরস্য বিদুষঃ সুকৃত-দুষ্কৃতে কথং পরত্র সংক্রামেতে ইতি শঙ্কোত্তবতযা সূত্রং ব্যাচখ্যুঃ। ছন্দতঃ সঙ্কল্পত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরবিবোধাদেবং ন ত্বত্রেতি। ন ত্বত্রাগমগম্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ যুক্তির্নিবেশনীযেতি। তেষামধিকবণশরীরানুপ্রবেশে সম্ভবত্যর্থা-ন্তরোপবর্ণনমসঙ্গতমেবেতি।

যথা হানিস্নন্নিধাবুপাযনমন্যত্র শ্রুতমিতি। যত্রাপি কেবলা হানিঃ শ্রূযতে তত্রাপ্যুপায়নমুপস্থাপয়ত্যেবং তৎসন্নিধাবেব দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রুত ইতি যত্রাপি

না। কিন্তু দেহপাতের পূর্ব্বে সাধকাবস্থায যেমন ইচ্ছা তেমনি বিদ্যানুষ্ঠান করে ও করিতে সমর্থ; তৎপূর্ব্বক (বিদ্যাকারণক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ প্রক্ষয়, ইহাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য হয়। ঐরূপ হইলেই তাণ্ডি-শাখাস্থ শ্রুতির ও শাট্যাযন-শাখাস্থ শ্রুতির সঙ্গতি হয় এবং বিদ্যার ও বিদ্যা-ফল পুণ্যপাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয়।

কোন কোন শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সন্নিধানে দেবযান পথের শ্রবণ আছে এবং কোন কোন শ্রুতিতে তাহা নাই। (মরণের পর জ্ঞানীর

---

*উভয়থা অবিভাগেন গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং সাফল্যং ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ। অন্যথা বিভাগেন বিরোধ এব স্যাৎ।—পাপপুণ্য প্রক্ষয়ের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবযান পথের শ্রবণ আছে, কোন কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই। তাহাতে সংশয় হয়, অবিশেষে কি দেবযান পথ লাভ হইবে? কি বিভাগক্রমে (কোন কোন উপাসনার ফলে দেবযান পথ এবং কোন কোন বিদ্যার ফলে অন্য পথ) লব্ধ হইবে? সংশয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, উভয়ত্রই অর্থাৎ অবিশেষে দেবযান শ্রুতির সার্থক্য লাভ হইবে। ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে।

পন্থাঃ সন্নিপতেৎ উত বিভাগেন ক্বচিৎ সন্নিপতেৎ ক্বচিন্নেতি। যথা তাবদ্ধানাববিশেষেণৈবোপায়নানুবৃত্তিরুক্তা এবং দেবযানানুবৃত্তিরপি ভবিতুমর্হতীত্যস্যাং প্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে। গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং উভয়থা বিভাগেন ভবিতুমর্হতি। ক্বচিদর্থবতী গতিঃ ক্বচিন্নেতি নাবিশেষেণ। অন্যথা হ্যবিশেষেণৈবৈতস্যাঙ্গতাবঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ

সুকৃতদুষ্কৃতহানিঃ কেবলা শ্রুতা তত্রাপি দেবযানং পন্থানমুপস্থাপয়িতুমর্হতি। ন চ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যনেন বিরোধঃ। দেবযানেন পথা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তৌ নিরঞ্জনস্য পরমসাম্যোপপত্তেঃ। তস্মাদ্ধানিমাত্রে দেবযানঃ পন্থাঃ সম্বধ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি হি বিদুষো বিধূতপুণ্যপাপস্য বিদ্যয়া ক্ষেমপ্রাপ্তিমাহ। ভ্রমনিবন্ধনোঽক্ষেমো যাথাত্ম্যজ্ঞানলক্ষণয়া বিদ্যয়া বিনিবর্ত্তনীয়ঃ। নাসৌ দেশবিশেষমপেক্ষতে। ন হি জাতু রজ্জৌ সর্পভ্রমনিবৃত্তয়ে সমুৎপন্নং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানং দেশবিশেষমপেক্ষতে। বিদ্যোৎপাদস্যৈব স্ববিরোধ্যবিদ্যানিবৃত্তিরূপত্বাৎ। ন চ বিদ্যোৎপাদায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরপেক্ষণীয়া। যমনিয়মাদিবিশুদ্ধসত্ত্বস্যেহৈব শ্রবণাদিভির্ব্বিদ্যোৎপাদাৎ। যদি চরমারব্ধকার্য্যকর্ম্মক্ষপণায় শরীরপাতাবধ্যপেক্ষেতি ন দেবযানেনাস্তীহ যথার্থ ইতি শ্রুতিদৃষ্টবিরোধাৎ নাপেক্ষিতব্য ইতি। অস্তি তু পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং তস্যার্থ ইত্যুক্তং দ্বিতীয়েন সূত্রেণেতি। যে তু যদি পুণ্যমপি নিবর্ত্ততে কিমর্থা তর্হি গতিরিত্যাশঙ্ক্য সূত্রমবতারয়তি।—গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা দুষ্কৃতনিবৃত্ত্যা সুকৃতনিবৃত্ত্যা চ যদি পুনঃ পুণ্যমনুবর্ত্তেত ব্রহ্মলোকগতস্যাপীহ পুণ্যফলোপভোগায়াবৃত্তিঃ স্যাৎ।

পুণ্যপাপের বিনাশ ও দেবযান পথে গমন হয় কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবযানপথের উল্লেখ নাই)। তাহাতে সংশয় হয়, সর্ব্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবযান গতি অন্বিত হইবে? কি ঐ দেবযানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে? অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানীর দেবযানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অন্য পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে? পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেবযান গতি লব্ধ হইতে পারে। (পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপপুণ্য হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র উপায়নের অনুবর্ত্তন স্বীকৃত হয়। উদৃষ্টান্তে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বা সমুদায় উপাসকের দেবযান পথ লব্ধ হইতে পারে)। এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—বিভাগ

স্যাৎ। 'পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যস্যাং শ্রুতৌ দেশান্তরপ্রাপণী গতির্ব্বিরুধ্যেত। কথং হি নিরঞ্জনোঽগন্তা দেশান্তরং গচ্ছেৎ গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তমিত্যানর্থক্যমেবাত্র গতের্ম্মন্যামহে ॥২৯॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩০ ॥*

উপপন্নশ্চায়মুভয়থাভাবঃ ক্বচিদর্থবতী গতিঃ ক্বচিন্নেতি। তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। গতেঃ কারণভূতো হ্যর্থঃ, পর্য্যঙ্কবিদ্যা-

---

তথা চৈতেন প্রতিপদ্যমানা ইত্যনাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধঃ। তস্মাদদুষ্কৃতস্যেব সুকৃতস্যাপি প্রক্ষয ইতি তৈঃ পুনরনাশঙ্কনীযমেবাশঙ্কিতম্। বিদ্যাক্ষিপ্তায়াং হি গতৌ কেয়মাশঙ্কা যদি ক্ষীণসুকৃতঃ কিমর্থমযং যাতীতি। ন হ্যেষা সুকৃতনিবন্ধনা গতিরপি তু বিদ্যানিবন্ধনা। তস্মাদবৃদ্ধোক্তমেবোপবর্ণনং সাধ্বিতি।

নন্বু তর্হি সগুণবিদ্যাযামপি মার্গো ব্যর্থ ইত্যত আহ—উপপন্ন ইতি। সা গতির্লক্ষণং কাবণং যস্যার্থস্য স তল্লক্ষণার্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, অবিভাগে নহে। অবিশেষে গতি অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে। দেবযান গতি "জ্ঞানী পুণ্যপাপ বিধূত কবিয়া নিরঞ্জন ও পরম সাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন" এতৎ শ্রুতির বিরুদ্ধ। যে নিরঞ্জন অগন্তা—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে? তাহার গন্তব্য পরমসাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে। অতএব, পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতিব আনর্থক্যই বিবেচিত হয়।

ঐ উভয়থাভাব অর্থাৎ স্থলবিশেষে গতিশ্রুতির সার্থক্য ও স্থলবিশেষে নৈরর্থক্য, ইহা অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, পর্য্যঙ্কবিদ্যা

---

* সা গতির্লক্ষণং কারণং যস্যাঽর্থস্য স তল্লক্ষণার্থস্তস্যোপলব্ধিস্তস্মাৎ গতিশ্রুতেরুভয়থা-ভাব উপপন্নো যুক্তঃ। লোকবৎ লোক ইব। যত্র দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে তত্র তস্যাঃ সার্থক্যং যত্র তদ্বিপর্য্যয়স্তত্র গতিকারণাভাবাৎ নৈরর্থক্যমিত্যদোষঃ। সগুণোপাসনায়াং গতেঃ কারণভূতোঽর্থ উপলভ্যতে ন নির্গুণবিদ্যায়াং সুতরাং গতিশ্রুতেরুভয়থাভাব এবত্তন্ন-মিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—উপাসকের দেবযান পথে গতি হয়, এই যে শ্রুতি আছে, এ শ্রুতির অর্থ সগুণ উপাসনাকেই স্পর্শ করিতেছে, নির্গুণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না। একই শ্রুতির ঐরূপ বৈবিধ্য লোক দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইতে পারে। গতির কারণীভূত বস্তু সগুণ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নির্গুণ বিদ্যায় নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

দিষু সগুণেষূপাসনেষূপলভ্যতে। তত্র হি পর্য্যাঙ্কারোহণং পর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা সহ সম্বদনং বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চেত্যেবমাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তং ফলং শ্রূয়তে। তত্রার্থবতী গতিঃ। ন তু সম্যগ্দর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিরস্তি। ন হ্যাত্মৈকত্বদর্শিনামাপ্তকামানামিহৈব দগ্ধাশেষক্লেশবীজানামারব্ধভোগকর্ম্মাশয়ক্ষপণব্যতিরেকেণাপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তত্রানর্থিকা গতিঃ। লোকবচ্চৈষ বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। যথা লোকে গ্রামপ্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পন্থা অপেক্ষ্যতে নারোগ্যপ্রাপ্তাবেবমিহাপীতি। ভূয়শ্চৈতং বিভাগং চতুর্থেঽধ্যায়ে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ॥ ৩০॥

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম॥ ৩১

প্রভৃতি সগুণবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয়। পর্য্যঙ্কবিদ্যায় গতির (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে। পর্য্যঙ্কারোহণ, পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল শ্রুত আছে। সুতরাং সগুণোপাসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থক্য; কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈরর্থক্য। [ন…দয়িষ্যামঃ] যাহার জ্ঞানে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে যাহার সমুদায় ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের (যে কর্ম্ম ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে সেই কর্ম্মের) ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। তাহাদের সম্বন্ধে গতিশ্রুতির সার্থক্য কি? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই!) এ বিভাগে লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ঐরূপ বিভাগ স্বীকার্য্য। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তর প্রাপক কোন কিছুর প্রয়োজন নাই; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন নাই। চতুর্থাধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

---

* সর্ব্বাসাং সগুণানাং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এব অবিরোধোঽবিরুদ্ধ ইতি

সগুণাস্থ বিদ্যাস্থ গতিরর্থবতী ন নির্গুণায়াং পরমাত্মবিদ্যায়ামিত্যুক্তম্। সগুণাস্বপি বিদ্যাস্থ কাস্থচিদ্গতিঃ শ্রূয়তে। যথা পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামুপকোশলবিদ্যায়াং দহরবিদ্যায়াঞ্চেতি। নান্যাস্থ যথা মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিতি। তত্র সংশয়ঃ—কিং যাস্বেবৈষা গতিঃ শ্রূযতে তাস্বেব নিয়ম্যেতোতাহনিয়মেন সর্ব্বাভিরেবৈষঞ্জাতীয়কাভির্ব্বিদ্যাভিঃ সম্বধ্যেতেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিয়ম ইতি। যত্রৈব শ্রূয়তে তত্রৈব ভবিতুমর্হতি প্রকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ। যদ্যন্যত্র শ্রূযমাণাপি গতির্ব্বিদ্যান্তরং গচ্ছেৎ শ্রুত্যাদীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চার্চ্চিরাদিকৈকৈব

প্রকরণং হি ধর্ম্মাণাং নিযামকম্। যদি তু তন্নাদ্রিয়তে ততো দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিধর্ম্মাঃ সঙ্কীর্য্যেরন্। ন চ তেষাং বিকৃতিষু সৌর্য্যাদিষু দ্বাদশাহাদিষু চ চোদকতঃ প্রাপ্তিঃ—সর্ব্বত্রোপদেশিকত্বাৎ। ন চ দর্ব্বিহোমস্যাপ্রকৃতিবিকারভূতস্যাধর্ম্মকত্বম্। ন চ সর্ব্বধর্ম্মযুক্তং কর্ম্ম কিঞ্চিদপি শক্যমনুষ্ঠাতুম্। ন চৈবং সতি শ্রুত্যাদযোহপি বিনিযোজকাস্তেষামপি হি প্রকরণেন সামান্যসম্বন্ধে সতি বিনিযোজকত্বাৎ। যত্রাপি বিনা প্রকরণং শ্রুত্যা-

বলা হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই (উপাসনাতেই) গতি-শ্রুতির সার্থক্য, নির্গুণ পরমাত্মবিদ্যায় নহে। কিন্তু কোন কোন সগুণবিদ্যাতে গতির শ্রবণ আছে, সকল সগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবযান গতি শুনা যায়, অন্যত্র নহে। অর্থাৎ মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদ্গতির শ্রবণ নাই। [তত্র...অনিযম ইতি] সেই জন্য সংশয় হয়, যে যে বিদ্যায় (উপাসনায়) তদ্গতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবযান-গতি লব্ধ হইবে? অথবা তজ্জাতীয় সমুদায় বিদ্যায় (সগুণ উপাসনা মাত্রে) প্রোক্ত গতি অনুগমন করিবে? পূর্ব্বপক্ষে নিয়মের

শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিজ্ঞায়তে।—শব্দ শ্রুতি এবং অনুমান স্মৃতি। এতদুভয়ের দ্বারা সগুণ উপাসনা সাধারণ্যে দেবযান গতি লাভ হয় বলিলে বিরোধ থাকে না। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

গতিরুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তুল্যবৎ পঠ্যতে তৎ সর্ব্বার্থত্বেঽনর্থকং পুনর্ব্বচনং স্যাৎ। তস্মাৎ 'নিয়ম' ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—অনিয়ম ইতি। সর্ব্বাসামেবাভ্যুদয়-প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানামবিশেষেণৈব দেবযানাখ্যা গতির্ভবিতুমর্হতি। নন্বনিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণবিরোধ উক্তঃ। নৈষোঽস্তি বিরোধঃ। শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথা হি শ্রুতিঃ 'তদ্য ইত্থং বিদুঃ' ইতি পঞ্চাগ্নি-

দিভ্যো বিনিযোগোঽবগম্যতে তত্রাপি তন্নির্ব্বাহায প্রকরণস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। তস্মাৎ প্রকরণং বিনিয়োগায় তন্নিয়মায চাবশ্যমভ্যুপেতব্যমন্যথা শ্রুত্যাদীনামপ্রামাণ্যপ্রসক্তিঃ। তস্মাদ্যাস্বেবোপাসনাসু দেবযানঃ পিতৃযানো বা পন্থা আম্নাতস্তাস্বেব ন তূপাসনান্তরেষু তদনাম্নানাৎ। ন চ যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসত ইতি সামান্যবচনাৎ সর্ব্ববিদ্যাসু তৎপথপ্রাপ্তিঃ। শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব তত্র তৎপথপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে ন তু বিদ্যাপরায়ণানাম্। অপি চ এবং সত্যেকস্যাং বিদ্যায়াং মার্গোপদেশঃ সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বিত্যেকত্রৈব মার্গোপদেশঃ কর্ত্তব্যো ন বিদ্যান্তরে। বিদ্যান্তরে চ শ্রূয়তে। তস্মান্ন সর্ব্বোপাসনাসু পথিপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং

প্রাপ্তি। অর্থাৎ তাহা সার্ব্বত্রিক নহে; কিন্তু যে যে বিদ্যায় গতিশ্রবণ আছে সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়। প্রকরণ মাত্রেই নিয়ামক, সুতরাং উহা যে যে প্রকরণে শ্রুত, সেই সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত। এক উপাসনার শ্রুতপদার্থ যদি অন্য উপাসনায় অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইত তাহা হইলে শ্রুত্যাদির প্রামাণ্য থাকিত না। (কিন্তু শ্রুতি, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিয়োজক বিষয়ে প্রমাণ। এ কথা পূর্ব্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থবোধক শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত। আরও দেখ, এক অর্চ্চিরাদি গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত হইয়াছে। উহা যদি সমুদায় বিদ্যারই প্রাপ্য হয় তাহা হইলে ঐ পুনর্ব্বচন অবশ্যই নিরর্থক। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা (দেবযানাদি পথে গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ যথাশ্রুত বিদ্যাতেই প্রাপ্য। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্। [সর্ব্বাসাং…গময়তি] যে সকল উপাসনার

বিদ্যাবতাং দেবযানং পন্থানমবতারয়ন্তী 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে' ইতি বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতাং গময়তি। কথং পুনরবগম্যতে বিদ্যান্তরশীলানামিয়ং গতিশ্রুতিরিতি। নন্বু শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব স্যাৎ তন্মাত্রশ্রবণাৎ। নৈষ দোষঃ। ন হি কেবলাভ্যাং শ্রদ্ধাতপোভ্যামন্তরেণ বিদ্যাবলমেষা গতির্লভ্যতে।

'বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ' ॥ ইতি-

তপ ইত্যুপাসত ইতি ন শ্রদ্ধাতপোমাত্রস্য পথপ্রাপ্তিমাহাপি তু বিদ্যয়া তদারোহন্তীত্যত্র। নাবিদ্বাংসস্তপস্বিন ইতি কেবলস্য তপসঃ শ্রদ্ধায়াশ্চ তৎপ্রাপ্তিপ্রতিষেধাদ্বিদ্যাসহিতে শ্রদ্ধাতপসী তৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বদন্ বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেঽভিধীয়তে—য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসত ইতি। সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণ্যেবানপেক্ষপ্রবৃত্তিত্বাৎ। তদেব হি সত্যমন্যস্য মিথ্যাত্বেন কথঞ্চিদাপেক্ষিকসত্যত্বাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদাঞ্চেত্থম্বিত্তয়ৈবোপাত্তত্বাৎ।

ফল অভ্যুদয় প্রাপ্তি, সে সকল বা তাদৃশ সগুণ উপাসনা মাত্রেই অনিয়মে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে (তুল্যরূপে) ঐ দেবযান গতি লব্ধ বা অন্বিত হইতে পারে। এবম্বিধ অনিয়মের স্বীকার প্রকরণ বিরুদ্ধও নহে। কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েরই দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (প্রবল শ্রুতি স্মৃতির নিকট প্রকরণ দুর্ব্বল; সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিরুদ্ধ নহে। প্রকরণ প্রবল শ্রুতি স্মৃতির বাধা জন্মাইতে পারে না।) শ্রুতি "যে এবম্প্রকারে জানে, উপাসনা করে," ইত্যাদিক্রমে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে "যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃ সহকারে উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্য সন্দর্ভে—অন্য বিদ্যানুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়াছেন। [কথং⋯লক্ষণম্] যদি বল, অন্য বিদ্যানুশীলীদিগের গতি ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে সে শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই? এতৎ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, বিদ্যার অনুল্লেখ থাকিলেও দোষ হইতেছে

শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদিহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যান্তরোপলক্ষণম্। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেঽধীয়তে 'য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসত' ইতি। তত্র শ্রদ্ধালবো যে সত্যং ব্রহ্মোপাসত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। 'সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণ্যসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদাঞ্চেত্থংবিত্তয়বোপাত্তত্বাৎ বিদ্যান্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং ন্যায্যম্। 'অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকং' ইতি চ মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টামধোগতিং গময়ন্তী দেবযানপিতৃযানয়োরেবৈতামন্তর্ভাবয়তি। তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাদেষাং দেবযানপ্রতিপত্তিঃ। স্মৃতিরপি—

বিদ্যাসাহচর্য্যাচ্চ বিদ্যান্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং ন্যায্যম্! মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানা-

---

না। কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা ঐ গতি লাভ করা যায় না। এ কথা অন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা— "যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জ্ঞানী সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করে। কেবল কর্ম্মী ও অবিদ্বান্ তপস্বী সে লোকে আরোহণ করিতে পারে না।" এই বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিদ্যান্তরের উপলক্ষক। অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনায় প্রভাবেই দেবযান গতি লাভ করা যায়। [বাজ...প্রতিপত্তিঃ] বাজসনেয়ী-শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে বলিয়াছেন "যাহারা ইহাঁকে এবংরূপে জানে, যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া অরণ্যে অবস্থান করতঃ সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ করে।" শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এবং সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থে পুনঃপুনঃ সত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ "যে এবংরূপে জানে" এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ায় উহাতে বিদ্যান্তরপরায়ণ ব্যক্তির গ্রহণও ন্যায্য হইবেক। "যাহারা এই দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযান) না জানে, তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয়।" এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্টদিগের কষ্টদায়িনী অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবযান পথ প্রাপ্তিও বলিয়াছেন। [স্মৃতি…নিয়মঃ] স্মৃতিও বলিয়াছেন।

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ" ॥ ইতি।

যৎপুনর্দ্দেবযানস্য পথোঽর্চ্চিরাদের্ব্বিরাম্নানমুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তদুভয়ত্রাপ্যনুচিন্তনার্থম্। তস্মাদনিয়মঃ ॥ ৩১ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩২ ॥*

বিদুষো বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন

শ্চাধোগতিশ্রবণাৎ। তত্রাপি চ যোগ্যতয়া দেবযানস্যৈবেহাধ্বনোঽভিসম্বন্ধঃ। এতদুক্তম্ভবতি। ভবেৎ প্রকরণং নিয়ামকং যদ্যনিয়মপ্রতিপাদকং বাক্যং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা ন স্যাৎ। অস্তি তু তত্তস্য চ প্রকরণাদ্ বলীয়স্ত্বম্। তস্মাদনিয়মো বিদ্যান্তরেষ্বপি সগুণেষু দেবযানঃ পন্থা অসকৃন্মার্গোপদেশস্য চ প্রয়োজনং বর্ণিতং ভাষ্যকৃতেতি।

সগুণায়াং বিদ্যায়াং চিন্তাং কৃত্বা নির্গুণায়াং চিন্তয়তি। নির্গুণায়াং

যথা—"শ্রুতিতে জগতের দ্বিবিধা গতি কথিত হইয়াছে। শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি। তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্লা গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষপদ ও অপরের (কৃষ্ণাগতির) দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়।" উপকোশল-বিদ্যায় অর্চ্চিরাদি দেবযান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনরপি তাহা পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয় উপাসকের ও অন্যান্য সগুণ উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি লাভ হইয়া থাকে, ইহা বলাই ঐ দ্বিরুচ্চারণের উদ্দেশ্য। ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুত্যুক্ত দেবযান গতি অনিয়মিত অর্থাৎ সগুণব্রহ্মোপাসক সাধারণ্যে ঐ গতি লব্ধ বা অনুক্রান্ত হইয়া থাকে। ৩১

তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ পাত হইলে তাহাদের পুনর্দেহ (পুনর্জ্জন্ম) হয় কি-না

---

* আধিকারিকাণাং অধিকারনিযুক্তানাং যাবদধিকারং অধিকারপর্য্যন্তং অবস্থিতিরিতি যোজনা। লোকব্যবস্থাসু স্বামিত্বমধিকারস্তৎপ্রাপকং প্রারব্ধং যাবদস্তি তাবৎকালং জীবন্মুক্তত্বেনাধিকারিকাণামবস্থিতিস্ততশ্চ তেষাং কৈবল্যমিতি নিষ্কর্ষঃ।—তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা—যাঁহারা লোকস্থিতিকারণ বেদপ্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত (অদৃষ্টসহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়) তাঁহারা—যাবৎ তাঁহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

বেতি চিন্ত্যতে। নন্বু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়াঃ সম্পত্তৌ কৈবল্যনির্ব্বৃত্তিঃ স্যান্ন বেতি নেয়ং চিন্তোপপদ্যতে। ন হি পাকসাধনসম্পত্তাবোদনো ভবেৎ ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি। নাপি ভুঞ্জানস্তৃপ্যেৎ ন বেতি চিন্ত্যতে। উপপন্না ত্বিয়ং চিন্তা। ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিদিতিহাসপুরাণয়োর্দ্দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা হ্যপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষির্ব্বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্। বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্নিমিশাপাদপগতপূর্ব্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্ব-

---

বিদ্যায়াং নাপবর্গঃ ফলং ভবিতুমর্হতি। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু বিদুষামপ্যপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্তদ্দেহপরিগ্রহপরিত্যাগৌ শ্রূয়েতে। তদপবর্গফলত্বে নোপপদ্যতে। অপবৃক্তস্য তদনুপপত্তেঃ। উপপত্তৌ বা তল্লক্ষণাযোগাৎ। অপুনরাবৃত্তি হি তল্লক্ষণম্। তেন সত্যামপি বিদ্যায়াং তদনুপপত্তের্ন মোক্ষঃ ফলং বিদ্যায়াং বিভূতয়স্তু তাস্তাস্তস্যাঃ ফলম্। অপুনরাবৃত্তিশ্রুতিঃ পুনস্তৎপ্রশংসার্থেতি মন্যতে। ন চ 'তস্য তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য' ইতি শ্রুতের্ব্বিদুষো দেহপাতাবধিপ্রতীক্ষাবদ্বসিষ্ঠাদীনামপি প্রারব্ধকর্ম্মফলোপভোগপ্রতীক্ষেতি সাম্প্রতম্। যেন হি কর্ম্মণা বসিষ্ঠাদীনামারব্ধং

তাহা বিচারিত হইতেছে। যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে 'মোক্ষ হয় কি-না' এ বিচারের অবতারণা অযোগ্য; পাকসাধন বহ্ন্যাদি প্রযুক্ত হইলেও ওদনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচার যদ্রূপ অসম্ভব—উক্ত বিচারও তদ্রূপ অসম্ভব। ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না। [উপপন্না...স্মৃতৌ] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে; প্রত্যুত যোগ্য। বিচার উত্থানের কারণ এই যে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিদ্বাপরের সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ এক জন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

ভৃগ্বেতি। ভৃগ্বাদীনামপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে। সনৎকুমারোঽপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব। এবমেব দক্ষনারদপ্রভৃতীনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতৌ। শ্রুতাবপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়েণোপলক্ষ্যতে। তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্ব্বদেহে দেহান্তরমাদদতে কেচিত্তু স্থিত এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্য্যবশাদনেকদেহাদানন্যায়েন। সর্ব্বে চৈতে সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে। তদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বেত্যত উত্তরমুচ্যতে। ন। তেষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদপ্রবর্ত্তনাদিষু লোকস্থিতিহেতুষ্বধিকারেষু নিযুক্তানামধিকারতন্ত্র-

---

শরীরং তৎপ্রতীক্ষা স্যাৎ। তথা চ ন শরীরান্তরং তে গৃহ্ণীয়ুঃ। ন চ তাবদেব চিরম্স্থিত্যেতদপ্যার্জ্জবেন ঘটতে। সমর্থহেতুসন্নিধৌ ক্ষেপাযোগাৎ। তস্মাদেতদপি বিদ্যাস্তত্যৈব গময়িতব্যম্। তস্মান্নাপবর্গো বিদ্যাফলম্। তথা চাপবর্গাক্ষেপেণ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অত্র চ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমিত্যাপাততোঽহেতুত্বং বেতি তু পূর্ব্বপক্ষতত্ত্বম্। রাদ্ধান্তস্তু—

বিদ্যাকর্ম্মস্বনুষ্ঠানতোষিতেশ্বরচোদিতম্।
অধিকারং সমাপ্যৈতে প্রবিশন্তি পরং পদম্॥ ইতি

নির্গুণায়াং বিদ্যায়ামপবর্গলক্ষণং শ্রূয়মাণং ন স্তুতিমাত্রতয়া ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনে ভূয়সীনাং শ্রুতীনামত্রৈব তাৎপর্য্যাবধারণাৎ। ন চ যত্র তাৎপর্য্যং তদন্যথয়িতুং যুক্তম্। উক্তং হি, ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ ইতি।

ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ, স্মৃতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। [শ্রুতা···স্থিতেঃ] এই সংবাদের অধিকাংশই শ্রুতিস্থ মন্ত্রে ও অর্থবাদে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সকল জ্ঞানীর কেহ পূর্ব্বদেহ পরিপতনের পর দেহান্তর গ্রহণ, কেহ বা তদ্দেহেই যোগৈ-

ন্বাৎ স্থিতেঃ। যথাসৌ ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্য্যন্তং জগতোঽধিকারং চরিত্বা তদবসানে তূদয়াস্তময়বর্জ্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—'অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা' ইতি শ্রুতেঃ। যথা চ বর্ত্তমানা ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্যমনুভবন্তি। "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ। এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্‌দর্শনে কৈবল্যহেতাবক্ষীণ-

---

ন চ বিদুষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্তদ্দেহসঞ্চারাৎ সত্যামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামনির্ম্মোক্ষান্ন ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষস্য হেতুরিতি সাম্প্রতম্। হেতোরপি সতি প্রতিবন্ধে কার্য্যাঽনুপজননো ন হেতুভাবমপাকরোতি। ন হি বৃন্তফলসংযোগপ্রতিবদ্ধং গুরুত্বং ন পতনমজীজনদিতি প্রতিবন্ধাপগমে তৎকুর্ব্বন্ন তদ্ধেতুঃ। ন চ ন সেতুপ্রতিবন্ধানামপাং নিম্নদেশানভিসর্পণমিতি সেতুভেদে ন নিম্নমভিসর্পন্তি। তদ্বদিহাপি বিদ্যাকর্ম্মারাধনাবর্জ্জিতেশ্বরবিহিতাধিকারপদপ্রতিবদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যা যদ্যপি ন মুক্তিং দত্তবতী তথাপি তৎপরিসমাপ্তৌ প্রতিবন্ধবিগমে দাস্যতি। যথা হি প্রারব্ধবিপাকস্য কর্ম্মণঃ প্রক্ষয়ম্প্রতীক্ষমাণশ্চরমদেহ-

শ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং সকলেই মোক্ষসাধন জ্ঞানে অন্বিত। অতএব, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। যেহেতু শুনা যায় সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষ কারণত্ব এবং পক্ষে মোক্ষাকারণত্ব উভয়থাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য তাহার উত্তরার্থ—তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অপান্তরতম প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার (লোকস্থিতিকারক বেদপ্রবর্ত্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন। [যথাসৌ...ইত্যবিরুদ্ধম্] যদ্রূপ ঐ ভগবান্ সবিতৃদেব যুগসহস্র পর্য্যন্ত জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্ব্বাহ করিয়া অধিকারোৎপাদক প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে উদয়াস্ত বর্জ্জিত কৈবল্য (অদ্বয় ব্রহ্মভাব) অনুভব করেন, তদ্রূপ। সূর্য্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বোধিনী শ্রুতি এই—"অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আর উদিত ও অস্তমিত হন না। তখন

কর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে তদবসানে চাপবৃজ্যন্ত ইত্য-বিরুদ্ধম্। সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কর্ম্মাশয়মধিকারফলাদানায়াঽতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণ গৃহাদিব গৃহান্তরমন্যমন্যং দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্ব্বর্ত্তনায়াপরিমুষিতস্মৃতয় এব দেহেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশিত্বাৎ নির্ম্মায় দেহান্ যুগপৎ ক্রমেণ বাঽধিতিষ্ঠন্তি। ন চৈতে জাতিস্মরা ইত্যুচ্যতে। ত এব তে, ইতি স্মৃতি-প্রসিদ্ধেঃ। যথা সুলভা ব্রহ্মবাদিনী জনকেন বিবদিতুকামা ব্যদস্য স্বং দেহং জানকং দেহমাবিশ্য ব্যুদ্য তেন পশ্চাত্তং

সমুৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারোঽপি ম্রিয়তেঽথ তৎপ্রক্ষয়ান্মোক্ষং প্রাপ্নোতি এবং প্রারব্ধাধিকারলক্ষণফলবিদ্যাকর্ম্মা পুরুষো বসিষ্ঠাদির্ব্বিদ্বানপি তৎক্ষয়ং প্রতীক্ষমাণো যুগপৎ ক্রমেণ বা তত্তদ্দেহপরিগ্রহপরিত্যাগৌ কুর্ব্বন্মুক্তোপ্যনাভোগাত্মিকয়া প্রখ্যয়া সাংসারিক ইব বিহরতি। তদিদমুক্তম্—"সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কর্ম্মাশয়মধিকারফলাদানায়ে"তি। প্রারব্ধবিপাকানি তু কর্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বা ব্যপগতানি জ্ঞানেনৈবাতিবাহিতানি। "ন চৈতে জাতিস্মরা" ইতি। যো হি পরবশো দেহং পরিত্যাজ্যতে দেহান্তরঞ্চ নীতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতঞ্চ

ইনি অক্ষয় হইয়া মধ্যে অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন।" যদ্রূপ ইদানীন্তনীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারব্ধ-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবল হন, তদ্রূপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারব্ধ-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইদানীন্তনীন ঋষিরা যে প্রারব্ধ ভোগের পর (দেহপাতের পর) মুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যথা—"তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত না হন। তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন।" অপান্তরতম প্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকার প্রাপ্ত (কর্ম্মবলে)। তাঁহারা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত। কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলে আর তাঁহারা তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবিযুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ। [সকৃৎ · প্রসিদ্ধত্বাৎ] তাঁহারা অধিকারফলপ্রদাতা সকৃৎ প্রবৃত্ত কর্ম্মাশয় অতিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনের ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে সঞ্চরণ

স্বমাবিবেশ ইতি স্মর্য্যতে। যদি হ্যুপযুক্তে সকৃৎপ্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কর্ম্মণি কর্ম্মান্তরমপ্রারব্ধবিপাকং দেহান্তরারম্ভকারণমাবির্ভবেৎ ততোঽন্যদপ্যদগ্ধবীজং কর্ম্মান্তরং তদ্বদেব প্রসজ্যেতেতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা শঙ্ক্যেত। ন ত্বিয়মাশঙ্কা যুক্তা। জ্ঞানাৎ কর্ম্মবীজদাহস্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তথা হি শ্রুতিঃ—

স্মরতি স জন্মবান্ জাতিস্মরশ্চ। গৃহাদিব গৃহান্তরে স্বেচ্ছয়া কায়ান্তরং সঞ্চরমাণো ন জাতিস্মর আখ্যায়তে। বুদ্ধ্যা বিবাদং কৃত্বা। ব্যতিরেকমাহ—"যদি হ্যুপযুক্তে সকৃৎ প্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কর্ম্মণি কর্ম্মান্তরমপ্রারব্ধবিপাকমি"তি। স্যাদেতৎ। বিদ্যয়াঽবিদ্যাদিক্লেশনিবৃত্তৌ নাবশ্যং নিঃশেষস্য কর্ম্মাশয়স্য নিবৃত্তিরনাদিভবপরম্পরাহিতস্যানিয়তবিপাককালস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ

করেন (আপন আপন অধিকার নির্ব্বাহার্থ) সুতরাং তাঁহাদের স্মৃতি অলুপ্ত থাকে। যেহেতু স্মৃতি বিলোপ হয় না এবং তাঁহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাঁহারা এক সময়ে অথবা ক্রমান্বয়ে বহু দেহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধিষ্ঠান করেন। "তাহারাই ইহাঁরা" এইরূপ স্মৃতি প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহাদিগকে জাতিস্মর বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী নারী রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবার ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ কবিযাছিলেন এবং পুনরপি নিজ দেহে আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ। যদি সকৃৎপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কর্ম্মকালে জ্ঞানীর দেহান্তরোৎপাদক কর্ম্মান্তর আবির্ভূত হইত তাহা হইলে অবশ্যই অন্য (প্রারব্ধাতিরিক্ত) অদগ্ধ কর্ম্ম থাকা প্রসক্ত হইত এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষ-কারণত্ব অথবা মোক্ষাহেতুত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত। পরন্তু সে আশঙ্কা নাই। জ্ঞান যে প্রারব্ধাতিরিক্ত সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ। [তথা হি...মাদ্যা] শ্রুতি প্রমাণ যথা—"সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হইলে সাক্ষাৎকর্ত্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধাতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" "স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া যায়।" ইত্যাদি। (গ্রন্থি—বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস) স্মৃতিও এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথা—"হে অর্জ্জুন! যেমন

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ॥ ইতি
'স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ' ইতি চৈবমাদ্যা।
স্মৃতিরপি।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥ ইতি-
"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥" ইতি-
চৈবমাদ্যা। ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি ক্লেশবীজস্য কর্ম্মাশয়স্যৈকদেশদাহ একদেশপ্ররোহশ্চেত্যুপপদ্যতে। ন হ্যগ্নিদগ্ধস্য শালিবীজস্যৈকদেশপ্ররোহো দৃশ্যতে। প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মণো মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ। 'তস্য

কর্ম্মাশয়স্যেত্যত আহ—"ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতী"তি। ন হি সমানে বিনাশহেতৌ কস্যচিদ্বিনাশো নাপরস্যেতি শক্যং বদিতুম্। তৎ কিমিদানীং প্রবৃত্তফলমপি কর্ম্ম বিনশ্যেৎ। তথা চ ন বিদুষো বসিষ্ঠাদের্দ্দেহধারণেত্যত আহ—"প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মণ" ইতি। তস্য তাবদেব চিরমিতি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদনাগতফলমেব কর্ম্ম ক্ষীয়তে ন প্রবৃত্তফলমিত্যবগম্যতে। অপি চ নাধিকারবতাং সর্ব্বেষামৃষীণামাত্মতত্ত্বজ্ঞানং তেনাব্যাপকোঽপ্যয়ং পূর্ব্বপক্ষ

প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।" "যদ্রূপ অগ্নিদগ্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশ (অবিদ্যাদিপঞ্চক) আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না।" ইত্যাদি। [ন চা...স্থিতিঃ] যাহার ক্লেশপঞ্চক অবিদ্যাদি দগ্ধ হইয়াছে তাঁহার ক্লেশবীজ কর্ম্মাশয়ের একাংশ অদগ্ধ থাকে ও সেই অদগ্ধাংশ তাহার ভোগাঙ্কুর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে। অগ্নিদগ্ধ শালিবীজের কি একাংশ দগ্ধ হইলে তাহার অন্যাংশে অঙ্কুর হয়? তাহা হয় না। যে কর্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে, সে কর্ম্মাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে। যদ্রূপ ধনুর্নির্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান্ থাকে, তদ্রূপ, প্রারব্ধফল কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধি-

তাবদেব চিরম্' ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ। তস্মাদুপপন্না যাবদধিকারমাধিকারিকাণামবস্থিতিঃ। ন চ জ্ঞানফলস্যানৈকান্তিকতা। তথা চ শ্রুতিরবিশেষেণৈব সর্ব্বেষাং জ্ঞানান্মোক্ষং দর্শয়তি 'তদ্‌যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্' ইতি। জ্ঞানান্তরেষু চৈশ্বর্য্যাদিফলেম্বাসক্তাঃ স্যুর্ম্মহর্ষয়স্তে পশ্চাদৈশ্বর্য্যক্ষয়দর্শনেন নির্ব্বিণ্ণাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠায় কৈবল্যং যযুরিত্যুপপদ্যতে।

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্' ॥ ইতি-

স্মরণাৎ। প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ জ্ঞানস্য ফলবিরহাশঙ্কানুপ-

ইত্যাহ—"জ্ঞানান্তরেষু চে"তি। তৎ কিং তেষামনির্ম্মোক্ষ এব, নেত্যাহ। "তে পশ্চাদৈশ্বর্য্যক্ষয়ে"তি। নির্ব্বিণ্ণা বিরক্তাঃ। প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ। অপি চ স্বর্গাদাবনুভবপথমনারোহতি শব্দৈকসমধিগম্যে বিচিকিৎসা স্যাদপি মন্দধিয়ামামুষ্মিকফলত্বং প্রতি যথা চার্থবাদঃ। কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বেতি। অদ্বৈতজ্ঞানফলত্বে মোক্ষস্যানুভবসিদ্ধে বিচিকিৎসাগন্ধোঽপি নাস্তীত্যাহ—"প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চে"তি। অদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকারো হ্যবিদ্যাসমা-

---

কারে অবস্থিত রাখে। শরীর পাত হইলে তখন সে সর্ব্বাধিকার-বর্জ্জিত অদ্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানী দিগের অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ। [ন চ...স্মরণাৎ] জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিক নহে অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখন হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখন হয় না, একপ নহে। তাহা ঐকান্তিক বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সর্ব্বপুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে (আত্ম-অভেদে জানে), সে সে পরিমোক্ষলাভ করে।" মহর্ষিরা প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যফলক বিভিন্ন জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য; পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়িষ্ণুতা দর্শনে নির্ব্বিণ্ণ হন, তৎপরে পরমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"সেই সকল জ্ঞানীরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন।" [প্রত্যক্ষ...দেশাৎ]

পত্তিঃ। কর্ম্মফলে হি স্বর্গাদাবননুভবানারূঢ়ে স্যাদপি কদাচিদাশঙ্কা ভবেদ্বা নবেতি। অনুভবারূঢ়ন্তু জ্ঞানফলং 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ। 'তত্ত্বমসি' ইতি চ সিদ্ধবদুপদেশাৎ। ন হি তত্ত্বমসীত্যস্য বাক্যস্যার্থস্তৎ ত্বং মৃতো ভবিষ্যসীত্যেবং শক্যঃ পরিণেতুম্। 'তদ্ধৈতৎ পশ্যন্‌ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ'. ইতি সম্যগ্দর্শনকালমেব তৎফলং সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাদৈকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥*

রোপিতং প্রপঞ্চং সমূলঘাতমাঘ্নন্ ঘোরং সংসারাঙ্গারপরিতাপমুপশমযতি পুরুষস্তেত্যনুভবাদপি স্ফুটমুপপত্তিদ্রঢিম্নশ্চ শ্রুতির্দ্দর্শিতা। তচ্চানুভবাদ্বামদেবাদীনাং সিদ্ধম্। নন্বু তত্ত্বমসি বর্ত্তস ইতি বাক্যং কথমনুভবমেব দ্যোতযতীত্যত আহ—"ন হি তত্ত্বমসীত্যস্যে"।৫। বর্ত্তমানাপদেশস্য ভবিষ্যদর্থতামৃতশব্দাধ্যাহারশ্চাশক্য ইত্যর্থঃ।

জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ, সে জন্য ফলাভাব আশঙ্কা হইতেই পারে না। কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সে জন্য ববং কর্ম্মফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুক কর্ম্মে অমুক ফল হয কি না!) কিন্তু জ্ঞানফল সেরূপ নহে। জ্ঞানের ফল অনুভবগম্য, তাহা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ। শ্রুতি বলিযাছেন "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ।" সেই জন্য "তিনিই তুমি" এই শ্রুতি আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিযাছেন। [ন হি...সিদ্ধিঃ] "তিনিই তুমি" এ বাক্যের এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি মরিযা ব্রহ্ম হইবে। তুমি ব্রহ্ম আছ, পরন্তু তোমার ব্রহ্মত্ব তুমি ভুলিযা গিযাছ, এই তাৎপর্য্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। "ঋষি বামদেব জানিলেন, আমিই মনু হইযাছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম।" এই শ্রুতি উক্ত ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-সমকালেই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া দিয়াছে। অতএব, বিদ্বানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে।

---

* [illegible]

বাজসনেয়কে শ্রূয়তে 'তদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমি'ত্যাদি। তথাথর্ব্বণে শ্রূয়তে 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্' ইত্যাদি। তথৈবান্যত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেণাক্ষরং পরং ব্রহ্ম শ্রাব্যতে। তত্র কচিৎ কেচিদতিরিক্তা বিশেষাঃ প্রতিষিধ্যন্তে। তাসাং, বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র

'অক্ষরবিষয়াণাং প্রতিষেধধিয়াং সর্ব্ববেদবর্ত্তিনীনামবরোধ উপসংহারঃ প্রতিষেধসামান্যাদক্ষরস্য তদ্ভাবপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেত্যত্রায়মর্থো যদ্যপি ভাবরূপেষু বিশেষণেষু সিদ্ধস্তন্ন্যায়তয়া চ নিষেধরূপেষ্বপি সিদ্ধ এব তথাপি তস্যৈবৈষ প্রপঞ্চোঽবগন্তব্যঃ। নিদর্শনং জামদগ্ন্যোঽহীন ইতি। যদ্যপি শাবরে দত্তোত্তরমত্রোদাহরণান্তরং তথাপি তুল্যন্যায়তয়ৈতদপি শক্যমুদাহর্ত্তুমিত্যুদাহরণান্তরং দর্শিতম্। তত্র শাবরমুদাহরণম্—অস্ত্যাধানং যজুর্ব্বেদবিহিতম্। য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্ত ইতি। তদঙ্গত্বেন যজুর্ব্বেদ এব য এবং বিদ্বান্ বারবন্তীয়ং গায়তি য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং গায়তি। য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তীতি বিহিতম। এতানি চ সামানি সামবেদে-

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকে) শুনা যায়,—"হে গার্গি। ব্রহ্মবাদীরা বলেন, এই অক্ষর (ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন এবং দীর্ঘও নহেন।" অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে শুনা যায়—"তাহাই পরা-বিদ্যা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হয়। যাহা অক্ষর—তাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র ও অবর্ণ।' এইরূপ শ্রুত্যন্তরেও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ (ভেদ) নিষেধপূর্ব্বক পরব্রহ্ম অক্ষর অভিহিত হইয়াছেন। [তত্র ব্যাখ্যাতম] তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে তৎসম্বন্ধে কিছু অতি-

ইতি যাবৎ। তাসামবরোধ উপসংহারঃ স্যান্ন বেতি সংশয়ে নেতি পক্ষং ব্যাবৃত্যা স্যাদিতি পক্ষং সামান্যতদ্ভাবাভ্যাং সিদ্ধান্তিতঃ। ঔপসদবদিতি দৃষ্টান্তঃ। তদুক্তমিত্যত্র পূর্ব্বকাণ্ড ইতি পূরণীয়ম্।—অক্ষর পরব্রহ্ম, তিনি বিশেষবর্জ্জিত (নির্ভেদ বা এবরল), এই তত্ত্ব শ্রুতির নানাস্থানে উপদিষ্ট। তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে অতিরিক্ত বিশেষভাবের নিরাকরণ ও কোন শ্রুতিতে নূতনতর বিশেষভাবের নিষেধ দেখা যায়। তাহাতেই সংশয় হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বনিষেধের আধার? কি সেই সেই স্থানে সেই সেই নিষেধের আশ্রয়? এই সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত—অক্ষর পরব্রহ্ম—তৎসম্বন্ধীয় নিষেধবুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বত্র উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকল নিষেধ বাক্য সর্ব্বত্র লইয়া যাইতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। সামান্য=সমান প্রকার বা সমান প্রণালীতে কথিত। তদ্ভাব=বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বনিষেধের আশ্রয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে নীত হইবেক, হইয়া পূর্ণবাক্য প্রক্রিয়ায় অখণ্ডৈক রস পরব্রহ্ম অক্ষর বোধিত হইবেক। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

প্রাপ্তিরুত ব্যবস্থেতি সংশয়ে শ্রুতিবিভাগাৎ ব্যবস্থাপ্রাপ্তা-বুচ্যতে—অক্ষরধিয়স্তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্রাব-রোদ্ধব্যাঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্। সমানো হি সর্ব্বত্র বিশেষ-নিরাকরণরূপো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ। তদেব চ হি সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মাভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তত্র কিমিত্যন্যত্র কৃতা বুদ্ধয়োঽন্যত্র ন স্যুঃ। তথা চানন্দাদয়ঃ প্রধানস্য

ষৎপন্নানি। তত্রেদং সন্দিহ্যতে। কিমেতানি যত্রোৎপদ্যন্তে তত্রত্যেনৈবো-চ্চৈষ্ট্বেন স্ববেণাধানে প্রযোক্তব্যান্যথ যত্র বিনিযুজ্যন্তে তত্রত্যেনোপাংশুত্বেন স্বরেণ। উচ্চৈঃ সাম্নোপাংশুর্যজুষেতি শ্রুতেঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। উৎপত্তি-বিধিনৈবাপেক্ষিতোপাদানত্বাত্মনা বিহিতত্বাদঙ্গানাং তস্যৈব প্রাথম্যাৎ তন্নিবন্ধন এবোচ্চৈঃস্বর ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ। অযমর্থঃ—উৎপত্তিবিধিগুণো বিনিযোগবিধিস্তু প্রধানম্। তদ-নযোর্ব্যতিক্রমে বিরোধে। উৎপত্ত্যাবধ্যালোচনেনোচ্চৈষ্ট্বং বিনিযোগবিধ্যা-লোচনেন চোপাংশুত্বম্। সোঽযং বিরোধো ব্যতিক্রমস্তস্মিন্ ব্যতিক্রমে মুখ্যেন প্রধানেন বিনিযুজ্যমানত্বরূপেণ তস্য বাববন্তীযাদের্ব্বেদসংযোগো গ্রাহ্যো নোৎ-পদ্যমানত্বেন গুণেন। কুতঃ। বিনিযুজ্যমানত্বস্য মুখ্যত্বেনোৎপদ্যমানত্বস্য গুণ-ত্বেন তদর্থত্বাদ্বিনিযুজ্যমানার্থত্বাদুৎপদ্যমানত্বস্য। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপ্যুৎ-পত্তিবিধাবপি চাতুরূপ্যমস্তি বিধিত্বস্যাবিশেষাৎ তন্মাত্রনান্তরীযকত্বাচ্চ চাতু-

---

বিক্ত বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইতে দেখা যায। অর্থাৎ অধিকাংশ নিষেধমুখ ব্রহ্মবিশেষণ সকল শ্রুতিতে সমান, কেবল কতক গুলি বিশেষণ অসমান বা অতিরিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিচারণা উপস্থিত হয যে, ঐ সকল নিষেধ-বুদ্ধি কি সর্ব্বত্র নীত হইবে? কি ব্যবস্থাপূর্ব্বক গৃহীত হইবে? (ব্যবস্থা-শব্দের অর্থ এই যে, যে শাখায যে বিশেষণ নাই, সে শাখার অধীন উপা-সকেরা সে বিশেষণ গ্রহণ করিবেন না এবং যে শাখায যে বিশেষণ পঠিত হইযাছে, সেই শাখাধ্যাযীরা সেই বিশেষণেই ব্রহ্ম জানিবেন)। পূর্ব্বপক্ষে পাওযা যায, যখন শ্রুতি সকল বিভাগান্বিত অর্থাৎ বিভিন্ন, তখন ব্যব-স্থাপক্ষই গৃহীতব্য। এই পূর্ব্বপক্ষের পরে বা উপরে সিদ্ধান্ত এই যে, সমুদায বিশেষনিষেধক বিশেষণ সর্ব্বত্র বা সমুদায শাখায উপসংহার্য্য। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমুদায নিষেধপর ব্রহ্মবিশেষণ একত্রিত করিয়া অদ্বযব্রহ্ম জানিতে হইবেক। এতৎপ্রতি হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমান প্রক্রিয়ায় ব্রহ্ম বুঝান হইয়াছে এবং একই ব্রহ্ম সর্ব্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন-প্রণালী সর্ব্বত্র এক ও একরূপ,

ইত্যত্র [বে০ সূ০ ৩।৩।১১] ব্যাখ্যাতম্। তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি চিন্তিতানি। ইহ তু প্রতিষেধরূপাণীতি বিশেষ-প্রপঞ্চার্থশ্চায়ং চিন্তাভেদঃ। ঔপসদবদিতি নিদর্শনম্। যথা যামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষূপসৎসু চোদিতাসু পুরোডা-শপ্রদানমন্ত্রাণাং 'অগ্নের্ব্বের্হোত্রং বেরধ্বরম্' ইত্যেবমাদীনামু-দ্গাতৃবেদোৎপন্নানামপ্যধ্বর্য্যুভিরভিসম্বন্ধো ভবতি। অধ্ব-র্য্যুকর্ত্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানস্য। প্রধানতন্ত্রত্বাচ্চাঙ্গানাম্"।

রূপ্যস্য তথাপি বাক্যানামৈদম্পর্য্যং ভিদ্যতে। একস্যৈব বিধেরুৎপত্তিবিনি-যোগাধিকারপ্রয়োগরূপেষু চতুর্ষু মধ্যে কিঞ্চিদেব রূপং কেন চিদ্বাক্যেনোল্লি-খ্যতে যদন্যতো প্রাপ্তম্; তত্র যদ্যপি সামবেদে সামানি বিহিতানি তথাপি তদ্বাক্যানাং তদুৎপত্তিমাত্রপরতা বিনিযোগস্য যাজুর্ব্বেদিকৈরেব বাক্যৈঃ প্রাপ্ত-ত্বাৎ। তথা চোৎপত্তিবাক্যেভ্যঃ সমীহিতার্থাপ্রতিলম্ভাৎ বিনিয়োগবাক্যে-ভ্যশ্চ তদবগতেস্তদর্থান্যেবোৎপত্তিবাক্যানি ভবন্তীতি তত্র যেন বাক্যেন বিনিযুজ্যন্তে তস্যৈব স্বরস্য সাধনত্বসংস্পর্শিনো গ্রহণং ন তু রূপমাত্রস্পর্শিন ইতি। ভাষ্যকারীয়মপ্যুদাহরণমেবমেবং যোজয়িতব্যম্। উদ্গাতৃবেদোৎপ-ন্নানাং মন্ত্রাণামুদ্গাত্রা প্রযোগে প্রাপ্তেঽধ্বর্য্যুপ্রদানকেঽপি পুরোডাশে বিনি-

তখন আর একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন-না নীত বা গৃহীত হইবে? এ বিচার "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে বিস্তারিত রূপে কৃত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। [তত্র…ভেদঃ] সে সূত্রে কেবল বিধিমুখ বিশেষণ গুলি বিচারিত হইয়াছে, এ সূত্রে নিষেধমুখ বিশেষণ বিচারিত হইল। এই মাত্র বিশেষ, এই বিশেষের বিস্তারার্থ বিচারের প্রভেদ। অর্থাৎ দুইটী পৃথক বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে। [ঔপসদ…ইত্যত্র] প্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল দৃষ্টান্ত উপসদ যাগ। যমদগ্নিকৃত অহীন সত্রে পুরোডাশিনী উপসদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। * তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়—সে মন্ত্র উদ্গাতৃবেদোৎপন্ন অর্থাৎ সামবেদোৎপন্ন (সামবেদেই

* যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় পুরোডাশসাধ্য যাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিনসাধ্য একটী যাগ,—সে যাগের নাম অহীন। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্ত্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—সেই কারণে তাহার অন্য নাম যামদগ্ন্য অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশঘটিত উপসদ নামক অঙ্গযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্র গুলি সামবেদোৎপন্ন অথচ তাহা সার্ব্বস্থিক অর্থাৎ তাহা উদ্গাতাকর্ত্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক পঠিত হয়। অধ্বর্য্যু=যজুর্ব্বিহিতকর্ম্মকর্ত্তা। যজ্ঞপুরোহিত। উদ্গাতা=সামবিহিত কর্ম্মকর্ত্তা।

এবমিহাপ্যক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং যত্র ক্বচিদপ্যুৎপন্নানামক্ষরেণ সর্ব্বত্রাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে 'গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ' [জৈ০ সূ০] ইত্যত্রে ॥ ৩৩ ॥

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৪ ॥*

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' ॥

ইত্যধ্যাত্মাধিকারে মন্ত্রমাথর্ব্বণিকাঃ শ্বেতাশ্বতরাশ্চ পঠন্তি। তথা কঠাঃ—

যুক্তত্বাৎ প্রধানানুরোধেনাধ্বর্য্যুণৈব তেষাং প্রযোগো নোদগাত্রেতি দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি। "এবমিহাপী"তি।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানাবিত্যত্র সিদ্ধোঽপ্যর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে। একত্র ভোক্তৃভোক্ত্রোর্ব্বেদ্যতাঽন্যত্র ভোক্ত্রোবেবেতি বেদ্যভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। ন চ সৃষ্টীরূপদধাতীতিবৎ পিবদপিবল্লক্ষণাপবং পিবন্তাবিতি নেতুমুচিতম্। সতি

(সে সকলের প্রথম উপদেশ)। অথচ পুরোডাশ উদ্গাতৃকর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইয়া অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। অঙ্গ সকল প্রধানের অধীন, তৎকারণে ও পূর্ব্বোক্ত কারণে অধ্বর্য্যুর সহিত সে সকলের সম্বন্ধ হইযা থাকে। অর্থাৎ অধ্বর্য্যুই সর্ব্বত্র পুরোডাশ প্রদান মন্ত্র পাঠ করেন। যদ্রূপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্ব্বত্রিক, তদ্রূপ, ক্বচিদুৎপন্ন অক্ষর(ব্রহ্ম)বিশেষণগুলিও সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরতন্ত্রতাহেতু সর্ব্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বদ্ধ হয়। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত প্রথমকাণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় কথিত হইয়াছে। যথা—"গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদুভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্রনিচয়ের) সম্বন্ধ হইবেক।"

অথর্ব্ববেদাধ্যায়ীরা ও শ্বেতাশ্বতরশাখাপাঠীরা উপনিষদে অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রকরণে একটী মন্ত্র (শ্লোক) বলিয়াছেন। যথা—"একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী এক সঙ্গে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তদুভয়ের একটী তদ্-

---

* ইয়ত্তয়া দ্বিত্বপরিচ্ছেদেনাম্নাননং কথনং তস্মাৎ। বিদ্যৈক্যমিতি শেষঃ।—উক্ত মন্ত্রদ্বয় একই বস্তু দ্বিত্বপরিচ্ছেদে (দ্বিবচনের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া) বর্ণন করিয়াছেন, বিভিন্ন বস্তু বলেন নাই, সুতরাং তাহাতেও বিদ্যার (জ্ঞানের) একত্ব নিশ্চিত হয়।

'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ' ॥

ইতি। কিমত্র বিদ্যৈকত্বমুত বিদ্যানানাত্বমিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ। বিশেষদর্শনাৎ। দ্বা সুপর্ণেত্যত্র হ্যেকস্য ভোক্তৃত্বং দৃশ্যত একস্য চাভোক্তৃত্বম্। ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র তূভয়োরপি ভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে। তদ্বেদ্যং রূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিন্দ্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—বিদ্যৈকত্বমিতি। কুতঃ। যত উভয়োরপ্যে-

মুখ্যার্থসম্ভবে তদাশ্রয়ণানোগাৎ। ন চ বাক্যশেষানুবোধাত্তদাশ্রয়ণম্। সন্দেহে হি বাক্যশেষান্নির্ণযো ন চ মুখ্যলাক্ষণিকগ্রহণবিষয়ো বিশয়ঃ সম্ভবতি তুল্যবলত্বাভাবাৎ প্রকরণস্য চ ততো বলীয়সা বাক্যেন বাধনাৎ। 'তস্মাদ্বেদ্যভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। দ্বাসুপর্ণেত্যত্র ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র চ দ্বিত্বসঙ্খ্যোৎপত্তৌ প্রতীয়তে। তেন সমানতৌৎসর্গিকী পিবন্তাবিতি দ্বয়োঃ পিবত্তা যা সা বাধনীযা সা চোপক্রমোপসংহারানুরোধেন ন দ্বযোরপি তু ছত্রিন্যায়েন' লাক্ষণিকী ব্যাখ্যেয়া। যেন হ্যুপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে তদনুরোধেন মধ্যং নেয়ম্। যথা জামিত্বদোষসঙ্কীর্ত্তনোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চ

বৃক্ষজাত স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্যটী ভক্ষণ না করিয়াও দীপ্যমান হয়। (অর্থাৎ সেটীকেও ভোক্তার ন্যায় দেখায়)।" কঠ-উপনিষদেও ঐরূপ একটী মন্ত্র আছে। যথা—"ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যদ্রূপ ছায়া ও আতপ, তদ্রূপ দুইটী, সুকৃতের লোকে (দেহে) ঋতপানকর্ত্তা (কর্ম্মফল ভোক্তা) হইয়া গুহাপ্রবিষ্ট (বুদ্ধিতত্ত্বে সমারূঢ়) আছে।"' এই দুই মন্ত্রে, ব্রহ্ম প্রতিপাদন প্রকার বিভিন্ন—অথচ জিজ্ঞাস্যর ঐক্য দেখা যায়। সেই জন্য সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে কি একই বিদ্যা (জ্ঞান) উপদিষ্ট হইয়াছে? না, বিভিন্ন বিদ্যা কথিত হইয়াছে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়; যখন বিশেষোক্তি আছে—তখন অবশ্যই বিদ্যাভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পক্ষিরূপক বাক্যে দুএর কথা, ঋতপান বাক্যেও দুএর কথা, কিন্তু প্রথমোক্ত বাক্যে একের ভোক্তৃত্ব ও অপরের অভোক্তৃত্ব; দ্বিতীয় বাক্যে অর্থাৎ ঋতপান

তয়োর্ম্মন্ত্রয়োরিয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং দ্বিত্বোপেতং বেদ্যরূপমভিন্নমামনন্তি। নন্নু দর্শিতো রূপভেদঃ। নেত্যুচ্যতে। উভাবপ্যেতৌ মন্ত্রৌ জীবদ্বিতীয়মীশ্বরং প্রতিপাদয়তো নার্থান্তরম্। 'দ্বাসুপর্ণা' ইত্যত্র তাবৎ 'অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' ইত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে। বাক্যশেষেঽপি চ স এব প্রতিপাদ্যমানো দৃশ্যতে 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' ইতি। 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যত্র তু জীবে পিবতীত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মাপি তৎসাহচর্য্যাৎ ছত্রিন্যায়েন পিবতীত্যুপচর্য্যতে। পরমাত্মপ্রকরণং হ্যেতৎ 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইত্যুপক্র-

---

সন্দর্ভে মধ্যপাতিনো বিষ্ণুকপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বায়েত্যাদয়ঃ পৃথগ্বিধিত্বমলভমানা বিধিত্বমবিবক্ষিত্বাঽর্থবাদতয়া নীতাঃ। তৎ কস্য হেতোঃ। একবাক্যতা হি সাধীয়সী বাক্যভেদাদিতি। তথেহাপি তদনুরোধেন পিবদপিবৎসমূহপরং লক্ষণীয়ং পিবন্তাবিত্যনেন। তথা চ বেদ্যাভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। অপি চ

বাক্যে উভয়েরই ভোক্তৃত্ব কথিত হইতে দেখা যায়। তাহাতেই (ঐ প্রকার বিশেষ উক্তিতেই) প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বাক্যের বিজ্ঞেয় ভিন্ন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—ইয়দামননাৎ। বেদ যে ঐ দুই মন্ত্রে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিত্ববিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়াছেন তাহা অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু (সুতরাং বিদ্যাও এক; বহু নহে)। [নমু...প্রপঞ্চিতম্] যাহা বিজ্ঞেয়ের রূপভেদ বলিয়া দেখাইয়াছ বস্তুতঃ তাহা রূপভেদপ্রযোজক নহে। উক্ত উভয় মন্ত্রই অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে, অন্য কিছু পৃথক্ বস্তু বলিতেছে না। অপিচ, পক্ষিরূপক বাক্যে যে, অশনায়াদি-অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা তৎসন্দর্ভের শেষ বাক্য দেখিলেও জানা যায়, বুঝা যায়। যথা—"যখন প্রীত্যাস্পদ ও সেবাস্থান সুতরাং আত্মাতিরিক্ত ঈশ্বরকে দেখে অর্থাৎ জানে—" ইত্যাদি। ঋতপান বাক্যেও পরমাত্মা অভিহিত হইয়াছেন পরন্তু ছত্রিন্যায়ে * তাঁহাকেও পানকর্ত্তা বলা হই-

---

* ছত্রিন্যায়। এক ছত্রধারীর সঙ্গে অন্য নিশ্ছত্রী থাকিলে দূরস্থ দর্শক বলিয়া থাকে, ঐ দেখ—ছাতীওয়ালারা যাইতেছে। ছত্র না থাকিলেও ছত্রধারীর সঙ্গের লোক ছত্রী বলিয়া উপচরিত হইতে দেখা যায়। সেইরূপ জীবের ভোগ জীবসঙ্গী পরমাত্মায় উপচরিত জানিবে এবং পরমাত্মার ঔদাসীন্যও জীবে আনীত বা উপচরিত, ইহাও স্মরণ রাখিবে।

মাৎ। তদ্বিষয় এবাত্রাপি বাক্যশেষো ভবতি 'যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্' ইতি। 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি' ইত্যত্র চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ নাস্তি বেদ্যভেদঃ। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বম্। অপি চ ত্রিষ্বপ্যেতেষু বেদান্তেষু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে তাদাত্ম্যবিবক্ষয়ৈব জীবোপাদানং নার্থান্তরবিবক্ষয়া। ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং ভেদাভেদ-বিচারাবতারোঽস্তীত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থ এবৈষ প্রয়োগঃ। তস্মাচ্চাধিকধর্ম্মোপসংহার ইতি॥ ৩৪॥

"ত্রিষ্বপ্যেতেষু বেদান্তেষু" প্রকরণত্রয়েঽপি "পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে।" যদ্যেবং কথং তর্হি জীবোপাদানমস্তীত্যত আহ—"তাদাত্ম্যবিবক্ষয়ে"তি। নাস্যাং জীবঃ প্রতিপাদ্যতে কিন্তু পরমাত্মনোঽভেদং জীবস্য দর্শয়িতুমসাবনূদ্যতে। পরমাত্মবিদ্যায়াশ্চাভেদবিষয়ত্বান্ন ভেদাভেদ-বিচারাবতারঃ। তস্মাদেকবিদ্যমত্র সিদ্ধম্।

য়াছে। বিশেষতঃ ঐ প্রকরণ পরমাত্মসম্বন্ধীয। কেননা প্রোক্ত সন্দর্ভের প্রারম্ভ—"যাহা ধর্ম্মাদির অতীত—তাহাই বল" এইরূপে। উহার শেষ-বাক্যও পরমাত্মবিষয়ক। যথা—"যিনি অক্ষর অর্থাৎ কূটবন্নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম—" ইত্যাদি। এ সকল কথা "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" সূত্রে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। [তস্মাৎ...সংহার ইতি] অতএব, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞেয় ভেদ না থাকায় জ্ঞানভেদও নাই। অপিচ, বেদান্তত্রয়ের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে গেলে তাহাতে পরমাত্মবিদ্যাই বিজ্ঞাত হওয়া যায়। তন্মধ্যে যে জীবের গ্রহণ বা উল্লেখ আছে তাহা ব্রহ্মতাদাত্ম্য বিবক্ষায় জানিবে। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্যই ব্রহ্মসাহচর্য্যে জীবের কথন হইয়াছে জানিবে। ঐ সকল বাক্যে জীব একটী ব্রহ্মের ন্যায় পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই। আরও কথা এই যে, পরমাত্মজ্ঞানে ভেদাভেদ বিচার আসিতেই পারে না (স্থান পায় না)। সুতরাং এ বিচার সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মবিচারের উৎকর্ষকারক মাত্র। বিচারের ফল এই যে, প্রোক্ত কারণে অধিক ধর্ম্ম গুলির উপসংহার হইবেক। অর্থাৎ পক্ষিরূপক-বাক্যে ঋতপানাদি না থাকিলেও তাহা গৃহীত হইবেক।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥*

'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' ইত্যেবং দ্বিরুশস্তিকহোলপ্রশ্নয়োর্নৈরন্তর্য্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। তত্র সংশয়ঃ। বিদ্যৈকত্বং বা স্যাদ্বিদ্যানানাত্বং বেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ। অভ্যাসসামর্থ্যাৎ। অন্যথা হ্যন্যূনাতিরিক্তার্থং দ্বিরাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। তস্মাৎ যথাভ্যাসাৎ কর্ম্মভেদ এবমভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদ ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ। অন্তরাম্নানাবিশেষাৎ স্বাত্মনো

কৌষীতকেয়কহোলচাক্রায়ণোষস্তস্তৎপ্রশ্নোপক্রময়োর্ব্বিদ্যয়োর্নৈরন্তর্য্যেণাম্নাতয়োঃ কিমস্তি ভেদো ন বেতি বিশয়ে ভেদ এবেতি ব্রূমঃ। কুতঃ। যদ্যপ্যভয়ত্র প্রশ্নোত্তরয়োরভেদঃ প্রতীয়তে। তথাপি তস্যৈবৈকস্য পুনঃ শ্রুতেরবিশেষাদানর্থক্যপ্রসঙ্গাদ্‌যজত্যভ্যাসবদ্ভেদঃ প্রাপ্তঃ। ন চৈকস্যৈব তাণ্ডিনাং নবকৃত্ব-

---

বাজসনেয়ী শাখায় উশস্তি ও কহোল এই দুই মুনির প্রশ্নঘটিত আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে একবার এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—"যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—"। অন্যবার কথিত হইয়াছে—"যে আত্মা সর্ব্বান্তর।" পর পর অব্যবধানে ঐরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের ঐক্যানৈক্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। (প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মে অপরোক্ষত্ব রূপ আত্মধর্ম্ম থাকা কথিত হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রুতিতে সর্ব্বান্তরত্ব রূপ ব্রহ্মধর্ম্মক আত্মা অভিহিত হইয়াছেন। পর পর দুই প্রশ্নে দুই প্রকার অভিধান থাকাতেই উক্ত সংশয় উপস্থিত হয়।) সংশয়ের আকার এই যে, উক্ত উভয় প্রশ্নে জ্ঞানের ঐক্য আছে কি প্রভেদ আছে! প্রথম প্রশ্নের দ্বারা এক প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদিত ও দ্বিতীয় প্রশ্নে অন্য প্রকার জ্ঞান সঞ্চিত হইবে, ইহাই কি পরমার্থ? না উভয় প্রশ্নের সামঞ্জস্যে একই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে, ইহাই পরমার্থ! পর পর প্রশ্নদ্বয় থাকায় তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বপক্ষ দাঁড়ায়—উভয় প্রশ্ন বিভিন্ন জ্ঞান জন্মায়। এ

---

* ভূতগ্রামবৎ ভূতগ্রামদৃষ্টান্তেন অথবা ভূতগ্রামোপলক্ষিতশ্রুতিনিদর্শনেন স্বাত্মন এব অন্তরা সর্ব্বান্তরত্বং ততশ্চ বিদ্যৈক্যমিতি সূত্রার্থঃ।—যেমন পৃথিব্যাদি ভূতের একটী ব্যতীত সকল গুলি মুখ্য আন্তর নহে, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু সর্ব্বান্তর নহে। বিচারের ফল এই যে, আত্মজ্ঞান এক ও একই প্রকার; তাহাতে বিভেদ নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বিদ্যৈকত্বমিতি। সর্ব্বান্তরো হি স্বাত্মোভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে প্রত্যুচ্যতে চ। ন হি দ্বাবাত্মানাবেকস্মিন্ দেহে সর্ব্বান্তরৌ সম্ভবতঃ। তদা হ্যেকস্যাঞ্জসং সর্ব্বান্তরত্বং কল্প্যেত। একস্য তু ভূতগ্রামবন্নৈব সর্ব্বান্তরত্বং স্যাৎ। যথা পঞ্চভূতসমূহে দেহে পৃথিব্যা আপোঽন্তরা অদ্ভ্যশ্চ তেজোঽন্তরমিতি সত্যপ্যাপেক্ষিকে সর্ব্বান্তরত্বে নৈব মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বং ভবতি তথেহাপীত্যর্থঃ। অথবা ভূতগ্রামবদিতি শ্রুত্যন্তরং

উপদেশেঽপি যথা ভেদো ন ভবতি স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইত্যত্র তত্রগতাপ্যভেদ ইতি যুক্তম্। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি হি তত্র শ্রূয়তে তেনাভেদো যুজ্যতে। ন চেহ তথাস্তি। তেন যদ্যপীহ বেদ্যাভেদোঽবগম্যতে তথাপ্যেকত্র তস্যৈবাশনায়াদিমাত্রাত্যয়োপাধেরুপাসনাদেকত্র চ কার্য্যকরণবিবহোপাধেরুপাসনাদ্বিদ্যাভেদ এবেতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে। নৈতদুপাসনাবিধানপরমপি তু বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদনপরং প্রশ্নপ্রতিবচনালোচনেনো-

---

পক্ষ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুচ্চারণের শক্তিতেই স্বীকৃত হয়। যে স্থলে অর্থের ন্যূনাতিরেক না থাকে, যদি সমানার্থতা থাকে, তবে তাদৃশ উচ্চারণের দ্বিত্ব (দুইবার বলা) নিরর্থক। (অবশ্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ও সর্ব্বান্তর এ দু কথার অর্থপ্রভেদ আছে, অর্থপ্রভেদ না থাকিলে পুনরুক্ত দোষ হইবেক) অতএব, যেমন অভ্যাসের (দ্বিরুচ্চারণের) বলে কর্ম্মের ভেদ স্বীকৃত হয় তেমন বিদ্যাভেদও স্বীকৃত হইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ। আত্মসম্বন্ধীয় আন্তর্য্য কথনের অবিশেষ থাকায় (প্রভেদ না থাকায়) বিদ্যার একত্ব পক্ষই গ্রাহ্য। [সর্ব্বান্তরো...ইত্যর্থঃ] উক্ত উভয়সন্দর্ভেই অবিশেষে সর্ব্বান্তর আত্মা জিজ্ঞাসিত ও প্রত্যুত্তরিত হইয়াছেন। একই দেহে দুই আত্মার সর্ব্বান্তরতা অসম্ভব। সুতরাং একের মুখ্য সর্ব্বান্তরতা ও অপরের ভূতসমূহের দৃষ্টান্তে আপেক্ষিক সর্ব্বান্তরতা, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের অন্তরতা, জল অপেক্ষা তেজের অন্তরতা, এইরূপে সকল গুলিই আপেক্ষাকৃত সর্ব্বান্তর, কোনওটী মুখ্য বা স্বতঃ সর্ব্বান্তর নহে, তেমনি, একই দেহে আত্মাদ্বয়ের সর্ব্বান্তরতা আপেক্ষিক সর্ব্বান্তরতা ব্যতীত মুখ্য সর্ব্বান্তরতা হইবার সম্ভাবনা নাই। [অথবা...বিদ্যৈকত্বম্] অথবা এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পার। ভূতগ্রামবৎ

নিদর্শয়তি। যথা 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষ্বেক এব সর্ব্বান্তর আত্মা আম্নায়ত এবমনয়োরপি ব্রাহ্মণয়োরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বেদ্যৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপ-
দেশান্তরবৎ ॥ ৩৬ ॥*

অথ যদুক্তমনভ্যুপগম্যমানে বিদ্যাভেদে আম্নানভেদানুপপত্তিরিতি তৎপরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। উপপলভ্যতে। কিমতো যদ্যেবমেতদতো ভবতি। বিধেরপ্রাপ্তপ্রাপণার্থত্বাৎ প্রাপ্তাবনুপপত্তিঃ। বস্তুস্বরূপস্তু পুনঃপুনরুচ্যমানমপি ন দোষমাবহতি। শতকৃত্বোঽপি হি পথ্যং বদন্ত্যাপ্তাঃ। বিশেষতস্তু বেদঃ পিতৃভ্যামপ্যভ্যর্হিতঃ। ন চ সর্ব্বথা পৌনরুক্ত্যম্। একত্রাশনায়াদ্যত্যয়াদন্যত্র চ কার্য্যকরণপ্রবিলয়াৎ। তস্মাদেকা বিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। উভাভ্যামপি বিদ্যাভ্যাং ভিন্ন আত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি যো মন্যতে পূর্ব্বপক্ষৈকদেশী তং প্রতি সর্ব্বান্তরত্ববিরোধো দর্শিতঃ।

এই কথায় শ্রুত্যন্তর নিদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ যদ্রূপ সমুদায ভূতগ্রামের মধ্যে একই আত্মবস্তু সর্ব্বান্তর, তদ্রূপ। শ্রুত্যন্তর যথা—"সেই একই দেব সমুদায ভূতে গূঢ, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) অন্তরাত্মা।" এই শ্রুতিতে একই আত্মা সমুদায ভূতে সর্ব্বান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, নিদর্শিত শ্রুতিদ্বয়েব প্রতিপাদ্য এক, সে জন্য তদ্বিষযক জ্ঞানও এক।

বলা হইযাছিল, জ্ঞানভেদ স্বীকাব ব্যতীত শ্রুত্যুক্ত দ্বিরুচ্চারণ সঙ্গত হয় না, এই সূত্রে সে আপত্তির প্রত্যাপত্তি হইতেছে। উত্থাপিত আপত্তির

---

* অন্যথা বিদ্যাভেদাঽনঙ্গীকারে ভেদানুপপত্তিরভ্যাসশ্রুতের্ব্বাধঃ স্যাদিতি ন বক্তব্যম্। উপদেশান্তরবৎ অন্যোপদেশ ইবাঽভ্যাসঃ সে সঙ্গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অন্যোপদেশস্তত্ত্বমসি-বাক্যম্। তচ্চ নবকৃত্বঃ প্রদিষ্টম্। স এবাভ্যাসঃ কর্ম্মভেদকো ভবেৎ যো নিরর্থক এব স্যাৎ। ইহতুশস্তি ব্রাহ্মণোক্তাত্মন এবাশনায়াদ্যুৎপন্নরূপবিশেষকথনার্থত্বাদভ্যাসোঽন্যথাসিদ্ধো ন বিদ্যাভেদক ইতি নির্গলিতার্থঃ।—"উক্তিভেদ অনুসারে জ্ঞানভেদ স্বীকার না করিলে উক্তিভেদের বৈয়র্থ্য হয় এ কথা এ স্থলে বলিতে পার না। ঐ উক্তিভেদ অন্য উপদেশের অর্থাৎ তত্ত্বমসি উপদেশের দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইবে। তত্ত্বমসি-বাক্য নয় বার উচ্চারিত হইয়াছে অথচ সে-স্থলে জ্ঞানের একত্ব আছে। এখানেও সেইরূপ থাকিবেক।

দেশান্তরবদুপপত্তেঃ। যথা তাণ্ডিনামুপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি নবকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন বিদ্যাঽভেদো ভবত্যেবমিহাপি ভবিষ্যতি। কথঞ্চ ন নবকৃত্ব উপদেশে বিদ্যাভেদো ভবতি। উপক্রমোপসংহারাভ্যামৈকার্থ্যাবগমাৎ। 'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' ইতি চৈকস্যৈবার্থস্য পুনঃপুনঃ প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেনোপক্ষেপাদাশঙ্কান্তরনিরাকরণেন চাসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ। এবমিহাপি প্রশ্নরূপাভেদাৎ 'অতোঽন্যদার্ত্তম্' ইতি চ পরিসমাপ্ত্যঽবিশেষাদুপক্রমোপসংহারৌ তাবদেকার্থবিষয়ৌ দৃশ্যেতে। 'যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম' ইতি দ্বিতীয়েঽপি প্রশ্ন এব-কারং প্রযুঞ্জানঃ পূর্ব্বপ্রশ্নগতমেবার্থমুত্তরত্রাকৃষ্যমাণং দর্শয়তি। পূর্ব্বস্মিংশ্চ

ইত্যস্য তু পূর্ব্বপক্ষতত্ত্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। সুগমমন্যৎ।

প্রতি আমরা বলি, ঐরূপ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তি দোষাবহ নহে। উহা অন্য উপদেশের দৃষ্টান্তে উপপন্ন (সঙ্গত) হইতে পারে। যেমন তাণ্ডিশাখার উপনিষদের (ছান্দোগ্যের) ষষ্ঠ প্রপাঠকে "হে শ্বেতকেতু! সে-ই আত্মা—তাহাই তুমি" এইরূপ উপদেশ নবকৃত্বঃ অর্থাৎ ৯ বার আম্রেড়িত হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ স্বীকৃত হয় নাই, ঐ ৯ বারে একই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বান্তরতার অভ্যাস (দ্বিরুক্তি) ও সেইরূপ জানিবে। [কথঞ্চ...ভেদাৎ] নয় বার উপদেশ হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ হয় নাই। কেননা সে স্থলে জ্ঞেয়ের একত্বই জ্ঞানের একত্ব সমর্থন করিতেছে। একার্থ বা জ্ঞেয় পদার্থের একত্ব তৎপ্রস্তাবের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি এই দুএর দ্বারা নির্ণীত হয়। "হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমাকে বুঝান্" শ্রুতি এইরূপে সেই একই বস্তু বার বার বুঝাইতে ইচ্ছুক। শ্রুতির তাদৃশ ইচ্ছার কারণ এই যে, ঐ বিষয়ে যে আনুষঙ্গিক আশঙ্কা আইসে, বা শঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই আপতিত আনুষঙ্গিক আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পুনঃ পুন উপদেশ করা অতীব কর্ত্তব্য। সেখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আশঙ্কা নিবারণার্থ উপদেশের পৌনঃপুন্য, সেইরূপ, এখানেও জানিবে। এখানেও প্রশ্নরূপের বা প্রষ্টব্য বস্তুর অভেদ (একত্ব), আছে। [অতো...বিদ্যেতি] "এই সর্ব্বান্তর আত্মা ব্যতীত সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ বিনাশী" এইরূপে ঐ উভয় প্রবন্ধের উপসংহার (সমাপ্তি) হইয়াছে। উপক্রমের অর্থও (প্রতিপাদ্যও) উক্ত

ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ কথ্যতে। উত্তরস্মিংস্তু তস্যৈবাশনায়াদিসংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষঃ কথ্যতে। ইত্যেকার্থতোপপত্তিস্তস্মাদেকা বিদ্যেতি ॥ ৩৬ ॥

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৭ ॥*

'তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্' ইত্যৈতরেয়িণ আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য সমামনন্তি। তথা জাবালাঃ 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে অহং বা ত্বমসি' ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ ব্যতিহারেণোভয়রূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা, উত একরূপৈ-

---

উৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টরূপাপত্তের্নোভয়তোভয়রূপানুচিন্তনম্। অপি তু নিকৃষ্টে জীব উৎকৃষ্টরূপাভেদচিন্তনমেবং হি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টো ভবতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ইতরেতরানুবাদেনেতরেতররূপবিধানাদুভয়ত্রোভয়চিন্তনং বিধীয়তে। ইতরথা তু যোঽহং সোসাবিত্যেতাবদেবোচ্যেত। জীবাত্মানমনূদ্যেশ্বরত্বমস্য বিধীয়েত। ন ত্বীশ্বরস্য জীবাত্মত্বং যোসৌ সোঽহমিতি যথা তত্ত্ব-

---

উভয়ের এক। শ্রুতি দ্বিতীয় প্রশ্নে এক শব্দ প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্ব্বপ্রশ্নগত অর্থের আকর্ষণ দেখাইয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে (বেদবিভাগে) কার্য্য-করণ-ব্যতিরিক্ত (দেহাদ্যতিরিক্ত) আত্মার অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে, তৎপরে পরবর্ত্তী শ্রুতিতে সেই আত্মারই সংসার-ধর্ম্মাতীতত্ব-রূপ-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে উক্ত উভয় শ্রুতির একার্থতা উপপন্ন হয় এবং সেই কারণেই বিদ্যার বা জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধান্তিত হয়।

ঐতরেয়-শাখীরা আদিত্য পুরুষ লক্ষ্য করিয়া "আমিই উনি। উনিই আমি" এইরূপ বলিয়া থাকেন (উপাসনা করেন)। জাবালেরাও "ভগবতি দেবতে! তুমিই আমি, আমিও তুমি" এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ বিনিময়াত্মক ভাবনার বোধক বাক্য বলেন। [তত্র...ব্যতিহার ইতি] সুতরাং সেখানেও সংশয় এই যে, উপাসক ঐ ব্যতিহার পাঠ দৃষ্টে উভয় প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করিবেক? কি একই প্রকার জ্ঞান আহরণ করিবেক? পূর্ব্বপক্ষ

---

* জীবেশ্বরয়োর্ম্মিথোবিশেষণবিশেষ্যভাবো ব্যতিহারঃ স চোপাসনার্থমেবোপদীয়তে ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেতরে গুণা সর্ব্বাত্মত্বাদয়ঃ ধ্যানায় কথিতাস্তথা। হি যতঃ। বিশিংষন্তি উভয়োচ্চারণেন রূপেণোপদিশন্তি বেদপাঠকা ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—"যে আমি, সে-ই উনি" "তুমিই আমি, অথবা আমিই তুমি" ইত্যাদি ব্যতিহার ধ্যানার্থ উপদিষ্ট। অন্য শ্রুতিতে ধ্যানের নিমিত্ত বা উপাসনার্থ যেমন সর্ব্বাত্মতাদি ধর্ম্ম উচ্চারিত, তেমনি, এখানেও ধ্যানার্থ বা উপাসনার্থ ব্যতিহার উপদিষ্ট। বেদাচার্য্যগণ অন্যত্রও ঐরূপ-বিশেষ পাঠ করিয়াছেন।

বেত্তি । একরূপৈবেতি তাবদাহ । ন হ্যত্রাত্মন ঈশ্বরেণৈকত্বং মুক্ত্বাহন্যৎ কিঞ্চিৎ চিন্তয়িতব্যমস্তি । যদি চৈবং চিন্তয়িতব্যম-বিশেষঃ পরিকল্প্যেত সংসারিণশ্চেশ্বরাত্মত্বমীশ্বরস্য চ সংসা-র্য্যাত্মত্বমিতি তত্র সংসারিণস্তাবদীশ্বরাত্মত্ব উৎকর্ষো' ভবেৎ । ঈশ্বরস্য তু সংসার্য্যাত্মত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ । তস্মাদেকরূপ্য-মেব মতেঃ ।*ব্যতিহারাম্নায়স্তাবদেকত্বদৃঢ়ীকরণার্থঃ । ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহার ইতি । অয়মাধ্যানায়াম্নায়তে । ইতরবৎ । যথেতরে গুণাঃ সর্ব্বাত্মত্বপ্রভৃতয় আধ্যানায়াম্নায়ন্তে তদ্বৎ । তথা হি বিশিংষন্তি সমাম্নাতার উভয়োচ্চারণেন 'ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসি' ইতি । তচ্চোভয়রূপায়াং মতৌ কর্ত্ত-

মসীত্যত্র । তস্মাদুভযরূপমুভযত্রাধ্যানায়োপদিশ্যতে । নন্বেবমুৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্ট-ত্বপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং তৎ কিমিদানীং সগুণে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানেহস্য বস্তুতো নির্গুণস্য নিকৃষ্টতা ভবতি । • কস্মৈচিৎ ফলায় তথা ধ্যানমাত্রং বিধীয়তে ন ত্বস্য নিকৃ-ষ্টতামাপাদয়তীতি চেৎ । ইহাপি ব্যতিহারানুচিন্তনমাত্রমুপদিশ্যতে ফলায়

কোটীতে কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঐক্য ভাবনা ব্যতীত অন্য ভাবনা নাই। যদি তাহা না থাকে, আর ঐরূপ চিন্তাই করিতে হয়, তাহা হইলে অবিশেষ (অভেদ) কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অবি-শেষ (অভেদ) পক্ষে হয় সংসারী আত্মার ঈশ্বররূপতা, না হয় ঈশ্বরের সংসারিত্ব ঘটনা হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম কল্পে (পক্ষে) সংসারী আত্মার উৎকৃষ্টতা সিদ্ধি হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সংসারিত্বপক্ষ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহাকে নিকৃষ্ট করা হয়। অতএব, উক্তবাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বৈরূপ্য স্বীকার না করিয়া একরূপতা স্বীকার করাই ন্যায্য এবং সেই একরূপ্য দৃঢ় করিবার জন্যই ঐ ব্যতিহারশ্রুতি বিদ্যমান। •এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে প্রত্যুত্তর বলা হইতেছে—[অযমাধ্যানায়...কৃতত্বাৎ] ঐ ব্যতিহার ধ্যানের (উপাস-নার) নিমিত্তই অভিহিত। যেমন অন্যান্য গুণ বা ধর্ম্ম (সর্ব্বাত্মতা প্রভৃতি) ধ্যানের নিমিত্ত কথিত, তেমনি, ঐ ব্যতিহারও ধ্যানের নিমিত্ত অভিহিত। শ্রুতি-উচ্চারণকারী অথবা বেদ-পুরুষ উক্ত উভয় উচ্চারণ দ্বারা ঐরূপে বিশেষিত করিয়া থাকেন। "তুমিই আমি হইয়াছি, আমিই তুমি হইয়াছ।" এতদ্রূপ উভয়বোধক জ্ঞান উৎপাদিত হইলেই ঐ ব্যতি-

ব্যায়ামর্থবদ্ভবতি। অন্যথা হীদং বিশেষেণোভয়াম্নানমনর্থকং স্যাৎ। একেনৈব কৃতত্বাৎ। ননূভয়াম্নানস্যার্থবিশেষে পরিকল্প্যমানে দেবতায়াঃ সংসার্য্যাত্মত্বাপত্তের্নিকর্ষঃ প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্। নৈষ দোষঃ। ঐকাত্ম্যস্যৈবানেন প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ। নন্বেবং সতি স এবৈকত্বদৃঢ়ীকার আপদ্যেত। ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ কিং তর্হি ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা বচনপ্রামাণ্যাৎ নৈকরূপেত্যেতাবদুপপাদয়ামঃ ফলতস্ত্বেকত্বমপি দৃঢ়ীভবতি। যথা ধ্যানার্থেঽপি সত্যকামত্বাদিগুণোপদেশে 'তদ্‌গুণক ঈশ্বরঃ প্রসিধ্যতি তদ্বৎ। তস্মাদয়মাধ্যাতব্যো ব্যতিহারঃ সমানে চ বিষয় উপসংহর্ত্তব্য ইতি ॥ ৩৭ ॥

ন তু নিকৃষ্টতা ভবত্যুৎকৃষ্টস্য। অন্বাচযশিষ্টস্তু তাদাত্ম্যদার্ঢ্যং ভবন্নোপেক্ষামহে। সত্যকামাদিগুণোপদেশ ইব তদ্‌গুণেশ্বরসিদ্ধিবিতি। সিদ্ধমুভয়ত্রোভয়াত্মত্বাধ্যানমিতি।

হাব উক্তির সার্থক্য, অন্যথা ঐরূপ বিশেষেব (উভযোচ্চাবণের) নৈরর্থক্য। কেননা, উহাব এক প্রকাব উচ্চাবণই যথেষ্ট। [ননূভয...মানত্বাৎ] বলিযাছিলে যে, ঐ ব্যতিহার উচ্চাবণেব সম্পূর্ণ সার্থক্য রাখিতে গেলে নির্দ্দিষ্ট অর্থেব কল্পনা বা স্বীকাব করিতে হয, তাহাতে দেবতাব সংসারিত্ব সুতরাং নিকৃষ্টতা স্বীকাব কবিতে হয, তাহা অবশ্যই দোষ। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা দোষ নহে। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তাহাতে দোষ নাই। কেননা, ঐরূপেই ঐকাত্ম্য-চিন্তা কৃত হইয়া থাকে। [নন্বেবং...সংহর্ত্তব্য ইতি] যদি বল, তাহাতে সেই একত্বই দৃঢ় হইবে; আমবা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা একত্ব দৃঢ়ীকার বারণ করি না। আমরা বলি, বচন প্রমাণ অনুসারে ঐরূপ বিনিময় ভাবনা করিতে হইবেক। বচন ঐ প্রকারেব (দ্বৈরূপ্য উত্থাপনপক্ষের) উপদেশ মাত্র করে, অথচ দ্বৈরূপ্য প্রতিপাদন করে না (জন্মায না)। তাহারই ফলে একত্ব-পক্ষ দৃঢ় হয়, তজ্জন্য পৃথক্ প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। ধ্যানের নিমিত্তই সত্যকামত্বাদি গুণের উপদেশ, কিন্তু ফলদানকালে ঈশ্বর তদ্‌গুণবিশিষ্ট হন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ধ্যানকালে ব্যতিহার দৃষ্টি করিলে তাহাব

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥*

'স যো হৈবমেতং মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম' ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং বিধায়ানন্তরমাম্নায়তে 'তদ্‌যৎ তৎসত্যমসৌ স আদিত্যো য

'তদ্বৈতদেব তদা স সত্যমেব স যো হৈবমেতং মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমান্ লোকান্ জিত ইন্বসাবসন্ ভবেৎ য এবমেতং মহদ্‌যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।' পূর্ব্বোক্তস্য হৃদযাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সত্যমিত্যুপাসনমনেন সন্দর্ভেণ বিধীয়তে। তদিতি হৃদযাখ্যং ব্রহ্মৈকেন তদা পরামৃশতি। এতদেবেতি বক্ষ্যমাণং প্রকারান্তরমস্য পবামৃশতি। তত্তদাঽগ্রে আস বভূব। কিং তদিত্যত আহ সত্যমেব। সচ্চ মূর্ত্তং ত্যচ্চামূর্ত্তঞ্চ সত্যম্। (ত-কার লোপঃ) তদুপাসকস্য ফলমাহ—স যো হৈবমেতমিতি। যঃ প্রথমজং যক্ষং পূজ্যং বেদ। কথং বেদেত্যত আহ—সত্যং ব্রহ্মেতীতি। স জয়তীমান্ লোকান্। কিঞ্চ জিতো বশীকৃত ইন্নুশব্দ ইত্থং শব্দস্যার্থে বর্ত্ততে। বিজেতব্যত্বেন বুদ্ধিসন্নিহিতং শত্রুং পরামৃশতি—অসাবিতি। অসত্তবেন্নশ্যেৎ। উক্তমর্থং নিগমযতি য এবমেতমিতি। এবং বিদ্বান্ কস্মাজ্জয়তীত্যত আহ—সত্যমেব যস্মাদ্‌ব্রহ্মেতি। অতস্তদুপাসনাৎ ফলোৎপাদোঽপি সত্য ইত্যর্থঃ। তদ্‌যত্তৎ সত্যং কিমসৌ—অত্রাপি তৎপদাভ্যাং রূপপ্রকারৌ পরামৃষ্টৌ। কস্মিন্নালম্বনে তদুপাসনীয়মিত্যত উত্তরম্ "স আদিত্যো য এষ" ইত্যাদিনা—তস্যোপনিষদহরহমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদেত্যন্তেন। উপনিষদ্রহস্যং নাম তস্য নির্ব্বচনং হন্তি পাপ্মানং জহাতি চেতি হন্তের্জ্জহাতের্ব্বা রূপমেতৎ। তথা চ নির্ব্বচনং কুর্ব্বন্ ফলং পাপহানিমাহেতি। তমিমং বিষয়মাহ ভাষ্যকারঃ—"স যো হৈবমেত"মিতি। "সনামাক্ষরোপাসনা"মিতি। তথা চ শ্রুতিঃ তদেতদক্ষরং সত্যমিতি। স

ফলকালে একত্ব দৃষ্টি স্থিরা হইয়া থাকে। অতএব, ঈশ্বর বা উপাস্য-দেবতা কথিতপ্রকার ক্রমেই ধ্যাতব্য।

বাজসনেয়ী-শাখায় "যে উপাসক এই মহৎ পূজনীয় প্রথমজ সত্য-

* সৈব পূর্ব্বোক্তা এব সত্যবিদ্যা পরত্রোপদিশ্যতে। হি যতঃ। সত্যাদয়ো গুণা পূর্ব্বোক্তা এব পরত্রেত্যভিজ্ঞায়তে।—বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে সত্যাবিদ্যা কথিত হইয়াছে সেই সত্যবিদ্যাই তদ্‌ব্রাহ্মণের অপর সন্দর্ভে অভিহিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—একই সত্যবিদ্যা (সত্য ব্রহ্মোপাসনা) সন্দর্ভদ্বয় দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ' ইত্যাদি।' তত্র সংশয়ঃ—কিং দ্বে এতে সত্ত্যবিদ্যে কিং বৈকৈবেতি। দ্বে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভেদেন হি ফল-সম্বন্ধো ভবতি। "জয়তীমাংল্লোকান্" ইতি পুরস্তাৎ, "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ" ইত্যুপরিষ্টাৎ। প্রকৃতাকর্ষণং তূপা-স্যৈকত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। একৈবেয়ং সত্ত্য বিদ্যেতি। কুতঃ। "তদ্যৎ তৎসত্ত্যম্" ইতি প্রকৃতাক-র্ষণাৎ। নন্বু বিদ্যাভেদেঽপি প্রকৃতাকর্ষণমুপাস্যৈকত্বা-

---

ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যম।

ব্রহ্ম জানে, উপাসনা করে" ইত্যাদি ক্রমে সত্যবিদ্যা নাম্নী উপাসনা বিহিত হইয়াছে। তাহার অনন্তর অভিহিত হইয়াছে—"সেই যে সত্য, তাহাই এই আদিত্য এবং সেই সত্যই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুরুষ।" ইত্যাদি। এখানে সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে দুই সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে কি একই সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, দুই সত্যবিদ্যা। কারণ এই যে, পূর্ব্বাপর বাক্যে দুই বিভিন্ন ফল শ্রুত হইয়াছে। প্রথম বাক্যে "সে ইহলোক জয় করে" এইরূপ ফলশ্রবণ আছে এবং পর বাক্যে "সে পাপ পরিত্যাগ করে" এইরূপ ফল কথিত আছে। উপাস্য এক বলিয়া পর বাক্যে প্রস্তাবিত উপাস্যের আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া তৎসিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, একই সত্যবিদ্যা (সত্যব্রহ্মোপাসনা)। তৎপ্রতি হেতু—পরবাক্যে প্রস্তাবিত পদার্থের আকর্ষণ। বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব ব্যতীত পর বাক্যে পূর্ব্বোক্ত উপাস্যের আকর্ষণ কেন হইবে? [নন্বু ..নিশ্চয়ঃ] বলিয়াছিলে যে, উপা-সনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্য এক বলিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত সত্যের আকর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে দোষ কি? কি দোষ হইল? বস্তুতঃ তাহা নহে। যে স্থলে বিস্পষ্ট কারণান্তর বশতঃ উপাসনা-ভেদ প্রতীত হয়, স্থিরীকৃত হয়, সেই স্থলে উপাসনাভেদ হইলেও প্রকৃতাকর্ষণ দোষাবহ হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ বিদ্যাভেদ বোধক কারণান্তর নাই। প্রস্তাবিত স্থলে উভয় প্রকার সম্ভব বলিয়া "তৎ যৎ সৎত্যং" এবম্প্রকারে প্রকৃ-তের আকর্ষণ করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্ববিদ্যাসম্বদ্ধ সত্যই

দুপপদ্যত ইত্যুক্তম্। নৈতদেব। যত্র হি বিস্পষ্টাৎ কারণান্তরা-দ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে তত্রৈতদেবং স্যাৎ। অত্র তূভয়থাসম্ভবে তদ্যৎ তৎ সত্যমিতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ব্ববিদ্যাসম্বন্ধমেব সত্যমুত্তরত্রাকৃষ্যত ইত্যেকবিদ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। যৎ পুনরুক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরমিতি। অত্রোচ্যতে। তস্যোপনিষদ-হরহমিতি চাঙ্গান্তরোপদেশস্য স্তাবকত্বমিদং ফলান্তরশ্রবণ-মিত্যদোষঃ। অপি চার্থবাদাদেব ফলে কল্পয়িতব্যে সতি বিদ্যৈকত্বে চাবয়বেষু শ্রূয়মাণানি বহূন্যপি ফলান্যবয়বিন্যা-মেব বিদ্যায়ামুপসংহর্ত্তব্যানি ভবন্তি। তস্মাৎ সৈবেয়মেকা সত্যবিদ্যা তেন তেন বিশেষণোপেতাম্নায়ত ইত্যতঃ সর্ব্ব এব সত্যাদয়ো গুণা একস্মিন্ প্রয়োগে উপসংহর্ত্তব্যা ভবন্তি।

মধ্যতোনৃতম্। তদেতদনৃতং সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূতমেব ভবতি। নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তীতি। তীতীকারানুবন্ধ উচ্চারণার্থঃ। নিরনুবন্ধস্তকারো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র হি প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মৃত্যুরূপাভাবাৎ। মধ্যতোমধ্যে-ঽনৃতমনৃতং হি মৃত্যুঃ। মৃৎস্বনৃতয়োস্তকারসাম্যাৎ। তদেতদনৃতং মৃত্যুরূপ-মুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতম্। অন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাভ্যাম্। অস্তোকিঞ্চিৎ-করং তৎ সত্যভূয়মেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি। শেষমুতিবোহিতার্থম্। সেয়ং সত্যবিদ্যায়াঃ সনামাক্ষরোপাসনতা। যদ্যপি তদ্যৎ সত্যমিতি প্রকৃতানুক-

---

উভয়ত্র অর্থাৎ পর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই বিদ্যার ঐক্য স্থিরীকৃত হইতেছে। [যৎপুন...হর্ত্তব্যা ভবন্তি] বলিয়াছিলে যে, ফলভেদ শ্রুত আছে, সেই কারণে বিদ্যার (উপাসনার) ভেদ স্বীকৃত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। "তাহার উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্য অহঃ ও অহং" এই যে অঙ্গান্তরের উপদেশ, ঐ ফলান্তর শ্রবণ সেই উপদেশের স্তাবক। অর্থাৎ যখন অঙ্গবিশেষের প্রসংশার্থ ঐ ফলভেদ কথিত হইয়াছে তখন কি জন্য উক্ত দোষ হইবে? অন্য কথা এই যে, যেস্থলে অর্থবাদ অনুসারে ফলকল্পনা করিতে হয়, যেস্থলে বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাস-নার) একত্ব থাকে, সে স্থলে অঙ্গকর্ম্মে বহু ফল শ্রুত থাকিলেও সে সকল ফল অঙ্গীতে অর্থাৎ প্রধান উপাসনায় উপসংহার (সমাবেশ) করিতে হয়। সেই জন্য, সেই একই সত্যবিদ্যা সেই সেই বিশেষণে অন্বিত হইয়া আম্নাত (শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত) হইয়াছে এবং সেই কারণেই সত্যাদি সমুদায়

কেচিৎ পুনরস্মিন্ সূত্র ইদং বাজসনেয়কমক্ষ্যাদিত্যপুরুষ-বিষয়ং বাক্যম্। ছান্দোগ্যে চ 'অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতেঽথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুদাহৃত্য সৈবেয়মক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যোভয়ত্রৈকেতি কৃত্বা সত্যাদিগুণান্ বাজসনেয়িভ্যশ্ছন্দোগানামুপসংহার্য্যান্মন্যন্তে তন্ন সাধু লক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে হি কর্ম্মসম্বন্ধিনীয়মুদ্গীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা বিজ্ঞায়তে। তত্র হ্যাদিমধ্যাবসানেষু

র্ষেণাভেদঃ প্রতীয়তে তথাপি ফলভেদেন ভেদঃ সাধ্যভেদেনেব নিত্য-কাম্যবিষয়য়োর্দ্দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেতেতি শাস্ত্রয়োঃ সত্যপ্যনুবন্ধাভেদেঽভেদ ইতি প্রাপ্ত প্রত্যুচ্যতে। একৈবেয়ং বিদ্যা তৎ সত্যমিতি প্রকৃতপরামর্শাদভেদেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন চ ফলভেদঃ। তস্যোপনিষদহরহমিতি। তস্যৈব যদঙ্গান্তরং রহস্যনাম্নোপাসনং তৎপ্রশংসার্থোঽর্থবাদোঽয়ং ন ফলবিধিঃ। যদি পুনর্ব্বিদ্যাবিধাবধিকারশ্রবণাভাবাৎ তৎকল্পনায়ামার্থবাদিকং ফলং কল্প্যেত ততো জাতেষ্টাবিবাগৃহ্যমাণবিশেষতয়া সম্বলিতাধিকারকল্পনা। ততশ্চ সমস্তার্থবাদিকফলযুক্তমেকমেবোপাসনমিতি সিদ্ধম্। পরকীয়ং ব্যাখ্যানমুপন্যস্যতি—"কেচিৎ পুনরি"তি। বাজসনেয়কমপ্যক্ষ্যাদিত্যবিষয়ং ছান্দোগ্যমপীত্যুপাস্যাভেদাদভেদঃ। ততশ্চ বাজসনেয়োক্তানাং সত্যাদীনামুপসংহার ইত্যত্রার্থে সৈব হি সত্যাদয় ইতি সূত্রং ব্যাখ্যাতং তদেতদ্দূষয়তি—"তন্ন সাধ্বি"তি। জ্যোতিষ্টোমকর্ম্মসম্বন্ধি-

---

গুণ এক প্রয়োগে সংযোজিত করিতে হয়। [কেচিৎ···লক্ষ্যতে] কেহ কেহ এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে অক্ষিপুরুষ উপাসনা বোধক বাক্য আছে—সেই বাক্যই এই সূত্রের বিষয় অর্থাৎ তাহাই এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও "যিনি ঐ আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ—যিনি এই নেত্রে নেত্রাধিষ্ঠিত পুরুষ—"এইরূপ আছে। তাহা দেখিয়া তাঁহারা বলেন, একই অক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিদ্যা (চক্ষুঃ প্রতীকে ও আদিত্যপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা) উক্ত উভয় স্থলে (ছান্দোগ্যে ও আরণ্যকে) অভিহিত হইয়াছে সুতরাং ছন্দোগেরা বাজসনেয়ীশাখা হইতে তদুক্ত গুণ সকল সঙ্কলন করিবেন। বাদিগণের এই ব্যাখ্যা সাধু নহে। [ছান্দোগ্যে...যুক্তেতি] কেননা, ছান্দোগ্যোক্ত বিদ্যা উদ্গীথ ঘটিত এবং তাহা কর্ম্মসম্পর্কীয়। সে স্থলে প্রোক্ত সন্দর্ভের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কর্ম্মবোধক চিহ্নও আছে। আদিতে যথা—"ইহাই ঋক্,

কর্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' ইত্যুপক্রমে 'তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাৎ উদ্গীথঃ' ইতি 'মধ্যে 'য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' ইত্যুপসংহারে। নৈবং বাজসনেয়কে কিঞ্চিৎ কর্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নমস্তি। তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যাভেদে সতি গুণব্যবস্থৈব যুক্তেতি ॥ ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩৯ ॥*

'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ' ইতি প্রস্তুত্য ছন্দোগা অধীয়তে 'এষ আত্মা-

---

নীষমুদ্গীথব্যপাশ্রয়েত্যনুবন্ধাভেদেঽপি সাধ্যভেদাদ্ভেদ ইতি বিদ্যাভেদাদনুপসংহার ইতি।

ছান্দোগ্যবাজসনেযবিদ্যযোর্যদ্যপি সগুণনির্গুণত্বেন ভেদঃ। তথাহি— ছন্দোগ্যে অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিত্যাত্মবৎ

অগ্নি ও সাম।" মধ্যে যথা—"ঋক্ ও সাম তাহার গেষ্ণ (পর্ব্ব বা গ্রন্থি), সেই জন্য তাহা উদ্গীথ।" অন্তে যথা—"যে এইরূপ জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া, সামগান করে।" ইত্যাদি। কিন্তু বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে ঐরূপ কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় চিহ্ন দেখা যায় না। সেখানকার প্রক্রম ভিন্ন। অতএব যেস্থলে বিদ্যাভেদ—সেস্থলে গুণমুখ্য ব্যবস্থাই গৃহীতব্য। অর্থাৎ যেস্থলে অঙ্গের ও প্রধানের বিবোধ—সে স্থলে প্রধানের আশ্রয়েই অঙ্গের প্রবেশ, এই জৈমিন্যুক্ত ন্যায় গৃহীতব্য। কেননা প্রধানই বলবৎ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ "ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে দহর-পরিমাণ (দহর=অল্প) পদ্ম ও দহর-পরিমাণ গৃহ (পদ্মাকার স্থান), তাহাতে যে অন্তরাকাশ—" এইরূপ বলিয়া বলিয়াছেন—"তাহাই আত্মা। এই আত্মা নিষ্পাপ অজর অমৃত্যু বিশোক ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিত সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি। বাজসনেয় শাখাধ্যায়ীরাও "সেই এই মহান্ ও জন্মাদি-

---

* একত্রোক্তাঃ সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মা ইতরত্রাপি নীযন্তে। অত্র হেতুরায়তনাদীনাং সামান্যং (সমানত্বং)। আয়তনং হৃদয়াদি। বেদ্য ঈশ্বরঃ। তস্য চ লোকাসম্ভেদপ্রযোজনং সেতুত্বম্। এতৎসর্ব্বং ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকয়োস্তুল্যত্বেন পঠিতমতত্রবেহ বিদ্যৈক্যমিতি সূত্রস্থপদসমুদায়ার্থঃ।—ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে সগুণ নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যকামত্বাদি ও সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত আছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই উপসংহার্য্য। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্য ও ছান্দোগ্য গুণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবেক। ফলিতার্থ—উক্ত উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

হ্পহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি। তথা বাজসনেয়িনঃ 'স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিংশ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী' ইত্যাদি। তত্র বিদ্যৈকত্বং পরস্পরগুণোপযোগশ্চ কিং বা নেতি সংশয়ে বিদ্যৈকত্বমিতি প্রাপ্তম্। তত্রেদমুচ্যতে কামাদীতি। সত্যকামাদীত্যর্থঃ। যথা দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। যদেতচ্ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য সত্যকামত্বাদিগুণজাতমুপলভ্যতে তদিতরত্র বাজসনেয়কে 'স বা এষ মহানজ আত্মা' ইত্যত্র সম্বধ্যেত। যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বাদ্যুপলভ্যতে তদপীতরত্র ছান্দোগ্যে 'এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা' ইত্যত্র সম্বধ্যেত।

কামানামপি বেদত্বং শ্রূয়তে। বাজসনেয়ে তু নির্গুণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশ্যতে বিমোক্ষায় ব্রূহীতি তথাপি তয়োঃ পরস্পরগুণোপসংহারঃ। নির্গুণায়াং তাবদ্বিদ্যায়াং ব্রহ্মস্তুত্যর্থমেব সগুণবিদ্যাসম্বন্ধিগুণোপসংহারঃ সম্ভবী। সগুণায়াঞ্চ যদ্যপ্যাধ্যানায় ন বশিত্বাদিগুণোপসংহারসম্ভবঃ। ন হি নির্গুণায়াং বিদ্যায়া-

---

রহিত আত্মা—যিনি এই প্রাণের (ইন্দ্রিয়গণের) মধ্যে বিজ্ঞানময়। ইনিই হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ—তাহাতে শয়ান। ইনিই সর্ব্বনিয়ন্তা।" এইরূপ বলেন বা পাঠ করেন। এই দুই শ্রুতিতেও বিদ্যার একত্ব ও পরস্পর গুণসমাবেশ হইবে কি-না তাহা সংশয়িত। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষে বিদ্যার একত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতেই বলা হইল—কামাদীতরত্র। [সত্য...সামান্যাৎ] কামাদি অর্থাৎ সত্যকামত্বাদি। লোকে যেমন দেবদত্তকে দত্ত বলিয়া ডাকে, সত্যভামাকে ভামা বলে, তেমনি, সূত্রকার সত্যশব্দের পরিলোপে কামাদি বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে হৃদয়াকাশের সত্যকামত্বাদি গুণ বলিয়াছেন, সে সকল গুণ ইতরত্র অর্থাৎ বাজসনেয় ব্রাহ্মণস্থ "সেই এই মহান্ ও জন্মাদিরহিত আত্মা" এতৎ স্থলেও সংগৃহীত হইবেক। আবার বাজসনেয় ব্রাহ্মণে যে সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাও ছান্দোগ্যোক্ত "সেই আত্মা নিষ্পাপ" ইত্যাদি বাক্যে সম্বদ্ধ হইবেক। কারণ এই যে, উভয়ত্র আয়তনের (হৃদয়াদি উপাসনা স্থানের) ও উপাস্যদেবতার সমানতা

কুতঃ। আয়তনাদিসামান্যাৎ। সমানং হ্যুভয়ত্রাঽপি হৃদয়মায়তনং সমানশ্চ বেদ্য ঈশ্বরঃ সমানঞ্চ তস্য সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং দৃশ্যতে। ননু বিশেষোঽপি দৃশ্যতে ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য গুণযোগো বাজসনেয়কে ত্বাকাশস্থস্য ব্রহ্মণ ইতি। ন। 'দহর উত্তরেভ্যঃ' ইত্যত্র [বেং সূং ১।৩।১৪] ছান্দোগ্যেঽপ্যাকাশশব্দং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ন্ত্বত্র বিদ্যতে বিশেষঃ। সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইত্যাত্মবৎ কামানামপি বেদ্যত্বশ্রবণাৎ। বাজসনেয়কে তু নির্গুণমেব পরং ব্রহ্মোপ-

---

মাধ্যাকস্যাত্বেনৈতে চোদিতা যেনাত্রাধ্যেয়ত্বেন সম্বধ্যেরন্নপি তু সত্যকামাদিগুণনান্তরীয়কত্বেনৈতেষাং প্রাপ্তিরিত্যুপসংহার উচ্যতে। এবং ব্যবস্থিত এষ সঙ্ক্ষেপোঽধিকরণার্থস্য সাম্যবাহুল্যেপ্যেকত্রাকাশাধারত্বস্যাপরত্র চাকাশতাদাত্ম্যস্য শ্রবণাদ্ভেদে বিদ্যয়োর্ন পরস্পরগুণোপসংহার ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। বাঢ়ান্তস্য

আছে। [সমানং · পিতত্বাৎ] হৃদয়রূপ আয়তন অর্থাৎ ধ্যানের আশ্রয়স্থান, ধ্যেয় ঈশ্বর, তাঁহার লোক-সাঙ্কর্য্য-নিবারক (মর্য্যাদা সংস্থাপক) সেতুভাব, এ সমস্তই উভয় শাখায় সমান। যদি বল, ছান্দোগ্যের সহিত বাজসনেয়ীর বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, কেননা ছান্দোগ্যে আছে, ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের কিন্তু বাজসনেয় শাখায় আছে, ঐ সকল ধর্ম্ম আকাশস্থ ব্রহ্মের। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা ছান্দোগ্যে যে আকাশ-শব্দ কথিত হইয়াছে তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থেই সেই আকাশ-শব্দের প্রয়োগ। এ সিদ্ধান্ত আমরা "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে স্থাপনা করিয়াছি। [অয়ন্ত্বত্র...দ্রষ্টব্যম্] সে বিচারের সহিত এ বিচারের প্রভেদ এই যে, ছান্দোগ্যোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সগুণ। যথা—"যে উপাসক এতৎ শরীরে আত্মা ও এই সকল সত্যকামনা বিদিত হয়, হইয়া পরলোকগামী হয়" ইত্যাদি। এ উপদেশে আত্মার ন্যায় কামনাসমূহেরও বেদ্যত্ব শুনা যাইতেছে। কিন্তু বাজসনেয়ী শাখায় নির্গুণ পরব্রহ্মের উপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—"অতঃপর যাহা বিমোক্ষের জন্য—মোক্ষের হেতু—তাহাই বলুন।" "এই পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ উদাসীন।" এ সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নির্গুণ বিদ্যাতেই সঙ্গত হয়। বাজসনেয়োক্ত সন্দর্ভে যে বশিত্বাদি

দিশ্যমানং দৃশ্যতে "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিপ্রশ্নপ্রতিবচনসমন্বয়াৎ। বশিত্বাদি তু তত্তৎস্তুত্যর্থমেব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তথা চোপরিষ্টাৎ 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' ইত্যাদিনা নির্গুণমেব ব্রহ্মোপসংহরতি। গুণবতস্তু ব্রহ্মণ একত্বাদ্বিভূতিপ্রদর্শনায়ায়ং গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৩৯॥

আদরাদলোপঃ॥ ৪০॥*

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রূয়তে 'তদ্‌যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং

সর্ব্বসাম্যমেবোভয়ত্রাপ্যাত্মোপদেশাদাকাশশব্দেনৈকত্রাত্মোক্তোঽন্যত্র চ দহবাকাশাধারঃ স এবোক্ত ইতি সর্ব্বসাম্যাদ্ ব্রহ্মণ্যুভয়ত্রাপি সর্ব্বগুণোপসংহারঃ। সগুণনির্গুণত্বেন তু বিদ্যাভেদেঽপি গুণোপসংহারব্যবস্থা দর্শিতা। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

অস্তি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং তদুপাসকস্যাতিথিভ্যঃ পূর্ব্বভোজনম্। তেন যদ্যপীয়মুপাসনাগোচরা ন চিন্তা সাক্ষাত্তথাপি তৎসম্বদ্ধপ্রথমভোজনসম্বন্ধাদস্তি সঙ্গতিঃ। বিচারগোচরং দর্শয়তি—"ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্যেতি"।

গুণের উল্লেখ আছে তাহা তাদৃশী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ। অতএব, শ্রুতি প্রস্তাবশেষে "সেই এই আত্মা ন ইতি ন ইতি অর্থাৎ এই, সেই ও অমুক, এতদ্বিজ্ঞানের অতীত।" এইরূপ বাক্যে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। এতৎসূত্রে যে গুণোপসংহার প্রণালী বলা হইল—তাহা উপাসনা প্রয়োজনে নহে। সগুণ ব্রহ্ম এক অথচ বিভূতিশালী, ইহা দেখাইবার জন্যই এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর উপাসনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—"সেই যে প্রথম ভক্ষ্য—যাহা আহারার্থ প্রথম উপস্থিত হয়—তাহা হোমীয়। উপাসক যে, সেই প্রথমাহুতি হোম করিবেন তাহা "প্রাণায় স্বাহা" এই বলিয়া করিবেন।" এইরূপে সেস্থানে প্রাণাহুতির বিধান ও তৎপর্বে তাহাতে

---

* আদরাৎ স্তুতিনির্ব্বাহাৎ অলোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি শেষঃ।—যেহেতু শ্রুতিতে আদর বা স্তুতি নির্ব্বাহক বাক্য দেখা যায় সেই হেতু নিজের ভোজন লুপ্ত হইলেও বৈশ্বানরোপাসকের প্রাণাগ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা' ইতি। তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ো বিহিতাঃ। তাসু চ পরস্তাদগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ 'য এতদেবং-বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি—

"যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে" ॥ ইতি চ।

তত্রেদং বিচার্য্যতে কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যোতালোপ ইতি। 'তদ্‌যদ্ভক্তং' ইতি ভক্তাগমনসংযোগাৎ ভক্তাগমনস্য চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে লোপঃ

বিচারপ্রযোজকং সন্দেহমাহ "কিং ভোজনলোপে" ইতি। অত্র পূর্ব্বপক্ষাভাবেন সংশয়মাক্ষিপতি—"তদ্‌যদ্ভক্তমি"তি। "ভক্তাগমনসংযোগাদি"তি। উক্তং খল্বেতৎ প্রথম এব তন্ত্রে পদকর্ম্মাপ্রয়োজকং নয়নস্য পরার্থত্বাদিত্যনেন যথা সোমক্রয়ার্থা নীয়মানৈকহায়নী সপ্তমপদপাংশুগ্রহণমপ্রয়োজকং ন পুনরেকহায়ন্যা নয়নং প্রযোজয়তি তৎ কস্য হেতোঃ সোমক্রয়েণ তন্নয়নস্য প্রযুক্তত্বাৎ তদুপজীবিত্বাৎ সপ্তমপদপাংশুগ্রহণস্যেতি—তথেহাপি ভোজনার্থভক্তাগমনসং-

---

অগ্নিহোত্র-শব্দের প্রযোগ হইতে দেখা যায়। যথা—"যে এইরূপ জ্ঞানে অগ্নিহোত্র হোম করে" ইত্যাদি। (বৈশ্বানরবিদ্যানুশীলীদিগের প্রাণাহুতিই অগ্নিহোত্র। অর্থাৎ তাঁহারা যে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে উদরে পরিমিত অন্ন প্রক্ষেপ করেন তাহা তাঁহাদের অগ্নিহোত্রহোমসদৃশ ফলদায়ক হয়) ভোজনকালে বিহিত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক পরিমিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করাকে শাস্ত্রান্তরেও অগ্নিহোত্র বলিতে দেখা যায়। যথা—"যেমন ইহলোকে ক্ষুধাতুর বালকেরা মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ, সমুদায় ভূত (প্রাণী) অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।" এখানেও উদরে ভক্ষ্য প্রক্ষেপ করাকে অগ্নিহোত্র শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। [তত্রেদং…মন্যতে] এখানে ভক্ষ্যান্ন উপস্থিত হওয়া ও অগ্নিহোত্রশব্দ, এই দ্বিবিধ প্রয়োগ দৃষ্টে সংশয় হয়, বৈশ্বানর উপাসকদিগের উপবাস দিবসে ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র লোপ প্রাপ্ত হয় কি-না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, লোপ হয়। কারণ, "যে ভক্ত বা গ্রাস প্রথম আইসে অর্থাৎ গৃহীত হয়" এই কথাতে প্রথম ভক্ষ্য অন্নের গ্রহণ সূচিত হইয়াছে এবং তাহা ভোজনের উদ্দেশেই সম্পাদিত হয়। সুতরাং ভোজন লোপ হইলে ভক্ষ্যান্নহোমরূপ অগ্নিহোত্রেরও লোপ হইবেক। এই পূর্ব্বপক্ষের পরিশোধনার্থ সূত্র বলা হইল—আদরাদলোপঃ। ভোজনলোপ হই-

প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি। এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ। কস্মাৎ। আদরাৎ। তথা হি বৈশ্বানরবিদ্যায়ামেব জাবালানাং শ্রুতিঃ "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ যথা বৈ স্বয়মহুত্বাঽগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াদেবং তৎ" ইত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রে আদরং করোতি। যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্যবতোঽগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেতেতি মন্যতে।

যোগাৎ প্রাণাহুতেভোজনাভাবে ভক্তং প্রত্যপ্রযোজকত্বমিতি নাস্তি পূর্ব্বপক্ষ ইত্যপূর্ব্বপক্ষমিদমধিকরণমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—"এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ"। তাবচ্ছব্দঃ সিদ্ধান্তশঙ্কানিবারকবর্ণার্থঃ। পৃচ্ছতি—কস্মাৎ। উত্তরম্ আদরাৎ। তদেব স্ফোরযতি—"তথা হী"তি। জাবালা হি শ্রাবযন্তি পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীযাদিতি। অশ্নীযাদিতি চ প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রধানং বচঃ।

যথা হি ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে॥

ইতি বচনাদগ্নিহোত্রস্যাতিথীন্ ভূতানি প্রত্যুপজীব্যত্বেন শ্রবণাত্তদেকবাক্যতযেহাপি পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াদিতি প্রাণাহুতিপ্রধানং লক্ষ্যতে। তদেবং সতি যথা বৈ স্বয়মহুত্বাঽগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুযাদিত্যেবং তদিত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং স্বামিনঃ প্রাণাগ্নিহোত্রং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রাদরং করোতি। নন্বাদ্রিয়তামেষা শ্রুতিঃ প্রাণাহুতিং কিন্তু স্বামিভোজনপক্ষ এব নাভোজনেপীত্যত আহ—"যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্যবতোঽগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেতেতি মন্যতে"। ঈদৃশঃ খল্বয়মাদরঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য যদতিথিভোজনোত্তরকালবিহিতং স্বামিভোজনং সময়াদপকৃষ্যাতিথিভোজনস্য পুরস্তাদ্বিহিতম্। তদ্যদাগ্নিহোত্রস্য ধর্ম্মিণঃ প্রাথম্য-

লেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয় না। তৎপ্রতি হেতু—আদর। বৈশ্বানর-উপাসকদিগের প্রতি জাবালশাখাধ্যায়ীদিগের একটী বাক্য আছে, তাহা এই—"অতিথিভোজনের পূর্ব্বকালবিশিষ্ট হইয়াও ভোজন করিবেক।" এই শ্রুতি অতিথিভোজনের প্রাথম্য নিন্দা করতঃ উপাসকের প্রথম ভোজন করাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহারই দ্বারা বৈশ্বানর উপাসকদিগের প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রতি আদরাধিক্য দেখাইয়াছেন। যে শ্রুতি প্রাথম্যলোপ সহ্য করে না, সে শ্রুতি নিরতাং প্রাথম্যবিশিষ্ট

নমু ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাপ্নোতি। ন। তস্য দ্রব্যবিশেষবিধানার্থত্বাৎ। প্রাকৃতেঽগ্নিহোত্রে পয়ঃপ্রভৃতীনাং দ্রব্যাণাং নিয়তত্বাদিহাপ্যগ্নিহোত্রশব্দাৎ কৌণ্ডপায়িনাময়নবৎ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যকতাগুণবিশেষবিধানার্থমিদং বাক্যং তদ্যদ্ভক্তমিতি। অতো গুণলোপে চ ন মুখ্যস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ভোজনলোপেঽপ্য-

ধর্ম্মলোপমপি ন সহতে শ্রুতিস্তদাস্থাঃ কৈব কথা ধর্ম্মিলোপং সহত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষাক্ষেপমনুভাষ্য দূষয়তি—"নমু ভোজনার্থে"তি। যথা হি কৌণ্ডপায়িনাময়নগতেঽগ্নিহোত্রে প্রকরণান্তরান্নৈয়মিকাগ্নিহোত্রাদ্ভিন্নে দ্রব্যদেবতারূপধর্ম্মান্তররহিততয়া তদাকাঙ্ক্ষে সাধ্যসাদৃশ্যেন নৈয়মিকাগ্নিহোত্রসমাননামতয়া তদ্ধর্ম্মাতিদেশেন রূপধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিরেবং প্রাণাগ্নিহোত্রেঽপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রগতপয়ঃপ্রভৃতিপ্রাপ্তৌ ভোজনাগতভক্তদ্রব্যতা বিধীয়তে। ন চৈতাবতা ভোজনস্য প্রয়োজকত্বম্। উক্তমেতদ্যথা ভোজনকালাতিক্রমাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য ন ভোজনপ্রযুক্তত্বমিতি। ন চৈকদেশদ্রব্যতয়োত্তরার্দ্ধাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতীতিবদপ্রয়োজকত্বমেকদেশদ্রব্যসাধনস্যাপি প্রযোজকত্বাৎ। যথা জাঘন্যাঃ পত্নীঃ সংযাজয়ন্তীতি পত্নীসংযাজানাং জাঘন্যেকদেশদ্রব্যজুষাং জাঘনীপ্রয়োজকত্বম্। স হি নামাপ্রয়োজকো ভবতি যস্য প্রযোজকগ্রহণমন্তরেণার্থো ন জ্ঞায়তে। যথা ন প্রয়োজকপুরোডাশগ্রহণমন্তরেণোত্তরার্দ্ধং জ্ঞাতুং শক্যম্। শক্যন্তু জাঘনীবদ্ভক্তং জ্ঞাতুম্। তস্মাদনথা জাঘন্যন্তরেণাপি পশূপাদানং পরপ্রযুক্তপশূপজীবনং বা খণ্ডশো মাংসবিক্রয়িণো মুণ্ডাদিবদাকৃতিরূপাদীয়ত এবং ভক্তমপি

অগ্নিহোত্রের লোপও সহ্য করিবেক না। [নমু...পঠতি] বলিয়াছিলে যে, ভোজনের জন্য গ্রাসপরিমিত ভক্ষ্যান্নের উপস্থাপনা সুতরাং ভোজন লোপে তাহারও লোপ, সে কথা অসার। কেন-না, ঐ বাক্য দ্রব্যবিশেষের বিধানার্থে। প্রকৃত অগ্নিহোত্রে দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ত (নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত) আছে। এখানে জাঠরাগ্নিতে গ্রাস নিক্ষেপ করা হোম ও অগ্নিহোত্র-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যেমন কৌণ্ডপায়ি-যাগের ধর্ম্ম অয়ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি এখানেও ভক্তদ্রব্যরূপ অঙ্গবিশেষ পাওয়া যাইবে বলিয়া "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ" বাক্য বলা হইয়াছে। অতএব, অঙ্গ হানি হইলেও প্রোক্তস্থলে মুখ্যের হানি হইবে না। যদিও কদাচিৎ ভোজনলোপ হয় তথাপি প্রতিনিধি ন্যায় অবলম্বনে অন্য কোন অবিরুদ্ধ (অনিষিদ্ধ) জলাদি দ্রব্যের দ্বারা (অন্নের প্রতিনিধি) প্রাণাগ্নি-

দ্ভিরন্যেন বা দ্রব্যেনাবিরুদ্ধেন প্রতিনিধানন্যায়েন প্রাণাগ্নিহোত্রস্যানুষ্ঠানমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৪০ ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥*

উপস্থিতে ভোজনে অতস্তস্মাদেব ভোজনদ্রব্যাৎ প্রথমোপনিপতিতাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যম্। কস্মাৎ। তদ্বচনাৎ। তথা হি "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ম্" ইতি সিদ্ধবদ্ভক্তোপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং

শক্যমুপাদাতুম্। তস্মান্ন ভোজনস্য লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রলোপ ইতি মন্যতে পূর্ব্বপক্ষী। অদ্ভিরিতি তু প্রতিনিধ্যুপাদানমাবশ্যকত্বসূচনার্থং ভাষ্যকারস্য।

তদ্ধোমীয়মিতি হি বচনং কিমপি সন্নিহিতদ্রব্যং হোমে বিনিযুঙ্‌ক্তে তদঃ সর্ব্বনাম্নঃ সন্নিহিতাবগমমন্তরেণাভিধানাপর্য্যবসানাৎ। তদনেন স্বাভিধানপর্য্যবসানায় তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেদিতি সন্নিহিতমপেক্ষ্য নির্ব্বর্ত্তিতব্যম্।

হোত্রের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক। এইরূপ অর্থের অসাধুতা সমর্থনার্থ সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন।

যদি ভোজন উপস্থিত থাকে তবেই উক্ত দ্রব্যের, অর্থাৎ প্রাথমিক ভোজন দ্রব্যের দ্বারা ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবেক। (ভোজন না থাকিলে ভক্তান্নের আগমন হয় না এবং ভক্তান্নাভাবে প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করিতেও হয় না। কারণ এই যে, উত্থাপিত প্রস্তাব প্রতিনিধি-ন্যায়ের (উক্ত যুক্তির) স্থল নহে। যে স্থলে আরব্ধ নিত্যকর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়—সেই স্থলেই শ্রুত দ্রব্যের অলাভে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ বা সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাণাগ্নিহোত্র নিত্য অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে। সুতরাং ভক্তদ্রব্যের অভাবে তাহার লোপও দোষাবহ নহে।) এ কথা এই জন্য বলি যে, ঐ বিধানবাক্য তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ কথাই (ভক্তের দ্বারাই হোম করিতে) বলিয়াছেন। [তথা হি···নিধাপয়েয়ুঃ]

---

* উপস্থিতে এব ভোজনে সতি ভোজন ইতি যাবৎ। অতঃ অস্মাদ্দ্রব্যাৎ প্রথমাগতভক্ত্যান্নকবলাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যং ন তু ভোজনলোপেঽপি। ভোজনলোপে তল্লোপো নৈব স্যাৎ। হেতুমাহ—তদ্বচনাৎ। তৎ হোমীয়মিত্যুক্তত্বাৎ। তৎশব্দেন সিদ্ধং ভক্তমাশ্রিত্য হোমবিধানাদিতি যাবৎ।—ভোজন উপস্থিত থাকিলে প্রথম গ্রাসান্নের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবেক। অভোজন দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপ দোষাবহ নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি তৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রথমপ্রাপ্ত ভক্ত দ্রব্যের উল্লেখে ঐ অগ্নিহোত্রের বিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহা প্রকৃত অগ্নিহোত্র নহে। উহা অগ্নিহোত্রের সদৃশ বলিয়া আরোপিত অগ্নিহোত্র।

প্রাণাহুতীনাং বিদধাতি। তা অপ্রযোজকলক্ষণাপন্নাঃ সত্যঃ কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ। ন চাত্র প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিরস্তি। কুণ্ডপায়িনাময়নে হি 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি' ইতি বিধ্যুদ্দেশগতোঽগ্নিহোত্রশব্দস্তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়েদিতি যুক্তা তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ। ইহ পুনরর্থবাদগতোঽগ্নিহোত্রশব্দো ন তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়িতুমর্হতি। তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ বাভ্যুপগম্যমানায়ামগ্ন্যুদ্ধরণাদয়োঽপি প্রাপ্যেরন্ ন চাস্তি সম্ভবঃ। অগ্ন্যুদ্ধরণং তাবদ্ধোমাধিকরণভাবায়। ন চায়মগ্নৌ হোমো ভোজনার্থতাব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ। ভোজনার্থোপনীতদ্রব্য-

তচ্চ সন্নিহিতং ভক্তঃ ভোজনার্থমিত্যুত্তরার্দ্ধাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতীতিবন্ন ভক্তং বাপো বা দ্রব্যান্তরং বা প্রযোক্তুমর্হতি। জাঘন্যাস্ত্বরয়বভেদস্য নাগ্নীষোমীয়পশ্বধীনং নিরূপণং স্বতন্ত্রস্যাপি তস্য সূনাস্থস্য দর্শনাৎ। তস্মাদস্ত্যেতস্য জাঘনীতো বিশেষঃ। যচ্চোক্তঞ্চোদকপ্রাপ্তদ্রব্যবাধয়া ভক্তদ্রব্যবিধানমিতি তদযুক্তম্। বিধ্যুদ্দেশগতস্যাগ্নিহোত্রনাম্নস্তথাভাবাদার্থবাদিকস্য তু সিদ্ধং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমুপাদায় স্তাবকত্বেনোপপত্তের্ন তদ্ভাবং বিধাতুমর্হতীত্যাহ— "ন চাত্র প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিরি"তি। অপি চাগ্নিহোত্রস্য চোদকতো ধর্ম্মপ্রাপ্তাবভ্যুপগম্যমানায়াং বহুতরং প্রাপ্তং বাধ্যতে। ন চ সম্ভবে বাধনিচয়ো ন্যায্যঃ। কৃষ্ণলচরৌ খল্বগত্যা প্রাপ্তবাধোঽভ্যুপেয়ত ইত্যাহ—"ধর্ম্ম-

"সেই যে ভক্ত (গ্রাস)—যাহা প্রথমে পাওয়া যায়" এই বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ গ্রাসপরিমিত ভক্ষ্যান্ন উদ্দেশ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণাহুতি-নির্ব্বাহ করিবার বিধান করা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যদি তাদৃশ অগ্নিহোত্রের অপ্রয়োজকই (অনির্ব্বাহক) হয়, তবে, কি প্রকারে সে সকল ভোজনলোপকালে প্রতিনিহিত দ্রব্যের স্থানে সমাকৃষ্ট হইবেক? [ন চাত্র ··হোমঃ] প্রদর্শিত স্থলে প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কুণ্ডপায়ি-যজ্ঞে "মাসব্যাপক অগ্নিহোত্র হোম করিবেক" এই বাক্যের দ্বারা মূল অগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম নীত হইতে পারে; কেননা, ঐ অগ্নিহোত্র-শব্দ বিধির উদ্দেশে প্রযুক্ত। কিন্তু প্রদর্শিত স্থলের অগ্নিহোত্রশব্দ অর্থবাদপ্রাপ্ত। সে জন্য তাহা প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম বিধান করিতে অসমর্থ। প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে গেলে অগ্ন্যুদ্ধার প্রভৃতিও করিতে হয়; পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রে সে সকল ধর্ম্মের অসম্ভব আছে। প্রাকৃতাগ্নিহোত্রে অগ্ন্যুদ্ধার (অরণি

সম্বন্ধাচ্চাস্য এবৈষ হোমঃ। তথা চ জাবালশ্রুতিঃ 'পূর্ব্বো-ঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ' ইত্যাস্যাধারামেবেমাং হোমনিবৃত্তিং দর্শয়তি। অত এব চেহাপি সাম্পাদিকান্যেবাগ্নিহোত্রাঙ্গানি দর্শয়তি—'উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ' ইতি। বেদিশ্রুতিশ্চাত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষণার্থা দ্রষ্টব্যা মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ তদঙ্গানাঞ্চেহ সম্পিপাদয়িষিতত্বাৎ। ভোজনেনৈব চ কৃত-কালেন সংযোগান্নাগ্নিহোত্রকালাবরোধসম্ভবঃ। এবমন্যেঽপ্যু-পস্থানাদয়ো ধর্ম্মাঃ কেচিৎ কথঞ্চিদ্বিরুধ্যন্তে। তস্মাৎ ভোজ-

---

প্রাপ্তৌ বাভ্যুপগম্যমানায়ামি''তি। চোদকাভাবমুপোদ্বলয়তি—"অত এব চেহাপী''তি। যত এবোক্তেন ক্রমেণাতিদেশাভাবোঽত এব সাম্পাদিকত্ব-মগ্নিহোত্রাঙ্গানাম্। তৎপ্রাপ্তৌ তু সাম্পাদিকত্বং নোপপদ্যতে। কামিন্যাং

ও মন্থ-কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা) হোমের জন্য; পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রের হোম অগ্নিতে নহে (কিন্তু মুখে)। অগ্নিতে ভক্ষ্যান্নগ্রাস-নিক্ষেপ করিলে ভোজন সিদ্ধ হয় না। অথচ ভোজনার্থ উপস্থাপিত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এ হোমের আধার মুখ। এ হোম মুখেই অনুষ্ঠিত হয়, অগ্নিতে নহে। [তথা চ...বিরুধ্যন্তে] সেই জন্যই জাবালশ্রুতি হু ধাতুর প্রয়োগ না করিয়া ভক্ষণার্থ অশ্ ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"উপাসক অতিথি ভোজনের পূর্ব্বে ভোজন করিবেন।" এই শ্রুতি বলিতে-ছেন, প্রাণাগ্নিহোত্রহোমের আধার মুখ। প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রাকৃত অগ্নি-হোত্রের সকল ধর্ম্ম না থাকাতেই প্রাণাগ্নিহোত্রের অঙ্গ-সকল সাম্পাদিক-রূপে (যাহা কেবল ভাবিতে হয় তাহা সাম্পাদিক) অভিহিত হইয়াছে। যথা—"বক্ষঃস্থলই এই অগ্নিহোত্রের বেদী, লোমই কুশ, হৃদয়ই গার্হপত্য, মনঃই অন্বাহার্য্যপচন, মুখই আহবনীয়।" ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতিস্থ বেদী-শব্দ স্থণ্ডিলমাত্রের বোধক। কারণ, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদী নাই। (তাহা কুণ্ডে ও স্থণ্ডিলে অনুষ্ঠিত হয়)। এ অগ্নিহোত্রের কাল ভোজন-কাল, সুতরাং ইহার দ্বারা প্রকৃতাগ্নিহোত্রকালের অবরোধ সম্ভাবনা নাই। এইরূপ, উপস্থানাদি আরও কতকগুলি বা কোন কোন অংশ বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয়। [তস্মাৎ...হোত্রস্যেতি] অতএব, প্রাণাগ্নিহোত্রের মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা ভোজনপক্ষে সঙ্গত থাকায় তদাত্মক হোমপঞ্চক নিষ্পাদন

নপক্ষ এবৈতে মন্ত্রদ্রব্যদেবতাসংযোগাৎ পঞ্চ হোমা নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যাঃ। যত্ত্বাদরদর্শনমিতি তৎ ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্। ন হ্যস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ন ত্বনেনাস্য নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ ভোজনলোপে লোপ এব প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি ॥ ৪১ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্য প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥*

কিল কুচরদনাদ্যসত্তা চক্রবাকনলিনাদিরূপেণ সম্পাদ্যতে। ন তু নদ্যাং চক্রবাকাদয এব চক্রবাকাদিনা সম্পাদ্যন্তে। অতোঽপ্যবগচ্ছামো ন চোদকপ্রাপ্তিরিতি। "যত্ত্বাদরদর্শনমিতি তদ্ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্।" যস্মিন্ পক্ষে ধর্ম্মানবলোপস্তস্মিন্ ধর্ম্মিণোঽপি। ন ত্বেতাবতা ধর্ম্মিনিত্যতা সিধ্যতীতি ভাবঃ। নন্বতিথিভোজনোত্তরকালতা স্বামিভোজনস্য বিহিতেতি কথমসৌ বাধ্যত ইত্যত আহ—"ন হ্যস্তি বচনস্যাতিভারঃ"। সামান্যশাস্ত্রবাধায়াং বিশেষশাস্ত্রস্যাতিভারো নাস্তীত্যর্থঃ।

করিতে হয়। (প্রাণায় স্বাহা (১) অপানায় স্বাহা (২) সমানায় স্বাহা (৩) উদানায় স্বাহা (৪) ব্যানায় স্বাহা (৫), এই পাঁচ মন্ত্র। দ্রব্য ৫ গ্রাস অন্ন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই ৫ দেবতা। মুখ হোমকুণ্ড। মুখে প্রক্ষেপ হোম। ইহা প্রাণাগ্নিহোত্র নামে বিখ্যাত)। পূর্ব্বে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের আদরাতিশয় দেখান হইয়াছে তাহা ভোজনের প্রাথম্য বিধানার্থ। শ্রৌত বচন যাহা বলিবেন তাহাই মানিতে হইবেক। ঐ আদর বোধক বাক্যের দ্বারা উহার (প্রাণাগ্নিহোত্রের) নিত্যতা সাধিত হয় না। (যাহা ত্যাগ করা যায় না, লোপ করা যায় না, তাহা নিত্য) সুতরাং ভোজন লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও লোপ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

---

* উদ্গীথাদয়ঃ কর্ম্মগুণাঃ। তেষাং যদ্যাথাত্ম্যম্ তন্নির্দ্ধারণান্যুপাসনানি যানি তেষাং অনিয়ম এব। তানি ন কর্ম্মসু নিত্যপর্ণময়ীত্বাদিবৎ নিয়মেরন্নিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—তদিতি। তস্যাঽনিয়মস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ। হি অপ্রতিবন্ধ ইতি চ্ছেদঃ। হীত্যনেন হেতুতা স্পষ্টীকৃতা। যতঃ পৃথগেবাপ্রতিবন্ধরূপফলং দৃশ্যতে তত্র ইতি যোজনীয়ম্। উপাস্তীনাং কর্ম্মফলাৎ পৃথক্‌ফলত্বশ্রুতেন কর্ম্মাঙ্গত্বমিতি ভাবঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—যশ্চৈতদক্ষরমেবং বেদ যশ্চ ন বেদ তাবুভৌ কর্ম্ম কুরুত এব যদ্যপি তথাপি জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্নানাত্বং ভিন্নফলত্বম্। দৃষ্টং হি মণিবিক্রয়ে জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ফলবৈষম্যম্। তস্মাদ্যদেব কর্ম্ম উদ্গীথাদ্যুপাস্ত্যা ক্রিয়তে তদেব কর্ম্ম ফলাতি-

সন্তি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' ইত্যেবমাদীনি। কিন্তানি নিত্যান্যেব স্যুঃ ক্রতুষু পর্ণময়ীত্বাদিবৎ, উতানিত্যানি গোদোহনাদিবদিতি বিচারয়ামঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিত্যানীতি। কুতঃ। প্রয়োগবচনপরিগ্রহাৎ। অনারভ্যাধীতান্যপি হ্যেতান্যুদ্গীথাদিদ্বারেণ ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেনাঙ্গান্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে। যত্ত্বেষাং স্ববাক্যেষু ফলশ্রবণং "আপয়িতা হ বৈ কামানাং

যথৈব 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি।' ইত্যেতদনারভ্যাধীতমব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধং জুহূদ্বারা ক্রতুপ্রযোগবচনগৃহীতং ক্রত্বর্থং সৎ ফলানপেক্ষং সিদ্ধবর্ত্তমানাপদেশপ্রতীতং ন রাত্রিসত্রবৎ ফলতয়া স্বীকরোতীতি এবমব্যভিচরিতকর্ম্মসম্বন্ধোদ্গীথগতমুপাসনং কর্ম্মপ্রযোগবচনগৃহীতং

কতক গুলি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা আছে। যেমন "উদ্গীথাত্মক ওঁ অক্ষরের উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি। সেই সকল উপাসনা পর্ণময়ী জুহূর ন্যায় কর্ম্মকালে নিত্যপ্রযোজ্য কি গোদোহনের ন্যায় অনিত্য? (যাহা অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে, যাহা না করিলেও ক্ষতি নাই তাহা অনিত্য) পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়—যেহেতু উহা প্রযোগবিধিপরিগৃহীত, সেই হেতু উহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্যপ্রযোজ্য। ঐ সকল উপাসনা অনারভ্য অধীত অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পঠিত হয় নাই, সাধারণতঃই পঠিত হইয়াছে, এ জন্য উদ্গীথাদি উপলক্ষ্যে ঐ সকল উপাসনা যজ্ঞকর্ম্মে প্রবিষ্ট এবং উহা যাগ-যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গের সদৃশ। অর্থাৎ যজ্ঞের অন্য অঙ্গ যদ্রূপ, ঐ উপাসনাও তদ্রূপ। ফলিতার্থ—উদ্গীথ উপাসনাও যজ্ঞের একটী অঙ্গ। কারণ এই যে, ঐ সকলের সহিত যজ্ঞকর্ম্মের সম্বন্ধ সংঘটন হইতেছে। [যত্ত্বেষাং...নিয়ম ইতি] যদিও স্ববাক্যে অর্থাৎ প্রোক্ত উপাসনা ঘটিত প্রস্তাবে ফল কথন আছে, থাকিলেও তাহা অর্থবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (যাহা বিধি নহে তাহা অর্থবাদ। ফলিতার্থ—সে সকল বাক্য ফল-

শয়বস্তবতীতি।—কতকগুলি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ অবলম্বনে কথিত হইয়াছে সে সকল অবশ্যপ্রযোজ্য নহে। অথবা সে সকল নির্ধারণ (উদ্গীথাদিরূপে ধ্যান করা ও রসতমত্বাদি ভাবনা করা, ইত্যাদি নির্দ্দেশ) কর্ম্মপক্ষে নিত্যনিযমিত নহে। কারণ, অনিয়মই দৃষ্ট হয়। অনিয়ম দর্শনের প্রতি হেতু—কর্ম্মফলের পার্থক্য। কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল অত্যন্ত পৃথক। জ্ঞানের যোগ থাকিলে কর্ম্মের ফলাধিক্য এবং জ্ঞানের যোগ না থাকিলে ফলাল্পতা শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উদ্গীথাদি জ্ঞানকে বা উপাসনাকে কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ বলা সঙ্গত নহে। (ভাষ্য দেখ)।

ভবতি" ইত্যাদি, তদ্বর্ত্তমানাপদেশরূপত্বাদর্থবাদমাত্রমপাপ-শ্লোকশ্রবণাদিবৎ ন ফলপ্রধানম্। তস্মাৎ যথা 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি' ইত্যেবমাদীনামপ্রকরণপঠিতানামপি জুহ্বাদিদ্বারেণ ক্রতুপ্রবেশাৎ স্বপ্রকরণপঠিতবন্নিত্যতা এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানামপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তন্নির্দ্ধারণানিয়ম ইতি। যান্যেতান্যুদ্গীথাদিকর্ম্মগুণযাথাত্ম্যনির্ধারণানি 'রসতম আপ্তিঃ সমৃদ্ধির্মুখ্যঃ প্রাণ আদিত্যঃ,' ইত্যেবমাদীনি নৈতানি নিত্যবৎ কর্ম্মসু নিয়ম্যেরন্। কুতঃ। তদ্দৃষ্টেঃ। তথা হ্যনিয়তত্বমেবৈবঞ্জাতীয়কানাং

ন সিদ্ধবর্ত্তমানাপদেশাবগতসমস্তকামব্যাপকত্বলক্ষণফলকল্পনায়ালম্। পরার্থত্বাৎ। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাদিতি। এবং চ সতি ক্রতৌ পর্ণতানিয়মবদুপাসনানিয়ম ইতি প্রাপ্তঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। যুক্তং পর্ণতায়াং ফলশ্রুতেরর্থবাদমাত্রত্বম্। ন হি পর্ণতাঽনাশ্রয়া যাগাদিবৎ ফলসম্বন্ধমনুভবিতুমর্হতি। অব্যাপাররূপত্বাৎ। ব্যাপারস্যৈব চ ফলবত্ত্বাৎ।

জ্ঞাপক, বিধায়ক নহে। বিধায়ক নহে বলিয়াই সে সকল প্রয়োগ-নিত্যতার বোধক অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে)। হেতু এই যে, সে সকল ফলজ্ঞাপকবাক্য বিধিবিভক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু বর্ত্তমানবিভক্তিযুক্ত। (বর্ত্তমানবিভক্তি—ভবতি, বিধিবিভক্তি ভাবয়েৎ। ভবতি-কথাই আছে, ভাবয়েৎ কথা নাই।) ফল কথন যথা—"কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধে তাহা কাম সমূহের প্রাপক হয়।" ইত্যাদি। সুতরাং অপাপশ্লোকশ্রবণজ্ঞাপক বাক্যের ন্যায় ঐ সকল বাক্য ফলপ্রধান নহে। অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে। "যাহার জুহূ (হোমসাধন পাত্র—হাতা) পর্ণময়ী (পত্রনির্ম্মিত), সে পাপশ্লোক শুনে না অর্থাৎ সে অনিন্দিত হয়।" এই বাক্য যেমন অন্য প্রকরণে পঠিত হইলেও জুহূ উপলক্ষ্যে যজ্ঞবাক্যে প্রবেশ করে, করিয়া যজ্ঞ-প্রকরণ পরিপঠিতের ন্যায় নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞপ্রকরণোক্ত অঙ্গের সহিত সমকার্য্যকারী হয়, উদ্গীথাদি উপাসনাও সেইরূপ হইবেক অর্থাৎ উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—তন্নির্ধারণানিয়মঃ। [যান্যে...হবিষ্যসি ইতি] কর্ম্মের সেই সকল অঙ্গ—যে সকল অঙ্গ সেই সেই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট আছে—যেমন রসতমত্ব, প্রাপকত্ব, সমৃদ্ধিত্ব ও মুখ্যত্ব প্রভৃতি- তেমনি

দর্শয়তি শ্রুতিঃ "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ" ইতি। অবিদুষোঽপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রস্তাবাদি-দেবতাবিজ্ঞানবিহীনানামপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজনাধ্যবসান-দর্শনাৎ 'প্রস্তোতর্ যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি' ইতি। অপি চৈবঞ্জাতীয়কস্য কর্ম্মব্যপাশ্রয়স্য বিজ্ঞানস্য পৃথগেব কর্ম্মণঃ ফলমুপলভ্যতে কর্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎ-সমৃদ্ধিরতিশয়বিশেষঃ কশ্চিৎ "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈত-দেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" ইতি। তত্র নানা ত্বিতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ

যথাহুরুৎপত্তিমতঃ ফলদর্শনাদিতি। নাপি খাদিরতায়ামিব প্রকৃতক্রতুসম্বন্ধো যূপ আশ্রয়স্তদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোঽস্তি। অনারভ্যাধীতত্বাৎ পর্ণময়তায়াঃ। তস্মাদ্বাক্যেনৈব জুহূসম্বন্ধদ্বারেণ পর্ণতায়াঃ ক্রতুরাশ্রয়োজ্ঞাপনীয়ঃ। ন চাতৎপরং বাক্যং জ্ঞাপয়িতুমর্হতীতি তত্র বাক্যতাৎপর্য্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। তথা চ তৎপরং সন্ন পর্ণতায়াঃ ফলসম্বন্ধমপি গময়িতুমর্হতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। উপাসনানাস্ত

উদ্গীথ উপাসনাদি জ্ঞানাত্মক অঙ্গ সকল নিত্যের ন্যায় কর্ম্মে নিয়মিত বা কর্ম্মের নিয়মিতাঙ্গ নহে। অর্থাৎ সে সকল অঙ্গ নিত্যাঙ্গ নহে। কেননা, তাহাই দেখা যায়। অর্থাৎ ঐ সকলের অনিয়মই দৃষ্ট হয়। শ্রুতি ঐরূপ ঐরূপ অঙ্গের (গুণের) নিয়মাভাব দেখাইয়াছেন। যথা—"যে ঐরূপ জানে, উপাসনা করে, সেও করে এবং যে না জানে, সেও করে।" ইত্যাদি। এখানে দেখ, শ্রুতি অবিদ্বানকেও কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিতেছেন। আরও দেখ, "হে প্রস্তোতঃ! যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগতা অর্থাৎ যিনি প্রস্তাবের রহস্য দেবতা, যদি তাঁহাকে না জানিয়া স্তুতি কর, না জানিয়া গান কর, না জানিয়া প্রতিহার (গান সমাপ্তি) কর" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তাবাদি দেবতার জ্ঞান না থাকিলেও প্রস্তোতা দিগের যাজনাদি নির্ব্বাহ হয়। [অপিচৈবং...স্থিতিঃ] শ্রুতিতে আরও দেখা যায়, কর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ফল পৃথক্; কেবল বিজ্ঞানের ও কেবল কর্ম্মের ফলও পৃথক্। বিজ্ঞানের (উপাসনার) যোগ থাকিলে কর্ম্মফলের অব্যাঘাত

বীর্য্যবত্তরমিতি চ তরপ্‌প্রত্যয়প্রয়োগাৎ বিদ্যাবিহীনমপি কর্ম্ম বীর্য্যবদিতি গম্যতে। তচ্চানিত্যত্বে বিদ্যায়া উপপদ্যতে। নিত্যত্বে তু কথং তদ্বিহীনং কর্ম্ম বীর্য্যবদভ্যনুজ্ঞায়েত। সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে হি বীর্য্যবৎ কর্ম্মেতি স্থিতিঃ। তথা লোক-সামান্যাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রত্যুপাসনং ফলানি শিষ্যন্তে

ব্যাপারাত্মত্বেন স্বত এব যজ্ঞসম্বন্ধোপপত্তেরুদ্গীথাদ্যাশ্রয়ণং ফলে বিধানং ন বিরুধ্যতে। বিশিষ্টবিধানাৎ। ফলায় খলূদ্গীথসাধনকমুপাসনং বিধীয়মানং ন বাক্যভেদমাবহতি। নন্বু কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথসংস্কার উপাসনং প্রোক্ষণাদিবৎ দ্বিতীয়শ্রুতিরুদ্গীথমিতি তথা চাঞ্জনাদিম্বিব সংস্কারেষু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। নৈবম্। ন হ্যত্রোদ্গীথস্যোপাসনং কিন্তু তদবয়বস্যোঙ্কারস্যেত্যুক্তমধস্তাৎ। ন চোঙ্কারঃ

ও আতিশয্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"যে জানে সেও করে এবং যে না জানে সেও করে।" "কর্ম্ম নানাপ্রকার; বিদ্যাযুক্ত ও অবিদ্যাযুক্ত। যাহা বিদ্যা শ্রদ্ধা ও দেবতাধ্যানাদিপূর্ব্বক কৃত হয় তাহা বীর্য্যবত্তর হয় অর্থাৎ ফলাতিশযযুক্ত হয়।" এই শ্রুতি জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান ও অজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান পৃথক্ করিয়া জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠানকে বীর্য্যবত্তর বলিয়াছেন। দুএর মধ্যে একের আধিক্য দেখিলে তরপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদাহৃত শ্রুতিতেও বীর্য্যবত্তর, এইরূপ প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর এবং অজ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবৎ। অর্থাৎ অজ্ঞানীর কর্ম্মেও ফল আছে। অজ্ঞানীর, কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা অর্থাৎ ফলবত্তা উপপন্ন হইতে পারে—যদি কর্ম্মাঙ্গবিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) অনিত্য হয়। বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে শ্রুতি বিদ্যাবিহীন কর্ম্মকে বীর্য্যবৎ (সফল) বলিবেন কেন? (বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে অর্থাৎ বিদ্যাকে কর্ম্মের অবশ্য প্রযোজ্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে 'বিদ্যাবিহীন' কথা ব্যর্থ হইবে। যখন কর্ম্ম করিতে গেলেই বিদ্যারূপ অঙ্গের প্রয়োজন হইবে, তখন আর তাহা (কর্ম্ম) কি-রূপে বিদ্যাহীন হইবে?) যদি সমুদায় অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা (কর্ম্ম) বীর্য্যবান্ (সফল) হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। (বিদ্যা নিত্যাঙ্গ অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইলে প্রত্যেক কর্ম্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইবে; সুতরাং বিদ্যাবিহীন কর্ম্ম অল্পবীর্য্য হয়, এই শ্রৌত উক্তি স্থলশূন্য হইতেছে)। [তথা .বিরুধ্যতে] আরও দেখ, শ্রুতি লোক সাধারণ্যে

"কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ" ইত্যেবমাদীনি। ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্তুম্। তথাহি গুণবাদ আপদ্যেত। ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ। প্রযাজাদিষু ত্বিতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্য ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাত্তাদর্থ্যে সতি যুক্তং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। তথাঽনারভ্যাধীতেষ্বপি পর্ণময়ীত্বাদিষু। ন হি পর্ণময়ীত্বাদীনামক্রিয়াত্মকানামাশ্রয়মন্তরেণ ফলসম্বন্ধোঽবকল্পতে। গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্প্রণয়নাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ। তথা বৈল্বাদীনামপি প্রকৃতযূপাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ। ন তু পর্ণময়ীত্বাদিষ্বেবংবিধঃ কশ্চিদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোঽস্তি। বাক্যেনৈব তু জুহ্বাদ্যা-

কর্ম্মাঙ্গমপি তু কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাবযবঃ। ন চানুপযোগমীপ্সিতম্। তস্মাৎ সক্তূন্ জুহোতীতিবদ্বিনিযোগভঙ্গেনোঙ্কাবসাধনাদুপাসনাৎ ফলমিতি সম্বন্ধঃ। তস্মাদ্‌যথাক্রত্বাশ্রযাণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানীতি দ্রষ্টব্যম্। শেষমুক্তং ভাষ্যে। "ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রমি"তি। অর্থবাদমাত্রত্বেঽত্যন্তপবোক্ষা বৃত্তির্যথা ন তথা ফলপবত্বে। ন তু বর্ত্তমানাপদে-

প্রত্যেক উপাসনাব অনুগত বা নির্দ্দিষ্ট ফল বলিযাছেন। লোকজ্ঞানে নামোপাসনাব কর্ম্ম সমৃদ্ধি ফলও অতিবিক্ত সেই সেই লোকলাভাদি ফলও শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইযাছে। যথা—"ভূমিব ঊর্দ্ধে ও অধঃ যে সকল লোক—সে সকল সেই জ্ঞানীব (উপাসকেব) ভোগ দিতে সমর্থ।" ইত্যাদি। এ সকল ফলশ্রুতিকে (ফলজ্ঞাপক বাক্যকে) অর্থবাদমাত্র বিবেচনা কবা উচিত নহে। অর্থবাদ পক্ষ স্বীকাব কবিতে গেলে গুণবাদত্ব (অঙ্গপ্রশংসাকাবক কথন) স্বীকাব কবিতে হইবে। উহাব দ্বাবা ফলেব উপদেশ কবা হইযাছে বা হইতেছে, এরূপ তাৎপর্য্য হইলেই উহাব মুখ্যার্থবাদতা (প্রধানেব সহিত সম্পর্ক কথন) উপপন্ন হয। প্রযাজ প্রভৃতি যাগাঙ্গেব কথা স্বতন্ত্র। ক্রতুব অর্থাৎ যজ্ঞেব উপদেশ হইলে (~~যজ্ঞেক~~ যাগ কবিবেক, এইরূপ উপদেশ হওযায) তাহাতে যে ইতিকর্ত্তব্যতাব আকাঙ্ক্ষা জন্মে (কি প্রকাবে ক্রতু কবিবেক? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে), সেই আকাঙ্ক্ষাব বা জিজ্ঞাসাব পবিপূবণার্থ প্রযাজাদি অঙ্গেব উপদেশ, সুতবাং তদ্গত ফলশ্রবণও অর্থবাদ। অনাবভ্য অধীত অর্থাৎ অপ্রক-

শ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলে চ বিধিং বিবক্ষিতো বাক্যভেদঃ স্যাৎ। উপাসনানান্তু ক্রিয়াত্মকত্বাৎ বিশিষ্টবিধানোপপত্তে-রুদ্গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলবিধানং ন বিরুধ্যতে। তস্মাৎ যথা ক্রত্বাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যান্যেব-মুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যপীতি দ্রষ্টব্যম্। অত এব চ কল্পসূত্র-কারা নৈবঞ্জাতীয়কান্যুপাসনানি ক্রতুষু কল্পয়াঞ্চক্রুঃ ॥ ৪২ ॥

শাৎ সাক্ষাৎ ফলং প্রতীতি। অত এব প্রযাজাদিষু নার্থবাদাদ্বর্ত্তমানোপদেশাৎ ফলকল্পনা। ফলপরত্বে ত্বস্য ন শক্যং প্রযাজাদীনাং পাবার্থ্যেনাফলত্বং বক্তু-মুর্হতি।

রণ-পরিপঠিত পর্ণময়ী বাক্য প্রভৃতিও ঐরূপ। পর্ণময়ীত্বাদি পদার্থ ক্রিয়া নহে, সে জন্য আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের সহিত ফলের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না অর্থাৎ সে সকলকে ফলবিধি বলা যায় না। কিন্তু গোদোহন বাক্য সেরূপ নহে। গোদোহন বাক্য প্রকরণ-পরিপঠিত; সে জন্য তাহা অপ্ প্রণয়নকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সে স্থলে তাহার ফলবিধিত্ব ইত্যাদি সহজেই উপপন্ন হয। "অন্নাদ্য কামী বৈল্ব যূপ (বেল কাঠের যূপ) করিবেক" এ স্থলেও প্রস্তাবিত যূপ আশ্রয়রূপে লব্ধ হইতেছে, সুতরাং বৈল্বা-দিবাক্যও ফলবিধায়ক। যেহেতু ফলবিধাযক, সেই হেতু অর্থবাদ নহে। অর্থবাদ কাহাকেও বিধান করে না, কেবলমাত্র প্রশংসা করে। প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন প্রকরণলব্ধ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, দেখা যায, পর্ণময়ীত্বাদিতে সেরূপ কোন আশ্রয় ক্লপ্ত নাই। অর্থাৎ তৎপ্রস্তাবে উল্লিখিত নাই। "পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" এই বাক্যের দ্বারাই জুহূর আশ্রয়তা উন্নয়ন করা হয, তৎপরে ফলবিষয়িণী বিধির কল্পনা করা হয়। উপাসনার সহিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রভেদ এই যে, উপাসনা অনুষ্ঠানরূপিণী নহে। যেহেতু অনুষ্ঠানরূপিণী নহে, সেই হেতু তাহাতে বিশিষ্টবিধান উপপন্ন। বিশিষ্টবিধান উপপন্ন হয় বলিয়াই উদ্গীথাদি আশ্রয় বিষয়ে ফলের বিধান অবিরুদ্ধ। [তস্মাৎ…কল্পয়াঞ্চক্রুঃ] বিচারের উপসংহার এই যে, যেমন গোদোহনাদি কার্য্য ক্রতুর আশ্রয় (অঙ্গ) হইলেও ফলসম্বন্ধ থাকায় (কামনাবিশেষে অনুষ্ঠেয় হওয়ায়) অনিত্য, ঐচ্ছিক; তেমনি, উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মাশ্রয়ে অনিত্য অর্থাৎ ঐচ্ছিক। এতৎকারণেই কল্পসূত্রকার ঋষিরা ঐরূপ ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতু-মধ্যে প্রবিষ্ট করান নাই।

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৩ ॥*

বাজসনেয়কে "বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্দধ্রে" ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠোঽবধারিতোঽধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ। তথা ছান্দোগ্যে "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" ইত্যত্রাধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ সম্বর্গোঽবধারিতঃ 'প্রাণো বাব সম্বর্গঃ' ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ। তত্র সংশয়ঃ—"কিং পৃথগেমৌ বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যৌ স্যাতামুতাপৃথগেতি। অপৃথগিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তত্ত্বাভেদাৎ। ন হ্যভিন্নে তত্ত্বে পৃথগনুচিন্তনং ন্যায্যম্‌তত্তচ্ছ্রুত্যর্থালোচনয়া বায়ুপ্রাণয়োঃ স্বরূপাভেদে সিদ্ধে তদধীননিরূপণতয়া তদ্বিষয়োপাসনাপ্যভিন্না। ন চাধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদাদ্ভেদঃ। ন হি গুণভেদে গুণবতো ভেদঃ। ন হ্যগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎপন্নস্যাগ্নিহোত্রস্য তণ্ডুলাদিগুণভেদাদ্ ভেদোভবতি। উৎপদ্যমানকর্ম্মসংযুক্তো হি গুণভেদঃ কর্ম্মণোভেদকঃ।

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) আছে—"আমি বলিব, এই ভাবিয়া বাগিন্দ্রিয় ধারণ করিলেন।" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে আধ্যাত্মিক গণনায় প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে এবং আধিদৈবিক গণনায় অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুকে শ্রেষ্ঠত্ব পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আধিদৈবিক গণনায় "বায়ুই সম্বর্গ" ইত্যাদি ক্রমে অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুর সম্বর্গত্ব এবং আধ্যাত্মিক গণনায় বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রাণের সম্বর্গত্ব কথিত হইয়াছে। [তত্র... ক্রমঃ] এখানে সংশয় হয় যে, বায়ু ও প্রাণ, এই দুই পদার্থ কি পৃথক্? অথবা অপৃথক্ (একই)? তাত্ত্বিক ভেদ না থাকায় প্রথমতঃ পাওয়া যায়, অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। তাত্ত্বিক ব্যতীত পৃথক্ জ্ঞান করা ন্যায্য নহে। শ্রুতিও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ক্রমে তত্ত্বের অভেদ দেখাইয়াছেন। যথা—"অগ্নিই বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবিষ্ট আছেন।"

* প্রদানবৎ প্রদানপৃথক্ত্বমিব বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথক্ত্বং জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং জৈমিনিনেতি শেষঃ। পূর্ব্বকাণ্ডে যথা সহাবদানশ্রুতের্দ্দৈবৈক্যাচ্চ পুরোডাশানাং সহ প্রক্ষেপে প্রাপ্তেঽপি পৃথক্প্রক্ষেপঃ সিদ্ধান্তিতস্তথাঽত্রাপীতি দ্রষ্টব্যম্।—শ্রুতিতে বায়ুর ও প্রাণের পৃথক্ কথন আছে, অপৃথগুপদেশও আছে, তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, তদুভয় পৃথক্ কি অপৃথক্। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বায়ু ও প্রাণ অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত পুরোডাশ প্রদান যদ্রূপ; এতৎকাণ্ডীয় বায়ু প্রাণের ভেদাভেদোক্তিও তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু ও প্রাণ এক নহে, একত্ব পুরস্কারে ধ্যান করাও বিধেয় নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্য ব্যাখ্যায় দেখ।

ম্। দর্শয়তি চ শ্রুতিরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ তত্ত্বাভেদং 'অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ' ইত্যারভ্য। তথা 'অত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ' ইত্যাধ্যাত্মিকানাং প্রাণানামাধিদৈবিকীং বিভূতিমাত্মভূতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি তত্র তত্রাধ্যাত্মমধিদৈবঞ্চ বহুধা তত্ত্বাভেদদর্শনং ভবতি। ক্বচিচ্চ 'যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ' ইতি বিস্পষ্টমেব বায়ুং প্রাণঞ্চৈকীকরোতি। তথোদাহৃতেঽপি বাজসনেয়িব্রাহ্মণে "যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ" ইত্যস্মিন্নুপসংহারশ্লোকে 'প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি' ইতি প্রাণেনৈবোপসংহরন্নেকত্বং দর্শয়তি। "তস্মাদেকমেব ব্রতঞ্চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ" ইতি চ প্রাণব্রতেনৈবৈকেনোপসংহরন্নেতদেব দ্রঢ়য়তি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি "পরস্তাম্মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ সো জগার" ইত্যেকমেব সম্বর্গং গময়তি ন ব্রবীত্যেক একেষাঞ্চতুর্ণাং সম্বর্গোঽপরো-

---

যথামিক্ষাবাজিনসংযুক্তযোঃ কর্ম্মণোর্নোৎপন্নকর্ম্মসংযুক্তঃ অধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষু চোৎপন্নোপাসনাসংযোগঃ তথোপক্রমোপসংহারালোচনয়া বিদ্যৈকত্ববিনিশ্চযাদেকৈব সকৃৎ প্রবৃত্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু—সত্যং বিদ্যৈকত্বং তথাপি গুণভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদঃ। সাযংপ্রাতঃকালগুণভেদাদ্যথৈকস্মি-

---

ইত্যাদি। অপিচ, শ্রুতি আধ্যাত্মিক প্রাণগণের (ইন্দ্রিযদিগের) আত্মভূত আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য "ইহাঁরা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত" ইত্যাদি ক্রমে প্রদর্শন করিযাছেন। শ্রুত্যন্তরেও অধ্যাত্ম অধিদৈব গণনায নানা ভাবে বস্তুতত্ত্বের অভেদ (একত্ব) প্রদর্শিত হইযাছে। কোন কোন শ্রুতিতে "যে প্রাণ—সে-ই বাযু" এবংক্রমে স্পষ্টাভিধানে বাযুর সহিত প্রাণের একত্ব বর্ণনা আছে। উল্লিখিত বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণেও "সূর্য্য যাহা হইতে উদয় প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি প্রস্তাবের শেষ শ্লোকে "সূর্য্য প্রাণ হইতে উদিত ও প্রাণে অস্তমিত হন" এইরূপ বলিয়া প্রাণমহিমাবর্ণনের উপসংহার করায প্রাণের সহিত বাযুর একত্ব (অভেদ) বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "সেই হেতু একই ব্রত অবলম্বন করিবেক। প্রাণন করিবেক এবং অপানন করিবেক।" (প্রাণন=শ্বাস। অপানন=প্রশ্বাস)। এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণ-ব্রতও ঐ একত্বকে দৃঢ় (অবিচাল্য) করিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও একের সম্বর্গতা (উপসংহারকর্তৃত্ব) দর্শিত হইয়াছে। যথা—"অগ্নি, সূর্য্য, জল ও

হপরেষাম্।" তস্মাদপৃথক্ত্বমুপগমনস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। পৃথগেব বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যাবিতি। কস্মাৎ। পৃথগুপদেশাৎ। আধ্যানার্থো হ্যয়মধ্যাত্মাধিদৈববিভাগোপদেশঃ সোঽসত্যাধ্যানপৃথক্ত্বেঽনর্থক এব স্যাৎ। ননূক্তমপৃথগনুচিন্তনং তত্ত্বাভেদাদিতি। নৈষ দোষঃ। তত্ত্বাভেদেঽপ্যবস্থাভেদাদুপদেশভেদবশেনানুচিন্তনভেদোপপত্তেঃ। শ্লোকোপন্যাসস্য চ তত্ত্বাভেদাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানস্য পূর্ব্বোদিতধ্যেয়ভেদনিরাকরণসামর্থ্যাভাবাৎ। "স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ" ইতি চোপমানোপমেয়করণাৎ। এতেন ব্রতোপদেশো ব্যাখ্যাতঃ। একমেব ব্রতমিতি

ন্নপ্যগ্নিহোত্রে প্রবৃত্তিভেদ এবমিহাপ্যধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদাদুপাসনস্যৈকস্যাপি প্রবৃত্তিভেদ ইতি সিদ্ধম্। "আধ্যানার্থো হ্যয়মধ্যাত্মাধিদৈববিভাগোপদেশ" ইতি। অগ্নিহোত্রস্যেবাধ্যানস্য কৃতে দধিতণ্ডুলাদিবদয়ং পৃথগুপদেশঃ। "এতেন ব্রতোপদেশ" ইতি। এতেন তত্ত্বাভেদেন। এবকারশ্চ বাগাদিব্রতনিরাকরণার্থঃ। নন্বেতস্যৈ দেবতায়ৈ ইতি দেবতামাত্রং শ্রূয়তে ন তু বায়ুঃ।

ন এই ৪ ও বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন, এই ৪, চার চার আট দেবতা একই এবং সেই একই প্রজাপতি সমুদায়কে উপসংহার প্রাপ্ত করান বা জীর্ণ করেন। কেহ ভেদ বলেন নাই অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ভিন্নতা নাই। ঐ ৪টীর মধ্যে এক একের সম্বর্গ, অপর অপরের সম্বর্গ, অর্থাৎ সংহারক বা জীর্ণ কারক।" অতএব, উভয়ে অপৃথক্ অর্থাৎ তদ্দ্বয়ের একত্বই গ্রাহ্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎপরিশোধনার্থ সূত্র বলিতেছেন—প্রদানবদেব। [পৃথগেব...সংহৃষতি] বায়ু ও প্রাণ পৃথক্, এই পক্ষই স্বীকার্য্য। কারণ, পৃথক্ উপদেশ দৃষ্ট হয়। যখন ধ্যানের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের উপদেশ হইয়াছে, ধ্যেযের অত্যন্ত ঐক্য থাকিলে তাদৃশ উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। বস্তুতত্ত্বে ভেদ না থাকিলেই অভেদ ধ্যান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়াছিলে, আপত্তি করিয়াছিলে, পরন্তু তাহা ন্যায্য নহে। বস্তুতত্ত্বের অভেদ থাকিলেও ভেদোপদেশ হইতে পারে। হইলে দোষ হয় না। যখন অবস্থাভেদ আছে তখন তদনুসারী উপদেশের বলে অবশ্যই ধ্যানের ভেদ হইবে। না হইবে কেন? যদিও শ্লোকপরিপাটী তত্ত্বাভেদ পক্ষেই সঙ্গত, তথাপি, তাহার পূর্ব্বোদিত ধ্যেয়-

চৈবকারো বাগাদিব্রতনিবর্ত্তনেন প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ভগ্ন-ব্রতানি হি বাগাদীন্যুক্তানি 'তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে' ইতি শ্রুতের্ন বায়ুব্রতনিবৃত্ত্যর্থঃ। 'অথাতো ব্রতমীমাংসা' ইতি প্রস্তুত্য তুল্যবদ্বায়ুপ্রাণয়োরভগ্নব্রতত্বস্য নির্ধারিতত্বাৎ। 'একমেব ব্রতঞ্চরেৎ' ইতি চোক্ত্বা 'তেনো এতস্যৈ দেব-তায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি' ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ব্রুবন্ বায়ুব্রতমনিবর্তিতং দর্শয়তি। দেবতেত্যত্র বায়ুঃ স্যাদ-পরিচ্ছিন্নাত্মত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ "সৈষা-ঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" ইতি। তথা "তৌ বা এতৌ দ্বৌ

তৎ কথং বায়ুপ্রাপ্তিমাহ ইত্যত আহ—"দেবতেত্যত্র বায়ু"রিতি। বায়ুঃ খল্বগ্ন্যাদীন্ সংবৃণুত ইত্যগ্ন্যাদীনপেক্ষ্যানবচ্ছিন্নোঽগ্ন্যাদযস্তু তেনৈবাবচ্ছিন্না

ভেদ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ সে শ্লোকে অধ্যাত্মাদি অবস্থাভেদ ঘটিত ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে না। "ইনি যেমন প্রাণগণের মধ্যে মধ্যম, তেমনি দেবগণের মধ্যে বায়ু।" এই শ্রুতি উপমার দ্বারা ঐ অর্থের দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। ব্রতঘটিত কথাটীও ঐরূপ জানিবে। বাক্-ব্রতাদির নিবৃত্তি বা নিষেধপূর্ব্বক প্রাণব্রত বুঝাইবার জন্য "একই ব্রত" বলা হইয়াছে। আরও দেখ, শ্রুতি বাক্প্রভৃতিকে ভগ্নব্রত বলিয়াছেন। যথা—"মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।" ইত্যাদি। এ উক্তি বায়ুব্রত নিবর্ত্তক নহে। "অনন্তর ব্রতবিচার—" এইরূপে প্রোক্ত প্রস্তাব আরব্ধ হইয়া পরে বায়ু-প্রাণ-ব্রত তুল্য অভগ্ন, ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। "একই ব্রত আচরণ (অনুষ্ঠান) করিবেক" শ্রুতি এইরূপ বলিযা পরে "এই দেবতার-সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বাক্যে বায়ুলোক প্রাপ্তিরূপ ফল হওয়ার কথা বলিয়াছেন, বলিয়া বায়ুব্রতের অনিবৃত্তি দৃঢ় করিয়াছেন। প্রোক্ত বাক্যস্থ উপাসনায় উপাস্য দেব বায়ু। কেননা, তাদৃশ উপাসক বায়ুর ন্যায় অপরিচ্ছিন্নাত্মতা লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং ঐ বাক্যের পরে বায়ু-শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যথা—"এই যে বায়ু, ইনিই অনস্তমিত দেবতা।" (অস্ত=অদর্শন বা বিনাশ)। আরও দেখ, শ্রুতি "উভয়েই সম্বর্গ।, দেবতার মধ্যে বায়ু এবং প্রাণগণের মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ)।" এইরূপে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, প্রস্তাবের উপসংহার কালেও উভয়ের ভেদ বর্ণন আছে। যথা—"এক

সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু" ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতম্" ইতি চ ভেদেনৈবোপসংহরতি। তস্মাৎ পৃথগেবোপগমনম্। প্রদানবৎ যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালমিন্দ্রিয়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" ইত্যস্যাং ত্রিপুরোডাশিন্যামিষ্ট্যাং 'সর্ব্বেষামভিগময়ন্নবদ্যত্যচ্ছং বট্‌কারম্' ইত্যতো বচনাদিন্দ্রাভেদাচ্চ সহপ্রদানাশঙ্কায়াং 'রাজাদিগুণভেদাৎ যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথান্যাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবত্যেবং তত্ত্বাভেদেঽপ্যাধ্যেয়াংশপৃথক্ত্বাদাধ্যানপৃথক্ত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং সঙ্কর্ষে "নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ" ইতি [জৈ০ সূত্র০]। তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাৎ যাগভেদোঽপি বিদ্যতে নৈবমিহ বিদ্যাভেদোঽস্তি। উপক্রমোপসংহারাভ্যামধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষ্বেকবিদ্যাবিধানপ্রতীতেঃ। বিদ্যৈক্যেঽপি ত্বধ্যাত্মাধিদৈবভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদো ভবত্য-

ইতি সম্বর্গগুণতয়া বায়ুরনবচ্ছিন্না দেবতা। "সর্ব্বেষামভিগময়ন্নি"তি। মিলিতানাং শ্রবণাবিশেষাদিন্দ্রস্য দেবতায়া অভেদাৎ ত্রয়াণামপি পুরোডাশানাং সহপ্রদানাশঙ্কায়ামুৎপত্তিবাক্য এব রাজাধিরাজস্বরাজগুণভেদাৎ যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথান্যাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবতি।

পাঁচ ও অন্য পাঁচ, মিলনে দশ।" [তস্মাৎ ..দিত্যুক্তম্] অতএব, প্রদানের দৃষ্টান্তে বায়ু-প্রাণের পার্থক্য জ্ঞাত হইবে। শ্রুতি আছে—"রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের ও স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশকপাল পুরোডাশ প্রদান করিবেন।" (একাদশকপাল পুরোডাশ=১১টী পাত্রে কৃতপাক পিষ্টক। কপাল=পাত্র। পুরোডাশ=পিষ্টকবিশেষ।) এই শ্রুতিতে ত্রিপুরোডাশিনী ইষ্টি (যাগ) অভিহিত হইয়াছে। এই ইষ্টিতে ~~ঐ তিন~~ দেবতাকে স্বাভিমুখে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং "বট্‌কারাখ্য দেবতার ভাগস্বরূপ হবিঃ (হোমীয় দ্রব্য) গ্রহণ অথবা ঐ সমুদায় দেবতার উদ্দেশে এক কালে হবির্গ্রহণ করিবেক।" এই বাক্যে ইন্দ্রের অভেদ বা একত্ব প্রযুক্ত সহ প্রদান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (জৈমিনি) যে,

গ্নিহোত্র ইব সায়ংপ্রাতঃকালভেদাদিত্যভিপ্রেত্য প্রদানবদি-ত্যুক্তম্॥ ৪৩॥

সহপ্রদানে হি ব্যত্যাসবিধানমনুপপন্নম। ক্রমবতি প্রদানে ব্যত্যাসবিধিরর্থবান্। তথাবিধস্যৈব ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সুগমমন্যৎ।

রাজাদি গুণ পরস্পর বিভিন্ন, সেই হেতু এবং যাজ্যানুবাক্যা * মন্ত্রের প্রয়োগ বৈপরীত্য হেতু পার্থক্য (যাগীয় দেবতার পার্থক্য) নিশ্চয় হওয়ায় পাঠানুরূপ পৃথক্ প্রদান স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ইন্দ্র এক হইলেও রাজ গুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজ গুণ ও স্বর্গরাজ গুণ এক নহে। যেহেতু এক নহে সেই হেতু সেই সেই গুণের যোগে সেই সেই ইন্দ্র ভিন্ন। যেহেতু যাগীয় দেবতা ইন্দ্র উক্ত প্রকারে বিভিন্ন, সেই হেতু তাঁহাদের উদ্দেশে হবির্গ্রহণও বিভিন্ন সুতরাং যুগপৎ বা এককালে হবির্গ্রহণ করিবেক না। যেমন এতৎস্থলে হবিঃপ্রদানের পার্থক্য, তেমনি, প্রস্তাবিত স্থলে প্রাণের ও বায়ুর তাত্ত্বিক অভেদ থাকিলেও ধ্যেয় অংশে ভেদ থাকায় ধ্যানেরও ভেদ (পার্থক্য) হইবেক। এ সিদ্ধান্ত সঙ্কর্ষকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিন্যুক্ত দেবতাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে। যথা—"নিশ্চয়ই দেবতা নানা। কেননা নানা বা পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাজাদিগুণভেদ দৃষ্টে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।" সেখানে যদিও দধ্যাদি দ্রব্যের ও দেবতার ভেদ থাকায় যাগভেদ আছে, তাহা থাকুক, কিন্তু এখানে তাহার অনুরূপে বিদ্যাভেদ (বিদ্যা = জ্ঞানাত্মক উপাসনা) নাই। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপদেশ দৃষ্ট হইলেও উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা এক বিদ্যারই বিধান হইয়াছে বলিয়া স্থির হয়। বিদ্যার বা উপাসনার প্রকারান্তরে ঐক্য থাকিলেও অধ্যাত্ম অধিদৈব ভেদ থাকায় প্রবৃত্তির ভেদ হইবেক। যেমন অগ্নিহোত্র এক, তথাপি সায়ং ও প্রাতঃ, এই দুই কাল ভেদ থাকায় অগ্নিহোত্রেরও কালিক ভেদ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ। ফলিতার্থ—অবস্থাভেদ, দেবতাভেদ ও প্রযোগভেদ, এই তিন্ অংশে দৃষ্টান্ত, সার্ব্বাত্মিক দৃষ্টান্ত নহে।

---

* "যজ—যাগ কর' এই কথা বলার পর যে মন্ত্র পঠিত হয় সেই মন্ত্র যাজ্যা। "[illegible] [illegible]—পরে বল" এইরূপ আজ্ঞার পর যে মন্ত্র অধীত হয়, তাহা অনুবাক্যা। যাজ্যানুবাক্যা [illegible] ভিন্ন; কিন্তু কথিত যাগে তাহার বৈপরীত্য আছে। যাহা যাজ্যা, [illegible] [illegible]

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৪ ॥*

বাজসনেয়িনোঽগ্নিরহস্যে 'নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীৎ' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে মনোঽধিকৃত্যাধীয়তে 'ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্যদাত্মনোঽগ্নীনর্কান্ মনোময়ান্মনশ্চিতঃ' ইত্যাদি। তথৈব 'বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিতঃ' ইতি পৃথগগ্নীনামনন্তি সাম্পাদিকান্। তেষু সংশয়ঃ।

ইহ সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষযিত্বা সিদ্ধান্তয়তি। তত্র যদ্যপি ভূয়াংসি সন্তি লিঙ্গানি মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যসূচকানি—তথাপি ন তানি স্বাতন্ত্র্যেণ স্বাতন্ত্র্যং প্রতি প্রাপকাণি প্রমাণপ্রাপিতস্ত স্বাতন্ত্র্যমুপোদ্বলয়ন্তি। ন চাত্রাস্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রাপকং প্রমাণম্। ন চেদং সামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং যেনাঽস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকং ভবেৎ। তদ্ধি সামর্থ্যমভিধানস্য বার্থস্য বা স্যাদ্যথা পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য।

বাজসনেয়ীরা তাহাদের অগ্নিরহস্যকাণ্ডে "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ ছিল না অসৎও ছিল না," ইত্যাদি কথার পরে মনের প্রস্তাব বা উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"মনঃ আত্মসম্বন্ধীয়, পূজ্য, মনোময় ও মনশ্চিৎ (মনোময=মনোবৃত্তিময়। মনশ্চিৎ=মনের দ্বারা নিষ্পন্ন) ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিতে পাইলেন।" এতদ্ভিন্ন, "বাক্‌চিৎ, প্রাণচিৎ, চক্ষুশ্চিৎ, শ্রোত্রচিৎ, কর্ম্মচিৎ ও অগ্নিচিৎ" ইত্যাদি ক্রমে পৃথক্ অগ্নি পাঠ করিয়াছেন। (বাক্‌চিৎ=বাগিন্দ্রিয সম্পাদিত। প্রাণচিৎ প্রভৃতিও প্রোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়। কথা গুলির তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয সকল আপন আপন অসংখ্য বৃত্তিরূপ অগ্নি দেখিতে পাইলেন। সে সকল অগ্নি বাস্তবাগ্নি নহে; কিন্তু সাম্পাদিকাগ্নি। সাম্পাদিক=ভাবনা বলে সম্পন্ন করা বা অগ্নিভাবে দেখা।) [তেষু...ভূযস্ত্বাদিতি] এখানেও সংশয়—ঐ সকল অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি কি-না। অর্থাৎ ঐ সকল কি যাগনিষ্পাদনার্থ কল্পিত? কি উপা-

---

* বাজিব্রাহ্মণোক্তমনশ্চিদাদয়োঽগ্নয়ঃ স্বতন্ত্রা বিদ্যাত্মকা এব। কুতঃ? লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ। হি যতঃ। তৎ লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ো বলবৎ। তদপি লিঙ্গবলবত্ত্বমপি পূর্ব্বকাণ্ডে জৈমিনীয়নয়ে উক্তং কথিতং জৈমিনিনেতি যোজনীয়ম্।—বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনশ্চিৎ প্রভৃতি কতকগুলি সাম্পাদিক অগ্নি অভিহিত হইয়াছে। সে সকল অগ্নি যাগাঙ্গ অগ্নি নহে, কিন্তু বিদ্যাঙ্গ অর্থাৎ উপাসনার অঙ্গ। কেননা, সেই সেই স্থানে বহুল উপাসনাঙ্গবোধক চিহ্ন দেখা যায়। প্রকরণ অনুসারে কর্ম্মের আকর্ষণ হইলেও প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের প্রাবল্য থাকায় তাহা কর্ম্মাঙ্গবোধনে সমর্থ নহে। জৈমিনি মুনি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা বলিয়াছেন।

কিমেতে মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনস্তচ্ছেষভূতা উত স্বতন্ত্রাঃ কেবলবিদ্যাত্মকা ইতি। তত্র প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজানীতে লিঙ্গভূয়স্ত্বাদিতি। ভূয়াংসি হি লিঙ্গান্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাত্মকত্বমেষামুপোদ্বলয়ন্তি দৃশ্যন্তে। 'তদ্‌যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিরিতি। তান্ হৈতানেবং-

---

পুরুষানুমন্ত্রণে যথা বা পশুনা যজেতেতি একত্বসংখ্যায়া অর্থস্য সংখ্যেয়াবচ্ছেদসামর্থ্যম্। ন চেদমস্যার্থদর্শনলক্ষণং লিঙ্গম্। তথা স্বত্যর্থেন নাস্য বিধ্যুদ্দেশে-নৈকবাক্যতয়া বিধিপরত্বাৎ। তস্মাদসতি সামর্থ্যলক্ষণে বিরোদ্ধরি প্রকরণম-প্রত্যূহং মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষতামবগময়তি। ন চ তে হৈতে বিদ্যাচিত

সনার্থ কথিত? প্রকরণ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই প্রতীত হয়, সূত্রকার সেই প্রতীতি নিবারণার্থ ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ কবিয়া সূত্র বলিতেছেন। স্বাতন্ত্র্য পক্ষে লিঙ্গবাহুল্য অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবোধক বহুতর চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় ঐ সকল অগ্নি স্বতন্ত্র। অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গ নহে। [ভূয়াংসি...প্রকর্ষাৎ] উল্লিখিত ব্রাহ্মণে (বেদভাগে) এমন অনেক গুলি চিহ্ন আছে—যে সকল চিহ্ন ঐ সকলের (মনশ্চিৎ প্রভৃতির) নিববচ্ছিন্ন বিদ্যাঙ্গতা (উপাসনার অঙ্গভাব) বোধ কবায়। "এই সকল ভূত (প্রাণী) মনে মনে যে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—সংকল্প কবে, সে যৎকিঞ্চিৎ-ই সেই সকল অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য।" "সমুদায় ভূত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণী সর্ব্বদা জাগ্রৎ অথবা সুপ্ত তদ্‌জ্ঞানীর উদ্দেশে সেই সকল অগ্নি চয়ন করে।" ইত্যাদি। এখানে দেখ, আমি সর্ব্বপ্রাণীর মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বক্ষণই অগ্নিচয়ন করিতেছি, এই ধ্যান যখন দৃঢ় বা অবিচাল্য হয়, তখন, সর্ব্বপ্রাণিকৃত যে-কিছু সংকল্প—সমস্তই তাহার অগ্নিকার্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গতার নিষেধক এবং উপাসনাঙ্গতাব বোধক। যাহা ক্রিয়াঙ্গ—তাহা যৎকিঞ্চিৎ করণে সিদ্ধ হয় না। অপিচ, যে এবংবিৎ অর্থাৎ যে ঐরূপ উপাসক, প্রাণিসকল সর্ব্বদা তদুদ্দেশে তদীয় অগ্নি (মনোবৃত্তিরূপ অগ্নি) চয়ন করে, এ কথাও উপাসনাঙ্গ অগ্নির দ্যোতক। যে অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ—সে অগ্নি শাস্ত্রোক্ত সময়ে অনুষ্ঠেয়; সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নহে, তেমনি, সকলের অনুষ্ঠেয়ও নহে। সর্ব্বদানুষ্ঠেয় ও সর্ব্বানুষ্ঠেয় উক্তি থাকায় উক্তাগ্নির উপাসনাঙ্গতা

বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কানি। তদ্ধি লিঙ্গং প্রকরণাদ্বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে 'শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ' ইতি [জৈ০সূ০] ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৪৫ ॥*

নৈতদ্যুক্তং স্বতন্ত্রা এতেঽগ্নয়োঽনন্যশেষভূতা ইতি।

এবেত্যবধারণশ্রুতিঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশং বারয়তি যেন শ্রুতিবিরোধে সতি ন প্রকরণং ভবেৎ বাহ্যসাধনতাপাকরণার্থত্বাদবধারণস্য। ন চ বিদ্যয়া হৈব বিদশ্চিতা ভবন্তীতি পুরুষসম্বন্ধমাপাদয়দ্বাক্যং প্রকরণমপবাধিতুমর্হতি।

অন্যার্থদর্শনং খল্বেতদপি। ন চ তৎস্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকমিত্যুক্তম্। তস্মাত্ত-

ব্যতীত ক্রিয়াঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। অপিচ, ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যাও উপাসনাঙ্গতার বোধক চিহ্ন। এই সকল লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্, সুতরাং এই সকলের দ্বারাই প্রকরণলভ্য অর্থের বাধ হয় এবং লিঙ্গলভ্য অর্থের সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। এ কথা পূর্ব্বকাণ্ডেও (জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায়) কথিত হইয়াছে। যথা—"শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সকলের সমবায় হইলে অর্থাৎ একত্র দর্শন হইলে, অর্থের দূরতা হেতু ঐ সকলের পর পর দুর্ব্বল জানিবে।" সুতরাং লিঙ্গ অপেক্ষা প্রকরণ দুর্ব্বল, দুর্ব্বল বলিয়া তল্লভ্য অর্থ লিঙ্গলভ্য অর্থের নিকট বাধিত।

[পুনর্ব্বার, পূর্ব্বপক্ষ] যাহা বলিলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অর্থাৎ

* পূর্ব্বস্য "ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুতে" ইত্যুক্তস্য "স এষ ত্রিষ্টকাগ্নিঃ" ইত্যেতস্য সন্নিহিতস্যৈবায়ং বিকল্পঃ সঙ্কল্পময়ত্বাখ্যপ্রকারভেদোপদেশঃ ক্রিয়াগ্নিবৎ সাঙ্কল্পিকাঽগ্নয়োঽপ্যঙ্গমিতি যাবৎ। প্রকরণাৎ অর্থবাদবাক্যস্থলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীয়সাঃ সাম্পাদিকা অপ্যেতে অগ্নয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিন্য এব। মানসবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষ এবমিহাপীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—ঐ সকল মনশ্চিতাদি অগ্নি স্বতন্ত্র এ কথা ন্যায্য নহে। কারণ, উহারই পূর্ব্বে ইষ্টকাগ্নির প্রস্তাব আছে, সুতরাং ঐ উপদেশ তাহারই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন মনঃকল্পিত গ্রহ অর্থাৎ সোমরস ও পাত্র প্রভৃতি সাংকল্পিক হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য, সেইরূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

পূর্ব্বস্য ক্রিয়াময়স্যাগ্নেঃ প্রকরণাৎ তদ্বিষয় এবায়ং বিকল্প-বিশেষোপদেশঃ স্যান্ন স্বতন্ত্রঃ। নন্বু প্রকরণাল্লিঙ্গং বলীয়ঃ, সত্যমেব তৎ, লিঙ্গমপি ত্বেবঞ্জাতীয়কং ন প্রকরণাৎ বলীয়ো ভবতি। অন্যার্থদর্শনং হ্যেতৎ সাম্পাদিকাগ্নিপ্রশংসারূপত্বাৎ। অন্যার্থদর্শনঞ্চাসত্যামন্যস্যাং প্রাপ্তৌ গুণবাদেনাপ্যুপপদ্যমানং ন প্রকরণং বাধিতুমুৎসহতে। তস্মাৎ সাম্পাদিকা অপ্যেতে-

দপি ন প্রকরণবিরোধায়ালমিতি সাম্পাদিকা অপ্যেতে অগ্নয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশিন এব মানসবৎ। দ্বাদশাহে তু শ্রূয়তে- অনয়া ত্বা পাত্রেণ সমুদ্রং রসয়া প্রাজাপত্যং মনোগ্রহং গৃহ্ণামীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং মানসং দ্বাদশা-হাদহরন্তরমুত তন্মধ্যপাতিনো দশমস্যাহ্নোঽঙ্গমিতি। তত্র বাঢ়ং দ্বাদশাহো মনো মানসমিতি মানসস্য দ্বাদশাহাদ্ভেদেন ব্যপদেশাদ্বাত্মনসভেদবদ্ভেদঃ। নির্দ্ধৃতানি দ্বাদশাহস্য গতরসানি ছন্দাংসি তানি মানসেনৈবাপ্যায়ন্তীতি চ দ্বাদশাহস্য মানসেন স্তূয়মানত্বাদ্ভেদে চ সতি স্তুতিস্তুত্যভাবস্যোপপত্তেঃ। দ্বাদশাহাদহরন্তরং ন তদঙ্গং পত্নীসংযাজান্তত্বাচ্চাহ্না পত্নীঃ, সংযাজ্য মানসায়

ঐ সকল অগ্নি কাহার অঙ্গ নহে; প্রত্যুত স্বতন্ত্র, এ কথা ন্যায্য নহে। কারণ এই যে, ঐ সকল অগ্নি পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াময় অগ্নিব প্রকরণে পঠিত; সে জন্য সে সকল ক্রিয়াঙ্গ অগ্নিরই বৈকল্পিক উপদেশ। যেহেতু বৈক-ল্পিক উপদেশ—সেই হেতু স্বতন্ত্র বা পৃথক্ তত্ত্ব নহে। (ইষ্টকা নামে পরি-ভাষিত অগ্নি, তাহার চয়ন করিবেক, পূর্ব্বে এইরূপ উপক্রমে ইষ্টকাগ্নিচয়নের বিধান হইয়াছে। সেই ইষ্টকাগ্নিচয়নের সন্নিধানে ঐরূপ বিকল্পের অর্থাৎ তাহারই সঙ্কল্পময় প্রকারের উপদেশ দেখা যায়। অতএব, ক্রিয়াগ্নি যদ্রূপ, এই সাঙ্কল্পিক অর্থাৎ মানসিক (মানস-ব্যাপার সম্পাদ্য) অগ্নিও তদ্রূপ। সুতরাং পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ—উক্তাগ্নি ক্রিয়াঙ্গ।) [নন্বু···মুৎসহতে] যদি বল, প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা আছে, এ কথা বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু কথিত প্রকারেব লিঙ্গ প্রকরণ অপেক্ষা বলবৎ নহে। (অভিপ্রায় এই যে, বিধিবাক্যস্থ লিঙ্গই বলবৎ, অর্থবাদ বাক্যস্থ লিঙ্গ বলবৎ নহে)। যেহেতু উহা সাম্পাদিক অগ্নির প্রশংসা কারক—সেই হেতু উহা অন্যার্থ অর্থাৎ অন্যের অঙ্গ। ঐ স্থলে যদি অন্যের (ক্রিয়ার) প্রাপ্তি না থাকিত তাহা হইলে ঐ দর্শন বা জ্ঞান অবশ্যই গুণবাদে উপপন্ন হইলেও প্রকরণের বাধা জন্মাইতে পারিত না। [তস্মাৎ...ইত্যর্থঃ]

ঽগ্নয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশিন এব স্যুঃ। মানসবৎ। যথা দ্বাদশরাত্রস্য দশমেঽহন্যবিবাক্যে পৃথিব্যা পাত্রেণ সমুদ্রস্য সোমস্য প্রজাপতয়ে দেবতায়ৈ গৃহ্যমাণস্য গ্রহণাসাদনহবনাহরণোপহ্বানভক্ষণানি মানসান্যেবাম্নায়ন্তে। স চ মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ ক্রিয়াপ্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষ এব ভবতি, এবময়মপ্যগ্নিকল্প ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রসর্পন্তীতি চ মানসস্য পত্নীসংযাজস্য পরস্তাৎ শ্রুতেঃ। ত্রয়োদশাহেঽপ্যবযুত্য দ্বাদশসঙ্খ্যাসমবায়াৎ কথঞ্চিজ্জঘন্যযাপি বৃত্ত্যা দ্বাদশাহে সংজ্ঞাবিরোধাভাবাদিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। প্রমাণান্তরেণ হি ত্রয়োদশত্বেঽহ্নাং সিদ্ধে দ্বাদশাহ ইতি জঘন্যয়া বৃত্ত্যোন্নীয়েত ন ত্বস্তি তাদৃশং প্রমাণান্তরম্। ন চ ব্যপদেশভেদোঽহবয়বত্বং কল্পয়িতুমর্হতি। অঙ্গাঙ্গিভেদেনাপি তদুপপত্তেঃ। অত এব চ স্তুত্যস্তাবকভাবস্যাপ্যুপপত্তিঃ, দেবদত্তস্যেব দীর্ঘৈঃ কেশৈঃ। পত্নীসংযাজান্ততা তু যদ্যপৌৎসর্গিকী তথাপি দশমস্যাহ্নো বিশেষবচনাৎ মানসানি গ্রহণাসাদনহবনাদীনি পত্নীসংযাজাৎ পরাঞ্চি ভবিষ্যন্তি। কিমিব হি ন কুর্য্যাদ্ বচনমিতি। এষ বৈ দশমস্যাহ্নো বিসর্গো যন্মানসমিতি বচনাৎ দশমাহরঙ্গতা গম্যতে বিসর্গোঽন্তোঽস্তবতো ধর্ম্মো ন স্বতন্ত্র ইতি দশমেঽহনি মানসায় প্রসর্পন্তীতি দশমস্যাহ্ন আধারত্বনির্দ্দেশাচ্চ তদঙ্গং মানসং নাহরন্তরমিতি সিদ্ধম্। তদিহ দ্বাদশাহসম্বন্ধিনো দশমস্যাহ্নোঽঙ্গং মানসমিতি ধর্ম্মমীমাংসাসূত্রকৃতোক্তং দশরাত্রস্যাপি দশমস্যাহ্নোঽঙ্গমিতি ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রুত্যন্তরবলেনাহ—যথা দশরাত্রস্য দশমেঽহন্যবিবাক্য ইতি। অবিবাক্য ইতি দশমস্যাহ্নো নাম।

অতএব, ঐ সকল অগ্নি সাম্পাদিক (যাহা সঙ্কল্প বা মানসী-চিন্তায় অগ্নিভাবে সম্পন্নীকৃত হয় তাহা সাম্পাদিক) হইলেও প্রকরণ বলে ক্রিয়ানুপ্রবেশী অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য। ক্রিয়ামধ্যে মানস উক্তি যদ্রূপ, এখানেও তদ্রূপ জানিবে। ক্রিয়াঙ্গে মানস উক্তি যথা—বেদে দ্বাদশরাত্রসাধ্য একটী যাগ অভিহিত আছে। সেই যাগের দশম দিবসে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে পৃথিবী পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ, আসাদন (যথাস্থানে স্থাপন), হবন, আহরণ, উপাহ্বান ও ভক্ষণ করিবার বিধান আছে। কিন্তু সে সমস্তই মানস অর্থাৎ মনে মনে চিন্তামাত্র করিতে হয়। সমুদ্ররূপ সোমরস ও তাহার গ্রহণ মানস হইলেও তাহা উপাসনা মধ্যে গণ্য

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৬ ॥*

অতিদেশশ্চৈষামগ্নীনাং ক্রিয়ানুপ্রবেশমুপোদ্বলয়তি 'ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণ্যগ্নয়োঽর্কাস্তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ' ইতি। সতি হি সামান্যেঽতিদেশঃ প্রবর্ত্ততে। ততশ্চ পূর্ব্বেণেষ্টকাচিতেন ক্রিয়ানুপ্রবেশিনাঽগ্নিনা সাম্পাদিকানগ্নীনতিদিশন্ ক্রিয়ানুপ্রবেশমেবৈষাং দ্যোতয়তি ॥৪৬॥

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৭ ॥†

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বিদ্যাত্মকা এবৈতে স্বতন্ত্রা

ন হি সাম্পাদিকানামগ্নীনামিষ্টকাসু চিতেনাগ্নিনা কিঞ্চিদস্তি সাদৃশ্যমন্যত্র ক্রিয়ানুপ্রবেশাৎ। তস্মাদপি ন স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

মা ভূদন্যেষাং শ্রুতিবিধ্যুদ্দেশানামন্যার্থদর্শনানামপ্রাপ্তপ্রাপকত্বমেতেষু ত্বশ্রুতবিধ্যুদ্দেশেষু বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াদ্বিধিরুন্নেতব্যঃ। তথা চৈতেভ্যো যাদৃশোঽর্থঃ প্রতীয়তে তদনুরূপ এব স ভবতি। প্রতীয়তে চৈতেভ্যো

নহে; কিন্তু ক্রিয়াপ্রকরণে উক্ত হওয়ায় ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য। এইরূপ মনশ্চিৎ প্রভৃতিও বস্তুতঃ অগ্নি না হইলেও অগ্নিতুল্য চিন্তনীয় এবং তাহা ক্রিয়া প্রকরণে কথিত হওয়ায় ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গণ্য।

ঐ সকল অগ্নির অতিদেশও দেখা যায়। সেই অতিদেশ (তুলনা) ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া বুঝাইতে সমর্থ। ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র অগ্নি ও অর্ক (সূর্য্য) তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটী তাহাই—যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে ক্রিয়াঙ্গতা সাদৃশ্য লইয়া অতিদেশ (তুলনা) করা হইয়াছে। সামান্যের উপদেশ থাকিলেই বিশেষ প্রাপ্তির জন্য অতিদেশ বাক্যের উল্লেখ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সামান্যতঃ ইষ্টকাগ্নির উপদেশ আছে, তাহা ক্রিয়ানুপ্রবেশী অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গ, সেই ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির দ্বারা অতিদেশ করায় ঐ সকল সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

সূত্রস্থ তু-শব্দের অর্থ উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিষেধ। অর্থাৎ ঐ পূর্ব্বপক্ষ আপ-

---

* সাদৃশ্যেন ক্রিয়াঙ্গত্ববোধনমতিদেশস্তস্মাদপি ক্রিয়াঙ্গত্বমবসীয়তে।—পূর্ব্বোপদিষ্ট ইষ্টকাচিত অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ, তাহার সহিত প্রস্তাবিত ঐ সকল সাম্পাদিক অগ্নির অতিদেশ অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে। এই তুলনা দৃষ্টে বলা যাইতে পারে, ঐ সকল (মনশ্চিৎ প্রভৃতি) অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ।

† সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ। তুঃ পক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। নির্দ্ধারণাৎ অবধারণাৎ মনশ্চিদাদীনাং বিদ্যা-

মনশ্চিদাদয়োঽগ্নয়ঃ স্যুর্ন ক্রিয়াশেষভূতাঃ। তথা হি নির্ধারয়তি 'তে হৈতে বিদ্যাচিত এব' ইতি 'বিদ্যয়া হৈবেত এবম্বিদশ্চিতা ভবন্তি' ইতি চ ॥ ৪৭ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৮ ॥*

দৃশ্যতে চৈষাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গং তৎ পুরস্তাদ্দর্শিতং 'লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ' ইত্যত্র [বে০ সূ০ ৩।৩।৪৪]। ননু লিঙ্গমপ্যসত্যামন্যস্যাং প্রাপ্তাবসাধকং কস্যচিদর্থস্যেত্যপাস্য তৎপ্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসিতমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৪৮ ॥

মনশ্চিদাদীনাং সান্তত্যাঞ্চাবধারণঞ্চ ফলভেদসমন্বয়শ্চ পুরুষসম্বন্ধশ্চ। ন চাস্য গোদোহনাদিবৎ ক্রত্বর্থাশ্রিতত্বং যেন পুরুষার্থস্য কর্ম্মপারতন্ত্র্যং ভবেৎ। ন চ বিদ্যাচিত এবেত্যবধারণং বাহ্যসাধনাপাকরণার্থম্। স্বভাবত এব বিদ্যায়া বাহ্যানপেক্ষত্বসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ পরিশেষান্মানসগ্রহবৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশশঙ্কাপাকরণার্থমবধারণম্। ন চৈবমর্থত্বে সম্ভবতি দ্যোতকত্বমাত্রেণ নিপাতশ্রুতিঃ পীডনীয়া। তস্মাৎ শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানি প্রকরণমপোদ্য স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনামবগময়ন্তীতি সিদ্ধম্।

শ্রুতিলিঙ্গবাক্যৈঃ প্রকরণং বাধ্যমিতি সূত্রত্রয়ার্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ভিন্ন বা উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ এই যে, শ্রুতিতে নির্ধারণ বাক্য আছে। সেই সকল মনশ্চিতাদি অগ্নি যে ক্রিয়াঙ্গ নহে, প্রত্যুত স্বতন্ত্র ও উপাসনাঙ্গ; শ্রুতি তাহা অবধারণবাক্যে (নিশ্চয় করিয়া) বলিয়াছেন। যথা—"পূর্ব্বোক্ত অগ্নি সকল নিশ্চিত বিদ্যাচিত।" "বিদ্যার বা উপাসনার দ্বারা ঐরূপ জ্ঞানীর চিত অর্থাৎ অগ্নিসম্পত্তি হয়।" ইত্যাদি।

ঐ সকল যে ক্রিয়াঙ্গ নহে, প্রত্যুত স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে লিঙ্গ (চিহ্ন) দর্শন আছে। যে সকল লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন ইতিপূর্ব্বে "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ" সূত্রে দেখান বা বলা হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, অন্যের (ক্রিয়ার) প্রাপ্তি থাকিলে লিঙ্গদর্শন অসাধক হয় অর্থাৎ কার্য্যকারী বা বোধক হয় না, বোধক না হইলেই প্রকরণের বলে ঐ সকলের ক্রিয়াঙ্গতা নিশ্চিত হইতে পারে, তাহার প্রতি উত্তর প্রদানার্থ বলা হইতেছে—

ঙ্গতা সিধ্যতি।—শ্রুতি অবধারণ বাক্যে ঐ সকলকে বিদ্যাঙ্গ বলিয়াছেন; সে জন্য ঐ সকলের বিদ্যাঙ্গতা নিশ্চয় হয়।

* তেষাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্যপি দৃশ্যন্তে।—ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্যপক্ষে লিঙ্গদর্শনও আছে। সে সকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৪৯ ॥*

নৈবং প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বমধ্যবসায় স্বাতন্ত্র্য-পক্ষো বাধিতব্যঃ শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ। বলীয়াংসি হি প্রকরণাৎ শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানীতি স্থিতং শ্রুতিলিঙ্গসূত্রে। তানি চেহ স্বাতন্ত্র্যপক্ষং সাধয়ন্তি দৃশ্যন্তে। কথম্। শ্রুতিস্তাবৎ 'তে হৈতে বিদ্যাচিত এব' ইতি। তথা লিঙ্গং 'সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যপি স্বপতে' ইতি। তথা বাক্যমপি 'হৈবৈত এবম্বিদশ্চিতা ভবন্তি' ইতি। 'বিদ্যাচিত এব' ইতি হি সাবধা

অনুবন্ধাতিদেশশ্রুত্যাদিভ্য এবমেব বিজ্ঞেয়ম্। তে চ ভাষ্য এব স্ফুটাঃ।

ঐরূপ প্রকরণের বলে ঐ সকলের ক্রিয়াঙ্গতা স্থির করিয়া স্বাতন্ত্র্য পক্ষ বাধিত (বিতাড়িত) করিতে পার না। কেননা, ঐরূপ প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, এই তিন প্রমাণই বলবান্। প্রকরণ অপেক্ষা ঐ সকলের বল অধিক, সে জন্য প্রকরণ নিজেই ঐ সকলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, স্বসম্পর্কিত অর্থ প্রত্যায়ন করিতে পারে না। এ কথা পূর্ব্বমীমাংসার শ্রুতিলিঙ্গাদির বলাবল নির্ণয় সূত্রে অভিহিত হইয়াছে। সে সকলকে অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য, এই তিন প্রমাণকে উদাহৃত অগ্নির স্বাতন্ত্র্য পক্ষ সাধন ও ক্রিয়াঙ্গপক্ষ নিবারণ করিতে দেখা যায়। [শ্রুতিস্তাবৎ...স্থাৎ] শ্রুতি যথা—"সেই এই মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্যাচিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াগ্নি নহে।" লিঙ্গ যথা—"সমুদায় প্রাণী সকল সময়ে এই অগ্নির চয়ন করে।" (ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি সকল সময়ে সর্ব্বপ্রাণিকর্ত্তৃক চিত হয় না। এই সকল কারণে মনশ্চিতাদি অগ্নির মাত্র ধ্যানরূপতাই প্রতীত হয়, বাহ্যিকতা প্রতীত হয় না।) বাক্য যথা—'বিদ্যার অর্থাৎ ধ্যানরূপ উপাসনার দ্বারা ঐ সকল সেই সেই উপাসককর্ত্তৃক চিত হইয়া থাকে।" মনশ্চিতাদি অগ্নিকে (অগ্নি বলিয়া কথিত মনশ্চিৎ প্রভৃতি প্রকৃত অগ্নি নহে; কিন্তু অগ্নিতুল্য। অগ্নিরূপে চিন্তনীয় বা ধ্যেয়।) ক্রিয়াঙ্গ বলিতে গেলে "বিদ্যাচিত এব" এই শ্রুতি বাধিত (অর্থ প্রকাশে অসমর্থ

* আদিশব্দাৎ লিঙ্গবাক্যয়োঃ সংগ্রহঃ। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানাং বলীয়স্ত্বাৎ ন বাধঃ। নৈবাং স্বাতন্ত্র্যহানিরিতি যাবৎ।—প্রকরণ বলে ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিতে পার না। কারণ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য, এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্। সুতরাং উক্ত তিনের দ্বারা প্রকরণ নিজেই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

রণেয়ং শ্রুতিঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশেঽমীষামভ্যুপগম্যমানে·বাধিতা স্যাৎ। ' নন্ববাহ্যসাধনত্বাভিপ্রায়মিদমবধারণং ভবিষ্যতি। নেত্যুচ্যতে। তদভিপ্রায়তায়াং হি বিদ্যাচিত ইতীয়তা বিদ্যা-স্বরূপসঙ্কীর্ত্তনেনৈব কৃতত্বাদনর্থকমিদমবধারণং ভবেৎ। স্বরূপমেব হ্যেষামবাহ্যসাধনত্বমিতি। অবাহ্যসাধনত্বেঽপি মানস-গ্রহবৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্তিফলমবধারণমর্থবৎ ভবিষ্যতি। তথা 'স্বপতে জাগ্রতে চৈবম্বিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতান্যেতানগ্নীন্ চিন্বন্তি' ইতি সাতত্যদর্শনমেতেষাং স্বাত-

---

সুতরাং মিথ্যা) হইবেক। এস্থলে শ্রুতি-শব্দের অর্থ—সাক্ষাৎ অর্থপ্রত্যায়ক শব্দ। বিদ্যাচিত, এব, এই দুই শব্দে সাক্ষাৎ বা·মুখ্যরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি হয়, সেই কারণে উহা শ্রুতি। [নন্ববাহ্য...কল্পতে] যদি বল, ঐ অব-ধারণ বা ঐ শ্রুতি (বিদ্যাচিত, এব,) অবাহ্যসাধন অভিপ্রায়ে কথিত, ইহা বলা হইয়াছে, আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল অগ্নি অবাহ্যসাধন অর্থাৎ মানস বা কেবল মনে মনে ঐ সকলের অগ্নিত্ব ধ্যান অভিপ্রায়ে অভিহিত হয় নাই। ঐ সকল অবাহ্যসাধন অভিপ্রায়ে অভিহিত হইলে "বিদ্যাচিত" এই পর্য্যন্ত বলিলেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত "এব" পর্য্যন্ত বলিতে হইত না। বিদ্যাচিত, এই অংশের দ্বারাই ঐ সকলের উপা-সনারূপিত্ব বলা সিদ্ধ হয়; সুতরাং তদুপরি পরিকথিত অবধারণের অর্থাৎ "এব" শব্দের সার্থক্য থাকে না। কেননা, অবাহ্যসাধনতাই ঐ সকলের স্বরূপ। ঐ অগ্নিচয়ন বহিঃস্থ হস্তাদির দ্বারা সাধিত হয় না, কেবলমাত্র মানস-ব্যাপা-রেই ঐ সকলে অগ্নিভাব আহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল অগ্নি অবাহ্য-সাধন—বাহ্য উপকরণে সাধিত হয় না; সুতরাং কেবলমাত্র মনোব্যাপারে (ধ্যানে বা ভাবনায়) সাধিত হয়, সেই জন্য মানসগ্রহের ন্যায় * ঐ সকল ক্রিয়াঙ্গ কি-না সে আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে। সেই জন্যই শ্রুতি তাদৃশ আশঙ্কার উচ্ছেদার্থ অবধারণবাচী "এব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

---

* মানসগ্রহের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "পৃথিবী-পাত্রে সমুদ্র-সোমরসের পান" ইত্যাদি। পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস স্থাপন করিয়া তাহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা মনস অর্থাৎ চিন্তনীয় ব্যতীত অন্য কিছু সম্ভবে না। এই চিন্তনীয় বা মানস গ্রহ যাগক্রিয়ার একটী অঙ্গ। এতদ্দৃষ্টান্তে চিন্তনীয় অগ্নি মনশ্চিতাদিও যাগাঙ্গ হইতে পারে, পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে এ সকল কথা বলা হইয়াছে, দেখিয়া লও।

ন্ত্র্যৈব কল্পতে। যথা সাম্পাদিকে বাক্‌প্রাণময়ে অগ্নি-হোত্রে 'প্রাণং তদা বাচি জুহোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি' ইত্যুক্ত্বা উচ্যতে 'এতে অনন্তে অমৃতে আহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সততং জুহোতি' ইতি তদ্বৎ। ক্রিয়ানুপ্রবেশে তু ক্রিয়াপ্রয়োগস্যাল্পকালত্বাৎ ন সাতত্যেনৈষাং প্রয়োগঃ কল্পেত। ন চেদমর্থবাদমাত্রমিতি ন্যায্যম্। যত্র হি বিস্পষ্টো বিধায়কো লিঙ্গাদিরুপলভ্যতে যুক্তং তত্র সঙ্কীর্ত্তনমাত্রস্যার্থ-বাদত্বমিহ তু বিস্পষ্টবিধ্যন্তরানুপলব্ধেঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেবৈষাং বিজ্ঞানানাং বিধানং কল্পনীয়ম্। তচ্চ যথাসঙ্কীর্ত্তনমেব কল্প-য়িতুং শক্যত ইতি সাতত্যদর্শনাৎ তথাভূতমেব কল্প্যতে।

যদি এই তাৎপর্য্য গ্রহণ কর, তাহা হইলে আশঙ্কা নিবৃত্তিরূপ ফলের উৎপাদন করায় ঐ অবধারণ-শব্দের অর্থাৎ "এব"শব্দের সার্থক্যভঙ্গাদি হইবে কেন? আরও দেখ, "সমুদায় প্রাণী সর্ব্বদাই সুপ্ত ও জাগ্রৎ ঐরূপ জ্ঞানীর উদ্দেশে এই সকল অগ্নি চয়ন করিতেছে।" এতৎশ্রুতিস্থ যে সাতত্য শ্রবণ, এই সাতত্য শ্রবণ ক্রিয়াঙ্গপক্ষে সঙ্গত হয় না; কিন্তু উপাসনা পক্ষ স্বীকার করিলে সঙ্গত হয়। [যথা সাম্পাদিকে...সিদ্ধিঃ] বিবেচনা কর, সাম্পাদিক প্রাণময় অগ্নিহোত্রের বিবরণে (আধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র হোমের বিধানে) "সেই সময় অর্থাৎ ধ্যানকালে প্রাণকে বাক্যে এবং বাক্যকে প্রাণে আহুতি দেওয়া হয়" এই উক্তির পর অভিহিত হইয়াছে—"এই দুই অনন্ত ও অমৃত আহুতি সর্ব্বদাই জাগ্রৎ স্বপ্ন উভয় অবস্থায় হুত হয়।" এই উক্তি যদ্রূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির উল্লেখও তদ্রূপ। ঐ সকল অগ্নিকে ও ঐ হোমকে ক্রিয়া প্রবিষ্ট করিতে পার না। অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গ বলিতে পার না। কেননা, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অল্পকালব্যাপী, সুতরাং তদনুষ্ঠানের সাতত্য অসম্ভব। শ্রুতি যখন সততং জুহোতি বলিয়াছেন, তখন নিশ্চিত উহা উপাসনা-বিশেষ, ক্রিয়ার অঙ্গবিশেষ নহে। ঐ বাক্যকে কেবল-মাত্র অর্থবাদ বলাও ন্যায্য নহে। যে স্থলে স্পষ্টরূপ বিধায়ক লিঙ্গ উপলব্ধ হয় সেই স্থলেই কীর্ত্তনমাত্রের অর্থবাদতা বলা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু উদাহৃত স্থলে বিস্পষ্ট বিধ্যন্তর উপলব্ধ না হওয়ায় কীর্ত্তনের (উল্লেখের) বলেই ঐ সকল বিজ্ঞানের (ধ্যানাত্মক জ্ঞানের) বিধানকল্পনা কৃত হয়। পরন্তু বিধানকল্পনা কীর্ত্তন দৃষ্টে কীর্ত্তনের অনুসারেই কৃত হইয়া থাকে।

ততশ্চ সামর্থ্যাদেষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ। এতেন "তদ্যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিঃ" ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। তথা বাক্যমপি "এবম্বিদে" ইতি পুরুষবিশেষসম্বন্ধমেবৈষামাচক্ষাণং ন ক্রতুসম্বন্ধং মৃষ্যতে। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যপক্ষ এব জ্যায়ানিতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫০ ॥*

(যদ্রূপ কীর্ত্তন—যদ্রূপ পাঠ—তদ্রূপ বিধান কল্পনীয) উদাহৃত শ্রুতিতে সাতত্য কীর্ত্তন আছে, সুতবাং সাতত্য বক্ষা হইতে পাবে এরূপ কল্পনা কবাই বিধেয। এতদনুসাবেও প্রোক্ত অগ্নিসমূহেব (মনশ্চিৎ প্রভৃতিব) স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধি হয। [এতেন...জ্যাযানিতি] এই সাতত্য শ্রুতিব ব্যাখ্যাব দ্বাবা "প্রাণী সকল মনে মনে যে কিছু সংকল্প কবে," ইত্যাদি শ্রুতিবও ব্যাখ্যা হইল। অপিচ, "যে এবংবিৎ" এ বাক্যেও পুরুষ-বিশেষেব সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে, যজ্ঞসম্বন্ধ অভিহিত হয নাই। অর্থাৎ ঐ বাক্যেও ক্রিযাঙ্গ অগ্নি কথিত হয নাই; কিন্তু উপাসনাঙ্গ অগ্নি কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তেব উপসংহাব এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিতে মনশ্চিৎ ও বাক্‌চিৎ প্রভৃতি অগ্নিব স্বাতন্ত্র্যপক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিযা অবধাবিত হয।

* আদি শব্দাদতিদেশাদযঃ। সম্পদুপাস্ত্যো মনোবৃত্তিষু ক্রিযাঙ্গানাং যোজনমনুবন্ধঃ। অনুবন্ধাতিদেশশ্রুতিলিঙ্গবাক্যেভ্যঃ কাবণেভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যমেব মনশ্চিদাদীনাং বিজ্ঞাযতে। প্রজ্ঞান্তবপৃথক্ত্ববদিতি যথা প্রজ্ঞান্তবাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেন (নিমিত্তেন) পৃথগেব কর্ম্মভ্যো বিজ্ঞানান্তবেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণ্যেব ভবন্ত্যেবং মনশ্চিদাদযোঽপীতি যোজনীযম্। দৃষ্টশ্চ পূর্ব্বতন্ত্রে—অবেষ্টে রাজসূযপ্রকবণপঠিতাযাঃ প্রকবণাদুৎকর্ষঃ। তদুক্তমিতি পূর্ব্বকাণ্ডে।—শ্রুতি যে সম্পৎ উপাসনাব উদ্দেশে মনোবৃত্তিতে যজ্ঞাঙ্গের যোজনা কবিযাছেন তাহা অনুবন্ধ নামে খ্যাত। এই অনুবন্ধ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অতিদেশ, শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ,—এই হেতু পঞ্চকেব দ্বাবা মনশ্চিৎপ্রভৃতিব স্বতন্ত্রতাই নির্ণীত হয। অর্থাৎ সে যজ্ঞাঙ্গতা বুদ্ধি সকলে স্থান পায না। যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বা উপাসনা অনুবন্ধ প্রভৃতিব দ্বাবা কর্ম্ম ও অন্য উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র বলিযা নির্দ্ধাবিত হয, সেইরূপ, মনশ্চিদাদিও যজ্ঞাঙ্গ হইতে সমাকৃষ্ট হইযা উপাসনাঙ্গে স্থাপিত ও স্বতন্ত্র বলিযা নির্দ্ধাবিত হইবেক। অবেষ্টি নামক যাগ রাজসূযযজ্ঞপ্রস্তাবে পঠিত হইলেও তাহাব বাজসূযাঙ্গতা নিবাবিত হইযা স্বতন্ত্রতা নিশ্চয হইতে দেখা যায। এ কথা পূর্ব্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনি মুনি কৃত পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে বিবৃত আছে।

ইতশ্চ প্রকরণমুপমৃদ্য স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রতিপত্তব্যং যৎ ক্রিয়াবয়বান্মনআদিব্যাপারেষ্বনুবধ্নাতি। 'তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈব গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাঽস্তুবন্ মনসাঽশংসন্ যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়মক্রিয়ত' ইত্যাদিনা। সম্পৎফলো হ্যয়মনুবন্ধঃ। ন চ প্রত্যক্ষাঃ ক্রিয়াবয়বাঃ সন্তঃ সম্পাদা লিপ্সিতব্যাঃ। ন চাত্রোদ্গীথাদ্যু-

যদুক্তং পূর্ব্বপক্ষিণাক্রত্বঙ্গত্বে পূর্ব্বেণেষ্টকাচিতেন মনশ্চিদাদীনাং বিকল্প

প্রকরণ ভঙ্গ করিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র পক্ষে নিক্ষেপ করিবার (মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি না বলিয়া ধ্যানাঙ্গ বলিবার) অন্য হেতুও আছে। সে অন্য হেতু এই—উক্ত স্থলে যে কিছু ক্রিয়ার অবয়ব—যে-কিছু অঙ্গ—সমস্তই মানস ব্যাপারের অধীন বা ধ্যানসম্পাদ্য। যথা—"সেই সকল অগ্নি মনের দ্বারাই আহিত হয়, মনের দ্বারাই চিত হয়, গ্রহ বা পাত্র মনের দ্বারাই গৃহীত হয়, তাহা মনের দ্বারাই স্তুত হয়, এবং মনের দ্বারাই শংসিত হয়। অধিক কি বলিব, যে-কিছু যজ্ঞকর্ম্ম—যজ্ঞের উপকারক অঙ্গ, যে-কিছু যজ্ঞীয় কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞরূপের নির্ব্বাহক, সমস্তই মনের দ্বারা—সমস্তই মনোময়। মনোময় মনশ্চিৎ প্রভৃতি বিষয়ে মনোময়ী ক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি। (ফলিতার্থ—অগ্নি, অগ্ন্যাধ্যান, ইষ্টকাচয়ন, যজ্ঞপান, যজ্ঞপাত্রের স্তুতি, হোতাকর্ত্তৃক তাহার প্রশংসা, এ সমস্তই মনে মনে—বাহিরে নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—মনের এক একটী বৃত্তি লইয়া তাহাতে যাগের বা যজ্ঞক্রিয়ার ঐ সকল অঙ্গ যথাক্রমে ভাবনা করিবেক। ইত্যাদি) [সম্পৎ...দীনাম] ঐ অনুবাদের অর্থাৎ মনোবৃত্তিতে যজ্ঞাঙ্গ-যোজনার ফল সম্পৎ। সম্পৎ অর্থাৎ চিত্তকে তদ্ভাবাপন্ন করা অথবা চিত্তকে তন্ময়ীভূত করা। অগ্নি, অগ্ন্যাধ্যান, অগ্নিচয়ন, পাত্র গ্রহণ, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু, তাহাদের কর্ত্তৃক হোম ও যজ্ঞপাত্রস্তুতি, এই সকল যজ্ঞাঙ্গ যদি প্রত্যক্ষে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে কেন বা কোন্ ব্যক্তি সে সকলকে সম্পদ্ভাবে লাভ করিতে বা পাইতে ইচ্ছা করে? বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল বাহিরে বা প্রত্যক্ষে নাই। সমস্তই মনে মনে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্তই যখন মানস, তখন আর ঐ সকলকে প্রকৃত যজ্ঞাঙ্গ বলিতে ক্ষমবান্ নহ। অবশ্যই মানিতে হইবে স্বীকার করিতে

পাসনবৎ ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বমাশঙ্কিতব্যং শ্রুতিবৈরূপ্যাৎ। ন হ্যত্র ক্রিয়াঙ্গং কিঞ্চিদাদায় তস্মিন্নদো নামাধ্যসিতব্যমিতি বদতি। ষট্‌ত্রিংশতস্তু সহস্রাণি মনোবৃত্তিভেদানাদায় তেষ্বগ্নিত্বং গ্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি পুরুষযজ্ঞাদিবৎ। সঙ্খ্যা চেয়ং পুরুষায়ুষস্যাহঃসু দৃষ্টা সতী তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তিষ্বারোপ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাম্। আদিশব্দাদতিদেশাদ্যপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্। তথা হি 'তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ' ইতি ক্রিয়াময়স্যাগ্নের্মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানামেকৈকস্যাতিদিশন্ ক্রিয়ায়ামনাদরং দর্শয়তি। ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে বিকল্পঃ

ইতি তদতুল্যকার্য্যত্বেন দূষযতি "ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধ"ইতি।

হইবে যে ঐ সকল অগ্নি প্রকৃতাগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি নহে। ঐ সকল কেবল ভাবনানিষ্পাদ্য বা উপাসনাত্মক ধ্যানসম্পাদ্য। ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া যে উদ্গীথাদি উপাসনার ন্যায় মনশ্চিদাদিও ক্রিয়াঙ্গ হইবে, তাহা হইবে না। কেননা, শ্রুতিবৈরূপ্য আছে। (অর্থাৎ উদ্গীথ উপাসনাবোধক শ্রুতি একরূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতির অগ্নিত্ব বোধক শ্রুতি অন্যরূপ)। সেখানে একটী ক্রিয়াঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাহাতে তন্নামক অধ্যাস (আরোপিত জ্ঞান উৎপাদন) করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন প্রক্রিয়া বলা হয় নাই। এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র মনোবৃত্তি লইয়া তৎসমুদায়ে অগ্নিত্ব ও গ্রহত্ব (গ্রহ=যজ্ঞপাত্র) প্রভৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। পুরুষপ্রতীকে যজ্ঞের কল্পনা যদ্রূপ, মনোবৃত্তিপ্রতীকে যজ্ঞের কল্পনাও তদ্রূপ। পুরুষায়ুর সহিত দিবসসমূহের সম্বন্ধ থাকায় তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট মনোবৃত্তিনিচয়ে সেই সেই সংখ্যার আরোপ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব, উক্ত প্রকার অনুবন্ধে (কারণে) মনশ্চিৎ প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা অবধৃত হয় এবং যজ্ঞাঙ্গতা নিবারিত হয়। [আদি...শক্নুবন্তি] আদি-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, অনুবন্ধের ন্যায় অতিদেশ, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য, সম্ভব অনুসারে যোজনা করিবে। তদ্‌যথা—"সে সকলের এক একটী তদ্রূপ, যদ্রূপ বা যাহা পূর্ব্ববর্ণিত।" এই শ্রুতি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির মাহাত্ম্য জ্ঞানাঙ্গ অগ্নির (ভাবনাময় অগ্নির) এক একটীর সহিত তুলিত করায় ক্রিয়াবিষয়ে সে

পূর্ব্বেণোত্তরেষামিতি শক্যতে বক্তুম্। ন হি যেন ব্যাপারে-ণাহবনীয়ধারণাদিনা পূর্ব্বঃ ক্রিয়ায়া উপকরোতি তেনোত্তরে উপকর্ত্তুং শক্নুবন্তি। যত্তু পূর্ব্বপক্ষেঽপ্যতিদেশ উপোদ্বলক ইত্যুক্তং সতি হি সামান্যেঽতিদেশঃ প্রবর্ত্তত ইতি, তদস্মৎ-পক্ষেঽপ্যগ্নিত্বসামান্যেনাতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্। অস্তি হি সাম্পাদিকানামপ্যগ্নীনামগ্নিত্বমিতি। শ্রুত্যাদীনি চ কার-ণানি দর্শিতানি। এবমনুবন্ধাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ। যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডি-ল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেনানুবধ্যমানানি পৃথগেব

সকলের অনাদর দেখাইয়াছেন। ক্রিয়াসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া পূর্ব্বের সহিত পরের বিকল্প কল্পনা করিতে পার না। কেননা, যে ব্যাপারে পূর্ব্বের উপকার হয় সে ব্যাপারে উত্তরের উপকার সাধিত হয় না। (পূর্ব্ব=ক্রিয়াগ্নি। উত্তর=ধ্যানাগ্নি। ক্রিয়াগ্নি আহবনীয়াদি বাহ্যসাধন-সাধ্য; কিন্তু ধ্যানাগ্নি কেবলমাত্র মনোবৃত্তিসাধ্য। সুতরাং সাধ্যভেদ থাকায় পূর্ব্বোত্তরের বিকল্প অসম্ভব। ক্রিয়াগ্নি, অথবা 'ধ্যানাগ্নি, এরূপ হইলেই বিকল্প হয়। যেমন যবের দ্বারা অথবা ব্রীহির দ্বারা হোম করিলে তাহা বিকল্প বলিয়া গণ্য সেইরূপ।) [যত্তু...দর্শিতানি] যেস্থলে পূর্ব্বে সামান্য কথন থাকে, সেই স্থলেই পরে অতিদেশ সম্ভব হয়, এই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদে যে বলা হইয়াছিল, অতিদেশ তাঁহাদের পক্ষ সাধক, সেই কথা লইয়া আমরাও বলি, আমাদেরই পক্ষে (সিদ্ধান্তপক্ষেই) অগ্নিত্ব সামান্যের অতিদেশ সম্ভবে; পূর্ব্ববাদীর পক্ষে তাহা সম্ভবে না। কেননা তাঁহারা দেখেন, ক্রিয়াঙ্গত্ব-সামান্য; পরন্তু আমরা দেখাইলাম, সাধ্যভেদ থাকায় বিকল্প ও সমুচ্চয় উভয়ই অসম্ভব। এ কথা বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে। শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ, এ সকল কারণও দেখান হইয়াছে। [এবমনু...মিতি] এবংরূপ অনুবন্ধাদি কারণ চতুষ্টয়ে প্রোক্ত মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বতন্ত্রতাই নির্ধারিত হয়। 'অন্য প্রজ্ঞা (জ্ঞান বা উপাসনা) যদ্রূপ পৃথক্, ইহাও তদ্রূপ পৃথক্ জানিবে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি উপাসনা প্রজ্ঞান্তর শব্দের অভিধেয়। সে সকল যেমন স্ব স্ব অনুবন্ধের বলে কর্ম্মসমূহ হইতে ও বিভিন্ন উপাসনা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, সেইরূপ এই মনশ্চিদাদি অগ্নিও ক্রিয়া, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাসনান্তর হইতে

কর্ম্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্ত্যেবমিতি। দৃষ্টশ্চাবেষ্টে রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাদুৎকর্ষঃ। বর্ণত্রয়ানুবন্ধত্বাদ্রাজযজ্ঞত্বাচ্চ রাজসূয়স্য। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে 'ক্রত্বর্থায়ামিতি চেৎ ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ' ইতি [জৈ° সূ°] ॥ ৫০ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫১ ॥*

পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। [দৃষ্ট...ইতি] আবেষ্টি নামক যাগ রাজসূয়প্রকরণপঠিত অথচ তাহার তৎপ্রকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা দেখা যায়। (পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে)। বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং রাজযজ্ঞতা এই দুই হেতুই তদুৎকর্ষের কারণ। এ কথা প্রথমকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় অভিহিত আছে। যথা—"বর্ণত্রয়সংযোগ হেতুতে আবেষ্টির রাজসূয়ান্তর্গততা নাই।" †

* বাহ্যুপন্যস্তদৃষ্টান্তং বিঘটয়তি নেতি। ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্। কুতঃ ? উপলব্ধেঃ শ্রুত্যাদিভ্যোঃ পূর্ব্বোক্তেভ্যোহেতুভ্যস্তেষাং কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেরিতি যাবৎ। মৃত্যুবদিতি দৃষ্টান্তঃ। অগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেঽপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে ন যথা সাম্যাপত্তিরেবমিহাপি। ন হি লোকাপত্তিরিত্যপি দৃষ্টান্তোভবিতুমর্হতি। "অয়ং বাব লোকো গোতমাগ্নিরস্যাদিত্য এব সমিৎ" ইত্যত্র যথা সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্যাগ্নিভাবপ্রতিপত্তিস্তথেহাপীতি সূত্রপদানামর্থঃ।—মানসত্ব সামান্যের দ্বারা (তাহাও মানস—মনোমাত্র বিভাব্য এবং মনশ্চিদাদিও মানস—মনোমাত্র বিভাব্য। সুতরাং মানসত্ব পক্ষে উভয়ই সমান।) মনশ্চিদাদি অগ্নিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পার না। কারণ এই যে, শ্রুত্যাদি প্রমাণে ঐ সকলের কেবল পুরুষশেষতা (পুরুষ অর্থাৎ ধ্যানকারী উপাসক। শেষ অর্থাৎ তাহার গুণ।) প্রতীত হয়। যেমন মৃত্যু বিশেষণ থাকায় অগ্নিপুরুষের ও আদিত্য পুরুষের আত্যন্তিক সাম্যবিঘটিত হয়, সেইরূপ, এখানেও অত্যন্ত সাম্য নাই বলিয়া জান। যেমন সমিদাদির সমানতা থাকিলেও এতল্লোকের আত্যন্তিক অগ্নি সাম্য নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

† "রাজা (ক্ষত্রিয়) স্বর্গরাজ্য কামনায় রাজসূয়-যজ্ঞ করিবেন।" এইরূপে রাজসূয়-প্রকরণ আরব্ধ (শ্রুতিতে) হইয়াছে। ইহারই কিয়দ্দুরে আবেষ্টি নামক অন্য একটী যাগ কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদে ভিন্নরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবার বিধি দেখা যায়। যদি ব্রাহ্মণ যাগ করে তবে বার্হস্পত্য আহুতি দিবেন, ইত্যাদি। সেই সকল পৃথক্ প্রয়োগ বা পৃথক্ অনুষ্ঠান রাজসূয়-যজ্ঞের বহির্ভূত বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয় আবেষ্টি যাগেরই অঙ্গ। অর্থাৎ তাহা রাজসূয়প্রকরণপঠিত হইলেও রাজসূয়াঙ্গ নহে; তাহা বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয় আবেষ্টি নামক কাম্য যাগের অন্তর্গত অঙ্গ। তৎপ্রতি কারণ এই যে, রাজসূয়যাগ রাজমাত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, অন্যবর্ণানুষ্ঠেয় নহে। এই বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার একাদশ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সেই বিচার ও সিদ্ধান্ত এতৎ বিচারের ও সিদ্ধান্তের নিদর্শন। অর্থাৎ ইহাও তাহারই অনুরূপ (সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ) ইহা বুঝিতে হইবেক।

যত্তূক্তং মানসবদিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে। ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্। পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ শ্রুত্যাদিভ্যো হেতুভ্যঃ কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেঃ। ন হি কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি। ন চ তাবতা যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ত্ততে। মৃত্যুবৎ। যথা 'স বা এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ' ইতি 'অগ্নির্ব্বৈ মৃত্যুঃ' ইতি চাগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেঽপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে নাত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ। যথা চ 'অসৌ বাব লোকোঽগ্নির্গৌতমাঽস্যাদিত্য এব সমিৎ' ইত্যত্র ন সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্যাঽগ্নিভাবাপত্তিস্তদ্বৎ॥ ৫১॥

অপি চ পূর্ব্বাপরযোর্ভাগযোর্ব্বিদ্যাপ্রাধান্যদর্শনাৎ তন্মধ্যপাতিনোঽপি তৎসামান্যাদ্বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে ন কর্ম্মাঙ্গত্বমিত্যাহ সূত্রেণ।

পূর্ব্বে যে মানস-গ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণাদি করিতেছি, ইত্যাদিবিধ চিন্তা বা ধ্যান করিবেক, এই বিধানের কথা বলিয়া তৎসঙ্গে প্রস্তাবিত মনশ্চিদাদি অগ্নির সমানতা দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ বলিব। মানসগ্রহের সহিত সমানতা আছে, তাই বলিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য, অনুবন্ধ ও লিঙ্গের দ্বারা ঐ অগ্নির কেবল পুরুষার্থতাই অনুভূত হয়। অর্থাৎ ঐ সকল অগ্নিভাবে উপাসকের ধ্যেয় বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এমন কিছুই নাই—যাহা কোন না কোন অংশে সমান হয়। কেবল এক অংশে সাম্য আছে, তাই বলিয়া তাহারা আত্যন্তিক সমান হইবে না। সেরূপ সমানতার উল্লেখ কি কাহার নিজবৈষম্য বিদূরিত করিতে পারে? তাহা পারে না। শ্রুতিতে আছে—"সেই মৃত্যু ইনি—যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ।" "অগ্নিই মৃত্যু"। এখানে দেখ, অগ্নি ও আদিত্যপুরুষ মৃত্যু-শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে সমান হইলেও উক্ত উভয় অত্যন্ত সমান নহে। [যথা চ তদ্বৎ] "হে গৌতম! প্রসিদ্ধ এই লোক অগ্নি, ইহার সমিধ আদিত্য।" এখানেও, সমিধ প্রভৃতির সাম্য থাকিলেও উক্ত লোকের যদ্রূপ অগ্নিভাবাপত্তি অভিহিত, উদাহৃত স্থলেও তদ্রূপ অভিহিত হইয়াছে জানিবে।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥৫২॥*

পরস্তাদপি 'অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ' ইত্যেতস্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিত্বং শব্দস্য প্রয়োজনং লভ্যতে ন শুদ্ধকর্ম্মাঙ্গবিধিত্বম্। তত্র হি—

'বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ' ॥

স্ফুটমস্য ভাষ্যম্। অস্তি রাজসূয়ঃ—রাজা স্বারাজ্যকামো রাজসূয়েন যজেতেতি। তং প্রকৃত্যামনন্তি, অবেষ্টিং নামেষ্টিম্। আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো হিরণ্যং দক্ষিণেত্যেবমাদি। তাং প্রকৃত্যাধীয়তে। যদি ব্রাহ্মণো যজেত বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায়াহুতিং হুত্বাভিঘারয়েদ্‌যদি বৈশ্যো বৈশ্বদেবং যদি রাজন্য ঐন্দ্রমিতি। তত্র সন্দিহ্যতে। কিং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রাপ্তানাং নিমিত্তার্থেন শ্রবণমুত ব্রাহ্মণাদীনাময়ং যাগো বিধীয়ত ইতি। অত্র যদি প্রজাপালনকণ্টকোদ্ধরণাদি কর্ম্ম রাজ্যং তস্য কর্ত্তা রাজেতি রাজশব্দস্যার্থস্ততো রাজা রাজসূয়েন যজেতেতি রাজ্যস্য কর্ত্তূ রাজসূয়েঽধিকারঃ। তস্মাৎ সম্ভবত্যবিশেষেণ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যা রাজ্যস্য কর্ত্তার ইতি সিদ্ধম্। সর্ব্ব এবৈতে রাজসূয়ে প্রাপ্তা ইতি যদি ব্রাহ্মণো যজেতেত্যেবমাদয়ো নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। অথ তু রাজ্ঞঃ কর্ম্ম রাজ্যমিতি রাজকর্ত্তৃযোগাৎ তৎকর্ম্ম রাজ্যং ততঃ কো রাজেত্যপেক্ষায়া-

---

"চিত অগ্নিই এই লোক" এই মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-বাক্যের দ্বারাও কেবল বিদ্যাঙ্গতা লব্ধ হইতেছে। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে মাত্র বিদ্যাঙ্গ অগ্নিরই বিধান, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নির বিধান নহে। ঐ স্থলে অন্য প্রকার কথাও আছে। যথা—"যেখানে কাম সকল পরাস্ত—উপাসক উপাসনার দ্বারা সেই স্থানে বা সেই লোকে আরোহণ করেন। দক্ষিণাদানসাধ্য বৈদিককর্ম্মকারীরা ও অবিদ্বান্ তপস্বীরা সে স্থান আরোহণ করিতে সমর্থ নহেন।" শ্রুতি এই শ্লোকের দ্বারা কেবল কর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনা-শূন্য

* পরেণ চ পরস্তাদপি শব্দস্য ব্রহ্মণবাক্যস্য তাদ্বিধ্যং তদ্বিধত্বং কেবলবিদ্যাবিধিত্বমিতি যাবৎ। অয়ম্ভাবঃ—পূর্ব্বোত্তরব্রাহ্মণয়োঃ স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধানাৎ তন্মধ্যস্থ ব্রাহ্মণস্যাপি স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধিপরত্বমিতি।—পূর্ব্বে স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধি আছে, পরেও স্বতন্ত্রবিদ্যার বিধান আছে, সুতরাং মধ্যবর্ত্তী মনশ্চিদাদি বাক্যেও স্বতন্ত্র ও কেবল বিদ্যার কথন হইয়াছে। বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার (ভাবনার) দ্বারা বহু অগ্ন্যবয়ব সম্পাদন করিতে হয়, সেই অভিপ্রায়ে শ্রুতি ঐ অগ্ন্যনুবন্ধ অর্থাৎ ক্রিয়াগ্নির সহিত একত্রে উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইত্যনেন শ্লোকেন কেবলং কর্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাঞ্চ প্রশংস-ন্নেতদ্দর্শয়তি। তথা পুরস্তাদপি 'যদেতন্মণ্ডলং নয়তি' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে। 'সোঽমৃতো ভবতি মৃত্যুর্যস্যাত্মা ভবতি' ইতি বিদ্যাফলেনৈবোপসংহারাৎ ন

মার্য্যেষু তৎপ্রসিদ্ধেরভাবাৎ পিকনেমতামরসাদিশব্দার্থাবধারণায় ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিবিরাদ্ধাণাং ক্ষত্রিয়জাতৌ রাজশব্দপ্রসিদ্ধিস্তদবধারণকারণমিতি ক্ষত্রিয় এব রাজেতি ন ব্রাহ্মণৈবশ্যয়োঃ প্রাপ্তিরিতি রাজসূয়প্রকরণং ভিত্বা ব্রাহ্মণাদিকর্ত্তৃকাণি পৃথগেব কর্ম্মাণি প্রাপ্যন্ত ইতি ন নৈমিত্তিকানি। তত্র কিং তাবৎ প্রাপ্তম। নৈমিত্তিকানীতি—রাজ্যস্য কর্ত্তা রাজেতি। অত্রার্য্যাণামান্ধ্রাণাঞ্চাবিবাদঃ। তথাহি—ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাপালনকর্ত্তৃষু কনকদণ্ডাতপত্রশ্বেতচামরাদিলাঞ্ছনেষু রাজপদমান্ধ্রাশ্চার্য্যাশ্চাবিবাদং প্রযুঞ্জানা দৃশ্যন্তে। তেনাবিপ্রতিপত্তের্বিপ্রতিপত্তারপ্যার্য্যান্ধ্রপ্রযোগযোর্যবরাহবদার্য্যপ্রসিদ্ধেরান্ধ্রপ্রসিদ্ধিতো বলীয়সীত্বাৎ বলবদার্য্যপ্রসিদ্ধিবিরোধে ত্বতন্মূলায়াঃ পাণিনীয়প্রসিদ্ধের্বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি ন্যায়েন বাধনাত্তদনুগুণতয়া বা কথংচিন্নথনকুলাদিবদন্বাখ্যানমাত্রপরতয়া নীয়মানত্বাদ্রাজ্যস্য কর্ত্তা রাজেতি সিদ্ধের্নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। তথা চ যদি-শব্দোঽপ্যাঞ্জসঃ স্যাদিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

> রূপতো ন বিশেষোঽস্তি হ্যার্য্যম্লেচ্ছপ্রয়োগয়োঃ।
> বৈদিকাদ্বাক্যশেষাত্তু বিশেষস্তত্র দর্শিতঃ॥

তদিহ রাজশব্দস্য কর্ম্মযোগাদ্বা কর্ত্তরি প্রযোগঃ কর্ত্তৃপ্রযোগাদ্বা কর্ম্মণীতি বিশয়ে বৈদিকবাক্যশেষবদভিযুক্ততরস্যাত্র ভবতঃ পাণিনেঃ স্মৃতের্নির্ণীয়তে। প্রসিদ্ধিরান্ধ্রাণামনাদিরাদিমতী চার্য্যাণাং প্রসিদ্ধিঃ। গোগাব্যাদিশব্দবৎ। ন চ সম্ভাবিতাদিমত্তাবা প্রসিদ্ধিঃ পাণিনিস্মৃতিমপোদ্যানাদিপ্রসিদ্ধিমাদিমতীং কর্ত্তৃ-

---

কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন এবং বিদ্যার বা উপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন। সেই নিন্দা ও প্রশংসা, উভয়েরই দ্বারা মনশ্চিদাদি অগ্নির মানসত্ব বা উপাসনাত্মকতা নির্দ্ধারিত হয়। [তথা...তথাত্বম্] তৎপরে যে ব্রাহ্মণ বাক্য আছে তাহাতেও বিদ্যাপ্রধানতা লব্ধ হয়। যথা— "ঐই যে, মণ্ডল (সূর্য্য) তাপ বর্ষণ করিতেছেন—" ইত্যাদি। "সে অমর হয়—এই মৃত্যু যাহার আত্মা"। শ্রুতি এইরূপে বিদ্যাফল বর্ণন পূর্ব্বক প্রস্তাব সমাপ্তি করায় প্রস্তাবের কর্ম্মপ্রধানতা নিবারণ ও উপাসনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সে প্রস্তাব ও এতৎপ্রস্তাব সমান সুতরাং এখানেও

কর্ম্মপ্রধানতা তৎসামান্যাদিহাপি তথাত্বম্। ভূয়াংসস্ত্বগ্ন্যবয়বাঃ সম্পাদয়িতব্যা বিদ্যায়ামিত্যেতস্মাচ্চ কারণাদগ্নিনানুবধ্যতে বিদ্যা ন কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ। তস্মাৎ মনশ্চিদাদীনাং কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৫২ ॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩

ইহ দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষামুৎসহতে। গাব্যাদিশব্দপ্রসিদ্ধেরনাদিত্বেন গবাদিপদপ্রসিদ্ধেরপ্যাদির্মত্ত্বাপত্তেঃ। তস্মাৎ পাণিনীয়স্মৃত্যনুমতান্ধ্রপ্রসিদ্ধিবলীয়স্ত্বেন ক্ষত্রিয়ত্বজাতৌ রাজশব্দে মুখ্যে তৎকর্ত্তর্য্যন্তজ্জাতৌ রাজশব্দো গৌণ ইতি ক্ষত্রিয়স্যৈবাধিকারাদ্রাজসূয়ে তৎপ্রকরণমপোদ্যাবেষ্টেরুৎকর্ষঃ। অন্বয়ানুরোধী যদিশব্দো ন ত্বপূর্ব্ববিধৌ সতি তমন্যথয়িতুমর্হতি। অত এবাহুর্যদিশব্দপরিত্যাগোরুচ্যধ্যাহারকল্পনেতি। ইয়ঞ্চ রাজসূয়াদধিকারান্তরমেতয়ান্নাদ্যকামং যাজয়েদিতি নাস্তীতি কৃত্বাচিন্তা। এতস্মিংস্ত্বধিকারেঽন্নাদ্যকামস্য ত্রৈবর্ণিকস্য সম্ভবাৎ প্রাপ্তের্নিমিত্তার্থতা ব্রাহ্মণাদিশ্রবণস্যেতি দুর্ব্বারৈবেতি।

অধিকরণতাৎপর্য্যমাহ—"ইহে"তি। সমর্থনপ্রয়োজনমাহ—"বন্ধমোক্ষে"-

বিদ্যার বা উপাসনার প্রাধান্য আছে। [ভূয়াং...সিদ্ধিঃ] বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনায় অগ্নিসম্বন্ধীয় বহু অবয়ব (অঙ্গ) সম্পাদন করিতে হইবে—ভাবনা করিতে হইবে—অনেক বস্তুকে অগ্নিভাবে দেখিতে হইবে—সেই কারণে শ্রুতি বিদ্যাকে (উপাসনাকে) অগ্নিরূপ অনুবন্ধে নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া সেরূপ অনুবন্ধ বলেন নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে মনশ্চিদাদি অগ্নির কেবল বিদ্যাঙ্গতাই সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে বন্ধমোক্ষাধিকার সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সাধিত বা সমর্থিত হইবে। যদি দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, এই দেহই যদি আত্মা হয়, তবে, পারলৌকিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না, প্রত্যুত ব্যর্থ হয়। অপিচ, এই বেদান্ত-শাস্ত্র কাহার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ

* একে বাদিনঃ। আত্মনো দেহাদব্যতিরেকমাহুরিতি শেষঃ। সতি দেহে ভাবাৎ তদভাবে চ তদভাবাদিতি চ তত্র হেতুরূপন্যস্যতে।—কোন কোন বাদী (নাস্তিক) আত্মাকে দেহের অনতিরিক্ত বলেন। অর্থাৎ এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেন। দেহ বিদ্যমানেই আত্মার সদ্ভাব (আত্মার অস্তিত্ব), দেহের অবিদ্যমানে আত্মার অভাব বা নাস্তিত্ব। এই অন্বয় ব্যতিরেক নামক যুক্তি তাহাদের পোষক প্রমাণ।

ধিকারসিদ্ধয়ে। ন হ্যসতি দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি পরলোক-ফলাশ্চোদনা উপপদ্যেরন্। কস্য বা ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যেত। নন্থু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুক্তম্। সত্যমুক্তং ভাষ্যকৃতা ন তু তত্রাত্মাঽস্তিত্বে সূত্রমস্তি। ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদস্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইত এবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে

তি। অসমর্থনে বন্ধমোক্ষাধিকারাভাবমাহ—"ন হ্যসতী"তি। অধস্তনতন্ত্রোক্তেন পৌনরুক্ত্যং চোদয়তি—"নন্বি"তি। পরিহরতি—"উক্তং ভাষ্যকৃতে"তি। ন সূত্রকারেণ তত্রোক্তং যেন পুনরুক্তং ভবেদপি তু ভাষ্যকৃতেত্যত্রত্যস্যৈবার্থস্যাপকর্ষঃ প্রমাণলক্ষণোপযোগিতয়া তত্র কৃত ইতি যত ইহ সূত্রকৃদ্বক্ষ্যত্যত এব ভগবতোপবর্ষেণোদ্ধারোঽপকর্ষস্য কৃতঃ। বিচারস্যাস্য

করিবেন? এই প্রত্যক্ষগোচরাবস্থিত নশ্বর দেহের ব্রহ্মত্ব উপদেশ উন্মত্ত-প্রদিষ্টোপদেশের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হয়। [নন্থু...প্রদর্শনায়] যদি বল, আদ্যমীমাংসার প্রথম পাদে শাস্ত্রফল ও কর্ম্মফল ভোগ করিবার উপযুক্ত এতদ্দেহে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সে কথা আবার কেন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আদ্য-মীমাংসার প্রথম পাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সমর্থন ভাষ্যকারীয়। আদ্যমীমাংসায় পারলৌকিক-ফল-ভোগ-যোগ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক জৈমিনিকৃত সূত্র নাই। (সেখানে সূত্র থাকিলে অবশ্যই এ সূত্রে পুনরুক্ত দোষ উপস্থিত হইত।) সেখানে তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এখানে (উত্তর-মীমাংসায়) সূত্রকার ব্যাস স্বয়ং আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শবরস্বামী (পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যকার) যে পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমপাদস্থ প্রমাণ লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল এই সূত্র। অর্থাৎ তিনি এই স্থান হইতে উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার বা সে নির্ণয় সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে এই শারীরক সূত্রের সার উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ

বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। ইহ চেদং চোদনালক্ষণেষূপাসনেষু বিচার্য্যমাণেষ্বাত্মাস্তিত্বং বিচার্য্যতে কৃৎস্নশাস্ত্রশেষত্বপ্রদর্শনায়। অপি চ পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপগমেন মনশ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্। কোঽসৌ পুরুষো যদর্থা এতে মনশ্চিদাদয় ইত্যস্যাং প্রসক্তাবিদং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুচ্যতে তদস্তিত্বাক্ষেপার্থঞ্চেদমাদ্যং সূত্রম্।

পূর্ব্বোত্তরতন্ত্রশেষতামাহ—"ইহ চে"তি। পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিমাহ—"অপি চে"তি। নন্বাত্মাস্তিত্বোপপত্তয় এবাত্রোচ্যন্তাং কিং তদাক্ষেপেণেত্যত আহ—

বৃত্তিকারের বাক্য। বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ * আদ্যমীমাংসায় "যজ্ঞায়ুধ যজমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়" এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়াছেন, স্বর্গফলভোক্তা আত্মা না থাকিলে উক্ত বাক্যের প্রামাণ্য ক্ষতি হয়, সে জন্য তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় করা একান্ত উপযুক্ত; কিন্তু এখানে (এই পূর্ব্বমীমাংসায়) তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এবং শারীরকে তৎসমর্থক সূত্র থাকায় সে নির্ণয় সেই শারীরকেই করিব। উপবর্ষ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বমীমাংসায় ঐ বিচার করেন নাই। (ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ভাষ্যকার শবরস্বামী এই স্থান হইতে আকর্ষণ করতঃ প্রমাণলক্ষণ বিচারে তাদৃশ অমরাত্মার সদ্ভাব বর্ণন করিয়াছেন)। এই বেদান্তশাস্ত্রেও পারলৌকিক-ফল উপাসনার বিধায়ক বহু বাক্য আছে, সে সকল বাক্যও বিচার্য্য, সুতরাং তৎসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্বও বিচার্য্য। এই বিচারে ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি নাই, এ বিচার সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ। [অপিচ…মুৎপাদয়েদিতি] অব্যবহিত পূর্ব্বে যে-বিচার দর্শিত হইয়াছে, সে বিচারে প্রকরণের উৎকর্ষ স্বীকার ও মনশ্চিদাদি অগ্নির পুরুষার্থতা অর্থাৎ উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গ ভাব, দুই কথা বলা হইয়াছে। সেই কথাতেই কথা উঠিয়াছে, পুরুষ কে? ঐ সকল মনশ্চিদাদি অগ্নি কাহার বা কীদৃক্ পুরুষের বিশেষণ? এ কথা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল, সুতরাং সে কথার নির্ণয়ার্থ এই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিচার বলা হইল। অস্তিত্ব

* ইনি পাণিনি মুনির পূর্ব্বগুরু। ইনিই জৈমিনি সূত্রের ও বেদান্ত সূত্রের বৃত্তিকার। পাণিনির পূর্ব্বে ইহাঁর কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইহাঁর এক খ্যাতনামা ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বর্ষ। প্রাচীন মগধ ইহাঁদের জন্মস্থান এবং অন্যূন ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা জীবিত ছিলেন।

আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তির্ব্বিবক্ষিতেঽর্থে স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি। অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষ্বদৃষ্টমপি চৈতন্যং শরী-

"আক্ষেপপূর্ব্বিকা হী"তি। আক্ষেপমাহ—"অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিন" ইতি। যদ্যপি সমস্তব্যস্তেষু পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুষু ন চৈতন্যং দৃষ্টং তথাপি কায়াকারপরিণতেষু ভবিষ্যতি। ন হি কিণ্বাদয়ঃ সমস্তব্যস্তা ন মদনা দৃষ্টা ইতি মদিরাকারপরিণতা ন মদয়ন্তি। অহমিতি চানুভবে দেহ এব গৌরাদ্যাকারঃ প্রথতে ন তু তদতিরিক্তস্তদধিষ্ঠানঃ কুণ্ড ইব দধীতি। অত এবাহহং স্থূলো গচ্ছামীত্যাদিসামানাধিকরণ্যোপপত্তিরহমঃ স্থূলাদিভিঃ। ন জাতু দধিসমানাধিকর-

বিচার করিতে গেলেই অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়, সেই কারণে প্রথমে এই (৫৩) সূত্রের অবতারণা। পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন ও তাহার পরিহার দেখাইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সে সিদ্ধান্ত স্থূণানিখননের ন্যায় * স্থির অর্থাৎ অবিচাল্য হয়। কদাপি বিপরীত বুদ্ধি জন্মে না। সেই কারণে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলা হইল এবং ইহারই অব্যবহিত পরে সিদ্ধান্ত সূত্র বলা হইবে। [অত্রৈকে...ভাবাদিতি] আত্মবিষয়ে দেহাত্মবাদী লোকায়তিকেরা (চার্ব্বাকেরা) মনে করে, দেহই আত্মা, অতিরিক্ত আত্মা নাই। পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিলিত বহিঃস্থ পৃথিব্যাদি ভূতে চৈতন্যগুণ দৃষ্ট না হইলেও মিলিত ও দেহাকারে পরিণত ভূতে তাহার সম্ভাব দেখা যায়। দেখা অনুসারে, শরীরাকারে পরিণত ভূতপদার্থেই চৈতন্যের জন্ম সম্ভাবনা করা যায়। তাহারা বলে, বিজ্ঞানের নাম চৈতন্য, তাহা মদশক্তির ন্যায় শরীরাকারে সংহত ভূতনিচয় হইতে উৎপন্ন। তদ্বিশিষ্ট দেহই পুরুষ বা আত্মা নামে খ্যাত। মরণের পর থাকে, স্বর্গে যায়, অথবা মুক্ত হয়, এরূপ কোন আত্মা নাই। অর্থাৎ দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নাই। যদি কেহ মরণের পর স্বর্গ নরক গমন করিতে সমর্থ হইত তাহা হইলে না হয় দেহাধারে স্বতন্ত্র চেতনাত্মা থাকা স্বীকার করা যাইত। এই

* নাবিকেরা যখন নদীপঙ্কে নৌকাবন্ধনার্থ খোঁটা বা লগি প্রোথিত করে তখন তাহারা খোটাটীকে একবার উত্তোলিত করে, অন্যবার প্রোথিত করে। সেইরূপ করিলে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হয়। খুব পুতিয়া বসে। তাহাই স্থূণানিখনন এবং তদ্দৃষ্টান্তে শাস্ত্রকারেরাও বিচারকে একবার না পক্ষে—অন্যবার হাঁপক্ষে স্থাপন করিয়া থাকেন।

রাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ। ন স্বর্গগমনায়াপবর্গগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মা-ঽস্তি যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ। দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে হেতুঞ্চাচক্ষতে, শরীরে ভাবাদিতি। যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি তৎ তদ্ধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়তে যথাগ্নিধর্ম্মাবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ। প্রাণচেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চাত্ম-ধর্ম্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনাং তেঽপ্যন্তরেব দেহ উপলভ্য-

ণানি মধুরাদীনি কুণ্ডস্যৈকাধিকরণ্যমনুভবন্তি সিতং মধুরং কুণ্ডমিতি। ন চাপ্রত্যক্ষমাত্মতত্ত্বমনুমানাদিভিঃ শক্যমুন্নেতুম্। ন খল্বপ্রত্যক্ষং প্রমাণমস্তি। উক্তং হি—

দেশকালাদিরূপাণাং ভেদাদ্ভিন্নাসু শক্তিষু।
ভাবানামনুমানেন প্রসিদ্ধিরতিদুর্লভা ইতি॥

যদা চ উপলব্ধিসাধ্যনান্তরীয়কভাবস্য লিঙ্গস্যেয়ং গতিস্তদা কৈব কথা দৃষ্টব্যভিচারস্য শব্দস্যাঽর্থাপত্তেশ্চাত্যন্তপরোক্ষার্থগোচরায়া উপমানস্য চ সর্ব্বৈ-কদেশসাদৃশ্যবিকল্পিতস্য। সর্ব্বসারূপ্যে তত্ত্বাৎ একদেশসারূপ্যে চাতিপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বস্য সর্ব্বেণোপমানাৎ। সৌত্রস্তু হেতুর্ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ। চেষ্টা হিতা-হিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থো ব্যাপারঃ। স চ শরীরাধীনতয়া দৃশ্যমানঃ শরীরধর্ম্ম এবং প্রাণঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিরূপঃ শরীরধর্ম্ম এব। ইচ্ছাপ্রযত্নাদয়শ্চ যদ্যপ্যান্তরা-

দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। ঐ প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু—শরীরে ভাবাৎ। [যদ্ধি...ক্রমঃ] যাহা যাহার বিদ্যমানতায় বিদ্যমান থাকে, যাহার অবিদ্যমানে অবিদ্যমান হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত; তেমনি, প্রাণচেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদীদিগের মধ্যে বিদিত। ঐ সকল ধর্ম্ম (চৈতন্য ও স্মরণ-শক্তি প্রভৃতি) দেহেই অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীত হয়, বাহিরে উহাদের সত্তা উপলব্ধ হয় না। তাহা না হওয়ায় ঐ সকল দেহধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য। ঐ সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী (আশ্রয়) সিদ্ধ হয় না; তাহা না হওয়ায় অর্থাৎ তাহা প্রমাণপ্রমিত না হওয়ায় সুতরাং ঐ সকলকে

মানা বহিশ্চানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহব্যতিরিক্তে ধর্ম্মিণি দেহধর্ম্মা এব ভবিতুমর্হন্তি। তস্মাদব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৪ ॥*

ন ত্বেতদস্তি, যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ব্যতিরেক এবাঽস্য দেহাদ্ভবিতুমর্হতি। তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। যদি হি

স্তথাপি শরীরাতিরিক্তস্য তদাশ্রয়ানুপলব্ধেঃ সতি শরীরে ভাবাত্তদন্তঃশরীরাশ্রয়া এব অন্যথা দৃষ্টহানাদৃষ্টকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ শরীরাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ শরীরে চ সম্ভবাৎ শরীরমেবেচ্ছাদিমদাত্মেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে কুতো ভবাননুমানাদীনামপ্রামাণ্যমবধারিতবানিতি। প্রত্যক্ষং হি লিঙ্গাদিরূপমাত্রগ্রাহি নাপ্রামা-

---

দেহধর্ম্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই গুলিই আত্মা নামের অভিধেয়। অতএব, আত্মা দেহ হইতে অনতিরিক্ত অর্থাৎ দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত আত্মা নাই। বাদিগণের নিকট এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় সূত্রকার বলিতেছেন।

দেহ হইতে আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আত্মা—তদাতিরিক্ত আত্মা নাই, এ কথা যুক্ত্যুপেত নহে। দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক অর্থাৎ তাঁহার দেহাতিরিক্ততা যুক্তিসিদ্ধ। যুক্তি—তদ্বিদ্যমানেও তদ্ধর্ম্মের অভাব। দেহ আছে অথচ চৈতন্যাদি নাই, ইহাও দৃষ্ট হয়। যদি দেহের

---

* অব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ন বক্তব্যং কিন্তু ব্যতিরেক এব বক্তব্যম্। তত্র হেতুঃ তদ্ভাবাভাবিত্বাদিতি। দেহভাবেঽপি হি প্রাণচেষ্টাদীনাং দেহধর্ম্মাণাং অভাবাৎ মরণাদাবদর্শনাৎ তেষামদেহধর্ম্মত্বমেব সিদ্ধমিতি দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিবদিত্যুদাহরণাদানম্। যথা ভবন্তিরুপলব্ধের্ভূতভৌতিকবিষয়ায়া ব্যতিরেকেণ ভাবোঽভ্যুপগম্যতে এবমস্মাভিরপি ব্যতিরেকেণাস্যাস্তিত্বমভিক্রিয়ত ইতি দৃষ্টান্তপদব্যাখ্যা।—বলিতেছিলে যে, দেহই আত্মা—দেহব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই; তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য। কেননা, যে গুলিকে তোমরা দেহধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কর—বস্তুতঃ তাহার একটীও দেহধর্ম্ম নহে। প্রাণচেষ্টার ও জ্ঞানাদির দেহধর্ম্মতা অসিদ্ধ। কেননা, দেহ সত্ত্বেও মৃত্যবস্থায় ঐ সকলের অভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং মানা উচিত যে যাহা ঐ সকলের আশ্রয় তাহা দেহ নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত। সেই অতিরিক্তই আত্মা। তোমরা যেমন তাহাকে (উপলব্ধাকে বা বিষয়ানুভবিতাকে,) বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও উপলব্ধিরূপ আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করি। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)

দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বমাত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত ততো দেহ-ভাবেহপ্যভাবাদতদ্ধর্ম্মত্বমেষাং কিং ন মন্যেত। দেহধর্ম্মবৈলক্ষ-ণ্যাৎ। যে হি দেহধর্ম্মা রূপাদয়স্তে যাবদ্দেহং ভবন্তু প্রাণচেষ্টা-

ণ্যমেষাং বিনিশ্চেতুমর্হতি। ন হি ধূমজ্ঞানমিবৈষামিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদপ্রামাণ্য-জ্ঞানমুদেতুমর্হতি কিন্তু দেশকালাবস্থারূপভেদেন ব্যভিচারোৎপ্রেক্ষযা। ন চৈতাবান্ প্রত্যক্ষস্য ব্যাপারঃ সম্ভবতি। যথাহুঃ—ন হীদমিয়তোব্যাপারান্ কর্ত্তুং সমর্থং সন্নিহিতবিষয়বলেনোৎপত্তেরবিচারকত্বাদিতি। তস্মাদস্মিন্নিচ্ছ-তাপি প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়ম্। অপি চ প্রতিপন্নং পুমাংসমপহায়াপ্রতিপন্ন-সন্দিগ্ধাঃ প্রেক্ষাবদ্ভিঃ প্রতিপাদ্যন্তে। ন চৈষামিত্থম্ভাবো ভবৎপ্রত্যক্ষগোচরঃ। ন খল্বেতে গৌরত্বাদিবৎ প্রত্যক্ষগোচরাঃ কিন্তু বচনচেষ্টাদিলিঙ্গানুমেয়াঃ। ন চ ন লিঙ্গং প্রমাণং যত এতে সিধ্যন্তি। ন বা পুংসামিত্থম্ভাবমবিজ্ঞায় যং কঞ্চন পুরুষং প্রতিপিপাদয়িষতোহনবধেয়বচনস্য প্রেক্ষাবত্তা নাম। অপি চ পশবোহপি হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ কোমলশষ্পশ্যামলায়াং ভুবি প্রব-র্ত্তন্তে পরিহরন্তি চাশ্যামতৃণকণ্টকাকীর্ণাম্। নাস্তিকস্তু পশোরপি পশুরিষ্টা-নিষ্টসাধনমবিদ্বান্। ন খল্বস্মিন্ননুমানগোচরপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিগোচরে প্রত্যক্ষং প্রভ-বতি। ন চ পরপ্রত্যায়নায় শব্দং প্রযুঞ্জীত শাব্দস্যার্থস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ। তদেব মা নাম ভূন্নাস্তিকস্য জন্মান্তরমস্মিন্নেব জন্মন্যুপস্থিতোহস্য মূকত্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্তি-বিরহরূপো মহান্নরকঃ। পরাক্রান্তঞ্চাত্র সূরিভিঃ। অত্যন্তপরোক্ষগোচরা বান্যথানুপপদ্যমানার্থপ্রভবার্থাপত্তিঃ। ভূয়ঃ সামান্যযোগেন চোপমানমুপ-পাদিতং প্রমাণলক্ষণে তদত্রাস্তু তাবৎ প্রমাণান্তরং প্রত্যক্ষমেবাহম্প্রত্যয়ঃ শরীরাতিরিক্তমালম্বত ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধার্য্যতে। যোগব্যাঘ্রবৎ স্বপ্ন-দশায়াঞ্চ শরীরান্তরপরিগ্রহাভিমানেহপ্যহঙ্কারাস্পদস্য প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্ব-মিত্যুক্তম্। সূত্রযোজনা তু ন ত্বব্যতিরিক্তঃ কিন্তু ব্যতিরিক্ত আত্মা দেহাৎ। কুতস্তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। চৈতন্যাদির্যদি শরীরগুণস্ততোহনেন বিশেষগুণেন ভবিতব্যম্। ন তু সংখ্যাপরিমাণসংযোগাদিবৎ সামান্যগুণঃ। তথা চ যে

বিদ্যমানতায় বিদ্যমান দেখিয়া আত্মধর্ম্ম গুলিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় কর, তাহা হইলে দেহের বিদ্যমানতায় সে সকলের অবিদ্য-মানতা দেখিয়া কেননা সে গুলিকে (আত্মধর্ম্ম চৈতন্য প্রভৃতিকে) দেহান্যধর্ম্ম মনে করিবে ? নিশ্চয় করিবে ? দেহধর্ম্ম নহে বলিয়া স্থির না করিবে কেন ? তাদৃশস্থলে ত দেহধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ? [যে হি...প্রতি-বিধ্যতে] যত কাল দেহ—তত কাল রূপ প্রভৃতি দেহধর্ম্ম থাকে থাকুক, কিন্তু

দয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি। দেহধর্ম্মাশ্চ রূপা-

---

ভূতবিশেষগুণাস্তে যাবদ্ভূতভাবিনো দৃষ্টা যথা রূপাদয়ঃ। ন ত্বস্তি সম্ভবো ভূতঞ্চ রূপাদিরহিতঞ্চেতি। তস্মাদ্ভূতবিশেষগুণরূপাদিবৈধর্ম্ম্যাৎ ন চৈতন্যং শরীরগুণঃ। এতেনেচ্ছাদীনাং শরীরবিশেষগুণত্বং প্রত্যুক্তম্। প্রাণচেষ্টাদয়ো যদ্যপি দেহধর্ম্মা এব তথাপি ন দেহমাত্রপ্রভবাঃ। মৃতাবস্থায়ামপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্যদ্বৈতে অধিষ্ঠানাদ্দেহধর্ম্মা ভবন্তি—স দেহাতিরিক্ত আত্মা দৃষ্টকারণত্বেऽভ্যুপগম্যমানে তস্যাপি দেহাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মৈবাভ্যুপেতব্য ইতি। বৈধর্ম্ম্যান্তরমাহ—"দেহধর্ম্মাশ্চে"তি। স্বপরপ্রত্যক্ষা হি দেহধর্ম্মা দৃষ্টা যথা রূপাদয়ঃ। ইচ্ছাদয়স্তু স্বপ্রত্যক্ষা এবেতি দেহধর্ম্মবৈধর্ম্ম্যম্। তস্মাদপি দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মা ইতি। তত্র যদ্যপি চৈতন্যমপি ভূতবিশেষগুণস্তথাপি যাবদ্ভূতমনুবর্ত্তেত। ন চ মদশক্ত্যা ব্যভিচারঃ সামর্থ্যস্য সামান্যগুণত্বাৎ। অপি চ মদশক্তিঃ প্রতিমদিরাবয়বং মাত্রয়াবতিষ্ঠতে তদ্বদ্দেহেঽপি চৈতন্যং তদবয়বেষ্বপি মাত্রয়া ভবেৎ। তথা চৈকস্মিন্ দেহে বহবশ্চেতয়েরন্। ন চ বহূনাং চেতনানামন্যোন্যাভিপ্রায়ানুবিধানসম্ভব ইতি একপাশনিবদ্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিরুদ্ধাদিক্‌ক্রিয়াভিমুখাঃ সমর্থা অপি ন হস্তমাত্রমপি দেহমতিপতিতুমুৎসহন্ত এবং শরীরমপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমুৎসহতে। অপি চ নান্বয়মাত্রাত্তদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ শক্যো বিনিশ্চেতুম্। মা ভূদাকাশস্য সর্ব্বো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষন্বয়াৎ। অপি ত্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্। সন্দিগ্ধশ্চাত্র ব্যতিরেকঃ। তথা চ ন সাধকত্বমন্বয়মাত্রস্যে-

প্রাণচেষ্টা প্রভৃতি দেহসত্ত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে না। (সুতরাং সে সকল ধর্ম্ম প্রকৃত দেহধর্ম্ম কি-না তাহা অনুসন্ধান করা উচিত)। আরও দেখ, দেহধর্ম্ম রূপাদি—সে সকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু আত্মধর্ম্ম চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি, সে সকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। (এই বৈলক্ষণ্য দৃষ্টেও স্থির হয় যে, চৈতন্য প্রভৃতি দেহের ধর্ম্ম নহে। দেহের ধর্ম্ম হইলে নিশ্চিত ঐ সকল দেহের সঙ্গে অন্যকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইত।) অন্য কথা এই যে, যত কাল দেহের সদ্ভাব বা বিদ্যমানতা তত কালই জীবিতাবস্থায় ঐ সকলের সত্তা (থাকা বা বিদ্যমানতা) অবধারণ করিতে পার। দেহের অভাবে বা অবিদ্যমানতায় ঐ সকল (চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম) যে থাকে না, অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। (অবশ্যই তাহা তোমার মতে সন্দিগ্ধ। যাহা সন্দিগ্ধ—তাহা নিশ্চিত দেহধর্ম্ম নহে)। এতদ্দেহের পতন হইলেও আত্মধর্ম্ম সকল কদাচিৎ দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে। এরূপ সাংশয়িক জ্ঞানও নাস্তিকপক্ষ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ।

দয়ঃ পরৈরপ্যুপলভ্যন্তে ন ত্বাত্মধর্ম্মাশ্চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ। অপি চ সতি তাবদ্দেহে জীবদবস্থায়ামেষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং নত্বসত্যভাবঃ। পতিতেঽপি কদাচিদস্মিন্ দেহে দেহান্তরসঞ্চারেণাত্মধর্ম্মা অনুবর্ত্তেরন্। সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। কিমাত্মকঞ্চ পুনরিদং চৈতন্যং মন্যতে যস্য ভূতেভ্য উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ। ন হি ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকাঃ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং প্রতিযন্তি। যদনুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ। তত্তর্হি বিষয়-

---

ত্যাহ—"অপি চ সতি তাবদি"তি। দূষণান্তরং বিবক্ষুরাক্ষিপতি—"কিমাত্মকঞ্চে"তি। সএবৈকগ্রন্থেনাহ—"ন হী"তি। নাস্তিক আহ—"যদনুভবনমি"তি। যথা হি ভূতপরিণামভেদোরূপাদির্ন তু ভূতচতুষ্টয়াদর্থান্তরমেবং ভূতপরিণামভেদ এব চৈতন্যং ন তু ভূতেভ্যোঽর্থান্তরং যেন পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানীতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তম্ভবতি। চতুর্ণামেব ভূতানাং সমস্তং জগৎ পরিণামো ন ত্বস্তি তত্ত্বান্তরং যস্য পরিণামো রূপাদয়োঽন্যদ্বা পরিণামান্তরমিতি। অত্রোক্তাভিস্তাবদুপপত্তিভির্দ্দেহধর্ম্মত্বং নিরস্তম্। তথাপ্যুপপত্ত্যন্তরাভিধিৎসয়াহ "তত্তর্হী"তি। ভূতধর্ম্মা রূপাদয়ো জড়ত্বাদ্বিষয়া এব দৃষ্টা ন তু বিষয়িণঃ। ন চ কেষাঞ্চিদ্বিষয়াণামপি বিষয়িত্বং ভবি-

---

[কিমাত্মকঞ্চ...চৈতন্যেন] দেহাত্মবাদীর প্রতি অন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের অভিমত চৈতন্য কিমাত্মক ? কিংস্বরূপ ? তোমরা চৈতন্য পদার্থকে কি মনে কর ? তোমরা যে বল, চৈতন্য ভূতসংঘাত হইতে জন্মে, উৎপন্ন হয়, তাহার মর্ম্ম কথা কি ? তাহা কি ভূতাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ ? কি রূপাদির ন্যায় ভৌতিক ধর্ম্ম ? তোমরা ভূতাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব মাননা, সে জন্য তোমরা ভূতসমুৎপন্ন চৈতন্যকে ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মান্য করিতে পার না। তোমরা বল, ঐ সকল ভূতসংঘের ধর্ম্ম বা গুণ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সে পক্ষেও অনেক বাধা আছে। তোমরা হয়-ত বলিবে, যাহা ভূত-ভৌতিক-পদার্থ-বিষয়ক অনুভব—তাহাই চৈতন্য। এ কথা একটু ভাবিয়া বলিলেই ভাল হয়। ভাবিয়া দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই সেই চৈতন্যপদার্থের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু। সুতরাং তাদৃশ চৈতন্য কোনও ক্রমে ভূতধর্ম্ম হইবার যোগ্য নহে। কেননা, তাহাতে আত্মনি ক্রিয়া (বৃত্তি) বিরোধরূপ বাধা দেখা যায়। অগ্নি উষ্ণ, কিন্তু সে আপ-

ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ধর্ম্মত্বমশ্নুবীত স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি। ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্ স্বস্কন্ধমধিরোক্ষ্যতি। ন হি ভূতভৌতিকধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্যা ভূতভৌতিকবিষয়ায়া উপলব্ধের্ভাবোঽভ্যুপগম্যতে এবং ব্যতিরেকোঽপ্যস্যাস্তেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। উপলব্ধিস্বরূপমেব চ নঃ

স্ন্যতীতি বাচ্যং স্বাত্মনি বৃত্তি(ক্রিয়া)বিবোধাৎ। ন চোপলব্ধাবেষ প্রসঙ্গস্তস্যা অজডায়াঃ স্বয়ম্প্রকাশত্বাভ্যুপগমাৎ। কৃতোপপাদনঞ্চৈতৎ পুরস্তাৎ। উপলব্ধিবদিতি সূত্রাবয়বং যোজয়তি—"যথৈবাস্যা"ইতি। উপলব্ধিগ্রাহিণ এব প্রমাণাৎ শরীরব্যতিরেকোঽপ্যবগম্যতে। তস্যাস্ততঃ স্বয়ম্প্রকাশপ্রত্যয়েন ভূতধর্ম্মেভ্যোজড়েভ্যো বৈলক্ষণ্যেন ব্যতিরেকনিশ্চযাৎ। অস্তু তর্হি ব্যতিরেকোপলব্ধির্ভূতেভ্যঃ স্বতন্ত্রা তথাপ্যাত্মনি প্রমাণাভাব ইত্যত আহ—"উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মে"তি। আত্মানতস্তাবদুপলব্ধিভেদো নানুভূয়ত ইতি বিষয়ভেদাদভ্যুপেয়ঃ। ন চোপলব্ধিব্যতিরেকিণাং বিষযাণাং প্রথা সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ন চ বিষযভেদগ্রাহি প্রমাণমস্তীতি চোপপাদিতং ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায়ামস্মাভিঃ। এবঞ্চ সতি বিষযরূপতদ্ভেদাবেব সুদুর্লভাবিতি দূরনিরস্তা

নাকে দগ্ধ করে না। যাহা তাহার বিষয—অধিকার গত—সে তাহাকেই দগ্ধ করে। নট যতই শিক্ষিত হউক, সে আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে অসমর্থ। সেইরূপ, ভূত-ভৌতিক-সমুৎপন্ন ভূত-ভৌতিক-ধর্ম্ম চৈতন্যও ভূত-ভৌতিক'কে বিষয় (অনুভব) করিতে অসমর্থ। অথচ দেখা যায়, চৈতন্য বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক ভূত-ভৌতিক পদার্থকে বিষয় করিতেছে। (অবগাহনপূর্ব্বক প্রকাশ বা সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করিতেছে।) [অতশ্চ ··পত্তেশ্চ] অতএব, তোমরা যেমন ভূত-ভৌতিক-বিষয়িণী উপলব্ধির (যাহার দ্বারা ভূতভৌতিকের সত্তাসিদ্ধি বা অস্তিত্ব অনুভূত বা প্রকাশিত) হয় তাহার ভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও সেই 'পদার্থের—সেই উপলব্ধি নামক বস্তুর ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ততা স্বীকার করি। আমরা আত্মাকে উপলব্ধিরূপ বলিয়া জানি এবং উপলব্ধির বা আত্মার একরূপতা বা অভেদ থাকায়

আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বঞ্চোপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ।" 'অহমিদমদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তরযোগেঽপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ। যত্তূক্তং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম্ম উপলব্ধিরিতি তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্। অপি চ সৎসু প্রদীপাদিষূপকরণেষূপলব্ধির্ভবত্যসৎসু ন ভবতি। ন চৈতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্ম এবোপলব্ধির্ভবতি। এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলব্ধির্ভবত্যসতি চ ন ভবতীতি ন

বিষয়ভেদাদুপলব্ধিভেদস্ত প্রথা। তেনোপলব্ধেরুপলব্ধৃত্বমপি ন তাত্ত্বিকং কিং ত্ববিদ্যাকল্পিতম্। তত্রাবিদ্যাদশায়ামপ্যুপলব্ধেরভেদ ইত্যাহ—"অহমিদমদ্রাক্ষমিতি চে"তি। ন কেবলং তাত্ত্বিকাভেদান্নিত্যত্বমতাত্ত্বিকাদপি নিত্যত্বমেবেতি তস্যার্থঃ। স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ। নানাত্বে হি নান্যেনোপলব্ধেঽন্যস্য পুরুষস্য স্মৃতিরুপপদ্যেত ইত্যর্থঃ। নিরাকৃতমপ্যর্থং নিরাকরণান্তরায়ানুভাষতে—"যত্তূক্তমি"তি। যো হি দেহব্যাপারাদুপলব্ধিরুৎপদ্যতে তেন দেহধর্ম্ম ইতি

নিত্যতা ও দেহাতিরিক্ততা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করি। "অহমিদমদ্রাক্ষং—আমিই ইহা দেখিয়াছিলাম" এইরূপ জ্ঞান—প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান অন্য অবস্থাতেও অব্যভিচরিত দৃষ্ট হয়। তৎকালে ও এতৎকালে একই উপলব্ধা আমি অথবা একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তদবস্তর উপলব্ধা। যেহেতু একই উপলব্ধা ত্রিকালব্যাপী সেই হেতু স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন। বিভিন্ন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্মৃত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপপ্রাপ্ত হইত। [যত্তূক্তং...ন্তিত্বম্] উপলব্ধি বা অনুভব শরীরবিদ্যমানে বিদ্যমান থাকে, শরীর অবিদ্যমানে থাকে না, সেই জন্য, উপলব্ধিকে শরীরের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, এ কথার খণ্ডন উক্ত বর্ণনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। আরও দেখ, যদি আলোকপ্রদ প্রদীপাদি উপস্থিত থাকে তবেই বস্তূপলব্ধি হয়, নচেৎ হয় না, ইহা দেখিয়া উহাকে (উপলব্ধিকে) কি প্রদীপাদির ধর্ম্ম বলিবে? না বলিতে পার? যদি না পার, তবে, দেহবিদ্যমানে উপলব্ধির বিদ্যমানতা ও দেহ অবিদ্যমানে উপলব্ধির অবিদ্যমানতা বা অভাব অবধারণ করিতে সমর্থ নহ। দেহ প্রদীপাদির ন্যায় উপলব্ধির অন্যতম উপকরণ, এ পক্ষও উপপন্ন হয়। উপলব্ধির প্রতি এতদ্দেহের আত্যন্তিক উপযোগভাবও নাই। কারণ, এতদ্দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও স্বপ্নকালে নানাপ্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

দেহধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ। ন চাত্যন্তং দেহস্যোপলব্ধাবুপযোগো দৃশ্যতে। নিশ্চেষ্টেঽপি হ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ। তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বম্ ॥ ৫৪ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৫ ॥*

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকীয়ং কথা। সম্প্রতি প্রকৃতামেবানুবর্ত্তামহে। 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত' 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' 'উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি। তদিদমেবোক্থমিয়মেব পৃথিবী। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ'

মন্যতে তং প্রতীদং দূষণম্। "ন চাত্যন্তং দেহস্যে"তি। প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মাদনবদ্যমিতি"।

স্বরাদিভেদাৎ প্রতিবেদমুদ্গীথাদয়োভিদ্যন্তে তদনুবদ্ধাস্ত প্রত্যয়াঃ প্রতিশাখং বিহিতা ভেদেন। তত্র সংশয়ঃ। কিং যস্মিন্ বেদে যদুদ্গীথাদয়োবিহি-

ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি, অনুভব ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব পক্ষই সাধু বলিয়া অবধারিত হয়।

প্রসঙ্গাগত কথা শেষ হইল। এক্ষণে প্রকৃত মনুসরামঃ—প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। "উদ্গীথাংশ ওঁ অক্ষরকে উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি ক্রমে ওঁ অক্ষরে প্রাণবুদ্ধি উৎপাদনপূর্ব্বক উপাসনা করিবার শ্রৌত বিধান দৃষ্ট হয়। "লোক বিষয়ে পাঁচ প্রকার সাম-উপাসনা করিবেক।" ইত্যাদি শ্রুতিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চভেদবিশিষ্ট সামে † পৃথিব্যাদি বুদ্ধি আরো-

* অঙ্গাববদ্ধাঃ কর্ম্মাঙ্গাবলম্বনা উপাস্তয়োন প্রতিবেদং বেদে বেদে ভিন্নাঃ কিন্তভিন্নাঃ শাখাসু সর্ব্বাস্বিতি সূত্রপদানামর্থঃ।—যজ্ঞাদি কর্ম্মের উদ্গীথ প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে সে সকল সর্ব্বত্র সমান অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদের সেই সেই শাখায় কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

† সামগানের হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন,—এই পাঁচ নামে পাঁচ বিভাগ আছে। অর্থাৎ পর পর ঐ পাঁচ বিভাগ সামগানে গীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উদ্গীথ-গানের অবলম্বন প্রণব। প্রাণ ভাবনায় তাহার উপাসনা করার বিধান দৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীই হিংকার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরীক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার এবং দিব্ নিধন, ইত্যাকার ভাবনায় সাম-উপাসনা করিবার কথাও আছে।

ইত্যেবমাদ্যা যে উদ্গীথাদিকর্ম্মাঙ্গাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাস্তে তচ্ছাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষু ভবেয়ুরথবা সর্ব্বশাখাগতেষ্বিতি বিশয়ঃ। প্রতিশাখঞ্চ স্বরাদিভেদাদুদ্গীথাদিভেদমাদায়ায়মুপন্যাসঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। স্বশাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষু বিধীয়েরন্নিতি। কুতঃ। সন্নিধানাৎ। 'উদ্গীথমুপাসীত' ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশে-

---

তাস্তেষামেব তদ্বেদবিহিতাঃ প্রত্যয়া উতান্যবেদবিহিতানামপ্যুদ্গীথাদীনাং তে প্রত্যয়া ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ওমিত্যক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদ্গীথশ্রবণেনোদ্গীথসামান্যমবগম্যতে নির্ব্বিশেষস্য চ তস্যানুপপত্তের্ব্বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং স্বশাখাবিহিতস্য বিশেষস্য সন্নিধানাৎ তেনৈবাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তের্ন শাখান্তরীয়মুদ্গীথান্তরমপেক্ষতে। ন চৈবং সন্নিধানেন শ্রুতিপীড়া। যদি হি

পিত করতঃ উপাসনা করিবার উপদেশও আছে। "প্রাণিগণ ইহাকে উক্থ—উক্থ—বলে। এই পৃথিবী, ইহাই সেই উক্থ—" ইত্যাদি বাক্যেও উক্থাভিধেয় শস্ত্রে পৃথিবী বুদ্ধি কবিবার আদেশ আছে। (শস্ত্র=ইহা এক প্রকার স্তোত্র বা গান। উক্থও এক প্রকার শস্ত্র। ইহা যজ্ঞকালে গীত হইয়া থাকে।)"এই লোক, ইহা এই ইষ্টকাচিত অগ্নি।" ইত্যাদি শাস্ত্রে ইষ্টকাগ্নিতে লোক বুদ্ধি আরোপিত করিবার (লোকজ্ঞানে ইষ্টকাগ্নি উপাসনা করিবার) কথা আছে। এইরূপ আরও অনেক প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান (উপাসনাবিশেষ) প্রত্যেক বেদের শাখায় শাখায় কর্ম্মাঙ্গ প্রতীকে উৎপাদন করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। (উদ্গীথ, সামগান, উক্থ, শস্ত্র, এ সমস্তই যজ্ঞের অঙ্গ, এ সকল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ঐরূপ উপাসনার বিধান আছে)। সে সকল বিধান দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা কি সেই সেই শাখাতে বিহিত? কি সমুদায় শাখায় সমানরূপে বিহিত? প্রত্যেক বিভিন্ন শাখায় স্বরভেদ প্রভৃতি থাকায় উদ্গীথাদিরও ভেদ আছে, সেই ভেদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত সংশয়ের স্থাপনা। [কিন্তাবৎ...ইতি] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—উক্ত উদ্গীথাদি উপাসনা সেই সেই শাখায় বিহিত, সর্ব্ব শাখায় নহে। কারণ, সন্নিধি-প্রমাণ তাহাই প্রতীত করায়। বিবেচনা কর, "উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" এই সামান্য বিধান বিশেষের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অর্থাৎ কোন্ উদ্গীথের কিরূপ উপাসনা? এইরূপ বিশেষাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অনন্তর সেই সেই শাখায় যে যে বিশেষ অভিহিত হইয়াছে সেই বিশেষই সন্নিহিত

যাকাঙ্ক্ষায়াং সন্নিকৃষ্টেনৈব স্বশাখাগতেন বিশেষেণাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তেস্তদতিলঙ্ঘনেন শাখান্তরবিহিতবিশেষোপদানে কারণং নাস্তি। তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থেতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি 'অঙ্গাববদ্ধাস্তু' ইতি। তুশব্দঃ পরপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতে প্রতিবেদং স্বশাখাস্বেব ব্যবতিষ্ঠেরন্ অপি তু সর্ব্বশাখাস্বনুবর্ত্তেরন্। কুতঃ। উদ্গীথাদিশ্রুত্যবিশেষাৎ। স্বশাখাব্যবস্থায়াং হ্যুদ্গীথমুপাসীতেতি সামান্যশ্রুতিরবিশেষপ্রবৃত্তা সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্যাৎ। ন

শ্রুতিসমর্পিতমর্থমপবাধেত ততঃ শ্রুতিং পীড়য়েৎ ন চৈতদস্তি। ন হ্যুদ্গীথ-শ্রুত্যভিহিতলক্ষিতৌ সামান্যবিশেষৌ বাধিতৌ স্বশাখাগতযোঃ স্বীকরণাৎ শাখান্তরীযাস্বীকারেঽপি। যথাহুঃ—

জাতিব্যক্তী গৃহীত্বেহ যযস্ত শ্রুতলক্ষিতে।
কৃষ্ণাদি যদি মুঞ্চামঃ কা শ্রুতিস্তত্র পীড্যতে॥

এবং প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—উদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধাস্ত প্রত্যয়া নানা-শাখাসু প্রতিবেদমনুবর্ত্তেরন্ ন প্রতিশাখং ব্যবতিষ্ঠেরন্। উদ্গীথমিত্যাদি-সামান্যশ্রুতেরবিশেষাৎ। এতদুক্তম্ভবতি। যুক্তং শুক্লং পটমানয়েত্যাদৌ পট-শ্রুতিমবিশেষপ্রবৃত্তামপি সন্নিধানাৎ শুক্লশ্রুতির্ব্বাধত ইতি বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়ন-প্রযুক্তত্বাৎ পদানাং সমভিব্যাহারস্যাঽন্যথা তদনুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থমস্মারয়িত্বা বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নং পদানামিতি বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তং স্বার্থস্মারণং ন স্বপ্রযোজক-মপবাধিতুমুৎসহতে। মা চ বাধি প্রযোজকাভাবেন স্বার্থস্মারণমপীতি যুক্ত-মবিশেষপ্রবৃত্তায়া অপি শ্রুতেরেকস্মিন্নেব বিশেষেঽবস্থাপনম্। ইহ তূদ্গীথ-

---

হয়, বুদ্ধিতে আইসে। বুদ্ধিস্থ হইলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। স্বশাখা-বিহিত বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট রূপ) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যশাখাবিহিত বিশেষ গ্রহণ করিবার অল্পমাত্রও কারণ দেখা যায় না। অতএব, শাখাভেদে ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত। অর্থাৎ সেই সেই উপাসনা সেই সেই শাখাতে বিহিত, এই পক্ষই ন্যায্য। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষ স্থাপনার্থ সূত্র বলা হইল—অঙ্গাববদ্ধাস্তু। [তুশব্দঃ···স্যুঃ] তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের সেই সেই শাখায় সেই সেই উপাসনা পৃথক্‌রূপে বিহিত, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে। ঐ সকল উপাসনা সমুদায় শাখাতেই অনুবর্ত্তন করে। অর্থাৎ একই উদ্গীথ উপাসনা সমুদায় শাখায় কথিত, এই পক্ষই

চৈত্তন্যায্যম্। সন্নিধানাদ্ধি শ্রুতির্ব্বলীয়সী। ন চ সামান্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপ্যুদ্‌গীথস্বাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাগতেষ্বেবোদ্‌গাথাদিষ্বেবঞ্জাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥ ৫৬ ॥*

অথবা নৈবাত্র বিরোধ আশঙ্কিতব্যঃ কথমন্যশাখাগতেষূদ্‌গীথাদিষ্বন্যশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়া ভবেয়ুরিতি। মন্ত্রাদিবদবিরোধোপপত্তেঃ। তথা হি মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং গুণানাঞ্চ শাখা-

শ্রুতেরবিশেষেণ বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়কত্বাৎ সঙ্কোচে প্রমাণং কিঞ্চিন্নাস্তি। ন চ সন্নিধিমাত্রমপবাধিতুমর্হতি। শ্রুতিসামান্যদ্বারেণ চ সর্ব্ববিশেষগামিন্যাঃ শ্রুতেরেকস্মিন্নবস্থানং পীড়ৈব। তস্মাৎ সর্ব্বোদ্‌গীথবিষয়াঃ প্রত্যয়া ইতি।

বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো যৎ প্রমাণেন নোপলভ্যতে। উপলব্ধঞ্চ

সাধু। এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত। কেননা, "উদ্‌গীথ" এই শব্দরূপের কোন রূপ বিশেষ বা ভেদ নাই। সর্ব্বত্রই সমান উদ্‌গীথ-শব্দ আছে। উক্থ উপাসনা কি উক্থাদি শব্দ উভয়ই সর্ব্বশাখায় সমান। সন্নিধি অনুসারে ঐ সকলকে বিশেষ অর্থে স্থাপন করিতে গেলে অবশ্যই ঐ সকল শব্দ নিপীড়িত হইবেক। অর্থাৎ ঐ সকলের স্বারসিক অর্থ নষ্ট হইবেক। তাহা ন্যায্য নহে। শ্রুতি সন্নিধি-অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। অতএব, স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ প্রভৃতি থাকিলেও উদ্‌গীথ-স্বরূপের ভেদ না থাকায় সমুদায় শাখায় উদ্‌গীথ একই ও এক জাতীয়।

কেমন করিয়া এক শাখার কথিত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতে অন্য শাখোক্ত জ্ঞান সংযোজিত হইবেক, তাহা বিরুদ্ধ কি না, এ আশঙ্কা করিও না। মন্ত্র, কর্ম্ম, গুণ অর্থাৎ কর্ম্মের অঙ্গ, এই সমুদায়ের দৃষ্টান্তে উক্ত সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। উদাহরণ দেখ। মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ, এ সকল এক শাখায় সমুৎপন্ন অর্থাৎ প্রথমোপদিষ্ট বা প্রথম পরিজ্ঞাত, অথচ সে সকল অন্য শাখায় গৃহীত হইতে দেখা যায়। যজুঃশাখায় "কুটরুরসি—" ইত্যাদি মন্ত্র

* বা মন্ত্রাদিদৃষ্টান্তেনাবিরোধঃ বিরোধ এব নাস্তীত্যর্থঃ।—অথবা মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধাভাব স্থির কর। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)

ন্তরোৎপন্নানামপি শাখান্তর উপসংগ্রহোদৃশ্যতে। যেষামপি হি শাখিনাং 'কুটরুরসি' ইত্যশ্মাদানমন্ত্রো নাম্নাতস্তেষামপ্যসৌ বিনিয়োগো দৃশ্যতে 'কুক্কুটোঽসীত্যশ্মানমাদত্তে কুটরুরসীতি বা' ইতি। যেষামপি চ সমিদাদয়ঃ প্রযাজা নামাম্নাতাস্তেষামপি তেষু গুণবিধিরাম্নায়তে 'ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানত্র হোতব্যাঃ' ইতি। তথা যেষামপি 'অজোঽগ্নীষোমীয়ঃ' ইতি জাতিবিশেষোপদেশো নাস্তি তেষামপি তদ্বিশেষবিষয়ো মন্ত্রবর্ণ উপলভ্যতে 'ছাগস্য বপায়া মেদসোঽনুব্রূহি' ইতি। তথা বেদান্তরোৎপন্নানামপি 'অগ্নের্বৈর্হোত্রং বেরধ্বরম্' ইত্যাদিমন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তথা বহ্বৃচপঠিতস্য সূক্তস্য 'যো জাত এব প্রথমো

মন্ত্রাদিষু শাখান্তরীয়েষু শাখান্তরীয়কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং তদ্বদিহাপীতি দর্শনাদবিরোধঃ। এতচ্চ দর্শিতং ভাষ্যেণ সুগমেনেতি।

নাই, না থাকিলেও তাহা শাখান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রটী তণ্ডুল পেষক প্রস্তর গ্রহণের মন্ত্র। সেই কার্য্যের জন্য যজুঃশাখায় তদ্বিকল্পে "কুক্কুটোঽসি—" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। [যেষা...দৃষ্টঃ] মৈত্রায়ণী শাখায় প্রযাজ-নামক যাগের অন্তর্গত সমিদ্ যাগ প্রভৃতি অভিহিত হয় নাই; না হইলেও সে সকলের অঙ্গতা (কর্ত্তব্যতা) বোধক বিধান "তুল্যকর্ম্ম স্থলে ঋতু অর্থাৎ পঞ্চসংখ্যক প্রযাজ হোম করিবেক" এবংক্রমে সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে। (সমিদ প্রভৃতি ৫টী যাগে প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। এখানে, হেমন্ত শিশিরের ঐক্য স্থির করিয়া ঋতুশব্দ বোধিত পঞ্চ সংখ্যার গ্রহণ হইয়াছে।) অগ্নি ও সোম এতন্নামক দেবতাযুগ্মের উদ্দেশে ছাগ-পশু সংজ্ঞপন করিবেক, এরূপ বিস্পষ্ট উপদেশ যজুঃশাখায় নাই। যজুঃশাখায় মাত্র পশুর বিধান আছে, কিন্তু কোন্ জাতীয় পশু, তাহার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও "ছাগের বপা ও মেদ সম্বন্ধে অনুজ্ঞা দাও" এই মন্ত্রের অর্থ দৃষ্টে সর্ব্বত্রই ছাগপশু গৃহীত হয়। "অগ্নের্বৈর্হোত্রং—"ইত্যাদি মন্ত্র সামবেদোৎপন্ন, সামবেদেই অভিহিত, অথচ সে সকল অন্য বেদে (যজুর্ব্বেদে) গৃহীত হইতে দেখা যায়। "যিনি জন্মিয়াই প্রথম অর্থাৎ গুণজ্যেষ্ঠ ও বিবেকী—" ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদোৎপন্ন, অথচ সে সকল মন্ত্র

মনস্বীন্' ইত্যস্য 'অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শস্যম্' ইত্যত্র পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তস্মাৎ যথাশ্রয়াণাং কর্ম্মাঙ্গানাং সর্ব্বত্রানুবৃত্তিরেবমাশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানামিত্যবিরোধঃ॥ ৫৬॥

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি॥ ৫৭॥*

'প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ' ইত্যস্যামাখ্যায়িকায়াং ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ বৈশ্বানরস্যোপাসনং শ্রূয়তে। ব্যস্তোপাসনং তাবৎ 'ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স্ব ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মান-

বৈশ্বানরবিদ্যায়াং ছান্দোগ্যে কিং ব্যস্তোপাসনং সমস্তোপাসনঞ্চ উত সমস্তোপাসনমেবেতি। তত্র দিবমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচেতি প্রত্যেকমুপাসনশ্রুতেঃ প্রত্যেকঞ্চ ফলবত্ত্বাম্নানাৎ সমস্তোপাসনে চ ফলবত্ত্বশ্রুতেরুভয়থাপ্যুপাসনম্। ন চ যথাবৈশ্বানরীয়েষ্টৌ যদষ্টাকপালো ভবতীত্যাদীনামবয়ুত্যবাদানাং প্রত্যেকং ফলশ্রবণেঽপ্যর্থবাদমাত্রত্বং বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং

অধ্বর্য্যুগণ (যজুঃকর্ম্মকারী পুরোহিতগণ) কর্তৃক শংসিত হইয়া থাকে। (শংসন অর্থাৎ যজ্ঞদেবতাগণের স্তুতির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ) [তস্মাৎ... বিরোধঃ] অতএব, যেমন একত্র শ্রুত কর্ম্মাঙ্গনিচয় সর্ব্বত্র গমন করে, তেমনি, একত্র শ্রুত প্রত্যয় বা উপাসনাও অন্যত্র গমন করে অর্থাৎ গৃহীত হয়। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে তাহা বিরুদ্ধ নহে; প্রত্যুত অবিরুদ্ধ।

উপনিষদে প্রাচীনশাল ও ঔপমন্যব প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ও রাজর্ষি রচিত একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে ব্যস্ত বৈশ্বানর উপাসনা ও সমস্ত বৈশ্বানর উপাসনা, দ্বিবিধ উপাসনা শ্রুত হয়। (ব্যস্ত—এক এক অঙ্গে উপাসনা। সমস্ত—সমুদায়ে বা নিখিল অবয়বে একই উপাসনা) ব্যস্ত উপাসনা যথা—"হে ঔপমন্যব! তুমি কোন্ আত্মাকে বৈশ্বানর ভাবনায় উপাসনা কর?

* ভূম্নঃ সমগ্রস্য সাঙ্গপ্রধানস্য ক্রতোর্যাগস্যেবাঽস্য সমগ্রস্যৈব জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যং জ্ঞেয়ম্। সমস্তোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ। হি যতঃ। তথা দর্শয়তি সমগ্রস্যৈব জ্যায়স্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।—বৈশ্বানর-বিদ্যায় (উপাসনায়) পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত হইলেও সে সকলের প্রাধান্য নাই। সে সকল উপাসনা প্রধান উপাসনার অঙ্গ, সুতরাং সে সকলের সহিত অনুষ্ঠিত প্রধানের উপাসনাই বলবৎ। প্রধান যাগ যেমন কতিপয় অঙ্গযাগ সহ অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, বৈশ্বানর-আত্মা-উপাসনাও ঐ সকল অঙ্গীভূত উপাসনার সহিত মিলাইয়া অনুষ্ঠিত হয়। শ্রুতি তাহাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র উপাসনারই প্রাধান্য বলিয়াছেন।

মুপাস্স্ব' ইত্যাদি। তথা সমস্তোপাসনমপি 'তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহোভয়থাপ্যুপাসনং স্যাৎ ব্যস্তস্য সমস্তস্য চোত সমস্তস্যৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। প্রত্যবয়বং সুতেজঃপ্রভৃতিষূপাস্স্বেতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ 'তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে' ইত্যাদিফলভেদশ্রবণাচ্চ ব্যস্তান্যপ্যুপাসনানি স্যুরিতি প্রাপ্তম্। ততোঽভিধীয়তে, ভূমঃ পদার্থোপচয়াত্মকস্য সমস্তস্য বৈশ্বানরোপাসনস্য জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যেমাঽস্মিন্‌বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতি ন প্রত্যেক-

---

নির্ব্বপেদিত্যস্যৈব তু ফলবত্ত্বমেবমত্রাপি ভবিতুমর্হতি। অত্র হি দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেদিতি বিধিবিভক্তিশ্রুতির্যদষ্টাকপালোভবতীত্যাদিষু বর্ত্তমানাপদেশঃ। ন চ বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি বিধিকল্পনা। অবয়ুত্যবাদেন স্তুত্যাপ্যুপপত্তেঃ। ইহ তু সমস্তে ব্যস্তে চ বর্ত্তমানাপদেশস্যাবিশেষাদগৃহ্যমাণবিশেষতয়া উভয়ত্রাপি বিধিকল্পনায়াঃ ফলকল্পনায়াশ্চ ভেদাৎ। নিন্দায়াশ্চ সমস্তোপাসনারম্ভে

অর্থাৎ তুমি কাহাকে বৈশ্বানব আত্মা বলিযা জ্ঞান কব? উপাসনা কর?"* ঔপমন্যব বলিলেন, বাজন্! ভগবন্! আমি দ্যুলোক বৈশ্বানবের উপাসনা কবি। প্রাচীনশাল বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ সুতেজা (দিব্) বৈশ্বানর আত্মার অবযব—তুমি তাহাব উপাসনা কব। অর্থাৎ তুমি বৈশ্বানব আত্মাব একাংশ বা একাবয়ব উপাসনা কর, তাহাতে সমগ্র উপাসনা সিদ্ধ হয় না। সমস্ত বা সমগ্র উপাসনা যথা—"সুতেজা অর্থাৎ দ্যুলোক প্রস্তাবিত বৈশ্বানব আত্মাব মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তবীক্ষ, উদধি বস্তি, পৃথিবী পদ—" ইত্যাদি। [তত্র তদ্বৎ] আখ্যায়িকা দৃষ্টে সংশয় হয, শ্রুতি কি ঐ সকল বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত দ্বিপ্রকাব উপাসনাব বিধান কবিয়াছেন? অথবা সমগ্র উপাসনা কবিতে বলিয়াছেন? দেখা যায়, সুতেজ (দিব্) ও বিশ্বরূপ (সূর্য্য) প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতীকে "উপাস্স্ব—উপাসনা কর" এইরূপ ক্রিয়াপদের শ্রবণ আছে ও সেই সেই বিজ্ঞানের বা উপাসনাব "তোমাব বংশে সোমযাগ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়" ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ফল বর্ণিত আছে। তদ্দৃষ্টে পাওয়া যায়, বুঝা যায়, ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই

মবয়বোপাসনানামপি। ক্রতুবৎ। যথা ক্রতুষু দর্শপূর্ণমাসপ্রভৃতিষু সামস্ত্যেন সাঙ্গপ্রধানপ্রয়োগ এবৈকো বিবক্ষ্যতে ন ব্যস্তানামপি প্রয়োগঃ প্রযাজাদীনাং নাপ্যেকদেশাঙ্গযুক্তস্য প্রধানস্য তদ্বৎ। কুত এতৎ। ভূমৈব জ্যায়ানিতি। তথা হি শ্রুতির্ভূম্নো জ্যায়স্ত্বং দর্শয়তি। একবাক্যত্বাবগমাৎ। একং হীদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনাৎ প্রতীয়তে। তথা হি প্রাচীনশালপ্রভৃতয় উদ্দালকাবসানাঃ ষট্ ঋষয়ো বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠামপ্রতিপদ্যমানা অশ্বপতিং কৈকেয়ং রাজানমভ্যাজগ্মুরিত্যুপক্রম্যৈকৈকস্যর্ষেরুপাস্যং দ্যুপ্রভৃতীনামেকৈকং শ্রাবয়িত্বা 'মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ' ইত্যাদিনা মূর্দ্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি। 'মূর্দ্ধা

ব্যস্তোপাসনেঽপ্যুপপত্তেঃ। শ্যামো বা শ্বাহুতিমভ্যবহবতীতিবৎ উভযবিধমুপাসনমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। সমস্তোপাসনস্যৈব জ্যায়স্ত্বং ন ব্যস্তোপাসনস্য। যদ্যপি বর্ত্তমানাপদেশত্বমুভযত্রাপ্যবিশিষ্টং তথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া সমস্তোপাসনপরত্বস্যাবগমঃ। যৎপরং হি বাক্যং তদস্যার্থঃ। তথাহি—প্রাচীনশাল-

---

শ্রুতিবিহিত। এইরূপ প্রথম পক্ষ স্থাপিত হইতে দেখিযা সিদ্ধান্ত পক্ষ কথনার্থ ৫৭ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ বাক্যে বহুর অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র উপাসনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অবযব উপাসনার (এক একটীর) প্রাধান্য নাই। অভিপ্রায এই যে, ঐ সকল খণ্ড খণ্ড অবয়ব উপাসনা একত্রিত হইযা প্রধানের অর্থাৎ বৈশ্বানর উপাসনার পূর্ণতা জন্মায়। ইহার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ক্রতু অর্থাৎ যাগ। যেমন দর্শযাগ, পূর্ণমাস যাগ, তদন্তর্গত প্রযাজ ও অনুযাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গযাগ, এই সমস্ত পর পর যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলে এক সাঙ্গোপাঙ্গ প্রধান যাগ নিষ্পত্তি হয, তেমনি, ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব-উপাসনা পর পর যথাবিধানে সাধিত হইযা সম্পূর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেহ দর্শাদি যাগের অঙ্গ কেবল প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠান করে না এবং কেহ এক বা দুই অঙ্গ লইয়া প্রধানের অনুষ্ঠানও করে না। সমগ্র অনুষ্ঠানই করে, করিলে যাগের সমগ্রতা বা পূর্ণতা হয়। [কুত...দর্শয়তি] এ কথা এই জন্য বলি, ভূমার অর্থাৎ

তে ব্যপতিষ্যৎ যন্মা নাগমিষ্যঃ' ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসন-মপবদতি। পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্ত্য সমস্তোপাসনমেবা-নুবর্ত্ত্য 'স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্ন-মত্তি' ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি। যত্তু প্রত্যেকং সুতে-জঃপ্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং তদেবং সত্যঙ্গফলানি প্রধান এবাভ্যুচ্চিনোতীতি দ্রষ্টব্যম্। তথা উপাস্স্বেত্যপি প্রত্য-

---

প্রভৃতয়ো বৈশ্বানরবিদ্যানির্ণয়ায়াশ্বপতিং কৈকেয়মাজগ্মুঃ। তে চ তত্তদেক-দেশোপাসনমুপন্যস্তবন্তঃ। তত্র কৈকেয়স্তত্তদুপাসননিন্দাপূর্ব্বং তন্নিবারণেন সমস্তোপাসনমুপসঞ্জহার। তথা চৈকবাক্যতালাভায় বাক্যভেদপরিহারায় চ সমস্তোপাসনপরতৈব সন্দর্ভস্য লক্ষ্যতে। তস্মাদ্বহুফলসঙ্কীর্ত্তনং প্রধানস্তব-

---

বহুর জ্যায়ত্ব আছে। শ্রুতিও বহুর বা সমষ্টির জ্যায়ত্ব (প্রাধান্য) দেখা-ইয়াছেন। তাহা একবাক্যতার প্রভাবেই প্রতীত হয়। আখ্যায়িকাস্থ সন্দর্ভসমূহের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা (উপক্রম উপসংহার ও মধ্যভাগ অনুশীলন) করিলে প্রতীত হইবে, বৈশ্বানর-বিদ্যা (উপাসনা) বিষয়েই মিলিত ঐ সমুদায় একটী বাক্য। অর্থাৎ ঐ সমুদায় সন্দর্ভে একই বৈশ্বানর-বিদ্যা বিহিত বা অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত মিলিয়া তদ্বোধক একটী মহাবাক্য হইয়াছে। বিবেচনা কর,—"প্রাচীনশাল প্রভৃতি ছয় জন ঋষি বৈশ্বানরবিদ্যার নিষ্ঠা অর্থাৎ ঠিক্ নিষ্কর্ষ বা শেষ স্থির করিতে না পারিয়া কেকয়বংশীয় অশ্বপতি রাজার নিকট গমন করি-লেন (ইনিই তৎকালে বৈশ্বানর-বিদ্যায় সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন)।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া মধ্যে এক এক ঋষির সুতেজ অর্থাৎ দিব্ প্রভৃতির উপাস্যতা বর্ণনা করিয়া "ইহা বৈশ্বানর আত্মার মস্তক" এবং ক্রমে সে সকলে বৈশ্বানরের মস্তকাদিভাব বলিয়াছেন বা বিধান করিয়া-ছেন। তৎপরে তিনি "যদি না আসিতে, তবে, তোমার মস্তক বিপন্ন হইত" এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্যস্ত উপাসনার অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন। পুনর্ব্বার তিনি ব্যস্ত উপাসনার ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিয়া এবং সমগ্র উপাসনার উল্লেখ বা অনুকর্ষণ করিয়া "সেই উপাসক সমুদায় লোকে, সমুদায় ভূতে ও সকল শরীরে অন্নভোক্তা হয়" ইত্যাদিবিধ সমগ্রাশ্রিত ফল (সমগ্র উপাসনার ফল) শুনাইয়া দিয়াছেন। [যত্তু…প্রত্যে-কিং] সুতেজঃ (দিব্) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্

ধয়বর্যাখ্যাতশ্রবণং পরাভিপ্রায়ানুবাদার্থং ন ব্যস্তোপাসনবি ধানার্থম্। তস্মাৎ সমস্তোপাসনপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি। কেচিত্ত্বত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসম্প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়স্ত্ববচনাদেব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষমপি সূত্রকারোঽনুমন্যত ইতি কল্পয়ন্তি তদযুক্তম্। একবাক্যাবগতৌ সত্যাং বাক্যভেদকল্পনস্যান্যায্যত্বাৎ 'মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ' ইতি চৈবমাদিনিন্দাবচনবিরোধাৎ। স্পষ্টে চোপসংহারে সমস্তোপাসনাবগমে তদ-

---

ন্যায়। সমস্তোপাসনস্যৈব তু ফলবত্ত্বমিতি সিদ্ধম্। একদেশিব্যাখ্যানমুপন্যস্য দূষয়তি—"কেচিত্ত্বত্রে"তি। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদস্যান্যায্যত্বাৎ। নেদৃশং সূত্রব্যাখ্যানং সমঞ্জসমিত্যর্থঃ।

পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কথিত আছে সত্য; পরন্তু থাকিলেও সে সকল প্রধান (সমগ্র) উপাসনারই পোষক। অর্থাৎ সে সকলের প্রত্যেকের পৃথক্ ফল নাই। বৈশ্বানর আত্মার প্রত্যেক অবয়ব লক্ষ্য করিয়া "উপাস্ব—উপাসনা কর" এইরূপ উক্তি আছে সত্য; পরন্তু তাহা বা সে উক্তি পরাভিপ্রায় অনুবাদার্থ। সুতরাং ব্যস্তোপাসনাপক্ষ দুর্ব্বল এবং সমস্তোপাসনাপক্ষই প্রবল। [কেচিত্ত্বত্র ··পদ্যমানত্বাৎ] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই স্থানে সমস্তোপাসনা পক্ষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়া পশ্চাৎ সূত্রস্থ "জ্যায়স্ত্বং"—শব্দ দৃষ্টে ব্যস্তোপাসনাপক্ষও সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। (অভিপ্রায় এই যে, সমস্তোপাসনাই প্রশস্ত, বিশিষ্টফলদায়ক; ব্যস্তোপাসনা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, অল্পফলদায়ক) এ ব্যাখ্যা যুক্ত ব্যাখ্যা নহে। কারণ এই যে, যখন সমুদায় সন্দর্ভ একই বাক্য বলিয়া স্থির জানা গেল, তখন আর তাহার এক ব্যতীত দুই অভিধেয় থাকিতে পারে না। ব্যস্ত সমস্ত এই দুই অভিধেয় প্রতিপাদন করিতে হইলে বাক্যভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বাক্যভেদ স্বীকার দোষ। এক বাক্য সম্ভব হইলে কেহই বাক্যভেদ বা দুই বাক্য স্বীকার করে না এবং করাও ন্যায্য নহে। বিশেষতঃ ব্যস্ত পক্ষে—"তোমার মস্তক [illegible] হইত" ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটনা হয়। এ[illegible] [illegible] অর্থাৎ সমাপ্তিতে সমস্ত পক্ষই প্রত্যাভিপ্রেত [illegible]

[illegible]

ভাবস্য পূর্ব্বপক্ষে বক্তুমশক্যত্বাৎ সৌত্রস্য চ জ্যায়স্ত্বকীর্ত্তনস্য প্রমাণবত্ত্বাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৮ ॥*

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে সত্যামপি সুতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদশ্রুতৌ সমস্তোপাসনং জ্যায় ইত্যুক্তম্। অতঃ প্রাপ্তা বুদ্ধিরন্যান্যপি চ ভিন্নশ্রুতীন্যুপাসনানি, সমস্যোপাশিষ্যন্ত ইতি। অপি চ নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদো বিজ্ঞাতুং শক্যতে।

সিদ্ধং কৃত্বা বিদ্যাভেদমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্ব্বর্ত্তিতম্। সম্প্রতি তু সর্ব্বাসামীশ্বরগোচরাণাং বিদ্যানাং কিমভেদো ভেদো বা এবং প্রাণাদিগোচরাস্বিতি বিচারয়িতব্যম্। নমু যথা প্রত্যয়াভিধেয়ায়া অপূর্ব্বভাবনায়া আজ্ঞানতো ভেদাভাবেঽপি ধাত্বর্থেন নিরূপ্যমাণত্বাৎ তস্য চ যাগাদের্ভেদাৎ প্রক্র-

---

সূত্রে "জ্যায়স্ত্ব"শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য—সমস্ত পক্ষই সপ্রমাণ এবং ব্যস্ত পক্ষ অপ্রমাণ; এই দুই কথা বলা বা দেখান।

পূর্ব্ববিচারে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুতেজস্ব প্রভৃতি গুণে বৈশ্বানর আত্মার ব্যস্ত বা পৃথক্ উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল অভিহিত থাকিলেও সমগ্র উপাসনাপক্ষই জ্যেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য। এই সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ মনে হয়, বিভিন্ন শ্রুতিস্থ অন্যান্য উপাসনাও সমস্তপক্ষপাতী। অর্থাৎ অন্যান্য উপাসনার ব্যস্ত পক্ষ অগ্রাহ্য, এবং সমস্ত পক্ষই গ্রাহ্য। (শ্রুতিতে শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিরও একত্ব নানাত্ব কথিত হইতে দেখা যায়)। বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্যের অভেদ বা ঐক্য থাকিলে বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার ভেদ (পার্থক্য)

---

* সর্ব্ববেদ্যাভেদেঽপি শব্দাদিভেদাৎ বিদ্যায়া নানাত্বং স্যাদেব। আদিশব্দাৎ গুণাদয়ো গৃহ্যন্তে। সর্ব্বত্রৈক এবেশ্বরো বেদ্যস্তথাপি বিদ্যা নানা বিভিন্না। অত্র শব্দভেদোঽভ্যুচ্চয়মাত্রতয়োক্তঃ। বস্তুতস্তু বিদ্যানানাত্বে সম্যকহেতব আদিপদোপাত্তগুণাদয় এব। যথা ছত্রচামরাদিগুণভেদেন রাজোপাস্তিভেদো যথা বা আমিক্ষাবাজিনগুণভেদেন যাগভেদস্তদ্বদিত্যনুসন্ধেয়ম্।—সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর উপাস্য অথচ নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার উপাসনা বিহিত হইতে দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, উপাসনা এক কি নানা। উপাসনা নানা হইলে উপাস্যও নানা হইবে এবং উপাসনা এক হইলে উপাস্যের একত্ব স্থির থাকিবে। পূর্ব্ববিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া [illegible] স্থির হয়, উপাস্য এক হইলেও উপাসনা নানা। কারণ এই যে, তদ্বোধকশব্দ বিভিন্ন; [illegible] [illegible] ফলসম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন। বিধায়কশব্দের, গুণের ও ফলের ভিন্নতা [illegible] [illegible] উপাসনার ভিন্নতা অবধারিত হয়।

বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়া দ্রব্যদৈবতমিব যাগস্য। বেদ্যশ্চৈক এবেশ্বরঃ শ্রুতিনানাত্বেঽপ্যবগম্যতে। 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবমাদিষু। তথা 'এক এব প্রাণঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা' ইত্যেবাদিষু বেদ্যৈকত্বাচ্চ বিদ্যৈকত্বং শ্রুতম্। শ্রুতিনানাত্বমপ্যস্মিন্ পক্ষে গুণান্তরপরত্বাৎ নানর্থকম্। তস্মাৎ স্বপরশাখাবিহিতমেকবেদ্যব্যপাশ্রয়ং গুণজাতমুপসংহর্ত্তব্যং বিদ্যাকার্ৎস্ন্যায়েত্যেবং প্রাপ্তে

ত্যর্থযাগাদিধাত্বর্থানুবন্ধভেদাদ্ভেদস্তদনুবক্তায়া এব তস্যাঃ প্রতীযমানত্বাৎ এবং বিদ্যানামপি রূপতো বেদ্যস্যেশ্বরস্যাভেদেঽপি তত্তৎসত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণোপধান ভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি নাস্ত্যভেদাশঙ্কা। উচ্যতে। যুক্তমনুবন্ধভেদাৎ কার্য্যরূপাণামপূর্ব্বভাবনানাং ভেদ ইতি। ইহ তু ব্রহ্মণঃ সিদ্ধরূপত্বাদ্‌গুণানামপি সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং তদাশ্রযাণাং সিদ্ধতযা সর্ব্বত্রাভেদো বিদ্যাসু। ন হি বিশাল-

---

জানা যায় না। অর্থাৎ তাহার নানাত্ব পক্ষ গ্রহণ করা যায় না। যেমন দ্রব্য ও দেবতা যাগের রূপ, তেমনি, বেদ্যই বিদ্যার রূপ। পরন্তু দেখা যায়, নানাপ্রকার শ্রুতি থাকিলেও একই ঈশ্বর বেদ্য। "মনোময়, প্রাণশরীর—" "ক-ই ব্রহ্ম, খ-ই ব্রহ্ম—" 'সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—" ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রুতি আছে সত্য; কিন্তু সর্ব্বত্রই একমাত্র ঈশ্বর বেদ্য। "একই প্রাণ, প্রাণ সম্বর্গ, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাণই পিতা প্রাণই মাতা—" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতেও এক ঈশ্বর বেদ্য (উপাস্য)। যখন বেদ্যের (উপাস্যের) ঐক্য দেখা যায়, শ্রুতিতে শুনা যায়, তখন বিদ্যাও এক, বহু নহে। শ্রুতি নানাপ্রকার সত্য, পরন্তু, সে সমুদায়কে গুণান্তরপর অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) সেই সেই গুণবিশিষ্ট, এতদ্রূপ তাৎপর্য্যে অভিহিত বলিলে সে সকলের নৈরর্থক্য নিবারিত হইতে পারে। [তস্মাৎ...ভেদাৎ] প্রোক্ত কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বিদ্যার পূর্ণতার নিমিত্ত স্ব-পর-শাখা-বিহিত এক উপাস্যের আশ্রিত যে-কিছু গুণ সমস্তই উপসংহার্য্য অর্থাৎ সঙ্কলনপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সেই অদ্বিতীয় উপাস্যে যোজিত করা কর্ত্তব্য। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—নানা শব্দাদিভেদাৎ। যদিও বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, তথাপি, ঐরূপ ঐরূপ বিদ্যা (উপাসনা) এক

প্রতিপদ্যতে, নানেতি। বেদ্যাভেদেঽপ্যেবঞ্জাতীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। শব্দাদিভেদাৎ। ভবতি হি শব্দ-ভেদঃ 'বেদ' 'উপাসীত' 'স ক্রতুং কুর্ব্বীত' ইত্যেবমাদিঃ। শব্দ-ভেদশ্চ কর্ম্মভেদহেতুঃ সমধিগতঃ পুরস্তাৎ—শব্দান্তরে কর্ম্ম-ভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাদিতি। আদিগ্রহণাৎ গুণাদয়োঽপি যথা-সম্ভবং ভেদহেতবো যোজয়িতব্যাঃ। নন্বু বেদেত্যাদিষু শব্দ-ভেদ এবাবগম্যতে ন যজতি ইত্যাদিবদর্থভেদঃ সর্ব্বেষামেবৈ-ষাং মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদাদর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ তৎ কথং শব্দভেদাৎ

বক্ষাশ্চকোরেক্ষণঃ ক্ষত্রিয়যুবা দুশ্চ্যবনধর্ম্মেত্যেকত্রোপদিষ্টোঽন্যত্র সিংহাস্যো-বৃষস্কন্ধঃ স এবোপদিশ্যমানশ্চকোরেক্ষণত্বাদ্যুপজহাতি। ন খলু প্রত্যুপদেশং বস্তু ভিদ্যতে। তস্য সর্ব্বত্র তাদবস্থ্যাৎ। অতাদবস্থ্যে বা তদেব ন ভবেৎ। ন হি বস্তু বিকল্প্যত ইতি। তস্মাদ্বেদ্যাভেদাদ্বিদ্যানাং ভেদ ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেদেতদেবং যদি বস্তুনিষ্ঠান্যুপাসনবাক্যানি কিন্তু তদ্বিষয়ামুপাসনাভাবনাং বিদধতি। সা চ কার্য্যরূপা। যদ্যপি চোপাসন-

---

নহে। কারণ, বিধায়কশব্দ ও গুণ প্রভৃতি প্রত্যেকে বিভিন্ন। [ভবতি... যোজয়িতব্যাঃ] "যো বেদ অর্থাৎ যে জানে।" "উপাসীত—উপাসনা করি-বেক।" "স ক্রতুং কুর্ব্বীত—স ক্রতু অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি বা সঙ্কল্প ধারণ করিবেক।" এইরূপ এইরূপ বিভিন্নশব্দে সেই সেই বিদ্যার বিধান হওয়ায় সেই সেই বিদ্যা প্রত্যেকে বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়। শব্দের ভিন্নতা যে কর্ম্মভেদের হেতু, তাহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় জানা গিয়াছে। যথা—"কৃতানুবন্ধ অর্থাৎ ধাত্বর্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ হইতে কর্ম্মের ভেদ অবধারিত হয়।" (জৈমিনি সূত্র)। সূত্রস্থ আদি-শব্দ গুণের ও ফলের ভিন্নতা উন্নয়ন করিতে বলিতেছে এবং সে সকল সম্ভব অনুসারে সংযোজন করিবে। [নন্বু...দোপপত্তেঃ] "বেদ—জানে" "উপাসীত—উপাসনা করে" ইত্যাদি প্রকার শব্দভেদ (বিভিন্ন উচ্চারণের শব্দ) দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু সে সকল শব্দের "যজতি—যাগ করে" "জুহোতি—হোম করে" ইত্যাদির ন্যায় অর্থভেদ নাই। "জানে" "উপাসনা করে" প্রভৃতি সমুদায় কথার অর্থ মনোবৃত্তি অর্থাৎ সেই সেই প্রকার জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন অন্য অর্থের সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা না থাকিল তবে "শব্দভেদ থাকায় বিদ্যার ভেদ"

বিদ্যাভেদ ইতি। নৈষ দোষঃ। মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদেঽপ্যনুবন্ধ-ভেদাৎ বিদ্যাভেদোপপত্তেঃ। একস্যাপি হীশ্বরস্যোপাস্যস্য প্রতিপ্রকরণং ব্যাবৃত্তা গুণাঃ শিষ্যন্তে তথৈকস্যাপি প্রাণস্য তত্র তত্রোপাস্যস্যাভেদেঽপ্যন্যাদৃক্ গুণোঽন্যত্রোপাসিতব্যোঽন্যাদৃক্ গুণশ্চান্যত্রেত্যেবমনুবন্ধভেদাৎ বিধিভেদে সতি বিদ্যাভেদো বিজ্ঞায়তে। ন চাত্রৈকো বিদ্যাবিধিরিতরে গুণবিধয় ইতি শক্যং বক্তুং, বিনিগমনহেত্বভাবাৎ অনেকত্বাচ্চ প্রতিপ্রকরণং গুণানাং প্রাপ্তবিদ্যানুবাদেন গুণবিধানানুপ-

---

ভাবনা উপাসনাধীননিরূপণোপাসনঞ্চোপাস্যাধীননিরূপণমুপাস্যঞ্চেশ্বরাদি ব্যবস্থিতরূপং তথাপ্যুপাসনাবিষয়ীভাবোঽস্য কদাচিৎ কস্যচিৎ কেন চিদ্রূপেণেত্যপরিনিষ্ঠিত এব। যথৈকঃ স্ত্রীকায়ঃ কেনচিদ্ভক্ষ্যতয়া কেনচিদুপগন্তব্যতয়া কেনচিদপত্যতয়া কেনচিন্মাতৃতয়া কেনচিদুপেক্ষণীয়তয়া বিষয়ীক্রিয়মাণঃ পুরুষেচ্ছাতন্ত্র এবমিহাপি উপাসনানি পুরুষেচ্ছাতন্ত্রতয়া বিধেয়তাং নাতিক্রামন্তি।

এ কথা সঙ্গত হয় কৈ ? এই প্রশ্নের বা এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলা যায়, তাহা দোষ নহে। অর্থাৎ তাহা বিদ্যাভেদের বাধক নহে। সর্ব্বত্রই মনোবৃত্তিরূপ অর্থ একই সত্য; পরন্তু সে সকলের অনুবন্ধ (প্রবৃত্তি-নিমিত্ত) ভিন্ন। অনুবন্ধ ভিন্ন বলিয়াই বিদ্যার ভিন্নতা অবধারিত হয়। [একস্যাপি...পত্তিঃ] একই ঈশ্বর সর্ব্বত্র উপাস্য, এ কথা সত্য; পরন্তু তিনি সর্ব্বত্র সমানরূপে উপাস্য নহেন। কেননা প্রত্যেকপ্রকরণে পৃথক্ পৃথক্ গুণের অনুশাসন আছে। একই প্রাণ (প্রাণশব্দে অভিহিত ব্রহ্ম) সেই সেই প্রকরণে উপাস্যরূপে অভিহিত হইলেও তিনি গুণভেদে বিভিন্ন প্রকার উপাসনায় উপাস্য। অমুক শাখার অমুক প্রকরণ অনুসারে তাঁহাকে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, অন্য শাখার অন্য-প্রকরণ অনুসারে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, এইরূপ এইরূপ বিভিন্ন অনুবন্ধে বিধানের ভেদ (ভিন্নতা) দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, বিদ্যা বা উপাসনা এক নহে, প্রত্যুত নানা। ঐ সকলের মধ্যে একটী বিদ্যাবিধি, অবশিষ্ট গুণবিধি, এমন কথা বলিতে পারিবে না। কারণ, কোনটী বিদ্যাবিধি কোনটীই বা গুণবিধি তাহার নিশ্চয় হয় না এবং সেরূপ নিশ্চয়ের কারণও দেখা যায় না। বিধিপ্রাপ্ত বা বিধিবোধিত বিদ্যা অনুসারে প্রত্যেক প্রকরণে নানাগুণের বিধান উপপন্নও হয় না।

পত্তেঃ। ন চাস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা অসকৃচ্ছ্রাবয়িতব্যাঃ। প্রতিপ্রকরণং চেদঙ্কামেনেদমুপাসিতব্যমিদঙ্কামেন চেদমিতি নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাবগমাৎ নৈকবাক্যতাপত্তিঃ। ন চাত্র বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিব সমস্তচোদনাঽপরাস্তি যদ্বলেন প্রতিপ্রকরণবর্ত্তীন্যবয়বোপাসনানি ভূত্বৈকবাক্যতাং যযুঃ। বেদ্যৈকত্বনিমিত্তে চ বিদ্যৈকত্বে সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশে প্রতিজ্ঞায়মানে সমস্তগুণোপসংহারোঽশক্যঃ প্রতিজ্ঞায়েত। তস্মাৎ সুষ্ঠুচ্যতে, নানা শব্দাদিভেদাদিতি।

ন চ তত্তদ্গুণতয়োপাসনানি গুণভেদান্ন ভিদ্যন্তে। ন চাগ্নিহোত্রমিবোপাসনাং বিধায় দধিতণ্ডুলাদিগুণবদিহ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণবিধির্যেনৈকশাস্ত্রত্বং স্যাৎ। অপি তূৎপত্তাবেবোপাসনানাং তত্তদ্গুণবিশিষ্টানামবগমাৎ তত্রাগৃহ্যমাণবিশেষতয়া সর্ব্বাসাং ভেদস্তল্যঃ। ন চ সমস্তশাখাবিহিতসর্ব্বগুণোপসংহারঃ শক্যানুষ্ঠানঃ। তস্মাদ্ভেদঃ। ন চাস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামাদয় ইতি। কেচিৎ খলু গুণাঃ কাসুচিৎ বিদ্যাসু সমানাস্তেনৈকবিদ্যাত্বে আবর্ত্তয়িতব্যাঃ। একত্রোক্তত্বাৎ। বিদ্যাভেদে তু ন পৌনরুক্ত্যমেকস্যাং বিদ্যা-

একই বিদ্যা (উপাসনা), এ পক্ষে পুনঃ পুনঃ সত্যকামত্বাদি গুণের উল্লেখ বৃথা অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য। কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যাপক্ষে সেরূপ পুনরুল্লেখের সার্থক্য আছে। অপিচ, সমুদায় প্রকরণকে এক বাক্য জ্ঞান করিয়া একই অর্থ (বিদ্যাবিষয়ক একটীই প্রধান বিধি, এরূপ) অবধারণ করা অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক প্রকরণে 'এই কামনায় এই উপাসনা' 'অমুক কামনায় অমুক উপাসনা' এইরূপ তাৎপর্য্য থাকায় একবাক্যতাজনক আকাঙ্ক্ষার অনুদয় হয়, সুতরাং সমুদায় একত্রিত বা একবাক্য হইয়া এক বিধি বুঝাইতে পারে না। [ন চাত্র·· জ্ঞায়েত] বৈশ্বানরবিদ্যায় সমগ্রোপাসনা সম্বন্ধে যেরূপ স্বতন্ত্র বিধিবাক্য আছে এখানে সেরূপ বিধিবাক্য নাই। থাকিলে সমুদায় একবাক্য হইয়া প্রতিপ্রকরণোক্ত উপাসনা এক প্রধানের অঙ্গ হইতে পারিত। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, তাই বলিয়া সমুদায় মিলিয়া 'একই' উপাসনা, এরূপ হইলে সেই সেই প্রকরণোক্ত সমুদায় গুণ নিশ্চিত অশক্যসংগ্রহ (এক সময়ে ও একপ্রযত্নে সর্ব্বগুণের ধ্যান অসাধ্য) হইবেক। [তস্মাৎ...দ্রষ্টব্যম্] সেই জন্যই সূত্রকার নানা

স্থিতৌ চৈতস্মিন্নধিকরণে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যাদি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫৮ ॥

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥*

স্থিতে বিদ্যাভেদে বিচার্য্যতে কিমাসামিচ্ছয়া সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা স্যাদথবা বিকল্প এব নিয়মেনেতি। তত্র স্থিতত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। নন্বু ভিন্নানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমুচ্চয়নিয়মো দৃশ্যতে। নৈষ দোষঃ। নিত্যতাশ্রুতির্হি তত্র কারণং নৈবং

য়ামুক্তা বিদ্যান্তরে নোক্তা ইতি বিদ্যান্তরস্যাপি তদ্‌গুণত্বায় বক্তব্যা অনুক্তানামপ্রাপ্তেরিতি।

অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাদিষু পৃথগধিকারাণামপি সমুচ্চয়ো দৃষ্টো নিয়মবান্ তেষাং নিত্যত্বাৎ। উপাসনাস্তু কাম্যতয়া ন নিত্যাঃ। তস্মান্নাসাং সমুচ্চয়-

---

অর্থাৎ শব্দাদির ভেদ থাকায় উপাসনা নানা, এক নহে, এইরূপ বলিয়া ভালই করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তে বিদ্যার নানাত্ব (একই ঈশ্বর উপাস্য; কিন্তু তাঁহার উপাসনা নানাপ্রকার, ইহা) স্থির হওয়ায় তৎসংক্রান্ত অন্য এক বিচার উপস্থিত হইতেছে। উপাসক কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমে সমুদায় গুলির অনুষ্ঠান করিবেন? কি বিকল্প আশ্রয় করিবেন? (হয় অমুক উপাসনা, না হয় অমুক উপাসনা, অবলম্বন করিবেন) অথবা বিকল্পপক্ষই নিয়ম? (অমুক উপাসনায় অশক্ত হইলে অমুক উপাসনাই করিবেন, এতদ্রূপ নিয়মিত বিকল্পের নাম ব্যবস্থিত বিকল্প)। বিচারের প্রথম কোটীতে অর্থাৎ সংশয় ভাগে কথিত প্রকার পক্ষত্রয় প্রাপ্ত হওযা যায়। তন্মধ্যে কারণাভাব বশতঃ সমুচ্চয়-পক্ষ (এটী ওটী সেটী—সব গুলিই একত্রে, এতদ্রূপ পক্ষ) নিবারিত হয়। [নন্বু...পদ্যতে] অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এ সকল এক

---

* বিকল্পঃ বিকল্পেনানুষ্ঠানমুপাসনানামিতি যাবৎ। হেতুমাহ—অবিশিষ্টেতি। তুল্যফলত্বাদিত্যর্থঃ।—ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে যে সকল অহংগ্রহ উপাসনা বিহিত হইয়াছে সে সকল বিকল্পাশ্রিত অর্থাৎ সে সকলের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক। যথেচ্ছ নহে। তৎপ্রতি কারণ, ফলের অবিশেষ অর্থাৎ ফলের একরূপতা (ভাষ্যানুবাদ দেখ)। উপাসনা ত্রিবিধ বা তিন্ শ্রেণীভুক্ত। অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গাশ্রিত। অঙ্গাশ্রিত—কর্ম্মাঙ্গ প্রণব প্রভৃতি অবলম্বিত। তন্মধ্যে অহংগ্রহ উপাসনা বৈকল্পিক, অন্য দুই শ্রেণীর উপাসনার কথা পরে বলা হইবে।

বিদ্যানাং কাচিৎ নিত্যতাশ্রুতিরস্তি। তস্মাৎ ন সমুচ্চয়-নিয়মঃ, নাপি বিকল্পনিয়মঃ বিদ্যান্তরাধিকৃতস্য বিদ্যান্তরা-প্রতিষেধাৎ। পারিশেষ্যাৎ যাথাকাম্যমাপদ্যতে। নন্ববিশিষ্ট-ফলত্বাদাসাং বিকল্পো ন্যায্যঃ, তথা হি 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবমাদ্যাস্তুল্য-বদীশ্বরত্বপ্রাপ্তিফলা লক্ষ্যন্তে। নৈষ দোষঃ। সমানফলে-ষ্বপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্ম্মসু যাথাকাম্যদর্শনাৎ। তস্মাৎ যাথা-

নিয়মঃ। তেন সমানফলানাং দর্শপৌর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদীনামিব ন নিষমবান্ বিকল্পঃ ফলভূমার্থিনঃ সমুচ্চযস্যাপি সম্ভবাদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। উপাসনানাম-মূষামুপাস্যসাক্ষাৎকরণসাধ্যত্বাৎ ফলভেদস্যৈকেনোপাসনেনোপাস্যসাক্ষাৎকরণে

একটী পৃথক্ যাগ, অথচ ঐ সকলের সমুচ্চয় নিযম দেখা যায (অর্থাৎ যে অগ্নিহোত্র করে, সে দর্শাদিও করে। দর্শ প্রভৃতি সমুদায় যাগ তাহার কর্ত্তব্য সুতরাং সে সমুদাযের সমুচ্চয়ই নিয়মিত) প্রস্তাবিত উপাসনায় সেরূপ না হয় কেন? তদ্দৃষ্টান্তে প্রস্তাবিত উপাসনাসমূহও ত সমুচ্চয় নিয়মের অধীন হইতে পারে? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, এস্থলে অগ্নিহোত্রাদি যাগ অদৃষ্টান্ত। ঐ সকল যাগে নিত্যতা শ্রবণ আছে (না করিলে দোষ হয়, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে) পরন্তু বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় সেরূপ শ্রবণ (নিত্যতাবোধক শ্রুতিবাক্য) নাই। সেই জন্যই উপাসনায় সমুচ্চয় নিয়মের অভাব স্বীকৃত হয়। উপাসনায় বিকল্প পক্ষও নিয়মিত নহে। কারণ এই যে, এক উপাসনায় অধিকৃত পুরুষ অন্য উপাসনা করিবেন না, এমন কোন নিষেধ দেখা যায় না। তাহাতেই পাওয়া যাইতেছে, উপাসনা সকল যথেচ্ছ আচরণীয়। [নন্ববিশিষ্ট... দর্শনাৎ] বলিতে পার যে, ফল অবিশিষ্ট—ফলবিষয়ে কোনরূপ বিশেষ নাই—যখন প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ("যিনি মনোময় ও প্রাণশরীর" "ক-ই ব্রহ্ম খ-ই ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপাসনার) ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তখন নিয়মিত বিকল্প গ্রহণে দোষ কি? নিয়মিত বিকল্পই ত ন্যায্য? এ বিষয়ে আমরা বলিব, ফলসাম্য থাকিলেও সেরূপ বিকল্পের পরিত্যাগ দোষাবহ নহে। স্বর্গাদি সাধন নানা কর্ম্ম আছে, সে সকলের ফল সমান অর্থাৎ একই স্বর্গ সে সমুদায়ের সাধ্য; অথচ সে সমুদায় যথাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠেয় হইতে দেখা যায়। [তস্মাৎ...ফলত্বাৎ] প্রদর্শিত বহু কারণে

কাম্যপ্রাপ্তাবুচ্যতে বিকল্প এবাসাং ভবিতুমর্হতি ন সমুচ্চয়ঃ। কস্মাৎ। অবিশিষ্টফলত্বাৎ। অবিশিষ্টং হ্যাসাং ফলমুপাস্য-বিষয়সাক্ষাৎকরণমেকেন·চোপাসনেন সাক্ষাৎ কৃতে উপাস্য-বিষয়ে ঈশ্বরাদৌ দ্বিতীয়মনর্থকম্। অপি চাসম্ভব এব সাক্ষাৎ-করণস্য সমুচ্চয়পক্ষে চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। সাক্ষাৎকরণ-সাধ্যঞ্চ বিদ্যাফলং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ 'যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎ-সাস্তি' ইতি 'দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি' ইত্যেবমাদ্যাঃ। স্মৃতয়শ্চ 'সদা তদ্ভাবভাবিতাঃ' ইত্যেবমাদ্যাঃ। তস্মাদবিশি-

---

তত এব ফলপ্রতিলাভে তু কৃতমুপাসনান্তরেণ। ন চ সাক্ষাৎকরণস্যাতিশয়স-ম্ভবস্তোপায়সহস্রৈরপি তাদবস্থ্যাৎ। তন্মাত্রসাধ্যত্বাচ্চ ফলাবাপ্তেঃ। উপাসনা-ন্তরাভ্যাসে চ চিত্তৈকাগ্রতাব্যাঘাতেন কস্যচিদুপাসনানিষ্পত্তেরিহ বিকল্প এব নিয়মবানিতি রাদ্ধান্তঃ।

উপাসনার যথাকাম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্ব্যবস্থাপক সূত্র—বিকল্পোঽবি-শিষ্টফলত্বাৎ। সেই সেই উপাসনার ফল অবিশিষ্ট; সেই কারণে বিকল্পপক্ষই যুক্ত; সমুচ্চয়পক্ষ অযুক্ত। [অবিশিষ্টং...মাদ্যাঃ] প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ফল উপাস্যসাক্ষাৎকার, তাহা সেই সেই উপাসনার এক উপাসনায় লব্ধ হইলে অন্যান্য উপাসনার অপ্রয়োজন—প্রয়োজন থাকে না। সেই জন্যই বিকল্প পক্ষ বিনা চেষ্টায় উপপন্ন হয়। সমুচ্চয়পক্ষে উপাস্যসাক্ষাৎকার (উপাস্য=ঈশ্বরাদি, তৎসাক্ষাৎকার) অসম্ভব। হেতু এই যে, সমুচ্চয় চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ ও আবিদ্যক। (সমুচ্চয়ে নানা চিত্তবৃত্তি উঠে, সুতরাং তাহা বিক্ষেপ মধ্যে গণ্য ও মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত)। শ্রুতিও বিদ্যাফলের সাক্ষাৎ-কারজন্যতা দেখাইয়াছিলেন অর্থাৎ বলিয়াছেন। যথা—"যাহার অহমীশ্বরঃ—আমিই ঈশ্বর এতদ্বিধ সাক্ষাৎকার হয়, আমি ঈশ্বর কি-না এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়।" "যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ ধ্যানের মহিমায় দেবভাবপ্রাপ্ত বা দেবত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে (উপাস্যের সহিত অভেদ হইয়া যায়), সে দেহপাতের পর দেবতাতেই লীন হয়, তদ্দেবতাভাব প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও আছে। যথা—"যাহারা সর্ব্বদা উপাস্যভাবনায় ভাবিত হইয়া তনুত্যাগ করে—" ইত্যাদি। [তস্মাদবিশিষ্ট...রিতি] অতএব, যাবৎ না

ষ্টফলানাং বিদ্যানামন্যতমমাদায় তৎপরঃ স্যাৎ যাবদুপাস্য-বিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তিরিতি ॥ ৫৯ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬০ ॥*

'অবিশিষ্টফলত্বাৎ' ইত্যস্য প্রত্যুদাহরণম্। যাসু পুনঃ কাম্যাসু বিদ্যাসু 'স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি। স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো

• যাস্বুপাসনাসু বিনোপাস্যসাক্ষাৎকরণমদৃষ্টেনৈব কাম্যসাধনং তাসাং কাম্য-দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ পুরুষেচ্ছাবশেন বিকল্পসমুচ্চযাবিতি সাম্প্রতম্।

উপাস্য-সাক্ষাৎকার হয়, যাবৎ না উপাস্যসাক্ষাৎকার দ্বারা তদ্ভাব প্রাপ্তি হয়, তাবৎ, সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন ও তৎপর হইয়া থাকিবেক, মধ্যে (বিভিন্ন ধ্যানদ্বারা) তাহার বিচ্ছেদ করিবেক না।

অবিশিষ্ট ফল, এই হেতুবাক্যের প্রত্যুদাহরণে অর্থাৎ উপাসনাত্ব ধর্ম্ম লইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার ন্যায় তটস্থোপাসনাও বিকল্পানুষ্ঠেয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনান্তে তাহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (সূত্রকার)। "যে কোন উপাসক এই বায়ুকে অঙ্গকল্পনায় কল্পিত দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানে, উপাসনা করে, সে পুত্রমরণনিমিত্তক রোদন প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ সে জীবৎপুত্রতারূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" "যে উপাসক সেই পর্য্যন্ত নাম-ব্রহ্মের উপাসনা করে—যে পর্য্যন্ত না তাহার নামব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তদ্বিষয়ে

---

* তু-শব্দস্তটস্থোপাসনান্যহংগ্রহোপাসনাভ্যোভিনত্তি। কাম্যাস্তটস্থা উপাস্তযো যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবেতি ন কিন্তু পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ বিকল্পকারণাভাবাৎ সমুচ্চিয়েরন্নেবেতি যোজনা। অয়মভিসন্ধিঃ—তটস্থোপাস্তীনাং বিকল্পেনানুষ্ঠানমুত যথাকামমনুষ্ঠানমিতি সংশয়ে অহংগ্রহদৃষ্টান্তেন তাসাং বৈকল্পিকত্বে প্রাপ্তে তত্র সাক্ষাৎকারদ্বারত্বমুপাধিমুপজীব্য সিদ্ধান্তয়তি কাম্যাস্তু যথাকামমিতি।—তটস্থ উপাসনা সকল অহংগ্রহ উপাসনার দৃষ্টান্তে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সে সকল যথাকাম বা যথেচ্ছ অনুষ্ঠিত হইবেক অর্থাৎ যে-টী ইচ্ছা সেইটি অবলম্বন করিবেক। সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণ এই যে, তটস্থোপাসনায় বিকল্পপ্রয়োজক হেতুর অভাব আছে। অর্থাৎ তটস্থোপাসনায় ফল ও অহংগ্রহোপাসনার পূর্ব্বোক্ত ফল এক প্রকারে আত্মলাভ করে না। তন্মধ্যে বিশেষভাব বা পার্থক্য আছে। অহংগ্রহ উপাসনার ফলোৎপত্তি উপাস্যসাক্ষাৎকার দ্বারা হয়, তটস্থোপাসনার ফলোৎপত্তি অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা হয় সুতরাং অহংগ্রহের দৃষ্টান্তে তটস্থের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

গতং উত্ত্রাস্থ কামচারো ভবতি' ইতি চৈবমাদ্যাস্থ ক্রিয়াবদদৃষ্টেনাত্মনাত্মীয়ং তত্তৎফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি তা যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা সমুচ্চীয়েরন্ পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ পূর্ব্বস্যাবিশিষ্টফলত্বাৎ স্যাদিত্যস্য বিকল্পহেতোরভাবাৎ ॥ ৬০ ॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬১ ॥*

কর্ম্মাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়া বেদত্রয়-

তন্নির্দ্ধারণানিযমস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথকগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিত্যত্রোপাসনাসু ফলশ্রুতেঃ পর্ণময়ীন্যায়েনার্থবাদতযোপাসনানাং ক্রত্বর্থত্বেন সমুচ্চযনিয়মমাশঙ্ক্য পুরুষার্থতয়ৈকপ্রযোগবচনগ্রহণাভাবেন সমুচ্চযনিযমো নিবস্তঃ। ইহ তু সত্যপি পুরুষার্থত্বে কর্ম্মানৈকপ্রযোগবচনগ্রহণং ভবতীতি পূর্ব্বোক্তমর্থমাক্ষিপন্ প্রত্যবতিষ্ঠতে। যদ্যপি হি কাম্যা এতা উপাসনাস্তথাপি ন স্বতন্ত্রা ভবিতুমর্হন্তি। তথা সতি হি ক্রত্বর্থানাশ্রিততযা ক্রতুপ্রযোগাদ্বহিরপ্যমূষাং প্রয়োগঃ প্রসজ্যতে। ন চ প্রযুজ্যন্তে। তৎ কস্য হেতোঃ। ক্রত্বর্থাশ্রিতানামেব তাসাং তত্তৎফলোদ্দেশেন বিধানাদিতি। এবঞ্চাশ্রয়তন্ত্রত্বাদাশ্রিতানাং প্রয়োগ-

---

স্বেচ্ছাচারিত্ব লাভ হয়—" ইত্যাদি। এইরূপ এইরূপ কাম্য উপাসনা—যে সকল উপাসনার অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারা সেই সেই ফল লাভ করিতে হয় এবং উপাস্য সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই—সেই সকল উপাসনা ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয়ে অ ষ্ঠেয। কেননা, তাদৃশ উপাসনার বিকল্পপক্ষে পূর্ব্বোক্ত হেতুর অভাব অ ছে। পূর্ব্বোক্ত উপাসনার (অহংগ্রহ উপাসনার) ফল অবিশিষ্ট, পরন্তু ' সকল উপাসনার (তটস্থোপাসনার) ফল বিশিষ্ট—প্রত্যেকে ভিন্ন । ন্ন। ঐ সকল উপাসনায় সুতরাং বিকল্প-কারণের অভাব আছে, বিকল্প-কারণের অভাব থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয।

যজ্ঞের উদ্গীথ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা বেদত্রয়কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে সে সকলের সমুচ্চয় হইবেক কি-না সংশয় হইলে সিদ্ধান্ত

---

* অঙ্গাববদ্ধোপাস্তীনামনুক্রমমাহ—যথা ক্রত্বনুষ্ঠানে তদাশ্রিতাঙ্গানাং সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং তথাঙ্গানুষ্ঠানে তদাশ্রিতোপাস্তীনাং তন্নিয়ম ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতি প্রতীকে যে সকল উপাসনার বিধান, সে সকল আপন আপন আশ্রয়ের অনুরূপেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই উপাসনা কৃত হয়।

বিহিতাঃ কিং তে সমুচ্চীয়েরন্ কিং বা যথাকামং স্যুরিতি সংশয়ে যথাশ্রয়ভাব ইত্যাহ। যথৈষামাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ সম্ভূয় 'ভবন্ত্যেবং প্রত্যয়া অপি।' আশ্রয়তন্ত্রত্বাৎ প্রত্যয়ানাম্ ॥ ৬১ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬২ ॥*

...যথা চাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়স্ত্রিষু বেদেষু শিষ্যন্ত এবমা-

বচনেনাশ্রয়াণাং সমুচ্চয়নিয়মেনাশ্রিতানামপি সমুচ্চয়নিয়মো যুক্ত ইতরথা তদাশ্রিতত্বানুপপত্তেঃ। স চ প্রয়োগবচন উপাসনাঃ সমুচ্চিন্বন্ তত্তৎফল-কামনানামবশ্যম্ভাবমাক্ষিপতি। তদভাবে তাসাং সমুচ্চয়নিযমাভাবাৎ ইতি মন্বানস্য পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু যথাবিহিতোদ্দিষ্টপদার্থানুরোধী প্রয়োগ-বচনো ন পদার্থস্বভাবানন্যথযিতুমর্হতি কিন্তু তদবিরোধেনাবতিষ্ঠতে। তত্র ক্রত্বর্থানাং নিত্যবদাম্নানাৎ তথাভাবস্য চ সম্ভবাৎ নিয়মেনৈতান্ সমুচ্চিনোতু কামাববদ্ধাস্তূপাসনাঃ কামানামনিত্যত্বান্ন সমুচ্চয়েন নিয়ন্তুমর্হতি। ন হি কামা বিধীয়ন্তে যেন সমুচ্চীযেরন্ অপি তূদ্দিশ্যন্তে। মানান্তরানুসারী চোদ্দেশো ন তদ্বিরোধেনোদ্দেশ্যমন্যথয়তি। তথা সত্যুদ্দেশানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কামানামনিত্যত্বাত্তদববদ্ধানামুপাসনানামপ্যনিত্যত্বম্। নিত্যানিত্যসংযোগ-বিরোধাৎ সত্যপি তদাশ্রয়াণাং নিত্যত্ব ইদমেব চাশ্রয়তন্ত্রত্বমাশ্রিতানাং যদা-শ্রয়ে সত্যেব বৃত্তির্নাসতীতি। ন তু তত্র বৃত্তিরেব ন্যাবৃত্তিরিতি। তদিদমুক্তং আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হীতি।

তর্হি গোদোহনস্যাপি সমুচ্চয়ঃ স্যাদিত্যত আহ শিষ্টেশ্চেতি। শিষ্টিঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ। বিহিতত্বাবিশেষাৎ সমুচ্চয়োঽঙ্গবদিত্যর্থঃ।

করিবে, সে সকল আশ্রয়েরই অনুরূপ হইবেক। অর্থাৎ, স্তোত্রাদি যেমন যজ্ঞের অধীন বা অঙ্গ বলিয়া সমুচ্চয়ে (পর পর মিলিত সকল গুলি) অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, তদাশ্রিত উপাসনাগুলিও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হই-বেক।

১ যজ্ঞকর্ম্মের আশ্রয় বা অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি যদ্রূপে বেদত্রয়ে উপদিষ্ট, তদাশ্রিত উপাসনা সকল সেইরূপেই উপদিষ্ট। ফলতঃ যজ্ঞাঙ্গ ও তদাশ্রিত উপাসনার ঔপদেশিক বিশেষ (প্রভেদ) নাই বা দেখা যায় না। অভি-

---

* শিষ্টিঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ বিহিতত্বাবিশেষাদঙ্গবৎ সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ।—বিধানের সাম্য থাকায় অঙ্গানুষ্ঠানের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনার অনুষ্ঠান হইবেক।

শ্রিতা অপি প্রত্যয়া নোপদেশকৃতোঽপি কশ্চিদ্বিশেষোঽঙ্গানাং তদাশ্রয়াণাঞ্চ প্রত্যয়ানামিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৩ ॥*

'হোতৃষদনাদ্ধৈবাঽপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতি' ইতি চ প্রণবোদ্গীথৈকত্ববিজ্ঞানমাহাত্ম্যাদুদ্গাতা স্বকর্ম্মণ্যুৎপন্নং ক্ষতং হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ প্রতিসমাদধাতীতি ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য

গোদোহনস্য তু নানুষ্ঠাননিয়মঃ, চমসস্থানে বিহিতত্বাৎ তন্নিয়মে চমসবিধিবৈয়র্থ্যাৎ। উপাসনানাস্তু ন কস্যচিদঙ্গস্য স্থানে বিহিতত্বমিতি সমুচ্চয়নিয়মেন বিরুধ্যত ইতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

"হোতৃষদনাদ্ধৈবাঽপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতী"তি। অপির্ভিন্নক্রমো দুরুদ্গীতমপীতি বেদান্তরোদিতপ্রণবোদ্গীথৈকত্বপ্রত্যয়সামার্থ্যাদ্ধোতৃকর্ম্মণঃ শংসনাৎ উদ্গাতা প্রতিসমাদধাতি। কিং তদিত্যত আহ দুরুদ্গীতমপি। বেদান্তরোদিতে চৌদ্গাত্রে কর্ম্মণি উৎপন্নং ক্ষতম্। এবং ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য প্রত্যয়স্যেত্যাদি যোজনীয়ম্।

প্রায় এই যে, গোদোহন যেমন চমস-স্থানে বিহিত, অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকল সেরূপে বিহিত নহে। অর্থাৎ কোনও কোন কিছুর স্থানে বিহিত নহে। সেই জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকল সমুচ্চয়নিয়মের বিরোধী নহে।

যাহা ঋগ্বেদী দিগের প্রণব (ওঁ), তাহাই সামবেদী দিগের উদ্গীথ, এবংক্রমে প্রণবোদ্গীথের ঐক্য ধ্যান করিবার বিধান ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। সেই বিধানের ফলসম্বন্ধীয় অর্থবাদ বাক্য—হোতৃষদনাদিত্যাদি। বাক্যের অর্থ এই যে, উদ্গীথ যদি উদ্গাতার স্বরের দোষে দুষ্ট বা ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা হোতার শংসনে (স্তোত্রে) পুনঃ সমাহৃত অর্থাৎ পুনরানীত বা অদুষ্ট হইবে। এখানে দেখ, উদ্গাতা আপন কর্ম্মে ক্ষত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইলেও তিনি হোতার প্রণবোদ্গীথের ঐক্য-জ্ঞান-সামর্থ্যে বা হোতার তাদৃশ কার্য্যে প্রতিবিধান করিতে সমর্থ। শ্রুতি ঐ কথা বলায় জানা যাইতেছে যে, এক বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অন্য বেদীয় পদার্থের

---

* সমাহারোঽপি সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে লিঙ্গমিত্যাহ সমাহারাদিতি। প্রত্যুজ্জীবনং নির্দ্দোষকরণং বা সমাহরণম্মাৎ।—শ্রুতি "উদ্গাতা দুষ্ট উদ্গীথের পুনরাহরণ বা দোষক্ষালন করে" এইরূপ বলিয়াছেন তাহাও অঙ্গাশ্রিত উপাসনা নিবহের সমুচ্চয়ানুষ্ঠান পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ।

প্রত্যয়স্য বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধসামান্যাৎ সর্ব্ববেদোদিত-প্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তীতি লিঙ্গদর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৪ ॥*

বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তমোঙ্কারং বেদত্রয়সাধারণং শ্রাবয়তি। 'তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে। ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যো-মিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি' ইতি। ততশ্চাশ্রয়সাধারণ্যা-দাশ্রিতসাধারণ্যমিতি লিঙ্গদর্শনমেব। অথ বা গুণসাধারণ্য-শ্রুতেশ্চেতি। যদীমে কর্ম্মগুণা উদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্ব-প্রয়োগসাধারণা ন স্যুর্ন স্যাৎ ততস্তদাশ্রয়াণাং প্রত্যয়ানাং সহভাবঃ। তে তূদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন

অস্য সূত্রস্যান্বয়মুখেন ব্যতিরেকমুখেন চ ব্যাখ্যা। শেষমতিরোহিতার্থম্।

সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছে এবং তন্নিদর্শনে সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনার উপসংহার (একত্র সঙ্কলন) হইতে পারে।

প্রণব উপাসনার আশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাহার বেদত্রয়সাধারণতা বলিয়াছেন এবং সেই জন্যই প্রণবপূর্ব্বক বেদত্রযোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম যে প্রণব-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ে শ্রুতিবাক্য এই—"হোতা ওম্. এই বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে,' প্রশস্তা ওম্ বলিয়া শংসন অর্থাৎ স্তুতি করে, উদ্গাতা ওম্, বলিয়া সামগান করে।" ইত্যাদি। এতৎসন্দর্ভে ইহাই জানান হইয়াছে যে, উপাসনার আশ্রয়ভূত প্রণব বেদত্রয়সাধারণ; সুতরাং তদাশ্রিত উপাসনাও বেদত্রয়সাধারণ। এই সাধা-রণ্যই সহানুষ্ঠানের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু। অথবা এরূপ সূত্রার্থও করিতে পার। কর্ম্মগুণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ প্রণব ও উদ্গীথ প্রভৃতি যদি সর্ব্বপ্রয়োগ সাধারণ না হইত, সর্ব্ববেদোক্ত সাঙ্গ অনুষ্ঠানে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনা-সমূহের সমুচ্চয় অর্থাৎ সহভাব থাকিত না। কিন্তু দেখা যায়, উদ্গীথ প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণ (প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ও প্রত্যেক অঙ্গে প্রণবের সহভাব আছে)। অতএব,

* গুণস্য যজ্ঞাঙ্গোঙ্কারস্য ধ্যেয়স্য সাধারণ্যশ্রুতেঃ বেদত্রয়সাধারণ্যতাশ্রবণাৎ অপি তদা-শ্রিত ধ্যানানাং সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং গম্যতে ইতি সূত্রার্থঃ।—শ্রুতি গুণকে অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ বা প্রণবকে বেদত্রয় সাধারণ বলিয়া শুনাইয়াছেন। সুতরাং তদাশ্রিত ধ্যানও (ধ্যান ও উপা-সনা সমানার্থ) সমুচ্চিতরূপে নির্ব্বাহনীয়।

সর্ব্বৈঃ সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ শ্রাব্যন্তে। ততশ্চাশ্রয়সহভাবাৎ প্রত্যয়সহভাব ইতি ॥ ৬৪ ॥

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৫ ॥*

ন বেতি পক্ষব্যাবর্ত্তনম্। ন যথাশ্রয়ভাব আশ্রিতানামুপাসনানাং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। তৎসহভাবাশ্রুতেঃ। যথা হি ত্রিবেদিবিহিতানামঙ্গানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রূয়তে 'গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরোতি স্তুতমনুশংসতি প্রস্তোতঃ সামগায় হোতরেতৎ যজ' ইত্যাদীনাং,

ফলেচ্ছায়া অনিয়মাদুপাস্ত্যনিয়ম এব যুক্তঃ। অঙ্গবৎ সমুচ্চয়নিয়মে মানাভাবাৎ। ইতি সিদ্ধান্তয়তি—ন বেতি। প্রয়োগবিধিঃ খলু সাঙ্গপ্রধানানুষ্ঠাননিয়ামকো ন ত্বনঙ্গানাং সংগ্রাহক ইত্যাহ—নেতি ক্রম ইতি। বিমতোপাস্তয়ঃ ক্রতৌ ন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়া ভিন্নফলত্বাদ্গোদোহনবদিতি ভাবঃ। শিষ্টেশ্চেত্যুক্তং নিরস্যতি—অয়মেবেতি। সমাহারাদ্‌গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চেত্যুক্তং লিঙ্গ-

যখন আশ্রয়ের সহভাব আছে তখন তদাশ্রিত উপাসনার সহভাব (সমুচ্চয়) না থাকিবে কেন?

এত দূরে আসিয়া সূত্রকার সূত্রে ন-বা শব্দ দিয়া সমুচ্চয়নিয়ম পক্ষ ব্যাবৃত্ত (নিষেধ) করিলেন। অভিপ্রায়—সমুচ্চয় নিয়মের কোনও কারণ নাই। অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ আশ্রয়ের (অঙ্গের) ন্যায় সহানুষ্ঠেয় নহে। কারণ এই যে, উপাসনাসমূহের সহভাব শ্রুত হয় নাই অর্থাৎ শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হয় নাই। বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অনুষ্ঠানসম্বন্ধে যদ্রূপ সহভাব শুনা যায়, যদ্রূপ "গ্রহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ গ্রহণ ও চমস উন্নয়ন পূর্ব্বক স্তোত্র উপাকরণ (অনুষ্ঠানবিশেষ) করিবেক, অনন্তর স্তুত দেবতার শংসন করিবেক।" "হে প্রস্তোতঃ! হে স্তুতিকারী ঋত্বিক্! তুমি সামগান কর। হে হোতঃ! তুমি যাগ কর অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দান কর।" ইত্যাদি বাক্যে এক সঙ্গে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবার বিধান শ্রুত হয়, উপাসনাসম্বন্ধে সেরূপ সহভাব শ্রুত হয় নাই।

* এতদেব সিদ্ধান্তসূত্রম্। ন বেতি শব্দঃ পক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। তাসাং উপাস্তীনাংসহভাবাশ্রবণাৎ নৈব সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাননিয়ম ইতি সূত্রার্থঃ।—শ্রুতিতে উপাসনার সহভাব নিয়ম শ্রুত হয় নাই। অর্থাৎ সকলকেই সকল উপাসনা করিতে হইবেক, এমন কোন নিয়ম শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই। সে জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয় নিয়ম স্বীকার অযুক্ত।

নৈবমুপাসনানাং সহভাবশ্রুতিরস্তি । নন্ব প্রয়োগবচন এষাং সহভাবং প্রাপয়তি । নেতি ক্রমঃ । পুরুষার্থত্বাদুপাসনানাম্ । প্রয়োগবচনো হি ক্রত্বর্থানামুদ্গীথাদীনাং সহভাবং প্রাপয়তি । উদ্গীথাদ্যুপাসনানি তু ক্রত্বঙ্গাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানীত্যবোচাম 'পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্' ইত্যত্র [বে০ সূত্রাংশঃ ৩।৩।৪২] অয়মেব চোপদেশাশ্রয়ো বিশেষোঽঙ্গানাং তদালম্বনানাং চোপাসনানাং যদেকেষাং ক্রত্বর্থমেকেষাং পুরুষার্থত্বমিতি । পরঞ্চ লিঙ্গদ্বয়মকারণমুপাসনসহভাবস্য শ্রুতিন্যায়াভাবাৎ । ন চ প্রতিপ্রয়োগসাশ্রয়কাৎ-

---

দ্বয়মপি মানান্তরাপ্রাপ্তস্য দ্যোতকং ন স্বয়ং সাধকং অর্থবাদস্থত্বাদিত্যাহ—পরঞ্চেতি । গুণসাধারণ্যায় সূত্রস্য দ্বিতীয়াং ব্যাখ্যাং দূষয়তি—ন চেতি ।

[নন্ব...ইত্যত্র] বলিয়াছিলে যে, প্রয়োগবাক্যের অর্থাৎ অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ সকলের সহভাব (সমুচ্চয়ানুষ্ঠেয়তা) পাওয়ায়, আমরা বলি, তদ্দ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না। (প্রয়োগবাক্য সাঙ্গ-প্রধান অনুষ্ঠানের নিয়ামক, পরন্তু যাহা অঙ্গ নহে তাহার নিয়ামক বা সংগ্রাহক নহে।) কেননা, উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গ নহে। তাহা যজ্ঞানুষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষের গুণ (অঙ্গ)। প্রয়োগবচন অর্থাৎ সাঙ্গপ্রধান অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্য উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গের প্রাপক অর্থাৎ সংগ্রাহক হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার প্রাপক বা সংগ্রাহক হইতে পারে না। তাহার কারণ, উপাসনা সকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞাঙ্গ নহে। সে সকল গোদোহনাদি ক্রিয়াকলাপের ন্যায় পুরুষেরই গুণ (অঙ্গ)। এ কথা "পৃথগ্‌ব্যপ্রতিবন্ধঃ" সূত্রে বলা হইয়াছে। [অয়মেব...টীয়েবন্] যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গ ও তদবলম্বনে উপাসনা, এ সম্বন্ধে এ-ই বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, একের যজ্ঞাঙ্গতা ও অপরের পুরুষগুণতা। (প্রণব বা উদ্গীথ যজ্ঞাঙ্গ। তদবলম্বিত উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠাতার অঙ্গ অর্থাৎ গুণ। এ নির্ধারণ ফল অনুসারে লব্ধ হয়। যজ্ঞাঙ্গের ফল যজ্ঞে, পুরুষগুণ পুরুষে। উদ্গীথ যজ্ঞের উপকার করে বটে; কিন্তু তদাশ্রিত উপাসনা পুরুষের উপকার করে। যেহেতু উপাসনাফল পুরুষগামী, সেই হেতু উপাসনা সকল পুরুষার্থ বা পুরুষের গুণ; যজ্ঞের গুণ নহে।) সেই জন্যই অঙ্গাবলম্বিত উপাসনার সমুচ্চয় নিয়ম প্রমাণপরিনিষ্ঠিত নহে। সমাহার ও গুণসাধারণ্য এ দুটীও

র্ষ্যোপসংহারাদাশ্রিতানামপি তথাত্বং বিজ্ঞাতুং শক্যতে। অতৎপ্রযুক্তত্বাদুপাসনানাম্। আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হ্যুপাসনানি কামমাশ্রয়াভাবে মাভূবন্ন ত্বাশ্রয়সহভাবে সহভাবনিয়মমর্হন্তি তৎসহভাবাশ্রুতেরেব। তস্মাৎ যথাকামমেবোপাসনান্যনুষ্ঠীয়েরন্ ॥ ৬৫ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৬৬ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃসহভাবং প্রত্যয়ানাম্ 'এবম্বিদ্ধো বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি' ইতি। সর্ব্বপ্রত্যয়োপসংহারে হি 'সর্ব্বে সর্ব্ববিদ' ইতি ন বিজ্ঞান-

---

তৎপ্রযুক্তত্বাভাবে তদাশ্রিতত্বং কথমিত্যত আহ—আশ্রয়েতি। ইদমেব তেষাং অঙ্গাশ্রিতত্বং যদঙ্গাভাবে সত্যসত্বং ন ত্বঙ্গব্যাপকত্বমিতি। ইতি রত্নপ্রভা।

কিঞ্চ বিত্বাং ব্রহ্মণৈ্যষামৃত্বিজাং পাল্যত্ববচনান্ন সর্ব্বোপাস্তীনাং সহপ্রয়োগ

সমুচ্চয় নিয়মের কারণ নহে। কেননা, উক্ত উপাসনার সমুচ্চয় বা সহভাব বিষয়ে শ্রুতি যুক্তি কিছুই নাই। প্রতিপ্রয়োগে বা প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের আশ্রিত সমুদায় অঙ্গের এক প্রয়োগে উপসংহার (সকল গুলিরই অনুষ্ঠান) হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তদাশ্রিত উপাসনাগুলিরও যে সেইরূপ সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে, তাহা হইবেক না। কারণ, উপাসনা সকল অতৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞার্থে প্রযুক্ত নহে (যজ্ঞোপকারক অঙ্গ বলিয়া বিহিত হয় নাই)। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের অধীন, অঙ্গের অভাবে (হানিতে) বরং তাহার (উপাসনার) অভাব হইতে পারে, তথাপি, সহভাব নিয়ম হইতে পারে না। সহভাব হওয়ার শ্রুতি নাই। এই সকল কারণে সিদ্ধ হয়, উপাসনার সহভাব নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাম্যানুসারে সে সকলের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর।

শ্রুতিও উপাসনাসমূহের অসহভাব দেখাইয়াছেন। যথা—"যে ব্রহ্মা (যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) এবংবিৎ—এই প্রকার জ্ঞানবান্—সে যজ্ঞ, যজমান এবং ঋত্বিক্‌'কে রক্ষা করে।" এখন বিবেচনা কর, যদি সর্ব্বজ্ঞানের উপসংহারই শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সকলেই সর্ব্ববিৎ সুতরাং ব্রহ্মা বিজ্ঞানবান্

---

* উপাসনানামসহভাবদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ।—শ্রুতিতেও দেখা যায়, অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সহভাব নিয়ম নাই। অতএব, অঙ্গাশ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে যেমন ইচ্ছা, যেমন কামনা, সেইরূপে অনুষ্ঠান করিবেক, ইহাই সংসিদ্ধান্ত।

বতা ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বমিতরেষাং সঙ্কীর্ত্ত্যেত। তস্মাৎ, যথাকামমুপাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

ইত্যাহ—দর্শনাচ্চেতি। ঋগ্বেদাদিবিহিতাঙ্গলোপে ব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তাদিবিজ্ঞানবত্ত্বমেবংবিত্ত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং তৃতীয়াঽধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

হইয়া কি করিবেন? অন্যান্য ঋত্বিক্'কে কি পরিপালন করিবেন? রক্ষা করিবেন? বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে উপাসনা সকল সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠিত হইবেক। সে সকল যে সমুচ্চয়েই অনুষ্ঠেয়, বিকল্প নহে, এরূপ নিয়মের কোনওরূপ কারণ নাই। উহার সমুচ্চয় ও বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক মীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাঁদরায়ণঃ ॥ ১ ॥*

অথেদানীমৌপনিষদমাত্মজ্ঞানং কিমধিকারিদ্বারেণ কর্ম্ম-ণ্যেবানুপ্রবিশত্যাহোস্বিৎ স্বতন্ত্রমেব পুরুষার্থসাধনং ভব-তীতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেনৈব তাবদুপক্রমতে 'পুরুষার্থো-

স্থিতং কৃত্স্নৌপনিষদামপবর্গাখ্যপুরুষার্থসাধনাত্মজ্ঞানপরত্বমুপাসনানাঞ্চ তত্তৎ-পুরুষার্থসাধনত্বমধস্তনঃ বিচারজাতমভিনির্ব্বর্ত্তিতম্। সম্প্রতি তু কিমৌপনি-ষদাত্মতত্ত্বজ্ঞানমপবর্গসাধনতয়া পুরুষার্থমাহো ক্রতুপ্রয়োগাপেক্ষিতকর্ত্তৃপ্রতি-পাদকতয়া ক্রত্বর্থমিতি মীমাংসামহে। যদা চ ক্রত্বর্থং তদা যাবন্মাত্রং ক্রতু-প্রয়োগবিধিনাপেক্ষিতং কর্ত্তৃত্বমামুষ্মিকফলোপভোক্তৃত্বঞ্চ। ন চৈতদনিত্যত্বে ঘটতে কৃতবিপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। অতোনিত্যত্বমপি তাবন্মাত্রমুপ-নিষৎসু বিবক্ষিতম্। ইতোঽন্যত্বমনপেক্ষিতবিপরীতঞ্চ নোপনিষদর্থঃ স্যাৎ। যথা শুদ্ধত্বাদি। যদ্যপি জীবানুবাদেন তস্য ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনপরত্বমুপনিষদা-

এই পাদে উপনিষৎ প্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সে সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারী ক্রমে কর্ম্মাঙ্গ? অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষণ হইয়া কি কর্ম্মের সহায়তায় ফলসাধন করে? কি তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয়? সূত্রকার এই সংশয়িত পদার্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বেদান্ত-বিহিত এই আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সুতরাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়ণ আচার্য্য (মুনি) মনে করেন বা মান্য করেন।

* অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি শেষঃ। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ শ্রুতেঃ। ইতি বাদরায়ণস্তন্নামধেয় আচার্য্য আহেতি যোজনীয়ম্।— বাদরায়ণের মত এই যে, কর্ম্মের বিনা সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধি হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

হতঃ' ইতি। অত অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ, স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুত এতদবগম্যতে। শব্দাদিত্যাহ। তথা হি 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে' ইতি। 'য আত্মাঽপহত-

---

মিতি মহতা প্রবন্ধেন তত্র তত্র প্রতিপাদিতং তথাপ্যত্র কেষাঞ্চিৎ পূর্ব্বপক্ষশঙ্কাবীজানাং নিরাকরণে তদেব স্থূণানিখননন্যায়েন নিশ্চলীক্রিয়ত ইত্যস্তি বিচারপ্রয়োজনম্। তত্র যদ্যপি প্রোক্ষণাদিবদাত্মজ্ঞানং ন কিঞ্চিৎ ক্রতুমারভ্যাধীতং যদ্যপি চ কর্ত্তৃমাত্রং নাব্যভিচরিতক্রতুসম্বদ্ধং কর্ত্তৃমাত্রস্য লৌকিকেষ্বপি কর্ম্মসু দর্শনাৎ যেন পর্ণতাদিবদনাবভ্যাধীতমপ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বদ্ধং জুহূদ্বারেণ বাক্যেনৈব ক্রত্বর্থমাপদ্যতে তথাপি যাদৃশ আত্মা কর্ত্তামুষ্মিকস্বর্গাদিফলভোগভাগী দেহাদ্যতিরিক্তো বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যতে ন তাদৃশস্যাঽস্তি লৌকিকেষু কর্ম্মস্বুপযোগঃ। তেষামৈহিকফলানাং শরীরানতিরিক্তেনাপি যাদৃশতাদৃশেন কর্ত্রোপপত্তেঃ। আমুষ্মিকফলানান্তু বৈদিকানাং কর্ম্মণাং তমন্তরেণাসম্ভবাৎ তৎসম্বদ্ধ এবায়মৌপনিষদঃ কর্ত্তেতি তদব্যভিচারাৎ তান্যমুস্মারয়জ্জুহ্বাদিবদ্বাক্যেনৈব তজ্জ্ঞানং পর্ণতাবৎ ক্রত্বৈদমর্থ্যমাপদ্যত ইতি ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ। তদুক্তম্ 'দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাদি'তি। ঔপনিষদাত্মজ্ঞানসংস্কৃতো হি কর্ত্তা পারলৌকিকফলোপভোগযোগ্যোঽস্মীতি বিদ্যাবান্ শ্রদ্ধাবান্ ক্রতুপ্রয়োগাঙ্গং নান্যথা প্রোক্ষিতা ইব ব্রীহয়ঃ ক্রত্বঙ্গমিতি। প্রিয়াদিসূচিতস্য চ সংসারিণ এবাত্মনোদ্রষ্টব্যত্বেন

এ তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন? কিসে জানিলেন? শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা জানিয়াছেন। [তথা হি...ইতি] শ্রুতি যথা—"আত্মবিৎ অর্থাৎ যে আপনাকে জানে সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।" "যে পরব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়" "ব্রহ্মজ্ঞ পারম্যপ্রাপ্ত হয়।" "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে।" "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ না সে শরীরবিনির্ম্মুক্ত হয়। অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।" ইত্যাদি। [য আত্মা...তিষ্ঠতে] শ্রুতি "যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ—" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া "সে সর্ব্বলোকপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় কাম্য লাভ করে।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। অনন্তর "যে বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মা জানে" "আত্মাই দ্রষ্টব্য

পাপ্মা' ইত্যুপক্রম্য 'স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইতি চোপক্রম্য 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্ব্বিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি। অথাঽত্র পরঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ১ ॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥*

প্রতিজ্ঞাপনাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদয়স্তু তদ্বিশেষণানি তস্যৈব স্তুত্যর্থম্। ন তু তৎপরত্বমুপনিষদাম্। তস্মাৎ ক্রত্বর্থমেবাত্মজ্ঞানং কর্ত্তৃসংস্কারদ্বারা ন পুনঃ পুরুষার্থমিতি। এতদুপোদ্বলনার্থঞ্চ ব্রহ্মবিদামাচারাদিঃ শ্রুত্যবগত উপন্যস্তঃ। ন কেবলং বাক্যাদাত্মজ্ঞানস্য ক্রত্বর্থত্বম্। তৃতীয়াশ্রুতেশ্চ। ন ত্বেতৎ প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ং যদেব বিদ্যয়েতি সর্ব্বানামাবধারণাভ্যাং প্রাপ্তেরধিগমাৎ। যথা য এব ধূমবান্ দেশঃ স বহ্নিমানিতি। সমন্বারম্ভবচনঞ্চ ফলারম্ভে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্যং দর্শযতি। তচ্চ যদাপ্যাগ্নেয়াদিযাগষট্কবৎ সমপ্রধানত্বেনাপি ভবতি তথাপ্যুক্তয়া যুক্ত্যা বিদ্যায়াঃ কর্ম্ম প্রত্যঙ্গভাবেনৈব নেতব্যম্। বেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মবিধানাদুপনিষদোঽপি বেদার্থ ইতি তৎজ্ঞানমপি কর্ম্মাঙ্গমিতি।

অর্থাৎ আপনাকে সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য" এইরূপ বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন "এই পর্য্যন্ত বা ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ।" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল বিদ্যারই অর্থাৎ কর্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাধনতা শুনাইয়াছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য আচার্য্য নিম্নোক্ত পথে প্রত্যবস্থান করেন।

---

* শেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্ত্তৃত্বেনাত্মন ইতি যোজ্যম্। তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধি। অতএব যথাঽন্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং তথাত্মজ্ঞানফলশ্রুতেরপ্যর্থবাদত্বমিতি জৈমিনিরাহ। পুরুষার্থবাদঃ কর্ত্তৃস্তুত্যর্থমর্থবাদঃ।—যে কর্ম্ম করে সেও কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ। আত্মা কর্ম্ম করে, সে জন্য আত্মাও কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং তাহার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার যথোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্মাঙ্গ আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে-সকল ফলবাক্য আছে সে সকল অর্থবাদ—কর্ম্মকর্ত্তা আত্মার প্রশংসাবাদ মাত্র। যদ্রূপ অন্যান্য অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে তদ্রূপ এই কর্ত্তৃসংস্কার অঙ্গেও ঐ সকল অর্থবাদ অভিহিত হইয়াছে।

কর্ত্তৃত্বেনাত্মনঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধ্যেবেত্যতস্তস্মিন্নবগতপ্রয়োজন আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ সাঽর্থবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি। যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে কর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা

পুরুষার্থবাদ ইত্যত্রার্থগ্রহণং তন্ত্রেণোপাত্তং তেন পুরুষার্থবাদোঽর্থবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। তত্ত্বজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদ্বারা প্রয়োগবিধিনাদেয়ম্ আদীয়মানকর্ম্মাঙ্গকর্ত্রাশ্রয়ণশাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ যজমানসংস্কারাঞ্জনাদিবদিতি মত্বা শেষত্বাদিত্যেতদ্ব্যাচেষ্টে কর্ত্তৃত্বেনেতি। তত্ত্বজ্ঞানং প্রয়োগবিধিনা আদেয়ং সাধ্যফলোক্তিশূন্যত্বে সতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়ণাৎ পর্ণময়ীত্বাদিবদিতি প্রয়োগঃ। স্বতন্ত্রফলস্য কথং প্রোক্ষণাদিবৎ কর্ম্মাঙ্গত্বেত্যাশঙ্ক্য পুরুষার্থবাদ ইত্যস্যার্থমাহ ইত্যত ইতি। বেদার্থজিজ্ঞাসায়াং তত্ত্বনির্ণয়ার্থং সংশয়াদিপ্রতিভাসো গুরোরগ্রে শিষ্যেণ দর্শনীয়ঃ। গুরুণা চ তন্নিরাসেন তত্ত্বমাবিষ্করণীয়ম্। ইতি শিষ্টাচারং দর্শয়িতুং জৈমিনিগ্রহণং ন প্রতিপক্ষতয়া। শিষ্যস্য তদযোগাৎ। ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বে সূত্রিতং দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—যথেতি। পর্ণময়ীদ্রব্যে যজমানস্যাঞ্জনাদিসংস্কারে

আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা, সে জন্য তিনিও কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ। যেহেতু আত্মা কর্ম্মাঙ্গ, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ব্রীহিপ্রোক্ষণের ন্যায় * বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসম্বন্ধিতা আছে। সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয়। অঙ্গও প্রয়োজনীয় আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে যে ফলশ্রবণ আছে সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মুনির মত। জৈমিনি মুনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের সংস্কার সম্বন্ধে "যাহার পত্রনির্ম্মিত জুহূ (হোমের হাতা), সে পাপ বাক্য শুনে না অর্থাৎ অনিন্দনীয় হয়।" "যজমান যে অঞ্জন ধারণ করে, তাহাতে সে

---

* ব্রীহি ধান্যবিশেষ (আশুধান্য)। তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং তাহাতে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলপ্রোক্ষণ করা হয়। সেই প্রোক্ষণে তাহার সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে ফলজনকতাশক্তি আইসে। এইরূপ আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হন, সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মফল পাইবার যোগ্য হন। অতএব, যদ্রূপ ব্রীহিপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তদ্রূপ আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের কর্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গ।

ফলশ্রুতিরর্থবাদস্তদ্বৎ। কথং পুনরস্যানারভ্যাধীতস্যাত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনামন্যতমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতুপ্রবেশ আশঙ্ক্যতে। কর্ত্তৃদ্বারেণ তদ্বিজ্ঞানস্য বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধ ইতি চেৎ, ন, বাক্যবিনিয়োগানুপপত্তেঃ। অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণানারভ্যাধীতানামপি বাক্যনিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধোঽবকল্পতে। কর্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককর্ম্মসাধারণ্যাৎ। তস্মান্ন তদ্দ্বারেণাত্মজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি।

প্রযাজাদিকর্ম্মসু চ ক্রমেণ ফলশ্রুতিরাহ যস্যেত্যাদিনা সাচ ফলশ্রুতির্ন ফলপরা ফলবৎক্রত্বর্থত্বাৎ পর্ণতাদেঃ ফলশেষত্বাযোগাদতঃ সাঽর্থবাদ এবেতি পর্ণময়ীত্বাধিকরণে সমর্থিতং তথাত্মজ্ঞানেঽপি ফলশ্রুতিরর্থবাদ এব স্যাদিত্যাহ—তদ্বদিতি। বিনিয়োজকমানাভাবাৎ আত্মধিয়োঽনঙ্গত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতির্নার্থবাদ ইতি শঙ্কতে—কথমিতি। প্রকরণাদিনা ক্রত্বসম্বন্ধেঽপি জুহূদ্বারা পর্ণময়ীত্বস্য বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধবদাত্মধিয়োঽপি কর্ত্তৃদ্বারা বেদান্তবাক্যাৎ ক্রতুসঙ্গতিরিতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—কর্ত্রেতি। সিদ্ধান্তো দূষয়তি—নেতি। তদেব বিবৃণোতি—অব্যভিচারিণেতি। জুহূবদাত্মজ্ঞানে কর্ত্রৈবাব্যভিচারি দ্বারমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তেতি। তস্য ব্যভিচারিত্বে ফলমাহ তস্মাদিতি। কিং দেহা-

---

শত্রুর চক্ষু ছিন্ন করে।" "যাগকর্ত্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ বর্ম্মাচ্ছাদিত করা হয়।" "যজ্ঞে এই সকল কর্ম্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ।" এই সকল বাক্য অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র, তেমনি, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র। (ফলের সহিত অর্থবাদ বাক্যের সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মের সহিতই তাহার সম্বন্ধ সুতরাং তাহা কর্ম্মের স্তাবক মাত্র। বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল ফলবচন প্রলোভন মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল হয় না।) [কথং...বিজ্ঞানম্] এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করিতে পার যে, আত্মবিজ্ঞান অনারভ্য অধীত অর্থাৎ কোন কর্ম্ম-প্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেজন্য তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিযোজক প্রমাণ নাই। যখন বিনিযোজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা; তদনুসারে, তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এরূপ বলিলেও আপত্তি হইবে। কেননা, ঈদৃক্ স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজনা করা) অনুপপন্ন (অযুক্ত)।

ন। ব্যতিরেকবিজ্ঞানস্য বৈদিকেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽন্যত্রানুপযোগাৎ। ন হি দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানং লৌকিকেষু কর্ম্মসূপযুজ্যতে। সর্ব্বথা দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানমন্তরেণ প্রবৃ-

---

তিরিক্তাত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বং বিনিয়োজকাভাবাৎ নিরস্যতে কিঞ্চাপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষিতা সংসার্য্যাত্মবিষয়োপনিষদজ্ঞানস্যেতি বিকল্প্যাদ্যং পূর্ব্ববাদী দূষয়তি—নেতি। তস্য বিষয়দ্বারা তেষ্বনুপ্রবেশাৎ ন কর্ম্মাঙ্গত্বং নিষেদ্ধুং শক্যমিত্যর্থঃ। লৌকিককর্ম্মণোঽপি কর্ম্মত্বাৎ বৈদিককর্ম্মবৎ কর্ত্তৃদ্বারেণাতিরিক্তজ্ঞানাপেক্ষেতি কর্ত্তুঃ সাধারণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। সর্ব্বথেতি ব্যতিরেকজ্ঞানাজ্ঞানয়োরিত্যর্থঃ। তর্হি বৈদিকান্যপি কর্ম্মাণি কর্ম্মত্বাদিতরবন্ন ব্যতিরেকজ্ঞানাপেক্ষাণীত্যাশঙ্ক্যাহ—বৈদিকেম্বিতি। কারীর্য্যাদিনিবৃত্ত্যর্থং দেহপাতেত্যাদিবিশেষণম্। দ্বিতীয়মালম্বতে নন্বিতি। অনুপযোগিত্বাৎ বিরোধিত্বাচ্চ তস্য ন ক্রত্বঙ্গতেতি ভাবঃ। ক্রত্বপেক্ষিতং রূপং হিত্বান্যদবিবক্ষিতমিত্যাহ নেত্যাদিনা। জায়াদীনামাত্মার্থত্বেন প্রিয়ত্বমুক্ত্বা আত্মা দ্রষ্টব্য ইতি বদতা জায়াদিনা ভোগ্যেন সূচিতস্য সংসারিণো ভোক্তুরেব

বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা সত্য; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ; সুতরাং অব্যভিচারী অর্থাৎ তন্মাত্রনির্দ্দিষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক কর্ম্মও করেন, বৈদিক কর্ম্মও করেন। অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে তদ্বিজ্ঞানেরও কর্ম্মের সহিত অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ থাকিবে, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে। বাদিগণের এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর—কিছুই নহে। কারণ, বৈদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহাতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আমি এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? অল্পমাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্যতিরেক জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দৃষ্টার্থপ্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। (দৃষ্টার্থ—লৌকিক পদার্থ। প্রবৃত্তি—ইচ্ছা চেষ্টাদি। তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হইতে পারে।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, বৈদোক্ত কর্ম্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মর-

ত্তির্নোপপদ্যত ইত্যুপযুজ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্। নম্বপহ-তপাপ্মত্বাদিবিশেষণাদসংসার্য্যাত্মবিষয়মৌপনিষদং দর্শনং ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্যাৎ। ন। প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণস্তু স্তুত্যর্থং ভবিষ্যতি। ননু তত্র তত্র প্রসাধিতমেতদধিকমসংসারি ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব সংসারিণ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্বরূপমুপনিষৎসূপদিশ্যত ইতি। সত্যং প্রসাধিতম্। তস্যৈব তু

দ্রষ্টব্যত্বমিষ্টম্। ভোক্তৃজ্ঞানঞ্চ কর্ম্মসূপযুক্তমতো ভোক্ত্রাতিবিক্তমাত্মরূপং ন শ্রৌতমিত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণস্য ভোক্তর্য্যযুক্তত্বাদতিরিক্তমাত্মরূপমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপহতেতি। জন্মাদিসূত্রমারভ্য তত্র তত্রাপ্রপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মপরতা বেদান্তানামুক্তা তৎ কথমপহতপাপ্মত্বাদিকীর্ত্তনস্য স্তুত্যর্থতেতি শঙ্কতে নম্বিতি। অধিকমিতি বিশেষণাদাশঙ্কিতং দ্বৈতং বারয়তি তদেবেতি। সংসারিণোঽসংসারীশ্বররূপমিতি ব্যাহতিং প্রত্যাহ পারমার্থিকমিতি। ঐক্যে প্রমাণং পূর্ব্বোক্তং সূচয়তি—উপনিষৎস্বিতি। পূর্ব্বপক্ষাক্ষেপং সমাধত্তে—সত্যমিত্যাদিনা। ফলদ্বারেণেত্যাত্মজ্ঞানং বেদান্তানাং তৎ ক্রত্বর্থং

ণের পর হয়। যে কর্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। অতএব, বৈদিক কর্ম্মে ও কর্ম্মাঙ্গে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা প্রয়োজন আছে। [নম্বপহত...ভবিষ্যতি] উপনিষদে আত্মার অপাপত্ব প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির অঙ্গ নহে। অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপনিষদে প্রিয়াদিসংসূচিত সংসারী আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সমস্তই সুখবিশেষ। আত্মা তাহা প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে। এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক।) অপাপ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী বোধক বিশেষণ আছে সত্য; পরন্তু সে সকল স্তুতি বা প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। [নমু···দার্ঢ্যায়] যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ-কারণ এবং সেই জগৎকারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ, ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ

স্থূণানিখননবৎ ফলদ্বারেণাক্ষেপপ্রতিসমাধানে ক্রিয়েতে দার্ঢ্যায় ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥*

'জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে' 'যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্ সোঽহমস্মি' ইত্যেবমাদীনি ব্রহ্মবিদামপ্যন্যপরেষু বাক্যেষু কর্ম্মসম্বন্ধদর্শনানি ভবন্তি। যথোদ্দালকাদীনামপি পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্যসম্বন্ধোঽবগম্যতে।

বেতি বিচারেণেত্যর্থঃ সাধিতস্যৈবাক্ষেপসমাধিভ্যাং সাধনস্য ফলমাহ—দার্ঢ্যায়েতি। ইত্যানন্দগিরিকৃতা টীকা।

কিঞ্চ জনকাদীনাং বিদ্যয়া সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরতঃ সহানুষ্ঠানং বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গমিত্যাহ আচারেতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে—জনকো হেতি। বিদেহানামধিপতির্জ্জনকো নাম রাজা বহুদক্ষিণসংজ্ঞেন যজ্ঞেনাশ্বমেধেন বা বহুদক্ষিণাযুক্তেন পুরা কদাচিদীজে যাগং কৃতবান্। কৈকেয়স্য রাজ্ঞো ব্রহ্মবিদো বাক্যমাহ যক্ষ্যমাণ ইতি। বিদ্যার্থিনঃ সমাগতান্ প্রাচীনশালাদীন্ ভগবন্ত ইতি সম্বোধ্যাহং যক্ষ্যমাণোঽস্মি ততশ্চ কতিচিৎ দিনান্যাসধ্যমিতি রাজোক্তবানিত্যর্থঃ। উক্তবাক্যানি বিদ্যার্থানি ন কর্ম্মার্থানীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যেতি। ইতশ্চ ব্রহ্মবিদামস্তি কর্ম্মসঙ্গতিরিত্যাহ তথেতি। আদিপদেন ব্যাসযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংগ্রহঃ। দ্বিতীয়েন

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাই দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্থূণানিখননের দৃষ্টান্তে পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ ও পুনঃ সমাধান করা হইতেছে।

"মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্নামক যজ্ঞ অথবা অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন।" "হে মহাভাগগণ! আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যবিধ হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না। উদ্দালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি পুত্রের অনুশাসন (উপদেশ) করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ

* বিদ্যয়া সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরিতি সূত্রার্থঃ।—জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ (কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে দেখা যায়। তদ্দ্বারা জানা যায়, কেবল জ্ঞান মোক্ষকারণ নহে।

কেবলাৎ চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ কিমর্থমনেকায়াসসমন্বিতানি কর্ম্মাণি তে কুর্য্যুঃ। অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥*

'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' ইতি চ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যায়া ন কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বম্ ॥ ৪ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥†

'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' ইতি চ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ

ভার্য্যানুশাসনাদযো গৃহন্তে। কর্ম্ম কৃতং বিদ্বদ্ভিরেব কৈশ্চিদিত্যেতাবতা বিদ্যাশক্তেরপহ্নবাহযোগাৎ কেবলৈব সা মুক্তের্হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলাদিতি। অল্পায়াসমুপাযং হিত্বা ন কোঽপি মহায়াসং তমাদ্রিয়েত ইত্যত্র লৌকিকন্যায়মাহ—অর্কে চেদিতি। সমীপবচনোঽর্কশব্দঃ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

ন কেবলং বিদ্যায়া লিঙ্গাদেব কর্ম্মাঙ্গত্বং কিন্তু তৃতীয়াশ্রুতেরপীত্যাহ তদিতি। সূত্রার্থং বিবৃণোতি। যদেবেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

ইতো ন স্বতন্ত্রা বিদ্যা পুমর্থহেতুরিত্যাহ সমন্বারম্ভণাদিতি। সূত্রং বিবৃ-

থাকা অনুমিতি হয়। কেবল জ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ হইলে কিজন্য তাঁহারা ক্লেশবহুল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবেন? সমীপে মধু পাইলে কে পর্ব্বতে যায়?

"যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিষ্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধার ও উপনিষদের দ্বারা (উপনিষদ্‌—রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) বীর্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়জনক হয়।" এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা শ্রবণ থাকায় কেবল জ্ঞানের পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে।

"বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোক প্রস্থিত (মৃত) জীবের অনু-

* তৎ কর্ম্মাঙ্গত্বম্। শ্রুতেস্তৃতীয়াশ্রুতেরবধার্য্যত ইতি যোজ্যম্।—জ্ঞান যে কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ, তাহা "শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা" ইত্যাদি বাক্যস্থিত তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা অবধারিত হয়।

† "সমন্বারভেতে" ইতি শ্রবণাৎ বিদ্যা কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় এব ফলারম্ভকারণং ন তু বিদ্যায়া স্বাতন্ত্র্যমস্তীতি ভাবঃ।—শ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, সুতরাং বুঝা গেল, জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই।

ফলারম্ভে সাহিত্যদর্শনাৎ ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৫ ॥

তদ্বতোবিধানাৎ ॥ ৬ ॥*

'আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারং দর্শয়তি তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বম্। নন্বত্রাধীত্যেত্যধ্যয়নমাত্রং বেদস্য শ্রূয়তে নার্থবিজ্ঞা-

গোতি—তমিত্যাদিনা। তং পরলোকং ব্রজন্তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বুগচ্ছত ইতি যাবৎ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

তদস্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্তরমাহ তদ্বত ইতি। তদ্ব্যাকরোতি—আচার্য্যেতি। তস্য কুলং গৃহমুপনয়নং কৃত্বা তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং গুরোঃ শুশ্রূষারূপং কর্ম্ম বিধায়াতিশেষেণ শিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বাদিবিধানমনতিক্রম্য বেদমধীত্যানন্তরমভিসমাবৃত্য ব্রতবিসর্গং কৃত্বা দারানাহৃত্য কুটুম্বে গার্হস্থ্যে স্থিতঃ শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়াধ্যয়নং কুর্ব্বন্ কর্ম্মান্তরাণি চ বিহিতানি যথাশক্তি কুর্ব্বাণো ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নশব্দস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা শঙ্কতে। নন্বিতি। অধ্যয়নবিধেরবঘাতাদিবিধিবদ্দৃষ্টার্থত্বাদর্থাববো-

গমন করে।" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারম্ভের প্রতি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের প্রতি জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি ফল জন্মায়, কেবল জ্ঞান কিছুই করে না।

"গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—" "গুরুর সমুদায় কার্য্য (আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া" "সমাবর্ত্তন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া—" "কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন তৎপর—" এই সকল শ্রুতি ও এই সকলের অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতি সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানীরই কর্ম্মাধিকার দেখাইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীনভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমধীত্য—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ

* কৃৎস্নবেদার্থজ্ঞানিনং প্রতি কর্ম্মণো বিধানাৎ।—যে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সেসকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট। সমস্ত বেদাংশের মধ্যে উপনিষদ্ প্রভৃত তত্ত্বজ্ঞান নিবিষ্ট আছে।

নম্। নৈষ দোষো দৃষ্টার্থত্বাৎ। বেদাধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তমিতি স্থিতম্॥ ৬॥

নিয়মাচ্চ॥ ৭॥*

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'॥ ইতি তথা 'এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা হ্যেবা-

---

ধ্যান্তো ব্যাপারোঽস্তীতি প্রথমে মন্ত্রে সমর্থিতমিত্যাহ —নেত্যাদিনা। ইত্যানন্দগিরিঃ।

সুগমম। সিদ্ধান্তয়তি।

ইতশ্চ ন স্বতন্ত্রা বিদ্যা পুমর্থহেতুরিত্যাহ—নিয়মাচ্চেতি। নিয়মং বিভজতে কুর্ব্বন্নিতি। ইহ দেহে শতং সমাঃ শতসঙ্খ্যাকান্ সম্বৎসরান্ জিজীবিষেৎ তৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ। এবন্ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে সত্যশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে। তেন ত্বং ন লিপ্যসে ইতি যাবৎ। ইতশ্চ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যতো ন কর্ম্মলেপঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নিয়মান্তরমাহ তথেতি। জরামর্য্যং জরামরণাবধিকম্। তদেব বিশদয়তি জরয়েতি। শ্রুত্যাদিভিরাত্মধিয়ঃ সিদ্ধে কর্ম্মাঙ্গত্বে তৎফলেনৈব ফলবত্ত্বমিত্যুপসংহর্ত্তুমিতীত্যুক্তম্। পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে উচ্চারণানন্তর অর্থবোধ পর্য্যন্ত অর্থ বুঝায় তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

"কর্ম্ম করিবার জন্য, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবেক। তুমি কথিত প্রকারে বিদ্যমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। এই প্রকার ব্যতীত অন্যপ্রকার নাই।" "এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ—ইহার নাম অগ্নিহোত্র। ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেক। (মধ্যে নহে)।" এই সকল কর্ম্মনিয়ামক বিধানের দ্বারাও

---

* নিয়মবিধিদর্শনাচ্চ।—"কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক।" "যাবৎ না জরা মরণ উপস্থিত হয় তাবৎ অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত হইয়াছে। নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না। তাহাতেই বুঝা যায় জ্ঞান কর্ম্মেরই অন্যতম অঙ্গ। (২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ)।

স্মান্ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা' ইত্যেবঞ্জাতীয়কান্নিয়মাদপি কর্ম্ম-শেষত্বমেব বিদ্যায়া ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥ ৭ ॥

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥*

তু-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং 'শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ' ইতি [বে০ সূ৹৩।৪।২] তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। অধিকোপদেশাৎ। যদি সংসার্য্যেবাত্মা শারীরঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষূপদিষ্টঃ স্যাত্ততো বর্ণিতেন প্রকারেণ ফলশ্রুতেবর্থবাদত্বম্। অধিকস্তু শারীরাদাত্মনোঽ-

---

যদি শরীরাদ্যতিরিক্তঃ কর্ত্তা ভোক্তাত্মেত্যেতস্মান্ উপনিষদঃ পর্য্যবসিতাঃ স্যুস্ততঃ স্যাদেবম্। ন ত্বেতদস্তি। তাস্বেবম্ভূতজীবানুবাদেন তস্য শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরা ইতি তত্র তত্রাসকৃদাবেদিতম্। অনধিগতার্থবোধনস্বরসতা হি শব্দস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধানুবাদেন। তথা চৌপনিষদাত্মজ্ঞানস্য

জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত যে-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইল তাহার প্রতিবিধান এইরূপ—

সূত্রস্থ তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের (উত্থাপিত আপত্তির) নিবারক। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য অর্থবাদ, সে কথা নহে। সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয়। [যদি...ইত্যত্র] বেদান্তে যদি কেবল দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে

---

* তুঃ পরপক্ষনিবারার্থঃ। বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কর্ম্মাঙ্গং ততশ্চ তৎফলং নার্থবাদঃ। হেতুমাহ—অধিকেতি। বেদান্তেষু অধিকস্য শারীরাদাত্মনোঽসংসারীশ্বরস্যোপদেশদর্শনাদিত্যর্থঃ। এবং সতি বাদরায়ণস্য মতমবিচাল্যম্ভবতি। তদ্দর্শনাৎ অধিকোপদেশদর্শনাৎ শ্রুতিষ্বিতি পূরণীয়ম্। ফলিতার্থস্তু—যঃ কর্ত্তা কর্ম্মাঙ্গং নাসৌ বেদান্তবেদ্যো যচ্চ ব্রহ্ম তদেব তদ্বেদ্যং ন তৎকর্ম্মাঙ্গম্। ততশ্চ তজ্জ্ঞানস্য কুতঃ কর্ম্মশেষতা কুতো বা ফলশ্রুতেরর্থবাদতেতি।—যে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) হইতে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। বেদান্তবেদ্য আত্মা অসংসারী ও কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত। অতএব, বাদরায়ণের মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য। শ্রুতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায়।

সংসারীশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতোঽপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণকঃ পরমাত্মা বেদ্যত্বেনোপদিশ্যতে বেদান্তেষু। ন চ তদ্বিজ্ঞানং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকং ভবতি প্রত্যুত তৎ কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তীতি বক্ষ্যতি 'উপমর্দ্দঞ্চ' ইত্যত্র [বে০ সূ০৩।৪।১৬] তস্মাৎ 'পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ' ইতি [বে০সূ০৩।৪।১]। যন্মতং ভগবতো বাদরায়ণস্য তত্তথৈব তিষ্ঠতি ন শেষত্বপ্রভৃতিভির্হেত্বাভাসৈশ্চালয়িতুং শক্যতে। তথা হি তমধিকং শারীরাদীশ্বরমাত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' 'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ' 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি' 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজো-

---

ক্রত্বনুষ্ঠানবিবোধিনঃ ক্রতুসম্বন্ধ এব নাস্তি কিমঙ্গ পুনস্তদব্যভিচারঃ। ততশ্চ ক্রতুশেষতা। তথা চ নাপবগফলশ্রুতেবর্থবাদমাত্রমপি তু ফলপরত্বমেব। অতএব প্রিযাদিসূচিতেন সংসারিণাত্মনাপক্রম্য তস্যৈবাত্মনোঽধিকোপদি-

---

পারিতে। কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হয় নাই, অধিকন্তু তদভেদে ও তদতিরিক্তরূপে অসংসারী ঈশ্বরাত্মাও বেদ্য বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাকে কর্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মরহিত নিষ্পাপ নির্লিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। সে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। এ তথ্য "উপমর্দ্দঞ্চ" সূত্রে সমর্থিত হইবে। [তস্মাৎ মাদ্যাঃ] অতএব, ভগবান্ বাদরায়ণ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে চালিত করিতে পারিবে না। (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে সে সকল প্রকৃত হেতু নহে। সে সকল হেত্বাভাস অর্থাৎ মাত্র দেখিতে হেতুর মত। সুতরাং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তত্ত্ব অব্যভিচরিতরূপে সাধিত হইতে পারে না।) যে সকল শ্রুতি শরীরাভিমানী জীবাত্মার অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন" সে সকল শ্রুতি এই—"সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" "বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয়, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে উদিত হন।" "ইনি উদ্যত বজ্র অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু।"

ঽস্থজত' ইত্যেবমাদ্যাঃ। যত্তু প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো বেদ্যতয়ানুকর্ষণম্ 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' 'যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুপক্রম্য 'এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইতি চৈবমাদি, তদপি 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ' 'যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ' ইত্যবমাদিভির্ব্বাক্যশেষৈঃ সত্যামেবাধি-

---

দিক্ষায়াং পরমাত্মনোঽত্যন্তাভেদ উপদিশ্যতে। যথা সমারোপিতস্য ভুজগস্য রজ্জুরূপাদত্যন্তাভেদঃ প্রতিপাদ্যতে যোঽয়ং সর্পঃ সা রজ্জুরিতি তথা বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে দর্শনমুপন্যস্তমেবমকর্ম্মাঙ্গত্বে ন দর্শনমুক্তম্। তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বদর্শনানামন্যথাসিদ্ধিরুক্তা। কেবলবিদ্যাদর্শনানান্তু নান্যথাসিদ্ধিরসার্ব্বত্রিকী ব্যাপ্তি-

---

"গার্গি! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অনুশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।" "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।" ইত্যাদি। [যত্তু...নির্ণীতম্] বেদান্তে প্রিয়াদিসূচিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য; যথা—"আত্মার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্রীতি বা সুখ) বা স্ফূর্ত্তিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয়।" "আত্মাই দ্রষ্টব্য" "যে প্রাণের দ্বারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায় তাহা আত্মা ও সর্ব্বান্তর (সমুদায় দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান)।" "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ অভিপ্রায়ে আম্নাত হয় নাই। কারণ, সেই সেই প্রস্তাবের শেষে এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে। "ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই মহদ্ভূতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃশ্বাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র তাঁহা হইতে বিনা প্রযত্নে বহির্ব্যক্ত হইয়াছে।" "যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ।" ইত্যাদি। ইত্যাদিবিধ বাক্য শেষ দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, শ্রুতির অধিক বলিবার ইচ্ছা থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করা অভিপ্রেত,

কোপাদিদিক্ষায়াং নাত্যন্তভেদাভিপ্রায়মিত্যবিরোধঃ। পারমেশ্বরমেব হি শারীরস্য পারমার্থিকং স্বরূপমুপাধিকৃতন্তু শারীরত্বং 'তত্ত্বমসি' 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বঞ্চৈতৎ বিস্তরেণাস্মাভিঃ পুরস্তাৎ তত্র তত্র নির্ণীতম্॥ ৮॥

তুল্যন্তু দর্শনম্॥ ৯॥*

যদুক্তমাচারদর্শনাৎ কর্ম্মশেষো বিদ্যেত্যত্র ক্রমঃ—তুল্যমাচারদর্শনমকর্ম্মশেষত্বেঽপি বিদ্যায়াঃ। তথা হি শ্রুতির্ভবতি 'এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কারষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে

রপ্যুদ্গীথবিদ্যাপেক্ষয়া তস্যা এব প্রকৃতত্বাৎ ন স্বশেষাপেক্ষয়া। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তামিতি নিমন্ত্রিতাপেক্ষযা তেষামেব প্রকৃতত্বাৎ।

পবোক্তং লিঙ্গদর্শনং প্রত্যাহ—তুল্যস্থিতি। উক্তমনূদ্য সূত্রমুত্তরত্বেন যোজযতি যদিত্যাদিনা। ইতশ্চ বিদ্যায়াঃ ন শেষতেত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যেতি। আদিশব্দেন শুকাদযো গৃহ্যন্তে। কথং তেষামকর্ম্মনিষ্ঠত্বং তদাহ—এতাবদিতি। উভযথা লিঙ্গদর্শনে সংশযমাশঙ্ক্য পবকীযসিদ্ধান্তামন্যথাসিদ্ধিং বক্তু-

তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই। সুতবাং উত্থাপিত আপত্তিব খণ্ডন ও বিবোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরস্বরূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ; তাঁহাব যে শারীরত্ব বা জীবত্ব তাহা উপাধিকৃত। এ কথা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে ও "ইহাঁ ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই—" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে। এ সমস্তই আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই সেই স্থানে সবিস্তবে বলিয়াছি।

বলিয়াছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া অবধৃত, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি। আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয় পক্ষেই আচার দর্শন আছে। শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান বর্ণিত আছে তেমনি

* দর্শনমাচারদর্শনং তুল্যং কর্ম্মাকর্ম্মশেষত্বে ইতি।—শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচার নিষ্ঠতা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান রতি দেখিয়াছ, তেমনি কর্ম্মবিরতিও দেখিতে পাইবে। অতএব, আচারদর্শন হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য। সে জন্য তাহা তাহার সাধক হইতে পারে না। (অন্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' ইত্যেবঞ্জাতীয়কা। যাজ্ঞবল্ক্যাদীনামপি ব্রহ্মবিদামকর্ম্মনিষ্ঠত্বং দৃশ্যতে 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ' ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপি চ 'যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি' ইত্যেতল্লিঙ্গদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্। সম্ভবতি চ সোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কর্ম্মসাহিত্যদর্শনং ন ত্বত্রাপি কর্ম্মাঙ্গত্বমস্তি প্রকরণাদ্যভাবাৎ। যৎ পুনরুক্তং 'তচ্ছ্রুতেঃ' ইত্যত্র তত্র ব্রূমঃ॥ ৯॥

মারভতে। অপি চেতি। তত্র যক্ষ্যমাণ ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনস্যান্যথাসিদ্ধিমাহ। যক্ষ্যমাণ ইতি। তত্রাপি বিদ্যাস্থান্ন কর্ম্মসাহিত্যমন্যথা ব্রহ্মবিদ্যাযামপি তৎপ্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। সম্ভবতীতি। তর্হি বৈশ্বানরবিদ্যাযা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ফলবত্ত্বং কর্ম্মাঙ্গত্বাঙ্গীকারাত্তত্রাহ। ন ত্বিতি। যেষাঞ্চ ব্রহ্মবিদামপি কর্ম্ম দৃশ্যতে, ন তত্তেষাং কর্ম্ম তদ্ধি চোদনালক্ষণং তেষাঞ্চাহংমমাভিমানাভাবে চ চোদনাভাবাৎ কথঞ্চিদনুবর্ত্তমানমপি তদাভাসমাত্রমিতি ভাবঃ। পরোক্তাং শ্রুতিমনূদ্য তদুত্তরত্বেন সূত্রমবতারয়তি। যদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

কর্ম্মত্যাগও বর্ণিত আছে। কর্ম্মবর্জ্জনবোধিকা শ্রুতি এই—"ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা কিজন্য অধ্যয়ন করিব? কিজন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্ব বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। ব্রহ্মজ্ঞগণ আত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ করিয়া পুত্রেচ্ছা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতাচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ হন।" ইত্যাদি। [যাজ্ঞবল্ক্যা...ব্রূমঃ] যাজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। "ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।" এই শ্রুতিতে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের কর্ম্মত্যাগের কথা শুনা যায়। "হে মহাভাগগণ! আমি এখন যজ্ঞদীক্ষিত।" এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-বিষয়ক। যদিও সগুণব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্ম সাহিত্য থাকা অসম্ভব নহে তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া সে স্থলেও কর্ম্ম সাহিত্যের অভাব আছে। বলিয়াছিলে যে, "উপনিষদা"

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥*

'যদেব বিদ্যয়া করোতি' ইত্যেষা শ্রুতি র্ন সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়া প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। প্রকৃতা চোদ্গীথবিদ্যা 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গাথমুপাসীত' ইত্যত্র [ছা০] ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥†

যদপ্যুক্তং 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' ইত্যেতৎ সমন্বারম্ভবচনমস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যায়া লিঙ্গমিতি তৎ প্রত্যুচ্যতে। বিভাগোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। বিদ্যা অন্যং পুরুষং সমন্বারভতে-

---

তদ্বিভজতে। যদেবেতি। বিদ্যাশব্দস্য সামান্যবিষয়স্য বিশেষাকাঙ্ক্ষস্য প্রাকরণিকবিশেষেণ চরিতার্থত্বাদিতি হেতুমাহ প্রকৃতেতি। আত্মধিয়স্তথাত্বশঙ্কাং প্রত্যাহ প্রকৃতা চেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদ্প্রভব জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা অবধারিত হইতে পারে; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব।

তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। "বিদ্যা যাহা করে–" এই শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা-বোধিকা নহে। কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যারই সহিত উহার সম্বন্ধ। উদ্গীথ-জ্ঞানে ওঁ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত হওয়ায় উদ্গীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ।

বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উদ্যত পুরুষের অনুগমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমন্বারম্ভ বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্য পক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি।

---

* অসার্ব্বত্রিকী ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া। প্রকৃতা যা উদ্গীথবিদ্যা তদ্বিষয়া এব সা শ্রুতিরিতি সূত্রার্থঃ।—তৃতীয়া শ্রুতি কর্ম্মাঙ্গের বিনিযোজক সত্য; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া শ্রুতি উদ্গীথ-বিদ্যাপ্রকরণে অভিহিত; সেই কারণে তাহা সর্ব্ববিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা বোধিকা নহে। অর্থাৎ তদ্দ্বারা কেবল উদ্গীথজ্ঞান'কেই কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার, অন্য জ্ঞানকে (উপাসনাকে) কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না।

† শতং যথা বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ পঞ্চাশদন্যস্মৈ তথা বিদ্যাকর্ম্মণী অপি বিভাগেন সমন্বারভেতে ন তু সাহিত্যেনেতি।—শত মুদ্রা বিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিদ্যাকর্ম্মের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে।

কর্ম্মান্যমিতি। শতবৎ। যথা শতমাভ্যাং দীয়তামিত্যুক্তে বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ পঞ্চাশদপরস্মৈ তদ্বৎ। ন চেদং সমন্বারম্ভবচনং মুমুক্ষুবিষয়ম্ 'ইতি নু কাময়মানঃ' ইতি সংসারিবিষয়ত্বোপসংহারাৎ। 'অথাঽকাময়মানঃ' ইতি চ মুমুক্ষোঃ পৃথগুপক্রমাৎ। তত্র সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরিগৃহ্যতে, বিশেষাভাবাৎ কর্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বাৎ। এবং সত্যবিভাগেনাপীদং সমন্বারম্ভবচনমবকল্পতে। যচ্চোক্তং 'তদ্বতো বিধানাৎ' ইত্যত উত্তরং পঠতি॥ ১১॥

সুগমম্। অবিভাগেঽপি ন দোষ ইত্যাহ—"ন চেদং সমন্বারম্ভবচনমি"তি। সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা যথোদ্গীথবিদ্যা প্রতিষিদ্ধা চ যথা সচ্ছাস্ত্রাধিগমনলক্ষণা।

সেই সমন্বারম্ভ দীয়মান শত সংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমেই হয়। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ করে, কর্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ করে না। জ্ঞানফল একপ্রকার, কর্ম্মফল অন্যপ্রকার। যেমন "দুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও" বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পঞ্চাশ অন্যজন'কে পঞ্চাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভাগ প্রণালীতেই ফলপ্রদান করে। [ন চেদং...পঠতি] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সমন্বারম্ভ বাক্য মুমুক্ষু বিষয়ে অভিহিত। অর্থাৎ তদ্দ্বয় মুমুক্ষুর অনুগমন করে, সংসারীর অনুগমন করে না, এরূপ নহে। কারণ, শ্রুতি "এইরূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পানুরূপ লোকে যায়" এইরূপে সংসারী জীব লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন। অপিচ "যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—" এইরূপে মুমুক্ষুবিষয়ক পৃথক্ উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দর্ভ) বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে সকল বিদ্যা সংসারগোচরা সে সকল বিদ্যা অবিশেষে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। আর যে বিদ্যা সংসারগোচরা নহে, সে বিদ্যাবিষয়ে ঐ সমন্বারম্ভ বাক্যের অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে। বলিয়াছিলে যে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত, তদনুসারেও বৈদিকজ্ঞানের কর্ম্মশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য ব্যাস সে কথারও উত্তর দিয়াছেন

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥*

'আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য' ইত্যত্রাধ্যয়নমাত্রস্য শ্রবণাদধ্যয়নমাত্রবত এব কর্ম্মবিধিরিত্যধ্যবস্যামঃ। নম্বেবং সত্যবিদ্বত্ত্বাদনধিকারঃ কর্ম্মসু প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। ন বয়মধ্যয়নপ্রভবং কর্ম্মাববোধনমধিকারকারণং বারয়ামঃ। কিং তর্হি। ঔপনিষদমাত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যত ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ। যথা চ ন ক্রত্বন্তরজ্ঞানং ক্রত্বন্তরাধিকারিণাপেক্ষ্যতে এবমেতদপি দ্রষ্টব্যমিতি। যদপ্যুক্তং 'নিয়মাচ্চ' ইতি। অত্রাভিধীয়তে ॥ ১২ ॥

অধ্যয়নমাত্রবত এব কর্ম্মবিধির্ন তূপনিষদধ্যয়নবতঃ। এতদুক্তং ভবতি। যদধ্যযনমর্থাববোধপর্য্যন্তং কর্ম্মস্বুপযুজ্যতে। যথা কর্ম্মবিধিবাক্যানাং তন্মাত্রবত এবাধিকারঃ কর্ম্মসু নোপনিষদধ্যয়নবতস্তদধ্যযনস্য কর্ম্মস্বনুপযোগাদিতি। অধ্যয়নমাত্রবত এবেতি মাত্রগ্রহণেনার্থজ্ঞানং বা ব্যবচ্ছিন্নমিতি মন্যানো ভ্রান্তশ্চোদয়তি—"নম্বেবং সতী"তি। স্বাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়ন্ সমাধত্তে—"ন বয়"-মিতি। উপনিষদধ্যযনাপেক্ষং মাত্রগ্রহণং নার্থবোধাপেক্ষমিত্যর্থঃ।

"গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়া—" এই বাক্যে অধ্যয়ন শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে—অভ্যাস করিয়াছে, সেও কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী। অর্থবোধ ব্যতীত প্রকৃত কর্ম্মাধিকার হয় না সত্য; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, অধ্যয়নপ্রসূত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের অধিকার নিবারক। আমরা ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদমস্তক উপনিষদ্ ও তৎপ্রভব আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কর্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক। যে এক যজ্ঞ করিবে সে যেমন অন্য যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি, যে কর্ম্ম করিবে সেও ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না। কারণ এই যে, অর্থ জানুক বা না জানুক, উপনিষদুক্ত মন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্মবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম করার নিয়ম দেখা যায়, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি।

* মাত্রশব্দেন জ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদঃ।—কর্ম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই। তাহা কেবলমাত্র অধ্যয়ন সাপেক্ষ।

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥*

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ' ইত্যেবমাদিষু নিয়মশ্রবণেষু ন বিদুষ ইতি বিশেষোঽস্তি। অবিশেষেণ নিয়মবিধানাৎ ॥ ১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥†

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যত্রাপরো বিশেষ আখ্যায়তে। যদ্যপ্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব কুর্ব্বন্নিতি সম্বধ্যতে তথাপি বিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মানুজ্ঞানমেতৎ দ্রষ্টব্যম্। 'ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে' ইতি হি বক্ষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি। যাব-

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যবিদ্যাবদ্বিষযমিত্যর্থঃ। বিদ্যাবদ্বিষযত্বেঽপ্যবিরোধো বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাদিত্যাহ।

অপি চ বিদ্যাফলং প্রত্যক্ষং দর্শযন্তী শ্রুতিঃ কালান্তরভাবিফলকর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়া নিরাকরোতীত্যাহ।

"কর্ম্মতৎপর থাকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মকরণের নিয়ম শুনা যায় সত্য; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধারণ। জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই।

"এতদ্দেহে কর্ম্ম করিতে করিতে—" এই স্থানে অপর এক অর্থ আছে। "কর্ম্ম কুর্ব্বন্" এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অনুসারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অন্বয় হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম করিবেন, এ অর্থ হইলেও তাহা অস্মৎ পক্ষের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কর্ম্মানুজ্ঞা ("বিদ্বান্ কর্ম্ম করিতে করিতে" এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থ ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, শ্রুতি ঐ কথার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন—কর্ম্ম বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কর্ম্ম বিদ্বান্ নরে

* দর্শিতং যন্নিযমবিধানং তদবিদ্বদ্বিষযমিতি।—অবিশেষে নিয়মের বিধান সুতরাং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষাভাব। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম তৎপর হইবেন, এ বিশেষ ঐ বিধানে লব্ধ হয় না।

† অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাপ্রশংসার্থং অনুমতিঃ কর্ম্মানুজ্ঞানম্।—অথবা ঐ কর্ম্মানুমতি (কর্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যামহিমা বলিবার জন্য বা বিদ্যা প্রশংসা করিবার জন্য।

ঞ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বত্যপি পুরুষে বিদুষি ন কর্ম্ম লেপায় ভবতি বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি তদেবং বিদ্যা স্তূয়তে ॥ ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥*

অপি চৈকে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সন্তস্তদবষ্টম্ভাৎ ফলান্তরসাধনেষু প্রযাজাদিষু প্রয়োজনাভাবং পরামৃশন্তি। কামকারেণেতি। শ্রুতির্ভবতি বাজসনেয়িনাম্ 'এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক' ইতি। অনুভবারূঢ়মেব চ বিদ্যাফলং ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবীত্যসকৃদাবেদিতম্। অতোঽপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং নাপি তদ্বিষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যমাশ্রয়িতুম্ ॥ ১৫ ॥

কামকাব ইচ্ছা।

লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, যাবজ্জীবন কর্ম্ম কবিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংস্পৃষ্ট হয় না। জ্ঞান বলে সে সকল পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানস্তুতি কবা হইয়াছে মাত্র।

কোন কোন জ্ঞানী—যাঁহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ কবিযাছিলেন তাঁহাবা—সেই উপলক্ষ্যে কাম্যফলোপায প্রযাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা স্মবণ করিয়াছিলেন। এই কথাই কামকারেণসূত্রে বলা হইযাছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখায শ্রুতি আছে। যথা—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানীরা প্রজা কামনা করেন নাই (প্রজা = সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম)। তাঁহারা জানিয়াছিলেন ও বলিযাছিলেন, যে আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক; সুতরাং আমরা প্রজা লইযা কি করিব" ইত্যাদি। [অনু...শ্রয়িতুম্] অনুভবারূঢ় বা প্রত্যক্ষীকৃতজ্ঞানফল কর্ম্মফলের ন্যায কালান্তরভাবী নহে। জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জ্ঞানফল অনুভূত হয়, এ তথ্য আমরা

---

* একে ঋষয়ঃ বিদ্বাংসঃ কামকারেণ স্বেচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্যকর্ম্মণস্ত্যাগাৎ ন জ্ঞানং কর্ম্মণোঽঙ্গমিতি স্থিতিঃ।—প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূর্ব্বর্ষিগণ কামনাপ্রসূত বা ইচ্ছাসাধ্য কর্ম্ম করেন নাই।

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥*

অপি চ কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দমামনন্তি 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ' ইত্যাদিনা। বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞানপূর্ব্বিকান্তু কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রত্যাশাসানস্য কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিরেব প্রসজ্যেত। তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥†

অধিকোপদেশাদিত্যনেনাত্মন এব শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনত্বাদয় উক্তাঃ। ইহ তু সমস্তক্রিয়াকারকফলবিভাগোপমর্দ্দশ্চেতি।

পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন করিয়াছি। সে জন্যও জ্ঞান কর্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং তৎসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে।

অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা যাহা কর্ম্মাধিকারের কারণ—অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্ত্তা কর্ম্ম সম্প্রদান প্রভৃতি), সে সমুদায়ই মিথ্যাপ্রপঞ্চ বা অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সে সকল বিদ্যার উদরে উপমর্দ্দিত বা বিলীন হইয়া যায়। যথা—"যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই আত্মভূত হয়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। যাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের উদয়ের পরে কর্ম্মাধিকারের আশা করেন তাহাদের আশা নিরাশাই। বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই হইয়া থাকে। অতএব, বিদ্যার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্যপক্ষ সিদ্ধান্ত নহে।

* অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দ্দকত্বং জ্ঞানস্যেতি নাত্মবিজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গমিতি।—উপনিষদ আত্মবিজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কর্ম্মের উপমর্দ্দন (বিনাশ) দেখা যায়।

† ঊর্দ্ধরেতঃসু চতুর্থাশ্রমেষু। হি যতঃ। শব্দে বৈদিকেষু শব্দেষু।—ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যাশ্রুতি দেখা যায়। যে আশ্রমে কর্ম্ম নাই, প্রত্যুত কর্ম্মের ত্যাগ আছে, সেই আশ্রমেই জ্ঞানের বিধান। ইহাতেও বুঝা যায়, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মত্যাগের আশ্রয়ীভূত চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) বেদশব্দবোধিত। (ভাষ্য দেখ)।

ঊর্দ্ধরেতঃস্থ চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রূয়তে। ন চ তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়া উপপদ্যতে কর্ম্মাভাবাৎ। ন হ্যগ্নিহোত্রাদীনি বৈদিকানি কর্ম্মাণি তেষাং সন্তি। স্যাদেতৎ। ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন শ্রূয়ন্তে বেদ ইতি তদপি নাস্তি। তেঽপি হি বৈদিকেষু শব্দেষবগম্যন্তে। 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে' 'তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে' 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' 'ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ইত্যেবমাদিষু। প্রতিপন্নাপ্রতিপন্নগার্হস্থ্যানামপাকৃতানপা-

---

সুবোধম্।

বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যে হেত্বন্তরমাহ। ঊর্দ্ধরেতঃস্বিতি। বিদ্যাকর্ম্মণী নাঙ্গাঙ্গিভূতে মিথো ব্যতিরেকিত্বাদৃতুগমননৈষ্ঠিকব্রতবদিতি মত্বা যোজয়তি—উদ্ধেত্যাদিনা। তথাপি কথং কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যাযা ব্যাসেধ্যতে তত্রাহ ন চেতি। তেষামপি স্নানাদিকর্ম্মাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। বাধিতানুবৃত্ত্যা তৎসদ্ভাবেঽপি বৈদিকাগ্নিহোত্রাদ্যভাবাৎ ক্রত্বঙ্গতা জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। শব্দে হীত সূত্রাবয়বব্যাবৃত্ত্যামাশঙ্কামাহ স্যাদিতি। সূত্রাবযবেনোত্তরমাহ তদপীতি। কর্ম্মানধিকৃতান্ধাদিবিষযং পাবিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতিপন্নেতি। ঋণাপাকরণে শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গৃহস্থস্যৈবাপাকৃতর্ণত্রযস্যৈবোদ্ধরেতঃশব্দিতমৈথুনাসমাচারোপলক্ষিতং পাবিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপাকৃতেতি। সাক্ষাদ্বিধিশ্রুতিবিরোধেঽর্থবাদশ্রুতিস্মৃত্যোর্ব্বাধ্যতেত্যভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রুতীতি। শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদি-

---

ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে (সন্ন্যাস নামক চতুর্থাশ্রমে) বিদ্যাব শ্রবণ আছে। সে আশ্রমে কিরূপে বিদ্যাব কর্ম্মাঙ্গতা স্থিব বাথিবে? সে আশ্রমে ত কর্ম্ম নাই? সে আশ্রমে, কি অগ্নিহোত্র কি অন্য কর্ম্ম কোনও কর্ম্ম নাই। [স্যাদেতৎ...দিষু] কৈ? বেদে ত ঊর্দ্ধবেতঃ আশ্রমেব শ্রবণ নাই? (ঊর্দ্ধরেত নামক আশ্রমই নাই; সুতবাং সে আশ্রম উল্লেখে জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতার ব্যভিচাব প্রদর্শন অসিদ্ধ বা অযৌক্তিক) এ কথাও বলিতে পার না। কাবণ, ঊর্দ্ধবেতঃ আশ্রমও বৈদিক শব্দে পাওয়া যায় বা দেখা যায়। যথা—"ধর্ম্ম স্কন্ধ তিন্। দান, অধ্যযন ও তপঃ।" "যাহাবা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ উপাসনা করে।" "যাহাবা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার উপাসনা করে।" "পরিব্রাজকলোক ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাবা প্রব্রজ্যা করেন।" "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তি হইলেই পরিব্রাজক হইবেক অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম লইবেক।" ইত্যাদি। [প্রতি · ইতি] গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত হউক বা গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত না হউক/

কৃতর্ণানাঞ্চোর্দ্ধরেতস্ত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়া ইতি ॥ ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥১৮॥*

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদয়ো যে শব্দা ঊর্দ্ধরেতসামাশ্রমাণাং সদ্ভাবায়োদাহৃতা ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি।

ত্যাদ্যা দর্শিতা, স্মৃতিস্তু যস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে যদিচ্ছেৎ তমাবসেদিত্যাদ্যোদাহার্য্যা। ঊর্দ্ধরেতঃস্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সিদ্ধৌ ফলিতমাহ তস্মাদিতি। তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যে কেবলায়াঃ সিদ্ধা মুক্তিঃ ফলিতেতি বক্তুমিতীত্যুক্তম্। ইত্যানন্দগিরিঃ।

সিদ্ধ ঊর্দ্ধরেতসামাশ্রমিত্বে তদ্বিদ্যানামকর্ম্মাঙ্গতয়াপবর্গতা স্যাৎ। আশ্র-

অপাকৃত ঋণত্রয় হউক বা অনপাকৃত ঋণত্রয় হউক, ঊর্দ্ধরেতস্ব অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, তদনুসারেও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি হয়।

ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম আছে, তাহা শাস্ত্রীয়, এতৎপ্রতিপাদনার্থ যে সকল শব্দ "ধর্ম্ম স্কন্ধ তিন্" ইত্যাদি প্রকারে প্রদর্শিত হইল, সে সকল সে আশ্রমের প্রতিপাদক নহে অর্থাৎ তদ্দ্বারা চতুর্থাশ্রমসদ্ভাব প্রতিপাদিত হয় না। কারণ, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, ঐ সকল শব্দে বিধি-বিভক্তি নাই। বিধি বিভক্তি না থাকায় ঐ সকলের মাত্র পরামর্শতা অর্থাৎ মাত্র উল্লেখভাব প্রতীত হয়, চতুর্থাশ্রম প্রতিপাদিত হয় না। ফলিতার্থ—চতুর্থাশ্রম অসিদ্ধ। লিঙ অথবা অন্য কোন বিধায়ক শব্দ ঐ স্থলে দৃষ্ট হয় না এবং ঐ সকলের প্রত্যেকের অন্য অর্থে তাৎপর্য্য থাকা প্রতীত হয়। [ত্রয়ো. .ইতি] "ধর্ম্মস্কন্ধ তিন্, তন্মধ্যে প্রথম স্কন্ধ

*পরামর্শঃ অনুবাদঃ। বিধায়কঃ শব্দশ্চোদনা। তেন চ লিঙাদয়স্তদভাবোঽচোদনা। অপবাদো নিন্দা। জৈমিনিরাচার্য্যস্তেষু তেষ্ বাক্যেষু পরামর্শমনুবাদমাশ্রমান্তরস্য মন্যতে ন বিধিম্। যতঃ অচোদনা বিধায়কশব্দাভাবস্তত্রেতি শেষঃ। ন কেবলমচোদনা অপি চাপবদতি নিন্দতি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরম্। উদাহৃতেষু বাক্যেষু লিঙাদ্যভাবাৎ পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়তা (অনুষ্ঠেয়তা) নাস্তীত্যর্থঃ। তৎপরামর্শস্তু ব্রহ্মসংস্থতাস্তুত্যর্থং ন তু তদ্বিধানার্থমিতি জৈমিনের্ম্মতম্।—ঊর্দ্ধরেতঃশব্দিত চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ (শাস্ত্র) আহরণ করিয়াছ, দেখাইলে, সে সকল তাহা (চতুর্থাশ্রম সদ্ভাব) সমর্থন করিতে শক্ত নহে। কারণ, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ব্যতীত আশ্রমান্তরের বিধান নাই। ধর্ম্ম স্কন্ধ তিন্, ইত্যাদি

যতঃ পরামর্শমেষু শব্দেষ্বাশ্রমান্তরাণাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ন বিধিম্। কুতঃ। ন হ্যত্র লিঙাদীনামন্যতমশ্চোদনা-শব্দোঽস্তি। অর্থান্তরপরত্বঞ্চৈতেষাং প্রত্যেকমুপলভ্যতে। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যত্র তাবদ্‌যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমা-ত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি পরামর্শপূর্ব্বকমাশ্রমাণামনাত্যন্তিকফলত্বং সঙ্কীর্ত্ত্যাত্যন্তিক-ফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তূয়তে 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি' ইতি। নন্বু পরামর্শেঽপ্যাশ্রমা গম্যন্ত এব। সত্যং গম্যন্তে। স্মৃত্যা-

মিত্বেন ত্বেষামন্যার্থপরামর্শমাত্রান্ন সিধ্যতি। বিধ্যভাবাৎ। স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধিশ্চ তেষাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাদপ্রমাণম্। নিন্দতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতি-রাশ্রমান্তরং 'বীরহা বা এষ দেবানা'মিত্যাদিকা। প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে চ স্মৃত্যাচারযোরপ্রামাণ্যমুক্তং 'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমি'তি তদে-

যজ্ঞ অধ্যয়ন দান। (এই বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় স্কন্ধ তপশ্চরণ। (এই বাক্যে বান-প্রস্থাশ্রম পরামৃষ্ট হইয়াছে।) তৃতীয় স্কন্ধ ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলে বাস, গুরুকুল বাস দ্বারা আপনাকে (দেহকে) অতিশয়িতরূপে অবসন্ন করা। (ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের স্মারক।) যাহারা তাহা করে তাহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ (অনুবাদ বা অনুসন্ধান) করতঃ সে সকল আশ্রমের ফলের অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনিষ্ঠতার (ব্রহ্মজ্ঞানের) স্তুতি বা প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হয়।" এখানে দেখ, স্পষ্টতঃ আশ্রমবিধায়ক শব্দ নাই। অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যতীত অন্যাশ্রমের গ্রহণ করিবেক, এমন কোন বিধান এতদ্বাক্যে লব্ধ হইতেছে না। [নন্বু…বা] যদি বল, আশ্রমবোধক শব্দের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, ঐ উল্লেখের বলেই আশ্রমান্তরের বিধান লব্ধ হইবেক; পূর্ব্বোক্তের উল্লেখ ও অনুবাদ পরামর্শ নামে প্রসিদ্ধ এবং অনুবাদ পূর্ব্ববাদসাপেক্ষ; সুতরাং অনুবাদ

বাক্যে লিঙ প্রভৃতি বিধায়ক শব্দ নাই। অপিচ, আশ্রমবাচক শব্দও নাই; অধিকন্তু আশ্রমান্তরের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে চতুর্থাশ্রম অবৈধ (বিধিবোধিত নহে, সুতরাং অনুষ্ঠেয়ও নহে)।

চারাভ্যাস্তু তেষাং প্রসিদ্ধির্ন প্রত্যক্ষায়াঃ শ্রুতেঃ। অতশ্চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সত্যনাদরণীয়াস্তে ভবিষ্যন্ত্যনধিকৃতবিষয়া বা। ননু গার্হস্থ্যমপি সহৈবোর্দ্ধরেতোভিঃ পরামৃষ্টং যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথম ইতি। সত্যমেবং তথাপি তু গৃহস্থং প্রত্যেবাগ্নিহোত্রাদীনাং কর্ম্মণাং বিধানাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব তদস্তিত্বম্। তস্মাৎ স্তুত্যর্থ এবাঽয়ং পরামর্শো ন চোদনার্থঃ। অপি চাপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরং 'বীরহা

তৎ সর্ব্বমাহ 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা' ইত্যাদিনা 'অনধিকৃতবিষযা বেত্যন্তেন। অন্ধপঙ্গ্বাদযো হি যে নৈমিত্তিককর্ম্মানধিকৃতাস্তান্ প্রত্যাশ্রমান্তরবিধিরিতি। অপি চাপবদতি হি। ন কেবলমন্যপরতযা পরামর্শস্ত্বাশ্রমান্তরং ন লভ্যন্তে অপি ত্বাশ্রমান্তবনিন্দাদ্বারেণাপবাদাদপীত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। ভবত্বেষ পরা-

---

বা পরামর্শ দেখিলেই প্রতীত হয়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার বিধান বা প্রসিদ্ধি আছে। (অতএব, পরামর্শও বিধানসিদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য।) তাহা সত্য বটে; কিন্তু সে প্রসিদ্ধি স্মৃতি ও আচার হইতে সম্প্রসৃত। সাক্ষাৎ কোন প্রত্যক্ষা শ্রুতিকে ঐ সকল আশ্রমের বিধান করিতে দেখা যায় না। যেহেতু আশ্রমান্তর শ্রুতিবিহিত নহে; সেই হেতু কেবলমাত্র স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধ আশ্রমান্তর শ্রুতিবিরুদ্ধ। যেহেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ সেই হেতু সে সকল অনাদরণীয়। কিংবা যাহারা গার্হস্থ্যাশ্রমের অনধিকারী—অনুপযুক্ত—তাহাদেরই জন্য অন্যান্য আশ্রম বিহিত। (অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতি—যাহারা কর্ম্ম করিতে অশক্ত—তাহারাই কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী)। [ননু...চোদনার্থঃ] বলিতে পার যে, যজ্ঞ অধ্যয়ন দান, এই কথায় গার্হস্থ্যও পরামৃষ্ট (অভিহিত) হইয়াছে এবং তাহা ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমবাক্যের একাংশ, সুতরাং ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম অপ্রামাণিক হইলে গার্হস্থ্যও অপ্রামাণিক হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ (অনুবাদ) হইয়াছে সত্য; পরন্তু গৃহস্থকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সে আশ্রম সাক্ষাৎ শ্রুতির (শব্দের) দ্বারা বিহিত। যেহেতু তাহা শ্রুতিবিহিত সেই হেতু উদাহৃত বাক্যে তাঁহার পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ। এই অনুবাদ বা পরামর্শ বিধানার্থ নহে; কিন্তু স্তুত্যর্থ (প্রশংসার্থ)। [অপিচ...বিধিঃ] আরও দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ নিন্দার্থবাচী শব্দে অন্যান্য আশ্রমের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন।

বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীর্নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি। তৎ সর্ব্বে পশবো বিদুঃ' ইত্যেবমাদ্যা। তথা 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে' ইতি চ দেবযানোপদেশো নাশ্রমান্তরোপদেশঃ। সন্দিগ্ধঞ্চাশ্রমান্তরাভিধানং 'তপ এব দ্বিতীয়ঃ' ইত্যেবমাদিষু। তথা 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' এতদপি লোকসংস্তবনপরং ন পারিব্রাজ্যবিধিঃ। নন্বু ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজে-

মর্শোঽন্যার্থঃ। যে চেমেরণ্য ইত্যাদিভ্যস্ত্বাশ্রমান্তরং সেৎস্যতীত্যত আহ—"যে চেমেঽরণ্য"ইতি। অস্যাপি দেবপথোপদেশপরত্বাৎ নৈতৎপরত্বমিত্যর্থঃ। ন চান্যপরাদপি স্ফুটতরাশ্রমান্তরপ্রত্যয় ইত্যাহ—"সন্দিগ্ধঞ্চে"তি। ন হি তপ এব দ্বিতীয় ইত্যত্রাশ্রমান্তরাভিধায়ী কশ্চিদস্তি শব্দ ইতি। নন্বেতমেব প্রব্রাজিন ইতি বচনাদাশ্রমান্তরং সেৎস্যতীত্যত আহ—"তথা 'এতমেবে"তি। "এতদপি লোকসংস্তবনপরমি"তি। অধিকরণারম্ভমাক্ষিপ্য নাস্তি প্রত্যক্ষবচনমিতি কৃত্বাচিন্তেয়মিতি সমাধত্তে—"নন্বু ব্রহ্মচর্য্যাদেবে"তি।

যথা—"যে অগ্নি পরিচর্য্যা করে সে-ই দেবতাদের শত্রুহন্তা হয়। অথবা সে-ই ব্যক্তিই দেবগণের মধ্যে অবস্থান করতঃ বীরঘাতী হয়।" "বেদদাতা গুরুকে তাঁহার অভিলষিত ধন (গুরুদক্ষিণা) প্রদান করতঃ পরে সন্তান পরম্পরার বিচ্ছেদ করিও না। অপুত্রের লোক (স্বর্গাদি) নাই। তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য।" ইত্যাদি। "যাহারা অরণ্যবাসী হইয়া শ্রদ্ধা তপঃ সহকারে উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যেও আশ্রমান্তরের উপদেশ হয় নাই। ঐ সকল বাক্যে মাত্র দেবযান পথের উপদেশ হইয়াছে। "তপস্যাই দ্বিতীয" ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমান্তরের কথন হইয়াছে কি-না সন্দেহ (কারণ, ঐ সকল স্থলে আশ্রমবাচক শব্দ নাই।) "পরিব্রাজকগণ এই লোক (আত্মলোক, মোক্ষ) ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন।" এই স্থলে সন্ন্যাসাশ্রমের পর্য্যায়ে (নামান্তরে) প্রব্রজ্যা-শব্দ আছে সত্য; পরন্তু তাহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙ বিভক্তি প্রভৃতি) না থাকায় তাহার দ্বারা পারিব্রজ্যের (চতুর্থাশ্রমের) বিধান সিদ্ধ হয় নাই। উহা বিধেয় বা অনুষ্ঠেয়রূপ নহে। কেবল লোকস্তুতির জন্যই উহার উল্লেখ। [নন্বু...দ্রষ্টব্যম্] যদি বল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রব্রজ্যা করিবেক, এই ত

দিতি বিস্পষ্টমিদং প্রত্যক্ষং পারিব্রাজ্যবিধানং জাবালানাম্। সত্যমেবমিদনপেক্ষ্য ত্বেতাং শ্রুতিময়ং বিচার ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ॥ ১৯॥*

অনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। বেদেষু শ্রবণাদগ্নিহোত্রাদীনাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাত্তদ্বিরোধাদনধিকৃতানুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরমিতি হীমাং মতিং নিরাকরোতি গার্হস্থ্যবদেবাশ্রমান্তরমপ্যনিচ্ছতা প্রতিপত্তব্যমিতি মন্যমানঃ। কুতঃ।

ভবত্বর্থ্যার্থঃ পরামর্শস্তথাপ্যেতস্মাদাশ্রমান্তরাণি প্রতীযমানানি চ নাপাকরণমর্হন্তি। এবং তান্যপাক্রিয়েরন্ যদ্যস্মান্ন প্রতীয়েরন্। প্রতীয়মানানি বা শ্রুত্যা বাধ্যেরন্। ন তাবন্ন প্রতীয়ন্তে। তথাহি—ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা ইতি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্। তত্র স্কন্ধশব্দোযদ্যাশ্রমপরো ন স্যাদপি তু সমূহবচন-

জাবাল দিগের বিস্পষ্ট বিধান আছে? "প্রব্রজেৎ—প্রব্রজ্যা করিবেক" এই ত সন্ন্যাসবিধায়ক প্রত্যক্ষ শ্রুতি আছে? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই এতৎ বিচার উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ন্যায় অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধানলব্ধ), ইহা বাদরায়ণের (ব্যাসের) মত। তৎপ্রতি হেতু—সাম্যশ্রবণ। বেদে সমানরূপে আশ্রম চতুষ্টয় শ্রুত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়, গৃহস্থ তাহার অধিকারী, অন্য আশ্রম তাহার বিপরীত বা বিরোধী (অন্য আশ্রমে অবশ্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদির আচরণ দেখা যায় না), সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অসমর্থ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতির জন্যই কর্ম্মবর্জ্জিত আশ্রমান্তরের বিধান; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিই অগত্যা কর্ম্মবর্জ্জিত আশ্রমের অধিকারী; এইরূপ মতি (বুদ্ধি) সূত্রকার ব্যাস এতৎসূত্রে নিরাকৃত করিতেছেন। সূত্রকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ইচ্ছা না থাকিলেও বাদীদিগকে গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্যাশ্রমের বিধান স্বীকার করিতে হইবে। কারণ,

* আশ্রমান্তরমিতি যোজ্যম্। সাম্যং সমানত্বং পরামর্শস্য তস্মাৎ। সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ।—বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, অন্য আশ্রমও গার্হস্থ্যবৎ অনুষ্ঠেয়। কারণ এই যে, আশ্রম সমূহের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ সমান। উদাহৃতবাক্যে গার্হস্থ্যের অনুবাদ যদ্রূপ, আশ্রমান্তরের অনুবাদও তদ্রূপ। সুতরাং পরামর্শসাম্য বলে অন্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ন্যায় অনুষ্ঠেয় বা বিধেয়। (ভাষানুবাদ দেখ)।

সাম্যশ্রুতেঃ। সমানা হি গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য পরামর্শশ্রুতির্দৃশ্যতে 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদ্যা। যথেহ শ্রুত্যন্তরবিহিতমেব গার্হস্থ্যং পরামৃষ্টমেবমাশ্রমান্তরমপীতি প্রতিপত্তব্যম্। যথা চ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তয়োরেব নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ উপবীতবিধিপরে বাক্যে। তস্মাৎ তুল্যমনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য। তথা 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি' ইত্যস্য বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ। 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে' ইত্যস্য চ পঞ্চাগ্নিবি-

---

স্ততোধর্ম্মাণাং যজ্ঞাদীনাং প্রাতিস্বিকোৎপত্তীনাং কিমপেক্ষ্য ত্রিত্বং সঙ্খ্যাস্থ ব্যবস্থাপ্যেত। এ কৈকাশ্রমোপসংগৃহীতাস্ত্বাশ্রমাণাং ত্রিত্বাচ্ছক্যাস্ত্রিত্বে ব্যবস্থাপয়িতুমিত্যাশ্রমত্রিত্বপ্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গোগৃহাশ্রম একো ধর্ম্মস্কন্ধোব্রহ্মচাবীতি দ্বিতীযস্তপ ইতি চ তপঃপ্রধানাত্তু বানপ্রস্থাশ্রমান্নান্যোব্রহ্মসংস্থ ইতি চ পাবিশেষ্যাৎ পবিব্রাডিতি বক্ষ্যতি। তস্মাদন্যপবাদপি পবামর্শা

পবামর্শ, শ্রুতি দুই দিকেই সমান। [সমানা ..বিদ্যযা] ধর্ম্মস্কন্ধ তিন্, এই শ্রুতিতে গৃহাশ্রম ও অন্য আশ্রম সমানরূপে পবামৃষ্ট হইযাছে। ধর্ম্মস্কন্ধবাক্যে শ্রুত্যান্তববিহিত গার্হস্থ্যেব যদ্রূপ পবামর্শ (অনুবাদ), শাস্ত্রান্তববিহিত অন্য আশ্রমেবও তদ্রূপ পবামর্শ (অনুবাদ), ইহা জানিবে। এক স্থানেব বিহিত যে অন্য স্থানে পবামৃষ্ট (অনূদিত) হয, তাহাব উদাহবণ (দৃষ্টান্ত) আছে। যেমন উপবীত বাক্যে শাস্ত্রান্তব প্রাপ্ত নিবীত ও প্রাচীনাবীত * পবামৃষ্ট (অনূদিত) হয বা হইযাছে, সেইরূপ, উদাহৃত বাক্যেও আশ্রমান্তবেব পবামর্শ হইযাছে এবং সে পবামর্শ সাধু বলিযা গণ্য। ফল কথা এই যে অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যেব ন্যায অনুষ্ঠেয়। অপিচ, "পবিব্রাজকগণ এই আত্মলোক লাভার্থ প্রব্রজ্যা (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস) কবেন" এই বাক্য ও "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যযন, যজ্ঞ, দান, ইত্যাদিব দ্বাবা

---

* উত্তরীয বস্ত্র মালাবৎ কণ্ঠলম্বিত কবতঃ ধাবণ কবিলে অথবা তদ্দ্বারা দেহার্দ্ধ বন্ধন করিলে নিবীত নাম প্রাপ্ত হয়। বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণভাগে উত্তবীয স্থাপন কবিলে তাহা উপবীত এবং দক্ষিণ স্কন্ধাবদ্ধ করতঃ বামভাগাবলম্বী কবিলে তাহা প্রাচীনাবীত নাম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কার্য্যে নিবীত, পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীত, তদ্ভিন্ন কার্য্যে উপবীত। পূর্ব্বমীমাংসায় "নিবীতং মনুষ্যাণাং' ইত্যাদি বাক্যের উদ্দেশ্য বিচাবিত হইযাছে এবং তাহাতে স্থিব হইয়াছে যে, উপবীত বিধানার্থই নিবীত ও প্রাচীনাবীত পবামৃষ্ট (অনুদিত) হইয়াছে।

দ্যয়া। যত্তূক্তং 'তপ এব দ্বিতীয়ঃ' ইত্যাদিম্বাশ্রমান্তরাভিধানং সন্দিগ্ধমিতি। নৈষ দোষঃ। নিশ্চয়কারণসদ্ভাবাৎ। ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইতি হি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতং ন চ যজ্ঞাদয়ো ভূয়াংসো ধর্ম্মা উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তোহন্যত্রাশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিত্বেহন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গো গৃহাশ্রম একো ধর্ম্মস্কন্ধো নির্দ্দিষ্টঃ। ব্রহ্মচারীতি চ স্পষ্ট আশ্রমনির্দ্দেশঃ। তপ ইত্যপি কোহন্যস্তপঃপ্রধানাদাশ্রমাদ্ধর্ম্মস্কন্ধোহভ্যুপগম্যেত। 'যে চেমেহরণ্যে' ইতি চারণ্যলিঙ্গাৎ শ্রদ্ধাতপো-

---

দাশ্রমান্তরাণি প্রতীয়মানানি দেবতাধিকরণন্যায়েন ন শক্যন্তেহপাকর্ত্তুম্। ন চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধোবীরহা বেত্যাদেঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যং প্রমাদাদজ্ঞানাদ্বাগ্নিমুদ্বাসয়িতুং প্রবৃত্তং প্রত্যুপপত্তেঃ। এবঞ্চাবিরোধে সিদ্ধবৎ পরামর্শাদাশ্রমান্তরাণাং শাস্ত্রান্তরসিদ্ধিং বা কল্পয়িষ্যামোযথোপবীতবিধিপরে বাক্যে 'উপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে' ইত্যত্র 'নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামি'তি শাস্ত্রান্তরসিদ্ধয়োর্নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ ইতি।

ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন" এই বেদান্তবচন-বাক্য একসঙ্গে পঠিত এবং "যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাই তপঃস্থানীয়, এইরূপে উপাসনা করে" এই বাক্যও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিধায়ক বাক্যের সাহিত্যে (এক সঙ্গে) অভিহিত। (সুতরাং তুল্যবিধান)। [যত্তূক্তং ..শ্রমান্তরম্] বলিয়াছিলে যে, "তপ এব দ্বিতীয়ঃ" এই বাক্যে আশ্রমান্তরের বিধান হইয়াছে কি না সন্দেহ, বস্তুতঃ তাহা সন্দেহযুক্ত নহে। যখন নিশ্চায়ক হেতু আছে তখন আর তাহাতে সন্দেহ করা অযুক্ত। নিশ্চায়ক হেতু থাকিলে ঐরূপ উক্তি দোষবহন করে না। বিবেচনা কর, "তিন্ ধর্ম্মস্কন্ধ" এই প্রথমোক্ত বাক্যে তিন্ সংখ্যা পরিগণিত বা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বহু ধর্ম্ম অভিহিত থাকায় আশ্রম বিভাগ ব্যতীত সে সমুদায় তিনের অন্তর্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রতীত হইতেছে, যজ্ঞাদিচিহ্নিত গৃহাশ্রম এক স্কন্ধ, ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম (ব্রহ্মচারী শব্দ বিস্পষ্ট আশ্রমবাচক) দ্বিতীয় স্কন্ধ এবং তপোনামক অন্য এক স্কন্ধ তাহার তৃতীয়। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, তপঃশব্দে তপস্যাপ্রধান আশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পার না। অন্য কোন্ ধর্ম্মস্কন্ধ গ্রহণ করিবে? অবশ্যই অরণ্য শব্দের সামর্থ্যে ও শ্রদ্ধাতপঃশব্দের দ্বারা অতিরিক্ত এক আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয় তবে তাহা চতুর্থাশ্রম

ভ্যামাশ্রমগৃহীতিঃ। তস্মাৎ পরামর্শেঽপ্যনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরম্॥ ১৯॥

বিধির্ব্বা ধারণবৎ॥ ২০॥*

বিধির্ব্বায়মাশ্রমান্তরস্য ন পরামর্শমাত্রম্। ননু বিধিত্বাভ্যুপগম একবাক্যতাপ্রতীতিরুপরুধ্যেত। প্রতীয়তে চাত্রৈকবাক্যতা পুণ্যলোকফলাস্ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ব্রহ্মসংস্থতা ত্বমৃতত্বফলেতি। সত্যমেতৎ। সতীমপি ত্বেকবাক্যতাপ্রতীতিং পরিত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ। অপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যন্তরস্যাদর্শনাৎ

যদ্যপি ব্রহ্মসংস্থত্বস্তুতিপরতয়াঽস্য সন্দর্ভস্যৈকবাক্যতা গম্যতে সম্ভবন্ত্যা ত্বৈকবাক্যতায়াং বাক্যভেদোঽন্যায্যস্তথাপ্যাশ্রমান্তরাণাং পূর্ব্বসিদ্ধেরভাবাৎ পরামর্শানুপপত্তেরপরামর্শে চ স্তুতেরসম্ভবেন কিম্পরতয়া একবাক্যতাঽস্ত্ত ইতি তাং ভঙ্‌ক্ত্বা ধারণবদ্বরমপূর্ব্বত্বাদ্বিধিরেবাঽস্ত। যথা—অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্নন্দ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যোধারয়তীত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্যতাপ্রতীতৌ বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাৎ। যথোক্তম্ 'বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাদি'তি তথেহাপ্যাশ্রমান্তরপরামর্শশ্রুতির্ব্বিধিরেবেতি কল্প্যতে। সম্প্রতি

ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অতএব, পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ বাক্য হইলেও তদ্দ্বারা (ধর্ম্মস্কন্ধশব্দঘটিত বাক্যের দ্বারা) গার্হস্থ্য ব্যতীত চতুর্থাশ্রমেরও বৈধতা অবধারণ হয়। সুতরাং উপসংহার—উত্তরাশ্রম গার্হস্থ্যের সহিত সমান অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধিবোধিত)।

অথবা ঐটীই বিধায়ক বাক্য। ঐ বাক্যে কেবলমাত্র আশ্রমান্তরের উল্লেখ হয় নাই, উহাতে বিধানও হইয়াছে। ঐ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া অস্বীকার করিতে গেলে একবাক্যতা প্রতীতির বাধা জন্মে সত্য, (তিন ধর্ম্মস্কন্ধের ফল পুণ্যলোকপ্রাপ্তি কিন্তু ব্রহ্মসংস্থতার ফল মোক্ষ। এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার প্রশংসা, এ প্রশংসার দ্বারা সমুদায় বাক্য একীকৃত হয়, হইয়া

* বেত্যবধারণে। বিধিরেবাঽয়ং ন পরামর্শঃ। ধারণবদিতি দৃষ্টান্তঃ। একবাক্যতাজ্ঞানেঽপি তত্ত্যাগেনাপূর্ব্বার্থে বিধৌ দৃষ্টান্তঃ—ধারণবদিতি। ভাষ্যে চৈতদ্বিবৃতমস্তি।—পরামর্শ পক্ষ স্বীকার করিলেও চতুর্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে ঐ বাক্যই তাহার বিধায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন উপরিধারণ বাক্যে বিধি, সেইরূপ এখানেও ধর্ম্মস্কন্ধ বাক্যে আশ্রমবিধি। দৃষ্টান্তের বিবরণ ভাষ্য ব্যাখ্যায় পাইবেন।

বিস্পষ্টাচ্চাশ্রমান্তরপ্রত্যয়াৎ গুণবাদকল্পনয়ৈকবাক্যত্বপ্রয়োজনানুপপত্তেঃ। ধারণবৎ। যথা 'অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি'ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্যতাপ্রতীতৌ বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাৎ।

পরামর্শেঽপীতরেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মসংস্থতাসংস্তবসামর্থ্যাদেব বিধাতব্যা। ন

একই অর্থের প্রতীতি জন্মায়। সুতরাং ঐকাশ্রম্যই বিহিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায় সত্য;) পরন্তু সে একবাক্য ও একজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বিধিত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। কারণ এই যে, ঐ আশ্রমবিশেষ অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে। ফলিতার্থ এই যে, তদ্বিধায়ক বিধ্যন্তর দৃষ্ট হয় না, বিধ্যন্তর দৃষ্ট না হওয়ায় উদাহৃত বাক্যেই প্রোক্ত আশ্রমের বিধান অবশ্য-স্বীকার্য্য। [বিস্পষ্টা···কল্প্যতে] যখন স্পষ্টতঃই আশ্রম প্রতীতি হইতেছে তখন আর স্তুতিবাদ কল্পনা করিয়া একবাক্য করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বমীমাংসায় যেরূপে ধারণ-বাক্যের বিধিত্ব স্বীকৃত হইযাছে, এই উত্তর-মীমাংসায় সেইরূপেই উদাহৃত বাক্যের বিধিত্ব স্বীকৃত হইবে। একটী শ্রুতি আছে—"তাহার নীচে সমিধ স্থাপন করিবেক। দেবতার উদ্দেশে উপরিধারণ করিতেছে।" এই বাক্যে "নীচে সমিধ ধারণ" এই অংশে বিধিবিভক্তি ও উপরিধারণ অংশে পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রতীত হয, প্রদর্শিত তদুভয় বাক্য এক হইয়া এক অর্থকে অর্থাৎ অধোধারণরূপ অর্থকে বলবৎ করিতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। এক-বাক্যতা প্রতীত হইলেও উপরিধারণের অপূর্ব্বত্ব থাকায় (অন্য বাক্যে বিহিত না হওয়ায়) ইহাই সুস্থির হয় যে, প্রোক্ত সন্দর্ভ বাক্যদ্বয়ে বিভক্ত। তাহার শেষ বাক্যে উপরিধারণের বিধান অর্থাৎ বিধিবিভক্তি না থাকিলেও, "উপরি ধারয়তি—উপরে ধারণ করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, তাহা বিধি বলিয়া গণ্য। * এ কথা পূর্ব্বমীমাংসার শেষ লক্ষণে অর্থাৎ অঙ্গবিচার

---

* মহাপিতৃযজ্ঞ ও মৃত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র, এই দুই স্থলে ঐ বাক্য কথিত হইয়াছে। বাক্যের অর্থ এই যে, যখন হোমীয় ঘৃতাদি স্রুক্ নামক হোমপাত্রে লইয়া হোমকুণ্ড সমীপে নীত হইবে তখন পিত্র্য হোম হইলে সেই হোমীয় ঘৃতাদির নীচে সমিধ পাতিত করিবেক। ইহার নাম অধোধারণ, এবং বিধায়ক লিঙ বিভক্তি থাকায় এই অধোধারণ বাক্যই বিধিবাক্য। আর দৈব (দেবতার উদ্দেশে) হোম হইলে তাহার উপরে সমিধ স্থাপন করে, এই বাক্যে যে উপরে সমিধ দিবার কথা আছে, তাহা উপরিধারণ। এই উপরিধারণ বিধিবিভক্তির দ্বারা অভিহিত না হইলেও পূর্ব্বাপ্রাপ্ততা বিধায় বিধি বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ ধারয়তি শব্দের পরিবর্ত্তে ধারয়েৎ এইরূপ পদপ্রযুক্ত করা হয়। এ সকল কথা পূর্ব্বমীমাংসায আছে। অতএব, যদ্রূপ পূর্ব্ব-

তথা চোক্তং শেষলক্ষণে 'বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ' ইতি। তদ্বদিহাপ্যাশ্রমপরামর্শশ্রুতির্বিধিরেবেতি কল্প্যতে। যদ্যপি পরামর্শ এবায়মাশ্রমান্তরাণাং তথাপি ব্রহ্মসংস্থতা তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাদবশ্যবিধেয়াঽভ্যুপগন্তব্যা। সা চ কিং চতুর্ষ্বাশ্রমেষু যস্য কস্যচিদাহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈবেতি বিবেক্তব্যম্। যদি চ ব্রহ্মচার্য্যন্তেষ্বাশ্রমেষু পরামৃশ্যমানেষু পরিব্রাজকোঽপি পরামৃষ্টস্ততশ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং পরামৃষ্টত্বাবিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কশ্চিচ্চতুর্ষ্বাশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতি।

অথবিধেয়ং সংস্তূয়তে তদর্থত্বাৎ সংস্তবস্যেত্যাহ—"যদ্যপী"তি। অত্রাবান্তর-বিচারমাবভতে "সা চ কিং চতুর্ষ্বি"তি। বিচাবপ্রযোজনমাহ—"যদি চে"তি। নত্বনাশ্রম্যেব ব্রহ্মসংস্থোভবিষ্যতীত্যত আহ—"নাশ্রমিত্বে"তি। তত্র পূর্ব্ব-

সূত্রে সুব্যক্ত আছে। যথা—"পূর্ব্বপক্ষ বিদূবিত করিবে। কবিয়া ইহাই অবধাবণ করিবে যে, অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাক্যান্তব প্রাপ্ত নহে বলিযা ধারণ বাক্য বিধিবাক্য; অনুবাদ বাক্য নহে।" পূর্ব্বমীমাংসাব এই সূত্রে যেমন ধারণেব বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইযাছে, তেমনি, এই উত্তর মীমাংসাতেও আশ্রম-শ্রুতিব বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইবে। [যদ্যপি...যুক্তম্] ঐ বাক্য আশ্রমান্তর পবামর্শক হইলেও তদ্দ্বারা স্তুতির সামর্থ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার বিধান হইতে পারে। "যদ্ধি স্তূয়তে তৎ বিধীয়তে—যাহার স্তুতি তাহারই বিধান" এতদ্দৃষ্টে ব্রহ্মনিষ্ঠতাও বিধেয, ইহা স্বীকৃত হইলে তখন বিবেচ্য হইবে যে, ব্রহ্মসংস্থতা কোন্ আশ্রমের জন্য বিধেয়। চাব আশ্রমেব যে কোন আশ্রমের? কি কেবল পরিব্রাজকের? যদি অন্য আশ্রম ত্রযের সহিত পারিব্রাজ্যও পরামৃষ্ট হইয়া থাকে তবে অনাশ্রমিত্ব বাক্যের (অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ 'এই বাক্যের) সার্থক্য থাকিবেক না। তাহাতে এইরূপ বিধান নিষ্পত্তি হইবে যে, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিবে। আব যদি আশ্রমত্রয়ের সঙ্গে পারিব্রাজ্যের পবামর্শ না হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি অপ্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলে এই বিধান লব্ধ হইবে যে, মাত্র পরিব্রাজক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। ফলতঃ, এই শেষ পক্ষই সঙ্গত।

মীমাংসার উপরি সামধ ধারণের অপূর্ব্বতা দৃষ্টে পিত্র্যহোম ও 'দৈবহোম এই দুই বিষয়ে অধোধারণ ও উপরিধারণ বিধেয় বলিয়া স্থির করা হয়। সে স্থলে যেমন বাক্যভেদ অর্থাৎ দুই বাক্য স্বীকার করার দোষ হয় না, তদ্রূপ, এখানেও দুই বাক্য দোষাবহ হইবেক না।

অথ ন পরামৃষ্টস্ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়েব ব্রহ্মসংস্থ ইতি সেৎস্যতি। তত্র তপঃশব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরামৃষ্টঃ

পক্ষমাহ—"তত্র তপঃশব্দেনে"তি। অয়মভিসন্ধিঃ। ন তাবদ্ব্রহ্মসংস্থ ইতি পদং প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থং পরিব্রাজকেঽশ্বকর্ণাদিপদবদ্রূঢ়ম্। তদাশ্রমপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব অমৃতীভাব ইতি ন তদ্ভাবায় ব্রহ্মজ্ঞানমপেক্ষতে। তথা চ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি বিরোধঃ। ন চ সম্ভবত্যবয়বার্থে সমুদায়শক্তিকল্পনা। তস্মাদ্ব্রহ্মণি সংস্থাঽস্যেতি ব্রহ্মসংস্থঃ। এবঞ্চ চতুর্ষ্বাশ্রমেষু যস্যৈব ব্রহ্মণি নিষ্ঠত্বমাশ্রমিণঃ স ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি যুক্তম্। তত্র তাবদ্ব্রহ্মচারিগৃহস্থৌ স্বশব্দাভিহিতৌ। তপঃপদেন চ তপঃপ্রধানতয়া ভিক্ষুবানপ্রস্থাবুপস্থাপিতৌ। ভিক্ষুরপি হি সমধিকশৌচাষ্টগ্রাসী ভোজননিয়মাত্তবতি বানপ্রস্থস্তপঃপ্রধানঃ। ন চ গৃহস্থাদেঃ কর্ম্মিণোব্রহ্মনিষ্ঠত্বাসম্ভবঃ। যদি তাবৎ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মিতা সা ভিক্ষোরপি কায়বাঙ্মনোভিরস্তি। অথ যে ন ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কিন্তু কামার্থিতয়া তে কর্ম্মিণস্তথা সতি গৃহস্থাদয়োঽপি ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ন কর্ম্মিণঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠতা ন তু কর্ম্মত্যাগঃ। প্রমাণবিরোধাৎ। তপসা চ দ্বয়োরাশ্রময়োরেকীকরণেন ত্রয় ইতি ত্রিত্বমুপপদ্যতে। এবঞ্চ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমা অব্রহ্মসংস্থাঃ সন্তঃ পুণ্যলোকভাজোভবন্তি যঃ পুনরেতেষু ব্রহ্মসংস্থঃ সোঽমৃতত্বভাগিতি। ন চ যেষাং পুণ্যলোকভাগিত্বং তেষামেবামৃতত্বমিতি বিরোধঃ। যথা দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞাবভূতাং সম্প্রতি তয়োর্যজ্ঞদত্তস্তু শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পটুপ্রজ্ঞোবর্ত্তত ইতি তথেহাপি য এবাব্রহ্মসংস্থাঃ পুণ্যলোকভাজস্ত এব ব্রহ্মসংস্থা অমৃতত্বভাজ ইত্যবস্থাভেদাদবিরোধঃ। তথাচ ব্রহ্মসংস্থ ইতি যৌগিকং পদং প্রকৃতবিষয়ং ভবিষ্যতি। যথাগ্নেয্যাগ্নীধ্রমুপতিষ্ঠত ইত্যত্র বিনিযুক্তাপি প্রকৃতৈবাগ্নেয়ী গৃহ্যতে। ন চ বিনিযুক্তবিনিযোগবিরোধঃ। যদি হ্যত্রাগ্নেয়্যুপদিশ্যেত ততো যথা প্রতীতা তথোদ্দিশ্যেত বিনিযুক্তা চ প্রতীতির্ভবেদিতি বিনিযুক্তবিনিয়োগবিরোধঃ। ইহ তু আগ্নীধ্রোপস্থানে সা বিধেয়ত্বেন বিনিযুজ্যতে ন তূদ্দিশ্যতে। বিধেয়ত্বেন চ বিনিয়োগে আগ্নেয়ীপদার্থাপেক্ষণাৎ প্রকৃতাতিক্রমে প্রমাণাভাবাৎ তাবতা চ শাস্ত্রোপপত্তের্নাপ্রকৃতানামপি গ্রহণসম্ভবঃ। ন চ যাতযামতয়া ন বিনিযোগঃ। বাচস্তোমে সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিনিযোগাদন্যত্রাপ্যবিনিয়োগপ্রসঙ্গাৎ তথেহাপি প্রকৃতা এবাশ্রমা বুদ্ধিবিপরিবর্ত্তিনঃ পরামৃশ্যন্তে নাযুক্তঃ পরিব্রাডেবেতি পূর্ব্বঃ

এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, তপঃশব্দ বানপ্রস্থ আশ্রমের বোধক, সুতরাং তপঃশব্দ থাকায় পরিব্রাজক বানপ্রস্থের বিশেষণরূপে পরামৃষ্ট হইয়াছেন।

পরিব্রাড়পীতি কেচিৎ। তদযুক্তম্। ন হি সত্যাং গতৌ বান-প্রস্থবিশেষণেন পরিব্রাজকো গ্রহণমর্হতি। যথাত্র ব্রহ্মচারি-গৃহমেধিনাবসাধারণেনৈব স্বেন স্বেন বিশেষণেন বিশেষিতা-বেবং ভিক্ষুবৈখানসাবপীতি যুক্তম্। তপশ্চাসাধারণো ধর্ম্মো বানপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধানত্বাত্তপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ। ভি-ক্ষোস্তু ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদিলক্ষণো নৈব তপঃশব্দেনাভিল-প্যেত। চতুষ্টেন চ প্রসিদ্ধা আশ্রমাস্ত্রিত্বেন পরামৃষ্যন্ত ইত্য-ন্যায্যম্। অপি চ ব্যপদেশো বা ভবতি 'ত্রয় এতে পুণ্য-

---

পক্ষঃ। বাদ্ধান্তমুপক্রমতে। "তদযুক্তম্। ন হি সত্যাং গতৌ বানপ্রস্থ-বিশেষণেনে'তি। যথোপক্রান্তং তথৈব পরিসমাপনমুচিতম্। যৎসঙ্খ্যাকাশ্চ যে প্রসিদ্ধাস্তে তৎসঙ্খ্যাকা এব কীর্ত্ত্যন্ত ইতি চোচিতম। ন তু সত্যাং গতাবুৎ-সর্গস্যাপবাদো যুজ্যতে। অসাধারণেনৈকৈকেন লক্ষণেনৈকৈক আশ্রমোবক্ত-মুপক্রান্ত ইতি তথৈব সমাপনমুচিতম্। ন তু সাধারণাসাধারণাভ্যামুপক্রম সমাপ্তী শ্লিষ্যেতেং ন চ তপোনাম নাসাধারণং বানপ্রস্থানামিত্যত আহ— "তপশ্চাসাধারণ"ইতি। ন খলু পরাকাদিভিঃ কায়ক্লেশপ্রধানো যথা বানপ্রস্থ-স্তথা ভিক্ষুঃ সত্যপ্যষ্টগ্রাসাদিনিয়মে। ন চ শৌচসন্তোষশমদমাদয়স্তপঃপক্ষে বর্ত্তন্তে তত্র বৃদ্ধানাং তপঃপ্রসিদ্ধেরসিদ্ধেঃ। অতএব বৃদ্ধাস্তপসোভেদেন শৌচাদীনাচক্ষতে—শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা ইতি। সিদ্ধসঙ্খ্যাভেদেষু চ সঙ্খ্যান্তরাভিধানমশ্লিষ্টমিত্যাহ—"চতুষ্টেন চে"তি। "অপি

যাঁহারা এ কথা বলেন তাহাদের কথা যুক্তিযুক্ত নহে। [ন ..ন্যায্যম] যখন গত্যন্তর আছে তখন আর কেন বানপ্রস্থবিশেষণে পরিব্রাজকের গ্রহণ করিবে? করিলে তাহা অবশ্যই অন্যায্য হইবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ এই উভয় যেমন নিজ নিজ অসাধারণ বিশেষণে বিশেষিত, সেইরূপ, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থও অনন্যসাধারণ নিজ ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষিত। বানপ্রস্থী দিগের নিজ অসাধারণ (নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত) ধর্ম্ম তপস্যা, তাহা কায়ক্লেশপ্রধান। কায়ক্লেশপ্রধান কৃচ্ছ্রাদি ধর্ম্মেই তপঃশব্দ রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। আর ভিক্ষুর (চতুর্থাশ্রমের) অসাধারণ ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি, তাহা তপঃশব্দের অভিলাপ্য নহে। অপিচ যখন চার আশ্রমই প্রসিদ্ধ, তখন তিন্ আশ্রমের পরামর্শ, এ কথা ন্যায্য নহে। প্রসিদ্ধ চতুরাশ্রমের এক আশ্রম লুপ্ত হইবে, এ কথা সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদীর পক্ষেই অসঙ্গত। [অপিচ ..ভাক্] অপিচ, আশ্রম বিষয়ে ভেদব্যপদেশও দেখা যায়। ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া গণনা

লোকভাজ একোঽমৃতত্বভাক্' ইতি। পৃথক্ত্বে চ ব্যপদেশো-ঽবকল্পতে। ন হ্যেবম্ভবতি দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞাবন্যতর-স্তয়োর্মহাপ্রজ্ঞ ইতি। ভবতি ত্বেবং দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দ-প্রজ্ঞৌ বিষ্ণুমিত্রস্তু মহাপ্রজ্ঞ ইতি। তস্মাৎ পূর্ব্বে ত্রয় আশ্র-মিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়মৃতত্বভাক্। কথং পুনর্ব্রহ্মসংস্থশব্দো যোগাৎ প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বত্র সম্ভবন্ পরিব্রাজক এবাবতিষ্ঠেত, রূঢ্যভ্যুপগমে বাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রা-প্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইতি। অত্রোচ্যতে। ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি

চ ব্যপদেশো বে"তি। ত্রয় এত ইতি কিং ভিক্ষুবপি পরামৃশ্যতে কিং বা ভিক্ষু-বর্জ্জং ত্রয় এব ন তা বলয় ইতি ভিক্ষুসংগ্রহে তদ্বর্জ্জনমেতে নয় ইত্যত্র কর্ত্তুং শক্যম্। এত ইতি প্রকৃতানাং সাকল্যেন পরামর্শাৎ। ভিক্ষুসংগ্রহে চ ন তস্য পুণ্যলোকত্বমব্রহ্মসংস্থত্বাভাবাদ্ভিক্ষোঃ। তেন তস্য ব্রহ্মসংস্থস্য সদা পুণ্যলোক-ত্বমমৃতত্বঞ্চেতি বিরোধঃ। ত্রিষু চ ব্রহ্মসংস্থপদে যদেতি সম্বন্ধনীয়ম্। ভিক্ষৌ চ সদেতি বৈষম্যম্। তদিদমুক্তম্। "পৃথক্ত্বে চে"তি। পূর্ব্বপক্ষাভাসং স্মার-য়তি—"কথং পুনর্ব্রহ্মসংস্থশব্দোযোগাদি"তি। তন্নিরাকরোতি—"অত্রোচ্যত"-

---

বা উল্লেখ। যথা—"কথিত তিন্ আশ্রম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত করায় এবং এক আশ্রম মোক্ষ প্রাপ্ত করায়।" এই ব্যপদেশও ঐরূপ ভিন্ন ফলের কথন, আশ্রমের পার্থক্য বা ভিন্ন পক্ষেই সঙ্গত, একাশ্রম ও আশ্রম ত্রিত্ব এই দুই পক্ষে অসঙ্গত। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্ব্বোধ, তদুভয়েব একজন সুবোধ, এ কথা যেমন অসঙ্গত, গৃহী ও বনপ্রস্থী, তন্মধ্যে একজন ব্রহ্মসংস্থ, এ কথা তদপেক্ষা অসঙ্গত। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্ব্বোধ, কিন্তু বিষ্ণুমিত্র সুবোধ, এই কথা এবং গৃহী ও বনপ্রস্থী পুণ্যলোকভাগী এবং ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজক মোক্ষভাগী, এই কথা সম্যক্ সঙ্গত জানিবে। প্রোক্ত কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভিন্ন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট পরিব্রাজক মোক্ষ-ভাগী। [কথং···নিমিত্তঃ] যদি বল, ব্রহ্মসংস্থশব্দের যোগার্থ—ব্রহ্মে সম্যক্ অবস্থিতি, তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে। আশ্রমীমাত্রেই যখন ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন, যখন তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে, তখন তাহাকে কিরূপে মাত্র পরিব্রাজকপর (পরিব্রাজক-বাচক) বলিতে পার? যদি বল ঐ শব্দ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় পরিব্রাজকে রূঢ়, তাহা বলিলেও অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ শব্দের চতুর্থাশ্রমবাচিতা স্বীকার করিলেও নিষ্কৃতি নাই। কারণ, যদি

ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্যব্যাপারতারূপতন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মাননুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো ন সম্ভবত্যননুষ্ঠাননিমিত্তঃ। শমদমাদিস্তু তদীয়ো ধর্ম্মো ব্রহ্মসংস্থতায়া উপোদ্বলকো ন বিরোধী। ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেব হি তস্য শমদমাদ্যুপবৃংহিতং স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম যজ্ঞাদি চেতরেষাং তদ্ব্যতিক্রমে চ তস্য প্রত্যবায়ঃ। তথা চ

ইতি। অযমভিসন্ধিঃ। সত্যং যৌগিকঃ শব্দঃ সতি প্রকৃতসম্ভবে ন তদতিপত্যাঽপ্রকৃতে বর্ত্তিতুমর্হতি। অসতি তু সম্ভবে মা ভূৎ প্রমাদপাঠ ইত্যপ্রকৃতে বর্ত্তয়িতব্যঃ। দর্শিতশ্চাত্রাসম্ভবোঽধস্তাদিতি। এষ হি ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণো ধর্ম্মো ভিক্ষোবসাধারণ আশ্রমান্তরাণি তৎসংস্থান্যতৎসংস্থানি চ ভিক্ষুস্তৎসংস্থ ইত্যেব তৎসংস্থতা হি স্বভাবং ব্যবচ্ছিন্দতী বিরোধাৎ যস্তৎসংস্থ এব তত্রাশ্রমী নান্যত্র। শমদমাদিস্তু তদীয ইতি স্বাঙ্গমব্যবধাযকমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মসংস্থত্বমসাধারণং পরিব্রাজকধর্ম্মং শ্রুতিরাদর্শযতীত্যাহ—"তথা চ ন্যাসোব্রহ্মে"তি।

আশ্রমমাত্রাবলম্বনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয তাহা হইলে জ্ঞানের প্রযোজন কি? সার্থক্য কি? এ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্মসংস্থশব্দের মুখ্যার্থ ব্রহ্মে সর্ব্বব্যাপারের পরিসমাপ্তি অনন্যব্যাপার বা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওযা আর ব্রহ্মসংস্থ হওযা তুল্যার্থ। তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠতা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমীর অসম্ভব। অসম্ভব কেন? তাহা বলিতেছি। গৃহস্থাদি আশ্রমী নিজ নিজ আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে পাপী হওযার কথা আছে। পরন্তু পারিব্রাজ্য আশ্রমে সে কথা নাই। পরিব্রাজক বিধিবিধানক্রমে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিয়াছেন, সেজন্য পরিব্রাজকের কর্ম্মাকরণজনিত প্রত্যবায (পাপ) হয় না। [শমদমা...প্রত্যবাযঃ] পরিব্রাজকের ধর্ম্ম শমদমাদি, তাহা ব্রহ্মসংস্থতার বিরোধী নহে; প্রত্যুত পরিপোষক। শমদমাদির দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতার বৃংহণ করাই প্রব্রজ্যাশ্রমের কার্য্য এবং যজ্ঞাদি করা অপরাশ্রমের কার্য্য। কাযেই যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে গৃহস্থাদি আশ্রমীর আশ্রমবিহিত কর্ম্মের ত্যাগজনিত অধর্ম্ম হয, সন্ন্যাসীর তাহা হয় না। বরং তাহাতে সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্যই করা হয়। [তথাচ...তবতি] এ কথা শ্রুতিতে আছে, স্মৃতিতেও আছে। শ্রুতি যথা—"সন্ন্যাসইঃ ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ)। কারণ এই যে, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বজীবের অভীষ্ট-দেবতা। যিনি পর—পরমাত্মা,

'ন্যাসোব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা' 'তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ' 'বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। স্মৃতয়শ্চ 'তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ' ইত্যাদ্যা ব্রহ্মসংস্থস্য কর্ম্মাভাবং দর্শয়ন্তি। তস্মাৎ পরিব্রাজকস্যাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইত্যেযোহপি দোষো নাবতরতি। তদেবং পরামর্শেহপীতরেষামাশ্রমাণাং পারিব্রাজ্যং তাবদ্‌ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণং লভ্যত এব। অনপেক্ষ্যৈব জাবালশ্রুতিমাশ্রমান্তরবিধায়িনীময়মাচার্য্যেণ বিচারঃ প্রবর্ত্তিতঃ। বিদ্যত এব ত্বাশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা। 'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনীভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা'

সর্ব্বসঙ্গপবিত্যাগো হি ন্যাসঃ স ব্রহ্ম। কুত ইত্যত আহ—"ব্রহ্মা হি পবঃ"। অতঃ পবো ন্যাসো ব্রহ্মেতি। কিমপেক্ষ্য পবঃ সন্ন্যাস ইত্যত আহ— "তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যবেচর্যাদি"তি। এতদুক্তং ভবতি। ব্রহ্মপরতয়া সর্ব্বৈষণাপবিত্যাগলক্ষণো ন্যাসো ব্রহ্মেতি। তথা চেদৃশং ন্যাসলক্ষণং

তিনিই ব্রহ্মা। ফলিতার্থ—সন্ন্যাস পবমাত্মবিজ্ঞানের বা পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু; সুতরাং তাহা ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম।" "পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি অবর তপস্যা, নিকৃষ্টলাভের উপায, সন্ন্যাস সে সকল অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসংস্থতার দ্বারা মুক্তি হয়; সে জন্য তাহা মুক্তির কাবণ।" "বিশুদ্ধবুদ্ধি বৈরাগ্যবান্ যতিবা সন্ন্যাসেব সাহায্যে বেদান্তবিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া মুক্ত হন।" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"তদ্‌বুদ্ধি, তদাত্মা, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরাযণ—" ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রহ্মসংস্থের কর্ম্মত্যাগ দেখাইয়াছেন। অতএব, পরিব্রাজক প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ মাত্রে মোক্ষভাগী হইলে জ্ঞানের সার্থক্য থাকে না, এ আপত্তি অবতারিত হইতেই পারে না। [তদেবং··· ইতি] এ পর্য্যন্ত যেরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আহরণপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদায়ে ইহাই প্রাপ্ত হওযা যায় যে, "ধর্ম্ম স্কন্ধ তিন্—" ইত্যাদি বাক্যে অন্যান্য আশ্রমের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ হইলেও তদ্বাক্যে ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণ প্রব্রজ্যার প্রাপ্তি আছেই। প্রব্রজ্যাশ্রমবিধায়িনী জাবালশ্রুতির প্রতীক্ষা না করিয়াই আচার্য্য ব্যাস এই বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ইতি। ন চেয়ং শ্রুতিরনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুমবিশেষশ্রবণাৎ পৃথগ্বিধানাচ্চানধিকৃতানাম্। 'অথ পুনরেব ব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা' ইত্যাদিনা ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকাঙ্গত্বাচ্চ পারিব্রাজ্যস্য নানধিকৃতবিষয়ত্বম্। তচ্চ দর্শয়তি 'অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি' ইতি। তস্মাৎ সিদ্ধা ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ. সিদ্ধঞ্চোর্দ্ধরেতঃসু বিধানাদ্বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমিতি ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মসংস্থত্বং ভিক্ষোরেবাসাধারণং নেতরেষামাশ্রমিণাম্। ব্রহ্মজ্ঞানস্য শব্দজনিতস্য যঃ পরীপাকঃ সাক্ষাৎকারোঽপবর্গসাধনং তদঙ্গতয়া পারিব্রাজ্যং বিহিতং ন ত্বনধিকৃতং প্রতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রমের বিচারলভ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসবিধায়িনী শ্রুতিই আছে। সন্ন্যাসবিধায়িনী সাক্ষাৎশ্রুতি এই—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবেক। গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী হইবেক বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবেক। যদি ব্রহ্মচর্য্যকালেই বৈরাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক। অথবা গার্হস্থ্য হইতে কিংবা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবেক।" [ন চেয়ং...স্বাতন্ত্র্যমিতি] এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, এই শ্রুতি স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে অক্ষম অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে সন্ন্যাস করিতে বলিতেছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে সেরূপ কোন বিশেষ উক্তি নাই। অন্য শ্রুতিতেও সন্ন্যাসের পৃথক্ বিধান দেখা যায়, সে জন্যও উদাহৃত শ্রুতি কেবল কর্ম্মাক্ষমবিষয়িণী নহে। তদ্‌যথা—"ব্রতাচারী হউক অব্রতাচারী হউক স্নাতক হউক, অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবেক।" এই শ্রুতি ও অন্য শ্রুতি স্পষ্টাভিধানে বলিতেছেন যে, পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়; সে জন্য তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ দিগের জন্য বিহিত; পঙ্গ্বন্ধাদি কর্ম্মাক্ষম দিগের জন্য নহে। পারিব্রাজ্য যে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ, শ্রুতি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর জ্ঞানী প্রব্রজ্যাগ্রহণ, বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান, মস্তকমুণ্ডন, বিত্তাদিস্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধস্বভাব থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়।" অতএব, ঊর্দ্ধরেত আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞানও তদাশ্রমবিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ নহে।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ॥ ২১॥ *

'স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ। ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ। তদিদমেবোকৃথমিয়মেব পৃথিবী' [ছা° উ°] ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ কিমুদ্গীথাদিস্তুত্যর্থা আহোস্বিদুপাসনবিধ্যর্থা ইত্যস্মিন্‌ সংশয়ে স্তুত্যর্থা ইতি যুক্তম্। উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ। যথা 'ইয়মেব পৃথিবী জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ

যদ্যত্র সন্নিধান উপাসনাবিধির্নাস্তি ততঃ প্রদেশান্তরস্থিতোঽপি বিধিরব্যভিচরিতত্দ্বিধিসম্বন্ধেনোদ্গীথেনোপস্থাপিতঃ স এষ রসানাং রসতম ইত্যাদিনা পদসন্দর্ভেণৈকবাক্যভাবমুপগতঃ স্তূয়তে। ন হি সমভিব্যাহৃতৈরেবৈ-

"এই অষ্টম রস উদ্গীথ, † ইহা পূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া পরম, পরার্দ্ধ্য অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় উপাস্য।" "ইহাই ঋক্ ও অগ্নি, সাম ও এতল্লোক, উকৃথ ও চিত অগ্নি (যজ্ঞার্থে আহৃত অগ্নি), এবং ইহাই পৃথিবী।" এই সকল শ্রুতি ও এতদ্বিধ অন্যান্য শ্রুতি কি উদ্গীথ (প্রণব) প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গের স্তুতির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত? কি উপাসনা বিধানার্থ অভিহিত? এইরূপ সংশয় হওয়াতে প্রথমতঃই পাওয়া যায়, স্তুতির নিমিত্তই প্রবর্ত্তিত। এ বিষয়ে যুক্তি বা কারণ এই যে, ঐ সকল উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণব প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ উল্লেখে কথিত হইয়াছে। যেমন যজ্ঞবিদ্যামধ্যে জুহূর (আহুতি দিবার পাত্রের) স্তুতির জন্য "ইহাই পৃথিবী—" ইত্যাদি শ্রুতি অভিহিত, সেইরূপ এখানেও উদ্গীথাদির স্তুতির নিমিত্ত "স এষ রসানাং রসতমঃ—" ইত্যাদি শ্রুতি প্রবর্ত্তিত। সংশয়ের প্রথম কোটীতে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে এইরূপই পাওয়ায়;

* উপাদানাৎ উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ "স এষ রসানাং রসতমঃ—" ইত্যাদিবাক্যং স্তুতিমাত্রং স্তুতিরেব ন বিধিরিতি ন মন্তব্যম্। কুতঃ? অপূর্ব্বত্বাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্তত্বাৎ। পূর্ব্বত্র বিধ্যভাবাদিত্যর্থঃ। বিধিং বিনা স্তুতির্ন সম্ভবতীতি দ্রষ্টব্যম্।—"এই যে উদ্গীথ—যাহা অষ্টম রস—" ইত্যাদি বাক্য যে কেবল উদ্গীথের (প্রণবের) স্তুতি বাক্য, তাহা নহে। উহাতে উদ্গীথ উপাসনার বিধান হইয়াছে। পূর্ব্বে বিধি থাকিলে উহা তাহার স্তাবক হইতে পারিত; তাহা না থাকায় আনর্থক্য পরিহারের নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যে উপাসনা বিধি স্বীকৃত হয়।

† "এই সকল ভূতের রস অর্থাৎ সার পৃথিবী। পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি, ওষধির সার মানুষ, মানুষের সার বাক্য, বাক্যের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্গীথ, যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব। এইরূপে উদ্গীথ পৃথিবী অপেক্ষা অষ্টম।

স্বর্লোক আহবনীয়ঃ' ইত্যাদ্যা জুহ্বাদিস্তুত্যর্থাস্তদ্বদিতি চেৎ। নেত্যাহ। ন স্তুতিমাত্রমাসাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তমপূর্ব্বত্বাৎ। বিধ্যর্থতায়াং হ্যপূর্ব্বার্থো বিহিতো ভবতি স্তুত্যর্থতায়াং ত্বানর্থক্যমেব স্যাৎ। বিধায়কস্য হি শব্দস্য বাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্যমানা স্তুতিরুপযুজ্যত ইত্যুক্তম্ 'বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিত্যত্র' [মীমাংসা]। প্রদেশান্তরবিহিতানাং তূদ্গীথাদীনামিয়ং প্রদেশান্তরপঠিতা স্তুতির্ব্বাক্যশেষভাবমপ্রতিপদ্যমানাঽনর্থিকৈব স্যাৎ। ইয়মেব

কবাক্যতা ভবতীতি কিঁশ্চিন্নিযমহেতুবস্তি। অনুষঙ্গাতিদেশলক্ষেবপি বিধ্যসমভিব্যাহৃতৈবর্থবাদৈবেকবাক্যতাভ্যুপগমাৎ। যদি তূদ্গীথমুপাসীত সামোপাসীতেত্যাদিবিধিসমভিব্যাহাবঃ শ্রুতস্তথাপি তস্যৈব বিধেঃ স্তুতিঃ। ন তূপাসনবিষয়সমর্পণপবঃ। ওমিত্যেতদক্ষবমুদ্গীথমিত্যনেনৈবোপাসনাবিষযসমর্পণাদিতি প্রাপ্তেঽভিধীযতে। ন তাবদ্দূবস্থেন কর্ম্মবিধিবাক্যৈনৈকবাক্যতাসম্ভবঃ। প্রতীতসমভিব্যাহৃতীনাং বিধিনৈকবাক্যতযা স্তুত্যর্থত্বমর্থবাদানাং রক্তপটন্যাযেন ভবতি। ন তু স্তুত্যা বিনা কাচিদনুপপত্তির্ব্বিধেঃ। যথাহুঃ— অস্তি তু তদিত্যতিরেকে পবিহাব ইতি। অত এব বিধেবপেক্ষাভাবাৎ প্রবর্ত্তনাত্মকস্যানুষঙ্গাতিদেশাদিভিবর্থবাদপ্রাপ্ত্যভিধানমসমঞ্জসম্। ন হি কর্ত্র-

---

পরন্তু ইহার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। সিদ্ধান্তবাদী বলিবেন, তাহা নহে। [ন...শ্রুতযঃ] স্তুতি করাই ঐ সকল শ্রুতিব প্রযোজন, একপ বলা সঙ্গত নহে। কাবণ, ঐ সকল অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বে আব কোথাও ঐ সকল বলা হয নাই—উপদিষ্ট হয নাই। ঐ সকল বাক্য বিধানের নিমিত্ত উচ্চারিত ইহা স্বীকাব কবিলে পূর্ব্বাপবিজ্ঞাত প্রণবাদি উপাসনার বিধান সিদ্ধ হইতে পাবে। স্তুতিব নিমিত্ত উচ্চাবিত বলিলে ঐ সকলের কোনও সার্থক্য থাকে না। পূর্ব্ববাক্যে যদি বিধায়ক শব্দ থাকে তবেই পরবাক্য তাহার পোষক বা স্তাবক হইতে পাবে। এ তথ্য পূর্ব্বমীমাংসার "বিধিব সহিত ঐক্য বা একবাক্য হইযা যায় বলিয়া সে সকলের বিধিপ্রশংসার্থতা সিদ্ধ হয" এই সূত্রে প্রদর্শিত আছে। উদ্গীথ এক প্রদেশে বিহিত, অন্য প্রদেশে তাহার প্রশংসা, ইহা সঙ্গত হয না। তাহাতে সে স্তুতির সাফল্য থাকে না। কি সাফল্য দেখাইবে? দেখাইতে পারিবে না "এই জুহূ পৃথিবী—" ইত্যাদি বাক্য বিধিসন্নিধানে পঠিত, সুতরাং তাহা জুহূর

জুহূরিত্যাদি তু বিধিসন্নিধাবেবাম্নাতমিতি বৈষম্যম্। তস্মা-দ্বিধ্যর্থা এবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥*

'উদ্গীথমুপাসীত সামোপাসীতাহমুক্থমস্মীতি বিদ্যাৎ' [ছা° উ°] ইত্যাদয়শ্চ বিস্পষ্টা বিধিশব্দাঃ শ্রূয়ন্তে তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনতায়াং ব্যাহন্যেরন্। তথা চ ন্যায়বিদাং স্মরণং—

'কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্' ॥ ইতি।

পেক্ষিতোপায়তাযামবগতাযাং প্রাশস্ত্যপ্রত্যয়স্যাস্তি কশ্চিদুপযোগঃ। তস্মাদ্-দূরস্থস্য কর্ম্মবিধেঃ স্তুতাবানর্থক্যম্। তেনৈকবাক্যতানুপপত্তেঃ সন্নিহিতস্য তূপাসনাবিধেঃ কিং বিষয়সমর্পণেনোপযুজ্যতামুত স্তুত্যেতি বিশয়ে বিষয়-সমর্পণেন যথার্থত্বং নৈবং স্তুত্যা বহিরঙ্গত্বাৎ। অগত্যা হি সা। তস্মাদুপা-সনার্থা ইতি সিদ্ধম্।

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্ ॥"

স্তাবক হওয়া সঙ্গত। অতএব, জুহূস্তাবক বাক্য রসতমাদি বাক্যের সহিত সমান নহে, প্রত্যুত অসমান। অর্থাৎ উহা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নহে। অতএব, ঐ সকল শ্রুতি বিধির উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ উপা-সনার বিধানই ঐ সকলের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। (বিধি বিভক্তি নাই সত্য; পরন্তু ফল দেখিয়া তাহার কল্পনা কর।)

"উদ্গীথং উপাসীত—উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" "সাম উপাসীত—সাম-উপাসনা করিবেক" "অহং উক্থঃ অস্মি—আমি উক্থ হইতেছি এইরূপ ভাবিবেক" ইত্যাদি স্থলে বিধিশব্দের স্পষ্ট শ্রবণও আছে। স্তুতিপক্ষ স্বীকার করিতে গেলে সে সকলের ব্যাঘাত হইবে। ন্যায়জ্ঞগণ—যাঁহারা লিঙাদি বোধ্য অর্থের বিধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ-মাত্রেই এইরূপ লক্ষণান্বিত পদ বিধি। যথা—কুর্য্যাৎ—করিবেক, ক্রিয়েত—

---

* উপাসীতেত্যাদৌ ভাবনাসামান্যবাচিশব্দশ্রবণাদিত্যর্থঃ।—"উপাসীত—উপাসনা করি-বেক" এইরূপ এইরূপ বিস্পষ্ট বিধি শব্দ শ্রুত আছে। সে জন্য উদ্গীথাদি শ্রুতি নিশ্চিত উপাসনা বিধানের জন্য উচ্চারিত, উদ্গীথস্তুতির জন্য নহে।

লিঙাদ্যর্থো বিধিরিতি মন্যমানাস্ত এবং স্মরন্তি। প্রতিপ্রকরণঞ্চ ফলানি শ্রাব্যন্তে 'আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি। এষ হ্যেব কামাগানস্মেষ্টে। কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ' ইত্যেবমাদীনি। তস্মাদপ্যুপাসনবিধানার্থা উদ্গীথাদিশ্রুতয়ঃ ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥*

'অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যা-

---

ভাবনায়াঃ খলু কর্ত্তৃসমীহিতানুকূলত্বং বিধির্নিষেধশ্চ কর্ত্তুরহিতানুকূলত্বম্। যথাহুঃ—কর্ত্তব্যশ্চ সুখফলোঽকর্ত্তব্যো দুঃখফল ইতি। এতচ্চাস্মাভিরুপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্। ক্রিয়া চ ভাবনা তদ্বচনাশ্চ করোত্যাদয়ঃ। যথাহুঃ—কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনা ইতি। অতএব কৃভ্বস্তীনুদাহৃতবান্। সামান্যোক্তৌ তদ্বিশেষাঃ পচেদিত্যাদয়োঽপি গম্যন্ত ইতি। তত্র কুর্য্যাদিত্যাক্ষিপ্তকর্ত্তৃকা ভাবনা। ক্রিয়েতেতি আক্ষিপ্তকর্ম্মিকা ভাবনা। কর্ত্তব্যমিতি তু কর্ম্মভূতদ্রব্যোপসর্জ্জনভাবনা। এবং দণ্ডী ভবেদ্দণ্ডিনা ভবিতব্যং দণ্ডিনা ভূযেতেত্যেকধাত্বর্থবিষয়া বিধ্যুপহিতা ভাবনা উদাহার্য্যাঃ। ভবতিশ্চৈব জন্মনি। যথা কুলালব্যাপারাদ্ঘটো ভবতি বীজাদঙ্কুরোভবতীতি প্রযুঞ্জতে। ন চ বীজাদঙ্কুরোঽস্তীতি প্রযুঞ্জতে। তস্মাদস্তিঃ সত্তায়াং ন জন্মনীতি।

যদ্যপি উপনিষদাখ্যানানি বিদ্যাসন্নিধৌ শ্রুতানি তথাপি সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি

কৃত হইবেক, কর্ত্তব্য—করিতে হইবেক, ভবেৎ—জন্মিবেক, স্যাৎ—হইবেক। অপিচ প্রত্যেক প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন ফল শ্রবণ আছে তাহাতেও বিধান অনুমিত হয়। "সে বা তাহা কাম্য সমূহের প্রাপক হয়।" "ইহা কামনাকারীর কামনা পূরণ করে।" "এই উপাসকের উর্দ্ধ ও আবৃত্তলোক লাভ হয়।" ইত্যাদি। অতএব, উদ্গীথাদি শ্রুতি উপাসনা বিধান করিতে প্রবৃত্ত, উদ্গীথের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত নহে।

বেদান্তমধ্যে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। যথা—"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির

---

* বেদান্তপঠিতাখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থা ন। কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ। যানি পারিপ্লবার্থানি তানি ন সামান্যেনাভিহিতানি কিন্তু বিশেষেণ। স বিশেষো বেদান্তপঠিতাখ্যানেষু নাস্তি। ততশ্চ তানি ন পারিপ্লবার্থানি।—বেদান্ত মধ্যে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, সে সকল পারিপ্লব প্রযোজনে অভিহিত, এরূপ অবধারণ করিতে পার না। কারণ, পারিপ্লবাখ্যান

য়নী চ' 'প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম' 'জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস' ইত্যেবমাদিষু বেদান্তপঠিতেষ্বাখ্যানেষু সংশয়ঃ কিমিমানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থান্যাহোস্বিৎ সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থানীতি। পারিপ্লবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ। আখ্যানসামান্যাদাখ্যানপ্রয়োগস্য চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ। ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্যাৎ মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বা-

পারিপ্লব ইতি সর্ব্বশ্রুত্যা নিঃশেষার্থতয়া দুর্ব্বলস্য সন্নিধের্ব্বাধিতত্বাৎ পারিপ্লবার্থান্যেবাখ্যানানি। ন চ সর্ব্বা দাশতয়ীরনুক্রময়াদিতি বিনিয়োগেঽপি দাশতয়ীনাং প্রাতিস্বিকবিনিযোগাত্তত্র তত্র কর্ম্মণি যথা বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে তথেহাপি সত্যপি পারিপ্লবে বিনিয়োগো সন্নিধানাদ্বিদ্যাঙ্গত্বমপি ভবিষ্যতীতি বাচ্যম্। দাশতয়ীষু প্রাতিস্বিকানাং বিনিয়োগানাং সমুদায়বিনিয়োগস্য চ

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিল।" "দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়তম ধামে (বৈজয়ন্ত পুরে) গমন করিলেন।" "পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন, এবং তাঁহার গৃহে বহু অন্ন পাচিত হইত অর্থাৎ তিনি বহু লোক ভোজন করাইতেন।" ইত্যাদি। বেদান্তপঠিত এই সকল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সংশয় হয়, ঐ সকল আখ্যায়িকা কি পারিপ্লব * প্রয়োগার্থ? কি সেই সকলের সন্নিধানে যে সকল উপাসনার উপদেশ আছে সে সকলের বোধসৌকর্য্যার্থ? (সুখবোধার্থ?)। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, ঐ সকল আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের নিমিত্ত অভিহিত। কারণ, পারিপ্লবে আখ্যান পাঠ করিবার বিধান দৃষ্ট হয় এবং উদাহৃত বাক্যসন্দর্ভও আখ্যান। পূর্ব্বপক্ষের ফল এই যে, বেদান্তশাস্ত্র বিদ্যাপ্রধান নহে; পরন্তু কর্ম্মপ্রধান। মন্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের

এ সকল আখ্যান হইতে বিশিষ্ট। অর্থাৎ পারিপ্লবে যে যে উপাখ্যান পাঠ করিতে হয় সে সকল নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই স্থলে কথিত হইয়াছে।

* পারিপ্লব = অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি অঙ্গ। অশ্বমেধ আরব্ধ হইলে পর কএক দিন ধরিয়া স্তোত্রগান ও আখ্যায়িকা পাঠ হইতে থাকে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়। লিখিত আছে, পারিপ্লবের প্রথম দিনে বৈবস্বত মনুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিবসে বৈবস্বত যমের উপাখ্যান, তৃতীয় দিবসে বরুণের ও সূর্য্যের উপাখ্যান শুনিতে ও পড়িতে হয়। পুরোহিতেরা ঐ সকল উপাখ্যান পড়েন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা তাহা পুত্রামাত্য পরিবৃত হইয়া শ্রবণ করেন।

দিতি চেৎ। ন। কস্মাৎ। বিশেষিতত্বাৎ। তথা হি 'পারিপ্লবমাচক্ষীত' ইতি হি প্রকৃত্য 'মনুর্বৈবস্বতো রাজা' ইত্যেবমাদীনি কানিচিদেবাখ্যানানি তত্র বিশেষ্যন্তে। অর্থাখ্যানসামান্যাৎ চেৎ সর্ব্বগৃহীতিঃ স্যাদনর্থকমেবেদং বিশেষণং ভবেৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থা এতা আখ্যানশ্রুতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তুল্যবলত্বাদিহ তু সন্নিধানাৎ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ। তস্মাৎ পারিপ্লবার্থান্যেবাখ্যানানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নৈষামাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ। কিন্তু পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যুপক্রম্য যান্যাম্নাতানি মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যাদীনি তেষামেব তত্র বিনিযোগঃ। অন্যেব হি পারিপ্লবেন বিশেষিতানি। ইতরথা পারিপ্লবে সর্ব্বাণ্যাখ্যানানীত্যেতাবতৈব গতত্বাৎ পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যনর্থকং স্যাৎ। আখ্যানবিশেষকত্বে স্বর্থবৎ। তস্মাদ্বিশেষণানুবোধাৎ সর্ব্বশব্দস্তদপেক্ষো ন স্বশেষবচনঃ। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজযিতব্যা ইত্যত্র নিমন্ত্রিতাপেক্ষঃ সর্ব্ব-

অঙ্গ, তেমনি, বেদান্তপঠিত আখ্যান গুলিও কর্ম্মাঙ্গ। (অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ)। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষে বলা যায, বেদান্তপঠিত আখ্যান কর্ম্মাঙ্গ নহে (পারিপ্লবার্থ নহে)। কারণ এই যে, পারিপ্লব-পাঠ্য আখ্যানের বৈশেষ্য আছে। অর্থাৎ যাহা পারিপ্লবে পাঠ করিতে হইবে তাহা সে স্থলে নামোল্লেখে কথিত আছে। [তথা হি. .শ্রুতয়ঃ] শ্রুতি প্রথমতঃ সামান্যাকারে "পারিপ্লবমাচক্ষীত—ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পারিপ্লব অর্থাৎ পারিপ্লব আখ্যান শুনাইবেন" এইরূপ বলিযাছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারাই বলিয়াছেন, প্রথম দিনে "রাজা বৈবস্বত মনু—" এই উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিনে "যম বৈবস্বত—" এই উপাখ্যান এবং তৃতীয দিনে "বরুণ ও আদিত্য"—ইত্যাদি উপাখ্যান বলিবেন ও শুনিবেন। এখন বিবেচনা কর, প্রথমে সামান্যাকারে বলিযা পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া বলায তদতিরিক্ত আখ্যানের নিষেধ হইতেছে কি-না। এও আখ্যান, সেও আখ্যান, এই ভাবে যদি আখ্যান সামান্যের গ্রহণ কর, তাহা হইলে আখ্যানের ঐ সকল বিশেষণ ব্যর্থ হইবে। প্রথম দিনে "রাজা বৈবস্বত মনুর আখ্যান" এরূপ বিশেষ করিযা বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব, উক্ত বিশেষণের সামর্থ্যে স্থির হইতেছে যে, বেদান্তকথিত আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের অঙ্গ নহে।

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥*

অসতি চ পারিপ্লবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতৈব ন্যায্যা। একবাক্যতোপবন্ধনাৎ। তথা হি তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে। প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে তাবৎ 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদ্যয়া বিদ্যয়ৈকবাক্যতা দৃশ্যতে। প্রাতর্দ্দনেঽপি 'প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা' ইত্যাদ্যয়া। 'জানশ্রুতিঃ' ইত্যত্রাপি 'বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ' ইত্যাদ্যয়া। যথা চ 'স আত্মনো বপামুদখিদৎ' ইত্যেব-

তথা চোপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাসন্নিধিরপ্রতিদ্বন্দ্বো বিধ্যেকবাক্যতা

বেদান্তপঠিত আখ্যায়িকা পারিপ্লবে প্রয়োজনীয় নহে অর্থাৎ পারিপ্লবপাঠ্য নহে, ইহা স্থির হওয়ায় অবশ্যই সে সকলকে নিকটোক্ত জ্ঞানাদির উপকারক বলিয়া স্বীকার করা ন্যায্য হইবে। আখ্যায়িকাস্থ সমুদায় বাক্য উপক্রমাদির সহিত মিলিত করিয়া অর্থাৎ একবাক্য করিয়া একই অর্থ গ্রহণ করা ন্যায্য। সেই সেই আখ্যায়িকার নিকটে যে যে বিদ্যা অভিহিত আছে, সেই সেই বিদ্যার সহিত সেই সেই আখ্যায়িকার একবাক্যতা দেখাও যায়। প্রত্যেক আখ্যায়িকার প্ররোচনার ও বোধসৌকর্য্যের উপযোগ আছে। (আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রোতার জ্ঞানবিষয়ে রুচি হইতে পারে এবং জ্ঞেয় তত্ত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে)। [মৈত্রেয়ী...প্লবার্থত্বম্] মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা অভিহিত আছে, তাহার সহিত "আত্মাই দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি জ্ঞানোপদেশের একবাক্যতা দেখা যায়। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকার সহিত "আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি জ্ঞানের বা উপাসনার একবাক্যতা দেখা যায়। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির আখ্যানও "বায়ুই সম্বর্গ" ইত্যাদিবিধ

* একবাক্যতাপ্রয়োজকনিমিত্তপরম্পরাণাং সম্বন্ধদর্শনাদিত্যর্থঃ। আখ্যায়িকা হি বিদ্যাস্বনুরাগং জনয়তি সুখেন চ বোধমুৎপাদয়ন্তীতি ভাবঃ।—সেই সেই আখ্যান নিকটাভিহিত বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া একার্থ হয়, এই কথা বলাই ন্যায্য। কারণ, সেই সেই আখ্যানে বিদ্যাপ্রতিপাদনের উপযোগিতা বা সামর্থ্য থাকা দৃষ্ট হয়। আখ্যায়িকার দ্বারা উপাসনায় রুচিতে জন্মিতে পারে এবং তাহা সহজে হৃদগম্য হইতে পারে।

মাদীনাং কর্ম্মশ্রুতিগতানামাখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্তুত্যর্থতা তদ্বৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥ ২৪ ॥

অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥*

'পুরুষার্থোঽতঃশব্দাৎ' [বে° সূ° ৩।৪।১] ইত্যেতদ্ব্যবহিতমপি সম্ভবাদত ইতি পরামৃশ্যতে। অত এব চ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ না-

সোঽরোদীদিত্যাদীনামিব বিধ্যেকবাক্যত্বং গময়তীতি সিদ্ধম্। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যাচ্চেত্যুপাখ্যানেন হি বালা অপ্যবধীয়ন্তে। যথা তত্রাখ্যায়িকয়েতি।

বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বে সতি তয়া ক্রতূপকরণায় স্বকার্য্যায় ক্রতুরপেক্ষিতঃ। তদভাবে কস্যোপকারোবিদ্যয়েতি। যদা তু পুরুষার্থা তদা নানয়া ক্রতুরপেক্ষিতঃ স্বকার্য্যে নিবপেক্ষায়া এব তস্যাঃ সামর্থ্যাৎ। অগ্নীন্ধনাদিনা চাশ্রমকর্ম্মাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। যথাহুঃ—অগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি। স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানি ন তু স্বসিদ্ধাবিতি। এত-

---

সম্বর্গ উপাসনার সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার বপা (বুকমাংস) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন" ইত্যাদিবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় উপাখ্যান-শ্রুতির নিকটস্থ-বিধির স্তাবকতা অর্থ স্বীকৃত আছে, তেমনি, এখানেও, এই উত্তরমীমাংসাতেও, আখ্যানশ্রুতির সন্নিধিপ্রদিষ্ট জ্ঞানের প্ররোচকতা ও বোধসৌকর্য্যতা অর্থ স্বীকৃত আছে। এই সকল কারণেই বলিতেছি, বেদান্তপঠিত আখ্যানশ্রুতির পারিপ্লবার্থতা নাই।

কতিপয় সূত্রের পূর্ব্বে যে "পুরুষার্থোঽতঃশব্দাৎ" সূত্র আছে, এখানে সেই সূত্রের "অতঃ শব্দ" সম্ভব বলিয়া অনুসন্ধান বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃ শব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্ষের) হেতু, সাধক, সেই হেতু অগ্নীন্ধনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যাফল নিষ্পত্তি বিষয়ে অনপেক্ষ। (আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিলেও উপাসনাফল মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে।) এ কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটী অধিক কথা। এই অধিক কথাটী বলিবার জন্যই এই ২৫ সূত্রটী বলা হইল সত্য; কিন্তু ইহা পূর্ব্বের সেই পুরুষার্থবিচারের ফল বা উপসংহার।

---

* অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অগ্নীন্ধনাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং অনপেক্ষা নিমিত্ততাঽভাবঃ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোজ্যম্।—যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মের (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা নাই।

পেক্ষিতব্যানীত্যাদ্যস্যৈবাধিকরণস্য ফলমুপসংহরত্যধিকবিবক্ষয়া ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥*

ইদমিদানীঞ্চিন্ত্যতে। কিং বিদ্যায়া অত্যন্তমেবানপেক্ষাশ্রমকর্ম্মণামুতাস্তি কাচিদপেক্ষেতি। তত্রাহত এবাগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত ইত্যেবমত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—সর্ব্বাপেক্ষা চেতি।

চ্চাধিকমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। তদ্বিবক্ষয়া চৈতৎ। এতৎপ্রযোজনঞ্চ পূর্ব্বতনস্যাধিকরণস্যেত্যুক্তম্। অধিকবিবক্ষযেতি যদুক্তং তদধিকমাহ—

যথা স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত আশ্রমকর্ম্মাণি এবমুৎপত্তাবপি নাপেক্ষেরন্নিতি শঙ্কা স্যাৎ। ন চ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিবিরোধঃ। ন হ্যেষ বিধিরপি তু বর্ত্তমানাপদেশঃ। স চ স্তুত্যাপ্যুপপদ্যতে। অপি চ চতস্রঃ প্রতিপত্তযঃ ব্রহ্মণি: প্রথমা তাবদুপনিষদ্বাক্যশ্রবণমাত্রাদ্ভবতি যাং কিলাচক্ষতে শ্রবণ-

---

বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোনও অংশে আশ্রমবিহিত কর্ম্মের প্রতীক্ষা করে না? অথবা কোন কোন অংশে কর্ম্মের প্রতীক্ষা আছে? এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীন্ধনাদি (তৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষফল প্রসব করে। সুতরাং পাওয়া গেল, বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়, তৎসংশোধনার্থ ২৬ সূত্র বলা হইল। ২৬ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যাফল মোক্ষ বিষয়ে কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে

* প্রকারান্তরেণাপেক্ষান্তীত্যাহ সর্ব্বেতি। যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ যজ্ঞেন বিবিদিষন্তীতি শ্রবণাৎ বিদ্যায়াং সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বেষামাশ্রমকর্ম্মণাং নিমিত্তভাবোঽস্তীতি যোজনীয়ম্। অশ্ববদিতি দৃষ্টান্তঃ। অশ্বো যথা যোগ্যতাবশাৎ রথ এব যুজ্যতে ন তু লাঙ্গলাদ্যাকর্ষণে তথাশ্রমকর্ম্মাণ্যপি বিদ্যাফলনিষ্পত্তয়ে নাপেক্ষ্যন্তে কিন্তু বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষ্যন্তে।—প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রমকর্ম্মের অপেক্ষাভাব আছে। অর্থাৎ জ্ঞানফল মোক্ষে আশ্রমকর্ম্মের উপযোগ না থাকুক, জ্ঞানের উৎপত্তিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন রথবাহনাদি কার্য্যেই অশ্বের অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাঙ্গলাকর্ষণাদি কার্য্যে নহে, সেইরূপ।

অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্ব্বাপ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নাত্যন্তমনপেক্ষৈব। নন্বু বিরুদ্ধমিদং বচনমপেক্ষতে চাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যা নাপেক্ষতে চেতি। নেতি ব্রূমঃ। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে। উৎপত্তিং প্রতি ত্বপেক্ষতে। কুতঃ। যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। তথা হি শ্রুতিঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন' ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি। বিবিদিষাসংযো-

---

মিতি। দ্বিতীয়া মীমাংসাসহিতা তস্মাদেবোপনিষদ্বাক্যাৎ যামাচক্ষতে মননমিতি। তৃতীয়া চিন্তাসন্ততিময়ী যামাচক্ষতে নিদিধ্যাসনমিতি। চতুর্থী সাক্ষাৎকারবতী বৃত্তিরূপা। নান্তরীযকং হি তস্যাঃ কৈবল্যমিতি। তত্রাদ্যে তাবৎ প্রতিপত্তৌ বিদিতপদতদর্থস্য বিদিতবাক্যগতিগোচরন্যায়স্য চ পুংস উপপদ্যেতে এবেতি ন তত্র কর্ম্মাপেক্ষা। তে এব চ চিন্তাময়ীং তৃতীয়াং প্রতিপত্তিং প্রসুবাতে ইতি ন তত্রাপি কর্ম্মাপেক্ষা। সা চাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালসেবিতা সাক্ষাৎকারবতীমাধত্ত এব প্রতিপত্তিং চতুর্থীমিতি ন তত্রাপ্যস্তি কর্ম্মাপেক্ষা। তন্নান্তরীযকঞ্চ কৈবল্যমিতি ন তস্যাপি কর্ম্মাপেক্ষা। তদেবং প্রমাণতশ্চ প্রমেয়ত উৎপত্তৌ চ কার্য্যে চ ন জ্ঞানস্য কর্ম্মাপেক্ষেতি বীজং

কর্ম্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা আছে। বিদ্যা যে একবারেই কর্ম্মানপেক্ষ, তাহা নহে। [নন্বু…শ্রুতেঃ] বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছ, সমুদায় আশ্রমোক্ত কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রযোজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে এবং বলিবার প্রযোজনও আছে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্য অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) আছে। এ কথা যজ্ঞ-শ্রুতিও বলিয়াছেন। [তথা হি…এবমাদ্যা] যজ্ঞশ্রুতি যথা—"ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস, এই সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।" এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে জ্ঞানের সাধন (কাষ্ঠ যেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞাননিষ্পত্তির প্রতি যজ্ঞাদি সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিবিদিষন্তি—

গাচ্চৈষামুৎপত্তিসাধনভাবোঽবসীয়তে। 'অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ' ইত্যত্র চ বিদ্যাসাধনভূতস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ সংস্তবাদ্‌যজ্ঞাদীনামপি সাধনভাবঃ সূচ্যতে। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্' ইত্যেবমাদ্যা চ শ্রুতিরাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনভাবং সূচয়তি। স্মৃতিরপি—

'কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে'॥

শঙ্কায়াঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। উৎপত্তৌ জ্ঞানস্য কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যতে বিবিদিষোৎপাদদ্বারা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি শ্রুতেঃ। ন চেদং বর্ত্তমানাপদেশত্বাৎ স্তুতিমাত্রমপূর্ব্বত্বাদর্থস্য যথা যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতীতি পর্ণময়তাবিধিরপূর্ব্বত্বাৎ ন ত্বয়ং বর্ত্তমানাপদেশঃ। অনুবাদানুপপত্তেঃ। তস্মাদুৎপত্তৌ বিদ্যয়া শমাদিবৎ কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে। তত্রাপ্যেবংবিদিতি বিদ্যাস্বরূপসংযোগাদন্তরঙ্গাণি বিদ্যোৎপাদে শমাদীনি বহিরঙ্গানি কর্ম্মাণি বিবিদিষাসংযোগাৎ। তথা হ্যাশ্রমবিহিতনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মসমুৎপাদস্ততঃ পাপ্মা বিলীয়তে। স হি তত্ত্বতোঽনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মনি সংসারে সতি নিত্যশুচিসুখাদিলক্ষণেন বিভ্রমেণ মলিনয়তি চিত্তসত্ত্বমধর্ম্মনিবন্ধনত্বাৎ বিভ্রমাণাম্। অতঃ পাপ্মনঃ প্রক্ষয়ে প্রত্যক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্য তাত্ত্বিকীমনিত্যাশুচিদুঃখরূপতামপ্রত্যূহং বিনিশ্চিনোতি। ততোঽস্মিন্ননভিরতিসংজ্ঞং

জানিতে ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা—জানিবার ইচ্ছা) এই একটী কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনভাব অবধারিত হয়। "যাহা যজ্ঞ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। "সমুদায় বেদ যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্যা যাহাকে বলে, লক্ষ্য করে, যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ অর্থাৎ প্রাপনীয় কি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, 'তাহা ওম্' (প্রণব অর্থাৎ ব্রহ্ম)। এ সকল

ইত্যেবমাদ্যা। অশ্ববদিতি যোগ্যতানিদর্শনম্। যথা যোগ্যতা-বশেনাশ্বো ন লাঙ্গলাকর্ষণে যুজ্যতে রথচর্য্যায়ান্তু যুজ্যতে এবমাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া ফলসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত উৎপত্তৌ ত্বপেক্ষ্যন্ত ইতি ॥ ২৬ ॥

বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততস্তজ্জিহাসাঽস্যোপাবর্ত্ততে। ততো হানোপায়ং পর্য্যে-ষতে। পর্য্যেষমাণশ্চাত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্যোপায় ইতি শাস্ত্রাদাচার্য্যবচনাচ্চোপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসত ইতি বিবিদিষোপহারমুখেনাত্মজ্ঞানোৎপত্তাবস্তি কর্ম্মণামুপয়োগঃ। বিবিদিষুঃ খলু যুক্ত একাগ্রতয়া শ্রবণমননে কর্ত্তুমুৎসহতে। ততোঽস্য তত্ত্ব-মসীতি বাক্যান্নির্ব্বিচিকিৎসজ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ নির্ব্বিচিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থমবধারয়তঃ কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তি যেন ভাবনায়াং বা ভাবনাকার্য্যে বা সাক্ষাৎকারে কর্ম্মণামুপযোগঃ। এতেন বৃত্তিরূপসাক্ষাৎকারকার্য্যেঽপবর্গে কর্ম্মণামুপযোগো দূরনিরস্তোবেদিতব্যঃ। তস্মাদ্যথৈব শমদমাদয়োযাবজ্জীবমনু-বর্ত্তন্তে এবমাশ্রমকর্ম্মাপীত্যসমীক্ষিতাভিধানং বিদুষস্তত্রানধিকারাদিত্যুক্তম্। দৃষ্টার্থেষু তু কর্ম্মসু প্রতিষিদ্ধবর্জ্জমনধিকারেঽপ্যসক্তস্য স্বারসিকী প্রবৃত্তিরুপ-পদ্যত এব। ন হি তত্রান্বয়ব্যতিরেকসমধিগমনীযফলেঽস্তি বিধ্যপেক্ষা। অতশ্চ ভ্রান্ত্যা চেল্লৌকিকং কর্ম্ম বৈদিকঞ্চ তথাঽস্ত ত ইতি প্রলাপঃ। শম-দমাদীনান্তু বিদ্যোৎপাদায়োপাত্তানামুপরিষ্টাদবস্থাস্বাভাব্যাদনপেক্ষিতানাম-প্যনুবৃত্তিঃ। উপপাদিতঞ্চৈতদস্মাভিঃ প্রথমসূত্র ইতি নেহ পুনঃ প্রত্যাষ্যতে। তস্মাদ্বিবিদিষোৎপাদদ্বারাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোৎপত্তাবুপযোগো ন বিদ্যাকার্য্য ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

শ্রুতিতেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মেব বিদ্যাসাধনতা সূচিত হইয়াছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যথা—“কর্ম্ম সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞান পরমা গতি। কর্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দগ্ধ হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আত্মলাভ করে বা মোক্ষফল দিতে উন্মুখ হয়।” [অশ্ব...ইতি] সূত্রস্থ “অশ্ববৎ” শব্দটী দৃষ্টান্তভাবে কথিত এবং তাহা যোগ্যতা অংশে। যোগ্যাযোগ্য বিচার সর্ব্বত্রই আছে। যোগ্য নহে বলিয়া লোকে অশ্বকে লাঙ্গলাকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকর্ম্মও বিদ্যা-ফল মোক্ষনিষ্পত্তির উপযোগী না হইলেও বিদ্যাজন্মের উপযোগী।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গ-তয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥*

যদি কশ্চিন্মন্যেত ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবো ন্যায্যো বিধ্যভাবাৎ। 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যেবমাদিকা হি শ্রুতিরনুবাদস্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা ন যজ্ঞাদিবিধিপরা। ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যৎ যজ্ঞাদিভিরেবৈতামবাপ্তুমিচ্ছন্তীতি। তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদ্বিদ্যার্থী 'তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি'

জ্ঞানোৎপত্তৌ বহিরঙ্গমুক্ত্বা ততৈরবান্তরঙ্গমুপদিশতি— শমাদীতি। তত্র ব্যাবর্ত্ত্যাশঙ্কামাহ। যদীতি। বিদ্যাস্তাবকত্বেনাপি সম্ভবত্যর্থবত্ত্বে বর্ত্তমান-তাভঙ্গেন বিধিকল্পনমযুক্তং বাক্যভেদপ্রসঙ্গাদতঃ শব্দমাত্রলভ্যা বিদ্যেতি ভাবঃ। এবং তবাভিপ্রায়েঽপি হেত্বন্তরমবশ্যমনুষ্ঠেয়ং ন শব্দমাত্রলভ্যা বিদ্যেতি সূত্রযোজনয়া পরিহরতি—তথাপীতি। বিবিদিষাবাক্যতুল্যতয়া শমাদিবাক্যস্থ নাস্তি বিধিপরতেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। যস্মাদেবমাত্মানং বিদিত্বা পাপেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে তস্মাদেবং বিদ্যার্থী শমাদ্যুপেতো ভূত্বা

যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিদ্যা সাধন বলা ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ, জ্ঞানার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে বিধিশ্রুতি নাই। "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি—যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপিণী; সুতরাং জ্ঞানের স্তুতিতে বা প্রশংসায় ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য; সুতরাং ঐ শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না। "জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্লেশাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাহা পাইবার ইচ্ছা করে।" এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় বা লব্ধ হয়। সত্য বটে; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও, জ্ঞানার্থী

---

* তুঃ শঙ্কানিবাসার্থ যদ্যপি সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতির্নাস্তি তথাপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদিতি বিধানাৎ তদুপকারকত্বেন। এবমপি যদ্যপি বিধিঃ কল্প্য ইতি সূত্রার্থঃ।—"বিবিদিষন্তি" পদ বিধি-বিভক্তিযুক্ত নহে সত্য, পর বিধিবিভক্তিযুক্ত না হইলেও তাহার অর্থের অপূর্ব্বতা আছে। অপূর্ব্বতা থাকাতেই ঐ বাক্য কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়। জ্ঞানার্থী শমদমাদি যুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, উক্ত বিধানের বলেই আশ্রমকর্ম্মের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদমাদির সাধন কর্ম্ম, সেই জন্য তাহা অবশ্যানুষ্ঠেয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। নন্বত্রাপি শমাদ্যুপেতো ভূত্বা পশ্যতীতি-বর্ত্তমানাপদেশ উপলভ্যতে ন বিধিঃ। নেতি ব্রূমঃ। তস্মাদিতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাদ্বিধিত্বপ্রতীতেঃ। পশ্যেদিতি চ মাধ্যন্দিনা বিস্পষ্টমেব বিধিমধীয়তে। তস্মাদযজ্ঞাদ্যনপেক্ষায়ামপি শমাদীন্যপেক্ষিতব্যানি। যজ্ঞাদীন্যপি ত্বপেক্ষিতব্যানি যজ্ঞাদিশ্রুতেরেব। ননূক্তং 'যজ্ঞাদিভির্ব্বিবিদিষন্তি ইত্যত্র ন

বিচরেদিতি গম্যতে বিধিরিত্যাহ নেতীতি। বিধ্যভাবে তৎপ্রশংসাবৈয়র্থ্যাদুক্তবিধিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কাণ্বপাঠে বিধিমুক্ত্বা মাধ্যন্দিনপাঠে বিধ্যভাবশঙ্কাপি নাস্তীত্যাহ। পশ্যেদিতি চেতি। বিধিফলমাহ তস্মাদিতি। যজ্ঞাদীনামসাধনত্বশঙ্কামাপাততোঽভ্যুপেত্য সাধনান্তরাপেক্ষোক্ত্যেদানীং তদসাধনত্বশঙ্কাপি ন যুক্তেত্যাহ যজ্ঞাদীনীতি। উক্তং স্মারয়িত্বা পরিহরতি নন্বিত্যাদিনা। সংযোগস্যাপূর্ব্বত্বমেব স্পষ্টয়তি—ন হীতি। ইত্যপি মহাবাক্যেরনুষ্ঠান-

---

শমদমাদিযুক্ত হইবেন এইরূপ বিধান থাকায় এবং বিহিত কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয়তা থাকায় অবান্তর বাক্যের ভেদ স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞানের উদ্দেশে যজ্ঞাদিকার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে। [নন্বত্রাপি...শ্রুতেরেব] যদি বল, শমদমাদি বিষয়েও "শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ না থাকিলেও তদ্বাক্যের উপক্রমে তস্মাৎ শব্দ থাকায় তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য প্রশংসার বলে শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে। (যদ্ধি স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে—যাহার স্তুতি বা প্রশংসা তাহা যদি পূর্ব্বপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ অনুবাদাত্মক না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারা তাহার বিধান হইয়াছে।) যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখীরা "পশ্যেৎ—দর্শন করিবেক" এইরূপ বিস্পষ্ট বিধি-পাঠ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) প্রতীত হয়, তেমনি, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও (যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি এই বাক্যে) ...দির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয়। [ননূক্তং... প্রেক্ষিতম্] "যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান

বিধিরুপলভ্যত ইতি। সত্যমুক্তম্। তথাপি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ সংযোগস্য বিধিঃ পরিকল্প্যতে। ন হ্যয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদিষা-সম্বন্ধঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তো যেনানূদ্যেত। তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্ট-ভাগোঽদন্তকো হীত্যেবমাদিষু চাশ্রুতবিধিকেষ্বপি বাক্যেষ্ব-পূর্ব্বত্বাদ্বিধিং পরিকল্প্য পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়ে-তেত্যাদিবিচারঃ প্রথমে তন্ত্রে প্রবর্ত্তিতঃ। তথা চোক্তং 'বিধির্ব্বা ধারণবৎ' ইত্যত্র। স্মৃতিষ্বপি ভগবদ্গীতাদ্যাসু অনভিসন্ধায় ফলমনুষ্ঠিতানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোর্জ্ঞানসাধনানি

যোগ্যাপূর্ব্বার্থবিধিববান্তরবাক্যেন ক্রিয়তে ন তত্র বাক্যভেদো দোষ ইত্যত্র পূর্ব্বতন্ত্রসম্মতিমাহ তস্মাদিতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রুতং 'তস্মাৎপূষা' ইত্যাদি। তত্র পৌষ্ণঃ প্রপিষ্টদ্রব্যসম্বন্ধঃ সামাসিকঃ। ন চ পূষা দেবতা পিষ্টভাগো দ্রব্যং দর্শপূর্ণমাসয়োরস্তি তেন তদেকবাক্যতাযোগাৎ কালত্রয়াস্পৃষ্টদ্রব্যদেবতাসম্বন্ধ-স্যাবিনাভাবেন যাগবিধ্যুপস্থাপকত্বাৎ ব্যবহারসিদ্ধয়ে বিধিপদমধ্যাহৃত্য প্রক-রণাদুৎকর্ষেণ পূষোদ্দেশেন পিষ্টভাগঃ কর্ত্তব্য ইতি বিকৃতৌ সম্বন্ধঃ 'পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েতাচোদনা প্রকৃতৌ' [জৈ০ সূ০] ইত্যত্র বিচারিত ইত্যর্থঃ। অবান্তরবাক্যভেদেন সূত্রকৃতাপি স্বীকৃতো বিধিরিত্যাহ—তথা চেতি। স্মৃত্যনুসারেণাপ্যবান্তরবাক্যস্য বিধায়কত্বং বাচ্যমিত্যাহ। স্মৃতিষ্বিতি।

প্রয়োগ আছে, "জানিবেক" একপ স্পষ্ট বিধিপ্রযোগ নাই সত্য ; না থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই (ঐ শব্দে বা ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয়। (পশ্যতি-পাঠকে পশ্যেৎ-পাঠে পরিণামিত করা হয়।) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই সে জন্য ঐ বাক্য অনুবাদাত্মক নহে। "যেহেতু দন্তহীন সেই হেতু পূষা (সূর্য্যদেবতা) পিষ্টভাগী" ইত্যাদি বাক্যে বিধি শ্রবণ না থাকিলেও অপূর্ব্বতা দৃষ্টে বিধির পরিকল্পনা করিবে, এইরূপ একটী বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত—" ইত্যাদি সূত্রে প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এ সকল কথা এতৎ তন্ত্রেও "বিধি-র্ব্বা—" সূত্রে বলা হইয়াছে। ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও "ফলা-নুসন্ধান না করিয়া 'যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে সে সকল মুমুক্ষুর সম্বন্ধে

ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্ব্বাণ্যেবাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি। তত্রা-প্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসার্দ্ধনানি শমাদীনি বিবিদিষাসংযোগাত্তু বাহ্যানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্॥ ২৭॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥*

প্রাণসম্বাদে শ্রূয়তে ছন্দোগানাং 'ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চ-নানন্নং ভবতি' ইতি। তথা বাজসনেয়িনাং 'ন হ বা অস্যানন্নং

কর্ম্মণাং জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। যজ্ঞাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽনুষ্ঠেয়ত্বে শমাদীনাং তেভ্যোঽবিশেষা-ভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়মবিশেষেণানুষ্ঠানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

প্রাণসংবাদে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে। এষ কিল বিচারবিষয়ঃ। সর্ব্বাণি খলু

জ্ঞানের উপকারক হয়" ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। [তস্মাদ্···বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গসাধন ও বাহ্যিক যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় "যে এইরূপ জানে

---

* সর্ব্বান্নানুমতিরিতি। প্রাণবিদঃ সর্ব্বভক্ষ্যতাভ্যনুজ্ঞানং স্তুত্যর্থমেব। বিধায়কশব্দাভা-বান্ন তৎ উপাসনাঙ্গত্বেন নামাদিবৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ। প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিনাশরূপায়ামাপদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারপরিত্যাগেন সর্ব্বমেবান্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে ন তু তৎ স্বস্থাবস্থায়াম্। তদ্দর্শনাৎ চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়াং অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি যাবৎ।—শ্রুতি, যে বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, তাহা তাহাদের সার্ব্বকালিক নহে। এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য। জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপযুক্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ ঋষির আখ্যানই প্রমাণ। চাক্রায়ণ বিপদ-কালে হস্তিপকের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎস্পৃষ্ট পানীয় পান করেন নাই। না করিবার কারণ, তাহা তাহার দুর্লভ্য নহে।

জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং' ইতি। সর্ব্বমস্যাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ। কিমিদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গং বিধীয়ত উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যত ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি। অতঃ প্রাণবিদ্যাসন্নিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরুপদিশ্যতে। নন্বেবং সতি ভক্ষ্যাভক্ষবিভাগশাস্ত্রব্যাঘাতঃ স্যাৎ।

বাগাদীন্বজিত্য প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি তামি হোচুঃ। যদিদং লোকেঽন্নমা চ শ্বভ্য আ চ শকুনিভ্যঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্তবান্নমিতি। তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্য সর্ব্বমন্নমিত্যনুচিন্তনং বিধায়াহ শ্রুতিঃ। ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেবং বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতৎ সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানং শমাদিবদেতদ্বিদ্যাঙ্গতয়া বিধীয়ত উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যত ইতি। তত্র যদ্যপি ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে তথাপি যথা যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্ত্যা

অর্থাৎ যে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয় তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন নহে। সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য)।" এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও আছে। যথা—"ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্ন নহে, ইহার গৃহীত অনন্ন নহে।" ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য। প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। [কিমিদং...দিশ্যতে] প্রদর্শিত শ্রুতি দ্বয় ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সর্ব্বভক্ষ্য হইতে উপদেশ করিয়াছেন, এতদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সর্ব্বভক্ষ্যতা কি উপাসনার অঙ্গ? না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক? কি উহা স্তুতিমাত্র? সংশয়ের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সর্ব্বভক্ষ্যতা প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। বিধি—প্রবৃত্তিজনক উপদেশ। উক্ত বাক্যে প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে জন্য উহা বিধি। ঐ বাক্য প্রাণোপাসনার নিকটে অভিহিত, সে জন্যও উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার নিবর্ত্তক। [নন্বেবং···উপলভ্যতে] তোমরা হয় ত ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে। তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা দোষ নহে। বিধানের সামান্য বিশেষ দৃষ্ট হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ হওয়া শাস্ত্র যুক্তি উভয় সিদ্ধ; সুতরাং সে বাধ দোষ নহে। তাহা

নৈষ দোষঃ। সামান্যবিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ। যথা প্রাণি-হিংসাপ্রতিষেধস্য পশুসংজ্ঞপনবিধিনা বাধো যথা চ 'ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্‌ব্রতম্' ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বস্ত্র্য-পরিহারবচনেন সামান্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে এবমনেনাপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যা-ভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যেতেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নেদং সর্ব্বা-ন্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি। ন হ্যত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে। 'ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি' ইতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ।

তথেহাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ। স্তুতৌ হ্যর্থবাদমাত্রং, ন তথার্থবদ্‌যথা বিধৌ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্যতঃ প্রবৃত্তমনেন বিশেষ-শাস্ত্রেণ বাধ্যতে গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিব সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিদ্যাঙ্গ-ভূতসমস্তস্ত্র্যপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিরোধতঃ।
প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি চিন্তনসংস্তবঃ॥

হইয়াই থাকে। যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধ বিধায়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে "কোনও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেক না" এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারের সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়ায়, উপস্থিত হওয়ায়, তদুত্তরার্থ বলিতেছেন—সর্ব্বান্ন ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত হয় নাই। কারণ, উহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙাদি) নাই। [ন হ বা...বিধিঃ] আছে—ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি। অর্থাৎ প্রাণোপাসকের কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষিত হয় না (সব খাওয়া হয়)। এ বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই কিন্তু "ভবতি" "হয়" এই মাত্র কথা আছে। এ কথা বর্ত্তমানবাচী সুতরাং বিধি নহে। সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত। বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তি বিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে ঐ সর্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধিত্ব স্বীকার (কল্পনা) সঙ্গত নহে। আরও দেখ, "কুক্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই তোমার অন্ন।" শ্রুতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাণোপাসককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "যে এবম্প্রকারে প্রাণের উপাসনা করে, ধ্যান করে,

ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেনৈব বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্যান্নমিত্যুক্তেদমুচ্যতে 'নৈবম্বিদি কিঞ্চিদনন্নং ভবতি' ইতি। ন চ শ্বাদিমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে। শক্যতে তু প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি বিচিন্তয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোঽয়মর্থবাদো ন সর্ব্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ। তদ্দর্শয়তি—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্যামাপদি সর্ব্বমন্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে তদ্দর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—'মটচীহতেষু

ন তাবৎ কৌলেয়কমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্য্যায়েণ বা শক্যমত্তুম্। ইভকরভকাদীনামন্নস্য শমীকরীরকণ্টকবটকাষ্ঠাদেরেকস্যাপ্যশক্যাদনত্বাৎ। ন চাত্র লিঙ ইব স্ফুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তি। ন চ কল্পনীয়ো বিধিরপূর্ব্বত্বাভাবাৎ। স্তুত্যাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যাং গতৌ সামান্যতঃ প্রবৃত্তস্য শাস্ত্রস্য বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যনুচিন্তন-

---

তাহারও কোন কিছু অনন্ন নহে।" এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুক্কুর শকুনি কীট পতঙ্গ, সমুদায় ভক্ষণ করিতে পারে? তাহা পারে না। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা করিতে পারে। যাহা পারে তাহাতেই বিধি, যাহা পারেনা, তাহাতে বিধি নহে। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণান্নবিজ্ঞানের প্রশংসা কারক অর্থবাদ, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব খাইবেন, ঐ বাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে। [তদ্দর্শয়তি...দর্শয়তি] সূত্রকার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগ-শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহা দোষাবহ হইবে না। ইহাই শ্রুতির অনুজ্ঞা—অনুমতি। শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটী আখ্যায়িকাও আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। [মটচী...ইতি] "মটচী কর্ত্তৃক (মটচী—পতঙ্গপাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাবৃষ্টি।) কুরুদেশীয় শস্যসম্পদ বিনষ্ট হইলে তদ্দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া

কুরুষু' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদ্গত ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশ্চখাদানুপানস্তু তদীয়মুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে কারণঞ্চাত্রোবাচ 'ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্' ইতি 'কামো ম উদপানম্' ইতি চ। পুনশ্চোত্তরেদ্যুস্তানেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়াম্বভূব ইতি। তদেতদুচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতে-

বিধানস্তুতিরিতি সাম্প্রতম্। শক্যত্বে চ প্রবৃত্তিবিশেষকরতোপযুজ্যতে নাশক্যবিধানত্বে। প্রাণাত্যয় ইতি চাবধাবণপরং প্রাণাত্যয় এব সর্ব্বান্নত্বম্। তত্রোপাখ্যানাচ্চ। স্ফুটতরবিধিস্মৃতেশ্চ। সুরাবর্জ্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধানাৎ ন ত্বন্যত্রেতি। ইভ্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতানর্দ্ধভক্ষিতান্। স হি চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ। কুল্মাষানিব মদুচ্ছিষ্টমুদকং কস্মান্নানুপিবসীতি। এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ। ন বাঽজীবিষ্যং ন জীবিষ্যামীতীমান্ কুল্মাষান-

---

বলিয়াছেন "সেই সময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত তদ্দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক পল্লীতে আসিয়া প্রথম দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত সুতরাং উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় (শস্যবিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন পরং তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পান করেন নাই। হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আর কিছুক্ষণ তোমার এই উচ্ছিষ্ট অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিতাম না, সেই কারণে ইহা খাইলাম। কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য। জল এখনই অন্যত্র পাইব, এই জন্য তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না।" চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকান্নের দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী তৎপূর্ব্বে প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্য অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই। ঋষি পূর্ব্বদিন অতি যৎসামান্য আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য পর দিন প্রাতে আরও অধিক ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত কদন্নপাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" [তদেত...মাদিঃ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত-

রাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে। প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়াভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি স্বস্থাবস্থায়াস্তু তন্ন কর্ত্তব্যং বিদ্যাবতাপীত্যনুপানপ্রত্যাখ্যানাদ্গম্যতে। তস্মাদর্থবাদো 'ন হ বা এবংবিদি' ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥*

এবঞ্চ সত্যাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যেবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

খাদম্। কামো ম উদকপানমিতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগপ্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি নোচ্ছিষ্টোদকাভাবে প্রাণাত্যয় ইতি তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি মটচীহতেষু কুরুষু যাবন্নশনায়য়া মুনির্নিরপত্রপ ইভ্যেন সামিজগ্ধান্ খাদয়ামাস।

তস্যার্থবাদত্বে হেত্বন্তরমাহ। অবাধাচ্চেতি। সামান্যশাস্ত্রবিরোধাৎ ন

অন্ত্যজান্নভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অভিপ্রায়—লোক প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপেয় পান করুক কিন্তু যেন স্বস্থাবস্থায় না করে। কি প্রাণোপাসক কি অন্য লোক সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার কর্ত্তব্য। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে "ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" এ বাক্য বিধায়ক নহে; কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তাবক। সর্ব্বভক্ষ্যতার বিধান নহে কিন্তু প্রাণের সর্ব্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা। (প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্ব্বভক্ষ্য, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে তদ্ভাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপদকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার কর্ত্তব্য বলিযা অবধারিত হওযায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে

---

* ন হ এবেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যমব্যাহতং ভবতীতি সূত্রার্থঃ।—প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য নিত্য শাস্ত্রানুযায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের স্বার্থক্য সংরক্ষিত হয়।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০

অপি চ আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোঽবিদুষশ্চাবিশেষেণ।

'জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'॥ ইতি।

তথা 'মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে। সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ' ইতি চ স্মর্য্যতে বর্জ্জনমনন্নস্য ॥ ৩০ ॥

কল্প্যো বিশেষবিধিবিত্যুক্তং, অধুনা সামান্যশাস্ত্রং দর্শয়ন্ সূত্রং যোজয়তি। এবঞ্চেতি। স্বস্থাবস্থায়াং ভক্ষ্যাভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সম্বাদয়তি। অপীতি। স্মৃতিরপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ। অপি চেতি। সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্যমিত্যাহ। তথেতি। ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ। জীবিতাত্যয়স্মৃত্যা সুরাপি তদত্যয়ে পাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ। সুরাপস্যেতি। উষ্ণাং সুরামিতি যোজনা। উষ্ণামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ। মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদৃষ্টেস্তৎপ্রসঙ্গেঽপি সা ন

সত্ত্বশুদ্ধি (সত্ত্ব—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক, বিপদ্‌কালে সকলেই সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করেন, করিলে দোষ হয় না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"যে ব্যক্তি জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না সেইরূপ।" প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না করা নিষিদ্ধ। ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত আছে তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও অভিহিত আছে। যথা—"ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতে সুরাপান বর্জ্জন করিবেন।

---

০৩০ স্মর্য্যতে স্মৃত্যাবুচ্যতে। অপি চ শব্দাৎ সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেতি দ্রষ্টব্যম্।—আপৎকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ ক্ষতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। আছে সত্য; কিন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে আপৎকালেও নিষিদ্ধ। স্মৃতি ব্রাহ্মণের আপৎ নিরাপৎ উভয়াবস্থাতেই সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন।

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥*

শব্দশ্চানন্নস্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং সংহিতায়াং শ্রূয়তে 'তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ' ইতি। সোঽপি 'ন হ বা এবংবিদি' ইত্যস্যার্থবাদত্বাদুপপন্নতরো ভবতি। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥†

পাতব্যেত্যর্থঃ। ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ। সুরাপা ইতি। তত্র হেতুরভক্ষ্যেতি। মদ্যমিত্যাদিস্মৃতেস্তাৎপর্য্যমাহ। বর্জ্জনমিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলশ্রুতিমাহ। শব্দশ্চেতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্য সুরাপস্য মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ। শ্রৌতনিষেধস্য প্রকৃতোপযোগমাহ। সোঽপীতি। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃ শব্দং ব্যাচষ্টে। তস্মাদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

রাজা সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবেন। যাহারা সুরাপায়ী তাহারা কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি।

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্ত্তক শ্রুতিও আছে। যথা—"যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না।" ইত্যাদি। সেই সেই শ্রৌত (শ্রুত্যুক্ত) নিষেধও "ন হ বা এবংবিদি—" ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলে সঙ্গতার্থ হইতে পারে। অতএব, বর্ণিত প্রকার বাক্য মাত্রেই অর্থবাদ; কদাপি বিধি নহে।

---

* কামকার ইচ্ছা তন্নিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপ্যস্তীতি যোজনীয়ম্। নিষেধস্মৃতের্মূলীভূতা শ্রুতিরপ্যস্তীতি ভাবঃ। অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্তাৎ কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বাদিতি যাবৎ। সোঽপি শ্রৌতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পূরণীয়ম্।—অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপেয় পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে। নিষেধ শ্রুতির প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্দেশ—লোকে অভক্ষ্য ভক্ষণের ও অপেয় পানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করুক। অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্থক) হইতে পারে—যদি সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যের অর্থবাদতা সিদ্ধ হয়।

† আশ্রমকর্ম্মাপি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ অমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমিণোঽনুষ্ঠেয়ানীতি যোজনা।—আশ্রম বিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও যাহারা বিদ্যাকামী নহে তাহাদেরও অনুষ্ঠেয়। হেতু এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আশ্রমীর অবশ্যানুষ্ঠেয়, এইরূপে বিহিত হইয়াছে।

'সর্ব্বাপেক্ষা চ' [বে০সূ০৩।৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্য বিদ্যামকাময়মানস্য তান্যনুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি চিন্ত্যতে। তত্র 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যামনিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যান্যননুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্যাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ন তর্হ্যেষাং বিদ্যাসাধনত্বং নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাদিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি। আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ-

---

নিত্যানিত্যান্যাশ্রমকর্ম্মাণি। যাবজ্জীবশ্রুতের্নিত্যহিতোপায়ত্বাচ্চাবশ্যং কর্ত্তব্যানি। বিবিদিষন্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ বিদ্যায়াশ্চাবশ্যম্ভাবনিয়মাভাবাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্য ন সম্ভবতি। অবশ্যানবশ্যম্ভাবয়োরেকত্র বিরোধাৎ। ন চ বাক্যভেদাদ্বাস্তবোবিরোধঃ শক্যোঽপনেতুম্। তস্মাদনধ্যবসায় এবাত্রেতি প্রাপ্তম্। এতেনৈকস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বমিত্যাক্ষিপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাৎ জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার উপস্থিত। যে মুমুক্ষু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আশ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না। "করিবেক কি না" এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতঃই পাওয়া যায়, যদি ফলান্তরের কামনা থাকে তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অননুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলান্তরকামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই যে, নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা অনিত্য হইবার নহে এবং যাহা অনিত্য তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা ত্যাগ করিবার নহে, অবশ্যানুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে অননুষ্ঠেয় তাহা অনিত্য।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র পঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবেক" এবম্প্রকারে বিহিত হইতে দেখা যায়।

ত্যাপ্যমুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যান্যেব নিত্যানি কর্ম্মাণি 'যাবজ্জীব-মগ্নিহোত্রং জুহুয়াতি' ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ। ন হি বচনস্যা-তিভারো নাম কশ্চিদস্তি। অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বমেষাং স্যাদিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যুঃ। বিহিতত্বাদেব 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিনা। তদুক্তং 'সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' ইতি [বে০সূ০৩।৪।২৬]

সিদ্ধে হি স্যাদ্বিবোধোঽয়ং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন।
বিধ্যধীনাত্মলাভেঽস্মিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥

সিদ্ধং হি বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মযোগেন বাধ্যতে। ন তু সাধ্যরূপম্। যথা ষোড়শিন একস্য গ্রহণাগ্রহণে। তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব। ন পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ। তদিহৈকমেবাগ্নিহোত্রাখ্যং কর্ম্ম যাবজ্জীবশ্রুতে-র্নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যমহিতোপাত্তদুরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্ত্তব্যং বিদ্যাঙ্গতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিৎকতয়ানবশ্যম্ভাবেঽপি 'কাম্যো বা নৈমি-ত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশত' ইতি ন্যায়াৎ অনিত্যাধিকারেণ নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি তেনাপি তৎসিদ্ধেবিতি সংযোগপৃথক্ত্বাৎ ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একস্য কার্য্যস্যেতি সিদ্ধম্।

সহকারিত্বঞ্চ কর্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ কিন্তূৎপত্তৌ। কোঽর্থো বিদ্যা-সহকারীণি কর্ম্মাণীত্যয়মর্থঃ। সৎসু কর্ম্মসু বিদ্যৈব স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে।

[ন হি...পঠতি] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে। অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা অস্মদাদির অনুযোজ্য নহে। বলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবে না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

৩৩। ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক। কারণ, ঐ সকল "ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত। এ নির্ণয় "সর্ব্বাপেক্ষা

---

* সহকারিত্বেন রূপেণৈবাং বিদ্যাসাধনত্বমবগন্তব্যম্।—আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ ... দ্বারা, জ্ঞানেন মোক্ষের প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারণতার ...

ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকর্ম্মণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যাফলবিষয়ং মন্তব্যম্। অবিধিলক্ষণত্বাদ্বিদ্যায়া অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্য। বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফলসিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনান্তরমাকাঙ্ক্ষতে নৈবং বিদ্যা। তথা চোক্তং 'অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা' ইতি [বে°সূ°৩। ৪।২৬।] তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এবৈষাং সহকারিত্ববাচো

যথা সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভীতি সৎস্বেব দশপুত্রেষু সৈব ভারস্য বাহিকেতি। "অবিধিলক্ষণত্বাদি"তি। বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যঙ্গৈর্যুজ্যতে. ন ত্ববিহিতম্। গ্রাহকগ্রহণপূর্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্য বিধেশ্চ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে, চ তদনুপপত্তেঃ। চতসৃণামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্তেবিত্যুক্তং প্রথমসূত্রে। দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিসরূপং ন বিধিরিত্যপ্যুক্তম্। উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্তু সত্বশুদ্ধ্যা বিবিদিষোপজননদ্বারে-

সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ন্যায় জ্ঞানফল মোক্ষ বিষয়ে নহে। যদ্রূপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ নির্ব্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য করে না, সেইরূপ, আশ্রমবিহিত কর্ম্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের সাহায্য করে কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না। কারণ, বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে। (তাহা নিত্যসিদ্ধ ও অযত্নসাধ্য।) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাহাতেই বিধি সম্ভব হয়। অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন, তাহা যেমন অঙ্গ কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অন্য কাহার সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। এ কথা "অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা" সূত্রে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে। প্রদর্শিত হেতু কূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, 'আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষে নহে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা

যুক্তিঃ। ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। কর্ম্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতো ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্। অনিত্যস্ত্বপরঃ সংযোগঃ 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইত্যাদিবাক্যকল্পিতঃ। তস্য বিদ্যাফলত্বম্। যথা একস্যাপি খাদিরস্য নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ তদ্বৎ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥*

ত্যধস্তাদুপপাদিতম্। অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্যাপবর্গস্য। স্বরূপাবস্থানলক্ষণো হি সঃ। ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং নিত্যত্বাৎ। শেষমতিরোহিতার্থম্।

করে, তৎপরে আর কিছু করে না। [ন চাত্র...তদ্বৎ] এই সিদ্ধান্তে বিরোধের আশঙ্কা করিও না। একই কর্ম্ম অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, এ কথা বিরুদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা করিও না। (একই অগ্নিহোত্র অবশ্যকর্ত্তব্য বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্ত্তব্য বলিয়া অনিত্য। ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং অনিত্য। নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; অনিত্যানুষ্ঠানে কাম্যলাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না।) কারণ, কর্ম্ম এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্য আছে। তদনুসারে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঞ্জন হয়। কর্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কর্ম্ম একই, পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ। এক সংযোগ নিত্য, তাহা "যত কাল জীবন তত কাল অগ্নিহোত্র" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক সংযোগ অনিত্য, তাহা "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিদ্যাফলের অভাব আছে এবং শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই আছে। এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপিতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ। খাদির যূপ একই কিন্তু যে খাদির যূপ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক হয়, আবার সেই খাদির যূপই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা পুরুষের উপকারক হয়। সঙ্কলিত সিদ্ধান্তও পূর্ব্বমীমাংসানুগত প্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

* সর্ব্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বাশ্রমধর্ম্মত্বরূপপক্ষদ্বয়েঽপি অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া এব।

সর্ব্বথাপ্যাশ্রমধর্ম্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবাগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ। ত এবেত্যবধারয়ন্নাচার্য্যঃ কিং নিবর্ত্তয়তি। কর্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ব্রূমঃ। যথা কুণ্ডপায়িনাময়নে 'মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি' ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ কর্ম্মান্তরমুপদিশ্যতে নৈবমিহ কর্ম্মভেদোঽস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ। শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ

যথা মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতীতি প্রকরণান্তরাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি 'তমেনং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে'তি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাত্তদ্‌বুদ্ধিব্যবচ্ছেদে সতি কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও বটে। সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম বলিয়াই হউক আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্ব্বপ্রকারে অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস "তে এব—সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই" এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ বাক্যের দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে।) কুণ্ডপায়ী দিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র * যেমন সর্ব্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কর্ম্ম, এখানে সেরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন—" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনস্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে। [শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্] শ্রুতিস্থ

কুতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ।—জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর আশ্রমীর কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অনুষ্ঠেয়, ইহা অবধারিত আছে। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অনুষ্ঠেয়তা পক্ষে লিঙ্গদর্শন আছে। (লিঙ্গ=জ্ঞাপক চিহ্ন অথবা বোধকবাক্য)।

* কুণ্ডপায়ী=শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অয়ন=কুণ্ডপায়ী দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-যাগ নির্ব্বাহার্থ একটি মাসব্যাপক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এতদ্বাক্যবিহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" এতদ্বাক্যের দ্বারা বিহিত।

'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' ইতি সিদ্ধরূতুৎ-পন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঙ্ক্তে ন জুহোতী-ত্যাদিবদপূর্ব্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ' ইতি বিজ্ঞাত-কর্ত্তব্যতাকমেব কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। "যস্যৈতে অষ্টাচত্বারিংশৎসংস্কারা" ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

---

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কর্ম্ম শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ সংযোগভেদঃ পরং যথা-ঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামোযাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি তদেবাগ্নিহোত্র-মুভয়সংযুক্তম্। ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষাদ্ভেদকং কিন্ত্বজাতজ্ঞাপনস্বরসো বিধিঃ প্রকরণৈক্যে স্ফুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহাৎ। প্রকরণান্তরেণ তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞানঃ স্বরসমজহৎ কর্ম্ম ভিনত্তি। ইহ তু সিদ্ধবদুৎপন্নরূপা-ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঞ্জানো ন জুহোতীত্যাদিবদপূর্ব্বমেষাং রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি। ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে গাসবিধির্নাপূর্ব্বাগ্নি-হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্। হোম এব সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতেঃ। কালস্য চানুপাদেয়স্যাবিধেয়ত্বাৎ। কালে হি কর্ম্ম বিধীয়তে ন কর্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

---

পোষক বাক্য বা শ্রৌত চিহ্ন এই যে, শ্রুতি "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মা জানিবেন" এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অন্য কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। (সুতরাং স্থির হইতেছে যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উভয়ের অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।) স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি "যে ব্যক্তি ফল অনুসন্ধান না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে" এই বলিয়া জ্ঞাতকর্ত্তব্যতাক কর্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জ্ঞাতকর্ত্তব্যতাক=যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া জানা আছে অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে সেই সকল কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্ত্তব্যতা ও ফল শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট আছে সেই সকল কর্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান-প্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কর্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কর্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—"যাহার এই অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮)

কেষু. কর্ম্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রেত্য স্মৃতৌ ভবতি। তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥*

সহকারিত্বস্যৈবৈতদুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ 'এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে' ইত্যাদিনা ।

সর্গঃ। ইহ তু বিবিদিষাযাং বিধিশ্রুতিন যজ্ঞাদৌ। তানি তু সিদ্ধান্তেবানূদ্যন্ত ইত্যেককর্ম্ম্যাৎ সংযোগপৃথক্ত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতিরুক্তা। লিঙ্গদর্শনমুক্তম্।

নিত্যানি কর্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাপ্তিফলান্যপি জ্ঞানকামেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানার্থানীত্যুক্তম্। ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনূকরণেন বিদ্যোদযে হেতুতেত্যত্র লিঙ্গমাহ। অনভিভবঞ্চেতি। সূত্রস্য তাৎপর্য্যোক্তি-

---

সংস্কার—" ইত্যাদি। † যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎপত্তি হওযা সুসম্ভব। (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য্য—সংস্কার বলে তাহাদের চিত্তমল থাকে না, পরিমার্জ্জিত হয, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয।) প্রদর্শিত প্রকারে কর্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্য ঐ সাবধারণ প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য।

যেমন প্রদর্শিত শ্রৌত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয, তেমনি, ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরও বিদ্যাহেতুতা অবধারিত হয়। কারণ, শ্রুতিই দেখাইযাছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষ রাগদ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। ক্লেশে অভিভূত না হইলেই নিষ্প্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা—"যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অনুভবারূঢ় হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না।", ইত্যাদি।

---

* অনভিভবং রাগাদিভিঃ। দর্শযতি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনূকরণদ্বারেণ বিদ্যোদয়হেতুত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিতি।—শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন না। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম কর্ম্মও রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চক ক্ষীণ করে, করিয়া জ্ঞানোদয়ের কারণ হয়।

† গর্ভাধান হইতে পত্ন্যভিগম পর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাযজ্ঞ, ৭ সোমযজ্ঞ, ৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, অভুক্ত থাকিয়া সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈহিক কর্ম্ম, ভস্মসমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ, এই ৮। সমুদায়ে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চেতি স্থিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি কিং বা নাস্তীতি সংশয়ে নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। আশ্রমক-

---

পূর্ব্বকমক্ষরার্থং কথয়তি। সহকারিত্বস্যেতি। উভয়বিধ্যধীনমর্থমুপসংহরতি। তস্মাদিতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোপায়ত্বে সত্যনাশ্রমকর্ম্মণাঞ্চ নৈবমিতি মন্বানং প্রত্যাহ। অন্তরেতি। অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেষাং কর্ম্মিত্বপ্রসিদ্ধের্নিন্দাপ্রসিদ্ধেশ্চ সংশয়মাহ। বিধুরেতি। অত্রানাশ্রমকর্ম্মণামুক্তবিদ্যাহেতুত্বোক্ত্যা পাদাদিসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিস্তথৈবাশ্রমকর্ম্মণামপি বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ। সিদ্ধান্তে ত্বাশ্রমিত্বস্য জ্যায়স্ত্বাৎকর্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মন্বানঃ সংশয়মনূদ্যপূর্ব্বপক্ষমাহ। নাস্তীত্যাদিনা।

অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম আশ্রমিকর্ত্তব্যও বটে; তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারীও বটে।

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যালাভের উপায়, এতৎ প্রসঙ্গে অন্য এক সংশয় উপস্থিত হয়। সে সংশয় এই—কোন এক আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে নাই এরূপ বিধুর-নামক অন্তরালবর্ত্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র (যাহারা দ্রব্যাভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অপারক) তাহাদের বিদ্যাধিকার আছে কি নাই। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম কর্ম্মই বিদ্যালাভের উপায় তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য। উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের

---

* অন্তরা অন্তরালে বর্ত্তমানা বিধুর-সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধাস্তেষামপি বিদ্যায়ামধিকার ইতি পুরণীয়ম্। হেতুমাহ তদিতি। শ্রুতিস্মৃতীহাসশাস্ত্রেষু রৈকপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ।—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, এই অবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষে নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই উচিত। অনাশ্রমী বিধুর ও নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কর্ম্ম করণে অক্ষম ও অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদক জপাদি কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যাধিকার আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় অর্থাৎ নির্দর্শিত হইয়াছে।

র্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষা-মিত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনা-ঽন্তরালে বর্ত্তমানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ্-দৃষ্টেঃ। রৈকবাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রু-ত্যুপলব্ধেঃ ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥*

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণা

বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণমাত্রধর্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্য কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামন-ধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ। আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি। এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি। অনাশ্র-মিত্বেনেতি। তদ্দৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে। রৈক্কেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

শ্রৌতীং দৃষ্টিং শিষ্ট্বা স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি। অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সিদ্ধে সিদ্ধান্তেঽনন্তরসূত্রনিরস্যশঙ্কোদ্যমাহ। নন্বিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো রৈক্কাদীনাং বিদ্যাসম্ভবাৎ বর্ণোপাধাবুক্তাৎ কর্ম্মণো বিদ্যেত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-

দেবারাধনা ও জপাদি কার্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভব হয়। রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি বিধুর ও দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায় সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।)

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্যায় (নগ্নচর্য্যা = বস্ত্রত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন, কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাস-স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র (শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। বিধায়ক শাস্ত্র কৈ? বিধায়ক

* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিত্বমিতি শেষঃ।—সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কর্ম্ম করিতেন না অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে।

মপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে। নন্বু লিঙ্গমিদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং কা নু খলু প্রাপ্তিরিতি সাঽভিধীয়তে ॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥*

তেষামপি বিধুরাদীনামবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভির্জপোপবাসদেবতারাধনাদিভির্ধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি। তথা চ স্মৃতিঃ—

'জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে' ॥

রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্মবিশেষৈবনুগৃহীতা বিদ্যোদেষ্যতীতি সূত্রেণ সমাধত্তে সেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ।

যদি বিদ্যাসহকারীণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি হন্ত ভো বিধুরাদীনামনাশ্রমিণামনধিকারো বিদ্যায়াম্। অভাবাৎ সহকারিণামাশ্রমকর্ম্মণামিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নাত্যন্তমকর্ম্মাণো রৈক্কবিধুববাচক্লবীপ্রভৃতয়ঃ। সন্তি হি তেষামনাশ্রমিত্বে জপোপবাসদেবতারাধনাদীনি কর্ম্মাণি। কর্ম্মণাঞ্চ সহকারিত্বমুক্তম্। আশ্রমকর্ম্মণামুপ-

শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্রকার এতৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন।

জ্ঞানের অবিরোধী কেবলমাত্র পুরুষসম্বন্ধীয় (পুরুষমাত্রকর্ত্তব্য) জপ, উপবাস ও দেবসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিধুর ও দরিদ্রদিগের প্রতিও বিদ্যার অনুগ্রহ হইতে পারে। স্মৃতি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জপকর্ম্মের দ্বারাও সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রমধর্ম্ম করুন বা না করুন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ।" (মৈত্র=মিত্রতায় অবস্থানকারী। অহিংসক বা দয়াবান্।) এই স্মৃতি বিধুর ও দরিদ্রদিগের আশ্রমকর্ম্ম সম্ভব না হইলেও তাহাদিগের জপাধিকার আছে বলিয়াছেন। অন্য স্মৃতিতেও আছে "বহু জন্মের পর সিদ্ধিলাভ করে, পরে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" এই স্মৃতি জন্মান্তরসঞ্চিতধর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট দিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের ফল দৃষ্ট

---

* বর্ণধর্ম্মবিশেষৈরনুগ্রহো বিদ্যায়া ইতি পূরণীয়ম্। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্মৈরনুগৃহীতা বিদ্যা উদেষ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—আশ্রমবিশেষে অনবস্থিত বিধুর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বর্ণধর্ম্মে রত থাকেন। আচরিত সেই সেই ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্যার অনুগ্রহ (উদয়) হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের প্রতি বর্ণধর্ম্মেরও নিমিত্ততা আছে।

ইত্যসম্ভবাদাশ্রমকর্ম্মণোঽপি জপেঽধিকারং দর্শয়তি। জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চাশ্রমকর্ম্মভিঃ সম্ভবত্যেব বিদ্যায়া অনুগ্রহঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্'।

ইতি জন্মান্তরসঞ্চিতানপি সংস্কারবিশেষানুগ্রহীতৃন্ বিদ্যায়া দর্শয়তি। দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা প্রতিষেধাভাবমাত্রেণাপ্যর্থিনমধিকরোতি শ্রবণাদিষু। তস্মাদ্বিধুরাদীনামপ্যধিকারো ন বিরুধ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥*

অতস্ত্বন্তরালবর্ত্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়োবিদ্যাসাধনং

লক্ষণত্বাদিতি ন তেষামনধিকারোবিদ্যাসু। "জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈরপি চে"তি। ন খলু বিদ্যাকার্য্যে কর্ম্মণামপেক্ষাঽপি তূৎপাদে। উৎপাদযন্তি চ বিবিদিষোপহারেণ কর্ম্মাণি বিদ্যাম্। উৎপন্নবিবিদিষাণাং পুরুষধৌরেয়াণাং বিদুরসম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং কৃতং কর্ম্মভিঃ। যদ্যপি চেহ জন্মনি কর্ম্মাণ্যননুষ্ঠিতানি তথাপি বিবিদিষাতিশয়দর্শনাৎ প্রাচি ভবেঽনুষ্ঠিতানি তৈরিতি গম্যত ইতি। ননু যথাধীতবেদ এব ধর্ম্মজিজ্ঞাসাযামধিক্রিযতে নানধীতবেদ ইহ জন্মনি তথেহ জন্মন্যাশ্রমকর্ম্মোৎপাদিতবিবিদিষ এব বিদ্যাযামধিকৃতো নেতর ইত্যনাশ্রমিণামনধিকারো বিধুরপ্রভৃতীনামিত্যত আহ—"দৃষ্টার্থা চে"তি। অবিদ্যানিবৃত্তির্ব্বিদ্যাযা দৃষ্টোঽর্থঃ। স চান্বযব্যতিরেকসিদ্ধো ন নিযমমপেক্ষত ইত্যর্থঃ। প্রতিষেধো বিঘাতস্তস্যাভাব ইত্যর্থঃ। যদ্যনাশ্রমিণামপ্যধিকারো বিদ্যায়াং কৃতং তর্হ্যাশ্রমৈরতিবহুলাযাসৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

স্বস্থেনাশ্রমিত্বমাস্থেযম্। দৈবাৎ পুনঃ পত্ন্যাদিবিয়োগতঃ সত্যনাশ্রমিত্বে

অর্থাৎ ঐহিক বা প্রত্যক্ষ। সুতরাং প্রতিবন্ধকের অভাব বা প্রতিবন্ধক মোচন হইলেই বিদ্যাসাধক শ্রবণ মননাদির দ্বারা বিদ্যাধিকার জন্মে। অতএব, বিধুর প্রভৃতির বিদ্যাধিকার অবিরুদ্ধ।

বিধুর অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ। কারণ

---

* অতঃ অন্তরালবর্ত্তিত্বাৎ অনাশ্রমিত্বাৎ ইতরৎ অন্যৎ আশ্রমিত্বং জ্যায় শ্রেষ্ঠমিতি লিঙ্গাৎ শ্রৌতাৎ স্মার্ত্তাচ্চ বিজ্ঞায়তে।—আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতিস্মৃতির তাৎপর্য্যার্থ পর্য্যালোচনে বিজ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রুতিস্মৃতিসন্দৃব্ধত্বাৎ। শ্রুতিলিঙ্গাচ্চ 'তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ' ইতি। 'অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ।' 'সম্বৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেকঞ্চরেৎ' ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ ॥ ৩৯ ॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥*

সন্ত্যূর্দ্ধরেতস আশ্রমা ইতি স্থাপিতম্। তাংস্তু প্রাপ্তস্য কথঞ্চিত্ততঃ প্রচ্যুতিরস্তি নাস্তি বেতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বধর্ম্মেষ্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতোঽপি স্যাৎ বিশেষা-

---

ভবেদপিকারোবিদ্যাগামিতি শ্রুতিস্মৃতিসন্দর্ভেণ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিনা জ্ঞাবস্থাবগতেঃ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চাবগম্যতে। তেনৈতি পুণ্যকৃদিতি শ্রুতিলিঙ্গমনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতেত্যাদি চ স্মৃতিলিঙ্গম্।

আরোহবৎ প্রত্যবরোহোঽপি কদাচিদূর্দ্ধরেতসাং স্যাদিতি মন্দাশঙ্কানিরা-

---

এই যে, আশ্রমে অবস্থিত থাকিলে আশ্রমবিহিত অনুষ্ঠান উপচিত হইতে থাকে। তৎকারণে আশ্রমাবস্থানের জ্ঞানসাধনতা অনাশ্রমাবস্থা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ (নিকট সাধন)। আশ্রমিত্ব অনাশ্রমিত্ব উভয়ের মধ্যে যে আশ্রমিত্বই শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন এবং স্মৃতিও বলিয়াছেন। অধিকন্তু স্মৃতি অনাশ্রমীর নিন্দা করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"আশ্রমধর্ম্মে রত থাকিলে ক্রমে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ ও তেজঃসম্পন্ন হয়।" স্মৃতি যথা—"দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না।" "যদি পূর্ণ এক বৎসর অনাশ্রমী থাকেন তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তাত্মক কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।"

শাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেত আশ্রমের অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান আছে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে সংশয়—সে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার তাহা

---

* তদ্ভূতস্য প্রাপ্তোর্দ্ধরেতোভাবস্য অতদ্ভাবস্ততঃ প্রচ্যুতির্নাস্তীতি নিয়মাদিশাস্ত্রেভ্যো বিজ্ঞায়তে। এতচ্চ মতং জৈমিনেরপি।—ঊর্দ্ধরেত আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস নামক চতুর্থাশ্রম প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে আর অবরোহণ হয় না। অর্থাৎ সে আর নিম্নাশ্রমে আসিতে পারে না। ইহা জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই অভিমত। অবরোহণ না হওয়ার জ্ঞাপক নিয়মশাস্ত্র, অতদ্রূপের অর্থাৎ অবরোহণের নিষেধ শাস্ত্র ও শিষ্টাচার। (ভাষ্যাধ্যায় দেখ)।

ভাবাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। তদ্ভূতস্য তু প্রতিপন্নোর্দ্ধ-রেতোভাবস্য ন কথঞ্চিদপ্যতদ্ভাবো ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ। কুতঃ। নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ। তথা হি—অত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্নিতি অরণ্যমিয়াদিতি পদন্ততো ন পুনরেয়াদিত্যুপনিষদিতি।

"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবিমোক্ষাৎ শরীরস্য"সোঽনুতিষ্ঠেদ্‌যথাবিধি॥"

ইতি চৈবঞ্জাতীয়কো নিয়মঃ প্রচ্যুত্যভাবং দর্শযতি। যথা চ 'ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ' ইতি, চৈবমাদীন্যারোহরূপাণি বচাংস্যুপলভ্যন্তে নৈবম্প্রত্যবরোহ-

---

করণার্থমিদমধিকরণম্। পূর্ব্বধর্ম্মেষু যাগহোমাদিষু রাগতো বা গৃহস্থোঽহং পত্ন্যাদিপরিবৃতঃ স্যামিতি। নিয়মং ব্যাচষ্টে "তথা হ্যত্যন্তমাত্মানমি"তি। অতদ্রূপতামবরোহতুল্যতাভাবম। ব্যাচষ্টে—"যথা চ ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্যে"তি।

হইতে প্রচ্যুত হইতে পারে কি না? অর্থাৎ ফিরিয়া আবার গার্হস্থ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে কি না? কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আর একবার পূর্ব্বধর্ম্ম সকল (গার্হস্থ্যাদিবিহিত কর্ম্মকলাপ) ভালরূপে অনুষ্ঠান করিব, এইরূপ ইচ্ছার দ্বারা ফিরিতেও পারে। আবার পক্ষান্তরে দেখা যায়, দোষশ্রুতি থাকায় পুনর্গার্হস্থ্য অশাস্ত্রীয়। এইরূপ পক্ষাপক্ষ লাভ হয় বলিয়াই সূত্রকার তন্নির্ণয়ার্থ সূত্র বলিলেন। সূত্রের অর্থ এই যে, তদ্ভূত—একবার সেই ভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত হইলে আর তাহার অতদ্ভাব অর্থাৎ কোনও প্রকারে ইচ্ছোদ্রেক হইলেও তাহা হইতে অবরোহণ (পুনর্গার্হস্থ্যাদিতে আগমন) নাই। তৎপ্রতি হেতু—নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব। নিয়ম অর্থাৎ মরণান্ত অরণ্যবাস প্রভৃতির নিয়ম। শাস্ত্র সেইরূপে থাকিবার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতদ্রূপতা (তদ্রূপ করার নিষেধশাস্ত্র) অর্থাৎ সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়া পুনর্গার্হস্থ্য না করা। শাস্ত্র সেরূপ করার দোষোদ্ঘোষণ করিয়াছেন। অভাব অর্থাৎ শিষ্টাচারের অভাব। কোনও শিষ্ট সেরূপ করেন নাই। [তথা হি. বিদ্যন্তে] নিয়ম যথা—"আপনাকে গুরুগৃহে অতিশয়িত ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ক্লিষ্ট করতঃ পরে অরণ্যে গমন করিবেক। অর্থাৎ নির্জ্জনসেবিত্ব উপলক্ষিত ঊর্দ্ধরেত আশ্রম অবলম্বন করিবেক। ইহাই শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ। তাহা হইতে

রূপাণি। ন চৈবমাচারাঃ শিষ্টা বিদ্যন্তে। যত্তু পূর্ব্বধর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণমিতি তদসৎ। 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' ইতি স্মরণাৎ। ন্যায়াচ্চ। যো হি যং প্রতি বিধীয়তে স তস্য ধর্ম্মো ন তু যো যেন স্বনুষ্ঠাতুং শক্যতে। চোদনালক্ষণত্বাদ্ধর্ম্মস্য। ন চ রাগাদিবশাৎ প্রচ্যুতিঃ। নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ। জৈমিনেরপীত্যপিশব্দেন জৈমিনিবাদরায়ণয়োরত্র সম্প্রতিপত্তিং শাস্তি প্রতিপত্তিদার্ঢ্যায় ॥ ৪০ ॥

অভাবং শিষ্টাচারাভাবম্। বিভজতে—"ন চৈবমাচারাঃ শিষ্টা"ইতি। অতিরোহিতার্থমন্যৎ।

আর পুনরাগত হইবেক না অর্থাৎ পুনর্গার্হস্থ্যে আসিবেক না। ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য (শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব।)" "গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চার আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধিবিধানক্রমে অনুষ্ঠান করিবেক।"এইরূপ এইরূপ নিয়ম বা নিয়ামক শাস্ত্র উত্তরাশ্রমগৃহীতার পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়া আসা নাই বলিয়াছেন। অতদ্রূপ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের ন্যায় অবরোহণ ক্রমের অভাব (না থাকা) দেখা যায়। "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবেক। অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক।" এই যেমন পর পর উচ্চ আশ্রম গমনের ক্রম দেখা যায়, এরূপ অবরোহণ ক্রম কুত্রাপি বা কোনও শাস্ত্রবাক্যে দৃষ্ট হয় না। অপিচ, ফিরিয়া আসা সম্বন্ধে শিষ্টাচারও নাই। কোনও শিষ্টকে (ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ আস্তিক ঋষিকে) উত্তরাশ্রম গ্রহণের পর পুনর্গার্হস্থ্য করিতে দেখা যায় নাই। [যত্তু...ধর্ম্মস্য] বলিয়াছিলে যে, পূর্ব্বধর্ম্ম সকল ভালরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছায় পুনরাবর্ত্তন ঘটিতে পারে, আমরা বলি, ঘটিতে পারে না। কারণ এই যে, স্মৃতির অনুশাসন আছে— "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প কিছু স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।" (পরধর্ম্ম=অন্যাশ্রমের ধর্ম্ম)। এ বিষয়ে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, যে যাহা ভালরূপ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ—তাহাই তাহার ধর্ম্ম, এমন নহে; কিন্তু যাহা যাহার জন্য বিহিত—তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ইহাই বিধিবাক্যানুমেয় ধর্ম্ম বা ধর্ম্মলক্ষণের রহস্য। [ন চ...দার্ঢ্যায] চতুর্থাশ্রমী স্বাবলম্বিত আশ্রম হইতে চ্যুত হইতে পারিত যদি রাগের অর্থাৎ ঐচ্ছিক ব্যবহারের প্রাবল্য থাকিত।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদ-যোগাৎ ॥ ৪১ ॥*

যদি নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী প্রমাদাদবকীর্য্যেত কিং (তস্য 'ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভমালভেত' ইত্যেতৎ প্রায়শ্চিত্তং স্যাদুত নেতি। নেত্যুচ্যতে। যদপ্যধিকারলক্ষণে নির্ণীতং প্রায়শ্চিত্তং—অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাদিতি তদপি ন নৈষ্ঠিকস্য ভবিতুমর্হতি। কিং কারণম্।

প্রাযশ্চিত্তং ন পশ্যামীতি নৈষ্ঠিকং প্রতি প্রাযশ্চিত্তাভাবস্মবণাৎ নৈর্ঋতগর্দ্দভালম্ভঃ প্রাযশ্চিত্তমুপকুর্ব্বাণকং প্রতি। তস্মাচ্ছিন্নশিবস ইব পুংসঃ প্রতিক্রিষাভাব ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সূত্রযোজনা তু—ন চাধিকাবিকমধিকাবলক্ষণে

কিন্তু বাগপ্রাবল্যেব সম্ভাবনা নাই। কাবণ, বাগ অপেক্ষা নিযম শাস্ত্র বলবান্ এবং তাহাবই বলে বাগেব খর্ব্বতা সঙ্ঘটন হয। এ সিদ্ধান্ত কেবল বাদবাষণসম্মত নহে, জৈমিনিসম্মতও বটে।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী যদি দৈবাৎ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবকীর্ণী অর্থাৎ ভঙ্গব্রত বা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হন তাহা হইলে তাঁহাকে "অবকীর্ণী ব্রহ্মচাবী নির্ঋতি দেবতাব উদ্দেশে গর্দ্দভ পশু আলভন কবিবেন" এতংশাস্ত্রোক্ত প্রাযশ্চিত্ত কবিতে হইবে কি না তাহা এতৎসূত্রে বিচাবিত হইযাছে। বিচাবেব নিষ্কর্ষ

---

* আধিকাবিকং অধিকাবলক্ষণে নির্ণীতং যৎ পাযশ্চিত্তং তৎ নৈষ্ঠকে ভবিতুং নার্হতি। কুত.? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ। অপ্রতিসমাধেযপতনস্মবণাৎ তৎপ্রাযশ্চিত্তাযোগাদিতি যাবৎ।—পূর্ব্বমীমাংসাব প্রথমকাণ্ডে একটী পাযশ্চিত্ত কথিত হইযাছে, তাহা এই—"ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে গর্দ্দভ পশু বা কবিযা তদ্দ্বাবা নৈর্ঋত যাগ কবিবেক।' এই প্রাযশ্চিত্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবী পক্ষে বিহিত নহে। উপকুর্ব্বাণেব প্রতি বিহিত। কাবণ এই যে, উক্ত প্রাযশ্চিত্ত পশুহোমাত্মক, পশুহোম অগ্ন্যাধানসাপেক্ষ সুতরাং তাহা স্ত্রীগ্রহণসাপেক্ষ। পশুহোমের নিমিত্ত অগ্ন্যাধান কবিতে হইলে অগ্ন্যাধানার্থ স্ত্রীগ্রহণ করিতে হইবেক কিন্তু স্ত্রীগ্রহণ কবিলে নৈষ্ঠিকেব পাতিত্য জন্মে। সে পাতিত্যের বা সে পাতকেব প্রাযশ্চিত্ত নাই। সেই জন্য প্রোক্ত প্রাযশ্চিত্ত নৈষ্ঠিকেব নহে, উপকুর্ব্বাণেব। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচাবী স্ত্রীগ্রহণ ও অগ্নিগ্রহণ কবিলে সেরূপ পাতকী হন না—নৈষ্ঠিক যেরূপ হন। অতএব, প্রাযশ্চিত্তনাশ্য নহে একপ পাতক স্মৃত (স্মৃতিতে উক্ত) হওযায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচাবীর ব্রহ্মচর্য ভঙ্গজনিত দোষের নাশক প্রায়শ্চিত্তেব অভাব (না থাকাই) স্বীকৃত হয়। ফলিতার্থ এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ কবিলে নৈষ্ঠিকের পতন ও প্রাযশ্চিত্তাভাব কিন্তু তাহা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হইলে প্রাযশ্চিত্ত ও পতনাভাব স্বীকৃত হয। উপকুর্ব্বাণেব ইচ্ছানিচ্ছাকৃত দোষের পবিহাব আছে।

'আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা' ॥
ইত্যপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। উপকুর্ব্বাণস্য তু তাদৃক্‌পতনস্মরণাভাবাদুপপদ্যতে তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ৪১ ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥*

অপি ত্বেকে আচার্য্যা উপপাতকমেবৈতদিতি মন্যন্তে

প্রথমকাণ্ডে নির্ণীতমবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাদিত্যনেন যৎ প্রায়শ্চিত্তং তন্ন নৈষ্ঠিকে ভবিতুমর্হতি। কুতঃ। আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকমিতি স্মৃত্যা পতনশ্রুত্যনুমানাৎ তৎপ্রায়শ্চিত্তাযোগাৎ।

শ্রুতিস্তাবৎ স্ববসতোঽসঙ্কুচদ্‌বৃত্তির্ব্রহ্মচারিমাত্রস্য নৈষ্ঠিকস্যোপকুর্ব্বাণস্য

এই যে, হইবে না। যদিও অধিকারনির্ণয় প্রকরণে কথিতপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে, তথাপি, সে নির্ণয় নৈষ্ঠিকের জন্য নহে। কেন না নৈষ্ঠিকের অগ্ন্যাধান নাই। অগ্ন্যাধান না থাকায় উক্ত প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব। তাঁহার অগ্ন্যাধানের যথাযোগ্য কাল অতিক্রান্ত। শাস্ত্র আছে, "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকধর্ম্মে আরোহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না যে, তদ্দ্বারা সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ হইতে পারে।" এই শাস্ত্রে নৈষ্ঠিকের বিবাহকরণজনিত পাপের নাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকা অভিহিত হইয়াছে। পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত না থাকায় তৎকর্ম্মকরণে পতিত হইতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানকৃত সকৃৎ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ আছে, সে প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণের পক্ষেই বিহিত। নৈষ্ঠিকের পক্ষে নহে। যেমন শিরশ্ছেদের চিকিৎসা নাই, তেমনি, নৈষ্ঠিকাশ্রম আশ্রয় করিয়া পশ্চাৎ তাহা ত্যাগ করিলে তাহারও প্রায়শ্চিত্ত নাই। উপকুর্ব্বাণের সেরূপ পাতিত্য শুনা যায় না, সুতরাং উক্ত প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পক্ষেই বিহিত।

---

* উপপদং পূর্ব্বং যস্য তৎপাতকম্। উপপাতকমিতি যাবৎ। নৈষ্ঠিকব্রতলোপস্যোপপাতকত্বং একে ঋষয় আহুরিতি শেষঃ। অতএব ভাবং প্রায়শ্চিত্তাস্তিত্বম্। অশনবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাদিভক্ষণে ব্রতলোপঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ তথা। তদুক্তমিতি জৈমিনিনা পূর্ব্বকাণ্ডে।—কোন কোন ঋষি বলিয়াছেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গুরুদারাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য লোপ হইলে তজ্জনিত তাহার উপপাতক জন্মে, সেই জন্য তাহার প্রায়-

যন্নৈষ্ঠিকস্য গুরুদারাদিভ্যোঽন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যং বিশীর্য্যতে ন তন্মহাপাতকং ভবতি গুরুতল্পাদিষু মহাপাতকেষ্বপরিগণনাৎ। তস্মাদুপকুর্ব্বাণবন্নৈষ্ঠিকস্যাপি প্রায়শ্চিত্তভাবমিচ্ছন্তি। ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাদবকীর্ণিত্বাবিশেষাচ্চ। অশনবৎ। যথা ব্রহ্মচারিণো মধুমাংসাশনে ব্রতলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চৈবমিতি। যে হি প্রায়শ্চিত্তাভাবমিচ্ছন্তি ন তেষাং মূলমুপল-

---

চাবিশেষেণ প্রাযশ্চিত্তমুপদিশতি সাক্ষাৎ। প্রাযশ্চিত্তং ন পশ্যামীতি তু স্মৃতিস্তস্যামপি চ সাক্ষাৎ প্রাযশ্চিত্তং ন কর্ত্তব্যমিতি প্রাযশ্চিত্তনিষেধো ন গম্যতে। ন পশ্যামীতি তু দর্শনাভাবেন সোঽনুমাতব্যঃ। তথা চ স্মৃতির্নিষেধার্থেত্যনুমায

কোন কোন আচার্য্য (শাস্ত্রোপদেষ্টা) মনে করেন ও বলেন, তাহা (প্রমাদকৃত ব্রহ্মচর্য্যবিলোপ) উপপাতক মধ্যে গণ্য। যদি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে (ঊর্দ্ধরেত আশ্রমে) অবস্থিত ব্যক্তির গুরুপত্ন্যাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয, তাহা হইলে তাহাতে মহাপাতক হয না, কিন্তু উপপাতক হয়। কারণ, শাস্ত্রে তাহা মহাপাতক গণনায় পরিগণিত হয নাই। যাহাতে যাহাতে মহাপাতক জন্মে তাহা তাহা স্মৃতিতে পরিগণিত আছে; পরন্তু সে গণনায গুরুশয্যাভিগম প্রভৃতি গণিত হইযাছে কিন্তু অন্য স্ত্র্যভিগম গণিত হয নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, নৈষ্ঠিকের গুরুপত্নী ব্যতীত অন্য নারীতে ব্রহ্মচর্য্য অবসন্ন হইলে মহাপাতক না হউক, উপপাতক হয। যেহেতু উপপাতক হয, সেই হেতু উপকুর্ব্বাণের ন্যায নৈষ্ঠিকেরও উপপাতকপ্রাযশ্চিত্ত আচরণ করিতে হয। ব্রহ্মচারিত্ব ও অবকীর্ণিত্ব (যাহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয সে অবকীর্ণী) দুএতেই আছে সুতরাং দু-ই প্রাযশ্চিত্তার্হ। ইহার দৃষ্টান্ত অশন অর্থাৎ অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয পান। যেমন মদ্যপানে ও মাংসভক্ষণে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য থাকে না, নষ্ট হয, অনন্তর তাহার পুনঃসংস্কার (প্রায়শ্চিত্ত, তৎপরে পুনরুপনযন) অনুষ্ঠিত হয়, সামান্যতঃ রেতঃসেকনিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলেও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। মদ্যমাংস ভক্ষণ করিলে তাহারা যেরূপ প্রাযশ্চিত্তী হয, রেতঃসেক করিলেও সেইরূপ প্রাযশ্চিত্তী হয। [যে. হি..ব্যাখ্যাতব্যম্] যাঁহারা প্রাযশ্চিত্ত নাই বলেন, তাঁহারা নির্মূল ব্যবস্থা

শ্চিত্ত আছে। প্রমাদবশতঃ মদ্য মাংসাদি ভক্ষণে তাহাদের ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত থাকা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, মৈথুনানুষ্ঠানের দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্য নাশ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে, ইহা বিদিত হইবে। জৈমিনি মুনিও পূর্ব্বমীমাংসায় এ কথা বলিয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ভ্যতে। যে তু ভাবমিচ্ছন্তি তেষাং ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী স্বেতদ-বিশেষশ্রবণং মূলম্। তস্মাদ্ভাবো যুক্ততরঃ। তদুক্তং প্রমাণ-লক্ষণে—'সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ' ইতি। প্রায়শ্চিত্তাভাবস্মরণন্ত্বেবং সতি যত্নগৌরবোৎপাদনার্থ-মিতি ব্যাখ্যাতব্যম্। এবং ভিক্ষুবৈখানসয়োরপি বানপ্রস্থো

তদর্থা শ্রুতিরনুমাতব্যা। শ্রুতিস্তু সামান্যবিষয়া বিশেষমুপসর্পন্তী শীঘ্রপ্রবৃত্তি-রিতি। স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তাদর্শনন্তু যত্নগৌরবোৎপার্থম্। এতদুক্তং ভবতি। কৃতনির্ণেজনৈরপ্যেতৈন সম্ব্যানং কর্ত্তব্যমিতি। সূত্রার্থস্তু প্রপূর্ব্বমপি পাতকং নৈষ্ঠিকস্যাবকীর্ণত্বং ন মহাপাতকম্। অপিরেবকারার্থে। অত একে প্রায়শ্চিত্ত-

দেন। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না থাকা পক্ষে কোনরূপ মূল (শ্রুতি বা শাস্ত্র) দেখা যায় না। যাঁহারা তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে বলেন, তাঁহারা অমূলক বলেন না, সমূল কথাই বলেন। "ব্রহ্ম-চারী অবকীর্ণী অর্থাৎ ভঙ্গব্রত হইলে—" এই শাস্ত্র তাঁহাদের মূল। অতএব, ভাবপক্ষই (প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব পক্ষই) ন্যায্য ও শাস্ত্র সম্মত। এসিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার যববরহাধিকরণ সম্মত। পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমা-ধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে "প্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতীতি সমান হইলে শাস্ত্রীয় প্রতীতিই গ্রাহ্য। কেননা, শাস্ত্রীয় প্রতীতিই ধর্ম্মের নিমিত্ত—কর্ম্মলাভের উপায় (কারণ)।" "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি—প্রায়শ্চিত্ত দেখি না" এ কথা যত্নাধিক্য উৎপাদনের * জন্যই বলা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তাভাব সমর্থন জন্য নহে। [এবং...সর্ত্তব্যম] পশ্চাদুক্ত প্রমাণ অনুসারে ভিক্ষু ও বৈখানস

---

* যববরাহাধিকরণ যথা—এক স্থলে লিখিত আছে, যবময় চরু ও বারাহী উপানৎ। সেখানে প্রিয়ঙ্গু ও কৃষ্ণশকুনি গ্রহণ করিতে হইবে? কি দীর্ঘশূক শস্য ও শূকর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে? প্রিয়ঙ্গু নামক ফল ও দীর্ঘশূক শস্য উভয় পদার্থেই যবশব্দ ও বরাহশব্দ সঙ্কে-তিত। কারণ, কৃষ্ণশকুনি ও শূকর এই পদার্থেই যথাক্রমে যব বরাহশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং সন্দেহ হয়। পরে উক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থদ্বয় সমানরূপে প্রতীত হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষে বিকল্প (কৃষ্ণশকুনি ও শূকর, দুয়ের এক) লাভ হয় কিন্তু শূকর ও দীর্ঘশূক শস্য অর্থেই তাহার সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ, শাস্ত্রমূলা প্রতীতিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য। শাস্ত্র-মূলা প্রতীতি যথা,—"যখন অন্যান্য ওষধি শুকাইয়া যায় তখন ইহারা হৃষ্ট থাকে।" এই শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায়, দীর্ঘশূক শস্যই যব। "বরাহ গোর পশ্চাৎ দৌড়িতেছে" এই শাস্ত্রীয় বাক্যে জানা যায়, শূকরই বরাহ। অতএব যেমন যববরাহাদি স্থলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দীর্ঘশূক শস্য ও শূকর গৃহীত হয়, সেইরূপ এখানেও শাস্ত্রমূল প্রতীতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত থাকা স্বীকার্য্য। উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থ প্রভেদ এইরূপ।—যে বেদব্রত (ব্রহ্মচর্য্য)

দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ। ভিক্ষুর্ব্বানপ্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জং স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ, ইত্যেবমাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমনুসর্ত্তব্যম্ ॥ ৪২ ॥

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥*

যদ্যূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং, যদি বোপপাতকমুভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ।

ভাবমিচ্ছন্তীতি। আচার্য্যাণাং বিপ্রতিপত্তৌ বিশেষাভাবাৎ সাম্যং ভবেৎ। শাস্ত্রস্থা যা বা প্রসিদ্ধিঃ সা গ্রাহ্যা শাস্ত্রমূলত্বাৎ। উপপাদিতঞ্চ প্রায়শ্চিত্তভাবপ্রসিদ্ধেঃ শাস্ত্রমূলত্বমিতি। সুগমমিতবৎ। যদি নৈষ্ঠিকাদীনামস্তি প্রায়শ্চিত্তং তৎ কিমেতৈঃ কৃতনির্ণেজনৈঃ সম্ব্যবহর্ত্তব্যমুত নেতি। তত্র দোষকৃতত্বাদসম্ব্যবহারস্য প্রায়শ্চিত্তেন তন্নিবর্হণাদনিবর্হণে বা তৎকরণবৈয়র্থ্যাৎ সংব্যবহার্য্যা এবেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানজন্যমেনোলোকদ্বয়েঽপ্যশুদ্ধিমাপাদয়তি দ্বৈধম্। কস্যচিদেনসোলোকদ্বয়েঽপ্যশুদ্ধিরপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্ব্বাণৈঃ কস্যচিত্তু পরলোকাশুদ্ধিমাত্রমপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্ব্বাণৈঃ।

সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। "ব্রতভঙ্গ অর্থাৎ অনবধানতায় ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইলে বানপ্রস্থ দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বহু তৃণকাষ্ঠ বর্দ্ধন করিবেন। সকৃৎ ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রংশ হইলে বানপ্রস্থের ন্যায় ভিক্ষুও সোমবৃদ্ধিবর্জ্জিত কৃচ্ছ্রব্রত করিবেন এবং স্বশাস্ত্রোক্ত সংস্কার করিবেন।" ইত্যাদি।

ঊর্দ্ধরেত আশ্রমীরা স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে (রেতঃসেকনিবন্ধন ব্রহ্মচর্য্য চ্যুত হইলে) মহাপাতক হউক আর উপপাতক হউক, প্রায়শ্চিত্ত করুক বা না করুক, সাধু কর্ত্তৃক তাঁহারা স্বসমাজচ্যুত হইবেন। এই বিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয়প্রমাণ আছে। শাস্ত্র যথা—"যে ব্যক্তি

উদ্‌যাপন করিয়া সম্প্রতি গৃহস্থ হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ঋতু ব্যতীত অন্য কালে ঐচ্ছিক অভিগমন করে নাই, সে উপকুর্ব্বাণ। যে বেদ পড়া শেষ হইলেও সমাবর্ত্তন (বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ) না করিয়া আমরণ গুরুকুল বাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে সে নৈষ্ঠিক।

* বহিঃ বহিষ্কার্য্যাঃ সাধুভিরিতি শেষঃ।—ঊর্দ্ধরেতত্ব ভঙ্গ হইলে তাহাতে তাঁহাদের মহাপাতক হউক আর উপপাতক হউক, যে কোন প্রকার পাতক হউক না কেন, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাঁহারা অব্যবহার্য্য।

'আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা'॥ ইতি
'আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ'॥ ইতি
চৈবমাদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ। শিষ্টাচারাচ্চ। ন হি যজ্ঞা-ধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ॥ ৪৩॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ॥ ৪৪॥*

অঙ্গেষুপাসনেষু সংশয়ঃ। কিন্তানি যজমানকর্ম্মাণ্যাহো-স্বিদৃত্বিক্কর্ম্মাণি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। যজমানকর্ম্মাণীতি।

ইহ লোকাশুদ্ধিস্ত্বেনসাপাদিতা ন শক্যাঽপনেতুম। যথা স্ত্রীবালাদিঘাতিনাম্। যথাহুঃ—বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতো ন সম্পিবেদিতি। তথা চ—প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যে-নোযদজ্ঞানকৃতং ভবেদিতি। কামতঃ কৃতমপি। বালঘ্নাদিস্তু কৃতনির্ণেজনো-ঽপিবচনাদব্যবহার্য্য ইহ লোকে জায়ত ইতি। বচনঞ্চ বালঘ্নাংশ্চেত্যাদি। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

প্রথমে কাণ্ডে শেষলক্ষণে তথাকাম ইত্যত্রর্ত্বিক্সম্বন্ধে কর্ম্মণঃ সিদ্ধে

নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, আমি কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিনা যে সেই আত্মঘ্ন সে পাপ হইতে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিষ্কৃতি পায়।" "আরূঢ-পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ রাজার দ্বারা নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেক। উদ্বন্ধন মৃত ও কৃমিদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত করিবেক।" অতিশয়িত নিন্দাবোধিকা এই সকল স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের পোষক প্রমাণ। অপিচ, সাধু লোক যে তাদৃশ ব্যক্তির সহিত একত্রে যাগযজ্ঞ করেন না, বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না, সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রবৎ প্রমাণ।

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত, সে সকলে অপর এক সংশয় হইতে পারে। সে সকল যজমানের কি পুরোহিতের!

---

* ফলশ্রুতেঃ যজ্ঞাঙ্গাপাসনফলস্য স্বামিগামিত্বশ্রবণাৎ স্বামিনো যজমানস্যৈব তৎকর্তৃত্ব-মিত্যাত্রেয়োমন্যতে।—যজমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ফলভাগী, সুতরাং সে সকল উপাসনা যজ-মানেরই কর্ত্তব্য, পুরোহিতের কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজমানই করিবেন, পুরোহিত করিবেন না, ইহা আত্রেয় মুনি বলিয়াছেন।

কুতঃ। ফলশ্রুতেঃ। ফলং হি শ্রূয়তে 'বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে' ইত্যাদি [ছা০ উ০]। তচ্চ স্বামিগামি ন্যায্যং তস্য সাঙ্গে প্রয়োগেঽধিকৃতত্বাদধিকৃতাধিকারত্বাচ্চৈবঞ্জাতীয়কস্য। ফলঞ্চ কর্ত্তুর্য্যুপাসনানাং শ্রূয়তে 'বর্ষত্যস্মৈ য উপাস্তে' ইত্যাদি [ছা০ উ০]। নন্বৃত্বিজোঽপি ফলং দৃষ্টং—আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তীতি। ন। তস্য বাচনিক-

কিংকামো যজমান উতার্ত্বিজ্য ইতি সংশয্যার্ত্বিজ্যেঽপি কর্ম্মণি যাজমান এব কামো গুণফলেষ্বিতি নির্ণীতমিহ ত্বেবঞ্জাতীযকানি চাঙ্গসম্বদ্ধান্যুপাসনানি কিং যাজমানান্যেবোতার্ত্বিজ্যানীতি বিচার্য্যত ইতি ন পুনরুক্তম্। তত্রোপাসকানাং ফলশ্রবণাদনধিকারিণস্তদনুপপত্তের্যজমানস্য চ কর্ম্মজনিতফলোপভোগভাজোঽধিকারাদৃত্বিজাঞ্চ তদনুপপত্তের্বচনাচ্চ রাজাজ্ঞাস্থানীয়াৎ ক্বচিদৃত্বিজাং ফলশ্রুতেরসতি বচনে যজমানস্য ফলবদুপাসনং তস্য ফলশ্রুতেঃ। তং হ বকো

পূর্ব্বপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজমানেরই। কারণ, যজমানের সম্বন্ধেই ফল শ্রবণ আছে। যথা—"যে এবম্প্রকার জানে, জানিয়া বৃষ্টিতে সাম পঞ্চক উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জলবর্ষণ করেন।" এখানে দেখ, কথিতফল স্বামিগামী অর্থাৎ যজমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতার ফললাভ হওয়া ন্যায্য। ঐরূপ ফলে যজমানেরই অধিকার। কেননা যজ্ঞ যজমানেরই অধিকৃত। অভিপ্রায় এই যে, যজমানই যজ্ঞ করে; এবং যজমানই উপাসনা করে; সুতরাং প্রোক্ত ফল যজমানেরই হয়; পুরোহিতের হয় না। পুরোহিত কর্ত্তা নহেন, কর্ত্তার নিযুক্ত মাত্র। উপাসনাকারী ফলপ্রাপ্ত হন, ইহা অন্য শ্রুতিতেও শুনা যায়। যথা—"যে উপাসনা করে তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ হয়।" ইত্যাদি। [নন্বৃ...মন্যতে] যদি বল যে, ঋত্বিক্গামী ফলশ্রবণও আছে, যথা—"আপনার জন্য অথবা যজমানের জন্য যে কাম্যের কামনা করে পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমরা বলিব, তাহা নহে। অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিক্গামী নহে। কারণ, তাহা বাচনিক—বচনপ্রতিপাদিত। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, ফলার্থ যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল স্বামীর অর্থাৎ যজমানের কর্ত্তব্য। পুরো

ত্বাৎ। তস্মাৎ স্বামিন এব ফলবৎসূপাসনেষু কর্ত্তৃত্বমিত্যাত্রেয় আচার্য্যোমন্যতে ॥ ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥*

নৈতদস্তি স্বামিকর্ম্মাণ্যুপাসনানীতি। ঋত্বিক্কর্ম্মাণ্যেতানি স্যুরিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যোমন্যতে। কিং কারণম্। তস্মৈ হি সাঙ্গায কর্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীযতে। তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি চোদ্গীথাদ্যুপাসনান্যধিকৃতাধিকারত্বাৎ। তস্মাৎ গোদোহনাদিকর্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিগ্ভির্নির্ব্বর্ত্তেরন্। তথা চ—'তং হ

দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকারেত্যাদেরুপাসনস্য চ সিদ্ধবিষযতযা ন্যাযাপবাদসামর্থ্যাভাবাদ্যাজমানমেবোপাসনাকর্ম্মেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

উপাখ্যানাৎ তাবদুপাসনমৌদ্গাত্রমবগম্যতে। তদ্বলবতি সতি বাধকে-হন্যথোপপাদনীযম। ন চর্ত্বিক্কর্ত্তৃক উপাসনে যজমানগামিতা ফলস্যাসম্ভবিনী।

হিতের নহে। যজমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন না। এ নির্ণয আত্রেয নামক আচার্য্যের অভিমত।

ঔড়ুলোমী বলেন, তাহা নহে। অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজমানের কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঋত্বিকের অর্থাৎ যজ্ঞ পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য। হেতু এই যে, ঋত্বিক্ সেই সকল কর্ম্মের জন্যই যজমান কর্ত্তৃক ক্রীত। অর্থাৎ যজমান তাঁহাদিগকে আত্মগামী যজ্ঞফল উৎপাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিযা লইযাছেন। উদ্গীথাদি উপাসনা যজ্ঞেরই অন্তঃপাতী, সে জন্য তাহা যজ্ঞনির্ব্বাহক ঋত্বিকেরই নির্ব্বাহ্য। ঋত্বিক্গণ যজমানের নিকট যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইযাছেন, সেই কারণে তাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার অধিকারী। অতএব, যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত গোদোহনাদি কর্ম্ম যেমন ঋত্বিক্কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়, যজমান তাহা

* আর্ত্বিজ্যং ঋত্বিগভির্ভির্নির্ব্বর্ত্তনীযমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যোমন্যতে। হি যতঃ তস্মৈ তৎ-ফললাভায পরিক্রীয়তে ঋত্বিক যজমানেনেতি যোজনীযম।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, ফল যজমান গত সত্ত্বেও, পরন্তু সে সকল উপাসনা ঋত্বিক কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হইবে। কারণ, যজমান সেই সেই ফললাভের নিমিত্ত ঋত্বিক দিগকে দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন।

বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার স হ নৈমিষীয়াণামুদ্গাতা বভূব' ইত্যুদ্গাতৃকর্ত্তৃকতাং বিজ্ঞানস্য দর্শয়তি। যত্তূক্তং কর্ত্রাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। পরার্থত্বাদৃত্বিজোঽন্যত্র বচনাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥*

'যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি যজমানায়ৈব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি' 'তস্মাদু হৈবম্বিদুদ্গাতা ব্রূয়াৎ কং তে কামমাগায়ানি' ইতি [ছাং উং]

তেন হি স পরিক্রীতস্তদ্গামিনে ফলায় ঘটতে। তস্মান্ন ব্যসনিতামাত্রেণোপাখ্যানমন্যথয়িতুং যুক্তমিতি রাদ্ধান্তঃ।

ইতশ্চোপাস্তীনাং ঋত্বিক্কর্ত্তৃত্বং যজমানগামিফলত্বং চেত্যাহ। শ্রুতেশ্চেতি। উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি। তস্মাদিতি। সিদ্ধে চোপা-

করেন না, সেইরূপ, উদ্গীথাদি উপাসনাও ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবেক, যজমান তাহা করিবেন না। "দল্‌ভ গোত্রীয় বক নামা ঋষি নৈমিষারণ্যবাসীদিগের যজ্ঞে উদ্গাতা (ঋত্বিক্‌বিশেষ) হইয়াছিলেন, এবং তিনিই তাহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন।" এই শ্রুতি বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উদ্গাতারই কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছেন। আরেয় যে বলিয়াছেন, শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্ত্তার আশ্রিত, যজ্ঞকর্ত্তাই যজ্ঞফল পায়, তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাও এতৎসিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। কারণ, ঋত্বিক্ সকল পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত; সুতরাং বিস্পষ্ট বচন ব্যতীত ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না।

"ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন, ঋষি এই কথা বলিলেন। অতএব, তদভিজ্ঞ উদ্গাতা যজমানকে বলিবেন, তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিব।" এই শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য

* শ্রুতেশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদাপ্যঙ্গোপাস্তীনাং যজমানগামিফলত্বেঽপি ঋত্বিককর্ত্তৃত্বম্।—শ্রুতিতাৎপর্য্যের দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, অঙ্গোপাসনা সকল ঋত্বিকগণই করিবেন, যজমান তাহা করিবেন না।

ঋত্বিক্কর্তৃকস্য বিজ্ঞানস্য যজমানগামি ফলং দর্শয়তি। তস্মাদঙ্গোপাসনানামৃত্বিক্কর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৪৬ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥*

'তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ' ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। মৌনং বিধীয়তে ন বেতি। ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্।

স্তীনাম্ ঋত্বিক্কর্তৃত্বে তন্নির্দ্ধারণানিয়মন্যায়েন স্বতন্ত্রফলত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ইত্যানন্দগিরিঃ।

তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধা বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ 'ব্রাহ্মণ ইতি। যত্র হি বিধিবিভক্তিঃ শ্রূয়তে স বিধেয়ঃ। বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্র চ সা শ্রূয়তে ন

কিন্তু তাহার ফল যজমানের। প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য, যজমানের নহে।

বৃহদারণ্যকে আছে—"সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন। বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লব্ধ হইলে মুনি হইবেন। মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হওয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।" অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রহ্ম

---

* অন্যৎ সহকারি সহকার্য্যন্তরং তস্য বিধির্ব্বিধানমেব। মৌননাম্নো বিদ্যাসহকারিণো বিধানমেব মন্তব্যম্। এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্। পক্ষশ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্। ভেদদর্শনপ্রাবল্যে সতি মৌনং বিধেয়মিতি ভাবঃ। তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া। কস্যেদং মৌনমিত্যত আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ। বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি যাবৎ। বিধ্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। বিধ্যাদির্ব্বিধিমুখ্যান্তরবৎ। অন্যৎ ভামত্যামনুসন্ধেয়ম্।—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে মৌনের কথা আছে তাহা বিধি কি অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বিধি নহে। পরন্তু সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ অথচ তাহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে। সে জন্য তাহা বিধি। এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাতিশয়রূপী। ইহা বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ। পূর্ব্ব-মীমাংসায় যেমন, দর্শপূর্ণমাস নামক মুখ্য যাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধানাদি, এই উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি মুখ্য বিদ্যাবিধির অঙ্গীভূত বিধি মৌন। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেরবসিতত্বাৎ। ন হ্যথ মুনিরিত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরুপলভ্যতে। তস্মাদয়মনুবাদো যুক্তঃ। কুতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ। মুনিপণ্ডিতশব্দয়োর্জ্ঞানার্থত্বাৎ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেত্যত্রৈব প্রাপ্তং মৌনম্। অপি চ, অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ ব্রাহ্মণ ইত্যত্র তাবদ্ ব্রাহ্মণত্বং ন বিধীয়তে প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদ্ যথাঽথ ব্রাহ্মণ ইতি প্রশংসাবাদস্তথৈবাঽথ মুনিরিত্যপি ভবিতুমর্হতি। সমাননির্দ্দেশত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সহকার্য্যন্তরবিধিরিতি।

শ্রূয়তেতু মৌনে। তস্মাৎ যথাঽথ ব্রাহ্মণ ইত্যেতদশ্রূয়মাণবিধিকর্ম্মবিধেয়মেবং মৌনমপি। ন চাপূর্ব্বত্বাদ্বিধেয়ম্। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেতি পাণ্ডিত্যবিধানাদেব মৌনসিদ্ধেঃ পাণ্ডিত্যমেব মৌনমিতি। অথ বা ভিক্ষুবচনোঽয়ং মুনিশব্দস্তত্র দর্শনাৎ গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিত্যত্র তস্যাঽন্যতোবিহিতস্যাঽয়মনুবাদঃ। তস্মাদ্বাল্যমেবাত্র বিধীয়তে। মৌনন্তু প্রাপ্তং

বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য পাণ্ডিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়। বাল্য=বালভাব অর্থাৎ নিতান্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য—অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ—অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি। মুনি=নিরন্তর মননশীল অর্থাৎ নিদিধ্যাসনতৎপর। সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অবিচাল্য বা স্থিরতর হওযার পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অনুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত শ্রুতিতে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে কি না! পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যভাবে অবস্থান করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; মুনি-বাক্যে বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে "অথ মুনিঃ" এই মাত্র আছে। বিধিবিভক্তি না থাকাতেই বুঝা যাইতেছে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের বিধান হয় নাই; মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। [কুতঃ...বিধিরিতি] যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান

বিদ্যাসহকারিণো মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ। অপূর্ব্বত্বাৎ। নন্বু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্যাবগতত্বমুক্তম্। নৈষ দোষঃ। মুনিশব্দস্য জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বান্মননান্মুনিরিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ" ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। নন্বু মুনিশব্দ উত্তমাশ্রমবচনোঽপি দৃশ্যতে 'গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্' ইত্যত্র। ন। "বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ" ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ। ইতরাশ্রমসন্নিধানাচ্চ। পারিশেষ্যাৎ তত্রোত্তমাশ্রমোপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাদুত্তমাশ্রমস্য। তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং

প্রশংসার্থমনূদ্যত ইতি যুক্তম্। ভবেদেবং যদি পণ্ডিতপর্য্যায়োমুনিশব্দো

হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে। সুতরাং "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। "অথ ব্রাহ্মণঃ" এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) আছে, প্রাপ্তি থাকায় তাহার উল্লেখ প্রসংশাবাদ, তেমনি, "অথ মুনিঃ" এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন, সহকার্য্যন্তরবিধিঃ। [বিদ্যা ..দর্শনাৎ] মৌন জ্ঞানের সহকারী, সে জন্য তাহাও বাল্য পাণ্ডিত্যের ন্যায় বিহিত। অথাৎ বিধিবিভক্তি না থাকিলেও অপূর্ব্বতা বিধায় মৌনের বিধিত্ব অনুমান করিবে। (অন্য কোন বাক্যে যাহার বিধান হয় নাই তাহা অপূর্ব্ব। মৌনও অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ নহে। সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহার বিধান উহ্য করিতে হইবেক।) বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিত্ব পাওয়া যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না)। কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং "মননান্মুনিরুচ্যতে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার মুখ্যার্থ মনন। (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণের নিদিধ্যাসনের ন্যায় সহকারী কারণ।) "আমি মুনির মধ্যে ব্যাস" এইরূপ প্রয়োগও আছে। (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্দ্বারা বিদ্যা সহকারী মৌন বা মনন লব্ধ বা সিদ্ধ হয় না।) [নন্বু...বিধীয়তে] যদি

জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে। যত্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসানমিতি, তথাপ্যপূর্ব্বত্বান্মুনিত্বস্য বিধেয়ত্বমাশ্রীয়তে—মুনিঃ স্যাদিতি। নির্ব্বেদনীয়ত্বনির্দ্দেশাদপি মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্। তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ। কথং বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন ইত্যবগম্যতে তদধিকারাৎ 'আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যো ব্যুত্থায়াঽথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি'

ভবেদপি তু জ্ঞানমাত্রং পাণ্ডিত্যম্। জ্ঞানাতিশয়সম্পত্তিস্তু মৌনম্। তত্রৈব তৎপ্রসিদ্ধেঃ। আশ্রমভেদে তু তৎপ্রবৃত্তির্গার্হস্থ্যাদিপদসন্নিধানাৎ। তস্মাদপূর্ব্বত্বান্মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশযরূপং বিধীয়তে। এবঞ্চ নির্ব্বেদনীযত্বমপি বিধান আঞ্জসং স্যাদিত্যাহ—"নির্ব্বেদনীয়ত্বনির্দ্দেশাদি"তি। কস্যেদং মৌনং বিধীযতে বিদ্যাসহকারিতয়েত্যত আহ—"তদ্বতো" বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো ভিক্ষোঃ। পৃচ্ছতি। "কথমি"তি। বিদ্যাবত্তা প্রতীয়তে ন সন্ন্যাসিতেত্যর্থঃ। উত্তরং তদধিকারাৎ। ভিক্ষোস্তদধিকাবাৎ। তদ্দর্শযতি—"আত্মানং বিদিত্বে"তি। সূত্রাবযবং যোজয়িতুং

বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রমবাচিতাও আছে (উত্তমাশ্রম=চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—"গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ।" প্রদর্শিত শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহা তাহার অসাধারণ বোধক নহে। অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অন্য প্রয়োগে দৃষ্ট হয়। যথা—"মুনিপুঙ্গব (শ্রেষ্ঠ) বাল্মিকি।" (বাল্মিকি কেবলমাত্র আশ্রমনিষ্ঠ কিন্তু মননশীল।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জন্য মৌনশব্দে উত্তমাশ্রমই গ্রাহ্য। সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায় দ্বয় অপেক্ষা মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদাহৃত-মুনি বাক্যেই বিহিত। [যত্তু...ইতি] যদিও বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বাল্যে অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিত্ব কেবল বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয় (বিধির বিষয়)। এ স্থলে "মুনি হইবেক" এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্ব্বেদের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে, সে কারণেও বাল্য পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনের বিধেয়তা। এই মৌন বিদ্বাবানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত। অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের অধিকারী। বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে,

ইতি। নন্বু সতি বিদ্যাবত্ত্বে প্রাপ্নোত্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ কিং মৌনবিধিনা ইত্যত আহ। পক্ষেণেতি। এতদুক্তং ভবতি,—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যান্ন প্রাপ্নোতি তস্মিন্নেষ বিধিরিতি। বিধ্যাদিবৎ। যথা 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত' ইত্যেবঞ্জাতীয়কে বিধ্যাদৌ সহকারিত্বেনাঽগ্ন্যাধানাদিকমঙ্গজাতং বিধীয়ত এবমবিধিপ্রধানেঽপ্যস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ। এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈবল্যাশ্রমে শ্রুতিসিদ্ধে বিদ্যমানে কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপ-

---

শঙ্কতে। "নন্বি"তি। পরিহরতি—"অত আহ। পক্ষেণেতি"। বিদ্যাবানিতি ন॰ বিদ্যাতিশয়ো বিবক্ষিতোঽপি তু বিদ্যোদয়াভ্যাসে প্রবৃত্তঃ। ন পুনরুৎপন্নবিদ্যাতিশয়ঃ। তথা চাস্ত পক্ষে কদাচিদ্ভেদদর্শনাৎ বিধিত্বসম্ভব ইত্যর্থঃ। বিধ্যাদিবৎ বিধিমুখ্যঃ প্রধানমিতি যাবৎ। অত এব সমিদাদির্ব্বিধ্যন্তঃ। স হি বিধিঃ প্রধানবিধেঃ পশ্চাদিতি। তত্রাঽশ্রূয়মাণবিধিত্বেঽপূর্ব্বত্বাদ্বিধিবাস্ত্বেয ইত্যর্থঃ। নন্বু যদ্যয়মাশ্রমো বাল্যপ্রধানঃ কস্মাৎ পুনর্গার্হস্থ্যেনোপসংহরতীতি চোদয়তি। "এবং বাল্যাদিবিশিষ্ট"ইতি। অত উত্তরং পঠতি।

শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাধিকার উক্ত হইয়াছে। যথা—"পরোক্ষতঃ আত্মা জানিয়া এষণাত্রয় (স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদি বিষয়ের ইচ্ছা) হইতে মুক্ত হইবেক। অনন্তর ভিক্ষাচর্য্যে অবস্থান করিবেক। পরে বাল্য পাণ্ডিত্য ও মৌন অবলম্বন করিবেক।" [নন্বু ..রিত্যর্থঃ] যদি কেহ ভাবেন যে, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য; সুতরাং মৌন বিধানের প্রয়োজন? সূত্রকার তদুত্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জন্য "পক্ষেণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহার ভেদজ্ঞান প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান। যেমন যাগ সম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অনুশাসিত হয় (পূর্ব্বকাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত। "স্বর্গকামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক।" এই একটী প্রধান বিধি, ইহারই সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি। সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান বিধি "জিজ্ঞাসিতব্য" "দ্রষ্টব্য" এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন প্রভৃতি। [এবং...পঠতি] অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম

সংহারঃ 'অভিসমাবৃত্য কুটম্বে' ইত্যত্র, তেন হ্যুপসংহরন্ তদ্বিষয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৪৭ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥*

তুশব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোঽস্য বিশিষ্যতে। বহ্বায়াসানি হি বহূন্যাশ্রমকর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্ত্তব্যতয়োপদিষ্টানি। আশ্রমান্তরকর্ম্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদীনি তস্যাঽপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসংহারো ন বিরুধ্যতে ॥ ৪৮ ॥

ছান্দোগ্যে বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্য চাশ্রমান্তরধর্ম্মাণাঞ্চ কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাং সমবায়াৎ তেনোপসংহারো ন পুনস্তেন সমাপনাদিত্যর্থঃ। এবং তদাশ্রমদ্বয়োপন্যাসেন ক্বচিৎ কদাচিদিতরাভাবশঙ্কা মন্দবুদ্ধেঃ স্যাদিতি তদপাকরণার্থং সূত্রম্।

বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে "সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্যাপনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ গার্হস্থ্যে—" এতদ্রূপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের আদরাতিশয় দেখাইবার জন্যই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন=সমুদায়)। গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী সমুদায় বহ্বায়াসসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন ও অন্যাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই আছে; অধিকন্তু তাহাদের আশ্রমান্তরবিহিত অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিক টুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহার কালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন।

---

* কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাং গার্হস্থ্যস্য তত্র চাশ্রমান্তরধর্ম্মাণাঞ্চ কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাং সত্ত্বাৎ গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি যোজনা।—গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও বহ্বায়াসসাধ্য; তন্মধ্যে তাহাদের অন্যাশ্রম বিহিত কোন কোন ধর্ম্ম উপসংহৃত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥*

যথা মৌনং গার্হস্থ্যঞ্চৈতাবাশ্রমৌ শ্রুতিসম্মতাবেবমিতরাবপি বানপ্রস্থগুরুকুলবাসৌ। দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ "তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ" ইত্যাদ্যা। তস্মাচ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ। ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্রময়োর্ব্বহুবচনং বৃত্তিভেদাপেক্ষয়ানুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৯ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥†

বৃত্তির্ব্বানপ্রস্থানামনেকবিধৈরেবং ব্রহ্মচারিণোঽপীতি বৃত্তিভেদোঽনুষ্ঠাতারো বা পুরুষা ভিদ্যন্তে। তস্মাদ্দ্বিত্বেঽপি বহুবচনমবিরুদ্ধম্।

যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তদ্রূপ, বানপ্রস্থ ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতন্নামক আশ্রমের প্রতি "তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়," ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। অতএব, আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। (যে যে আশ্রম ইচ্ছা করে সে সেই আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। অথবা পর পর সমুদায় আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে।) সূত্রে যে "ইতরেষাং" বহুবচন প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে। বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অন্যাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হউক আর অন্যাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়ে অনুষ্ঠানের আধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

---

* ইতরেষাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ। বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্।—শ্রুতিতে মৌনাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে।

† অনাবিষ্কুর্ব্বন্, আত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতোভবেদিতি ভাবশুদ্ধিরূপমেব বাল্যং বিবক্ষিত ইতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ অন্বয়াৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্যান্বয়ঃ সঙ্গতার্থতা সেৎস্যতি।—ভাবশুদ্ধিরূপ বাল্যই "বাল্যে অবস্থান করিবেক" এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারিত্বরূপ বালচরিতের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই। কারণ, ভাবশুদ্ধিপক্ষেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়। যথেষ্টাচার পক্ষে নহে। অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবশুদ্ধি বিধান পক্ষেই সঙ্গত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

'তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' ইতি বাল্যমনুষ্ঠেয়তয়া শ্রূয়তে। তত্র বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যমিতি তদ্ধিতে সতি বালভাবস্য বয়োবিশেষস্যেচ্ছয়া সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বাদিবালচরিতমন্তর্গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দ্দম্ভদর্পাপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরহিততা বা বাল্যং স্যাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। কামচারবাদভক্ষতা যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বঞ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যমিতি তদ্গ্রহণং যুক্তম্। নন্বু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তের্ন যুক্তং

বাল্যেনেতি যাবদ্বালচরিতশ্রুতেঃ কামচারবাদভক্ষতায়াশ্চাত্যন্তবাল্যেন প্রসিদ্ধেঃ শৌচাদিনিয়মবিধায়িনশ্চ সামান্যশাস্ত্রস্যাঽনেন বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনাৎ

"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে স্থিতি করিবেন" এই শ্রুতিতে বালভাবের অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে। তদ্বাক্যস্থ বালভাব কি তাহা বিবেচনীয়। "বালকের ভাব বা বালকের কর্ম্ম" এইরূপ অর্থে বাল্যশব্দ তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ। সেই বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না। সুতরাং বাল্যান্তর্গত অপর দুইটী ভাব আছে সেই দুএর অন্যতর বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে পারে। বালকের এক ভাব যথেষ্টাচার—উচ্ছৃঙ্খল লীলা—বিষ্ঠামূত্রাদিজ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব ভাবশুদ্ধি (সারল্য)—দম্ভদর্পাদিরাহিত্য—ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্যতর চরিত অর্থই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি কামচার কামভক্ষ কামবাদী ও বিষ্ঠামূত্রাদিরক্ষিত হইবেন? কি বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদি রহিত হইবেন? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কামচার কামবাদ কামভক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেষ্টাচার হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [নন্বু... মাত্রীমতে] যদি বল, তাহাতে তাঁহার (সন্ন্যাসীর) পাতিত্যাদি প্রাপ্তি হয়, আমরা বলি, তাহা তাহার হয় না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর তাহাতে পাতিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ

কামচারতাদ্যাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো বচনসামর্থ্যাদ্দোষনিবৃত্তেঃ পশুহিংসাদিষ্বিবেত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। ন। বচনস্য গত্যন্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হ্যন্যস্মিন্ বাল্যশব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা। প্রধানোপকারায় চাঙ্গং বিধীয়তে জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানমিহ যতীনামনুষ্ঠেয়ম্। ন চ সকলায়াং বালচর্য্যায়ামঙ্গীক্রিয়মাণায়াং জ্ঞানাভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে। তস্মাদান্তরো ভাববিশেষো বালস্যাঽপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরিহ বাল্যমাশ্রীয়তে। তদাহ—অনাবিষ্কুর্ব্ব-

---

সকলবালচরিতবিধানমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। বিদ্যাঙ্গত্বেন বাল্যবিধানাৎ সমস্তবালচর্য্যায়াঞ্চ প্রধানবিরোধপ্রসঙ্গাৎ যৎ তদনুগুণমপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদি ভাব-

সত্য; কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। সেই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার ন্যায় নির্দ্দোষ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন। তাহা নহে। অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই। যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে সেই স্থানেই যথাশ্রুতার্থ স্বীকৃত হয়; পরন্তু এ স্থানে গত্যন্তর আছে। যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্যন্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের বিধান, এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান। অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের প্রধান অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানী হইবার জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ? অতএব, তদন্তর্ব্বর্ত্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্যাভাব এই দুই বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়। [তদাহ...উপপদ্যতে] ব্যাস এই সিদ্ধান্ত "অনাবিষ্কুর্ব্বন্" সূত্রে বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্ভদর্পাদিরহিত হইবেন। যেমন বালক অনুদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন শুদ্ধভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন। সেইরূপ বাল্যই বিধেয়। সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্যবাক্যের প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গ বিধি

ন্নিতি। জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিরাত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভ-দর্পাদিরহিতো ভবেৎ যথা বালোঽপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরে-ষ্বাত্মানমাবিষ্কর্ত্তুমীহতে তদ্বৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্য প্রধানোপ-কার্য্যর্থানুগম উপপদ্যতে। তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

'যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাঽপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ॥'
'অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তচরঃ' ইতি চৈবমাদি॥ ৫০॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ॥ ৫১॥*

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরিত্যত আরভ্যোচ্চাবচং

শুদ্ধিরূপং তদেব বিধীয়তে।—এবঞ্চ শাস্ত্রান্তরাবাধেনাপ্যুপপত্তৌ ন শাস্ত্রান্তর-বাধনমন্যায্যং ভবিষ্যতীতি।

সঙ্গতিমাহ—"সর্ব্বাপেক্ষা চে"তি। কিং শ্রবণাদিভিরিহৈব বা জন্মনি

বাল্য। [তথাচোক্তং⋯চৈবমাদি] এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনাব কৌলীন্যাদির অভিমান করে না। সে সকল তাহার থাকেও না, অনুষ্ঠেয়ও নহে। জ্ঞানীবা রহস্যাবলম্বন পূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন। তাঁহাদের চর্য্যা বা শীল অন্যের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ন্যায়, জড়েব ন্যায় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন, রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশ্যও নহেন।" "তত্ত্বজ্ঞ লোক অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মচিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য।" ইত্যাদি।

"সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত

* বিদ্যাজন্ম ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে অসতি বাধকে। অপি শব্দশ্চার্থে। প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া বিদ্যাজন্মৈহিকমামুষ্মিকং বেতি পরমার্থঃ। তদ্দর্শয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদ্দেহে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে যাবৎ না প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; অবরুদ্ধ থাকে। সেই কারণে তাহা জন্মান্তরেও হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্মনি সিধ্যত্যুত কদাচিদমুত্রাপীতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। ইহৈবেতি। কিং কারণম্। শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা। ন চ কশ্চিদমুত্র বিদ্যা মে জায়তামিত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রবর্ত্ততে সমান এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। যজ্ঞাদীন্যপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং জনয়ন্তি প্রমাণজন্যত্বাদ্বিদ্যায়াঃ। তস্মাদৈহিকমেব বিদ্যাজন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ। ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি

বিদ্যা সাধ্যতে উতানিয়ম ইহ বাহমুত্র বেতি। যদ্যপি কর্ম্মাণি যজ্ঞাদীন্যনিয়তফলানি তেষাঞ্চ বিদ্যোৎপাদসাধনত্বেন বিদ্যোৎপাদস্যানিয়মঃ প্রতিভাতি তথা চ গর্ভস্থস্য বামদেবস্যাত্মপ্রতিবোধশ্রবণাৎ অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমিতি চ স্মরণাদামুষ্মিকত্বমপ্যবগম্যতে তথাপি যজ্ঞাদীনাং প্রমেয়াণামপ্রমাণত্বাচ্ছ্রবণাদেশ্চ প্রমাণত্বাত্তেষামেব সাক্ষাদ্বিদ্যাসাধনত্বম। যজ্ঞাদীনাং সত্ত্বশুদ্ধ্যাধানেন বা বিদ্যোৎপাদকশ্রবণাদিলক্ষণপ্রমাণপ্রবৃত্তিবিঘ্নোপশমেন বা বিদ্যাসাধনত্বম। শ্রবণাদীনাং ত্বনপেক্ষাণামেব বিদ্যোৎপাদকত্বম। ন চ প্রমাণেষু প্রবর্ত্তমানাঃ প্রমাতার ঐহিকমপি চিরভাবিনং প্রমোৎপাদং কাময়ন্তে কিন্তু তাদাত্বিকমেব প্রাগের তু পারলৌকিকম্। ন হি কুম্ভদিদৃক্ষুশ্চক্ষুষী সমুন্মীলয়তি কালান্তরীয়ায় কুম্ভদর্শনায় কিন্তু তাদাত্বিকায়।

ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজ্জন্মেই জন্মে কি পর জন্মে জন্মে। অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা শ্রবণাদি পূর্ব্বিকা। অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক, ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল (কারীরী—একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান। তাহা যেমন ঐহিক তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন্ কালে ঘট জন্মিবে তাহার স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্য নেত্র উন্মীলন করে না। তেমনি কোন্ জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে তাহা স্থির না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্য কোনও ব্যক্তি শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না।) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ আশায় লোক সকল শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি। এতদুক্তং ভবতি। যদা প্রক্রান্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কর্ম্মান্তরেণ তদেহৈব বিদ্যা উপপদ্যতে। যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে তদাঽমুত্রেতি। উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কর্ম্মণো দেশকালনিমিত্তোপনিপাতাদ্ভবতি। যানি চৈকস্য কর্ম্মণো বিপাচকানি দেশকালনিমিত্তানি ন তান্যেবান্যস্যাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে যতো বিরুদ্ধফলান্যপি কর্ম্মাণি ভবন্তি। শাস্ত্রমপ্যস্য কর্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাবতি পর্য্যবসিতং ন দেশ-

---

তস্মাদৈহিক এব বিদ্যোৎপাদো নানিয়তকালঃ। শ্রুতিস্মৃতী চ পারলৌকিকং বিদ্যোৎপাদং স্তুত্যা ব্রূতে। ইত্থম্ভূতানি নাম শ্রবণাদীন্যাবশ্যকফলানি যৎ কালান্তরেঽপি বিদ্যামুৎপাদয়ন্তীতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। যত এবাঽত্র বিদ্যোৎ-

---

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক। (যজ্ঞাদি করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর শ্রুতবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়।) বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব; সে জন্য তাহার শ্রবণপূর্ব্বকত্ব অব্যাহত। ফলিতার্থ—যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায়। শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান। এইরূপেই যজ্ঞাদিকার্য্য জ্ঞানের উপকারী। সেই জন্যই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক। অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। [এতদুক্তং… সঙ্কীর্ত্তয়তি] পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতত্রিতয় ঐকান্তিক সাধন কি না। তদর্থে সূত্রকার বলিতেছেন—জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্য কোন কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কর্ম্মান্তর বলবৎ বেগে ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। কৃতকর্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কর্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই কাল, সেই দেশ, সেই নিমিত্ত যে সেই কালে কর্ম্মান্তরেরও বিপাচক,

কালনিমিত্তবিশেষমপি সঙ্কীর্ত্তয়তি। সাধনবীর্য্যবিশেষাত্ত্বতীন্দ্রিয়া হি কস্যচিৎ শক্তিরাবির্ভবতীতি তৎ প্রতিবদ্ধাঽপরস্য তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়ামভিসন্ধির্নোৎপদ্যত ইহামুত্র বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধের্নিরঙ্কুশত্বাৎ। শ্রবণা-

---

পাদে শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তব্যে যজ্ঞাদীনাং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ বা বিঘ্নোপশমদ্বারা বোপযোগোঽত এব তেষাং যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মান্তরপ্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধাভ্যামনিয়ত-

---

এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিযাই ভোগসাধন কর্ম্মফল জ্ঞানসাধন কর্ম্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ রাখে।) শাস্ত্র "অমুক কর্ম্মের অমুক ফল" এইমাত্র বলেন কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষ্যে হইবে তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মের ফলকাল অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। [সাধন... ত্বাৎ] অন্যান্য কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয না তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল ; তদনুসারে সাধকাত্মায অনির্ব্বাচ্য অতীন্দ্রিয শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ "এই জন্মেই জ্ঞানী হইব" ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের এরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহার কাহার "এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব" এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে। * [শ্রবণাদি···সম্ভাব্যতে] শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের প্রতি পুষ্কল হেতু, ইহা সত্য বটে ; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধক্ষয়সাপেক্ষ ; (জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকাভাব সহকারে শ্রবণাদির কারণতা অবধৃত

---

* যাহাদের উক্ত প্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অতিশয় তীব্র বা বীর্য্যবান্ হয় ও অতীন্দ্রিয়শক্তি জন্মায়। সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তদ্দেহেই জ্ঞান জন্মায়। অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই পূর্ব্বকৃত ভোগসাধক কর্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায়। সেই কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জন্মান্তর প্রতীক্ষা করে। জন্মান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগক্ষয় প্রতীক্ষা। ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ শেষ এক জন্মেও হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে। ভরতের তিন্ জন্মে ভোগক্ষয় হইয়াছিল।

দিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়ৈবোৎপদ্যতে। তথা চ শ্রুতির্দুর্ব্বোধত্বমাত্মনো দর্শয়তি—

'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ' ॥ ইতি।

গর্ভস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাদপি জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। ন হি গর্ভস্থস্যৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে। স্মৃতাবপি 'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ! গচ্ছতি' ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ বাসুদেবঃ 'ন হি কল্যাণকৃৎ

ফলত্বেন তদপেক্ষাণাং শ্রবণাদীনামপ্যনিয়তফলত্বং ন্যায়ামনপহতবিঘ্নানাং শ্রবণাদীনামনুৎপাদকত্বাদবিশুদ্ধসত্ত্বাদ্বা পুংসঃ প্রত্যনুৎপাদকত্বাৎ। তথা চ তেষাং যজ্ঞাদ্যপেক্ষাণাং তেষাঞ্চানিয়তফলত্বেন শ্রবণাদীনামপ্যনিয়তফলত্বং যুক্তমেবং

আছে।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্য আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (বক্তা=উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাহাকে পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোন ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।" এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতি গর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছেন যে, জন্মান্তরসঞ্চিত সাধনার বলেও জন্মান্তরে জ্ঞানদর্শন হয়। জন্মান্তরসঞ্চিতসাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বালকের ঐহিক সাধন কোথায়? অন্যের সম্ভাবনাই বা কি? [স্মৃতা...দর্শয়তি] এ কথা স্মৃতিতেও আছে। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকর্তৃক "হে কৃষ্ণ! অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে তাত! কোনও পুণ্যকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোক

কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি' ইত্যুক্ত্বা পুনস্তস্য পুণ্যলোক-প্রাপ্তিং সাধুকুলে সম্ভূতিঞ্চাভিধায়, অনন্তরং, 'তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্' ইত্যাদিনা 'অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্' ইত্যন্তেনৈতদেব দর্শয়তি। তস্মাদৈহিকমামুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়েতি স্থিতম্ ॥ ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥*

যথা মুমুক্ষোর্ব্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ

শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিবন্ধো ন স্তুতিমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়োভবিষ্যতি। পুরুষাশ্চ বিদ্যা-র্থিনঃ সাধনসামর্থ্যানুসারেণ তদনুরূপমেব কামবিদ্যন্তে। তদিদমুক্তমভিসন্ধে-র্নিবঙ্কুশত্বাদিতি।

প্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বলিয়াছেন "সেই জন্মে সে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।" পুনশ্চ বলিয়াছেন "অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়" [তস্মা স্থিতম্] অতএব, জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধ ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয় এবং প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা জন্মান্তরপ্রতীক্ষ হইয়া থাকে।

জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুক্ষুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে, হয় ইহ জন্মে না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই যেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি, জ্ঞানফল মুক্তি

* মুক্তিফলে, মুক্তিলক্ষণে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবন্নিয়মাভাবঃ। জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃত বিশেষাবস্থাভাব ইত্যর্থঃ। কুতঃ? তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্তেরেকরূপাবধারণাৎ শ্রুতিভিঃ যোজ্যম্। যথা বিদ্যারূপে সাধনফলে সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা বিশেষস্যাবস্থাভাবোঽস্তি ন তথা বিদ্যাফলে মোক্ষে। মুক্তেরেকরূপ্যাৎ। মুক্তির্নাম বিদ্যা-বন্নোপচয়াপচয়বতীতি নিষ্কর্ষঃ।—বলা হইল যে সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়, তদ্দৃষ্টান্তে বিদ্যাফল মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষা-পকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে। সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিদ্যাফল মোক্ষ সর্ব্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয় বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষে নহে। সূত্রে শেষ পদের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক।

বিদ্যালক্ষণে ফলে ঐহিকামুষ্মিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতিনিয়মো দৃষ্ট এবং মুক্তিলক্ষণেঽপ্যুৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষপ্রতিনিয়মঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ।—এবং মুক্তিফলানিয়ম ইতি। ন খলু মুক্তিফলে কশ্চিদেবম্ভূতো বিশেষপ্রতিনিয়ম আশঙ্কিতব্যঃ। কুতঃ। তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্ত্যবস্থা হি সর্ব্ববেদান্তেষ্বেকরূপৈবাবধার্য্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোঽনেকাকারযোগোঽস্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাৎ 'অস্থূলমনণু' 'স এষ নেতি নেত্যাত্মা' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ' 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবা-

---

যজ্ঞাদ্যুপকৃতবিদ্যাসাধনশ্রবণাদিবীর্য্যবিশেষাৎ কিল তৎফলে বিদ্যায়ামৈহিকামুষ্মিকত্বলক্ষণ উৎকর্ষোদর্শিতঃ। তথা চ যথা সাধনোৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলস্য বিদ্যায়া উৎকর্ষনিকর্ষাবেবং বিদ্যাফলস্যাপি মুক্তেরুৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্ভাব্যেতে। ন চ মুক্তাবৈহিকামুষ্মিকত্বলক্ষণো বিশেষ উপপদ্যতে ব্রহ্মোপাসনাপরিপাকলব্ধজন্মনি বিদ্যায়াং জীবতো মুক্তেরবশ্যম্ভাবনিয়মাৎ সত্যপ্যারব্ধবিপাককর্ম্মাপ্রক্ষয়ে। তস্মান্মুক্তাবেব রূপতো নিকর্ষাপকর্ষৌ স্যাতাম্। অপি চ সগুণানাং বিদ্যানামুৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলানামুৎকর্ষনিকর্ষৌ দৃষ্টাবিতি মুক্তেরপি বিদ্যাফলত্বাদ্রূপতশ্চোৎকর্ষনিকর্ষৌ স্যাতামিতি প্রাপ্ত

বিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই তাহা বলিবার জন্য এই ৫২ সূত্র অবতারিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, শ্রুতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্ব্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা অন্য কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন (তিনি একই প্রকার) সেই জন্য মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে। যথা—"তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন।" "তিনি ইহা নহেন তাহা নহেন ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ ও আত্মা।" "যাঁহাতে ভেদ দর্শন নাই" "পুরোবর্ত্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।" "এই যে আত্মা ইনিই এ সমুদায়।" "সেই এই মহান্ অজ (জন্মাদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ) আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম।" "এই সমস্ত যখন সাধকের

ভূৎ তৎ কেন কম্পশ্যেৎ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অপি চ বিদ্যা-সাধনং স্ববীর্য্যবিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়াং কশ্চিদতিশয়মা-সঞ্জয়েৎ, ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ। তদ্ধ্যসাধ্যং নিত্যসিদ্ধস্বভাব-ভূতমেব বিদ্যয়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিষ্ম। ন চ তস্যামপ্যুৎ-কর্ষাত্মকোঽতিশয় উপপদ্যতে। নিকৃষ্টায়া বিদ্যাত্বাভাবাৎ। উৎকৃষ্টৈব বিদ্যা ভবতি। তস্মাৎ তস্যাং চিরাচিরোৎপত্তিস্ব-রূপো বিশেষো ভবেৎ ন তু মুক্তৌ কশ্চিদতিশয়সম্ভবোঽস্তি। বিদ্যাভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়মাভাবঃ কর্ম্মফলবৎ। ন হি মুক্তিসাধনভূতায়া বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণামিব ভেদোঽস্তি। সগু-ণাসু তু বিদ্যাসু 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ' ইত্যাদ্যাসু গুণাবা-

---

উচ্যতে। মুক্তেস্তত্র তত্রৈকরূপ্যশ্রুতেরূপপত্তেশ্চ। সাধ্যং হি সাধনবিশেষা-দ্বিশেষবদ্ভবতি। ন চ মুক্তির্ব্রহ্মণো নিত্যস্বরূপাবস্থানলক্ষণা নিত্যা সতী সাধ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চ সবাসননিঃশেষক্লেশকর্ম্মাশয়প্রক্ষয়ো বিদ্যাজন্ম বিশেষবান্ যেন তদ্বিশেষান্মোক্ষোবিশেষবান্ ভবেৎ। ন চ সাবশেষক্লেশাদি-

---

আত্মা হয় তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। [অপিচ···বাদিষ্ম] আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকট্য অনুৎকোট্য বা প্রবল দুর্ব্বল অনুসারে জ্ঞানে আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়াপচয়) জন্মায় কিন্তু জ্ঞান-ফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ, মুক্তি আত্মার স্বরূপ-ভূত, নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপা। তাদৃশী স্বরূপভূতা, মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লব্ধ হয় এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। [ন চ...ভেদোঽস্তি] মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য সম্ভবই হয় না। যাহা যাহা নিকৃষ্টা তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্টা তাহাই বিদ্যা। সুতরাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তিরূপ, বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই। ভেদ না থাকায় তাহার ফলেরও ভেদনিয়ম নাই। কর্ম্ম নানা, সেই কারণে তাহার ফলও নানা। কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কর্ম্মের ন্যায় নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল মুক্তিও নানা নহে। [সগুণাসু···দ্যোতয়তি] "তিনি মনোময় প্রাণশরীর" ইত্যাদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাপ উদ্বাপ (কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের উদ্ধার) আছে, সেই কারণে সগুণবিদ্যার ভেদসম্ভব হয়। ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অনুসারে সে

পোদ্বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যামুপপদ্যতে যথাস্বং ফল-ভেদনিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ। তথা চ লিঙ্গদর্শনং 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি' ইতি নৈবং নির্গুণায়াং বিদ্যায়াং. গুণাভাবাৎ।. তথা চ স্মৃতিঃ। 'ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ সতি হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্' ইতি। তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেরিতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

প্রক্ষয়ো মোক্ষায় কল্পতে। ন চ চিরাচিরোৎপাদানুৎপাদাবন্তরেণ বিদ্যানামপি রূপতো ভেদঃ কশ্চিদুপলক্ষ্যতে তস্যা অপ্যেকরূপত্বেন শ্রুতেঃ। সগুণায়াস্তু বিদ্যায়াস্তত্তদ্‌গুণাবাপোদ্বাপাভ্যাং তৎকার্য্যস্য ফলস্যোৎকর্ষনিকর্ষৌ যুজ্যেতে। ন চাত্র বিদ্যাত্বং সামান্যতোদৃষ্টন্তবতি। আগমতৎপ্রভবযুক্তিবাধিতত্বেন কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ তস্যা মুক্ত্যবস্থায়া ঐকরূপ্যাবধৃতের্মুক্তিলক্ষণস্য ফলস্যাবিশেষোযুক্ত ইতি।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥

অধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ॥

সকলের ফলের কর্ম্মফলের ন্যায় ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যম্ভাব) ঘটে বা সম্ভব হয়। এ কথা "তাঁহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে তাহার নিকট তিনি সেই প্রকারই হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। কিন্তু নির্গুণ বিদ্যায (নির্গুণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব অবধারিত। সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরভাবী মোক্ষফলে ভেদ বা অতিশয় (তারতম্য) থাকে না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কোন নির্গুণজ্ঞানীর অধিক গতি নাই। (অধিক গতি=ফলভেদ।) কারণ এই যে, যদি গুণ থাকে তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ ভেদ হয়।" সূত্রে যে দুই বার "তদবস্থাবধৃতেঃ" বলা হইয়াছে তাহা অধ্যায় সমাপ্তির পরিচায়ক।

তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।



বিজ্ঞাপন।

আমার প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র নামক 'বেদান্ত দর্শন' সাধারণের সমীপে আদৃত হইতে দেখিয়া লুব্ধ ব্যক্তিরা অর্থের লোভে উক্ত পুস্তক যেন তেন প্রকারেণ অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন পুস্তকের টীকা এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সূত্রানুবাদ ও ভাষ্যানুবাদের সরলতা ও পারিপাট্য প্রভৃতি মিলাইয়া দেখিয়া গ্রহণ করেন। অনেকেই পুস্তকের গুণাগুণ না জানিয়া স্বল্প মূল্যমাত্র দৃষ্ট করিয়া শেষে অনুতপ্ত না হন, ইহাই আমার প্রার্থনীয় এবং বিজ্ঞাপ্য।

শ্রীমতিলাল ঘোষ।

বেদান্তদর্শনের নিয়মাবলী।

ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্তদর্শন ৩৯ নবত্রিংশতি সংখ্যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা প্রতিমাসে ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠায় ১ সংখ্যা বাহির হয়। অতঃপর প্রতিসংখ্যার মূল্য প্রেরণব্যয় সহ পর সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বে দিলে ।১০ এবং পরে দিতে ইচ্ছা করিলে ।/১০ দিতে হইবেক। মূল্য না পাইলে পুস্তক পাঠান হইবে না। কাহারও কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে পত্রাদির সহিত অতিরিক্ত অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ড পাঠাইতে হইবেক। বিয়ারিং পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবেক না। কলিকাতার গ্রাহকগণ যখন যে খণ্ড পাইবেন এবং মূল্য জমা দিবেন তাহা সরকারের পুস্তকে লিখিয়া দিলে হইবেক। হাতচিঠায় না লিখিলে জমা মঞ্জুর হইবে না। প্রথম অধ্যায় ১৪শ সংখ্যায় সম্পূর্ণ মূল্য ৫।৶০, দ্বিতীয় অধ্যায় ২৭সংখ্যায় সম্পূর্ণ মূল্য ৪।/০ তৃতীয় অধ্যায় ৩৯ সংখ্যায় সম্পূর্ণ মূল্য ৩৸০ একুনে মূল্য ১৩৶০ আনা ডাকমাশুল ১।১০ আনা।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত "পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র" সটীক মূল্য ২৲ "সাঙ্খ্যসূত্র" মূল্য ১।০ এবং বাঙ্গালা "সাঙ্খ্যদর্শন" দুই খণ্ড মূল্য ১৷০ চরিত্রানুমান-বিদ্যা, মূল্য ॥৵ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়।

কলিকাতা।
২নং নুরসিংহ্ লেন।

শ্রীমতিলাল ঘোষ।
প্রকাশক।

ভগবদ্‌ব্যাস-প্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্ত দর্শনম্।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবৎকৃত'শারীরকমীমাংসা'নামক ভাষ্য-
মহামহোপাধ্যায়শ্রীবাচস্পতিমিশ্রকৃত'ভামতী'-টীকা-
শ্রীকালীবরবেদান্তবাগীশকৃত-'সূত্রার্থসংক্ষেপ'-
'ভাষ্যানুবাদ'-সমেতম্।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ পরিশোধিতম্।

পরলোকগতায়াঃ

কমলমণি-দাস্যাঃ

প্রায়াণপ্রাক্কালীনসংকল্পিতপরিপূর্ত্তিমভীপ্সতা তদ্ভর্ত্তৃ-

শ্রীমতিলাল ঘোষদাসেন

নবসিংহলেনস্থিত ২ সংখ্যকভবনে

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং

১৬৮নং বৌবাজারষ্ট্রিটস্থিত

গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে

শ্রীগোপালচন্দ্র উকিলেন মুদ্রিতম্।

বঙ্গাব্দ ১২৯৮।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা। [ডাঃ মাঃ ৶০ আনা।]

বেদান্তদর্শনম্।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥*

তৃতীয়েঽধ্যায়ে পরাপরাসু বিদ্যাসু সাধনাশ্রয়ো বিচারঃ প্রায়েণাত্যগাৎ। অথেহ চতুর্থেঽধ্যায়ে ফলাশ্রয় আগমিষ্যতি।

নাভ্যর্থ্যা ইহ সন্তঃ স্বয়ং প্রবৃত্তা ন চেতরে শক্যাঃ।
মৎসরপিত্তনিবন্ধনমচিকিৎস্যমরোচকং যেষাম্ ॥
শঙ্কে সম্প্রতি নির্ব্বিশঙ্কমধুনা স্বারাজ্যসৌখ্যং বহ-
ন্নেন্দ্রঃ সান্দ্রতপঃস্থিতেষু কথমপ্যুদ্বেগমভ্যেষ্যতি।
যদ্বাচস্পতিমিশ্রনির্ম্মিতমিতব্যাখ্যানমাত্রস্ফুট-
দ্বেদান্তার্থবিবেকবঞ্চিতভবাঃ স্বর্গেঽপ্যমী নিস্পৃহাঃ ॥

সাধনানুষ্ঠানপূর্ব্বকত্বাৎ ফলসিদ্ধের্ব্বিষয়ক্রমেণ বিষয়িণোরপি তদ্বিচারয়োঃ ক্রমমাহ—"তৃতীয়েঽধ্যায়ে" ইতি। মুক্তিলক্ষণস্য ফলস্যাত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ তদ-

---

পরা অপরা এই দ্বিবিধ বিদ্যার যে-কিছু সাধন ও তদ্বিষয়ক যে-কিছু বিচার, সে সকল প্রায় সমস্তই তৃতীয় অধ্যায়ে চিন্তিত হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে সে সকলের ফল ও তদ্ঘটিত বিচার (সংশয়াদি

---

* আবৃত্তিঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি সমারোপ।ং ধ্যেয়াকারাকারিতাবৃত্তিসন্ততিরিতি যাবৎ। কর্ত্তব্যা ইতি শেষঃ। হেতুমাহ অসকৃদিতি। পৌনঃপুন্যেনোপদেশাদিত্যর্থঃ।—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন,—এ সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয় তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবেক। যাবৎ না আত্মদর্শন হয় তাবৎ কাল করিতে হইবেক। শাস্ত্র সেই অভি-প্রায়েই বার বার ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন।

প্রসঙ্গাগতঞ্চান্যদপি কিঞ্চিৎ চিন্তয়িষ্যতে। প্রথমং তাবৎ কতিভিশ্চিদধিকরণৈঃ সাধনাশ্রয়বিচারবিশেষমেবানুসরামঃ। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' 'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' 'সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' ইতি চৈবমাদিশ্রবণেষু সংশয়ঃ—কিং সকৃৎ প্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্য আহোস্বিদাবৃত্ত্যেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সকৃৎ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ প্রযাজাদিবৎ। তাবতা হি শাস্ত্রস্য কৃতার্থত্বাৎ। অশ্রূয়মাণায়াং হ্যাবৃত্তৌ ক্রিয়মাণায়ামশাস্ত্রার্থঃ কৃতো ভবেৎ। নন্বসকৃদুপদেশা উদাহৃতাঃ 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসতব্যঃ' ইত্যাদয়ঃ। এবমপি যাবচ্ছব্দমাবর্ত্তয়েৎ।

র্থানি দর্শনশ্রবণমননিদিধ্যাসনানি চোদ্যমানান্যদৃষ্টার্থানীতি যাবদ্বিধানমনুষ্ঠেয়ানি ন তু ততোঽধিকমাবর্ত্তনীয়ানি প্রমাণাভাবাৎ। যত্র পুনঃ সকৃদুপদেশাদুপাসীতেত্যাদিষু তত্র সকৃদেব প্রয়োগঃ প্রযাজাদিবদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। যদ্যপি মুক্তিরদৃষ্টচরী তথাপি সবাসনাবিদ্যোচ্ছেদেনাত্মনঃ স্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াস্তস্যাঃ শ্রুতিসিদ্ধত্বাদবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যোৎপাদবিরোধিতয়া বিদ্যোৎপাদেন

নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন) কৃত হইবে এবং প্রসঙ্গাগত অন্যান্য বিচারও দর্শিত হইবে। প্রথমতঃ কএকটি অধিকরণে সাধনঘটিত কএকটি বিচার বলা যাইতেছে। [আত্মা···সূচয়তি] "আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য।" "ধীর উপাসক তাঁহাকেই জানিয়া (বা জানিবার জন্য) প্রজ্ঞা (তদ্বিষয়িণী মনোবৃত্তি) করিবেন।" "তিনিই অন্বেষ্য ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য।" এইরূপ ও ইহার অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতিও আছে। সেই সকল শ্রুতিতে সংশয় এই যে, আত্মবিষয়ক প্রত্যয় (জ্ঞান বা মনোবৃত্তি) সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিতে হইবেক? কি আবর্ত্তন অর্থাৎ বার বার করিতে হইবেক। কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—প্রযাজাদির ন্যায় * সকৃৎ অর্থাৎ একবার করিলেই তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে। পুনঃ

---

* প্রযাজ—যাগবিশেষ। তাহা একবারই অনুষ্ঠিত হয়, বার বার করিতে হয় না। একবার অনুষ্ঠান করিলেই তাহা হইতে স্বর্গপ্রাপক অদৃষ্ট জন্মে। তদ্দৃষ্টান্তে শ্রবণও একবার করিলে আত্মদর্শনোপযোগী অদৃষ্ট জন্মিতে পারে সুতরাং পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বৃথা। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এবং ইহাই সিদ্ধান্তে খণ্ডিত হইবেক।

সকৃচ্ছ্রবণং সকৃন্মননং সকৃন্নিদিধ্যাসনঞ্চেতি নাতিরিক্তম্। সকৃদুপদেশেষু তু বেদ উপাসীত ইত্যাদিষ্বনাবৃত্তিঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। কুতঃ। অসকৃদুপদেশাৎ। 'শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কো হ্যসকৃদুপদেশঃ প্রত্যয়াবৃত্তিং সূচয়তি। ননূক্তং যাবচ্ছব্দমেবাবর্ত্তয়েন্নাধিকমিতি। ন। দর্শনপর্য্যবসানত্বাদেষাম্। দর্শনপর্য্যবসানানি হি শ্রবণাদীন্যাবর্ত্ত্যমানানি দৃষ্টার্থানি

সমুচ্ছেদস্যাহিবিভ্রমস্যেব রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ সমুচ্ছেদস্যোপপত্তিসিদ্ধত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাঞ্চ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাভ্যাসস্যৈব স্বগোচরসাক্ষাৎকারফলত্বেন লোকসিদ্ধত্বাৎ সকলদুঃখবিনির্মুক্তৈকচৈতন্যাত্মকোঽহমিত্যপবোক্ষরূপানুভবস্যাপি শ্রবণাদ্যভ্যাসসাধনত্বেনানুমানাত্তদর্থানি শ্রবণাদীনি দৃষ্টার্থানি ভবন্তি।

পুনঃ করিতে হইবে, এরূপ শ্রুতি নাই, সুতরাং পুনঃ পুনঃ করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন হইবে। "শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক" ইত্যাদি প্রকার আবৃত্তির উপদেশ আছে সত্য; পরন্তু যদি তাহারই অনুগত হইতে চাও তবে তদনুরূপ আবৃত্তির অনুসরণ করিতে পার। একবার শ্রবণ, একবার মনন ও একবার নিদিধ্যাসন করিতে পার, অতিরিক্ত পার না। অতিরিক্ত আবর্ত্তন অশাস্ত্রীয়। "বেদ—জানিবেক" "উপাসীত—উপাসনা (ধ্যান) করিবেক" ইত্যাদিস্থলে একোপদেশ থাকায় অনাবৃত্তিই শাস্ত্রার্থ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—আবৃত্তিঃ অসকৃদুপদেশাৎ। অর্থ এই যে আত্মাকার প্রত্যয়ের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মসাক্ষাৎকারকারিণী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে হইবেক। কারণ এই যে, শাস্ত্র অনেক বার তাদৃশী মনোবৃত্তি উত্থাপিত করিতে বলিয়াছেন। "শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক" এইরূপ অনেকাবৃত্তি বা এইরূপ উপদেশ প্রত্যয়াবৃত্তিরই (পুনঃ পুনঃ আত্মাকারা চিত্তবৃত্তি উদিত করার) সূচনা করে। [ননূক্তং...ধীয়তে] বলিয়াছিলে যে, একবার শ্রবণ, একবার মনন, একবার নিদিধ্যাসন, এইরূপ আবৃত্তি করিবেক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ সকলের পর্য্যবসান দর্শন। যাবৎ না আত্মদর্শন (সাক্ষাৎকার) হয় তাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হয়। সুতরাং সকৃৎ শ্রবণে সকৃৎ মননে ও সকৃৎ নিদিধ্যাসনে আত্মদর্শন না হইলে কাযেই তাহা পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে দর্শন-

র্ভবন্তি। যথাঽবঘাতাদীনি তণ্ডুলাদিনিষ্পত্তিপর্য্যবসানানি তদ্বৎ। অপি চোপাসনং নিদিধ্যাসনঞ্চেত্যন্তর্ণীতাবৃত্তিগুণৈব ক্রিয়াঽভিধীয়তে। তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে, রাজান-মুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপর্য্যেণ গুর্ব্বাদীননুবর্ত্ততে স এবমু-চ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নির-

---

ন চ দৃষ্টার্থত্বে সত্যদৃষ্টার্থত্বং যুক্তম্। ন চৈতাস্বনুবৃত্তানি সংকারদীর্ঘকালনৈর-ন্তর্য্যেণ সাক্ষাৎকারবতে তাদৃশানুভবায় কল্পন্তে। ন চাত্রাসাক্ষাৎকারবদ্বিজ্ঞানং

ফল ফলিলে ঐ সকল শাস্ত্র দৃষ্টার্থে পর্য্যবসিত হইতে পারে। শাস্ত্রতাৎপর্য্য, দৃষ্টার্থে পরিণত হইলে অদৃষ্টার্থ স্বীকার অন্যায্য। যেমন যজ্ঞকার্য্যে ধান্যে মুস-লাবঘাত তণ্ডুলনিষ্পত্তিপ্রয়োজনে অভিহিত, তেমনি, শ্রবণাদিও আত্মদর্শন-প্রয়োজনে অভিহিত। যেমন এক অবঘাতে তণ্ডুল হয় না, তেমনি, একবার শুনিলে আত্মদর্শন হয না। আরও দেখ, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন এই দুই শব্দ অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণ মানসী ক্রিয়াতেই প্রযোজিত হইতে দেখা যায়। (পদার্থাকারাবৃত্তি বা জ্ঞান মনের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা যদি আবৃত্তিগুণাক্রান্ত হয় অর্থাৎ যত্ন পূর্ব্বক বার বার উত্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে তাহা আবৃত্তিগুণা মানসী ক্রিয়া নামে খ্যাত হইতে পারে। ইহার বিশদার্থ—পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি বা উপা-স্যানুসন্ধান। এতাদৃশী মানসী ক্রিযাকেই লোকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলে; এবং শাস্ত্রকারেরাও আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলেন। দৈবাৎ কখন একবার স্মরণ করিলে তাহাকে ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা, নিদিধ্যাসন, কিছুই বলে না।) "শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে" "প্রার্থী রাজার উপাসনা করিতেছে, বিরহিণী নারী পতি-চিন্তা বা পতিধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে উপাসনা ধ্যান ও চিন্তা প্রভৃতিশব্দ ঐরূপ তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোক যদি কাহাকে একান্তচিত্তে গুরুর ও রাজার অনুবর্ত্তন করিতে দেখে তবে তাহাকে বলে, অমুক অমুক গুরুর ও অমুক অমুক রাজার উপাসনা করিতেছে। লোক যদি কোন প্রোষিতভর্তৃকাকে নিরন্তর পতিস্মরণা সোৎকণ্ঠা হইতে দেখে, তাহা হইলে তাহাকেও বলে, অমুকী পতিধ্যান ও পতিচিন্তা করিতেছে। (দৈবাৎ এক বার চিন্তা করিলে কোনও লোক তাহাতে উপাসনা, ধ্যান, চিন্তা, এ সকল শব্দের প্রয়োগ করে না। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে,

স্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা সৈবমভিধীয়তে। বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ বেদান্তেষ্বব্যতিকরেণ প্রয়োগো দৃশ্যতে। কচিদ্বিদিনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহরতি যথা 'যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত' ইত্যত্র 'অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্ম' ইতি। কচিচ্চোপাস্তিনোপক্রম্য বিদিন্যোপসংহরতি যথা 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' ইত্যত্র 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ' ইতি।

সাক্ষাৎকারবতীমবিদ্যামুচ্ছেত্তুমর্হতি। ন খলু পিত্তোপহতেন্দ্রিয়স্য গুড়ে তিক্ততাসাক্ষাৎকারোঽন্তরেণ মাধুর্য্যসাক্ষাৎকারং সুহস্রেণাপ্যুপপত্তিভির্নিবর্ত্তিতুমর্হতি। অতদ্বতো নরান্তরবচাংসি বোপপত্তিসহস্রাণি বা পরামৃশতোঽপি থূৎকৃত্য গুড়ত্যাগাৎ। তদেবং দৃষ্টার্থত্বাদ্ধ্যানোপাসনয়োশ্চান্তর্ণীতাবৃত্তিকত্বেন লোকতঃ প্রতীতেবাবৃত্তিরেবেতি সিদ্ধম্।

শাস্ত্র যখন ধ্যান, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তখন তাহাতে প্রত্যয়াবৃত্তি আছেই)। [বিদ্যুপাস্ত্যোশ্চ...সূচকঃ] অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই অর্থে "বিদ্" ও "উপাস্" এই দুই ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (ধ্যান বা চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ অর্থে 'বেদ' ইত্যাকারে বিদ্ ধাতুর এবং 'উপাস্তে' ইত্যাকারে উপপূর্ব্বক আস্ ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে।) তবে কিনা, কোথাও বা উপক্রমে বিদ্ ধাতুর ও উপসংহারে উপাস্ ধাতুর এবং কোথাও বা উপক্রমে উপাস ধাতুর ও উপসংহারে বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। (উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হওয়াই নিয়ম; সুতরাং উপক্রমোক্ত শব্দ ও উপসংহারোক্ত শব্দ একার্থবাচী) "যে তাহা জানে সে তাহা জানে। আমা কর্তৃক তাহাই কথিত হইয়াছে।" এই প্রস্তাব বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত (আবদ্ধ) হইয়া "হে ভগবন্! আবার আমাকে সেই দেবতা উপদেশ করুন, যে দেবতার উপাসনা করিব" এইরূপে উপাস-ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। (উপসংহার=সমাপ্তি)। "মনোব্রহ্মের উপাসনা করিবেক" এই প্রস্তাব উপাস-ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছে এবং "যে এইরূপ জানে সে কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়" এইরূপে বিদ্ ধাতুর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। এই সকল হেতুতে ও "বেদ" "উপাসীত" ইত্যাদি ইত্যাদি একোপদেশ হইতে প্রত্যয়াবৃত্তিই (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান বা ধ্যানই) পাওয়া

তস্মাৎ সকৃদুপদেশেষ্বপ্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অসকৃদুপদেশস্ত্বাবৃত্তেঃ সূচকঃ ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥*

লিঙ্গমপি প্রত্যয়াবৃত্তিং প্রত্যায়য়তি। তথা হি উদ্গীথবিজ্ঞানং প্রস্তুত্য 'আদিত্য উদ্গীথঃ' [ছা০ উ০] ইত্যেতদেকপুত্রতাদোষেণাপোদ্য 'রশ্মীংস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াৎ' ইতি [ছা০ উ০] রশ্মিবহুত্ববিজ্ঞানং বহুপুত্রতায়ৈ বিদধৎ সিদ্ধবৎ প্রত্যয়াবৃত্তিং দর্শয়তি। তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ সর্ব্বপ্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিঃ। অত্রাহ ভবতু নাম সাধ্যফলেষু প্রত্যয়েষ্বাবৃত্তিস্তেষ্বাবৃত্তিসাধ্যস্যাতিশয়স্য সম্ভবাৎ। যস্তু পরব্রহ্মবিষয়ঃ

অধিকরণার্থমুক্ত্বা নিরুপাধিব্রহ্মবিষয়ত্বমস্যাক্ষিপতি—"অত্রাহ ভবতু নামে"তি। সাধ্যে হ্যনুভবে প্রত্যয়াবৃত্তিরর্থবতী নাসাধ্যে। ন হি ব্রহ্মানুভবো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো নিত্যশুদ্ধস্বভাবাদ্ব্রহ্মণোঽতিরিচ্যতে। তথা চ

যায়। অপিচ, অসকৃৎ উপদেশ (অনেক প্রকার। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিন্ প্রকার) সেই প্রত্যযাবৃত্তিরই সূচক।

লিঙ্গ অনুমাপক ধর্ম্ম, তাহাও প্রত্যয়াবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ জ্ঞান উত্থাপনের) সদ্ভাব বুঝাইতে সক্ষম। বিবেচনা কর। উদ্গীথ-উপাসনা প্রস্তাবে "আদিত্যই উদ্গীথ" এইরূপ বলার পর শ্রুতি একপুত্রফলত্ব দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার অপবাদ (নিন্দা) করতঃ বলিয়াছেন "তুমি আদিত্যের বহু রশ্মি পর্য্যাবর্ত্তন (পুনঃ পুনঃ ধ্যান) কর।" ছান্দোগ্য শ্রুতি এই স্থানে সূর্য্যরশ্মিবহুত্ব বিজ্ঞানের বহুপুত্রতাফল বিধান করিয়া প্রত্যয়াবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধতাই দেখাইয়াছেন। অতএব, প্রত্যয়ত্বসামান্যের অনুবোধে প্রত্যয়ান্তরেও তাহার অস্তিত্ব (আবৃত্তিসদ্ভাব) সিদ্ধ হইতে পারে। (রশ্মিবহুত্ব জ্ঞানও জ্ঞান, অন্য জ্ঞানও জ্ঞান, রশ্মিবহুত্ববিজ্ঞানে আবৃত্তি থাকিলে সুতরাং তাহা বা সেই আবৃত্তি অন্যান্য জ্ঞানেও থাকিবেক।) [অত্রাহ...স্যাৎ]

---

* লিঙ্গমনুমাপকো ধর্ম্মস্তস্মাদপি প্রত্যয়াবৃত্তেরস্তিত্বমনুমীয়তে। অত্র পর্য্যাবৃত্তিশব্দাৎ সিদ্ধবদুদ্গীথধ্যানস্যাবৃত্তিরুক্তা। ততশ্চ ধ্যানত্বসামান্যাৎ ফলপর্য্যন্তত্বসামান্যাদ্বা লিঙ্গাৎ সর্ব্বত্র শ্রবণমননধ্যানেষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যাত্তসন্ধিঃ।—লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু—তদ্বলে প্রত্যয়াবৃত্তি (জ্ঞানের বা ধ্যানের পৌনঃপুন্য) সিদ্ধ হইতে পারে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

প্রত্যয়ো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবমেবাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম সমর্পয়তি তত্র কিমর্থাবৃত্তিরিতি। সকৃচ্ছ্রুতৌ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীত্যনুপপত্তেরাবৃত্ত্যভ্যুপগম ইতি চেৎ। ন। আবৃত্তাবপি তদনুপপত্তেঃ। যদি হি "তত্ত্বমসি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং বাক্যং সকৃচ্ছ্রূয়মাণং ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং নোৎপাদয়েৎ ততস্তদেব চাবর্ত্তমানমুৎপাদয়িষ্যতি ইতি কা প্রত্যাশা স্যাৎ। অথোচ্যেত

নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবো নিত্য এবেতি কৃতমত্র প্রত্যয়াবৃত্ত্যা। তদিদমুক্তং "আত্মভূত"মিতি। আক্ষেপ্তারং প্রতি শঙ্কতে—"সকৃৎশ্রুতা"বিতি। অয়মভিসন্ধিঃ। ন ব্রহ্মাত্মভূতস্তৎসাক্ষাৎকারোঽবিদ্যামুচ্ছিনত্তি তয়া সহানুবৃত্তেরবিরোধাৎ। বিরোধে বা তস্য নিত্যত্বান্নাবিদ্যোদীয়েত। কৃত এব তু তেন সহানুবর্ত্তেত। তস্মাৎ তন্নিবৃত্তয়ে আগন্তুকস্তৎসাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। তথা চ প্রত্যয়াবৃত্তিরর্থবতী। আক্ষেপ্তা সর্ব্বপূর্ব্বোক্তাক্ষেপেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে—"নাবৃত্তাবপী"তি। ন খলু জ্যোতিষ্টোমবাক্যার্থপ্রত্যযঃ শতশোঽপ্যাবর্ত্তমানঃ সাক্ষাৎকারপ্রমাণং স্ববিষয়ে জনয়তি। উৎপন্নস্যাপি তাদৃশো দৃষ্ট-

---

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন—যাহার ফল সাধ্য, শাস্ত্রানুগত যত্নের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, তাহাতে প্রত্যয়াবৃত্তি সম্ভবে। কেননা, আবৃত্তির দ্বারা তাহাতে অতিশয় (উপচয় অপচয় বা তারতম্য) জন্মিতে পারে। (এক আবৃত্তি বা এক বার ধ্যান অপেক্ষা বহু বার আবৃত্তি বা বহু বার ধ্যান করিলে অবশ্যই ফলের উৎকর্ষ বা আধিক্য হইতে পারে।) কিন্তু যে প্রত্যয় বা যে জ্ঞান পরব্রহ্মবিষয়ক, সে জ্ঞান সেই এক অদ্বিতীয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব আত্মভূত পরব্রহ্মই সমর্থন করিবে, বুঝাইবে, সুতরাং সে জ্ঞানের আবৃত্তির প্রয়োজন কি? যদি বল, একবার শুনিলেই যে ব্রহ্মাত্মভাব উৎপন্ন বা সিদ্ধ হয়, তাহা হয় না। সুতরাং তদ্বিষয়ক আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির) প্রয়োজন আছে। ইহার প্রতিকূলে আমরা বলিব, তাহাও নহে। আবৃত্তিতেও ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তির অনুপপন্নতা আছে। তৎ ত্বং অসি=তাহাই তুমি, এইরূপ এইরূপ বাক্য এক বার শুনিলে যদি তাহা ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতীতি (শ্রোতার ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকার) না জন্মায়, তাহা হইলে অন্য বার শুনিলে এবং আরও এক বার কি বহু বার শুনিলে যে সে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? প্রমাণ কি? ভরসাই বা কি? [অথোচ্যেত...ভাবয়িষ্যতি] কেবল বাক্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার

ন কেবলং বাক্যং কঞ্চিদর্থং সাক্ষাৎকারয়িতুং শক্নোত্যতো যুক্ত্যপেক্ষং বাক্যমনুভাবয়িষ্যতি ব্রহ্মাত্মত্বমিতি তথাপ্যাবৃত্ত্যানর্থক্যমেব। সাঽপি হি যুক্তিঃ সকৃৎপ্রবৃত্তৈব স্বমর্থমনুভাবয়িষ্যতি। অথাপি স্যাৎ যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়মেব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে ন বিশেষবিষয়ং যথাঽস্তি মে হৃদয়ে শূলমিত্যতো বাক্যাৎ গাত্রকম্পাদিলিঙ্গাচ্চ শূলসদ্ভাবসামান্যমেব পরঃ প্রতিপদ্যতে ন বিশেষমনুভবতি যথা স এব শূলী বিশে-

ব্যভিচারত্বেন প্রাতিভত্বাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতিং ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারম্। পুনঃ শঙ্কতে—"ন কেবলং বাক্য"মিতি। আক্ষেপ্তা দূষয়তি—"তথাপ্যাবৃত্ত্যানর্থক্য"মিতি। বাক্যঞ্চেৎ যুক্ত্যপেক্ষং সাক্ষাৎকারায় প্রভবতি তথা সতি কৃতমাবৃত্ত্যা। সকৃৎপ্রবৃত্তয়ৈব তস্য সোপপত্তিকস্য যাবৎ কর্তব্যকরণাদিতি। পুনঃ শঙ্কতে—"অথাপি স্যাদি"তি। ন যুক্তিবাক্যে সাক্ষাৎকারফলে প্রত্যক্ষ-

ঘটে না, কিন্তু যুক্তিসহায় বাক্য ব্রহ্মাত্মবস্তু অনুভবারূঢ় করিতে সক্ষম, এ কথা বলিলেও আবৃত্তির আনর্থক্য নিবারিত হয় না। কারণ, যুক্তিও এক বার উদিত হইয়া স্বকীয় অর্থ অনুভব করাইতে পারে। (যে এক-বারে পারে না সে যে দুই বা ততোধিক বারে পারিবে তাহার স্থিরতা কি!) [অথাপি...নুপযোগঃ] এমন হইতেও পারে যে, যুক্তি ও বাক্য একটা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। এক জন বলিল, আমার হৃদয়ে শূল অর্থাৎ বেদনা হইয়াছে, তদ্বাক্যশ্রোতা সেই বাক্য শুনিয়া ও তাহার মুখবৈবর্ণ্য ও গাত্রভঙ্গাদি বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয়ে সামান্যতঃ বেদনাসদ্ভাব অনুভব করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহার সবিশেষ ভাব (কিরূপ বেদনা তাহা) অনুভব করিতে পারক হয় না। যে শূলী, সে-ই তাহা অনুভব করে, অন্যে তাহা বুঝিতে অক্ষম। (যাহার বেদনা সেই জানে অন্যে কি জানিবে!)। অতএব, বিশেষানুভবই অবিদ্যার নিবর্তক এবং বিশেষানুভবের জন্যই আবৃত্তি অর্থাৎ সাধন প্রয়োগের পৌনঃপুন্য প্রয়োজনীয়। এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ, বাক্য ও যুক্তি শত বার প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ও যুক্তির পরোক্ষ জ্ঞান জন্মানই স্বভাব; সুতরাং শত বার প্রয়োগেও তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান প্রসব করিবে না। যে শাস্ত্র ও যে যুক্তি এক প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মায় না, আশ্বাস কি যে সে শত

যানুভবশ্চাবিদ্যায়া নিবর্ত্তকস্তদর্থাবৃত্তিরিতি চেৎ, ন। অসকৃদপি তাবন্মাত্রে ক্রিয়মাণে বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন হি সকৃৎপ্রযুক্তাভ্যাং শাস্ত্রযুক্তিভ্যামনবগতো বিশেষঃ শতকৃত্বোঽপি প্রযুজ্যমানাভ্যামবগন্তুং শক্যতে। তস্মাৎ যদি শাস্ত্র যুক্তিভ্যাং বিশেষঃ প্রতিপাদ্যেত যদি বা সামান্যমেবোভয়থাপি সকৃৎ প্রবৃত্তে এব তে স্বকার্য্যং কুরুত ইত্যাবৃত্ত্যনুপযোগঃ। ন চ সকৃৎ প্রবৃত্তে শাস্ত্রযুক্তী কস্যচিদপ্যনুভবং নোৎপাদয়ত ইতি শক্যতে নিয়ন্তুম্। বিচিত্রপ্রজ্ঞত্বাৎ প্রতি-

---

ত্যৈব প্রমাণস্য তৎফলত্বাৎ। তে তু পরোক্ষার্থাবগাহিনী সামান্যমাত্রমভিনিবিশেতে ন তু বিশেষং সাক্ষাৎকুরুত ইতি তদ্বিশেষসাক্ষাৎকারায়াবৃত্তিরুপাস্যতে। সা হি সৎকারদীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসেবিতা সতী দৃঢ়ভূমির্ব্বিশেষসাক্ষাৎকারায় প্রভবতি কামিনীভাবনেব স্ত্রৈণস্য পুংস ইতি। আক্ষেপ্তাহ—"ন। অসকৃদপি" ইতি। স খল্বয়ং সাক্ষাৎকারঃ শাস্ত্রযুক্তিযোনির্ব্বা স্যাদ্ভাবনামাত্রযোনির্ব্বা। ন তাবৎ পরোক্ষাভাসবিজ্ঞানফলে শাস্ত্রযুক্তী সাক্ষাৎকারলক্ষণং প্রত্যক্ষপ্রমাণফলং প্রসোতুমর্হতঃ। ন খলু কুটজবীজাদ্বটাঙ্কুরো জায়তে। ন চ ভাবনা প্রকর্ষপর্য্যন্তজমপরোক্ষাবভাসমপি জ্ঞানং প্রমাণং ব্যভিচারাদিত্যুক্তম্। আক্ষেপ্তা স্বপক্ষমুপসংহরতি—"তস্মাদ্‌যদি"ইতি। আক্ষেপ্তা আক্ষেপান্তরমাহ— "ন চ সকৃৎ প্রবৃত্তে" ইতি। কশ্চিৎ খলু শুদ্ধসত্ত্বো গর্ভস্থ ইব বামদেবঃ শ্রুত্বা চ মত্বা চ ক্ষণমবধায় জীবাত্মনো ব্রহ্মাত্মতামনুভবতি ততোঽপ্যাবৃত্তিরনর্থি-

---

বার প্রয়োগে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইবে? শাস্ত্রের ও যুক্তির দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞান জন্মে অথবা সামান্যাকার জ্ঞান জন্মে, যা-ই বল বা যে পথেই চল, আপত্তি নাই, কিন্তু উভয় পথেই আবৃত্তির অনুপযোগ দৃষ্ট হয়। যদি যুক্তির ও শাস্ত্রের সেই সামর্থ্যই থাকে তবে তাহা এক প্রয়োগে স্বীয় কার্য্য করিবে, দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রতীক্ষা করিবেক না। [ন চ...যুক্তেতি] শাস্ত্র ও যুক্তি এক প্রয়োগে কাহারও অনুভব জন্মায় না, এমন কথা বলিতে পার না। কারণ, বুঝিবার লোক অনেক প্রকার, তাহাদের প্রজ্ঞাও বিচিত্র অর্থাৎ একরূপ নহে। (কেহ এক কথাতেই বুঝে, কেহ বা শতবার বলিলেও বুঝে না, উভয়প্রকারই দৃষ্ট হয়।) আরও কথা এই যে, যে সকল বস্তু লৌকিক ও অনেকাংশযুক্ত, সেই সকল পদার্থেরই সামান্যবিশেষভাব আছে এবং এক প্রণিধানে সেই সকল পদার্থেরই

পতৃণাম্। অপি চানেকাংশোপেতে লৌকিকে পদার্থে সামান্যবিশেষবত্যেকেনাবধানেনৈকমংশমবধারয়ত্যপরেণাংশপ-রমিতি স্যাদপ্যভ্যাসোপযোগো যথা দীর্ঘপ্রপাঠকগ্রহণাদিষু ন তু নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি সামান্যরহিতে চৈতন্যমাত্রাত্মকে প্রমোৎপত্তাবভ্যাসাপেক্ষা যুক্তেতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদাবৃ-

কেতি।' অতশ্চাবৃত্তিরনর্থিকা যন্নিরংশস্য গ্রহণমগ্রহণং বা। ন তু ব্যক্তা-ব্যক্তত্বে সামান্যবিশেষবৎ পদ্মরাগাদিবদিত্যত আহ—"অপি চানেকাংশ"ইতি। সমাধত্তে।—"অত্রোচ্যতে ভবেদাবৃত্ত্যানর্থক্যমি"তি। অয়মভিসন্ধিঃ। সত্যং ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সাক্ষাদাগমযুক্তিফলমপি তু যুক্ত্যাগমার্থজ্ঞানাহিতসংস্কার-সচিবং চিত্তমেব ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকারবতীং বুদ্ধিবৃত্তিং সমাধত্তে। সা চ নানুমা-নিতবহ্নিসাক্ষাৎকারবৎ প্রাতিভত্বেনাপ্রমাণং যদানীং বহ্নিস্বলক্ষণস্য পরোক্ষত্বাৎ সদাতনস্ত ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিরূষিতস্য জীবস্যাপরোক্ষত্বম্। ন হি শুদ্ধবুদ্ধত্বা-

একাংশ অনুভবগম্য হয়, দ্বিতীয় প্রণিধানে অবশিষ্ট অংশ প্রতীতিগোচরে আইসে। যেমন কোন এক গ্রন্থের অধ্যায়। (এক প্রণিধানে গ্রন্থের এক অধ্যায় বুদ্ধিগোচর করা হইল, দ্বিতীয় প্রণিধানে দ্বিতীয় অধ্যায় জ্ঞানগম্য করা হইবে।) এতন্নিদর্শনানুসারে তাদৃশ সামান্যবিশেষাত্মক বহুলাংশযুক্ত লৌকিক পদার্থেই পুনঃ পুনঃ সাধন প্রয়োগের প্রয়োজন বা অপেক্ষা আছে বটে; কিন্তু সামান্যবিশেষবর্জ্জিত একাত্মক বা একরস চেতনমাত্রস্বভাব ব্রহ্ম-পদার্থের জ্ঞানে পুনঃ পুনঃ সাধনপ্রযোগের প্রযোজন দেখা যায় না। (সাধ-নের শক্তি থাকিলে এক প্রয়োগেই জ্ঞান হইবে, শক্তি না থাকিলে শত প্রয়োগেও হইবে না।) [অত্রোচ্যতে...দর্শিতম্] বাদিগণের এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ বলা যাইতেছে যে, আবৃত্তি সেই সাধকের পক্ষেই নিরর্থক—যে সাধক একবার "তৎ ত্বং অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" এই মহাবাক্য শ্রবণে প্রবুদ্ধ হয় বা আপনার ব্রহ্মত্ব অনুভব করে। কিন্তু যে সাধক সকৃৎ শ্রবণে আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে অক্ষম, সে সাধকের প্রতি আবৃত্তির (পুনঃ পুনঃ উপদেশের) অবশ্যই উপযোগ (প্রয়োজন) আছে। ছান্দোগ্য উপনি-ষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে "তত্ত্বমসি—সেই তুমি" এইরূপ উপদেশ করিলেও সে পুনঃ পুনঃ "আবার বলুন—বুঝাইয়া দিউন" বলিয়াছিল এবং গুরু পিতাও তাহার সেই সেই আশঙ্কার মূলোচ্ছেদ করিয়া বার বার "তত্ত্বমসি—সেই তুমি" বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন—

ত্ত্যানর্থক্যং তং প্রতি যস্তত্ত্বমসীতি সকৃদুক্তমেব ব্রহ্মাত্মত্ব-মনুভবিতুং শক্নুয়াৎ। যস্তু ন শক্নোতি তং প্রত্যুপযুজ্যত এবাবৃত্তিঃ। তথা হি ছান্দোগ্যে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'ইত্যুপদিশ্য 'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু' ইতি পুনঃ পুনঃ পরিচোদ্যমানস্তত্তদাশঙ্কাকারণং নিরাকৃত্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যেবাসকৃদুপদিশতি। তথা চ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি দর্শিতম্। ননূক্তং সকৃচ্ছ্রুতং চেৎ তত্ত্বমসি-বাক্যং স্বমর্থমনুভাবয়িতুং ন শক্নোতি তত আবর্ত্ত্যমানমপি নৈব শক্ষ্যতীতি। নৈষ দোষঃ। ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম। দৃশ্যন্তে হি সকৃৎ-

---

দযো বস্তুতস্ততোঽতিবিচ্যন্তে। জীব এব তু তত্তদুপাধিবহিতঃ শুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তত্তদুপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিবিচ্যতে। তস্মাৎ যথা গান্ধর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবেন শ্রোত্রেণ ষড্জাদিস্বরগ্রাম-মূর্চ্ছনাভেদমধ্যক্ষেণেক্ষতে এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মস্বভাবমন্তঃকরণেনেতি। "যস্তত্ত্বমসীতি সকৃদুক্তমেবে"তি। শ্রুত্বা মত্বা ক্ষণমবধায় প্রাগ্ভবীযাভ্যাসজাতসংস্কারাদিত্যর্থঃ। "যস্তু ন শক্নোতী"তি। প্রাগ্ভবীযব্রহ্মাভ্যাসরহিত ইত্যর্থঃ। "ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নামে"তি। যত্র পরোক্ষপ্রতিভাসিনি বাক্যার্থেঽপি ব্যক্তাব্যক্তত্বতারতম্যং তত্র মননোত্তরকাল-মাধ্যাসনাভ্যাসনিকর্ষপ্রকর্ষক্রমজন্মনি প্রত্যযপ্রবাহে সাক্ষাৎকারাবসানা ব্যক্তিতারতম্যং প্রতি কৈব কথেতি ভাবঃ। তদেবং বাক্যমাত্রস্যার্থেঽপি ন দাগি-

---

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তখন সে কৃতকৃত্য হইযাছি।। অতএব, সাধনপ্রয়োগের পৌনঃপুন্যের আবশ্যক আছে বলিযাই শ্রুতি শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, নিদিধ্যাসন করিবেক, এইরূপ বলিযাছেন। [ননূক্তং...প্রতি দামানাঃ] বলিযাছিলে যে, যদি সকৃৎ শ্রুত বা একোচ্চরিত তত্ত্বমসি বাক্য আপনার অর্থ শ্রোতাকে অনুভব করাইতে না পারে তাহা হইলে তাহা শতাবৃত্ত (গুরু কর্তৃক শত বার উচ্চারিত ও শিষ্য কর্তৃক শত বার শ্রুত) হইলেও পারিবেক না। সে কথা সঙ্গত নহে। যাহা দেখা যায় তাহাতে আবার অনুপপত্তি কি? যুক্তি তর্ক কি? অনেক সময়েই দেখা যায়, এক বার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অক্ষম হইলে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। (দৃষ্টান্তাদির দ্বারা তদ্গত অজ্ঞান সংশযাদি বিদূরিত হয়, তৎপরে তাহা

শ্রুতাৎ বাক্যাৎ মন্দপ্রতীতং বাক্যার্থমাবর্ত্তয়ংস্তস্তত্তদাভাসব্যুদাসেন সম্যক্ প্রতিপদ্যমানাঃ। অপি চ তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং ত্বংপদার্থস্য তৎপদার্থভাবমাচষ্টে। তৎপদেন চ প্রকৃতং সৎ ব্রহ্মেক্ষিতৃ জগতোজন্মাদিকারণমভিধীয়তে। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং 'ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ' 'অজমজরমমরমস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্' ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। তত্রাজাদিশব্দৈর্জ্জন্মাদয়ো ভাববিকারা নিবর্ত্তিতাঃ। অস্থূলাদিশব্দৈশ্চ স্থৌল্যাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ। বিজ্ঞানাদিশব্দৈশ্চ চৈতন্যপ্রকাশাত্মকত্বমুক্তম্। এষ ব্যাবৃত্তসর্ব্বসংসারধর্ম্মকো-

---

ত্যেব প্রত্যয়ং প্রত্যুক্তম্। তত্ত্বমসীতি তু বাক্যমত্যন্তদুর্গ্রহপদার্থং ন পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকে স্বার্থে জ্ঞানে দ্রাগিত্যেব প্রবর্ত্ততে কিন্তু বিলম্বিততমপদার্থজ্ঞানমতিবিলম্বেনেত্যাহ "অপি চ তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং ত্বম্পদার্থস্যে"তি। স্যাদেতৎ। পদার্থসংসর্গাত্মা বাক্যার্থঃ পদার্থজ্ঞানক্রমেণ তদধীননিরূপণীয়ত্বয়া ক্রমবৎপ্রতীতির্যুজ্যতে। ব্রহ্ম তু নিবংশত্বেনাসংসৃষ্টনানাত্বপদার্থকমিতি কস্যানুক্রমেণ ক্রমবতী প্রতীতিরিতি সকৃদেব তদ্‌গৃহ্যেত ন বা গৃহ্যেতেত্যুক্তমিত্যত

বুঝে।) [অপিচ...যুক্ত্যভ্যাসঃ] আবও দেখ, বিবেচনা কর, 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য ত্বংপদার্থের অর্থাৎ জীবের তৎপদার্থভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব দেখাইতেছে। তৎ পদের দ্বারা প্রস্তাবিত সৎ ঈক্ষিতা ও জগজ্জন্মাদির কারণীভূত ব্রহ্মপদার্থ বলিতেছে। এই ব্রহ্মই "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত" "ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দরূপী" "তিনি অদৃশ্য অথচ দ্রষ্টা, অবিজ্ঞেয় অথচ জ্ঞাতা।" "অজ, অর্জর, অমর, অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব ও অদীর্ঘ" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অজাদি শব্দে ভাববিকারের নিষেধ, অস্থূলাদি শব্দে দ্রব্যধর্ম্মের নিবারণ, এবং বিজ্ঞানাদি শব্দে চৈতন্য বা প্রকাশস্বভাবতা বলা হইয়াছে। বর্জ্জিত সর্ব্বসংসারধর্ম্ম অনুভবাত্মক ব্রহ্মনামক তৎপদার্থ বেদান্তবাদী দিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। ত্বং-পদার্থও প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা বলিয়া অবধারিত আছে। এই ত্বং-পদার্থকেই লোকে স্বমত্যনুসারে একে একে দেহ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্তে পর্য্যবসানরূপে অবধারণ করে। যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয়, ঐ দুই পদার্থের স্বরূপাববোধের প্রতিবন্ধক, তত্ত্বমসি-বাক্য তাহাদের স্বার্থপ্রমা জন্মাইতে পারে না। কারণ, বাক্যার্থবোধ পদার্থবোধ পূর্ব্বকই

হনুভবাত্মকো ব্রহ্মসংজ্ঞকস্তৎপদার্থো বেদান্তাভিযুক্তানাং প্রসিদ্ধস্তথা ত্বংপদার্থোঽপি প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা দেহাদারভ্য প্রত্যগাত্মতয়া সম্ভাব্যমানশ্চৈতন্যপর্য্যন্তত্বেনাবধারিতঃ। তত্র যেষামেতৌ পদার্থাবজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়প্রতিবদ্ধৌ তেষাং তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যং স্বার্থে প্রমাং নোৎপাদয়িতুং শক্নোতি পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ বাক্যার্থজ্ঞানস্যেত্যতস্তান্ প্রত্যেষ্টব্যঃ পদার্থবিবেকপ্রয়োজনঃ শাস্ত্রযুক্ত্যভ্যাসঃ। যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্য আত্মা নিরংশস্তথাপ্যধ্যারোপিতং তস্মিন্ বহ্বংশত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণম্। তত্রৈকেনাঽবধানেনৈকমংশমপোহত্যপরেণাঽপরমিতি যুজ্যতে তত্র ক্রমবতী প্রতিপত্তিঃ। তত্তু পূর্ব্বরূপমেবাত্মপ্রতিপত্তেঃ। যেষাং পুন-

আহ—"যদ্যপি চ প্রতিপত্তব্য আত্মা নিরংশ" ইতি। নিরংশোঽপ্যয়মপরোক্ষোঽপ্যাত্মা তত্তদ্দেহাদ্যারোপব্যুদাসাভ্যামংশবানিবাত্যন্তপরোক্ষ ইব। ততশ্চ বাক্যার্থতয়া ক্রমবৎপ্রত্যয় উপপদ্যতে। তৎকিমিয়মেব বাক্যজনিতা প্রতীতিরাত্মনি তথা চ ন সাক্ষাৎপ্রতীতিরাত্মস্যনাগতফলত্বাদস্যা ইত্যত আহ—"তত্তু পূর্ব্বরূপমেবাত্মপ্রতিপত্তেঃ" সাক্ষাৎকারবত্যাঃ। এতদুক্তং

উৎপন্ন হয়। (আগে পদার্থজ্ঞান, তৎপরে বাক্যার্থজ্ঞান। পদার্থজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। পদার্থ=পদপ্রতিপাদ্য বস্তু। বাক্যার্থ=বাক্য প্রতিপাদ্য বস্তু। তাহাতে বস্তুর অনারোপিতরূপ প্রতিপাদিত হয়।) তাদৃশ সাধকের পদার্থবিবেক উৎপাদনার্থ শাস্ত্রের ও যুক্তির পৌনঃপুন্য (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। [যদ্যপি চ...প্রতিপত্তেঃ] যদিও আত্মা নিরংশ তথাপি তাঁহাতে আরোপিত দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিলক্ষণ অংশ স্বীকৃত আছে। একাবধানে সেই আরোপিত অংশসমূহের কোন কোন অংশ অপগত হয় এবং অপর প্রণিধানে অপরাংশ বিশোধিত হয়। এইরূপেই তাঁহাতে ক্রমবতী প্রতিপত্তি সম্ভব হয়। এই ক্রমবতী প্রতিপত্তি (পদার্থজ্ঞানক্রমে বাক্যার্থজ্ঞান) আত্মপ্রতিপত্তির পূর্ব্বরূপ। [যেষাং... গম্যতে] যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত নির্ম্মল, তৎপদার্থ বিষয়ে অথবা ত্বং-পদার্থ বিষয়ে যাহাদের অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যয় নাই, তাহারাই একোপদেশে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ অনুভব করিতে সমর্থ এবং তাহাদের প্রতি অনে-

নিপুণমতীনাং নাজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যয়লক্ষণঃ পদার্থবিষয়ঃ প্রতিবন্ধোঽস্তি তে শক্নুবন্তি সকৃদুক্তমেব তত্ত্বমসিবাক্যার্থমনুভবিতুমিতি তান্ প্রত্যাবৃত্ত্যানর্থক্যমিষ্টমেব। সকৃদুৎপন্নৈব হ্যাত্মপ্রতিপত্তিরবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তীতি নাত্র কশ্চিদপি ক্রমোঽভ্যুপগম্যতে। সত্যমেবং যুজ্যেত যদি কস্যচিদেবং প্রতিপত্তির্ভবেৎ। বলবতী হ্যাত্মনো দুঃখিত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ। অতো ন দুঃখিত্বাদ্যভাবং কশ্চিৎ প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ, ন। দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিত্বাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভিমানত্বোপপত্তেঃ। প্রত্যক্ষং হি দেহে ছিদ্যমানে দহ্যমানে চাহং ছিদ্যে দহ্যে ইতি চ মিথ্যাভিমানো দৃষ্টঃ। তথা বাহ্যতরেষ্বপি

ভবতি। বাক্যার্থশ্রবণমননোত্তরকালা বিশেষণত্রয়বতী ভাবনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় কল্পত ইতি বাক্যার্থপ্রতীতিঃ সাক্ষাৎকারস্য পূর্ব্বরূপমিতি। শঙ্কতে—"সত্যমেবমি"তি। সমারোপো হি তত্ত্বপ্রত্যয়েনাপোদ্যতে ন তত্ত্বপ্রত্যয়ঃ। দুঃখিত্বাদিপ্রত্যয়শ্চাত্মনি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যত ইত্যবাধিতত্বাৎ সমীচীন ইতি বলবান্ন শক্যোঽপনেতুমিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি—"ন। দেহাদ্যভিমানবদি"তি। ন হি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যত ইত্যেতাবতা তাত্ত্বিকত্বম্। দেহাত্মাভিমানস্যাপি সত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ সোঽপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বদোৎপদ্যতে। উক্তঞ্চাস্য তত্র তত্রোপপত্ত্যা বাধনমেবং দুঃখিত্বাদ্যভিমানোঽপি তথা। ন হি নিত্য-

কোপদেশের আনর্থক্য বাঞ্ছনীয়। তাহাদের আত্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান এক প্রযোগেই উৎপন্ন ও সকৃৎ শ্রবণেই তাহাদের অবিদ্যা বিদূরিত হয় সুতরাং তাদৃশ অধিকারী স্থলে ক্রমস্বীকার করিবার প্রযোজন নাই। [সত্যমেবং ইত্যাদিনা] বলিতে পার যে, যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসিদ্ধ বটে; যদি সেরূপ কাহার হয়। কিন্তু সেরূপ না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, আপনার দুঃখিত্বাদি জ্ঞান অত্যন্ত বলবতী। আমি দুঃখী নহি, এ জ্ঞান কাহার হয় কি-না সন্দেহ। বাক্য শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্ব-জ্ঞান নিবৃত্ত হয় কি-না সন্দেহ। এই বিষয়ে আমরা বলি, যেমন দেহাদির অভিমান মিথ্যাবিজৃম্ভিত, তেমনি, দুঃখিত্বাদ্যভিমানও মিথ্যাবিজৃম্ভিত। দেহ ছিদ্যমান ও দহ্যমান হইবার কালে আমি ছিন্ন হইলাম, দগ্ধ হইলাম, সর্ব্বদাই এরূপ অভিমান হইতে দেখা যায়। অত্যন্ত বাহ্য

পুত্রমিত্রাদিষু সন্তপ্যমানেষ্বহমেব সন্তপ্যে ইত্যধ্যারোপো দৃষ্টঃ। তথা দুঃখিত্বাদ্যভিমানোঽপি স্যাৎ। দেহাদিবদেব চৈতন্যাদ্বহিরুপলভ্যমানত্বাদ্দুঃখিত্বাদীনাম্। সুষুপ্ত্যাদিষু চাননুবৃত্তেঃ। চৈতন্যস্য তু সুষুপ্তেঽপ্যনুবৃত্তিমামনন্তি 'যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি' ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বদুঃখবিমুক্তৈকচৈতন্যাত্মকোঽহমিত্যেষ আত্মানুভবঃ। ন চৈবমাত্মানমনুভবতঃ কিঞ্চিদন্যৎ কৃত্যমবশিষ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ' ইত্যাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাভাবং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

শুদ্ধস্বভাবস্যানাত্মান উপজনাপায়ধর্ম্মাণো দুঃখশোকাদয় আত্মনোভবিতুমর্হন্তি। নাপি ধর্ম্মাস্তেষাম্। ততোঽত্যন্তভিন্নানাং তদ্ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। ন হি গৌবশ্বস্য ধর্ম্মঃ। সম্বন্ধস্যাপি ব্যতিরেকাব্যতিবেকাভ্যাং সম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাঞ্চ বিচাবাসহত্বাৎ। ভেদাভেদযোশ্চ পরস্পববিরোধেনৈকত্রাসম্ভবাদিতি সর্ব্বমেতদুপপাদিতং দ্বিতীযাধ্যাযে। তদিদমুক্তং—"দেহাদিবদেব চৈতন্যাদ্বহিরুপলভ্যমানত্বা"দিতি। ইতশ্চ দুঃখিত্বাদীনাং ন তাদাত্ম্যমিত্যাহ—"সুষুপ্ত্যাদিষু চে"তি। স্যাদেতৎ। কস্মাদনুভবার্থ এবাবৃত্ত্যভ্যুপগমো যাবতা দ্রষ্টব্যঃ

(আত্মাব সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই এরূপ) পুত্রাদি সন্তপ্ত হইলেও আমি সন্তাপ ভোগ করিতেছি, এরূপ অধ্যাবোপ হইতে দেখা যায। দুঃখিত্বাভিমানও ঐরূপে হইয়া থাকে। দুঃখিত্ব সংসারিত্ব প্রভৃতিও দেহাদির ন্যায় আত্মবহির্ভূত বা চৈতন্যসম্বন্ধীয নহে। চৈতন্যকে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা ত্রযে অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায এবং সে কথা শ্রুতিও বলেন। যথা—"যে তাঁহা দেখে না। দ্রষ্টা দেখিলাও তাহা দেখে না।" ইত্যাদি। [তস্মাৎ…সিদ্ধিঃ] অতএব, আমি সর্ব্বদুঃখবিমুক্ত এক (অখণ্ড) চৈতন্যাত্মক, এই অনুভবই আত্মানুভব বা প্রকৃত আত্মজ্ঞান (শাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে।) যাহারা আপনাকে উক্ত প্রকারে অনুভব করে, তাহাদের আর কর্ত্তব্য থাকে না। শ্রুতি তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। যথা—"আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যে আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মাই এই লোক"। এই শ্রুতি আত্মজ্ঞের কর্ত্তব্যাভাব দেখাইয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিযাছেন। যথা—"যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত ও আপনাতেই

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে'॥ ইতি।

যস্য তু নৈবোঽনুভবো দ্রাগিব জায়তে তং প্রত্যনুভবার্থ এবাবৃত্ত্যভ্যুপগমঃ। তত্রাপি ন তত্ত্বমসিবাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্যা-বৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ। ন হি বরঘাতায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি। নিযুক্তস্য চাস্মিন্নধিকৃতোঽহং কর্ত্তা ময়েদং কর্ত্তব্যমিত্যবশ্যং ব্রহ্মপ্র-ত্যয়বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে। যস্তু স্বয়মেব মন্দমতির-

শ্রোতব্য ইত্যাদিভিস্তত্ত্বমসিবাক্যবিষয়াদন্যবিষয়ৈবাবৃত্তির্ব্বিধাস্যত ইত্যত আহ—"তত্রাপি ন তত্ত্বমসিবাক্যার্থাদি"তি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যা-দ্যাত্মবিষয়ং দর্শনং বিধীয়তে। ন চ তত্ত্বমসিবাক্যবিষয়াদন্যদাত্মদর্শনমাম্নাতম্। যেনোপক্রম্যতে যেন চোপসংহ্রিয়তে স বাক্যার্থঃ। অত্র সদেব সৌম্যেদমিতি চোপক্রম্য তত্ত্বমসীত্যুপসংহৃত ইতি স এব বাক্যার্থঃ। তদিতঃ প্রচ্যাব্যাবৃত্তি-মন্যত্র বিদধানঃ প্রধানমঙ্গেন বিহন্তি। বরো হি কর্ম্মণ্যভিপ্রেয়মাণত্বাৎ সম্প্র-দানং প্রধানম্। তমুদ্বাহেন কর্ম্মণাঙ্গেন ন বিঘ্নন্তীতি। ননু বিধিপ্রধানত্বাদ্বাক্যস্য ন ভূতার্থপ্রধানত্বং ভূতস্বর্থস্তদঙ্গতয়া প্রত্যায্যতে। যথাহুঃ—চোদনা হি ভূতং ভবন্তমিত্যাদি শাবরং বাক্যং ব্যাচক্ষাণাঃ—কার্য্যমর্থমবগময়ন্তী চোদনা তচ্ছে-ষতয়া ভূতাদিকমবগময়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—"নিযুক্তস্য চাস্মিন্নধিকৃতোঽহমি"তি।

সন্তুষ্ট, তাহার কিছুই করিতে হয় না বা কর্ত্তব্য থাকে না।" যাহাদের শীঘ্র ঐ অনুভব জন্মে না, তাহাদের জন্য তত্ত্বমসিবাক্যার্থজ্ঞানোপযোগী শ্রবণ-মননাদির পৌনঃপুন্য স্বীকার করিতে হয়। মন্দমতি শিষ্য তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ হইতে প্রচ্যুত না হয় গুরু এরূপ করিয়া শিষ্যকে সাধনাবর্ত্তনে প্রবৃত্ত রাখিবেন। কেহ বর বিনাশের জন্য কন্যার বিবাহ দেয় না। অর্থাৎ যেরূপ উপদেশ করিলে অকর্ত্তাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব নষ্ট না হয়, প্রত্যুত উদিত হয়, সেইরূপে প্রবৃত্ত রাখিবেন। ইহা কর, তাহা কর, যে এব-প্রকারে নিযুক্ত হয় সে অবশ্যই ভাবিতে পারে যে, আমি এই কার্য্যের অধিকারী, কর্ত্তা, আমাকর্ত্তৃক ইহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমাকে ইহা করিতে হইবে। এরূপ ভাবনা ব্রহ্মজ্ঞানের বিঘ্নকারিণী। তাহা যাহাতে না জন্মে তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ গ্রহণ করাইতে (বুঝাইতে) পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা গুরুর ও শাস্ত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে অল্পমতি আপনা আপনি তত্ত্বমসিবাক্যের অর্থ পরিত্যাগ করে (না বুঝিতে

প্রতিভানাৎ বাক্যার্থং জিহাসেৎ তস্তৈতস্মিন্নেব বাক্যার্থে স্থিরীকার আবৃত্ত্যাদিবাচোযুক্ত্যাঽভ্যুপেয়তে। তস্মাৎ পর-ব্রহ্মবিষয়েঽপি প্রত্যয়ে তদুপায়োপদেশেষ্বাবৃত্তিসিদ্ধিঃ॥ ২॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ॥ ৩॥*

যঃ শাস্ত্রোক্তবিশেষণঃ পরমাত্মা স কিমহমিতি গৃহী-তব্যঃ কিং বা মদন্য ইতি তাবদ্বিচারয়তি। কথং পুনরাত্ম-শব্দে প্রত্যগাত্মবিষয়ে শ্রূয়মাণে সংশয় ইতি। উচ্যতে। অয়-মাত্মশব্দো মুখ্যঃ শক্যতেঽভ্যুপগন্তুং সতি জীবেশ্বরয়োরভেদ-সম্ভবে। ইতরথা তু গৌণোঽয়মভ্যুপগন্তব্য ইতি মন্যতে।

যথা তাবদ্ভূতার্থপর্য্যবসিতা বেদান্তা ন কার্য্যবিধিনিষ্ঠাস্তথোপপাদিতং তত্তু সমন্বয়াদিত্যত্র প্রত্যুত বিধিনিষ্ঠত্বে মুক্তিবিরুদ্ধপ্রত্যয়োৎপাদান্মুক্তিবিহন্তৃ-ত্বমেবাস্যেত্যভ্যুচ্চয়মাত্রমত্রোক্তমিতি।

যদ্যপি তত্ত্বমসীত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সংসারিণঃ পরমাত্মভাবং প্রতিপাদয়ন্তি তথাপি তয়োরপহতপাপ্মত্বানপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গেণ নানাত্বস্য বিনিশ্চয়াৎ শ্রুতেশ্চ তত্ত্বমসীত্যাদ্যায়া মনো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদিবৎ প্রতীকোপদেশপরতয়াপ্যুপপত্তেঃ প্রতীকোপদেশ এবায়ম্। ন চ যথা সমা-

---

পারিয়া), তাহাকে তত্ত্বমসিবাক্যার্থজ্ঞানে স্থির রাখিবার জন্যও পুনঃ পুনঃ বাক্যযুক্তির প্রয়োজন আছে। এইরূপেই বাক্যযুক্তি প্রয়োগের পৌনঃপুন্য সিদ্ধ হয়।

উপাসক কি শাস্ত্রোক্ত বিশেষণ বিশিষ্ট পরমাত্মাকে (পরমেশ্বরকে) আত্মাঽভেদে উপাসনা করিবে?—ধ্যান করিবে? (সেই পরমাত্মাই আমি, অথবা আমিই পরমাত্মা, এইরূপে জানিবে?) কি তিনি আমা হইতে ভিন্ন, তিনি আমার প্রভু, এইরূপ জানিবেক? ইহাই এতৎসূত্রে বিচারিত হই-য়াছে। সংশয় ব্যতীত বিচার হয় না, এতন্নিয়মানুসারে আশঙ্কা হইতে পারে,

---

* তত্ত্বজ্ঞানার্থং ধ্যানাবৃত্তিকালে কিমহং ব্রহ্মেতি ধ্যাতব্যমুত মৎস্বামীশ্বর ইতি সংশয়ে সিদ্ধান্তমাহ—আত্মেতি। আত্মেতি আত্মত্বেনৈব প্রকারেণৈনমুপগচ্ছন্তি জানন্তি স্বীকুর্ব্বন্তি বা জাবালা ইতি শেষঃ। গ্রাহয়ন্তি চ বোধয়ন্তি হি বেদান্তবাক্যানীতি পূরণীয়ম্। এতেনাহং ব্রহ্মেত্যহংগ্রহেণ ধ্যাতব্যমিতি সিদ্ধান্তলাভঃ।—জাবালশ্রুতি এই ধ্যাতব্য ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াছেন। অন্যান্য বেদান্তও ব্রহ্মকে অহংজ্ঞানে ভাবিত করাইয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ।)

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নাহমিতি গ্রাহ্যঃ। ন হ্যপহতপাপ্মত্বাদি-গুণো বিপরীতগুণত্বেন শক্যতে গ্রহীতুম্। বিপরীতগুণো বাহপহতপাপ্মত্বাদিগুণত্বেন। অপহতপাপ্মত্বাদিগুণশ্চ পরমে-শ্বরঃ। তদ্বিপরীতগুণস্তু শারীরঃ। ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্ব ঈশ্ব-রাভাবপ্রসঙ্গঃ। ততঃ শাস্ত্রানর্থক্যম্। সংসারিণোহপীশ্বরাত্মত্বে-হধিকার্য্যভাবাৎ শাস্ত্রানর্থক্যমেব প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চ। অন্য-ত্বেহপি তাদাত্ম্যদর্শনং শাস্ত্রাৎ কর্ত্তব্যং প্রতিমাদিম্বিব বিষ্ণ্বা-দিদর্শনমিতি চেৎ। কামমেবং ভবতু ন তু সংসারিণো মুখ্য আত্মেশ্বরভাব ইত্যেতাবন্নঃ প্রাপয়িতব্যম্। ইত্যেবং প্রাপ্তে

রোপিতং সর্পত্বমনূদ্য রজ্জুত্বং পুরোবর্ত্তিনো দ্রব্যস্য বিধীযত এবং প্রকাশাত্মনো-জীবভাবমনূদ্য পরমাত্মত্বং বিধীযত ইতি যুক্তম্। যুক্তং হি পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে দ্রাঘীযসি সামান্যরূপেণালোচিতে বিশেষরূপেণাগৃহীতে বিশেষান্তরসমারোপ-ণম্। ইহ তু প্রকাশাত্মনোনির্ব্বিশেষসামান্যস্যাপরাধীনপ্রকাশস্য নাগৃহীত-মস্তি কিঞ্চিদ্রূপমিতি কস্য বিশেষস্যাগ্রহে কিং বিশেষান্তরং সমারোপ্যতাম্। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো জীবভাবারোপাসম্ভবাজ্জীবো জীবো ব্রহ্ম চ ব্রহ্মেতি তত্ত্বমসীতি প্রতীকোপদেশ এবেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেহভিধীযতে। শ্বেতকেতোরাত্মৈব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যো ন তু শ্বেতকেতোর্ব্ব্যতিরিক্তঃ পরমেশ্বরঃ। ভেদে হি গৌণত্বাপত্তিঃ। ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণত্বং যুক্তম্। অপি চ প্রতীকোপ-

---

আত্মশব্দ প্রত্যক্ অর্থেই (প্রত্যক=জীবাত্মা) শ্রুত ও প্রসিদ্ধ; সুতরাং উক্ত প্রকার সংশয় হইতেই পারে না। এ জন্য সংশয়ের কারণ কি তাহা বলিতেছি। "আত্মা দ্রষ্টব্য" ও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশ মুখ্যার্থপর হইতে পারে, যদি জীবেশ্বরের অভেদ সম্ভব হয়। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন নহে, তত্ত্বতঃ এক, ইহা না হইলে কাযেই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই মুখ্যার্থ গৌণার্থ লইয়াই সংশয়। [কিং ··ক্রমঃ] সংশয় কোটিতে কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—অহংগ্রহ করিবেক না। (অহংগ্রহ= অহংজ্ঞান)। কারণ এই যে, অপাপত্বাদিগুণ'কে পাপবত্ত্বাদিগুণে এবং পাপবত্ত্বাদিগুণ'কে অপাপত্বাদিগুণে জানিতে ও ভাবিতে পারা যায় না। গুণ=বিশেষণ। পরমেশ্বর অপাপত্বাদিবিশেষণ এবং জীব তাঁহার বিপরীত বিশেষণ। (পরমেশ্বর নিষ্পাপ নির্লিপ্ত অসংসারী ইত্যাদি, জীব সপাপ সংসারী ইত্যাদি; সুতরাং বিপরীত।) ঈশ্বরই সংসারী আত্মা, এরূপ হইলে

ক্রমঃ—আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি পরমেশ্বরপ্রক্রিয়ায়াং জাবালা আত্মত্বেনৈবৈনমুপগচ্ছন্তি 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে' ইতি। তথাহন্যেঽপি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যেবমাদয় আত্মত্বোপগমা দ্রষ্টব্যাঃ। গ্রাহয়ন্তি চাত্মত্বেনৈবেশ্বরং বেদান্তবাক্যানি 'এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ' 'তৎ সত্যং স

দেশে সকৃদ্বচনস্তু প্রতীযতে ভেদদর্শননিন্দা চ। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি। নাল্পত্বমতিদবীয় এবোপচরিতত্বম্। তস্মাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া শ্রুতেস্তাবজ্জীবস্য পরমাত্মতা বাস্তবীত্যেতৎপরতা লক্ষ্যতে। ন চ মানান্তরবিরোধাদত্রাপ্রামাণ্যং শ্রুতেঃ। ন চ মানান্তর॰বিরোধ ইত্যাদি তু সর্ব্বমুপ-

এখন ঈশ্বর নাই এইরূপ আপত্তি ও শাস্ত্রোপদেশ নিষ্ফল হইতে পারে। (সে পক্ষে শাস্ত্র নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয়) সংসারী আত্মাই ঈশ্বর, এরূপ হইলেও অধিকারী না থাকায় (কে-ই বা উপাসনা করে! কে-ই বা অধিকারী! কে কাহাকে উপাসনা করে! সুতরাং) শাস্ত্রানার্থক্য ও প্রত্যক্ষাদিবিরোধ উপস্থিত হইবে। ঈশ্বরই সংসারী, এ কথা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের বিপরীত। যদি বল, ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন; ভিন্ন হইলেও শাস্ত্রবাক্য অনুসারে অভেদ দর্শন করিবেক, যেমন শাস্ত্রের আজ্ঞায় প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শন (দর্শন—জ্ঞান) করা হয়, তেমনি; এ বিষয়ে আমরা বলি, ইচ্ছা হয় তাহা করিতে পার, বলিতেও পার, কিন্তু সংসারী আত্মার মুখ্য ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিতে পার না। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আচার্য্য ব্যাস বলিতেছেন। [আত্মেত্যেব...দ্রষ্টব্যাঃ] আত্মা অর্থাৎ আমি এইরূপে ধ্যাতব্য পরমেশ্বরকে জানিবেক অর্থাৎ উপাসনা করিবেক। জাবালশ্রুতির পরমেশ্বর প্রস্তাবে আছে,—"হে ভগবতি! দেবতে! প্রসিদ্ধ তুমিই আমি, অথবা আমিই প্রসিদ্ধ তুমি।" জাবালশাখাধ্যায়ীরা এই শ্রুতিতে বলিয়াছেন, পরমেশ্বরকে আত্মত্বপ্রকারে অর্থাৎ অহমভেদে জানিতে হইবেক। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও অহংগ্রহ ধ্যানের সাধক প্রমাণ। [গ্রাহয়ন্তি...মাদীনি] "এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, ইনিই সর্ব্বান্তর।" "ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত।" "তাহাই সত্য ও তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো! সেই জগদ্বীজ সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম) তুমি।" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করাইয়াছেন—বুঝাইয়াছেন।

আত্মা তত্ত্বমসি' ইত্যেবমাদীনি। যদুক্তং প্রতীকদর্শনমিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতীতি তদযুক্তম্। গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ বাক্যবৈরূপ্যাচ্চ। যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিরভিপ্রেয়তে সকৃদেব তত্র বচনং ভবতি 'যথা মনোব্রহ্মেতি' 'আদিত্যো ব্রহ্মেতি' ইত্যাদি। ইহ পুনস্ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসীত্যাহ। অতঃ প্রতীক-শ্রুতিবৈরূপ্যাদভেদপ্রতিপত্তির্ভেদদৃষ্ট্যপবাদাচ্চ। তথা হি 'অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ' 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' 'সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ' ইত্যেবমাদ্যা ভূয়সী শ্রুতির্ভেদদর্শনমপবদতি। যত্তূক্তং ন বিরুদ্ধগুণযো-

---

পাদিতং প্রথমেঽধ্যায়ে। নিবংশস্যাপি চানাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাতদ্বাসনাসমা-

---

[যদুক্তং...বাদাচ্চ] বলিয়াছিলে যে, ঐ দৃষ্টি (অভেদ উপাসনা) বিষ্ণুপ্রতি-মাদির অনুরূপ; অর্থাৎ যদ্রূপ প্রতিমায় বিষ্ণুত্ব বুদ্ধির আরোপ, সেইরূপ আত্মাতেও ব্রহ্মত্ব বুদ্ধির আরোপ; এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ অন্যায্য। কারণ, আরোপ বা অধ্যাস পক্ষে বাক্যের গৌণার্থ স্বীকার করিতে হয়। (মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিলে গৌণার্থ স্বীকার অন্যায্য)। অপিচ, বাক্যবৈরূপ্যও আছে। প্রতীক-শ্রুতি যে প্রণালীতে অভিহিত, উদাহৃতশ্রুতি সে প্রণালীর নহে। যে যে স্থলে প্রতীক দর্শন অভিপ্রেত, সেই সেই স্থলে বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হয়, বহুবার ও বিনিময় ক্রমে উচ্চা-রিত হয় না। যেমন "মনই ব্রহ্ম" "আদিত্যই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে একোচ্চারণই দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রদর্শিত জাবালশ্রুতিতে "তুমিই আমি, আমি তুমিই" এইরূপ ব্যতিহারে দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে। অতএব, উদাহৃত শ্রুতি প্রতীক-শ্রুতির অনুরূপ না হওয়ায় মুখ্য একত্বই বুঝিতে হইবেক। অপিচ, শ্রুত্যন্তরে ভেদ দর্শনের নিন্দাও আছে। [তথা হি বদন্তি] যথা— "যে ভিন্নভাবে দেবতা উপাসনা করে—উপাস্য দেব ভিন্ন ও উপাসক আমি ভিন্ন, এইরূপ ভাবে, সে পশু।—" "সে জানেনা এবং সে মৃত্যুসকাশে মরণ প্রাপ্ত হয়—যে ইহাতে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" "সমস্তই তাহার পর হয়—যে এ সকল'কে আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়াছেন। [যত্তূক্তং...

রন্যোন্যাত্মত্বসম্ভব ইতি। নায়ং দোষঃ। বিরুদ্ধগুণতায়া .মিথ্যাত্বোপপত্তেঃ। যৎপনরুক্তং ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গ ইতি। তদসৎ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদনভ্যুপগমাচ্চ। ন হীশ্বরস্য সংসার্য্যাত্মত্বং প্রতিপাদ্যত ইত্যভ্যুপগচ্ছামঃ। কিং তর্হি। সংসারিণঃ সংসারিত্বাপোহেনেশ্বরাত্মত্বং প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি। এবঞ্চ সত্যদ্বৈতেশ্বরস্যাপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা। বিপরীতগুণতা ত্বীশ্বরস্য মিথ্যেতি ব্যবতিষ্ঠতে। যদপ্যুক্তমধিকার্য্যভাবঃ প্রত্যক্ষাদিবিরোধশ্চেতি। তদপ্যসৎ। প্রাক্ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাৎ তদ্বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্য 'যত্র

রোপিতবিবিধপ্রপঞ্চাত্মনঃ সাংশস্যেব কস্যচিদংশস্যাগ্রহণাদ্বিভ্রম ইব পরমার্থস্তু ন বিভ্রমো নাম কশ্চিন্ন চ সংসারো নাম কিন্তু সর্ব্বমেতৎসর্ব্বানুপপত্তিভাজন-

---

তিষ্ঠতে] বলিযাছিলে, অসংসারিত্ব ও সংসারিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি দুই বিরুদ্ধ গুণের অভেদ (একাত্মা) অসম্ভব; ফলতঃ তাহা সদোষ নহে। অর্থাৎ বিরুদ্ধগুণ পদার্থেরও ঐকাত্ম্য হইতে পারে। তৎপ্রতি হেতু - বিরুদ্ধ গুণসকল মিথ্যা। (মিথ্যাগুণ গুলি অপগত হইলেই গুণীর অভেদ সাধিত হয়)। আরও এক কথা বলিযাছিলে যে, ঈশ্বরাভাব প্রসক্ত হইবেক, সে কথাও সাধু নহে। শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অনভ্যুপগম এই দুই কারণে সে আপত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় না। অভেদার্থেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। অপিচ, শাস্ত্র ঈশ্বরের সংসার্য্যাত্মতা প্রতিপাদন করে না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় অর্থাৎ তাঁহার প্রতিপাদ্য,—সংসারীর সংসারিত্ব বিদূরিত হউক—ঈশ্বরত্ববোধ অবিচাল্য হউক। সেইরূপেই শাস্ত্রে অদ্বয়েশ্বরের অপাপত্বাদিগুণতা নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং যাহা তদ্বিরুদ্ধগুণতা তাহা মিথ্যা বলিয়াই অবধারিত। [যদপ্যুক্ত...প্রবোধাৎ] বলিযাছিলে, অভেদ হইলে অধিকারীর অভাব হয় (উপাসক ও উপাস্য এক হইলে উপাসক থাকে কৈ? মূলে উপাসকেরই অভাব হয়।) এবং তাহা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বিরুদ্ধ; সে কথাও অসঙ্গত। কারণ, প্রবোধের (তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের) পূর্ব্বে সংসারিত্ব থাকা স্বীকৃত আছে এবং প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার সেই পর্য্যন্ত—যাবৎ না আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হয়। "সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয় তখন কে কি দেখিবেক!" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রবোধ কালেই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। (তৎপূর্ব্বে

ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাঽভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ’ ইত্যাদিনা হি প্রবোধে প্রত্যক্ষাদ্যভাবং দর্শয়তি। প্রত্যক্ষাদ্যভাবে শ্রুতের‌প্যভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন। ইষ্টত্বাৎ। অত্র ‘পিতাঽপিতা ভবতি’ ইতি হ্যুপক্রম্য ‘বেদা অবেদাঃ’ ইতি বচনাদিষ্যত এবাঽস্মাভিঃ শ্রুতেরপ্যভাবঃ প্রবোধে। কস্য পুনরয়মপ্রবোধ ইতি চেৎ, যস্ত্বং পৃচ্ছসি তস্য তে ইতি বদামঃ। নন্বহমীশ্বর এবোক্তঃ শ্রুত্যা। যদ্যেবং প্রতিবুদ্ধোঽসি নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ। যোঽপি দোষশ্চোদ্যতে কৈশ্চিদবিদ্যয়া কিলাত্মনঃ সদ্বিতীয়ত্বাদদ্বৈতানুপপত্তিরিতি সোঽপ্যেতেন প্রত্যুক্তঃ। তস্মাদাত্মন্যেবেশ্বরে মনোদধীত ॥ ৩ ॥

ত্বেনানির্ব্বচনীয়মিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তদনেনাভিসন্ধিনোক্তম্। “যদ্যেবং প্রতিবুদ্ধোঽসি নাস্তি কস্যচিদপ্রবোধঃ” ইতি। অন্যেঽপ্যাহুঃ—

‘যদ্যদ্বৈতেন তোষোঽস্তি যুক্ত এবাসি সর্ব্বদেতি’।

নহে)। যদি বল, প্রত্যক্ষাদির বিলোপে শ্রুতিরও বিলোপ প্রসক্ত হইবেক, তাহাতে আমরা বলিব, তৎকালে শ্রুতিবিলোপ আমাদের ইষ্ট। “সে সময়ে বেদও অবেদ” ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা আমরা প্রবোধ কালে শ্রুতির অভাবও ইচ্ছা করি—মান্য করি। [কস্য...দধীত] বলিতে পার, যদি একই হইল তবে প্রবোধ কাহার? উক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ সেই তোমার। যদি বল, শাস্ত্রানুসারে আমি ঈশ্বর, শ্রুতি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আবার প্রবোধ কি? (যে অবোধ তাহারই প্রবোধ, এইরূপই হইতে পারে পরন্তু যে নিত্যপ্রবুদ্ধ তাহার আবার প্রবোধ কি?) এতদুত্তরে আমরা বলিব, যদি তুমি আপনাকে নিত্যপ্রবুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর কাহারও প্রবোধাভাব নাই। অন্য কেহ অবোধ নহে, অন্য কেহ প্রবুদ্ধ হয় না। এ সম্বন্ধে যে কিছু পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিবে সমস্তই অবিদ্যার (অজ্ঞানের) ফল। ‘অবিদ্যা থাকায় অদ্বৈতভঙ্গ হয় অর্থাৎ আত্মা সদ্বয় হন, এ আপত্তিও প্রদর্শিত প্রকারে বিঘটিত হইবেক। বিচারের উপসংহার এই যে, সাধক প্রদর্শিত কারণে আত্মাভিন্ন (আত্মা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন, এইভাবে) ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবেন।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥*

'মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি' [ছা০। ৩। ১৮]। তথা 'আদিত্যোব্রহ্মেত্যাদেশঃ'। [ছা০। ৩।১৮] 'স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০। ৭।৫] ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তেষ্বপ্যাত্মগ্রহঃ কর্ত্তব্যো ন বেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। তেষ্ব-

---

অতিরোহিতার্থমন্যদিতি।

যথা হি শাস্ত্রোক্তং শুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মাত্মত্বেনৈব জীবেনোপাস্যতেঽহং ব্রহ্মাস্মি তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিষু তৎ কস্য হেতোর্জ্জীবাত্মনো ব্রহ্মরূপেণ তাত্ত্বিকত্বাদদ্বিতীয়ত্বমিতি শ্রুতেশ্চ জীবাত্মানশ্চাবিদ্যাদর্পণা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বকাঃ। যথা যথা যত্র যত্র মনো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টেরুপদেশস্তত্র

"মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবেক। ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অনন্তর অধিদৈব উপাসনা। অধিদৈব উপাসনা—আকাশ ব্রহ্ম, এইরূপে কর্ত্তব্য।" "আদিত্য ব্রহ্ম, এতৎপ্রকার উপাসনার উপদেশ আছে।" "নামই ব্রহ্ম, যে এইরূপে উপাসনা করে।" এইরূপ অনেক প্রকার প্রতীক উপাসনা আছে সে সকলে সংশয় এই—সেই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবেক কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল প্রতীকে (উপাসনার আলম্বনে) আত্মগতি করাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোন প্রতীক হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্মবিকার (ব্রহ্মোৎপন্ন) তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম। যাহা

---

* প্রতীকে ব্রহ্মবিকারিতয়া জীবাতিন্নব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ জীবাভেদসত্ত্বেনাহংগ্রহঃ কার্য্য ইতি পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তমাহ নেতি। প্রতীকে নাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ নাহংগ্রহঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। হি যতঃ সঃ উপাসকঃ ন প্রতীকমাত্মত্বেনানুভবতি।—"মন ব্রহ্ম, এইরূপ জানিবেক।" "আদিত্য ব্রহ্ম এইরূপ আদেশ আছে।" "নাম ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবেক।" শাস্ত্রে এইরূপ এইরূপ প্রতীকোপাসনা কথিত হইয়াছে। মন, আদিত্য, নাম (ওঁ, তৎ, সৎ, হরি ও বিষ্ণু প্রভৃতি) এই সকল প্রতীক ও ঐ সকলে ব্রহ্মবুদ্ধি উত্থাপিত করিতে হইবে। ব্রহ্ম ও উপাসক জীব অভিন্ন, এই ভাব স্থির রাখিয়া আমিই নাম, আমিই মন, আমিই আদিত্য, এইরূপ জ্ঞান উত্থাপিত করিবেক? কি অহংজ্ঞান ব্রহ্মে মিলাইয়া ব্রহ্মই মন, আদিত্যও নাম, এইরূপ ভাবিবেক? সিদ্ধান্ত এই যে, প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবেক না। কারণ, প্রতীকোপাসক প্রতীক'কে অহং অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানেন না। সেই কারণে প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা সিদ্ধ হয় না এবং সেই কারণেই প্রতীকোপাসনা অহংগ্রহ উপাসনা হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট।

প্যাত্মগ্রহ এব যুক্তঃ। কস্মাৎ। ব্রহ্মণঃ শ্রুতিম্বাত্মত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রতীকানামপি ব্রহ্মবিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সত্যাত্মত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—ন প্রতীকেম্বাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ। ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ। যৎ পুনর্ব্রহ্মবিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং ততশ্চাত্মত্বমিতি। তদসৎ। প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাৎ। বিকারস্বরূপোপ-

---

সর্ব্বত্রাহহং মন ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্। ব্রহ্মণো মুখ্যমাত্মত্বমিত্যর্থঃ। উপপন্নঞ্চ মনঃপ্রভৃতীনাং ব্রহ্মবিকারত্বেন তাদাত্ম্যং ঘটশরাবোদঞ্চনাদীনামিব মৃদ্বিকারাণাং মৃদাত্মকত্বম্। তথা চ তাদৃশানাং প্রতীকোপদেশানাং কচিৎ কস্যচিৎ বিকারস্য প্রবিলয়াবগমাদ্ভেদপ্রপঞ্চপ্রবিলয়পরত্বমেবেতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ন তাবদহং ব্রহ্মেত্যাদিভির্যথাহঙ্কারাস্পদস্য ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যত এবং মনো ব্রহ্মেত্যাদিরহঙ্কারাস্পদত্বং মনঃপ্রভৃতীনাং কিং ত্বেষাং ব্রহ্মত্বেনোপাস্যত্বমহঙ্কারাস্পদস্য ব্রহ্মতয়া ব্রহ্মত্বেনোপাসনীয়েষু মনঃপ্রভৃতিম্বপ্যহঙ্কারাস্পদত্বেনোপাসনমিতি চেৎ। ন। এবমাদিম্বহমিত্যশ্রবণাৎ। ব্রহ্মাত্মতয়া ত্বহঙ্কারাস্পদত্বকল্পনে তৎপ্রতিবিম্বত্বেব তদ্বিকারান্তরস্যাপ্যাকাশাদের্ম্মনঃপ্রভৃতিষূপাসনপ্রসঙ্গঃ। যস্মাদ্যস্য যন্মাত্রাত্মতয়োপাসনং বিহিতং তস্য তন্মাত্রাত্মতয়ৈব প্রতিপত্তব্যং যাবদ্বচনং বাচনিকমিতি ন্যায়ান্নাধিকমধ্যাহর্ত্তব্যমতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সর্ব্বস্য বাক্যজাতস্য প্রপঞ্চস্য বিলয়ঃ প্রয়োজনম্। তদর্থত্বে হি মন ইতি প্রতীকগ্রহণমনর্থকং বিশ্বমিতি বাচ্যম্। যথা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি। ন চ সর্ব্বোপলক্ষণার্থং মনোগ্রহণং যুক্তম্। মুখ্যার্থমনোগ্রহণং যুক্তম্। মুখ্যার্থসম্ভবে লক্ষণায়া অযোগাৎ। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদীনাঞ্চানর্থক্যাপত্তেঃ। "ন হ্যুপাসকঃ প্রতীকানী"তি। অনুভবাদ্বা প্রতীকানাং মনঃপ্রভৃতীনামাত্মত্বেনাকলনং শ্রুতের্ব্বা। ন ত্বেতদুভয়মস্তীত্যর্থঃ। "প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গাদি"তি। নন্বু যথাবচ্ছিন্নস্যাহঙ্কারাস্পদ-

---

ব্রহ্ম তাহাই আত্মা। সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনুপপন্ন নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তে বলা হইল—ন প্রতীকে। প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিতে হইবে না। [ন হি...গ্রহো বা] কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না, আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। (মন'কেও অহং বলিয়া জানেন না, আকাশকেও অহং বলিয়া জানেন না।) বলিয়াছিলে যে প্রতীক সকল ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা এইরূপ জ্ঞান পরম্পরায় প্রতীকেও অহংদৃষ্টি স্থাপিত করা যাইতে পারে,

মর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বমেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনাং কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মগ্রহো বা। ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ কল্প্যা। কর্ত্তৃত্বাদ্যনিরাকরণাৎ। কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণেন হি ব্রহ্মণ

স্থানবচ্ছিন্নব্রহ্মাত্মতয়া ভবত্যভাব এবং প্রতীকানামপি ভবিষ্যতীত্যত আহ—"স্বরূপোপমর্দ্দে চ নামাদীনামি"তি। ইহ হি প্রতীকান্যহঙ্কারাস্পদত্বেনোপাস্যতয়া প্রধানত্বেন বিধিৎসিতানি ন তু তত্ত্বমসীত্যাদাবহঙ্কারাস্পদমুপাস্যমবগম্যতে কিন্তু সর্পত্বানুবাদেন রজ্জুতত্ত্বজ্ঞাপন ইবাহংঙ্কারাস্পদস্যাবচ্ছিন্নস্য প্রবিলয়োহবগম্যতে। কিমতো যদ্যেবম্। এতদতো ভবতি। প্রধানীভূতানাং ন প্রতীকানামুচ্ছেদো যুক্তঃ। ন চ তদুচ্ছেদে বিধেয়স্যাপ্যুপপত্তিরিতি। অপি চ—"ন চ ব্রহ্মণ আত্মত্বাদি"তি। ন হ্যুপাসনবিধানানি জীবাত্মনো ব্রহ্মস্বভাবপ্রতিপাদনপরৈস্তত্ত্বমস্যাদিসন্দর্ভৈরেকবাক্যভাবমাপদ্যন্তে যেন তদেকবাক্যতয়া ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ কল্পেত ভিন্নপ্রকরণত্বাৎ। তথা চ তত্র যথা

আমরা বলি, তাহা পারে না। তাহা অত্যন্ত অসৎ। কারণ, তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার আলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকারভাব উপমর্দ্দিত (বিনষ্ট) হইবেক এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবেক। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ? কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে? [ন চ… ক্রিয়তে] ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশে আত্মদৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) সিদ্ধ হওযার কল্পনা করিতে পার বটে; কিন্তু তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ, সেরূপ দর্শনে (জ্ঞানে) কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা, এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্ম নিরাকরণ পূর্ব্বক উদিত হয়, তাহার অনিরাকরণ অবস্থাতেই ঐ সকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে গেলেও কদাপি তাহাতে (প্রতীকে) অহংজ্ঞান জন্মিবেক না। (জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধিশ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না।) যাহা রুচক তাহাই স্বস্তিক (রুচক ও স্বস্তিক পূর্ব্বকালের অলঙ্কারবিশেষ), এ রূপে ঐক্য নাই। তবে কি-না সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে। (এও সুবর্ণ, সেও সুবর্ণ, এই ভাবে ঐক্য আছে) অতএব, সুবর্ণত্বপ্রকারে অভেদ থাকিলেও তদুভয়ের

আত্মত্বোপদেশস্তদনিরাকরণেন চোপাসনাবিধানম্। অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদাত্মগ্রহো নোপপদ্যতে। ন হি রুচকস্বস্তিকয়োরিতরেতরাত্মত্বমস্তি। সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাত্মত্বেনৈকত্বে প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচামঃ। অতো ন প্রতীকেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥*

তেষ্বেবোদাহরণেষ্বন্যঃ সংশয়ঃ। কিমাদিত্যাদিদৃষ্টয়ো ব্রহ্মণ্যধ্যসিতব্যাঃ কিং বা ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষ্বিতি। কুতঃ

লোকপ্রতীতি ব্যবস্থিতো জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ সংসারী ন ব্রহ্মেতি কথং তস্য ব্রহ্মাত্মতযা ব্রহ্মদৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্মদৃষ্টিরুপাদিশ্যেতেত্যর্থঃ। "অতশ্চোপাসকস্য প্রতীকৈঃ সমত্বাদি"তি। যদ্যপ্যুপাসকো জীবাত্মা ন ব্রহ্মবিকারঃ প্রতীকানি তু মনঃপ্রভৃতীনি ব্রহ্মবিকারস্তথাপ্যবচ্ছিন্নতয়া জীবাত্মনঃ প্রতীকৈঃ সাম্যং দ্রষ্টব্যম্।

যদ্যপি সামানাধিকরণ্যমুভয়থাপি ঘটতে তথাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাধ্যক্ষতয়া

(স্বস্তিকের ও রুচকের) স্বরূপে যথেষ্ট বিশেষ (প্রভেদ) আছে। সুবর্ণত্ব-প্রকারে রুচক-স্বস্তিকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতাকাভাবের প্রাপ্তি হয, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং সেই কারণেই প্রতীকে আত্মদৃষ্টি (অহংজ্ঞান) করিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ নিচয়ে (মন ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপাসনায়) অন্য এক সংশয় আছে। কি তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি ন্যস্ত করিতে হইবে? কি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে? এ সংশয় কেন তাহা

---

* মনআদিষু প্রতীকেষু ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ন তু ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টীঃ। কুতঃ? উৎকর্ষাৎ। উৎকৃষ্টনিকৃষ্টয়োরুৎকৃষ্টমেবোপাস্যম্। উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম তদ্দৃষ্ট্যা দৃষ্টা আদিত্যাদয় উৎকৃষ্টা ভবেয়ুঃ ফলদাশ্চ। বিকারদৃষ্ট্যা ব্রহ্মণ উপাস্যত্বে নিকর্ষপ্রাপ্তৌ ফলবত্ত্বাসিদ্ধের্ব্বিকারা এবোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যোপাস্যাঃ। তথাচাদিত্যাদয়ো ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যা এবেতি সিদ্ধান্তঃ।—"মন ব্রহ্ম" "আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে কি মনঃপ্রভৃতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য? কি ব্রহ্মই মনঃপ্রভৃতিজ্ঞানে উপাস্য? ইহার সিদ্ধান্ত—মনঃপ্রভৃতিই ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাস্য। কারণ, ব্রহ্মই উৎকৃষ্ট। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ন্যস্ত করিলে তদ্বলে তাহার উৎকর্ষলাভ হইবেক, উৎকর্ষ লাভ হইলেই তাহাদের ফলদাতৃত্ব শক্তি হইবেক। ফলিতার্থ—মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য; ব্রহ্ম মন ও আদিত্য প্রভৃতি প্রতীক বুদ্ধিতে উপাস্য নহেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

সংশয়ঃ। সামানাধিকরণ্যে কারণানবধারণাৎ। অত্র হি ব্রহ্মশব্দস্যাদিত্যাদিশব্দৈঃ সামানাধিকরণ্যমুপলভ্যতে। 'আদিত্যো ব্রহ্ম প্রাণো ব্রহ্ম বিদ্যুদ্ব্রহ্ম' ইত্যাদিসমানবিভক্তিনির্দ্দেশাৎ। ন চাত্রাঞ্জসং সামানাধিকরণ্যমবকল্পতে। অর্থান্তরবচনত্বাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদিশব্দানাম্। ন হি ভবতি গৌরশ্ব ইতি সামানাধিকরণ্যম্। নন্নু প্রকৃতিবিকারভাবাৎ ব্রহ্মাদিত্যাদীনাং মৃচ্ছরাবাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। বিকারপ্রবিলয়ো হ্যেবং প্রকৃতিসামানাধিকরণ্যাৎ স্যাৎ। ততশ্চ প্রতীকাভাবপ্রসঙ্গমবোচাম। পরমাত্মবাক্যঞ্চেদং তদানীং স্যাৎ। ততশ্চোপাসনাধিকারো বাধ্যেত। পরিমিত-

---

ফলপ্রসবসামর্থ্যেন ফলবত্ত্বাৎ প্রাধান্যেন তদেবাদি ত্যাদিদৃষ্টিভিঃ সংস্কর্ত্তব্যমিত্যাদিত্যাদিদৃষ্টয়ো ব্রহ্মণ্যেব কর্ত্তব্যা ন তু ব্রহ্মদৃষ্টিবাদিত্যাদিষু। ন চৈবম্বিধেঽবধৃতে শাস্ত্রার্থে নিকৃষ্টদৃষ্টির্নোৎকৃষ্ট ইতি লৌকিকোন্যায়োঽপবাদায় প্রভবত্যাগমবিরোধেন তস্যৈবাপোদিত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষসঙ্ক্ষেপঃ। সত্যং সর্ব্বাধ্যক্ষতয়া ফলদাতৃত্বেন ব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র বাস্তবং প্রাধান্যং তথাপি শব্দগত্যনুরোধেন

বলিতেছি। সমানভক্তিনির্দ্দেশ থাকায় তুল্যার্থতা প্রতীত হয় এবং সেরূপ নির্দ্দেশের অন্য কোন কারণ নিশ্চয় হয় না। তাই সংশয় হয়, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোন্ প্রকার হইবেক। [অত্র...করণ্যম্] উল্লিখিত স্থলে প্রতীকোপাসনা বিধায়ক বাক্যনিচয়ে ব্রহ্মশব্দের সহিত আদিত্যাদিশব্দের সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) দেখা যাইতেছে। যথা—"আদিত্য ব্রহ্ম।" "প্রাণ ব্রহ্ম।" "বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে সমান বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় একার্থসম্পত্তিই প্রতীত হয়। আদিত্যশব্দের ও ব্রহ্মশব্দের বাস্তবিক সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) অসম্ভব। কারণ, উক্ত উভয় শব্দ বিভিন্নার্থবাচী। যেমন গো ও অশ্ব শব্দের বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই, তেমনি, ঐ সকল বিভিন্নার্থবাচী শব্দেরও বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই। [নন্নু...বার্থম্] যদি বল, ব্রহ্মাদিত্যের প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব আছে (ব্রহ্ম প্রকৃতি, আদিত্য তাঁহার বিকৃতি), তদনুসারে ব্রহ্মাদিত্যের ও ব্রহ্মাকাশ প্রভৃতির মৃদ্ঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। (মৃদ্বিকার ঘট'কে মৃত্তিকা বলার প্রথা আছে, তদনুসারে ব্রহ্মবিকার আদিত্যাদি'কে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে), আমরা বলি, উদাহৃত স্থলে সেরূপ সামানাধিকরণ্য সম্ভবে না।

বিকারোপাদনঞ্চ ব্যর্থম্ । তস্মাৎ ব্রাহ্মণোঽগ্নির্বৈশ্বানর ইত্যাদিবদন্যতরত্রান্যতরদৃষ্ট্যধ্যাসে সতি ক্ব কিংদৃষ্টিরধ্যস্যতা-মিতি সংশয়ঃ । তত্রানিয়মঃ । নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্যাভাবাদি-ত্যেবং প্রাপ্তম্ । অথবা আদিত্যাদিদৃষ্টয় এব ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যা ইত্যেবং প্রাপ্তম্ । এবং হি আদিত্যাদিদৃষ্টিভির্ব্রহ্মোপাসনঞ্চ ফলবদিতি শাস্ত্রমর্য্যাদা । তস্মাৎ ন ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষ্বিত্যে-বং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিরেবাদিত্যাদিষু স্যাদিতি । কস্মাৎ ।

ক্বচিৎ কর্ম্মণ এব প্রাধান্যমবসীযতে । যথা দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত স্বর্গকামো, চিত্রযা যজেত পশুকাম ইত্যাদৌ । অত্র হি সর্ব্বত্র যাগাদ্যারাধিতা যদ্যপি দেবতৈব ফলং প্রযচ্ছতীতি স্থাপিতং তথাপি শব্দতঃ কর্ম্মণঃ করণত্বাবগমেন ফলত্বপ্রতীতেঃ প্রাধান্যম্ । কচিদ্ দ্রব্যস্য যথা ব্রীহীন্ প্রোক্ষতীত্যাদৌ । তদুক্তং

তাহা অসম্ভব। কারণ, প্রস্তাবিত স্থলে প্রকৃতির (ব্রহ্মের) সহিত আদি-ত্যাদি বিকারের অভেদ সাধিতে গেলে বিকারের বিলয় সাধিত হইবেক এবং অবশেষে তাহাতে প্রতীকের (উপাসনার আলম্বনের) অভাব আপ-তিত হইবেক। এ কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, তথাপি আবার বলি-লাম। সে পক্ষে ঐ সকল বাক্য পরমাত্মার বোধক বাক্য হয় এবং তাহাতে উপাসনাধিকার লুপ্ত হয়। (একাদ্বৈতবোধ কালে কে কাহার উপাস্য হয় ? তাহা হয় না) অপিচ, ঐ অভিপ্রায় অকাট্য হইলে অবশ্যই শ্রুতির পরিমিত বিকার গ্রহণ ব্যর্থ হইবে। কেন তিনি আদিত্যাদি বিকারের (ব্রহ্মো-ত্তর অন্য পদার্থের) উল্লেখ করেন ? ব্রহ্মজ্ঞানার্থ প্রতীক নির্দ্দেশ করেন ? [তস্মাৎ...উৎকর্ষাৎ] অতএব, যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নি, ইত্যাদি স্থলে ব্রাহ্মণে অগ্নিবুদ্ধির আরোপ, তেমনি, প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যাদিবুদ্ধির অথবা আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ, ইহাই অবধারিত হইতেছে। কিন্তু সংশয় এই যে, কাহাতে কোন্ বুদ্ধি (জ্ঞান) আরোপিত করিতে হইবে। আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি ? কি ব্রহ্মে আদিত্যাদিবুদ্ধি ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন কোন নিয়ামক শাস্ত্র নাই তখন অবশ্যই অনিয়ম অর্থাৎ উপাসক স্বেচ্ছাক্রমে অন্যতম পক্ষ আশ্রয় করিতে পারেন। অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি বুদ্ধি উৎপাদন করিতে হইবেক। কেননা, ব্রহ্মই উপাস্য। ব্রহ্মকে আদিত্যজ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইবেক, হইয়া ফলপ্রদ হইবেক। ইহাই শাস্ত্রের মর্য্যাদা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ।

উৎকর্ষাৎ। এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়ো দৃষ্টা ভবন্ত্যুৎকৃষ্টদৃষ্টে-স্তেম্বধ্যাসাৎ। তথা চ লৌকিকো ন্যায়োঽনুগতো ভবতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যেতি লৌকিকো ন্যায়ঃ। যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি। স চানুগন্তব্যো বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। ন হি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতো রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ। ননু শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদনাশঙ্কনীযোঽত্র প্রত্যবায়প্রসঙ্গঃ। ন চ লৌকিকেন ন্যায়েন শাস্ত্রীয়া দৃষ্টির্নিয়ন্তুং যুক্তেতি। অত্রোচ্যতে। নির্দ্ধারিতে শাস্ত্রার্থ এতদেবং স্যাৎ। সন্দিগ্ধে তু তস্মিন্ তন্নির্ণয়ং প্রতি লৌকিকোঽপি ন্যায় আশ্রীয়মাণো ন বিরুধ্যতে। তেন চোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যধ্যাসে শাস্ত্রার্থেঽবধার্য্যমাণে নিকৃষ্টদৃষ্টিমধ্যস্য প্রত্যবেয়াদিতি শ্লিষ্যতে। প্রাথম্যাচ্চাদিত্যাদিশব্দানাং মুখ্যার্থত্বমবিরোধাৎ গ্রহীতব্যম্।

'যৈস্ত দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীযেত' ইতি। তদিহ যদ্যপি সর্ব্বাধ্যক্ষতযা বস্তুতো ব্রহ্মৈব ফলং প্রযচ্ছতি তথাপি শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা আদিত্যাদৌ প্রতীক উপাস্যমানে ব্রহ্ম ফলায কল্পত ইত্যভিবদতি কিম্বাদিত্যাদিবুদ্ধ্যা ব্রহ্মৈব বিষযীকৃতং ফলাযেত্যুভযথাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাধ্যক্ষস্য ফলদানোপপত্তেঃ শাস্ত্রার্থসন্দেহে লোকানুসারতোনিশ্চীযতে। তদিদমুক্তম—"নির্দ্ধারিতে শাস্ত্রার্থে এতদেবং স্যাদি"তি। ন কেবলং লৌকিকো ন্যাযো নিশ্চযে হেতুরপি ত্বাদিত্যাদিশব্দানাং প্রাথম্যেন মুখ্যার্থত্বমপীত্যাহ—"প্রাথম্যাচ্চে"তি। ইতিপরস্ত

যেহেতু শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ সেই হেতু আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মবুদ্ধি নিক্ষেপ্তব্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওযায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা যাইতেছে—আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন করিবেক। তৎপ্রতি কারণ উৎকৃষ্টতা। [এব ..স্যাৎ] ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদ্দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে (ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে) উৎকৃষ্ট-ব্রহ্মাধ্যাসবলে আদিত্যাদিও উৎকৃষ্ট হবেন, হইযা যথোক্তফলদান করিবেন। ঐরূপ হইলেই লৌকিক ন্যায তাহার পোষকপ্রমাণ হয। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করিবেক, ইহাই লৌকিক ন্যায—লোকপ্রচলিত যুক্তিপ্রথা। যেমন ক্ষত্তায় অর্থাৎ সূতে রাজদৃষ্টি। প্রদর্শিত ন্যায়েরই অনুগত থাকা উচিত, অন্যথা অনিষ্ট হইতে পারে। ক্ষত্তা (সূত) রাজভাবে উপাসিত হইলে পরিতুষ্ট হয়, কিন্তু রাজা ক্ষত্তৃজ্ঞানে গৃহীত হইলে অর্থাৎ রাজাকে ক্ষত্তা ভাবিয়া নিকৃষ্ট করিলে সে রাজা তাহার সম্বন্ধে কখনই শ্রেয়স্কর হয় না [ননু...তিষ্ঠতে]

তৈঃ স্বার্থবৃত্তিভিরবরুদ্ধায়াং বুদ্ধৌ পশ্চাদবতরতো ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যবৃত্ত্যা সামানাধিকরণ্যাসম্ভবাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতৈবাবতিষ্ঠতে। ইতিপরত্বাদপি ব্রহ্মশব্দস্যৈষ এবার্থো ন্যায্যঃ। তথা হি ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ব্রহ্মেত্যুপাস্ত ইতি চ সর্ব্বত্রেতিপরং ব্রহ্মশব্দমুচ্চারয়তি শুদ্ধাংস্ত্বাদিত্যাদিশব্দান্। ততশ্চ যথা শুক্তিকাং রজতমিতি প্রত্যেতীত্যত্র শুক্তি-

---

মপি ব্রহ্মশব্দস্যামুমেব ন্যায়মবগময়ন্তি। তথাহি—স্ববসবৃত্ত্যা আদিত্যাদিশব্দা যথা স্বার্থে বর্ত্তন্তে তথা ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থে বৎর্স্যতি যদি স্বার্থোঽস্য বিবক্ষিতঃ স্যাৎ। তথা চেতিপবত্বমনর্থকম্। তস্মাদিতিনা স্বার্থাৎ প্রচ্যাব্য ব্রহ্মপদং জ্ঞানপবং স্বরূপপবং বা কর্ত্তব্যম্। ন চ ব্রহ্মপদমাদিত্যাদিপদার্থ ইতি প্রতীতিপব এবাযমিতিপবঃ শব্দঃ। যথা গৌবিতি মে প্রতীতিবভবদিতি তথা চাদিত্যাদযো ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তব্যা ইত্যর্থো ভবতীত্যাহ—"ইতিপবত্বাদপি ব্রহ্মশব্দস্যে"তি। শেষমতিবোহিতার্থম্।

যদি বল, শাস্ত্রপ্রমাণ বিদ্যমান থাকায উক্ত আশঙ্কাব (অনিষ্টাশঙ্কা) হইতে পাবে না এবং লৌকিক ন্যাযও শাস্ত্রীয জ্ঞান সংযমিত হয় না, এতদুত্তবে আমবা এই বলিতে চাহি যে, নির্দ্ধাবিতশাস্ত্রার্থ স্থলেই ঐ কথা ফলবতী হইতে পাবে, কিন্তু যে স্থলে শাস্ত্রার্থই সন্দিগ্ধ, সে স্থলে অবশ্যই তন্নির্ণযার্থ লৌকিক ন্যাযেব আশ্রয লইতে হইবে। অতএব, শাস্ত্রার্থও যদি নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টিই অধ্যস্য এতদ্রূপে অবধৃত হয তাহা হইলে অবশ্যই উৎকৃষ্ট'কে নিকৃষ্ট জ্ঞানে সেবা কবিলে পাপ বা অনিষ্ট হইবেক। আবও দেখ, প্রথমেই আদিত্যাদি শব্দেব প্রয়োগ আছে। তদনুসাবে সে সকলেব মুখ্যার্থ বিনা বিবোধে গ্রহণ বা স্বীকাব কবিতে পাব। বুদ্ধি আগে সে সকলেব স্বার্থবৃত্তিতে অবরুদ্ধা হইয়াছে পবে ব্রহ্মশব্দ আগমন কবিযাছে। সেই কাবণে তাহাব সহিত বাস্তব সামান্যাধিকবণ্য সম্ভব হইতেছে না, সম্ভব না হওযাতেই প্রথমোক্ত আদিত্যাদি শব্দেব ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থতা অবস্থান কবিতেছে (থাকিযা যাইতেছে)। [ইতি...গম্যতে] ব্রহ্মশব্দেব পবে ইতি-শব্দ আছে (ব্রহ্মেতি), তাহাতেও উক্তার্থেব ন্যায্যতা। যথা— "ব্রহ্মেত্যাদেশঃ।" "ব্রহ্মেত্যুপাসীত" "ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইত্যাদি। শ্রুতি প্রদর্শিত প্রকাবে প্রায সর্বত্রই ইতি-স্থিবস্ক ব্রহ্মশব্দের ও শুদ্ধ আদিত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। তাহাতে বিনির্ণীত হয়, যদ্রূপ শুক্তিকাকে রজত বলিয়া জানিতেছে ইত্যাদি স্থলে শুক্তিকাশব্দ শুক্তিকাবাচী, তাহাতে

বচন এব শুক্তিকাশব্দঃ। রজতশব্দস্তু রজতপ্রতীতিলক্ষণার্থঃ, প্রত্যেত্যেব হি কেবলং রজতমিতি ন তু তত্র রজতমস্তি, এবমত্রাপ্যাদিত্যাদীন্ ব্রহ্মেতি প্রতীয়াদিতি গম্যতে। বাক্য-শেষোঽপি চ দ্বিতীয়ানির্দ্দেশেনাদিত্যাদীনেবোপাস্তিক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানান্ দর্শয়তি 'স য এতদেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যু-পাস্তে' [ছা০।৩।১৯।] 'যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০] 'যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' [ছা০] ইতি। যত্তূক্তং ব্রহ্মোপা-সনমেবাত্রাদরণীয়ং ফলবত্ত্বায়েতি তদযুক্তম্। উক্তেন ন্যায়ে-নাদিত্যাদীনামেবোপাস্যত্বাবগমাৎ। ফলন্তুতিথ্যাদ্যুপাসন ইবাদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্ব্বাধ্যক্ষত্বাৎ। বর্ণিতঞ্চৈতৎ 'ফলমত উপপত্তেঃ' ইত্যত্র [বে০সূ০।৩।২।৩৮]। ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্য-ধ্যারোপণং প্রতিমাদিষ্বিব বিষ্ণ্বাদীনাম্ ॥ ৫ ॥

যে রজত শব্দের প্রযোগ তাহা মাত্র রজত জ্ঞানের উপলক্ষক, অর্থাৎ "রজত" ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে মাত্র বস্তুতঃ তাহা রজত নহে, "আদি-ত্যোব্রহ্মেতি" ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবেক। ফলিতার্থ—আদি-ত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক। [বাক্য ইতি] আদিত্যাদি শব্দ যে উপাস্তি ক্রিযার ব্যাপ্য, শ্রুতি তাহা প্রস্তাবের শেষেও আদি-ত্যাদিশব্দকে দ্বিতীযাদি বিভক্তিযুক্ত করিযা দেখাইযাছেন অর্থাৎ বুঝাইযা দিযাছেন। যথা—"যে উপাসক বা যে জ্ঞানী প্রদর্শিত প্রকারে আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে।" "যে উপাসক বাক্যই ব্রহ্ম, এইরূপে বাক্যের উপাসনা করে।" "যে উপাসক ব্রহ্মদৃষ্টিতে সংকল্পের আরাধনা করে।" ইত্যাদি। [যত্তূক্তং বিষ্ণ্বাদীনাম্] বলিযাছিলে, ফলের নিমিত্ত ব্রহ্মোপা-সনাই আদরণীয, আদিত্যাদির উপাসনার ফল কি? সে কথা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রদর্শিত শাস্ত্রে ও যুক্তিতে প্রোক্ত স্থলে আদিত্যাদির উপাস্যতাই লব্ধ হয। যদ্রূপ অতিথি উপাসনায (সেবায়) ফল হয, সেইরূপ, আদিত্যাদি উপাসনাতেও ফল হয, পরন্তু তাহার দাতা ব্রহ্ম (পরমেশ্বর)। তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, সকলের নিয়ন্তা, সুতরাং ফলেরও নিয়ন্তা—অধ্যক্ষ। ইহা "ফলমত উপপত্তেঃ" সূত্রে বলা হইযাছে। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু দর্শন সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ব্রহ্ম দর্শন। যেমন প্রতি-মায় বিষ্ণুর উপাসনা তেমনি আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মের উপাসনা।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥*

'য এবাঽসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত' [ছা০।১।২।]। 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' [ছা০২।২] 'বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত' [ছা০।২।৮] 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' [ছা০। ৬।১] ইত্যেবমাদিষ্বঙ্গাববদ্ধেষূপাসনেষু সংশয়ঃ—কিমাদিত্যাদিষু উদ্গীথাদিদৃষ্টয়ো বিধীয়ন্তে কিং বোদ্গীথাদিষ্বাদিত্যাদিদৃষ্টয় ইতি। তত্রানিয়মো নিয়মকারণাভাবাদিতি প্রাপ্তম্। ন হ্যত্র ব্রহ্মণ ইব কস্যচিদুৎকর্ষবিশেষোঽবধার্য্যতে। ব্রহ্ম হি সমস্তজগৎকারণত্বাদপহতপাপ্মত্বাদিগুণযোগাচ্চাদিত্যাদিভ্য উৎকৃষ্টমিতি শক্যতেঽবধারয়িতুম্। ন ত্বাদিত্যোদ্গীথাদীনাং বিকারত্বাবিশেষাৎ কিঞ্চিদুৎকর্ষবিশেষাবধারণমস্তি। অথবা

"অথবা নিয়মেনোদ্গীথাদিমতয়শ্চাদিত্যাদিষ্বধ্যস্যেরন্নি"তি। সৎস্বপ্যাদি-

"এই যিনি তাপপ্রদান করিতেছেন তিনি (সূর্য্য) উদ্গীথ, এইরূপ উপাসনা করিবেক।" "লোক পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" "বাক্যে সাত প্রকার সাম উপাসনা করিবেক।" "এই ঋক্ পৃথিবী ও অগ্নি সাম।" এইরূপ এইরূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা আছে, তাহাতে সংশয়—ঐ সকল শ্রুতি কি আদিত্যাদিতে উদ্গীথ দৃষ্টির বিধান করিতেছে কি উদ্গীথাদিতে আদিত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার কথা বলিতেছে। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, নিয়ম নাই। কারণ, নিয়মের কারণ দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত উপাসনায় (আদিত্য ব্রহ্মের উপাসনায়) ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতা দৃষ্টে নিকৃষ্ট আদিত্যে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপিত করার ঔচিত্য দেখাইয়াছিলে, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন উৎকর্ষবিশেষের অবধারণ নাই। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের কারণ, নিষ্পাপ, সুতরাং তিনি আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অবধারণ করিতে পার। কিন্তু এখানে, আদিত্যও ব্রহ্মবিকার, উদ্গীথও ব্রহ্মবিকার, সুতরাং এ সকলের কাহার কোন ইতরবিশেষ অবধারণ করিতে পার না। [অথবা...উপপত্তেঃ] কিংবা আদিত্যাদি পদার্থে

* অঙ্গে যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদৌ আদিত্যাদিবুদ্ধয়ঃ কর্ত্তব্যা ন ত্বাদিত্যাদিষু যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিবুদ্ধয়ঃ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যেবং যদেব বিদ্যয়াকরোতীত্যাদিশাস্ত্রম্।—"উপাসনা করিবেক। যিনি এই তাপপ্রদান করিতেছেন তিনি উদ্গীথ (যজ্ঞাঙ্গপ্রণব—ওঁ)।" লোকরূপ আধারে পাঁচ প্রকার সাম "উপাসনা করিবেক।" "বাক্য সাত প্রকার সাম উপাসনা করি-

নিয়মেনোদ্গীথাদিমতয়শ্চাদিত্যাদিষধ্যস্যেরন্। কস্মাৎ। ক-র্ম্মাত্মকত্বাদুদ্গীথাদীনাম্। কর্ম্মণশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রসিদ্ধেরুদ্গী-থাদিমতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলহেতবো ভবিষ্যন্তি। তথা চ 'ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম' ইত্যত্র 'তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম' [ছা০। ৬। ১] ইত্যৃক্শব্দেন পৃথিবীং নির্দ্দিশতি সামশব্দেনাগ্নিম্। তচ্চ পৃথিব্যগ্ন্যোর্ঋক্-সামদৃষ্টিচিকীর্ষায়ামবকল্পতে ন ঋক্সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টি-চিকীর্ষায়াম্। ক্ষত্তরি রাজদৃষ্টিকরণাদ্রাজশব্দ উপচর্য্যতে ন রাজনি ক্ষত্তৃশব্দঃ। অপি চ "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত"

ত্যাদিষু ফলানুৎপাদাৎ উৎপত্তিমতঃ কর্ম্মণ এব ফলদর্শনাৎ কর্ম্মৈব ফলবত্ত্বয়া চাদিত্যাদিমতিভির্যদ্যুদ্গীথাদিকর্ম্মাণি বিষয়ীক্রিয়েরন্ তত আদিত্যাদিদৃষ্টিভিঃ কর্ম্মরূপাণ্যভিভূয়েরন্। এবঞ্চ কর্ম্মরূপেষসৎকল্পেষু কুতঃ ফলমুৎপদ্যেত। আদিত্যাদিষু পুনরুদ্গীথাদিদৃষ্টাবুদ্গীথবুদ্ধ্যা আপ্যমানা নাম আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মাত্মকাঃ সন্তঃ ফলায় কল্পিষ্যন্ত ইতি। অত এব চ পৃথিব্যগ্ন্যোর্ঋক্সামশব্দ-প্রয়োগ উপপন্নো যতঃ পৃথিব্যামৃগ্দৃষ্টিরধ্যস্তাঽগ্নৌ চ সামদৃষ্টিঃ। সাম্নি পুনরগ্নি-দৃষ্টৌ ঋচি চ পৃথিবীদৃষ্টৌ বিপরীতং ভবেৎ। তস্মাদপ্যেতদেব যুক্তমিত্যাহ— "তথা চেয়মেবে"তি। উপপত্ত্যন্তরমাহ—"অপি চ লোকেষ্বি"তি। এবং খল্ব-

---

উদ্গীথাদি দৃষ্টি করাই নিয়মিত। কারণ এই যে, উদ্গীথাদি পদার্থ কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মেরই ফলপ্রদান সামর্থ্য, আদিত্যাদি উদ্গীথাদিজ্ঞানে উপাসিত হইলে কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইবেন, হইয়া ফলপ্রদানযোগ্য হইবেন। এতদর্থে শ্রৌত উদাহরণও আছে। যথা—"এই ঋক্‌ই পৃথিবী এবং সামই অগ্নি।" ইত্যাদি শ্রুতি ঋক্শব্দে পৃথিবীর ও সামশব্দে অগ্নির নির্দ্দেশ (উল্লেখ বা গণনা) করিয়াছেন। এ নির্দ্দেশ সাধু বা সঙ্গত হইতে পারে—যদি পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্দৃষ্টি ও সামদৃষ্টি অধ্যস্ত করা অভিমত (শ্রুতির) হয়। ঋক্ সামে পৃথিব্যাদি দৃষ্টিকরণ পক্ষে প্রোক্ত নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। সূতে আরোপ হইলে তাহা গুণ বলিয়া গণ্য, সেই কারণে সূতে রাজ-

---

বেৎ।" যজ্ঞাঙ্গ অবলম্বনে এইরূপ এইরূপ উপাসনা সকল বিহিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে সংশয়—যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদি আদিত্যজ্ঞানে উপাস্য? কিংবা আদিত্যাদি যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদি জ্ঞানে উপাস্য? সিদ্ধান্ত—যজ্ঞাঙ্গপ্রণবাদিই আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য। কারণ, সেইরূপ উপাসনাতে শাস্ত্রার্থ উপপন্ন হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

[ছা০।২।২] ইত্যধিকরণনির্দ্দেশাল্লোকেষু সামাধ্যসিতব্যমিতি প্রতীয়তে—'এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতোম্' [ছা০ ।২।৭] ইতি চৈতদ্দর্শয়তি—প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চাদিত্যাদিষু চরমনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাধ্যস্তং 'আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ' [ছা০ ২।১৯] ইত্যাদিষু। প্রথমনির্দ্দিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাদয়শ্চরমনির্দ্দিষ্টা হিংকারাদয়ঃ 'পৃথিবী হিংকারঃ' [ছা০।২।২] ইত্যাদিশ্রুতিষু। অতোঽনঙ্গেষ্বাদিত্যাদিষ্বঙ্গমতিক্ষেপ ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। আদিত্যাদিমতয় এবাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু প্রতিক্ষিপ্যেরন্। কুতঃ।

ধিকরণনির্দ্দেশো বিষয়ত্বপ্রতিপাদনপর উপপদ্যতে যদি লোকেষু সামদৃষ্টিরধ্যস্যেত নান্যথেতি। পূর্ব্বাধিকরণরাদ্ধান্তোপপত্তিমত্রৈবার্থে ক্রতে—"প্রথমনির্দ্দিষ্টেষু চাদিত্যাদিষু" ইতি। সিদ্ধান্তমত্র প্রক্রমতে—"আদিত্যাদিমতয় এবে"তি। যদ্যুদ্গীথাদিমতয় আদিত্যাদিষু ক্ষিপ্যেরন্ তত আদিত্যানাং স্বয়মকার্য্যত্বাদুদ্গীথাদিমতেস্তত্র বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন হ্যাদিত্যাদিভিঃ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে যদ্বিদ্যয়া বীর্য্যবত্তরং ভবেদাদিত্যাদিমত্যা বিদ্যয়োদ্গীথাদিকর্ম্মসু কার্য্যেষু যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীত্যাদিত্যমতীনামুপপদ্যতে উদ্গী-

শব্দের উপচার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু রাজায় সূতশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। অন্য হেতুও আছে যথা—"লোকে পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবেক" এখানে আধারের নির্দ্দেশ আছে। তদনুসারে লোকরূপ আধারে সামদৃষ্টি অধ্যস্ত করিবেক, এই অর্থই প্রতীত হয়। "এই গায়ত্র সাম প্রাণে প্রোথিত" এ শ্রুতিও আধারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, করিয়া ঐরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইত্যাদি স্থলে প্রথমে আদিত্যশব্দের উল্লেখ দেখিয়া তাহাতেই অনন্তরোক্ত ব্রহ্মের অধ্যাস অবধারণ করিয়াছ সেইরূপ এখানেও প্রথমে পৃথিব্যাদিশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—পৃথিবী হিংকার ইত্যাদি। অতএব, পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে এখানেও পৃথিব্যাদিতে উদ্গীথাদি মতি উপক্ষেপ্য হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার বা নিষ্কর্ষ এই যে, যজ্ঞাঙ্গ বহির্ভূত আদিত্য প্রভৃতিতে যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বুদ্ধি নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে ৬ষ্ঠ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, উদ্গীথাদি অঙ্গেই (অঙ্গ=যজ্ঞের অঙ্গ) আদিত্যাদি বুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক। অর্থাৎ আদিত্যাদি-জ্ঞানে উদ্গীথাদি অঙ্গের উপাসনা করিবেক। (এই উদ্গীথই 'আদিত্য, এবম্প্রকার ধ্যান করিবেক, ইত্যাদি)। কেননা, সেইরূপ করাই সঙ্গত।

উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যেবমপূর্ব্বসন্নিকর্ষাদাদিত্যাদিমতিভিঃ সংস্ক্রিয়মাণেষূদ্গীথাদিষু কর্ম্মসমৃদ্ধিঃ। 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' [ছা০ উ০] ইতি চ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মসমৃদ্ধিহেতুতাং দর্শয়তি। ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষেবম্। স্বতন্ত্রফলেষু তু কথং 'য এতদেবং বিদ্বান্ লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে' [ছা০ উ০] ইত্যাদিষু। তেষপ্যধিকৃতাধিকারাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিকর্ষেণৈব ফলকল্পনা যুক্তা গোদোহনাদিনিয়মবৎ। ফলাত্মকত্বাচ্চাদিত্যাদীনামুদ্গীথাদিভ্যঃ কর্ম্মাত্মকেভ্য উৎকর্ষোপপত্তিঃ। আদিত্যাদিপ্রাপ্তি-

---

থাদিষু সংস্কারকত্বেনোপযোগঃ। চোদয়তি—"ভবতু কর্ম্মসমৃদ্ধিফলেষেবমি"-তি। যত্র হি কর্ম্মণঃ ফলং তত্রৈব ভবতু যত্র তু গুণফলং তত্র গুণস্য সিদ্ধত্বেনাকার্য্যত্বাৎ করোতীত্যেব নাস্তীতি তত্র বিদ্যায়াঃ ক উপযোগ ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তেষপী"তি। ন তাবদ্গুণঃ সিদ্ধস্বভাবঃ কার্য্যায় ফলায় পর্য্যাপ্তো মা ভূৎ প্রকৃতকর্ম্মানিবেশিনো যৎকিঞ্চিৎ ফলোৎপাদঃ। তস্মাৎ প্রকৃতাপূর্ব্বসন্নিবেশিতঃ ফলোৎপাদ ইতি তস্য ক্রিয়মাণত্বেন বিদ্যয়া বীর্য্যবত্তরত্বোপপত্তিরিতি। "ফলাত্মকত্বাচ্চাদিত্যাদীনামি"তি। যদ্যপি ব্রহ্মবিকারত্বেনাদিত্যোদ্গীথয়োরবিশেষস্তথাপি ফলাত্মকত্বেনাদিত্যাদীনামস্ত্যুদ্গীথাদিভ্যো

[উপপদ্যতে...শ্রুতিষু] ঐ সকল উপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি, সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ সকল উপাসনায় সংস্কৃত হওয়াই সঙ্গত। কারণ, কর্ম্মাঙ্গ সকল আদিত্যাদিদৃষ্টিসংস্কৃত অর্থাৎ উপাসনাসমন্বিত হইলেই সমৃদ্ধিফলের অনুকূলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট জন্মায়। "বিদ্যা (জ্ঞান) যাহা করে তাহা শ্রদ্ধায় ও উপনিষদে বীর্য্যবান্ হয়।" এই শাস্ত্রও বিদ্যার অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক উপাসনার কর্ম্মসমৃদ্ধির হেতুভাব থাকা বর্ণন করিয়াছেন। বলিতে পার যে, যে উপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি সেই উপাসনায় উক্ত প্রকার ব্যবস্থা সঙ্গত কিন্তু যে স্থলে স্বতন্ত্র ফল বর্ণিত আছে সে স্থলে কিরূপে সঙ্গত হইবে? আমরা বলি, সে স্থলেও প্রোক্ত ব্যবস্থা অসঙ্গত নহে। সে স্থলেও অধিকৃতাধিকার হেতু প্রধানাপূর্ব্বের সন্নিকর্ষে গোদোহন নিয়মের ন্যায় কর্ম্মসমৃদ্ধি ফলেরই কল্পনা (অনুমান) করিতে হইবে। * কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিই

---

* শাস্ত্র আছে, "গোদোহনেনাপঃ প্রণয়েৎ।" এই শাস্ত্রে জানা যায়, গোদোহন নামক কর্ম্ম প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ। এ স্থলে প্রধান কর্ম্ম যজ্ঞ; তাহার ঐ অঙ্গক্রিয়ার ফল পশুলাভ, তাহা সেই স্থলেই অভিহিত আছে। এই পশুফল প্রধানফল হইতে পৃথক্। পৃথক্‌ফল গোদোহন

লক্ষণং কর্ম্মফলং শিষ্যতে শ্রুতিষু। অপি চ 'ওমিত্যেতদক্ষর-মুদ্গীথমুপাসীত' 'খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি' [ছা০।১।১] ইতি চোদ্গীথমেবোপাস্যত্বেনোপক্রম্যাদিত্যা-দিমতীর্ব্বিদধাতি। যত্তূক্তং উদ্গীথাদিমতিভিরুপাস্যমানা আদিত্যাদয়ঃ কর্ম্মভূয়ং ভূত্বা করিষ্যন্তীতি তদযুক্তম্। স্বয়-মেবোপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিভাবে-নাপি চ দৃশ্যমানানামুদ্গীথাদীনাং কর্ম্মাত্মকত্বাঽনপায়াৎ।

বিশেষ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাদপ্যুদ্গীথাদীনাং প্রাধান্যমিত্যাহ—"অপি চ ওমি"তি। স্বয়মেবোপাসনস্য কর্ম্মত্বাৎ ফলবত্ত্বোপপত্তেঃ। ননূক্ত-সিদ্ধরূপৈবাদিত্যাদিভিরধ্যাস্তৈঃ সাধ্যভূতত্বমভিভূতং কর্ম্মণামত আহ—"আদি-ত্যাদিভাবেনাপি চ দৃশ্যমানানামি"তি। ভবেদেতদেবং যদ্যধ্যাসেন কর্ম্ম-রূপমভিভূয়েত অপি তু মাণবক ইবাগ্নিদৃষ্টিঃ কেনচিত্তীব্রত্বাদিনা গুণেন গৌণী অনভিভূতমাণবকত্বাৎ তথেহাপি। ন হীযং শুক্তিকায়াং রজতধীরিব বহ্নিধীঃ যেন মাণবকত্বমভিভবেৎ কিন্তু গৌণী তথা ইয়মপ্যুদ্গীথাদাবাদিত্যাদিদৃষ্টির্গৌ-

---

উপাস্য, আদিত্যাদি তাহার ফল। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই সেই কর্ম্মে আদিত্যলোকপ্রাপ্ত্যাদি ফল হইয়া থাকে, তাহাতেই কর্ম্মাত্মক উদ্গীথাদি অপেক্ষা ফলাত্মক আদিত্যাদির উৎকৃষ্টতা উপপন্ন বা অবধারিত হয়। বলিয়াছিলে যে, উৎকর্ষাপকর্ষের অবধারণ না থাকায় অনিয়ম, অর্থাৎ কিসে কোন্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, সে কথা এতদ্দ্বারা দূরনিরস্ত হইতেছে। [অপিচ বিদধাতি] আরও দেখ, শ্রুতি "ওঁ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে জানিবেক, উপাসনা করিবেক।" "ওঁ অক্ষরের ব্যাখ্যা এই—" এইরূপে বা এই বলিয়া উদ্গীথেরই উপাস্যতা বলিয়াছেন, অবশেষে তাহাতেই আদিত্যাদি মতির বিধান করিয়াছেন। [যত্তূক্তং…প্রবর্ত্ততে] বলিয়াছিলে যে, আদিত্যাদি উদ্গীথাদি জ্ঞানে উপাসিত হইলে কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইবেন, হইয়া কর্ম্মফল প্রদান করিবেন,

---

যেমন অঙ্গভাবপ্রাপ্তিসাপেক্ষ, স্বতন্ত্ররূপে ফলপ্রদ নহে, তেমনি, লোকফল উপাসনাও কর্ম্মাঙ্গ-ভাবপ্রাপ্তিসাপেক্ষ। হেতু এই যে, যে যে কর্ম্মের অধিকারী সে তদঙ্গাশ্রিত উপাসনার অধি-কারী। বিশদ কথা এই যে, গোদোহনের পৃথক্ফল অভিহিত থাকিলেও তাহা (গোদোহন) 'যেমন ক্রিয়াঙ্গের উপকারক হইয়া ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ অঙ্গাশ্রিত উপাসনারও কর্ম্মসমৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য ফলের উল্লেখ থাকিলেও সে সকল ফল স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হয় না। সে সকল ফলও সেই সেই কর্ম্মের অধীন। সুতরাং কর্ম্মফল ও সে সকলের ফল সমান। এতৎকারণে অবধারণীয় -অঙ্গেরই উপাস্যতা, লোকাদির উপাস্যতা নহে।'

'তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম' ইতি তু লাক্ষণিক এষ পৃথিব্যগ্ন্যো ঋক্‌সামশব্দপ্রয়োগঃ। লক্ষণা চ যথাসম্ভবং সন্নিকৃষ্টেন বিপ্রকৃষ্টেন বা স্বার্থসম্বন্ধেন প্রবর্ত্ততে। তত্র যদ্যপি ঋক্‌সাময়োঃ পৃথিব্যগ্নিদৃষ্টিচিকীর্ষা তথাপি প্রসিদ্ধয়োর্ঋক্‌সাময়োর্ভেদেনানুকীর্ত্তনাৎ পৃথিব্যগ্ন্যোশ্চ সন্নিধানাৎ তয়োরেবৈষ ঋক্‌সামশব্দপ্রয়োগঃ ঋক্‌সামসম্বন্ধাদিতি নিশ্চীয়তে। ক্ষত্তৃশব্দোঽপি হি কুতশ্চিৎ কারণাদ্রাজানমুপসর্পন্ ন নিবারয়িতুং পার্য্যতে। 'ইয়মেবর্ক্' ইতি চ যথাক্ষরন্যাসমৃচ এব পৃথিবীত্বমবধারয়তি। পৃথিব্যা হি ঋক্‌ত্বেঽবধার্য্যমাণ ইয়মৃগেবেত্যক্ষরন্যাসঃ স্যাৎ।

নীতি ভাবঃ। "তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সামেতি ত্বি"তি। অন্যথাপি লক্ষণোপপত্তৌ ন ঋক্‌সামেত্যধ্যাসকল্পনা পৃথিব্যগ্ন্যোরিত্যর্থঃ। অক্ষরন্যাসালোচনয়া তু বিপরীতমেবেত্যাহ—"ইয়মেবর্ক্"ইতি। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতেতি দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাৎ সাম্নামুপাস্যত্বমবগম্যতে। তত্র যদি সামধীরধ্যস্যেত ততো ন সামান্যুপাস্যেরন্ অপি তু লোকাঃ পৃথিব্যাদয়ঃ। তথা চ দ্বিতীয়ার্থং পরিত্যজ্য তৃতীয়ার্থঃ পরিকল্পেত সাম্নেতি লোকেষ্বিতি সপ্তমী দ্বিতীয়ার্থে কথঞ্চিন্নীয়তে। অগারে গাবো বাস্যন্তাং প্রাবারে কুসুমানীতিবৎ। তেনোক্তন্যায়ানুরোধেন সপ্তম্যাশ্চোভয়থাপ্যবশ্যং কল্পনীয়ার্থত্বাদ্বরং যথাশ্রুতদ্বিতীয়ার্থানুরোধায় তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যাখ্যাতব্যা। লোকপৃথিব্যাদিবুদ্ধ্যা পঞ্চবিধং

সে কথা নিতান্ত অযুক্ত। উপাসনা নিজেই কর্ম্ম, তাহাতেই তাহার ফলদাতৃত্ব প্রসিদ্ধ। উদ্গীথ প্রভৃতিকে আদিত্যাদিভাবে দেখিলেও তাহার কর্ম্মাত্মকতা অপগত হয় না। "এই ঋকে সাম আরূঢ়" এতৎ শ্রুতিতে যে পৃথিবীতে ও অগ্নিতে যথাক্রমে ঋক্ সামশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা লাক্ষণিক অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ। লক্ষণা সম্ভবমত দূর ও নিকট স্বার্থসম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়। [তত্র...পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্] ঋকে ও সামে পৃথিবীদৃষ্টি ও অগ্নিদৃষ্টি অধ্যারোপিত করা অভিপ্রেত হইলেও প্রসিদ্ধ ঋক্-সাম ভিন্ন অন্য ঋক্‌সামের অনুকীর্ত্তন ও তৎসন্নিধানে পৃথিবীর ও অগ্নির উল্লেখ থাকায় সেই দুএরই সহিত তদুভয়ের সম্বন্ধ অবধারণ করা হয়। তাহাতেও স্থির হয় অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, পৃথিবীতে ও অগ্নিতে উক্ত ঋক্-সামশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ক্ষত্তৃ-শব্দ কারণ বিশেষে রাজাতে উপসর্পিত (প্রাপ্ত) হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? শ্রুতিও "ইহাই ঋক্" এইরূপে ঋকেরই পৃথিবীত্ব অবধারণ করিয়াছেন। যদি পৃথিবীর ঋক্ত্ব

'য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' [ছা০ উ০] ইতি চাঙ্গাশ্রয়মেব বিজ্ঞানমুপসংহরতি ন পৃথিব্যাদ্যাশ্রয়ম্। তথা 'লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত' [ছা০ উ০] ইতি যদ্যপি সপ্তমী-নির্দ্দিষ্টা লোকাস্তথাপি সাম্ন্যেব তে অধ্যস্যেরন্। দ্বিতীয়া-নির্দ্দেশেন সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ। সামনি হি লোকেষ্বধ্যস্য-মানেষু সাম লোকাত্মনোপাসিতং ভবত্যন্যথা পুনর্লোকাঃ সামাত্মনোপাসিতাঃ স্যুঃ। এতেন 'এতদ্গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্' [ছা০।২।১১] ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। যত্রাপি তুল্যো দ্বিতীয়ানির্দ্দেশঃ 'অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত''

হিংকারপ্রস্তাবোদ্গীথপ্রতীহারনিধনপ্রকার'' সামোপাসীতেতি 'নির্ণীয়তে। ননু যত্রোভয়ত্রাপি দ্বিতীয়ানির্দ্দেশো যথা খল্বমুমেবাদিত্যং সপ্তবিধং হিঙ্কার-প্রস্তাবোঙ্কারোদ্গীথপ্রতীহারোপদ্রবনিধনপ্রকার' সামোপাসীতেতি তত্র

নিশ্চিত হয় তবেই "ইহাই ঋক্" এতদ্রূপ শব্দ বিন্যাস সম্ভব হয়। অপিচ "যে এইরূপ জানিয়া সাম গান করে—" এইরূপে অঙ্গাশ্রিত উপাসনাতেই প্রস্তাবের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি হইতে দেখা যায়, পৃথিব্যাশ্রিত জ্ঞানে নহে। * [তথা ব্যাখ্যাতম্] "লোকেষু পঞ্চবিধং সাম" এতদ্বাক্যস্থ লোকশব্দে সপ্তমী বিভক্তি থাকিলেও সামে লোকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। (লোকজ্ঞানে সামের উপাসনা করিতে হইবে।) কারণ, বাক্যা-ন্তরে দ্বিতীয়া বিভক্তি নির্দ্দেশ থাকায় সামেরই উপাস্যতা প্রতীত হয়। সামে লোকদৃষ্টি অধ্যস্ত হইলেই সাম লোকভাবে উপাসিত হয়, বিপরীত করিলে লোকই উপাস্য হয়, সাম অনুপাস্য হইয়া পড়ে। এই ব্যাখ্যার দ্বারা "এই গায়ত্র সাম প্রাণে অবস্থিত" ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল। অর্থাৎ গায়ত্র সামও প্রাণজ্ঞানে উপাস্য, ইহাও বলা হইল। [যত্রাপি দৃষ্টিঃ] যেস্থলে দেখিবে, সমান দ্বিতীয়া নির্দ্দেশ অর্থাৎ উভয়ত্রই দ্বিতীয়া

---

* ধ্যেয়বস্তুতে ধ্যানালম্বনবাচী পদের প্রয়োগ অন্যায্য। বাক্যতে কি কখন সূত পদের প্রয়োগ হয়? এই আশঙ্কা নিরাসার্থ দর্শিত বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিচারের নিষ্পত্তি বা ফল এই যে, 'এতস্যাং ঋচি অধ্যূঢং সাম' এই প্রয়োগে ঋকসামশব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিবার উপায় নাই। করিলে পুনরুক্তি দোষ হইবে অথবা তৎ ও এতৎ এই দুই শব্দ ব্যর্থ হইবে। সেই কারণে, ঋক ও সাম শব্দের প্রসিদ্ধ ঋক ও প্রসিদ্ধ সাম অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা পৃথিবী ও অগ্নি অর্থ গ্রহণ করা হয়। অপিচ, প্রতীকাভিন্ন জ্ঞান সুদৃঢ় হইবেক, এই অভি-প্রায়েও প্রতীকসন্নিহিত পৃথিব্যাদিতে প্রতীক পদের প্রয়োগ করা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। প্রতীকশব্দের অর্থ আলম্বন, ধ্যানের আলম্বন। এ স্থলে তাহা ঋক্ ও সাম।

[ছা০।২।৯] ইতি তত্রাপি 'সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু'. 'ইতি তু পঞ্চবিধস্য' 'অথ সপ্তবিধস্য' [ছা০।২।৭] ইতি চ সাম্ন এবোপাস্যত্বোপক্রমাৎ তস্মিন্নেবাদিত্যাধ্যাসঃ। এতস্মাদেব চ সাম্ন উপাস্যত্বাবগমাৎ 'পৃথিবী হিঙ্কারঃ' [ছা০ ২।৭] ইত্যাদিনির্দ্দেশবিপর্য্যয়েঽপি হিঙ্কারাদিম্বেব পৃথিব্যাদি-দৃষ্টিঃ। তস্মাদনঙ্গাশ্রয়া আদিত্যাদিমতয়োঽঙ্গেষূদ্গীথাদিষু ক্ষিপ্যেরন্নিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥*

কো বিনিগমনায়াং হেতুরিত্যত আহ—"তত্রাপী"তি। তত্রাপি সমস্তস্য সপ্ত-বিধস্য সাম্ন উপাসনমিতি সাম্ন উপাস্যত্বশ্রুতেঃ। সাধ্বিবতি পঞ্চবিধস্য সাধুত্বং চাস্য ধর্ম্মত্বম্। তথা চ শ্রুতিঃ 'সাধুকারী সাধুর্ভবতী'তি হিঙ্কারানুবাদেন পৃথিবীদৃষ্টিবিধানে হিঙ্কারঃ পৃথিবীতি প্রাপ্তে। বিপরীতনির্দ্দেশঃ পৃথিবী হিঙ্কাব ইতি।

বিভক্তি, সে স্থলেও ঐরূপ হইবে। "অনন্তর এই আদিত্যই সপ্তবিধ সাম এইরূপে উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান করিবেক।" এই বাক্যে আদিত্য ও সাম উভয়শব্দেই দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে। "সমুদায় সামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ" "ইহা পঞ্চবিধ সামের উপাসনা" "ইহা সপ্তবিধ সামের উপাসনা"+ ইত্যাদিবাক্যে সামেব উপাসনা প্রক্রান্ত হওযায় সামেই আদিত্যাদি বুদ্ধির অধ্যাস অবধারিত হয এবং উক্ত শাস্ত্রে ও যুক্তিতে সামের উপাসনা অবধাবিত হওয়ায় "পৃথিবী হিংকার" ইত্যাদি বাক্যে বিপরীত বিন্যাস (প্রথমে অনুপাস্য পৃথিবীর উল্লেখ) থাকিলেও হিংকারাদিতে পৃথিব্যাদি দৃষ্টি করিবেক, পৃথিব্যাদিতে হিংকারাদি দৃষ্টি করিবেক না, ইহাও অব-ধারিত হয়। [তস্মা...সিদ্ধম্] অতএব, যজ্ঞের অঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিই অনঙ্গ আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

* নিয়মেনাসীন উপবিষ্ট উপাসীতেতি শেষঃ। কুতঃ? সম্ভবাৎ। সম্ভবতি হি সমান-প্রত্যয়প্রবাহকরণাত্মকমুপাসনমুপবিষ্টস্যৈব।—শাস্ত্রনিয়মে আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবেক। কারণ, আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিরই ধ্যানাত্মক উপাসনা সম্ভব হয়। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

+ সাম অর্থাৎ বেদগান। কোন কোন বেদগানে পাঁচ ভক্তি ও কোন বেদগানে সাত ভক্তি আছে। (লৌকিক গানে যাহাকে ধুয়া বলে, বৈদিক গানের ভক্তি প্রায় তাহাই।) হিংকার,

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধিষু তাবদুপাসনেষু কর্ম্মতন্ত্রত্বান্নাসনাদিচিন্তা নাপি সম্যগ্দর্শনে। বস্তুতন্ত্রত্বাৎ জ্ঞানস্য। ইতরেষু তূপাসনেষু কিমনিয়মেন তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো বা প্রবর্ত্তেতোত নিয়মেনাসীন এবেতি চিন্তয়তি। তত্র মানসত্বাদুপাসনস্যানিয়মঃ শরীরস্থিতেরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি। আসীন এবোপাসীতেতি। কুতঃ। সম্ভবাৎ। উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ন চ তদ্গচ্ছতো ধাবতো বা সম্ভবতি। গত্যাদীনাং চিত্তবিক্ষেপকরত্বাৎ। তিষ্ঠতোঽপি দেহধারণে ব্যাপৃতং মনো

কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধিষু যত্র হি তিষ্ঠতঃ কর্ম্ম চোদিতং তত্র তৎসম্বন্ধোপাসনাঽপি তিষ্ঠতৈব কর্ত্তব্যা। যত্র বাসীনস্য তত্রোপাসনাপ্যাসীনেনৈবেতি। নাপি সম্যগ্দর্শনে বস্তুতন্ত্রত্বাৎ প্রমাণতন্ত্রত্বাচ্চ। প্রমাণতন্ত্রা চ বস্তুব্যবস্থা প্রমাণং সাঽপেক্ষত ইতি তত্রাপ্যনিয়মো যন্মহতা প্রযত্নেন বিনোপাসিতুমশক্যম্। যথা প্রতীকাদি যথা বাসম্যগ্দর্শনমপি তত্ত্বমস্যাদি তত্রৈষা চিন্তা। তত্র চোদকশাস্ত্রাভাবাদনিয়মে প্রাপ্তে যথা শক্যত ইত্যুপবন্ধাদাসীনস্যৈব সিদ্ধম্। নন্ম যস্যামবস্থায়াং ধ্যায়তিরুপচর্য্যতে প্রযুজ্যতে কিমসৌ তদা তিষ্ঠতো ন ভবতি।

কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা সকল কর্ম্মের অধীন, সে জন্য সে সকল উপাসনায় আসনাদির বিচার সম্ভাবিত। সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে আসনাদির নিয়ম নাই। কারণ, তাহা বস্তুর অধীন। বস্তুজ্ঞান শয়ান পুরুষেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্যান্য উপাসনায় তাহার বিচার প্রয়োজনীয়। সে জন্য চিন্তা—সে সকল কি উত্থিত, উপবিষ্ট, শয়ান, তিনের যে কোন প্রকার অবলম্বন করিয়া করিবেক? কি নিয়মপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া করিবেক? [তত্র ··সম্ভবাৎ] পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, উপাসনা সকল মানস, মনের ব্যাপার, সুতরাং তাহাতে শারীরিক নিয়ম প্রয়োজনীয় নহে। শারীরিক নিয়ম প্রয়োজনীয় নহে, এই পক্ষের প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন—উপাসনার্থ আসীন হইবেক অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবেক। কারণ, আসীন পুরুষেরই উপাসনা সম্ভবে, অন্যের নহে। [উপাসনং···তস্যোপাসনম্] উপাসনা কি?-না সমানপ্রত্যয় প্রবাহিত করা—অবিচ্ছেদে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি উত্থাপিত করা। তাহা যাইতে যাইতে ও দৌড়িতে দৌড়িতে হয় না (করা যায় না)। কারণ, গমন ও শীঘ্রগমন প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপকর। গমনাদি কালে ধ্যেয়-

---

প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন, এই পাঁচ নামে পাঁচ ভক্তি ও তৎসহিত উপদ্রব ও ওঙ্কার সাত ভক্তি।

ন সূক্ষ্মবস্তুনিরীক্ষণক্ষমং ভবতি। শয়ানশ্চাপ্যকস্মাদেব নিদ্রয়াঽভিভূয়তে। আসীনস্য ত্বেবঞ্জাতীয়কো ভূয়ান্ দোষঃ সুপরিহর ইতি সম্ভবতি তস্যোপাসনম্ ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥*

অপি চ ধ্যায়ত্যর্থ এষ যৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। ধ্যায়তিশ্চ প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষ্বেকবিষয়াক্ষিপ্তচিত্তেষূপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে। ধ্যায়তি বকো ধ্যায়তি প্রোষিতবন্ধুরিত্যাসীনস্যানায়াসো ভবতি। তস্মাদপ্যাসীনকর্ম্ম উপাসনম্ ॥ ৮ ॥

ন ভবতীত্যাহ। আসীনশ্চাবিদ্যমানায়াসো ভবতীতি। অতিরোহিতার্থমিতরৎ।

কিঞ্চ ধ্যাতার আসীনা এব স্যুর্ধ্যায়তিশব্দার্হত্বাৎ বকাদিবদিত্যাহ। ধ্যানাচ্চেতি। [ইতি রত্নপ্রভা।

গোচর একাগ্রতা থাকেনা অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকে। দাঁড়াইয়া থাকিলেও মন দেহধারণে ব্যাপৃত থাকে, সে জন্য সে তৎকালে সূক্ষ্মবস্তু নিরীক্ষণে ক্ষমবান্ হয় না। শয়ান ব্যক্তিও সহসা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, সে জন্য শয়ান পুরুষের সম্বন্ধেও ধ্যানাত্মক উপাসনা অসম্ভব হয। অতএব, শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপবিষ্ট হইলে ঐ সকল দোষ অর্থাৎ বাধা বিঘ্ন পরিহার করা যাইতে পারে এবং সেই কারণে উপাসনা আসীন পুরুষেই সম্ভবে।

প্রবাহাকারে একজাতীয় প্রত্যয় (বৃত্তিরূপ জ্ঞান) উত্থাপন করার নাম উপাসনা। উপাসনা ও ধ্যান তুল্যার্থ। অঙ্গ সকল শিথিল, দৃষ্টি স্থির, এক বিষয়েই চিত্তের অবস্থান, এরূপ দেখিলেই লোকে তাহাতে ধ্যা-ধাতুর প্রয়োগ করে। (ধ্যা—ধ্যান বা চিন্তা)। বক ধ্যান করিতেছে—চিন্তা করিতেছে। বিরহিণী কি ভাবিতেছে—ধ্যান করিতেছে। এবম্বিধ ধ্যান আসীন ব্যক্তিরই অনায়াসসাধ্য। অতএব, উপাসনা কার্য্যটী উপবিষ্টেরই, উত্থিতাদির নহে।

---

* ধ্যানসমানার্থত্বাদুপাসনস্য। ধ্যায়ত্যর্থানুগমাদিতি যাবৎ। ধ্যাতার আসীন এব স্যুঃ ধ্যায়তিশব্দার্থার্হত্বাৎ বকাদিবদিত্যুন্নেয়ম্।—উপাসনা কি ? ধ্যানই উপাসনা। সুতরাং তাহা

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥*

অপি চ 'ধ্যায়তীব পৃথিবী' ইত্যত্র পৃথিব্যাদিষ্বচলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তিবাদো ভবতি। তচ্চ লিঙ্গমুপাসনস্যাসীনকর্ম্মত্বে ॥ ৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥†

স্মরন্ত্যপি চ শিষ্টা উপাসনাঙ্গত্বেনাসনং 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ' ইত্যাদিনা। অত এব চ পদ্মকাদীনামাসনবিশেষাণামুপদেশো যোগশাস্ত্রে ॥ ১০ ॥

অত্রৈব শ্রৌতং দৃষ্টান্তমাহ। অচলত্বঞ্চেতি। [ইতি রত্নপ্রভা।

বাহ্যস্য শারীরস্য বা আসনস্য স্মরণাৎ নিয়ম ইত্যাহ। স্মরন্তি চেতি। [ইতি রত্নপ্রভা।

ধ্যান কথাটী নিশ্চলত্ব দৃষ্টে প্রচারিত। পৃথিবী স্থির, নিশ্চলা, ইহা দেখিয়া লোকে বলে পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছেন—চিন্তা করিতেছেন। অতএব, ধ্যা-ধাতুর অর্থ ধ্যান, তাহা নিশ্চলত্ব বা একাগ্রতা দেখিলেই প্রযোজিত হয়। উপাসনা যে উপবিষ্টেরই কার্য্য, উক্ত প্রবাদও তাহার অন্যতম জ্ঞাপক।

শিষ্টগণও উপাসনার অঙ্গস্বরূপ কতিপয় আসন স্মরণ করিয়াছেন। যথা—"পবিত্র প্রদেশে চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসন বিন্যস্ত করতঃ—" ইত্যাদি, যেহেতু আসন উপাসনার অঙ্গ, চিত্তস্থৈর্য্যকারক বলিয়া ধ্যানের সহায়, সেই হেতু যোগশাস্ত্রে পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আসন উপদিষ্ট হইয়াছে।

আসীন পুরুষেরই অধিকৃত। অঙ্গচেষ্টারহিত, স্থিরদৃষ্টি ও তন্মনস্ক বা একাগ্রচিত্ত দেখিলেই লোকে বলে, ধ্যান করিতেছে। এতদনুসারে নির্ণীত হয়, ধ্যান বা উপাসনা অঙ্গচেষ্টাবিবর্জ্জিত উপবিষ্ট পুরুষেরই কার্য্য।

* নিশ্চলত্বমেব লক্ষ্যীকৃত্য ধ্যায়তিবাদোভবতি লোকে সোঽপি লিঙ্গম্।—বাহিরে নিশ্চলত্ব দেখিলে অন্তরের একাগ্রতা অনুমিত হয়। সেই কারণে অচলভাব দৃষ্টে ধ্যানশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রয়োগসামান্যও উপাসকের আসনাবস্থানের গমক।

† পদ্মকস্বস্তিকাদীন্যাসনানীতি শেষঃ।—স্মৃতিকারেরাও উপাসনায় উপযুক্ত চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসন বিন্যাসের বিধান বলিয়াছেন এবং যোগশাস্ত্রেও পদ্ম-স্বস্তিকাদি আসনের উপদেশ দেখা যায়।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥*

দিগ্দেশকালেষু সংশয়ঃ। কিমস্তি কশ্চিন্নিয়মো নাস্তি বেতি। প্রায়েণ বৈদিকেষ্বারম্ভেষু দিগাদিনিয়মদর্শনাৎ স্যাদিহাপি কশ্চিন্নিয়ম ইতি যস্য মতিস্তং প্রত্যাহ। দিগ্দেশকালেষ্বর্থলক্ষণ এব নিয়মঃ। যত্রৈবাস্য দিশি দেশে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণৈকাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত। 'প্রাচী-

---

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিত ইত্যাদিবচনান্নিয়মে সিদ্ধে দিগ্দেশাদিনিয়মমবাচনিকমপি প্রাচীনপ্রবণে বৈশ্বদেবেন যজেতেতিবৎ বৈদিকারম্ভসামান্যাৎ ক্বচিৎ কশ্চিদাশঙ্কতে তমনুগ্রহীতুমাচার্য্যঃ সুহৃদ্ভাবেনৈতদাহ

পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ ও পূর্ব্বাহ্ণাদি কাল বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। অধিকাংশ বৈদিককার্য্যে দিগাদির নিয়ম দেখা যায়, উপাসনাকর্ম্মও বৈদিক, সেই কারণে সংশয় হয়,—উপাসনাকার্য্যে দিগাদির নিয়ম আছে কি নাই। বৈদিক ক্রিয়ায় দিগাদির নিয়ম দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন—উপাসনা কর্ম্মেও দিগ্দেশাদির নিয়ম আছে, তাঁহাদের প্রতি বলিতেছেন—উপাসনায় পূর্ব্বাদি দিক্, তীর্থাদি দেশ ও প্রদোষাদি কাল, এ সকলের নিয়ম নাই। কিন্তু সে সকল বিষয়ে অর্থলক্ষণ নিয়ম আছে। (অর্থ—একাগ্রতারূপ প্রয়োজন। লক্ষণ—জ্ঞাপক। যাহা যাহা একাগ্রতার উপযুক্ত তাহা তাহাই আদরণীয়। অভিপ্রায় এই যে, উপাসনায় একাগ্রতার যত আদর; দিগাদির তত আদর নাই।) যে দিকে, যে স্থানে ও যে সময়ে বসিলে উপাসক স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ও অন্যেকাগ্র হইতে পারিবেন সেই দিকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপাসনার্থ আসনোপবিষ্ট হইবেন। বৈশ্বদেব ক্রিয়ায় "পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বাভি-

---

* যস্মিন্ দেশে দিশি কালে বা অন্য সাধকস্য একাগ্রতা ধ্যেয়ে লব্ধস্থিতিকং চিত্তং স্যাৎ তত্রৈবাসীনো ভবেৎ। দিগাদিনিয়মো নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। হেতুমাহ—অবিশেষাৎ। বিশেষাশ্রবণাৎ। একাগ্রতায়া এব ইষ্টায়া সর্ব্বত্র সমত্বাচ্চ।—উপাসনায় উপবেশনার্থ পূর্ব্বদিক্ প্রভৃতির নিয়ম নাই। যে দিকে ও যে সময়ে সাধকের চিত্তস্থৈর্য্য হইবে সেই দিকে ও সেই সময়ে যানুকূল আসনে উপবেশন করিবেক। কারণ, শাস্ত্র এমন কিছু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই যে, অমুক দিকে ও অমুক সময়ে বসিয়া উপাসনা করিবেক। বলিবার প্রয়োজনও নাই। উদ্দেশ্য একাগ্রতা—তাহা যে দিকে বসিলে সহজে সম্পন্ন হয় সেই দিকই তাহার গ্রাহ্য।

দিক্‌পূর্ব্বাহ্নপ্রাচীনপ্রবণাদিবৎ বিশেষাশ্রবণাদেকাগ্রতায়া ইষ্টায়াঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ। নন্তু বিশেষমপি কেচিদামনন্তি—

'সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ' ইতি।

সত্যমস্ত্যেবঞ্জাতীয়কো নিয়মঃ। সতি ত্বেতস্মিংস্তদ্গতেষু বিশেষেষ্বনিয়ম ইতি সুহৃদ্ভূত্বা আচার্য্য আচষ্টে।—'মনোঽনুকূলে' ইতি। এষা শ্রুতির্যত্রৈকাগ্রতা তত্রৈত্যেতাবদিতি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

স্ম। যত্রৈকাগ্রতা মনসস্তত্রৈব ভাবনাং প্রযোজয়েৎ। অবিশেষাৎ। ন হ্যত্রাস্তি বৈশ্বদেবাদিবদ্বচনং বিশেষকং তস্মাদিতি।

মুখে, পূর্ব্বাহ্ন কালে ও প্রাগ্‌নিম্ন প্রদেশে বৈশ্বদেব কর্ম্ম করিবেক" এই যেমন বিশেষ শ্রবণ (নির্দ্দিষ্ট শ্রৌত উল্লেখ) আছে, উপাসনা ক্রিয়ায় সেরূপ বিশেষ শ্রবণ কুত্রাপি নাই। না থাকিবার কারণ এই যে, বাঞ্ছনীয় একাগ্রতা সর্ব্বত্রই অবিশেষ। (পূর্ব্বাভিমুখে বসিলেও একাগ্র হওয়া যায় এবং অন্য দিক্ অভিমুখেও একাগ্র হওয়া যায়)। [নন্তু…দর্শয়তি] যদি বল, বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, যথা—"সমান (উচ্চ নীচ রহিত), শুচি, অর্থাৎ পবিত্র, কাঁকর না থাকে, নিকটে অগ্নি না থাকে, বালুকাময় না হয়, কোলাহল না থাকে, জলের নিকট না হয়, মনের অনুকূল হয়, দংশমশকাদির উৎপীড়ন না থাকে, এরূপ স্থানে ও বায়ুবিবর্জ্জিত গুহাদি স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবেক।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ সকল প্রকার (নির্দ্দেশ) অভিহিত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহার কোনও একটাকে নিয়মান্তঃপাতী করা হয় নাই। সমদেশ ব্যতীত হইবেই না, এমন কথা ঐ শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। শাস্ত্রবক্তা আচার্য্য যোগীদিগের সুহৃৎ হইয়া বলিয়াছেন, 'মনোঽনুকূলে—যেখানে যাহার মন একাগ্র হইবে—সে সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবেক। সূত্রকার ব্যাসও জিজ্ঞাসু গণের বন্ধু হইয়া বলিয়াছেন "যত্রৈকাগ্রতা তত্র।"

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥*

আবৃত্তিঃ সর্ব্বোপাসনেম্বাদর্ত্তব্যেতি স্থিতমাদ্যেঽধিকরণে। তত্র যানি তাবৎ সম্যগ্দর্শনার্থান্যুপাসনানি তান্যবঘাতাদিবৎ কার্য্যপর্য্যবসানানীতি জ্ঞাতমেবৈষামাবৃত্তিপরিমাণম্। ন হি সম্যগ্দর্শনে কার্য্যে নিষ্পন্নে যত্নান্তরং কিঞ্চিচ্ছাসিতুং শক্যম্। অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। যানি পুনরভ্যুদয়ফলানি তেম্বেষা চিন্তা। কিং কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মাবর্ত্ত্যোপরমেদুত যাবজ্জীবমাবর্ত্তয়েদিতি। কিং ত্যাবৎ প্রাপ্তম্। কিয়ন্তঞ্চিৎ কালং প্রত্যয়মভ্যস্যোৎ-

অধিকবণবিষয়ং বিবেচয়তি—"তত্র যানি তাব"দিতি। অবিদ্যমান-নিযোজ্যা যা ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তিস্তস্যাঃ। শাস্ত্রং হি নিযোজ্যস্য কার্য্যরূপনিয়োগ সম্বন্ধমববোধয়তীতি তস্যৈব কর্ম্মণ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণমধিকারং তচ্চৈতদুভয়মতীন্দ্রিয়-ত্বাদ্ভবতি শাস্ত্রলক্ষণং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্যে শাস্ত্রস্যার্থবত্ত্বাৎ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতেস্ত

প্রথম বিচারে নির্ণীত হইয়াছে যে, সমুদায় উপাসনায় আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা) অতীব প্রয়োজনীয়। এবং তাহাতেই জানা গিয়াছে, যে সকল উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ অঙ্গ সে সকল তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত আবর্ত্তনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে তাহা আর প্রয়োজনীয় নহে। তণ্ডুল প্রস্তুত করাই অবঘাতের প্রয়োজন তণ্ডুল প্রস্তুত হইলে তখন আর অবঘাতের প্রয়োজন কি। তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপাসনার কার্য্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহাতে আর কোনও কিছু কর্ত্তব্যোপদেশ নাই। কারণ, তত্ত্ব-জ্ঞানে নিয়োগপথাতীত ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী তখন শাস্ত্রের অবিষয় অর্থাৎ অশাস্য হয়। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয় সেই সকল উপাসনায় এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত হইতেছে যে, উপাসক সে সকল কি কিছু কাল আবর্ত্তিত করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? কি, মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তিত করিবেন? [কিং...প্রাপ্তেঃ] বিচারে

* প্রায়ণং মরণং তৎপর্য্যন্তং প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যা। হি যতঃ প্রায়ণকালেঽপ্যাবৃত্তেঃ কর্ত্তব্যত্বং শ্রুতৌ দৃষ্টম্।—উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান মরণকালপর্য্যন্ত করিতে হইবেক, দুই একবার করিলে হইবেক না। কারণ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, মরণকালের উপাস্যজ্ঞানই বিশেষ ফল-প্রদ হয়।

স্যজেৎ'। আবৃত্তিবিশিষ্টস্যোপাসনশব্দার্থস্য কৃতত্বাদিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ।—আপ্রায়ণাদেবাবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ম্। অন্ত্যপ্রত্যয়বশাদদৃষ্টফলপ্রাপ্তেঃ। কর্ম্মাণ্যপি হি জন্মান্তরোপভোগ্যং ফলমারভমাণানি তদনুরূপং ভাবনাবিজ্ঞানং প্রায়ণকালে আক্ষিপন্তি। 'সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি' ইতি চৈবমাদিশ্রুতি-

জীবন্মুক্তেন দৃষ্টত্বান্নাস্তীহ তিরোহিতমিব কিঞ্চনেতি কিমত্র শাস্ত্রং করিষ্যতি, নন্বেবমপ্যভ্যুদয়ফলান্যুপাসনানি তত্র নিযোজ্যনিয়োগলক্ষণস্য চ কর্ম্মণি স্বামিতালক্ষণস্য চ সম্বন্ধস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তত্র সকৃৎ করণাদেব শাস্ত্রার্থসমাপ্তৌ প্রাপ্তায়ামুপাসনপদবেদনীয়াবৃত্তিমাত্রমেব কৃতবত উপরমঃ প্রাপ্তস্তাবতৈব কৃতশাস্ত্রার্থত্বাদিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। সবিজ্ঞানো ভবতীত্যাদিশ্রুতের্যত্র স্বর্গাদিফলানামপি কর্ম্মণাং প্রায়ণকালে স্বর্গাদিবিজ্ঞানাপেক্ষকত্বং তত্র কৈব কথাঽতীন্দ্রিয়ফলানামুপাসনানাম্। তানি খলু আ প্রায়ণং তত্তদুপাস্য-

কি পাওয়া যায়? বিচারের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উপাসনা বা জ্ঞানসন্ততি কিছু কাল অভ্যস্ত করিয়া পরে পরিত্যাগ করিবেক। কারণ, তাহাই উপাসনা শব্দের অর্থ, তাহা করা হইলেই শাস্ত্রার্থ-পালন করা হয়। (উপাসনা = পুনঃ পুন ধ্যান। অর্থাৎ বার বার ধ্যেয় পদার্থ চিত্তারূঢ় করা)। চিন্তার প্রথম কোটীতে এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহার সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে। সাধক তাহা মরণ পর্য্যন্ত আবর্ত্তন করিবেন। কারণ, অদৃষ্টফল অর্থাৎ ভাবিফল মরণকালিক শেষ ধ্যানের দ্বারাই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। [কর্ম্মাণ্যপি...দর্শনাচ্চ] যে সকল জ্ঞানকর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ হইবে সেই সকল জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার মরণকালেই আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রাপ্তব্য ফলমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"সেই ধ্যাতা মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয়। অর্থাৎ ভাবনাময় জ্ঞানে আক্রান্ত হয়। অনন্তর সবিজ্ঞান হইয়া উৎক্রান্ত হয়, গৃহীতদেহ পরিত্যাগ করে। (সবিজ্ঞান হওয়া আর ভাবিফল স্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাময় আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি হওয়া সমান কথা)। চিত্ত মরণকালে যে আকারে অবস্থিতি করে, তাহার মন তখন সেই আকারে প্রাণে আগমন করে। প্রাণ উৎক্রমণ পথ উদানে আইসে। অনন্তর তাহা জীবকে সংকল্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়।" শ্রুতিতে যে তৃণজলায়ুকার

ভ্যস্তৃগজলায়ুকাদিদর্শনাচ্চ। প্রত্যয়াম্বেতে স্বরূপানুবৃত্তিং মুক্ত্বা কিমন্যৎ প্রায়ণকালে ভাবনাবিজ্ঞানমপেক্ষেরন্। তস্মাৎ যে প্রতিপত্তব্যফলভাবনাত্মকাঃ প্রত্যয়াস্তেষ্বাপ্রায়ণাদাবৃত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ 'স যাবৎক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি' ইতি প্রায়ণকালেঽপি প্রত্যয়ানুবৃত্তিং দর্শয়তি। স্মৃতিরপি—

'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'॥ ইতি

'প্রায়ণকালে মনসাঽচলেন' [ভ০গী০] ইতি চ। 'সো-

গোচরবুদ্ধিপ্রবাহবাহিতয়া দৃষ্টেনৈব রূপেণ প্রায়ণসময়ে তদ্বুদ্ধিং ভাবয়িষ্যন্তি। কিমত্র ফলবৎপ্রায়ণসময়ে বুদ্ধ্যাক্ষেপেণ। ন হি দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা যুক্তা। তস্মাৎ আপ্রায়ণং প্রবৃত্তা বৃত্তিরিতি। তদিদমুক্তম্। "প্রত্যযাম্বেতে" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ সর্ব্বাতীন্দ্রিয়বিষয়া 'স যথাক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি তাবৎক্রতুর্হামুং লোকং প্রেত্যাভিসম্ভবতী'তি। ক্রতুঃ সঙ্কল্পবিশেষঃ। স্মৃতয়শ্চোদাহৃতা ইতি।

দৃষ্টান্ত আছে, তদনুসারেও প্রোক্ত সিদ্ধান্ত লব্ধ হয়। [প্রত্যয়া...শ্রাবয়তি] উপাসনাত্মক জ্ঞান যদি ধারাবাহীরূপে মরণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে তাহা হইলে তাহাই তাহার অন্ত্যবিজ্ঞান হইবেক। তাহা অন্য কোন ভাবনাবিজ্ঞান (অদৃষ্টপ্রভাবে সমুদিত জ্ঞান বিশেষ) অপেক্ষা করিবে না। অভিপ্রায় এই যে, যেমন কর্ম্ম দুই এক বার কৃত হইলেই তদ্দ্বারা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, সেই সঞ্চিতাদৃষ্টের দ্বারা মৃত্যুকালে ভাবিফলস্ফূর্ত্তিরূপ ভাবনাবিজ্ঞান (ভাবনাময় আতিবাহিক দেহ) জন্মে, ধ্যানাবৃত্তিরূপ উপাসনায় সেরূপ ব্যবস্থা নহে। ধ্যানই মরণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ধ্যানানুরূপ আতিবাহিক দেহ জন্মায়। অতএব, যে সকল উপাসনার ফল তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি, সে সকল মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এ শরীর ত্যাগ করে" ইত্যাদি। এই শ্রুতি মরণকালেও ধ্যানাবৃত্তি করিতে বলিয়াছেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"হে অর্জ্জুন! জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" "মরণ-

হস্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত' ইতি চ মরণবেলায়াং কর্ত্তব্যশেষং শ্রাবয়তি ॥ ১২ ॥

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥*

গতস্তৃতীয়শেষঃ। অথেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাফলং প্রতি চিন্তা প্রজায়তে। ব্রহ্মাধিগমে সতি তদ্বিপরীতফলং দুরিতং ক্ষীয়তে ন বা ক্ষীয়ত ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তং ফলার্থত্বাৎ

গতস্তৃতীয়শেষঃ সাধনগোচরো বিচারঃ। ইদানীমেতদধ্যায়গতফলবিষয়া চিন্তা প্রতন্যতে। তত্র তাবৎ প্রথমমিদং বিচার্য্যতে কিং ব্রহ্মাধিগমে ব্রহ্মজ্ঞানে সতি ব্রহ্মজ্ঞানফলান্মোক্ষাদ্বিপরীতফলং দুরিতং বন্ধনফলং ক্ষীয়তে ন ক্ষীয়ত ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। শাস্ত্রেণ হি ফলায় যদ্বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চানর্থপরিহারায়াঽশ্বমেধাদি ব্রহ্মহত্যাদি চাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারং কিং তদপূর্ব্বমুপরতেঽপি কর্ম্মণ্যত্র সুখদুঃখোপভোগাৎ প্রাগ্ নাবিরন্তুমর্হতি। স

কালে অচঞ্চল ধ্যেয়াকার চিত্তে—" "সে মৃত্যুকালেও এই তিন্ মন্ত্র (অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংসিতমসি) স্মরণ করিবেক।" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি মরণ পর্য্যন্ত ধ্যানের কর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন।

জ্ঞান সাধন উপাসনা প্রভৃতিতে অত্যধিক আদর দেখাইবার জন্যই ফলাধ্যায়ে কতিপয় সাধন বিচার কৃত হইল। এখন এই ফলাধ্যায়ে বিদ্যাফল বিচারিত হইবে। প্রথমতঃ এই চিন্তা (বিচার) উপস্থিত যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত দুরিত (জ্ঞানপ্রতিবন্ধী পাপ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি না। চিন্তার অর্থাৎ বিচারের প্রথম পক্ষ এই যে, যখন ফল দেওয়াই কর্ম্মের পরম প্রয়োজন, তখন তাহা ফল না দিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতির দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে। যদি তাহা ভোগ উৎপাদন না করিয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বল, তাহা হইলে শ্রুতিকে তিরস্কার করা অর্থাৎ অপ্রমাণ বলা হইবে। স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন—"কর্ম্ম

* তস্য ব্রহ্মণোঽধিগমঃ সাক্ষাৎকারস্তস্মিন্ সতি উত্তরাঘস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বাঘস্য চ বিনাশঃ স্যাৎ। হেতুমাহ তদিতি। উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশয়োর্ব্যপদেশশ্রুতাৎপর্য্যেণ কথনং তস্মাৎ। অঘং পাপম্। উত্তরাঘস্য ভাবিপাপস্য। পূর্ব্বাঘস্য সঞ্চিতপাপরাশেঃ।—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পূর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় এবং পরে যে সকল পাপ ঘটনা হইবে সে সকল তাঁহাতে অশ্লিষ্ট অর্থাৎ লিপ্ত হইবে না। শ্রুতি সেইরূপ কথাই বলিয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

কর্ম্মণঃ ফলমদত্ত্বা ন সম্ভাব্যতে ক্ষয়ঃ। ফলদায়িনী হ্যস্য শক্তিঃ শ্রুত্যা সমধিগতা। যদি তদন্তরেণৈব ফলোপভোগমুপমৃদ্যেত শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। স্মরন্তি চ 'ন হি কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে' [ম০ ভা০] ইতি। নন্বেবং সতি প্রায়শ্চিত্তোপদেশোঽনর্থকঃ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। প্রায়শ্চিত্তানাং নৈমিত্তিকত্বোপপত্তের্গৃহদাহেষ্ট্যাদিবৎ। অপি চ প্রায়শ্চিত্তানাং দোষসংযোগেন বিধানাৎ ভবেদপি দোষক্ষপণার্থতা। ন ত্বেবং ব্রহ্মবিদ্যায়া বিধানমস্তি। নন্বনভ্যুপগম্যমানে ব্রহ্ম-

---

হি তস্য বিনাশহেতুস্তদভাবে কথং বিনশ্যেদিতি তস্যাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রব্যাকোপাচ্চেতি। অদত্তফলঞ্চেৎ কর্ম্মাঽপূর্ব্বং বিনশ্যতি কর্ম্মণ এব ফলপ্রসবসামর্থ্যবোধকশাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেৎ। ন চ প্রায়শ্চিত্তমিব ব্রহ্মজ্ঞানমদত্তফলান্যপি কর্ম্মাপূর্ব্বাণি ক্ষিণোতীতি সাম্প্রতম্। প্রায়শ্চিত্তানামপি তদপ্রক্ষয়হেতুত্বাৎ তদ্বিধানস্য চৈনস্বিনবাধিকাবিপ্রাপ্তিমাত্রেণোপপত্তাবুপাত্তদুরিতনিবর্হণফলাক্ষেপকত্বাযোগাৎ। অতএব স্মরন্তি—নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মেতি। যদি পুনরপেক্ষিতোপায়তায়া প্রায়শ্চিত্তবিধির্নিয়োজ্যবিশেষপ্রতিলম্ভমাত্রেণ নির্বৃণোতীত্যপেক্ষিতাকাঙ্ক্ষায়াং দোষসংযোগেন শ্রবণাত্তন্নিবর্হণফলঃ কল্পেত তথাঽপি ব্রহ্মজ্ঞানস্য তৎসংযোগেনাশ্রবণান্ন দুরিতনিবর্হণসামর্থ্যে প্রমাণমস্তি। মোক্ষ-

ভোগ ব্যতীত কোটিকল্পেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।" ['নন্বেবং...ভবিষ্যতি] বলিতে পার যে, তবে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ ব্যর্থ। কিন্তু আমরা দেখাইব, ব্যর্থ নহে। প্রায়শ্চিত্ত সকল গৃহদাহেষ্টির ন্যায় নৈমিত্তিক। * পাপ দোষ বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় না। পাপক্ষয়ার্থ বিহিত বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশক ক্ষমতা থাকিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপে বিহিত না হওয়ায় তাহার পাপনাশক ক্ষমতা থাকা মানিতে পার না। কর্ম্ম যদি ব্রহ্মজ্ঞানে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় আর যদি তাহা অবশ্য ভোক্তব্যই হয়, তাহা হইলে কাহারও কস্মিন্ কালে মোক্ষ হইবেক না, এমন আপত্তি করিতে পার না। কর্ম্ম যেমন দেশ কাল ও নিমিত্ত অনুসারে ফলপ্রসব করিয়া থাকে

---

* অগ্নিহোত্রী দিগের অগ্নিগৃহ দগ্ধ হইলে যে দোষ হয় সে দোষ বিনাশার্থ একটি যাগের বিধান আছে। যাগটির নাম ক্ষামবতী। ক্ষামবতী যাগ করিলে গৃহদাহজন্য দোষ নষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রের সেই সেই স্থানে লিখিত আছে

বিদঃ কর্ম্মক্ষয়ে তৎফলস্যাবশ্যভোক্তব্যত্বাদনির্ম্মোক্ষঃ স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে। দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবদ্ভবিষ্যতি। তস্মাৎ ন ব্রহ্মবিদ্যাধিগমে দুরিতনিবৃত্তিঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—তদধিগমে। ব্রহ্মাঽধিগমে সত্যুত্তরপূর্ব্বাঽঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ। উত্তরস্যাশ্লেষঃ। পূর্ব্বস্য বিনাশঃ। কস্মাৎ। তদ্ব্যপদেশাৎ। তথা হি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমানসম্বন্ধস্যাগামিনো দুরিতস্যানভিসম্বন্ধং বিদুষো ব্যপদিশতি 'যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে' ইতি। তথা বিনাশমপি পূর্ব্বোপচিতস্য দুরিতস্য ব্যপদিশতি 'তদ্‌যথেষীকা তূলমগ্নৌ' প্রোতং

বত্তস্যাপি স্বর্গাদিফলবদ্দেশকালনিমিত্তাপেক্ষয়োপপত্তেঃ। শাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ সম্ভবিষ্যতি অসাববস্থা যস্যামুপভোগেন সমস্তকর্ম্মক্ষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষং প্রসোষ্যতি। যোগর্দ্ধ্যেব বা দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে বহূনি শরীবেন্দ্রিয়াণি নির্ম্মায় ফলান্যুপভুজ্যার্দ্ধেন যোগসামর্থ্যেন যোগী কর্ম্মাণি ক্ষপয়িত্বা মোক্ষী সম্পৎস্যতে। স্থিতে চৈতস্মিন্নর্থে ন্যায়বলাৎ যথা পুষ্করপলাশ ইত্যাদিব্যপদেশো ব্রহ্মবিদ্যাস্তুতিমাত্রপরতয়া ব্যাখ্যেয় ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। ব্যাখ্যায়েতৈবং ব্যপদেশো যদি কর্ম্মবিধিবিরোধঃ স্যান্ন ত্বয়মস্তি। শাস্ত্রং হি ফলোৎপাদনসামর্থ্যমাত্রং কর্ম্মণামব

তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানও দেশকালাদি নিমিত্ত অনুসারে মোক্ষফল প্রসব করিতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, সঞ্চিত কর্ম্ম সকল ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তখন মোক্ষলাভ হইবেক)। [তস্মাৎ...ব্যপদেশাৎ] প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষলাভ হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যে দুরিত নিবৃত্তি হয় তাহা হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপ ব্যপদেশ (সঞ্চিত পাপের নাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অস্পর্শ বর্ণিত) আছে। [তথা হি...ইতি] শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রকরণে বলিয়াছেন যে, জ্ঞান হওয়ার পর যে সকল পাপকার্য্য ঘটনা হইবেক সে সকলের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ অর্থাৎ সংস্পর্শ সম্ভব হয় না। যথা—"জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না তেমনি পাপকর্ম্ম সকল জ্ঞানীতে লিপ্ত হয় না।" আবার অন্য শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-

প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' ইতি। অয়মপরঃ কর্ম্মক্ষয়ব্যপদেশো ভবতি।

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইতি।

যদুক্তমনুপভুক্তফলস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়কল্পনায়াং শাস্ত্রকদর্থনং স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। ন হি বয়ং কর্ম্মণঃ ফলদায়িনীং শক্তিমবজানীমহে। বিদ্যত এব সা। সা তু বিদ্যাদিনা কারণান্তরেণ প্রতিবধ্যত ইতি বদামঃ। শক্তিসদ্ভাবমাত্রে চ শাস্ত্রং

গময়তি ন তু কুতশ্চিদাগন্তুকান্নিমিত্ততঃ প্রায়শ্চিত্তাদেস্তদপ্রতিবন্ধমপি। তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। যদি শাস্ত্রবোধিতফলপ্রসবসামর্থ্যমপ্রতিবদ্ধমাগন্তুকেন কেনচিৎ কর্ম্মণা ততস্তৎফলং প্রসূত এবেতি ন শাস্ত্রব্যাঘাতঃ। নাভুক্তং কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইতি চ স্মরণমপ্রতিবদ্ধসামর্থ্যকর্ম্মাভিপ্রায়ম্। দোষক্ষয়োদ্দেশেন চাপরবিদ্যানামস্তি প্রায়শ্চিত্তবদ্বিধানমৈশ্বর্য্যফলানামপ্যুভয়সংযোগাবিশেষাৎ। যত্রাপি নির্গুণায়াং পরবিদ্যায়াং দোষোদ্দেশো নাস্তি তত্রাপি তৎস্বভাবালোচনাদেব তৎপ্রক্ষয়প্রসবসামর্থ্যমবসীয়তে। ন হি তত্ত্বমসিবাক্যার্থপরিভাবনাভুবা প্রসংখ্যানেন নিমৃষ্টনিখিলকর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদিবিভ্রমো জীবঃ ফলোপভোগেন যুজ্যতে। ন হি রজ্জ্বাং ভুজঙ্গসমারোপনিবন্ধনা ভয়কম্পাদয়ঃ সতি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারে প্রভবন্তি কিন্তু সংস্কারশেষাৎ কিঞ্চিৎ কালমনুবৃত্ত্যাপি নিবর্ত্তন্ত এব। অমুমে-

রাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যথা—"যেমন তুলা সকল অগ্নিতে দগ্ধ হয় তেমনি জ্ঞান হইলে সঞ্চিত পাপরাশিও দগ্ধ হইয়া যায়।" এইরূপ আর একটী কর্ম্মক্ষয়ের উল্লেখ আছে। যথা—"সেই পরাবর পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং সমুদায় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" [যদুক্ত...স্মৃতিভ্যঃ] বলিয়াছিলে যে, ভোগব্যতিরেকেও কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে শাস্ত্রার্থ ভঙ্গ করা হয়, তদুত্তরে বলিতেছি, তাহা হয় না। আমরা, কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি নাই অথবা তাহা অকিঞ্চিৎকর, এমন কথা বলি না। আমরা বলি, তাহা আছে পরন্তু তাহা বিদ্যাদি কারণে প্রতিবদ্ধ হয় (নিরুদ্ধ হয়, ফল দিতে পারে না।) নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইত্যাদি শাস্ত্র কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে, এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, তাহা অবরুদ্ধ হয় কি-না তাহা বলেন নাই। অপিচ, ঐ স্মৃতি ঔৎসর্গিক অর্থাৎ

ব্যাপ্রিয়েত ন প্রতিবন্ধাপ্রতিবন্ধয়োরপি। ন হি কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইত্যেতদপি স্মরণমৌৎসর্গিকম্। ন হি ভোগাদৃতে কর্ম্ম ক্ষীয়তে তদর্থত্বাদিতি। ইষ্যত এব প্রায়শ্চিত্তাদিনা দুরিতস্য ক্ষয়ঃ। 'সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে য উ চৈনমেবং বেদ' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। যত্তূক্তং নৈমিত্তিকানি প্রায়শ্চিত্তানি ভবিষ্যন্তীতি তদসৎ। দোষসংযোগেন চোদ্যমানানামেষাং দোষনির্হৃতিফলসম্ভবে ফলান্তরকল্পনানুপপত্তেঃ। যৎপুনরেতদুক্তং ন প্রায়শ্চিত্তবৎ

বার্থমনুবদন্তো যথা পুষ্করপলাশ ইত্যাদয়ো ব্যপদেশাঃ সমবেতার্থাঃ সন্তো ন স্তুতিমাত্রতয়া কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানমর্হন্তি। ননূক্তং সন্তবিষ্যতি সাবস্থা জীবাত্মনো

সাধারণভাবে অভিহিত। ভোগই কর্ম্মের ফল, সুতরাং বিনা ভোগে কর্ম্মের বিনাশ নাই, এই ব্যাপক বা সামান্য শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা সঙ্কুচিত সুতরাং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাও পাপ বিনাশ স্বীকৃত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ নিবৃত্তি হওয়ার প্রমাণ এই— "যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে জ্ঞানী সে সর্ব্বপাপ উত্তীর্ণ ও ব্রহ্মহত্যা পাপ উত্তীর্ণ হয়।" [যত্তূক্তং পত্তেঃ] প্রায়শ্চিত্ত সকল নৈমিত্তিক অর্থাৎ আগন্তুক কারণে বিহিত। যেমন পুত্রজন্ম কারণে জাতেষ্টি ও গৃহদাহ কারণে ক্ষামবতী ইষ্টি (যাগ), সেইরূপ। সুতরাং সে সকলের দ্বারা পাপ বিনাশ সম্ভাবনা নাই, এ অভিপ্রায় সাধু নহে। কারণ, পাপসংযোগেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান, সুতরাং পাপবিনাশ ফলের সম্ভাবনা থাকিতে ফলান্তর কল্পনা (অনুমান) অন্যায্য। [যৎ পুনরেতদুক্তং ..সিদ্ধিঃ] পাপক্ষয় উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তেরই বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় না, এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সগুণ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। সেই সেই সগুণ-উপাসনা বাক্যের শেষভাগে উপাসকের ঐশ্বর্য্যলাভ ও পাপক্ষয় হওয়ার কথা লিখিত আছে। তাহা যে বিবক্ষিত নহে, এমন কথা বলিতে পার না। বলিবার কারণও নাই। সুতরাং নিশ্চয় হয়, অগ্রে পাপক্ষয় পরে ঐশ্বর্য্যাগম সেই সেই উপাসনার অবশ্যম্ভাবী ফল। অসম্ভব বলিয়া নির্গুণ উপাসনার বিধান নাই সত্য; কিন্তু না থাকিলেও তাহাতে আপনার নির্গুণতা ও নিষ্ক্রিয়তা সাক্ষাৎকার হওয়ায় সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম

দোষক্ষয়োদ্দেশেন বিদ্যাবিধানমস্তীতি। অত্র ক্রমঃ। সগুণাসু তাবদ্বিদ্যাসু বিদ্যত এব বিধানম্। তাসু চ বাক্যশেষে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ পাপনিবৃত্তিশ্চ বিদ্যাবত উচ্যতে। তয়োশ্চাবিবক্ষাকারণং নাস্তীত্যতঃ পাপ্মপ্রহাণপূর্ব্বকৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিস্তাসাং ফলমিতি নিশ্চীয়তে। নির্গুণায়াস্তু বিদ্যায়াং যদ্যপি বিধানং নাস্তি তথাপ্যকর্ত্রাত্মবোধাৎ কর্ম্মপ্রদাহসিদ্ধিঃ। অশ্লেষ ইতি চাগামিষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বমেব ন প্রতিপদ্যতে ব্রহ্মবিদিতি দর্শয়তি। অতিক্রান্তেষু তু যদ্যপি মিথ্যাজ্ঞানাৎ

যস্মাং পর্য্যায়েণোপভোগাদ্বা যোগর্দ্ধেঃ প্রভাবতো যুগপন্নৈকবিধকায়নির্ম্মাণেনাপর্য্যায়েণোপভোগাদ্বা জন্তুঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়িত্বা মোক্ষী সম্পৎস্যত ইত্যত

দগ্ধ হইয়া যায়। [অশ্লেষ · স্যাৎ] যেমন আত্মযাথার্থ্যজ্ঞানে সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ সিদ্ধ হয় তেমনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মের অশ্লেষ (ভবিষ্যতে কর্ম্মলিপ্ত না হওয়া) হইয়া থাকে। তাহার কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে কোনও কর্ম্মে আপনার কর্তৃত্ব অনুভব করে না, সুতরাং কর্তৃত্ব অনুভব না করায় তাহার স্বভাবপ্রবৃত্ত যাদৃচ্ছিক কর্ম্ম সকল পুণ্যপাপ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎকর্তৃক যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সে সকল কর্ম্মে তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভ্রম ছিল এবং তাহাতে তাহার শুভাশুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু ইদানীং জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায় জ্ঞানের সামর্থ্যে তাহার সে ভ্রম অপগত হওয়ায় সে সকল অদৃষ্টও লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুই রহস্য (তথ্য) বুঝাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস অশ্লেষ ও বিনাশ এই দুই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞানী জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত ছিলেন, আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া জানিতেন, ইদানীং জ্ঞান হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছেন। এখন তিনি আপনাকে ত্রৈকালিক অকর্ত্তা অভোক্তা বলিয়া জানিতেছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন্ কালের কোনও কালে আমি কর্ত্তা ভোক্তা নহি এবং সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আমি, এইরূপে অনুভব করিতেছেন। এবম্প্রকার অনুভবের সামর্থ্যেই তাদৃশ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীর মোক্ষ উপপন্ন হয়। জ্ঞানে যদি কালকালান্তরের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মাপূর্ব্ব (পুণ্যপাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত না হইত

কর্ত্তৃত্বং প্রতিপেদ ইব তথাপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তেস্তান্যপি প্রলীয়ন্ত ইত্যাহ বিনাশ ইতি। পূর্ব্বপ্রসিদ্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বরূপবিপরীতং হি ত্রিষপি কালেষকর্ত্তৃত্বাভোক্তৃত্বস্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি নেতঃ পূর্ব্বমপি কর্ত্তা ভোক্তা বাঽহমাসং নেদানীং নাপি ভবিষ্যতি কাল ইতি ব্রহ্মবিদবগচ্ছতি। এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যনাদিকালপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ। ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষো মোক্ষঃ কর্ম্মফলবৎ ভবিতুমর্হতি। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য। তস্মাৎ ব্রহ্মাধিগমে দুরিতক্ষয় ইতি স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

আহ "এবমেব চ মোক্ষ উপপদ্যতে" ইতি। অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি কর্ম্মাশয়া অনিয়তকালবিপাকাঃ ক্রমবতা তাবৎ ভোগেন ক্ষেতুমশক্যাঃ। ভুঞ্জানঃ খল্বয়মপরানপি সঞ্চিনোতি কর্ম্মাশয়ানিতি নাপ্যপর্য্যায়মুপভোগেনাসক্তঃ কর্ম্মান্তরাণ্যসঞ্চিন্বানঃ ক্ষেষ্যতীতি সাম্প্রতম্। কল্পশতানি ক্রমকালভোগ্যানাং সম্প্রতি ভোক্তুমসামর্থ্যাৎ দীর্ঘকালফলানি চ কর্ম্মাণি কথমেকপদে ক্ষেষ্যন্তি। তস্মাৎ নান্যথা মোক্ষসম্ভবঃ। ননু সৎস্বপি কর্ম্মাশয়ান্তরেষু সুখদুঃখফলেষু মোক্ষফলত্বাৎ কর্ম্মণঃ সমুদাচবতো ব্রহ্মভাবমনুভূষার্থলব্ধবিপাকানাং কর্ম্মান্তরাণাং ফলানি ভোক্ষ্যন্তি ইত্যত আহ "ন চ দেশকালনিমিত্তাপেক্ষঃ" ইতি। ন হি কার্য্যঃ সন্ মোক্ষো মোক্ষো ভবিতুমর্হতি ব্রহ্মভাবো হি সঃ। ন চ ব্রহ্ম ক্রিয়তে নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। "পরোক্ষত্বানুপপত্তেশ্চ জ্ঞানফলস্য।" জ্ঞানফলং খলু মোক্ষোঽভ্যুপেয়তে। জ্ঞানস্য চানন্তরভাবিনি জ্ঞেয়াভিব্যক্তিঃ ফলং সৈবাবিদ্যোচ্ছেদমাদধতী ব্রহ্মস্বভাবস্বরূপাবস্থানলক্ষণায় মোক্ষায় কল্পতে। এবং হি দৃষ্টার্থতা জ্ঞানস্য স্যাৎ। অপূর্ব্বাধানপরম্পরয়া জ্ঞানস্য মোক্ষফলে কল্প্যমানে জ্ঞানস্য পরোক্ষফলত্বমদৃষ্টার্থত্বং ভবেৎ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা যুক্তেত্যর্থঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মাধিগমে ব্রহ্মজ্ঞানে সত্যদ্বৈতসিদ্ধৌ দুরিতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্।

তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও মোক্ষ হইত না। এবং মোক্ষশাস্ত্র প্রলাপ তুল্য হইত। [ন চ...স্থিতম্] মোক্ষ কর্ম্মফল স্বর্গাদির সমনিয়মান্বিত নহে। কর্ম্মফল স্বর্গাদি যেমন দেশকালাদির অধীন, জ্ঞানফল মোক্ষ সেরূপ নহে। তাহাতে অনিত্যতা দোষ ও অপরোক্ষতার ব্যাঘাত আছে। মোক্ষ যে

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥*

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে বন্ধহেতোরঘস্য স্বাভাবিকস্যাশ্লেষবিনাশৌ জ্ঞাননিমিত্তৌ শাস্ত্রব্যপদেশান্নিরূপিতৌ। ধর্ম্মস্য পুনঃ শাস্ত্রীয়ত্বাৎ শাস্ত্রীয়েণ জ্ঞানেনাবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরাকরণায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াতিদেশঃ ক্রিয়তে। ইতরস্যাঽপি পুণ্যস্য কর্ম্মণ এবমঘবদসংশ্লেষো বিনাশশ্চ জ্ঞানবতো ভবতঃ। কুতঃ। তস্যাঽপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফলপ্রতিবন্ধিত্বপ্রসঙ্গাৎ। 'উভে

* অধর্ম্মস্য স্বাভাবিকত্বেন রাগাদিনিবন্ধনত্বেন শাস্ত্রীয়েণ ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রতিবন্ধো যুক্তঃ। ধর্ম্মজ্ঞানয়োস্ত শাস্ত্রীয়ত্বেন জ্যোতিষ্টোমদর্শপৌর্ণমাসবদবিরোধান্নোচ্ছেদ্যোচ্ছেত্তৃভাবো যুজ্যতে। পাপ্মনশ্চ বিশেষতো ব্রহ্মজ্ঞানোচ্ছেদ্যত্বশ্রুতের্ধর্ম্মস্য ন তদুচ্ছেদ্যত্বম্। বিশেষবিধানস্য শেষপ্রতিষেধনান্তরীয়কত্বেন লোকতঃ সিদ্ধেঃ। যথা দেবদত্তো দক্ষিণেনাক্ষ্ণা পশ্যতীত্যুক্তে ন বামেন পশ্যতীতি

নিত্যাপরোক্ষ তাহা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ। অতএব, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে পাপ থাকে না, তাহা সমূলে উন্মূলিত হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্ব বিচারে শাস্ত্রীয় উল্লেখ অনুসারে সিদ্ধান্তিত বা নিরূপিত হইল যে, জ্ঞান হইলে সংসারবন্ধনের কারণ সঞ্চিত পাপের বিনাশ ও আগামী পাপের অশ্লেষ (অস্পর্শ) হয়। পুণ্যের অবস্থা কি হয় তাহা তাহাতে জানা যায় নাই। সে জন্য আশঙ্কা হয়, পুণ্যও শাস্ত্রীয়, জ্ঞানও শাস্ত্রীয়, সুতরাং পুণ্যের সহিত জ্ঞানের নাশ্যনাশকভাব না থাকিতেও পারে। অর্থাৎ জ্ঞান হইলে পুণ্য বিনাশ না হইতেও পারে। সূত্রকার ব্যাস ঐ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ পূর্ব্বসিদ্ধান্তের অতিদেশ করিয়াছেন—জ্ঞান হইলে পাপের অশ্লেষ বিনাশের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ বিনাশ হয়। কারণ এই যে, পুণ্যও ভোগের উৎপাদক, সে বিধায় তাহাও জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ফলিতার্থ এই যে, পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে জন্য তাহারও বিনাশ স্বীকার্য্য। [উভে...প্রয়োগাৎ]

* ইতরস্য পাপান্যস্য পুণ্যস্য অপি এবং পাপস্যেবাশ্লেষো বিদুষো ভবতি। অশ্লেষ ইত্যুপলক্ষণং বিনাশোঽপি ভবতি। ফলহেতুত্বেন প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাদিতি ভাবঃ। তু অবধারণে। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ পাপপুণ্যয়োরশ্লেষবিনাশসিদ্ধের্বিদ্যাবতঃ শরীরপাতানন্তরং মুক্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি যোজনা।—জ্ঞানের সামর্থ্যে যেমন পাপের বিনাশ ও অস্পর্শ সংঘটন হয় তেমনি পুণ্যেরও বিনাশ ও অস্পর্শ হয়। পাপপুণ্য উভয়ের অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর বিদেহকৈবল্য অবশ্যম্ভাবী।

ওঁ হৈবৈষ এতেন তরতি' ইত্যাদিশ্রুতিষু দুষ্কৃতবৎ সুকৃতস্যা-হপি প্রণাশব্যপদেশাৎ অকর্ত্রাত্মবোধনিমিত্তস্য চ কর্ম্মক্ষয়স্য সুকৃতদুষ্কৃতয়োস্তুল্যত্বাৎ 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি' ইতি চাবি-শেষ শ্রুতেঃ। যত্রাপি কেবল এব পাপ্মশব্দঃ পঠ্যতে তত্রাপি তেনৈব পুণ্যমপ্যাকলিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। জ্ঞানাপেক্ষয়া নিকৃষ্টফলত্বাৎ। অস্তি চ শ্রুতৌ পুণ্যেহপি পাপ্মশব্দঃ 'নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ' ইত্যত্র সহ দুষ্কৃতেন সুকৃতমপ্যনু-ক্রম্য 'সর্ব্বে পাপ্মানোহতো নিবর্ত্তন্তে' ইত্যবিশেষেণৈব

গম্যতে। উভে হ্যেবৈষ এতে তরতীতি চ যথাসম্ভবং ব্রহ্মজ্ঞানেন দুষ্কর্তং ভোগেন সুকৃতমিতি। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণীতি চ সামান্যবচনং সর্ব্বে পাপ্মান ইতি বিশেষশ্রবণাৎ পাপকর্ম্মাণীতি বিশেষ উপসংহরণীয়ম্। তস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাৎ দুষ্কৃতস্যৈব ক্ষয়ো ন সুকৃতস্যেতি প্রাপ্তে পূর্ব্বাধিকরণবাদ্ধান্তোহতিদিশ্যতে। নো খলু ব্রহ্মবিদ্যা কেন চিদদৃষ্টেন দ্বারেণ দুষ্কৃতমপনযত্যপি তু দৃষ্টেনৈব ভোক্তৃভোক্তব্যভোগাদিপ্রবিলযদ্বারেণ তচ্চৈতত্তুল্যং সুকৃতেহপীতি কথমেত-দপি নোচ্ছিন্দ্যাৎ। এবঞ্চ সতি ন শাস্ত্রীয়ত্বসাম্যমাত্রমবিবোধহেতুঃ। ন হি প্রত্যক্ষত্বসামান্যমাত্রাদবিবোধো জলানলাদীনাম্। ন চ সুকৃতশাস্ত্রমনর্থকম-ব্রহ্মবিদং প্রতি তদ্বিধেবর্থবত্ত্বাৎ। এবমবস্থিতে চ পাপশ্রুত্যা পুণ্যমপি গ্রহীত-ব্যম্। ব্রহ্মজ্ঞানমপেক্ষ্য পুণ্যস্য নিকৃষ্টফলত্বাৎ। তৎ ফলং হি ক্ষযাতিশয়বৎ।

"এই জ্ঞানী পাপ ও পুণ্য এই উভয় হইতে উত্তীর্ণ হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে দুষ্কৃত কর্ম্মেব বিনাশেব ন্যায় সুকৃত কর্ম্মেবও বিনাশ অভিহিত হইযাছে। এ বিষযে যুক্তিও আছে। যুক্তি এই যে, আত্মাব অকর্তৃভাব সাক্ষাৎকাব হইলে তন্নিবন্ধন যে কর্ম্মক্ষয ঘটনা হয সে ঘটনা সুকৃত দুষ্কৃত উভযত্রই সমান। (ভাবার্থ এই যে, সুকৃতও কর্ম্ম, দুষ্কৃতও কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মক্ষয শব্দে উক্ত উভযের লাভ অবশ্যম্ভাবী)। "এই জ্ঞানীব সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয" ইত্যাদি শ্রুতিতেও অবিশেষে কর্ম্মক্ষয হওযাব উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কেবল দুষ্কর্ম্মেবই ক্ষয় হয়, এরূপ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয় না। যে সকল শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অর্থাৎ স্পষ্ট পাপশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইবে সে সকল শ্রুতিতেও পুণ্যশব্দেব সংগ্রহ করিতে হইবেক। কারণ, পুণ্যও জ্ঞানফল মোক্ষেব প্রতিবন্ধক ও জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। শ্রুতিতেও পুণ্যেব উপব পাপশব্দেব প্রয়োগ আছে। যথা—"দিবা ও রাত্রি এই দুই 'সেতু (মর্য্যাদা) ইহাকে

প্রকৃতেষু পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ। পাতে ত্বিতি তু শব্দোঽব-ধারণার্থঃ। এবং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োর্ব্বন্ধহেত্বোর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাদশ্লেষ-বিনাশসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবিনী বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিরিত্যব-ধারয়তি ॥ ১৪ ॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥*

পূর্ব্বয়োরধিকরণয়োর্জ্ঞাননিমিত্তঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্ব্বিনা-শোঽবধারিতঃ। স কিমবিশেষেণারব্ধকার্য্যয়োরনারব্ধকার্য্য-য়োশ্চ ভবত্যুত বিশেষেণারব্ধকার্য্যয়োরেবেতি বিচার্য্যতে।

ন হ্যেবং মোক্ষোনিরতিশয়ত্বান্নিত্যত্বাচ্চ। দৃষ্টপ্রয়োগশ্চায়ং পাপ্মশব্দো বেদে পুণ্যপাপয়োঃ। তদ্‌যথা পুণ্যপাপে অনুক্রম্য সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্ত ইত্যত্র। তস্মাদবিশেষেণ পুণ্যপাপয়োরশ্লেষবিনাশাবিতি সিদ্ধম্।

যদ্যদ্বৈতজ্ঞানস্বভাবালোচনয়োত্তরপূর্ব্বসুকৃতদুষ্কৃতযোরশ্লেষবিনাশৌ হন্ত আরব্ধানারব্ধকার্য্যযোশ্চাবিশেষেণৈব বিনাশঃ স্যাৎ। কর্ত্তৃকর্ম্মাদিপ্রবিলয়স্যো-

---

(কর্ম্মকে) অতিক্রম করিতে পারে না।" এতৎপ্রস্তাবে দুষ্কৃতের সহিত সুকৃ-তের আকর্ষণ করতঃ অবশেষে "ইহাতেই সমুদায় পাপ লয়প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি প্রকারে প্রস্তাবিত পুণ্যের উদ্দেশেও পাপশব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। [পাতে...ধারয়তি] তু-শব্দের অর্থ অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়। সংসারবন্ধনের কারণীভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিদ্যার সামর্থ্যে অশ্লেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় সুতরাং দেহ পাতের পর জ্ঞানীর মোক্ষ অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী।

পর পর দুই বিচারে অবধারিত হইয়াছে, জ্ঞান হইলে সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সঞ্চিত ক্ষয় হয় কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয় কি অবিশেষে সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা অবধারিত হয় নাই। সেইজন্য এই ১৫ সূত্রে তাহার অবধারণার্থ বিচার আরব্ধ হইল। "এই জ্ঞানী সুকৃত

---

* অনারব্ধং অপ্রবৃত্তং কার্য্যং ফলং যয়োস্তাদৃশে এব সুকৃতদুষ্কৃতে তত্ত্বজ্ঞানাৎ ক্ষীয়েতে নত্বারব্ধফলে। হেতুমাহ তদিতি। তস্য দেহপাতাবধিত্বোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।—পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, মাত্র সংস্কাররূপে সঞ্চিত আছে এবং যে সকল কর্ম্ম এতৎ শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান হইলে দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ সে সকল আর সুখদুঃখাদি সংসারফল প্রসব করে না। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম এতজ্জন্ম জন্মাইয়া এত-জ্জন্মযোগ্য ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সকল তত্ত্বজ্ঞানে দগ্ধ হয় না। সেই জন্য এতজ্জন্ম ও এতজ্জন্মানুরূপ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানফল মোক্ষ অবরুদ্ধ থাকে।

তত্র 'উভে উ হৈবৈষ এতেম তরতি' ইত্যেবমাদিশ্রুতিষ্ববিশেষশ্রবণাদবিশেষেণৈব ক্ষয় ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অনারব্ধকার্য্যে এব ত্বিতি। অপ্রবৃত্তে ফলে এব পূর্ব্বে জন্মান্তরসঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃতদুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে ন ত্বারব্ধকার্য্যে সামিভুক্তফলে যাভ্যামেতৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্ম্মিতম্। কুত এতৎ। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে' ইতি শরীর-

---

ভয়ত্রাবিশেষাৎ। তন্নিবন্ধনত্বাচ্চ বিনাশস্য। ন চ সংস্কারশেষাৎ কুলালচক্রভ্রমণবদনুবৃত্তিঃ। বস্তুনঃ খল্বনুবৃত্তিঃ। মাযাবাদিনশ্চ পুণ্যপাপয়োশ্চ মায়ামাত্রবিনির্ম্মিতত্বেন মায়ানিবৃত্তৌ ন পুণ্যাপুণ্যে ন তৎসংস্কারোবস্তুসন্তীতি কস্যানুবৃত্তিঃ। ন চ রজ্জৌ সর্পাদিবিভ্রমজনিতা ভয়কম্পাদযো নিবৃত্তেঽপি বিভ্রমে যথানুবর্ত্তন্তে তথেহাপীতি যুক্তম্। তত্রাপি সর্পাসত্ত্বেঽপি তজ্জ্ঞানস্য সত্ত্বে তজ্জনিতভয়কম্পাদীনাং তৎসংস্কাবাণাঞ্চ বস্তুসত্ত্বেন নিবৃত্তেঽপি বিভ্রমেঽনিবৃত্তেঃ। অত্র তু ন মায়া ন তজ্জঃ সংস্কারো ন তদ্গোচর ইতি তুচ্ছত্বাৎ কিমনুবর্ত্তেত। ন সংস্কাবশেষো ন কর্ম্মেত্যবিশেষেণাবব্ধকার্য্যাণামনারব্ধকার্য্যাণাঞ্চ নিবৃত্তিঃ। ন চ তস্য তাবদেব চিবং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যত ইতি

দুষ্কৃত উভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়" এতৎ শ্রুতিতে সামান্যতঃ পুণ্যপাপ ক্ষয়ের শ্রবণ থাকায় প্রথমতঃ প্রাপ্ত হওযা যায, আরব্ধ অনারব্ধ সমুদায কর্ম্মই অবিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয। এই আপাত প্রাপ্ত পক্ষেব বা সংশয়িত জ্ঞানেব সিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—অনারব্ধ অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [অপ্রবৃত্তে...নাচক্ষীত] অনারব্ধকার্য্য অর্থাৎ অপ্রবৃত্তফল। যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ জন্মাইতে আরম্ভ করে নাই, সঞ্চিত আছে, তুষ্ণীম্ভাবে আছে, তাহা। জ্ঞান হইলে জন্মান্তরসঞ্চিত ও এতজ্জন্মসঞ্চিত তাদৃশ শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্দ্ধভুক্ত আরব্ধকর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, শরীর জন্মাইয়াছে, সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে ভোগও হইয়াছে, জ্ঞান হইলেও সে সকল কর্ম্ম নষ্ট হয় না। তাহা ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। কারণ, শ্রুতি তাহা সেইরূপ সীমাবধারণ করিয়া বুঝাইযা দিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞান হইলেও মুক্ত হইতে তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যে পর্য্যন্ত তাহার শরীর পাত না হয়। শরীর পাতের পরেই তাহার ব্রহ্মসম্পত্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়।" এই শ্রুতিতে ক্ষেমপ্রাপ্তির

পাতাবধিকরণাৎ ক্ষেমপ্রাপ্তেঃ। ইতরথা হি জ্ঞানাদশেষ-কর্ম্মক্ষয়ে সতি স্থিতিহেত্বভাবাৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যনন্তরমেব ক্ষেম-মশ্নুবীত তত্র শরীরপাতপ্রতীক্ষাং নাচক্ষীত। নন্বু বস্তুবলেনৈ-বায়মকর্ত্রাত্মবোধঃ কর্ম্মাণি ক্ষপয়ন্ কথং কানিচিৎ ক্ষপয়েৎ কানিচিচ্চোপেক্ষেৎ। ন হি সমানেঽগ্নিবীজসম্পর্কে কেষা-ঞ্চিদ্বীজশক্তিঃ ক্ষীয়তে কেষাঞ্চিন্ন ক্ষীয়ত ইতি শক্যমঙ্গীকর্ত্তু-

---

শ্রুতের্দেহপাতপ্রতীক্ষাবন্ধকার্য্যাণাং যুক্তা। ন হ্যেষা শ্রুতিববধিভেদবিধায়ি-নী, কিন্তু ক্ষিপ্রতাপরা। যথা লোক এতাবন্মে চিরং যৎ স্নাতো ভুঞ্জানশ্চেতি। ন হি তত্র স্নানভোজনে অবধিত্বেন বিধীয়েতে কিন্তু ক্ষেপীয়স্তা প্রতিপাদ্যতে। উভয়বিধানে হি বাক্যং ভিদ্যেতাবধিভেদশ্চিরতা চ। ইতি প্রাপ্তেঽভিধি-য়তে। যদ্যপ্যদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারোঽনাদ্যবিদ্যোপদর্শিতপ্রপঞ্চমাত্রবিরো-ধিতয়া তন্মাত্রবিরোধিতয়া তন্মধ্যপতিতসকলকর্ম্মবিরোধী তথাপ্যনারব্ধবিপাকং কর্ম্মজাতং দ্রাগিত্যেব সমুচ্ছিনত্তি ন ত্বারব্ধবিপাকং সম্পাদিতজাত্যায়ুর্ব্বিততপূ-র্ব্বাপরীভূতসুখদুঃখোপভোগপ্রবাহং কর্ম্মজাতম্। তদ্ধি সমুদাচরদ্বৃত্তিতয়েতরে-ভ্যঃ প্রসুপ্তবৃত্তিভ্যো বলবৎ। অন্যথা দেবর্ষীণাং হিরণ্যগর্ভমনূদালকপ্রভৃতীনাং বিগলিতনিখিলক্লেশজালাবরণতয়া পরিতঃ প্রদ্যোতমানবুদ্ধিসত্ত্বানাং ন জ্যোগ্-

---

(মুক্তিলাভের) সীমা শরীরের পতন। যাবৎ না শরীরের পতন হয়, শারীব ভোগ সমাপ্ত হয, তাবৎ শরীরারম্ভক ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যপাপ থাকে, দাহপ্রাপ্ত হয় না। ভোগেই তাহার সমাপ্তি বা ক্ষয়। জ্ঞান হইলে যদি প্রারব্ধও ক্ষয়প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে জ্ঞানী শরীরস্থিতির কারণ না থাকায় সেই মুহূর্ত্তেই অশরীর বা মুক্ত হইত এবং শ্রুতিও শরীর পাত প্রতীক্ষার কথা বলিতেন না। [নন্বু...এব] যদি বল, অকর্ত্তৃব্রহ্মাত্মজ্ঞান আপন বলে কর্ম্ম বিনাশ করিবেক, অথচ কোন কোন কর্ম্ম বিনাশ করিবেক ও কোন কোন কর্ম্ম বিনাশ করিবেক না ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অগ্নিবীজসম্বন্ধ সমান হইলে সে স্থলে কি কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি থাকে ও কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি নষ্ট হয়? তাহা হয় না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রবৃত্তফল কর্ম্মাশয় (ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে এরূপ কর্ম্মাশয়) অবলম্বন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। কর্ম্মাশয়ের নিয়ম এই যে, সে ফল দিতে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হয় না। কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে প্রবৃত্ত হইলে মধ্যে যদি

মিতি। উচ্যতে। ন তাবদনাশ্রিত্যারব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিরুপপদ্যতে। আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্যাহন্তরালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাদ্ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালনম্। অকর্ত্রাত্মবোধোহপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তি। বাধিতমপি মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবর্ত্তত এব। অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধ্রিয়তে ন ধ্রিয়ত ইতি। কথং হ্যেকস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণঞ্চাপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যেত। শ্রুতিস্মৃতিষু চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণ-

---

জীবিতা ভবেৎ। শ্রূয়তে চৈষাং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু তত্ত্বজ্ঞতা চ মহাকল্পকল্পমন্বন্তরাদিজীবিতা চ। ন চৈতে মহাধিয়ো ন ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মবিদশ্চাল্পপুণ্যমেধসো মনুষ্যা ইতি শ্রদ্ধেয়ম্। তস্মাদাগমানুসারতোহস্তি প্রারব্ধবিপাকানাং কর্ম্মণাং প্রক্ষয়ায় তদীয়সমস্তফলোপভোগপ্রতীক্ষা সত্যপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে। তাবদেব চিরমিতি ন চিরতা বিধীয়তে অপি তু শ্রুত্যন্তরসিদ্ধাং চিরতামনূদ্য দেহপাতাবধিমাত্রবিধানম্। তদেতদভিসন্ধায়ৌচিত্যমাত্রতয়াহ স্ম ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"ন তাবদনাশ্রিত্যারব্ধকার্য্যং কর্ম্মাশয়"মিতি। ন চেদং ন জাতু দৃষ্টং যদ্বিরোধিসমবায়ে বিরোধ্যন্তরমনুবর্ত্তত ইত্যাহ—"অকর্ত্রাত্মবোধোহপী"তি। যদা লোকেহপি বিরোধিনোঃ কিঞ্চিৎ কালং সহানুবৃত্তিরুপলব্ধা তদ্বেহাগমবলাদ্দীর্ঘকালমপি ভবন্তীতি ন শক্যা নিবারয়িতুম্। প্রমাণসিদ্ধস্য নিয়োগপর্য্যনুযোগানুপপত্তেঃ। তদেবং মধ্যস্থান্ প্রতিপাদ্য যে ভাষ্যকারপ্রাপ্তং মন্যন্তে তান্ প্রত্যাহ—"অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্য"মিতি। স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ ন সাধকস্তস্যোত্তরোত্তরধ্যানোৎকর্ষেণ পূর্ব্বপ্রত্যযানবস্থিতত্বাৎ। নিরতিশয়স্তু স্থিতপ্রজ্ঞঃ।

বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহার ঘূর্ণন বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেক। অকর্ত্তৃ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত করিয়া কর্ম্মোচ্ছেদ করিলেও চক্রদৃষ্টান্তে বহুকালপ্রবৃত্ত মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার শীঘ্র অপগত হয় না, অধিকন্তু কিয়ৎপরিমিত কাল তাহার অনুবর্ত্তন থাকিয়া যায়। তাই জ্ঞান হইলেও জ্ঞানীর কিয়ৎপরিমিত কাল শরীর ধারণ সঙ্ঘটন হয়। [অপিচ...নির্ণয়ঃ] ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে কিছু কাল শরীর ধারণ হয় কিনা, ইহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান হইলেও শরীর ধারণ হয় ইহা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভবসিদ্ধ। অন্যে তাহার কি প্রত্যা-

নির্দ্দেশেনৈতদেব নিরুচ্যতে। তস্মাদনারব্ধকার্য্যয়োরেব সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥*

পুণ্যস্যাপ্যশ্লেষবিনাশয়োরঘন্যায়োঽতিদিষ্টঃ সোঽতিদেশঃ সর্ব্বপুণ্যবিষয় ইত্যাশঙ্ক্য প্রতিবক্তি—অগ্নিহোত্রাদি ত্বিতি। তুশব্দ আশঙ্কামপনুদতি। যন্নিত্যং কর্ম্ম বৈদিকমগ্নিহোত্রাদি তত্তৎকার্য্যায়ৈব ভবতি জ্ঞানস্য যৎ কার্য্যং তদে-

---

স চ সিদ্ধ এব। ন চ জ্ঞানকার্য্যা ভয়কম্পাদয়ো জ্ঞানমাত্রাদনুৎপাদাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদোঽহি তস্য ভয়কম্পাদিহেতুঃ। স চাসন্ননির্ব্বচনীয় ইতি কুতো বস্তুসতঃ কার্য্যোৎপাদঃ। ন চ কার্য্যমপি ভয়কম্পাদি বস্তু সৎ। তস্যাপি বিচারাসহত্বেনানির্ব্বাচ্যত্বাৎ। অনির্ব্বাচ্যাচ্চানির্ব্বাচ্যোৎপত্তৌ নানুপপত্তিঃ। যাদৃশো হি যক্ষস্তাদৃশো বলিরিতি সর্ব্বমবদাতম্।

যদি পুণ্যস্যাপ্যশ্লেষবিনাশৌ হন্ত নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি ন কর্ত্তব্যং যোগমারুরুক্ষুণা। তস্যাপীতরপুণ্যবদ্বিদ্যয়া বিনাশাৎ। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি ন্যায়াৎ। ন চ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেনেতি মোক্ষলক্ষ-

---

খ্যান করিবে? শ্রুতি ও স্মৃতি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কথন দ্বারা ঐ তত্ত্বই বলিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। অতএব, জ্ঞান বলে অপ্রবৃত্তফল পুণ্যপাপের ক্ষয় হওয়াই সিদ্ধান্ত।

পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অনাশ্লেষ ও বিনাশ হয় ইহা ১৪ সূত্রে অতিদেশ, করা হইয়াছে অর্থাৎ বলা হইয়াছে। তাহাতেই আশঙ্কা—সে অতিদেশ সর্ব্বপুণ্যবিষয়ক কি না। আশঙ্কার প্রতিবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ মানসে

---

* নিত্যং নৈমিত্তিকং কর্ম্ম জ্ঞানাৎ নশ্যতি ন বেতি সন্দেহস্য নিরাসায় তু শব্দঃ প্রযুক্তঃ। তস্য জ্ঞানস্য কার্য্যং ফলং মোক্ষস্তদর্থমেবাগ্নিহোত্রাদি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম বিহিতমস্তি। ততশ্চ নিত্যাদ্যতিরিক্তকাম্যকর্ম্মজনিতপুণ্যস্যৈবাশ্লেষবিনাশৌ ভবত ইতি লভ্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাং হি কর্ম্মণাং পরম্পরয়া মোক্ষকারণত্বং তমেতমিত্যাদিশ্রুতৌ দৃশ্যতে।—অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম সকল পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষেরই উপকারক। সে সকল কর্ম্মে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, সেই কারণে সে সকল কর্ম্মের নাশাশঙ্কা নাই। কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যেরই নাশ হয়, ইহা অবধারণীয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

বাস্য কার্য্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ। 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন' ইত্যাদিদর্শনাৎ। নন্বু জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিলক্ষণকার্য্যত্বাৎ কার্য্যৈকত্বানুপপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্বরমরণকার্য্যয়োরপি দধিবিষয়োর্গুড়মন্ত্রসংযুক্তয়োস্তৃপ্তিপুষ্টিকার্য্যদর্শনাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মণোঽপি জ্ঞানসংযুক্তস্য মোক্ষকার্য্যত্বোপপত্তেঃ। নন্বনারভ্যো মোক্ষঃ কথমস্য কর্ম্মকার্য্যত্বমুচ্যতে। নৈষ দোষঃ। আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণঃ।

নৈককার্য্যতয়া বিদ্যাকর্ম্মণোরবিরোধঃ। সহাসম্ভবেনৈককার্য্যত্বাসম্ভবাৎ। ন হ্যেতমাত্মানং বিদুষোবিগলিতাখিলকর্ত্তৃভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চবিভ্রমস্য পূর্ব্বোত্তরে নিত্যে ক্রিয়াজন্যে পুণ্যে সম্ভবতঃ। তস্মাদ্বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি বর্ত্তমানাপদেশো ব্রহ্মজ্ঞানস্য যজ্ঞাদীনাং বা স্তুতিমাত্রং ন তু মোক্ষমাণস্য মুক্তিসাধনং যজ্ঞাদিবিধিরিতি প্রাপ্ত উচ্যতে। সত্যং ন বিদ্যয়ৈককার্য্যত্বং কর্ম্মণাং পরস্পরবিরোধেন সহাসম্ভবাৎ। বিদ্যোৎপাদকতয়া তু কর্ম্মণামারাদুপকারকাণামস্তু মোক্ষোপযোগঃ। ন চ কর্ম্মণাং বিদ্যয়া বিরুধ্যমানানাং ন বিদ্যাকারণত্বং স্বকারণবিরোধিনাং কার্য্যাণাং বহুলমুপলব্ধেঃ তথা চ বিদ্যালক্ষণকার্য্যোপাযতয়া কার্য্যবিনাশ্যানামপি কর্ম্মণামুপাদানমর্থবৎ। তদভাবে তৎকার্য্যস্যানুৎপাদেন

বলা হইল, 'অগ্নিহোত্রাদি তু'। শঙ্কাপনয়ন উদ্দেশে তু-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'জ্ঞানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মেরও বিনাশ, এ আশঙ্কা করিও না। বেদোক্ত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই কার্য্যই (সেই ফলই) জন্মায়—জ্ঞান যে কার্য্য বা যে ফল জন্মায়। অর্থাৎ জ্ঞানের কার্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের কার্য্য সমান। (জ্ঞানের কার্য্য অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষ, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মের কার্য্যও চিত্তশুদ্ধিকরণ পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি করা সুতরাং উক্ত উভয়ের ফল এক বা অভিন্ন।) "ব্রহ্মবাদীবা বেদানুবচন, যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান পাইতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতেই দেখা যায়, জ্ঞানের ও নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের একই ফল। [নন্বু...পত্তেঃ] জ্ঞান এক কার্য্য করে, কর্ম্ম অন্য কার্য্য করে, সুতরাং উভয়ের এককার্য্যতা অনুপপন্ন, এমন কথা বলিতে পার না। দধি ও বিষ জ্বর ও মরণ আনয়ন করে সত্য; কিন্তু গুড় ও মন্ত্র সংযোগে উভয়কেই তৃপ্তি ও পুষ্টি কার্য্য করিতে দেখা যায়। সেইরূপ কর্ম্মও জ্ঞানসংযুক্ত হইলে মোক্ষরূপ কার্য্য করিতে পারে। [নন্বনারভ্য...ধানম্] যদি বল, মোক্ষ অনা-

জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণমিত্যুপচর্য্যতে। অত এব চাতিক্রান্তবিষয়মেতৎ কার্য্যৈকত্বাভিধানম্। ন হি ব্রহ্মবিদ আগাম্যগ্নিহোত্রাদি সম্ভবতি। অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তেঃ শাস্ত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ। সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্ত্তৃত্বানতিবৃত্তেঃ সম্ভবত্যাগাম্যপ্যগ্নিহোত্রাদি। তস্যাঽপি নিরভিসন্ধিনঃ কার্য্যান্তরাভাবাৎ বেদবিদ্যাসঙ্গত্যুপপত্তিঃ। কিংবিষয়ং পুনরিদমশ্লেষবিনাশবচনং কিংবিষয়ং বা বেদবিনিয়োগবচনমেকেষাং শাখিনাং 'তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১৬॥

মোক্ষস্যাসম্ভবাৎ এবঞ্চ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি যজ্ঞসাধনত্বং বিদ্যায়া অপূর্ব্বমর্থং প্রাপয়তঃ পঞ্চমলকারস্য নাত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিতয়া জ্ঞানস্তত্যর্থতয়া কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতি। তদনেনাভিসন্ধিনোক্তং "জ্ঞানস্যৈব হি প্রাপকং কর্ম্ম প্রণাড্যা মোক্ষকারণমিত্যুপচর্য্যতে"। যত এব ন বিদ্যোদয়সময়ে কর্ম্মাণি নাপি পরস্তাৎ অপি তু প্রাগেব বিদ্যায়াঃ, অতএব চাতিক্রান্তবিষয়মেতৎ কার্য্যৈকত্বাভিধানম্। এতদেব স্ফোরয়তি। "ন হি ব্রহ্মবিদ" ইতি। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি "কিং বিষয়ং পুনরিদ"মিতি। অস্যোত্তরং সূত্রম্।

রভ্য অর্থাৎ বাস্তব পক্ষে অনুৎপাদ্য (মোক্ষ আত্মারই স্বরূপ, নিত্যসিদ্ধ, সে জন্য তাহার পাপপুণ্যাদির ন্যায় বাস্তব উৎপত্তি নাই), তবে কেমন করিয়া বলিলে কর্ম্ম মোক্ষ জন্মায়? এ কথার প্রত্যুত্তর—কর্ম্ম মোক্ষ জন্মায় এ কথা বলায় দোষ হয় না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্মকলাপ মোক্ষের উপকারক। কর্ম্ম জ্ঞানের প্রাপক, জ্ঞান মোক্ষের প্রাপক, এইরূপ ক্রম পরম্পরায় কর্ম্মকেও মোক্ষকারণ বলা যায়। কর্ম্মের ও জ্ঞানের এইরূপ এককার্য্যতা কথন অতীতকর্ম্মবিষয়ক, ইহা মনে রাখিতে হইবেক। (জ্ঞানের পর কর্ম্ম নাই; সে জন্য বুঝিতে হইবেক, জ্ঞানের পূর্ব্বে কর্ম্মের মোক্ষকারণতা আছে)। [ন হি...পঠতি] সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কালে আপনার কর্ত্তৃত্বজ্ঞান অলুপ্ত থাকে, সুতরাং সেই পক্ষে সূত্রের তাৎপর্য্য, ইহা স্বীকার করিলে আগামী অগ্নিহোত্রাদিও সম্ভব হইতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত অনাশ্লেষ বাক্য কোন্ অধিকারে কথিত এবং শাখান্তরীয় "সেই জ্ঞানীর পুত্রেরা তাহার দায় (ধনাদি), সুহৃদ্গণ তাহার সৎকার্য্য (পুণ্য) ও শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে" এই বিনিয়োগ-

অতোঽন্যাঽপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥*

অতোঽগ্নিহোত্রাদের্নিত্যাৎ কর্ম্মণোঽন্যাপি হ্যস্তি সাধুকৃত্যা যা ফলমভিসন্ধায় ক্রিয়তে। তস্যা এষ বিনিয়োগ উক্ত একেষাং শাখিনাং 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যামুপয়ন্তি' ইতি। তস্যা এব চেদমঘবদশ্লেষবিনাশনিরূপণম্। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষ ইতি। তথা এবঞ্জাতীয়কস্য কাম্যস্য কর্ম্মণো বিদ্যাং প্রত্যনুপকারকত্বে সম্প্রতিপত্তিরুভয়োরপি জৈমিনিবাদরায়ণয়োরাচার্য্যয়োঃ ॥ ১৭ ॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥†

কাম্যকর্ম্মবিষয়মশ্লেষবিনাশবচনং শাখান্তরীয়বচনঞ্চ তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তীতি।

বাক্যই বা কোন্ বিষয়ের দ্যোতক। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র বলিতেছেন—

নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অতিরিক্ত পুণ্য কর্ম্ম—যে সকল কর্ম্ম ফলকামী অধিকারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়—শাখাবিশেষে সেই সকল পুণ্য কর্ম্মের উক্ত প্রকার বিনিয়োগ (পুণ্যকর্ম্ম সকল তাহার বন্ধুবর্গে যায় ইত্যাদি) অভিহিত হইয়াছে এবং ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষ ইত্যাদিবাক্যে সেই সকল পুণ্যেরই পাপের ন্যায় অনাশ্লেষ ও বিনাশ নিরূপিত হইয়াছে। অপিচ, তাদৃশ কাম্য কর্ম্ম যে জ্ঞানের উপকারক নহে, সে বিষয়ে জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই সম্মতি আছে।

* অতঃ নিত্যাগ্নিহোত্রাদেঃ অন্যা সাধুকৃত্যা (বিহিতং কর্ম্ম) অস্তি যা ফলমভিসন্ধায় ক্রিয়তে হি নিশ্চিতং তস্যা এবৈষ বিনিয়োগ একেষাং শাখিনাম্। ইত্যুভয়োরাচার্য্যয়োর্জ্জৈমিনিবাদরায়ণয়োর্ম্মতমিতি শেষঃ। অয়ংভাবঃ--প্রারব্ধাদন্যৎ কার্য্যং পুণ্যং পাপঞ্চ বিদ্বৎসুহৃদ্দ্বিষতোঃ স্বসজাতীয়ং কর্ম্ম জনয়তি স্বয়ঞ্চ জ্ঞানান্নশ্যতি।—নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় অগ্নিহোত্রাদি ব্যতীত কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আছে। বেদের একশাখায় যে কথিত হইয়াছে—জ্ঞানীর সুহৃদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে সে কথা সেই কাম্য অগ্নিহোত্রাদি লক্ষ্য করিয়া অভিহিত। সে কথার অভিপ্রায়—সে সকল জ্ঞানীর বন্ধুগণের স্বসমান কর্ম্ম জন্মায় অনন্তর নিজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

† হি যতঃ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতিত্যাদৌ বিদ্যাবিশিষ্টস্য কর্ম্মণো বীর্য্যবত্তরত্বমভিহিতং ততশ্চ কেবলস্য বীর্য্যবত্ত্বং প্রাপ্তম্। অতঃ কেব-

সুসমধিগতমেতদনন্তরাধিকরণে নিত্যমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন কৃতমুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বদ্বারেণ সত্ত্বশুদ্ধিকারণতাং প্রতিপদ্যমানং মোক্ষপ্রয়োজনব্রহ্মাধিগমনিমিত্তত্বেন ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি। তত্রাঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়বিদ্যাসংযুক্তং কেবলঞ্চাস্তি। 'য এবং বিদ্বান্ যজতি য এবং বিদ্বান্ জুহোতি য এবং বিদ্বাঞ্ছংসতি য এবং বিদ্বানুদ্গায়তি। তস্মাদেবম্বিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত। তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ' [ছা০] ইত্যাদিবচনেভ্যো বিদ্যাসংযুক্তং কেবলমপ্যস্তি।

অস্তি বিদ্যাসংযুক্তং যজ্ঞাদি য এবং বিদ্বান যজেতেত্যাদিকম। অস্তি চ কেবলম। তত্র যথা ব্রাহ্মণায হিরণ্যং দদ্যাদিত্যুক্তে বিদুষে ব্রাহ্মণায দদ্যান্ন

পূর্ব্ব সূত্রের বিচারিত অর্থে জানা গেল, মুমুক্ষু মোক্ষ উদ্দেশে নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা তাহার সঞ্চিত প্রত্যবায় (পাপ) ক্ষযপ্রাপ্ত হয়, প্রত্যবায় ক্ষীণ হইলে বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য আগমন করে, সুতরাং নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপও মোক্ষফল তত্ত্বজ্ঞানের কারণভাব প্রাপ্ত হয়। কথিত প্রকার ক্রম অনুসারে নিত্যাগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মজ্ঞান তুল্যকার্য্যকারী হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও মোক্ষফলপ্রসব করে, নিত্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও পাপক্ষয়াদির দ্বারা মোক্ষ কারণ হয়। [তত্রাঽগ্নি ..মপ্যস্তি] কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বিবিধ। কেবল অর্থাৎ উপাসনারহিত ও উপাসনাযুক্ত। (অগ্নিহোত্র যাগের অনেক গুলি অঙ্গ অবলম্বনে উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয় সুতরাং অঙ্গাশ্রিত উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র এক প্রকার ও তদ্রহিত কেবল অগ্নিহোত্র অন্য প্রকার।) যথা—"যে এবম্প্রকার জ্ঞানে যাগ করে, যে এবংবিদ্বান্ অর্থাৎ এতদ্রূপজ্ঞানী বা এতদ্রূপ উপাসনাযুক্ত হইয়া হোম করে, শংসন (স্তুতি) করে, গান (সামগান) করে," "সেই জন্য অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক হোমাদি করিলে ফলাধিক্য আছে বলিয়া, জ্ঞানী ব্রহ্মা (যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) করা হয়।" "জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েই করে। যে সেই

লস্য ন বৈযর্থ্যং বিধিদ্বিয়াশ্রুতিবিরোধাৎ।—জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি করিবেন কি উপাসনাবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রাদি করিবেন এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত—উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রে শীঘ্র জ্ঞানলাভ ও তদ্বিবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রেঃকালান্তরে জ্ঞানলাভ। ফলিতার্থ—কোনটী ব্যর্থ নহে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

তত্রেদং বিচার্য্যতে কিং বিদ্যাসংযুক্তমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষোর্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন তয়া সহৈককার্য্যত্বং প্রতিপদ্যতে ন কেবলং উত বিদ্যাসংযুক্তং কেবলঞ্চাবিশেষেণেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। 'তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইতি যজ্ঞাদীনামবিশেষেণাত্মবেদনাঙ্গত্বেন শ্রবণাৎ। বিদ্যাসংযুক্তস্য চাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিশিষ্টত্বাবগমাৎ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। বিদ্যাসংযুক্তমেব কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদ্যাত্মবিদ্যাশেষত্বং প্রতিপদ্যতে ন বিদ্যাবিহীনম্। বিদ্যোপেতস্য বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনাৎ। 'যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্ম্মৃত্যুমপজয়তি এবম্বিদ্বান্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

'বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।'
'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়!' ॥ [ভ০গী০]

ব্রাহ্মণক্রবায মূর্খাযেতি বিশেষপ্রাতিলম্ভস্তৎ কস্য হেতোস্তস্যাতিশযবত্বাৎ। এবং বিদ্যাবহিতাদ্‌যজ্ঞাদের্ব্বিদ্যাসহিতমতিশযবদিতি তস্যৈব পববিদ্যাসাধনত্বমুপা-

---

প্রকার জানে সেও করে এবং যে সে প্রকার জানে না সেও করে।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্ত এতদ্বাক্যে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা(উপাসনা)সংযুক্ত অগ্নিহোত্র ও তদ্বিবর্জ্জিত অগ্নিহোত্র উভয়ই আছে। [তত্রেদং গমাৎ] সুতরাং বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, মুমুক্ষুর জ্ঞানোপকারক বলিয়া কি উপাসনাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই জ্ঞানের সহিত তুল্যকার্য্যকারী? কি বিদ্যাসংযুক্ত ও বিদ্যাবিরহিত উভয়বিধ অগ্নিহোত্র অবিশেষে তুল্যকার্য্যকারী? সংশয় হইবার কারণ এই যে, "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিশেষে যজ্ঞের আত্মজ্ঞানসাধকতা কথিত হইয়াছে। বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্র তদ্বর্জ্জিত অগ্নিহোত্র হইতে অবশ্যই বিশিষ্ট; সুতরাং ঐ বিবিদিষা বাক্যই সন্দেহের কারণ। [কিং তাবৎ...স্মৃতিভ্যশ্চ] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই আত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ; কেবল অগ্নিহোত্র তাহার অঙ্গ (উপকারক) নহে। বিদ্যাবিহীন অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"যে এইরূপ জ্ঞানবান্ সে যে দিন হোম করে সেই দিনেই সে অপমৃত্যু জয় করে।" স্মৃতি যথা—"হে অর্জ্জুন। তুমি যে-জ্ঞানে কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইবে—" "হে অর্জ্জুন।

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে।—যদেব বিদ্যয়েতি হি। সত্যমেতৎ বিদ্যাসংযুক্তং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিকং বিদ্যাবিহীনাৎ কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রাদের্ব্বিশিষ্টং বিদ্বানিব ব্রাহ্মণো বিদ্যাবিহীনাৎ ব্রাহ্মণাৎ তথাপি নাত্যন্তমনপেক্ষং বিদ্যারহিতং কর্ম্মাঽগ্নিহোত্রাদিকম্। কস্মাৎ। 'তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' ইত্যত্রাবিশেষেণাগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যাহেতুত্বেন শ্রুতত্বাৎ। নন্থ বিদ্যাসংযুক্তস্যাঽগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যাবিহীনাৎ বিশিষ্টত্বাবগমাৎ বিদ্যাবিহীনমগ্নিহোত্রাদ্যাত্মবিদ্যাহেতুত্বেনানপেক্ষমেবেতি যুক্তম্। নৈতদেবম্। বিদ্যাসহায়স্যাঽগ্নিহোত্রাদের্ব্বিদ্যানিমিত্তেন সামর্থ্যাতিশয়েন যোগাদাত্মজ্ঞানং প্রতি কশ্চিৎ কারণত্বাতিশয়ো ভবিষ্যতি ন তথা বিদ্যাবিহীন-

ত্তদুরিতক্ষযদ্বারা নেতরস্য। তস্মাদ্বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যবিশেষশ্রুতমপি বিদ্যাসহিতে যজ্ঞাদাবুপসংহর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। যদেব বিদ্যয়া করোতি

বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম্ম অবব নিকৃষ্ট।" ইত্যাদি। [ইত্যেবং…শ্রুতত্বাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত সূত্র—যদেব বিদ্যয়েতি হি। যেমন বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট তেমনি বিদ্যাবিহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যাযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিশিষ্ট এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বিদ্যা(উপাসনা)রহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পার না। তাহারও অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি তাহারও নিমিত্তভাব আছে। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি বাক্যে সামান্যতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও আত্মজ্ঞানসাধনতা অবগত হওয়া যায়। [নন্থ…সহত্বম্] উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্র উপাসনারহিত অগ্নিহোত্র হইতে বিশিষ্ট এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিষা উপাসনাবহিত অগ্নিহোত্রের অল্পমাত্রও জ্ঞানোপকারতা নাই, এমন কথা বলিতে পার না। উপাসনাযুক্ত অগ্নিহোত্রও বিদ্যার (জ্ঞানের) সাধন, কেবল অগ্নিহোত্রও বিদ্যার সাধন। প্রভেদ এই যে, বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার সহায়তায় তাহাতে (অগ্নিহোত্রাদিতে) সামর্থ্যবিশেষ জন্মে এবং সেই সামর্থ্যের যোগে তাহা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি অতিশয়িত কারণ হয়। (অতিশয়—শীঘ্রকারিত্বরূপ 'ধর্ম্ম) উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রে সেই সামর্থ্য টুকু জন্মে

স্যেতি যুক্তং কল্পয়িতুম্। ন তু ‘যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি’ ইত্য-বিশেষেণাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন শ্রুতস্যাগ্নিহোত্রাদেরনঙ্গত্বং শক্যম-ভ্যুপগন্তুম্। তথা হি শ্রুতিঃ ‘যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি’ ইতি বিদ্যাসংযুক্তস্য কর্ম্মণোঽগ্নিহোত্রাদের্ব্বীর্য্যবত্তরত্বাভিধানেন স্বকার্য্যং প্রতি কঞ্চিদতিশয়ং ব্রুবাণা বিদ্যাবিহীনস্য তস্যৈব তৎপ্রয়োজনং প্রতি বীর্য্যবত্ত্বং দর্শয়তি। কর্ম্মণশ্চ বীর্য্যবত্ত্বং তৎ যৎ স্বপ্রয়োজন-সাধনসহত্বম্। তস্মাৎ বিদ্যাসংযুক্তং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি বিদ্যা-বিহীনঞ্চোভয়মপি মুমুক্ষুণা মোক্ষপ্রয়োজনোদ্দেশেন ইহ জন্মনি জন্মান্তরে চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতং যৎ তৎ যথা-সামর্থ্যং ব্রহ্মাধিগমপ্রতিবন্ধকারণোপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুদ্বারেণ

তদেবাহস্য বীর্য্যবত্তরমিতি তরবর্থশ্রুতের্ব্বিদ্যারহিতস্য বীর্য্যবত্তামাত্রমবগম্যতে। ন চ সর্ব্বথাঽকিঞ্চিৎকরস্য তদুপপদ্যতে। তস্মাদস্ত্যস্যাপি কয়াপি

না। এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা ‘যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি’ এই শ্রুতিতে যে যজ্ঞমাত্রের জ্ঞানোপকারকতা কথিত হইয়াছে সে কথন নিষ্ফল বলিতে হয়। কিন্তু নিষ্ফল বলা নিতান্তই অযুক্ত। অর্থাৎ কেবল অগ্নিহোত্র জ্ঞানের অঙ্গ নহে, একপ বলা কোনও ক্রমে শাস্ত্রসঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন “যাহা বিদ্যার, শ্রদ্ধার ও উপনিষদের (দেবতা তত্ত্বজ্ঞানের) যোগে কৃত হয় তাহা বা সেই কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যবান্ হয়।” এই শ্রুতি বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যশালী হয়, এই কথা বলিয়া ইহাই জানাইয়াছেন যে, বিদ্যাদিযুক্ত কর্ম্ম আপন কার্য্যের ফল শীঘ্র উৎপাদন করে এবং বিদ্যারহিত কর্ম্ম কিছু বিলম্বে আপনকার্য্য উৎপাদন করে। বিদ্যাযুক্ত কর্ম্ম অধিকতর বীর্য্যশালী এবং কেবল কর্ম্ম অল্পবীর্য্যশালী। কর্ম্ম বীর্য্যবান্ হয় এ কথার অর্থ—নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ক্ষমবান্ হয়। [তস্মাৎ···স্থিতম্] অতএব, মুমুক্ষু কর্ত্তৃক বিদ্যাযুক্ত ও কেবল উভয়বিধ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম মোক্ষ উদ্দেশে ইহ জন্মেই হউক আর পূর্ব্ব জন্মেই হউক জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইলে সেই সেই কর্ম্ম স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে অবিলম্বে ও বিলম্বে জ্ঞানের উপকারক বা সহায় হয়, হইয়া শ্রবণ মনন, শ্রদ্ধা ধ্যান ও তৎপরতা (নিদিধ্যাসনঃ) প্রভৃতি

ব্রহ্মাধিগমকারণত্বং প্রতিপদ্যমানং শ্রবণমননশ্রদ্ধাধ্যানতাৎপর্য্যাদ্যন্তরঙ্গকারণাপেক্ষং ব্রহ্মবিদ্যয়া সহৈককার্য্যং ভবতীতি স্থিতম্॥ ১৮॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে॥ ১৯॥*

অনারব্ধকার্য্যয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্ব্বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ক্ষয় উক্তঃ। ইতরে ত্বারব্ধকার্য্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে' ইতি 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি চৈবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। নন্বু সত্যপি সম্যগ্দর্শনে যথা প্রাগ্দেহপাতাদ্ভেদদর্শনং দ্বিচন্দ্রদর্শনন্যায়েনানুবৃত্তমেবং পশ্চাদপ্যনুবর্ত্তেত।

মাত্রযা পরবিদ্যোৎপাদোপযোগ ইতি বিদ্যারহিতমপি যজ্ঞাদি পরবিদ্যার্থিনাঽনুষ্ঠেয়মিতি সিদ্ধম্।

অনারব্ধকার্য্য ইত্যস্য নঞঃ ফলং ভোগেন নিবৃত্তিং দর্শয়ত্যনেন সূত্রেণ

অন্তরঙ্গ কারণ প্রতীক্ষা করতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত এককার্য্যকারী হয়, ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

বিদ্যাব (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রভাবে সঞ্চিত পুণ্যপাপের অশ্লেষ বিনাশ সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আরব্ধফল (যাহা ভোগ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বা যাহা শরীব জন্মাইযাছে তাহা) পুণ্যপাপ কি হয় তাহা বলা যাইতেছে। আরব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা নিঃশেষিত হইলে তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ না দেহ পরিত্যাগ করে। অনন্তর (দেহপাতের] পব:) সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয।" "ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত থাকিলেও সে তখন ব্রহ্ম (দেহপাতের পর প্রকৃত ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি শ্রুতি ঐ কথাই বলিযাছেন। [নন্বু···দস্তি] এই স্থানে প্রশ্ন হইতে পাবে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহপাতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান অনুবর্ত্তিত হইতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞেরও সংসার অতিক্রম হয় না। প্রশ্নেব প্রত্যুত্তব এই যে, নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ না থাকায় তাহা হয় না। আরব্ধভোগেব ক্ষয় ব্যতীত

---

* ইতবে পুণ্যপাপে অনারব্ধকার্য্যে ভোগেন ক্ষপয়িত্বা নাশয়িত্বা সম্পদ্যতে বিদেহকৈবল্যমাপ্নোতি জ্ঞানীতি শেষঃ।—তত্ত্বজ্ঞানী অনারব্ধফল পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইতে থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরম মোক্ষ কৈবল্য লাভ হয়।

ন। নিমিত্তাভাবাৎ। উপভোগশেষক্ষপণং হি তত্রানুবৃত্তিনিমিত্তম্। ন চ তাদৃশমত্র কিঞ্চিদস্তি। নম্বপরঃ কর্ম্মাশয়োঽভিনবমুপভোগমারপ্স্যতে। ন। তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ। মিথ্যাজ্ঞানাবষ্টম্ভং হি কর্ম্মান্তরং দেহপাতে উপভোগান্তরমারভতে। তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানেন দগ্ধমিত্যতঃ সাধ্যে তদারব্ধকার্য্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যমবশ্যম্ভাবীতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

অস্য তূপপাদনং পুরস্তাদণকৃষ্য কৃতমিতি নেহ ক্রিয়তে পুনরুক্তত্বাদিতি।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

অন্য কিছুর অনুবর্ত্তন হয় না। [নম্বপরঃ...বশ্যম্ভাবী] যদি বল, আরব্ধফল কর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্বসঞ্চিত অনারব্ধফল অনেক কর্ম্ম থাকে, সে সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার ভোগ আরম্ভ করিতে পাবে। আমরা বলি, কর্ম্ম থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল কর্ম্ম ভোগ দিতে সমর্থ নহে। কারণ, সে সকল কর্ম্মের বীজভাব থাকে না। অর্থাৎ তাহা দগ্ধ (নিঃশক্তি) হইয়া যায়। অন্যান্য (ভুক্তাবশিষ্ট) অজ্ঞানমূলক কর্ম্মই দেহপাতের পর জন্ম, আয়ু ও ভোগ জন্মায়। অজ্ঞান তিরোহিত হওযাতে তন্মূলক কর্ম্ম সকল জ্ঞানে নির্ম্মূল বা নিঃশক্তি হইয়া যায়। সেই কারণে সে সকল কর্ম্ম শরীর পাতের পূর্ব্বেই অভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয় এবং প্রারব্ধ নাশের পর অর্থাৎ শরীর পাতের অনন্তর জ্ঞানীর কৈবল্য জন্মে।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥*

অথাপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে দেবযানং পন্থানমবতারয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ যথাশাস্ত্রমুৎক্রান্তিক্রমমাচষ্টে। সমানা হি বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিতি বক্ষ্যতি। অস্তি প্রায়ণবিষয়া শ্রুতিঃ ‘অস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে

অথাস্মিন্ ফলবিচারলক্ষণে বাক্ মনসি সম্পদ্যত ইত্যাদিবিচারোঽসংগত ইত্যত আহ—“অথাপরাসু বিদ্যাসু ফলপ্রাপ্তয়ে”ইতি। অপরবিদ্যাফলপ্রাপ্ত্যর্থং দেবযানমার্গার্থত্বাদুৎক্রান্তেস্তদ্গতোবিচারঃ পারম্পর্য্যেণ ভবতি ফলবিচার ইতি নাসঙ্গত ইত্যর্থঃ। নন্বয়মুৎক্রান্তিক্রমো বিদুষো নোপপদ্যতে—ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্ত ইতি শ্রবণাৎ তৎ কথমস্য বিদ্যাধিকার ইত্যত আহ—“সমানা হি বিদ্বদবিদুষো”রিতি। বিষয়মাহ—“অস্তী”তি। বিমৃশতি—

এই পাদে অপরা বিদ্যার (সগুণ উপাসনার) ফললাভ সম্বন্ধীয় দেবযান পথ বর্ণিত হইবেক। কিন্তু দেবযান-গতি বলিতে গেলে প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত উৎক্রান্তি ক্রম (দেহপরিত্যাগ বা মরণপ্রণালী) বলা আবশ্যক হয়। সেই জন্য সূত্রকার ব্যাস প্রথমতঃ শাস্ত্রানুযায়ী উৎক্রান্তিক্রম (মরণপ্রণালী) বলিতেছেন। সূত্রকার পর সূত্রে গিয়া বলিবেন, উপাসক ও অনুপাসক

---

* ম্রিয়মাণস্য পুরুষস্যাদৌ বাক্ বাক্‌বৃত্তির্ব্বাগিন্দ্রিয়কার্য্যং বচনং মনসি সম্পদ্যতে। উপসংহৃতং ভবতীত্যর্থঃ। হেতুমাহ দর্শনাদিতি। দৃশ্যতে হি মুমূর্ষোর্ব্বাগ্‌বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে। শব্দাৎ বাগিতি শব্দাৎ। ভাবব্যুৎপত্ত্যা লক্ষণয়া বা বাক্‌শব্দস্য বাক্‌বৃত্ত্যর্থতা লাভাদিতি যাবৎ।—উপাসকগণ দেবযান পথে গমন করেন, এ কথা বলা হইবে। সে জন্য, অগ্রে তদুপযোগী মরণক্রম—যাহা শাস্ত্রীয়—তাহা নির্ব্বাচিত হইতেছে। শাস্ত্র আছে, দেহত্যাগ কালে প্রথমতঃ বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে সংশয়, বাক্‌শব্দে বাগিন্দ্রিয় কি তাহার বৃত্তি (কার্য্য, বলা।) পূর্ব্বপক্ষে, ইন্দ্রিয়; কিন্তু সিদ্ধান্তে বাক্‌বৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কাহার ইন্দ্রিয় লয় হয় না। দেখা যায়, মুমূর্ষুর মনোবৃত্তি আছে অথচ বাক্‌বৃত্তি নাই। ভাববাচ্যপ্রত্যয় অথবা লক্ষণা স্বীকার করিলে বাক্‌শব্দে বাক্‌বৃত্তি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইতি। কিমিহ বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনসি সম্পত্তিরুচ্যতে। উত বাগ্-বৃত্তেরিতি বিশয়ঃ। তত্র বাগেব তাবন্মনসি সম্পদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। তথা হি শ্রুতিরনুগৃহীতা ভবতি। ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা ন লক্ষণা। তস্মা-দ্বাচ এবায়ং মনসি প্রবিলয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—বাগ্‌বৃত্তি-র্মনসি সম্পদ্যত ইতি। কথং বাগ্‌বৃত্তিরিতি ব্যাখ্যায়তে।

"কিমিহে"তি। বিশয়ঃ সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষমাহ—"তত্র বাগেবে"তি। শ্রুতি-লক্ষণা বিশয়ে সংশয়ে। সিদ্ধান্তসূত্রং পূরয়িত্বা পঠতি—"বাগ্‌বৃত্তির্মনসি সম্পদ্যত"ইতি। বৃত্ত্যধ্যাহারপ্রয়োজনং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—"কথমি"তি। উক্ত-

---

উভয়েরই উৎক্রান্তি আছে। অর্থাৎ উপাসকও অনুপাসকের (অজ্ঞানীর) ন্যায় উৎক্রান্ত হন, সে বিষয়ে কাহার মতদ্বৈধ নাই। কেবল তত্ত্বজ্ঞই উৎ-ক্রান্ত হন না, তাঁহাদের প্রাণাদি দেহের সহিত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব যে-ক্রমে অর্থাৎ যে-প্রণালীতে উৎক্রান্ত হয়, ত্যাজ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে ক্রম বা সে প্রণালী শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। যথা—"হে সৌম্য! এই ম্রিয়মাণ পুরুষের অর্থাৎ মুমূর্ষুর বাক্যেন্দ্রিয় মনে লয়-প্রাপ্ত হয়, পরে তাদৃশ মন প্রাণে, তাদৃশ প্রাণ তেজে এবং তাদৃশ তেজ পরম দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়।" [কিমিহ...ইতি] এখানে সংশয় হয়, বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয় কি মনে লীন হয়? অথবা কেবল বাক্যই মনে প্রবেশ করে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনে প্রবেশ করে। বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় মনঃসম্পন্ন হয়, এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতি অনুগৃহীত হয় অর্থাৎ বাক্‌শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিতে হয় না। কিন্তু বাক্য লয় অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেস্থলে শ্রুতির সহিত লক্ষণার সংশয়, সেস্থলে শ্রুতির গ্রহণই ন্যায্য। (মুখ্যার্থ গ্রহণ করিব কি লক্ষণা স্বীকার করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিব, এরূপ সংশয় হইলে মুখ্যার্থ গ্রহণ করাই উচিত।) অতএব, বাক্ মনে বিলীন হয় এ কথার অর্থ—বাগিন্দ্রিয়ই মনে লয়প্রাপ্ত হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা হইল—বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনে গিয়া বিলীন হয়। (বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি—বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বাক্য অর্থাৎ কথা বলা।) [কথং...শক্যতে] সূত্রে আছে, "বাক্" কিন্তু ব্যাখ্যা করিলাম,

যাবতা বাঙ্মনসীত্যেবমাচার্য্যঃ পঠতি। সত্যমেতৎ। পঠিষ্যতি তু পুরস্তাৎ 'অবিভাগোবচনাৎ' ইতি। [বে°সূ° ।৪।২।১৬।] তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপশমমাত্রং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তত্ত্ব-প্রলয়বিবক্ষায়ান্তু সর্ব্বত্রৈবাঽবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিষ্যাদবিভাগ ইতি। তস্মাদত্র বৃত্ত্যুপসংহারবিবক্ষায়াং বাগ্বৃত্তিঃ পূর্ব্বমুপসংহ্রিয়তে মনোবৃত্তাববস্থিতায়ামিত্যর্থঃ। কস্মাৎ। দর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি বাগ্বৃত্তেঃ পূর্ব্বমুপসংহারো মনোবৃত্তৌ বিদ্যমানায়াং ন তু বাচ এব বৃত্তিমত্যা মনস্যুপ-সংহারঃ কেনচিদপি দ্রষ্টুং শক্যতে। ননু শ্রুতিসামর্থ্যাদ্বাচ

রাধিকরণপর্য্যালোচনেনৈবং পূরিতমিত্যর্থঃ। তত্ত্বস্য ধর্ম্মিণো বাচঃ প্রলয়-বিবক্ষায়াং ত্বিহ সর্ব্বত্রৈব পরত্রেহ চাবিভাগসাম্যাৎ কিং পরত্রৈব বিশিংষ্যাদ-বিভাগ ইতি ন স্বত্রাপি। তস্মাদিহাবিভাগেনাবিশিংষতোঽত্র বৃত্ত্যুপসংহার-মাত্রবিবক্ষা সূত্রকারস্যেতি গম্যতে। সিদ্ধান্তহেতুং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ—"কস্মা-দি"তি। সত্যামেব মনোবৃত্তৌ বাগ্বৃত্তেরুপসংহারদর্শনাৎ বাচস্তূপসংহারম-দৃষ্টং নাগমোঽপি গময়িতুমর্হত্যাগমপ্রভবমুক্তিবিরোধাৎ। আগমো হি দৃষ্টানু-

---

বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি, এ কথা সত্য; পরন্তু সূত্রকারও অগ্রে যাইয়া বলিবেন, "অবিভাগ হয়।" তদনুসারে বুঝিতে হইতেছে, এখানেও বাক্‌শব্দের অর্থ বাক্‌বৃত্তি এবং মরণকালে তাহা মনে উপশম প্রাপ্ত হয়। ঐ বাক্যে তত্ত্বপ্রবি-লয় হওয়া বিবক্ষিত হইলে সূত্রোক্ত অবিভাগ সর্ব্বত্র সমান দাঁড়াইবে সুতরাং পরম দেবতায় তাহার অবিভাগ হওয়া বলার কোনরূপ সার্থক্য বা প্রয়োজন থাকিবেক না। কাযেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, বাক্ নামক তত্ত্বের (ইন্দ্রিয়ের) উপসংহার হয় না, তাহার বৃত্তিরই উপসংহার হয়। দেখাও যায়, মরণকালে মনোবৃত্তির অবস্থান থাকিতে থাকিতে বাক্‌বৃত্তির উপশম হয়। আগে বাক্যরোধ, পরে মনোবৃত্তির লয়। এই মাত্র দেখা যায়, অনুভূত হয়। বাগিন্দ্রিয় মনে সংহার প্রাপ্ত হয়, ইহা কোনও ব্যক্তি/অনুভব করিতে ও করাইতে সমর্থ নহেন। [ননু ··দিত্যর্থঃ] বলিয়াছিলে যে, বাক্ এই শব্দের দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়ের মনে লয় হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, মন বাগিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি (উৎপত্তি স্থান বা উপাদান কারণ) নহে। প্রকৃতিতেই অর্থাৎ

এবাঽয়ং মনস্যপ্যয়ো যুক্ত ইত্যুক্তম্। নেত্যাহ। অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ। যস্য হি যত উৎপত্তিস্তস্য তত্র লয়ো ন্যায্যো মৃদীব শরাবস্য। ন চ মনসো বাগুৎপদ্যত ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবৌ ত্বপ্রকৃতিসমাশ্রয়াবপি দৃশ্যেতে। পার্থিবেভ্যো হীন্ধনেভ্যস্তৈজসস্যাঽগ্নের্বৃত্তিরুদ্ভবত্যঽপ্সু চোপশাম্যতি। কথং তর্হ্যস্মিন্ পক্ষে শব্দো বাক্ মনসি সম্পদ্যত ইত্যত আহ। শব্দাচ্চেতি। শব্দোঽপ্যস্মিন্ পক্ষেঽবকল্পতে। বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদোপচারাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

অত এব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥*

সারতঃ প্রকৃতৌ হি বিকারাণাং লয়মাহ। ন চ বাচঃ প্রকৃতির্ম্মনো যেনাঽস্মিন্ বিলীয়েত। তস্মাৎ বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদবিবিক্ষয়া বাক্পদং তদ্‌বৃত্তৌ ব্যাখ্যেয়ম্। সম্ভবতি চ বাগ্‌বৃত্তের্ব্বাগপ্রকৃতাবপি মনসি লয়স্তথা তত্র তত্র দর্শনাদিত্যাহ—"বৃত্ত্যুদ্ভবাভিভবা"বিতি।

উপাদানেই উপাদেয়ের (উৎপন্ন পদার্থের) লয় হওয়ার নিয়ম আছে। যাহা যাহা হইতে জন্মে তাহা তাহাতেই উপসংহৃত হয়। মৃত্তিকা হইতে ঘট জন্মে, আবার মৃত্তিকাতেই তাহার লয় হয়, অন্য কিছুতে নহে। বাগিন্দ্রিয় মন হইতে উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং তাহার লয়ও মনে হয় না। বাগিন্দ্রিয়ের মনঃপ্রভবতা পক্ষে কোনরূপ প্রমাণও নাই। বৃত্তির উদ্ভব ও অভিভব উপাদান ব্যতীত অন্য পদার্থেও হইতে পারে এবং তাহা দেখাও যায়। ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠ পার্থিব পদার্থ; কিন্তু তাহাতে তৈজস বহ্নির বৃত্তি (কার্য্য) উদ্ভূত এবং জলে তাহার লয় বা উপশম হইয়া থাকে। পাছে কেহ বলেন যে, বৃত্তি অর্থে বাক্‌শব্দের প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, সেই জন্য বলিয়াছেন, শব্দাচ্চ। বৃত্তি-অর্থেও বাক্‌শব্দ প্রয়োজিত হইতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, বাক্‌শব্দ ভাবপ্রত্যয় সাধনে ও লক্ষণাশক্তির দ্বারা বাক্‌বৃত্তি বুঝাইতে সমর্থ।)

---

* বাচ্যুক্তং ন্যায়ং চক্ষুরাদিষ্বতিদিশত্যত ইতি। সবৃত্তিকে মনসি বিদ্যমানে চক্ষুরাদীনামপি বৃত্তিলয়দর্শনাৎ শব্দোপপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি—বাগিব চক্ষুরাদীন্যপি বৃত্তিদ্বারেণ মনোঽনুবর্ত্তন্তে মনস্যুপসংহ্রিয়ন্ত ইতি যাবৎ।—যেমন বাগিন্দ্রিয় বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়, তেমনি, আর আর ইন্দ্রিয়ও বৃত্তিবিলয় দ্বারা মনে গিয়া লীন হয়।

'তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ' ইত্যত্রাবিশেষেণ সর্ব্বেষামেবেন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্রাপ্যত এব বাচ ইব চক্ষুরাদীনামপি সবৃত্তিকে মনস্যবস্থিতে বৃত্তিলোপদর্শনাৎ তত্ত্বপ্রলয়াসম্ভবাচ্ছব্দোপপত্তেশ্চ বৃত্তিদ্বারেণৈব সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মনোঽনুবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষাং করণানাং মনস্যুপসংহারাবিশেষে সতি বাচঃ পৃথক্‌গ্রহণং বাঙ্মনসি সম্পদ্যত ইত্যুদাহরণানুরোধেন ॥ ২ ॥

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥*

সমধিগতমেতৎ 'বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে' ইত্যত্র বৃত্তিসম্পত্তি-

যতশ্চ প্রকৃতিবিকারভাবাভাবান্মনসি ন স্বরূপলয়ো বাচোঽপি তু বৃত্তিলয়ঃ অতএব সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং সত্যেব সবৃত্তিকে মনসি বৃত্তেরনুগতির্লয়ো ন স্বরূপলয়ঃ। বাচস্তু পৃথক্ গ্রহণং পূর্ব্বসূত্রে উদাহরণাপেক্ষং ন তু তদেবেহ বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ।

যদি স্বপ্রকৃতৌ বিকারস্য লয়স্ততোমনঃ প্রাণে সম্পদ্যত ইত্যত্র মনঃস্বরূপ-

---

"অনন্তর মনঃসম্পন্ন ইন্দ্রিয় ও শান্ততেজ হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে যায়।" এই শ্রুতিতে অবিশেষে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মনঃসম্পত্তি (মনে একীভূত) হওয়া কথিত হইয়াছে। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, মনের বৃত্তি থাকিতে থাকিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (কার্য্য) লোপ প্রাপ্ত হয়। যাহা বাক্ নামক তত্ত্ব (ইন্দ্রিয়) তাহার লোপ অসম্ভব। সেই কারণে সে সকল শব্দের ভাবব্যুৎপত্তি অথবা লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন করিলে অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে। পারে বলিয়াই বৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের মনঃপ্রবেশ, ইহা অবধারিত হয়। মনে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের উপসংহার সমান হইলেও উদাহরণের অনুরোধে "বাক্ মনসি—" ও "অতএব চ—" এই দুই পৃথক্ সূত্র বলা হইয়াছে।

১ম সূত্রের ব্যাখ্যায় জানা গিয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিই মনে লয়প্রাপ্ত

---

* তৎ মনঃ প্রাণে বিলীয়তে সবৃত্তিকে প্রাণে বৃত্তিলয়েনৈব মনোবিলায়ত ইত্যুত্তরাৎ তদুত্তরবাক্যাদবগম্যতে।—তাদৃশ মনও বৃত্তিবিলয় দ্বারা সবৃত্তিক প্রাণে লীন হয় ইহা তদুত্তর বাক্যে অবগত হওয়া যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

বিবক্ষেতি। অথ যদুত্তরং বাক্যং 'মনঃ প্রাণ' ইতি কিমত্রাপি বৃত্তিসম্পত্তিরেব বিবক্ষিতোত বৃত্তিমৎসম্পত্তিরিতি বিচিকিৎসায়াং বৃত্তিমৎসম্পত্তিরেবাত্রেতি প্রাপ্তম্। শ্রুত্যনুগ্রহাৎ তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেশ্চ। তথা হি 'অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ' ইত্যন্নযোনিং মন আমনন্ত্যব্‌যোনিঞ্চ প্রাণম্ 'আপশ্চান্নমসৃজন্ত' ইতি শ্রুতিঃ। অতশ্চ যন্মনঃ প্রাণে প্রলীয়তেঽন্নমেব তদপ্সু প্রলীয়তে। অন্নং হি মন আপশ্চ প্রাণঃ প্রকৃতিবিকারাভেদাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। তদপ্যাত্মগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়বৃত্তি মনো বৃত্তিদ্বারেণৈব প্রাণে প্রলীয়ত ইত্যুত্তরা-

---

ন্যৈব প্রাণে সম্পত্ত্যা ভবিতব্যম্। তথাহি মন ইতি নোপচারতো ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতি। সম্ভবতি হি প্রকৃতিবিকারভাবঃ প্রাণমনসোঃ—অন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যত্রান্নাত্মতামাহ মনসঃ শ্রুতিরাপোময়ঃ প্রাণ ইতি চ প্রাণস্যাবাত্মতাম্। প্রকৃতিবিকারয়োস্তাদাত্ম্যাৎ। তথা চ প্রাণো মনসঃ প্রকৃতিরিতি মনসো

হয় এবং বৃত্তিলয় হওয়াই তদবাক্যের বিবক্ষিত। তৎপর বাক্যে আছে, "মনঃ প্রাণে।" মন প্রাণে গিয়া লীন হয়। এখানেও সন্দেহ—মনোলয় বিবক্ষিত কি বৃত্তিলয় বিবক্ষিত। সন্দেহের প্রথম কোটি—মনোলয় বিবক্ষিত। অর্থাৎ মনেরই লয় হয়। বৃত্তিসহিত মন প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতি অনুগৃহীত (মনঃ] এই শব্দের মুখ্যার্থসঙ্গতি) হয় এবং তাহাব অভিহিত প্রাণপ্রকৃতিকত্বও উপপন্ন হয়। (প্রাণ প্রকৃতিকত্ব—প্রাণ হইতে মনের জন্ম বা প্রাণ মনের উপাদান কারণ, এই কথা।) [তথা হি...গন্তব্যম্] মন যে প্রাণমূলক তাহার প্রমাণ এই—"হে সোম্য। মন অন্নময় এবং প্রাণ জলময় (জলভূতের বিকার বা কার্য্য।)" "পণ্ডিতেরা বলেন, মন অন্নমূলক এবং প্রাণ জলমূলক। জলই অন্নের জন্মদাতা অর্থাৎ জল হইতেই অন্নের জন্ম বা উৎপত্তি হয়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, অন্নময় মনের লয়স্থান প্রাণ। এবং দেখাও যায়, অন্নের লয়স্থান জল। প্রকৃতি ও বিকৃতির ভিন্নতা গ্রহণ না করিয়া অভেদভাব গ্রহণ করিলে অবশ্যই বলা যায়, অন্নই মন এবং জলই প্রাণ। (অন্নের প্রকৃতি জল সুতরাং তাহার লয়স্থানও জল। অন্ন ও মন একই, এই দৃষ্টিতে প্রাণকে অবশ্যই মনের প্রকৃতি বলিতে পারা যায়।) প্রাণ

দ্বাক্যাদবগন্তব্যম্। তথা হি সুষুপ্সোর্মুমূর্ষোশ্চ প্রাণবৃত্তৌ পরিস্পন্দাত্মিকায়ামবস্থিতায়াং মনোবৃত্তীনামুপশমো দৃশ্যতে। ন চ মনসঃ স্বরূপাপ্যয়ঃ প্রাণে সম্ভবতি। অতৎপ্রকৃতিত্বাৎ। নন্থ দর্শিতং মনসঃ প্রাণপ্রকৃতিত্বম্। নৈতৎ সারম্। ন হীদৃশেন প্রণালিকেন তৎপ্রকৃতিত্বেন মনঃ প্রাণে সম্পত্তুমর্হতি। এবমপি হ্যন্নে মনঃ সম্পদ্যেতাহপ্সু চান্নমপ্স্বেব চ প্রাণঃ। ন হ্যেতস্মিন্নপি পক্ষে প্রাণভাবপরিণতাভ্যোহদ্ভ্যো মনো জায়ত ইতি কিঞ্চন প্রমাণমস্তি। তস্মান্ন মনসঃ প্রাণে স্বরূপাপ্যয়ঃ।

বৃত্তিমতঃ প্রাণে লয় ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে। সত্যমাপোহন্নমসৃজন্ত ইতি শ্রুতেরবন্নয়োঃ প্রকৃতিবিকারভাবোহবগম্যতে ন তু তদ্বিকারয়োঃ প্রাণমনসোঃ। স্বযোনিপ্রণালিকয়া তু মিথো বিকারয়োঃ প্রকৃতিবিকারভাবাভ্যুপগমে সঙ্করাদতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তস্মাৎ যো যস্য সাক্ষাদ্বিকারস্তস্য তত্র লয় ইত্যন্নস্যাপ্সু লয়ো ন ত্বব্বিকারে প্রাণে। অন্নবিকারস্য মনসঃ। তথা চাত্রাপি মনোবৃত্তের্বৃত্তিমতি প্রাণে লয়ো ন তু বৃত্তিমতো মনস ইতি সিদ্ধম্।

মনের প্রকৃতি (উৎপত্তিস্থান) হইলে প্রাণে মনের লয় হওয়ার কথাও সঙ্গত হইতে পারে।) এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস ও সিদ্ধান্তপক্ষের স্থাপনা উদ্দেশে বলা হইল—পরিগৃহীতবাহেন্দ্রিয়বৃত্তি মনঃও বৃত্তিলয় দ্বারা প্রাণে বিলীন হয় অর্থাৎ মনেরও বৃত্তিবিলয় হয়, মনের স্বরূপ বিলয় হয় না। এ সিদ্ধান্ত শব্দতাৎপর্য্য দৃষ্টে লব্ধ হয়। [তথা হি...মস্তি] সুষুপ্ত ও ম্রিয়মাণ এই দুই পরবর্ত্তী বাক্যে দ্বিবিধ পুরুষের প্রাণকার্য্য (শ্বাসপ্রশ্বাস) থাকে অথচ মনোবৃত্তি থাকে না, ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন প্রকৃতপক্ষে প্রাণমূলক নহে, সেজন্য প্রাণে মনের স্বরূপ বিলয় অসম্ভব। বলিয়াছিলে, ক্রমপরম্পরায় মনের প্রাণমূলকতা আছে, সে কথা নিতান্ত অসার। সেরূপ প্রকৃতিতে (প্রাণে) মনের লয় হয় বলা অন্যায্য। সে প্রণালীর প্রকৃতিতে কার্য্যবিলয় মানিতে গেলে অন্নেও মনের বিলয় মানিতে হইবেক। মন অন্নে, অন্ন জলে, এবং, প্রাণও জলে লয়প্রাপ্ত হয় বলিতে হইবে। কিন্তু প্রাণরূপে পরিণত জল হইতে যে মনের জন্ম হয় তাহা প্রমাণপ্রমিত নহে। [তস্মান্ন...দর্শিতম্] সেই জন্যই বলিতেছি, প্রাণে মনের বৃত্তিবিলয় হয়, স্বরূপবিলয় হয় না। বৃত্তিবিলয় পক্ষ বৃত্তিবৃত্তিমান এক বা অভিন্ন

বৃত্ত্যপ্যয়েঽপি শব্দোঽবকল্পতে বৃত্তিবৃত্তিমতোরভেদোপচারা-দিতি দর্শিতম্ ॥ ৩ ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥*

স্থিতমেতদ্যস্য যতো নোৎপত্তিস্তস্য তস্মিন্ বৃত্তিলয়ো ন স্বরূপলয় ইতি। ইদমিদানীং প্রাণস্তেজসীত্যত্র চিন্ত্যতে। কিং যথাশ্রুতি প্রাণস্য তেজস্যেব বৃত্ত্যুপসংহারঃ কিংবা দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষে জীব ইতি। তত্র শ্রুতেরনতিশঙ্ক্য-

প্রাণস্তেজসীতি তেজঃশব্দস্য ভূতবিশেষবচনত্বাৎ বিজ্ঞানাত্মনি চাপ্রসিদ্ধেঃ প্রাণস্য জীবাত্মন্যুপগমানুগমাবস্থানশ্রুতীনাঞ্চ তেজোদ্বারেণাপ্যুপপত্তেঃ। তেজসি সমাপন্নবৃত্তিঃ খলু প্রাণস্য। তেজস্তু জীবাত্মন্যবতিষ্ঠতে। তদ্দ্বারা জীবাত্ম-

এইরূপ বিবক্ষায় উপপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ উপচার ক্রমে মনোবৃত্তিতে মনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবেক।

যাহা, যাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই তাহাতে তাহার স্বরূপবিলয় অসম্ভব। পরন্তু তাহাতে তাহার বৃত্তি (কার্য্য) বিলয় অসম্ভব নহে। সেই জন্য বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, মরণকালে মনে বাকবৃত্তির বিলয় ও প্রাণে মনোবৃত্তির বিলয় হয়। সম্প্রতি "প্রাণস্তেজসি" এই বাক্যে চিন্তনীয় অর্থাৎ বিচার্য্য এই যে, তেজে প্রাণবৃত্তির উপসংহার হয় কি-না। শ্রুতি (শব্দবিন্যাসপ্রণালী—প্রাণস্তেজসি ইত্যাদি) অবহেলা না করিলে পাওয়া যায়, তেজেই প্রাণের বৃত্ত্যুপসংহার হয়। পরন্তু বিচারচক্ষে দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষ জীবেই প্রাণবৃত্তি উপসংহৃত হয়। এইরূপ পক্ষদ্বয় প্রাপ্ত হওয়াতে সংশয় হয়। শ্রুতি প্রমাণ কি-না সে সংশয় নাই; অশ্রুত কল্পনাও ন্যায্য নহে, সুতরাং শ্রুত্যনুসারে তেজেই প্রাণের উপসংহার হয় বলা যাইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বলিলেন—সোঽধ্যক্ষে

* স প্রাণঃ অধ্যক্ষে জীবে জ্ঞানকর্ম্মনামনোপাধিকে লীয়ত ইতি পূরণীয়ম। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তদুপগমাদিভ্যঃ। তং জীবং প্রতি প্রাণানামুপগমনাদিশ্রবণাৎ। আদিশব্দাদনুগমনমবস্থানঞ্চ লভ্যতে। উপগমনানুগমনাবস্থানশ্রুতিভ্য ইতি যাবৎ। এবমেবেমমাত্মানমিত্যুপগমনশ্রুতিঃ। তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা ইত্যনুগমনশ্রুতিঃ। সবিজ্ঞানো ভবতীত্যবস্থিতিশ্রুতিঃ। জীবস্য প্রাপ্তব্যফলাবগমায় হি বিজ্ঞানসাহিত্যশ্রুত্যা জীব এব মুখ্যপ্রাণসহিতেন্দ্রিয়াণামবস্থিতিঃ প্রতীয়ত ইতি দ্রষ্টব্যম। সর্ব্বত্রৈব নির্ব্বিকারতয়াঽবস্থানং লয়শ্চেনোক্তমিত্যপি বোধ্যম্। —সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবে লীন হয় অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হইয়া অবস্থান করে। শ্রুতি এ কথা পরলোকগামী জীবের সঙ্গে লীন ইন্দ্রিয়গণের গমন, প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণ এবং জীবে সে সকলের অবস্থান বর্ণনা করায় অবধারিত হয়।

ত্বাৎ প্রাণস্য তেজস্যেব সম্পত্তিঃ স্যাদশ্রুতকল্পনায়া অন্যা-য্যত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—সোঽধ্যক্ষ ইতি। স প্রকৃতঃ প্রাণোঽধ্যক্ষেঽবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞোপাধিকে বিজ্ঞানাত্মন্যবতিষ্ঠতে তৎপ্রধানা প্রাণবৃত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ। তদুপগমাদিভ্যঃ। এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতীতি হি শ্রুত্যন্তরমধ্যক্ষোপগামিনঃ সর্ব্বান্ প্রাণানবিশেষেণ দর্শয়তি। বিশেষেণ চ 'তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি' ইতি পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যাধ্যক্ষানুগামিতাং দর্শয়তি। তদনুবৃত্তিতাং চেতরেষাং প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি। 'সবিজ্ঞানো

সমাপন্নবৃত্তিঃ প্রাণ ইত্যুপপদ্যতে। তস্মাৎ তেজস্যেব প্রাণবৃত্তিবিলয় ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। স প্রকৃতঃ প্রাণোঽধ্যক্ষে বিজ্ঞানাত্মনি ব্যবতিষ্ঠতে তত্তন্ত্রবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ। উপগমানুগমাবস্থানেভ্যো হেতুভ্যঃ। তত্রোপগমশ্রুতিমাহ এবমেবেমমাত্মানমিতি। অনুগমনশ্রুতিমাহ—"তমুৎক্রামন্ত"মিতি। অবস্থানশ্রুতিমাহ—"সবিজ্ঞানো ভবতীতি চে"তি। বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং

[স...ক্রামন্তি ইতি] সেই প্রাণ তৎকালে শরীরপঞ্জরাধ্যক্ষ জীবে গিয়া অবস্থিতি করে, অন্যত্র নহে। অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, পূর্ব্ব প্রজ্ঞা (পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কার), এতদুপহিত চিদাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয়-পঞ্জরের অধ্যক্ষ এবং তাহারই অন্য নাম জীব। মৃত্যুকালে প্রাণবৃত্তি তন্মাত্রাবলম্বী হয়। ইহা কিরূপে জানা যায় তাহা বলিতেছি। শ্রুতি জীবেতেই প্রাণের উপগমন, অনুগমন ও অবস্থান হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "মুমূর্ষু যখন উদ্ধশ্বাসযুক্ত হয় তখন তাহার অন্তকাল উপস্থিত। এই অন্তকালে প্রাণ সকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয—"এই শ্রুতি অবিশেষে সমুদায় প্রাণীর প্রাণের জীবসমীপে আগমন হওয়ার কথা বলিয়াছেন। "জীব বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে প্রাণও তাহার অনুগমন করে।" এই শ্রুতি বিশেষ করিয়া অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের নামোল্লেখ করিয়া তাহার দেহাধ্যক্ষ সমীপে আগমন হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, "মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণও (ইন্দ্রিয়গণও) তাহার অনুগামী হয়—পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়।" [সবিজ্ঞানো...আহ] "জীব মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হয় অর্থাৎ

ভবতি' ইতি চাধ্যক্ষস্যান্তর্ব্বিজ্ঞানবত্ত্বপ্রদর্শনেন তস্মিন্নপীতকরণগ্রামস্য প্রাণস্যাবস্থানং গময়তি। নমু 'প্রাণস্তেজসি' ইতি শ্রূয়তে কথং প্রাণোঽধ্যক্ষ ইত্যধিকাবাপঃ ক্রিয়তে। নৈষ দোষঃ। অধ্যক্ষপ্রধানত্বাদুৎক্রমণাদিব্যবহারস্য। শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি চ বিশেষস্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। কথং তর্হি প্রাণস্তেজসীতি শ্রুতিরিত্যত আহ॥ ৪॥

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ॥ ৫॥*

স প্রাণসংযুক্তোঽধ্যক্ষঃ তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষু দেহ-

পঞ্চবৃত্তিপ্রাণসহিত ইন্দ্রিয়গ্রামস্তেন সহাবতিষ্ঠত ইতি সবিজ্ঞানঃ। চোদয়তি—"নমু প্রাণস্তেজসীতি শ্রূয়ত"ইতি অধিকাবাপোঽশব্দার্থব্যাখ্যানম্। পরিহরতি—"নৈষ দোষ ইতি"। যদ্যপি প্রাণস্তেজসীত্যত্র তেজসি প্রাণবৃত্তিলয়ঃ প্রতীয়তে তথাপি সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বেন বিদ্যানাং শ্রুত্যন্তরালোচনয়া বিজ্ঞানাত্মনি লয়োঽবগম্যতে। ন চ তেজসস্তত্র লয় ইতি সাম্প্রতম্।

তস্যানিলাকাশক্রমেণ পরমাত্মনি তত্ত্বলয়াবগমাৎ। তস্মাৎ তেজোগ্রহণেনো-

---

প্রাপ্তব্যফলানুরূপ ভাবনা (অস্পষ্টজ্ঞানপরিণাম) ধারণ করে" এই শ্রুতি তৎকালে জীবের অন্তরে বিজ্ঞান থাকে বলিয়াছেন এবং তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণের লয় ও লুপ্তবৃত্তি মুখ্যপ্রাণের অবস্থান বুঝাইয়া দিয়াছেন। যদি বল, শ্রুতি "প্রাণস্তেজসি—প্রাণ তেজে বিলীন হয়" বলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ অধ্যক্ষে লয় হওয়ার কথা বলেন নাই, তবে তুমি কেন ঐ অতিরিক্ত কথা বল? আমার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ অতিরিক্ত বলা দোষাবহ নহে। উৎক্রমণ-ব্যবহার (মরণ-ব্যবহার) অধ্যক্ষ লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত। সুতরাং তাহা শ্রুত্যন্তর প্রাপ্ত বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট ক্রম) প্রতীক্ষা করে না। তবে এই বলিতে পার বা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, "প্রাণস্তেজসি—প্রাণ তেজে বিলীন হয়" এ কথার সঙ্গতি কিরূপ। সঙ্গতি কিরূপ? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই—

"প্রাণস্তেজসি" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে এই বুঝিতে হইবে যে,

---

* অতঃ পূর্ব্বোদাহৃতশ্রুতেঃ ভূতেষু তেজঃ সহচরিতেষু সূক্ষ্মেষু দেহবীজেষবতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্।—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারাই তেজের সংগ্রহ হইতে পারে এবং বুঝা যাইতে পারে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকে অবস্থান করে।

বীজভূতেষু সূক্ষ্মেষ্ববতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যম্। 'প্রাণস্তেজসি' ইত্যতঃ শ্রুতেঃ। ননু চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণস্য তেজসি স্থিতিং দর্শয়তি ন প্রাণসংযুক্তস্যাধ্যক্ষস্য। নৈষ দোষঃ। সোঽধ্যক্ষ ইত্যধ্যক্ষস্যাপ্যন্তরাল উপসংখ্যাতত্বাৎ। যোঽপি হি স্রুঘ্নান্মথুরাং গত্বা মথুরায়াঃ পাটলিপুত্রং ব্রজতি সোঽপি স্রুঘ্নাৎ পাটলিপুত্রং যাতীতি শক্যতে বদিতুম্। তস্মাৎ প্রাণস্তেজসীতি প্রাণসংযুক্তস্যাঽধ্যক্ষস্যৈবৈতত্তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষ্ববস্থানম্। কথং তেজঃসহচরিতেষু ভূতেষ্বিত্যুচ্যতে যাবতৈকমেব তেজঃ শ্রূয়তে প্রাণস্তেজসীত্যত আহ ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৬ ॥*

পলক্ষ্যতে তেজঃসহচরিতদেহবীজভূতপঞ্চভূতসূক্ষ্মপরিচারাধ্যক্ষো জীবাত্মা তস্মিন্ প্রাণবৃত্তিরপ্যেতীতি। চোদয়তি—"ননু চেয়ং শ্রুতি"রিতি। তেজঃসহচরিতানি ভূতান্যুপলক্ষ্যন্তাং তেজঃশব্দেনাঽধ্যক্ষে তু কিমায়াতং তস্য তদসাহচর্য্যাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি—"সোঽধ্যক্ষ ইত্যধ্যক্ষস্যাঽপী"তি। যদা হ্যয়ং প্রাণোঽন্তরালেঽধ্যক্ষং প্রাপ্যাধ্যক্ষসম্পর্কবশাদেব তেজঃপ্রভৃতীনি ভূতসূক্ষ্মাণি প্রাপ্নোতি তদোপপদ্যতে প্রাণস্তেজসীতি। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"যোঽপি হি স্রুঘ্নাদি"তি। সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি। "কথং তেজঃসহচরিতেষ্বিতি"।

প্রাণসংযুক্ত অধ্যক্ষ (জীব) তেজঃ সহচরিত দেহবীজ ভূতসূক্ষ্মে অবস্থিতি করেন। "প্রাণস্তেজসি—" এই কথায় প্রথমতঃ তেজে প্রাণের স্থিতি প্রতীত হইলেও অন্তরালে অধ্যক্ষের উপসংখ্যান (উহ্য) আছে। যে স্রুঘ্ন (দেশবিশেষ) হইতে মথুরায় ও মথুরা হইতে পাটলীপুত্রে যায়, অবশ্যই তাহাকে স্রুঘ্ন হইতে পাটলীপুত্রে যাইতেছে বলা যাইতে পারে। [তস্মাৎ...ইত্যত আহ] অতএব "প্রাণস্তেজসি" এ কথায় প্রাণসংযুক্ত জীবের তেজোযুক্ত সূক্ষ্মভূতে অবস্থান অববোধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পাছে কেহ ভাবেন, "তেজসি" মাত্র তেজঃশব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে তেজঃসহচরিত ভূত কিপ্রকারে অববোধিত হয়? সেই জন্য বলিতেছেন—

* একস্মিন্ কেবলে তেজসি ন অবতিষ্ঠতে শরীরস্থানেকাত্মকত্বদর্শনাদিত্যূহনীয়ম্। হি যতঃ প্রশ্নপ্রতিবচনে শ্রৌতে শ্রুতিস্মৃতী বা দর্শয়ত এতমেবার্থমিতি সূত্রপদানাং যোজনা।—পর-

'নৈকস্মিন্নেব তেজসি শরীরান্তরপ্রেপ্সাবেলায়াং জীবো-ঽবতিষ্ঠতে কার্য্যস্য শরীরস্যানেকাত্মকত্বদর্শনাৎ। দর্শয়ত-শ্চৈতমর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে 'আপঃ পুরুষবচসঃ' ইতি। তদ্ব্যা-খ্যাতং 'ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ' ইত্যত্র [বে° সূ°]। শ্রুতি-স্মৃতী চৈতমর্থং দর্শয়তঃ। শ্রুতিঃ 'পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ' ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

'অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ' ॥[মনু° ১।২৭]

ইত্যাদ্যা। ননু চোপসংহৃতেষু বাগাদিষু করণেষু শরীরান্তর-

অত্র ভাষ্যকারোঽনুমানদর্শনমাহ—"কার্য্যস্য শরীরস্যে"তি। স্থূলশরীরানু-রূপমনুমেয়ং সূক্ষ্মমপি শরীরং পঞ্চাত্মকার্য্যমিত্যর্থঃ। দর্শয়ত ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে—"দর্শয়তশ্চৈতমর্থমি"তি। প্রশ্নপ্রতিবচনাভিপ্রায়ং দ্বিবচনং শ্রুতি-স্মৃত্যভিপ্রায়ং বা। অণ্ব্যো মাত্রাঃ সূক্ষ্মাঃ। দশার্দ্ধানাং পঞ্চভূতানামিতি। শ্রুত্য-ন্তরবিরোধং চোদয়তি—"ননু চোপসংহৃতেষু বাগাদিষ্বি"তি। কর্ম্মাশ্রয়তেতি

জীব গৃহীতশরীর পরিত্যাগের পর অন্য শরীর গ্রহণ কালে কেবল মাত্র তেজোভূতে অবস্থান করে না। কারণ এই যে, শরীরমাত্রেই অনেক ভূতের বিকার। ছান্দোগ্যোক্ত প্রশ্নপ্রতিবচনে জলেরও পুরুষাকারে (শরীরাকারে) পরিণত হওয়া বর্ণিত আছে। যথা "অবশেষে আপ্‌ই পুরুষপদবাচ্য হয়।" অত্রস্থ আপ্‌শব্দ ভূতপঞ্চকের অববোধক। যে প্রকারে তাহা পঞ্চভূতের অববোধক সে প্রকার "ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ" সূত্রে দর্শিত হইয়াছে। [শ্রুতি...ইত্যাদ্যা] এ তথ্য শ্রুতিস্মৃতি উভয়ত্রই অভিহিত আছে। শ্রুতি যথা—"এই পুরুষ পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময় ও তেজোময়—" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"দশার্দ্ধভূতের অর্থাৎ পাঁচ ভূতের সূক্ষ্মভাগ পরিচ্ছিন্ন ও অবিনাশী (যাবৎ সংসার তাবৎ থাকে, নাশপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অবি-নাশী), এই সমগ্র জগৎ সে সকলের সহিত পূর্ব্বপূর্ব্বের অনুরূপে সম্ভূত (উৎপন্ন) হইয়া থাকে।" [ননু...বিরোধঃ] বলিতে পার, শ্রুতি অন্য

লোক গমনোদ্যত জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগের পর কেবল মাত্র তেজোভূত অবলম্বন করে না। না করিবার কারণ এই যে, শরীর অনেকাত্মক—একভূতে তাহা নিষ্পন্ন হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখাইয়াছেন, জীব দেহবীজ ভূতপঞ্চক লইয়া প্রয়াণ করে, সময়ে ভূতসমূহে তাহার দেহান্তর জন্মে।

প্রেপ্সাবেলায়াং 'ক্বায়ন্তদা পুরুষো ভবতি' ইত্যুপক্রম্য শ্রুত্যন্তরং কর্ম্মাশ্রয়তাং নিরূপয়তি 'তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুঃ। অথ হ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ' ইতি। অত্রোচ্যতে। তত্র কর্ম্মপ্রযুক্তস্য গ্রহাতিগ্রহসংজ্ঞকস্যেন্দ্রিয়বিষয়াত্মকস্য বন্ধনস্য প্রবৃত্তিরিতি কর্ম্মাশ্রয়তোক্তা। ইহ পুনর্ভূতোপাদানাদ্দেহান্তরোৎপত্তিরিতি ভূতাশ্রয়ত্বমুক্তম্। প্রশংসাশব্দাদপি তত্র প্রাধান্যমাত্রং কর্ম্মণঃ প্রদর্শিতং ন ত্বাশ্রয়ান্তরং নিবারিতং তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥*

প্রতীয়তে ন ভূতাশ্রযতেত্যর্থঃ। পবিহরতি—"অত্রোচ্যত"ইতি। গ্রহা ইন্দ্রিয়াণি। অতিগ্রহাস্তদ্বিষয়াঃ। কর্ম্মণাং প্রযোজকত্বেনাশ্রয়ত্বং ভূতানাং তূপাদানত্বেনেত্যবিরোধঃ। প্রশংসাশব্দোঽপি কর্ম্মণাং প্রযোজকতয়া প্রকৃষ্টমাশ্রয়ত্বং ব্রূতে সতি নিকৃষ্ট আশ্রয়ান্তরে তদুপপত্তেরিত্যাহ—"প্রশংসাশব্দাদপি তত্রে"তি।

এক স্থানে, মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল সংহার প্রাপ্ত হওয়ার পর "জীব যখন শরীরান্তর গ্রহণ করিতে যায় তখন সে কোন্ আশ্রয়ে থাকে?" এইরূপ এক প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া বলিয়াছেন, "জীব তখন পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মের (অদৃষ্টের) আশ্রয়ে থাকে।" যথা—"তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা কর্ম্মই বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা কর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।" অতএব ভবৎকৃত সিদ্ধান্ত উক্ত শ্রুতির বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে বিরোধভঞ্জনার্থ আমাদের বক্তব্য—শেষোক্ত শ্রুতি গ্রহনামক ইন্দ্রিয়গণকে ও অতিগ্রহসংজ্ঞক বিষয়সমূহকে জীবের বন্ধনরজ্জু ও তাহার অবস্থিতি কর্ম্মেরই অধীন, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ঐ কর্ম্মাশ্রয়-কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদাহৃত স্থলে সে কথা বলা হয় নাই। উদাহৃত স্থলে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, পঞ্চভূত উপাদানেই দেহোৎপত্তি হয় এবং সেই কারণে জীব ভূতাশ্রয়ী। অপিচ, প্রশংসাশব্দের দ্বারা সেখানে কর্ম্মের প্রাধান্যমাত্র বলা হইয়াছে, আশ্রয়ান্তর থাকা নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধ নাই।

---

* সা চ সমানা সর্ব্বপ্রাণিষু তুল্যা। হেতুমাহ আসৃত্যুপক্রমাদিতি। সৃতির্মার্গস্তস্যোপক্রমো-

সেয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদুষোঃ সমানা কিং বা বিশেষবতীতি বিশয়ানানাং বিশেষবতীতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা হ্যেষা পুনর্ভবায় চ ভূতান্যাশ্রীয়ন্তে। ন চ বিদুষঃ পুনর্ব্ভবঃ সম্ভবতি। 'অমৃতত্বং হি বিদ্বানভ্যশ্নুতে' ইতি শ্রুতিঃ। তস্মাদবিদুষ এবৈষোৎক্রান্তিঃ। ননু বিদ্যাপ্রকরণে সমাম্নানাৎ বিদুষ এবৈষা ভবেৎ। ন। স্বাপাদিবৎ যথাপ্রাপ্তানুকীর্ত্তনাৎ। যথাহি 'যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম অশিশিষতি নাম পিপাসতি নাম' ইতি চ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণা এব স্বাপাদয়োঽনুকীর্ত্ত্যন্তে বিদ্যাপ্রকরণেঽপি প্রতিপিপা-

---

অত্রামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্রুতেঃ পরবিদ্যা চ তং প্রত্যেতদিতি মন্বানস্য পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। বিশয়ানানাং সন্দিহানানাং পুংসাম্। চোদয়তি—"ননু বিদ্যাপ্রকরণে"-ইতি। পরিহরতি—"ন স্বাপাদিবদি"তি। পরে বিদ্যয়ৈবামৃতত্বে প্রাপ্ত্যবস্থামাখ্যাতুং তৎসধর্ম্মাশ্চ তদ্বিধর্ম্মাশ্চান্যা অপ্যবস্থাস্তদনুগুণতয়াখ্যায়ন্তে। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং হি স্ফুটতরঃ প্রতিপিপাদয়িষিতে বস্তুনি প্রত্যয়ো ভবতীতি। ন তু বিদুষঃ সকাশাদ্বিশেষবন্তোঽবিদ্বাংসোবিধীয়ন্তে যেন বিদ্যাপ্রকরণব্যাঘাতো

প্রস্তাবিত উৎক্রান্তি কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়সাধারণ? উভয়ের মধ্যে কি কোন কিছু বিশেষ আছে? এইরূপ সংশয় হইলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বিশেষ আছে। অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন না। যে উৎক্রান্তি বর্ণিত হইল তাহা ভূতাশ্রয়বিশিষ্টা। জীব পুনর্দ্দেহলাভের নিমিত্তই সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করে। পরন্তু জ্ঞানীর পুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—"জ্ঞানী অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্তি পান।" সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত উৎক্রান্তি অজ্ঞানীর পক্ষেই অভিহিত, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। [ননু...বিদুষঃ] যদি বল, উৎক্রান্তি জ্ঞান-প্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা

ঽর্চ্চিঃপ্রাপ্তিস্ততঃ। অমৃতত্বঞ্চেদমমৃতীভাবঃ অনুপোষ্য অদগ্ধ্বাত্যন্তমবিদ্যাদিক্লেশান্ ন সম্ভবতীত্যাপেক্ষিক এব। উষদাহে ইত্যস্য রূপম্। সগুণব্রহ্মবিদোঽজ্ঞস্যেবোৎক্রান্তিস্তস্য তু যদমৃতত্বং শ্রুতং তদাপেক্ষিকমেব ন তু মুখ্যমিতি সমুদায়ার্থঃ।—এই মাত্র যে উৎক্রান্তিক্রম (মরণ প্রণালী) বলা হইল তাহা সমান অর্থাৎ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ। জ্ঞানীও অজ্ঞানীর ন্যায় উৎক্রান্ত হন। এ স্থলে জ্ঞানী শব্দের অর্থ উপাসক, মুখ্যজ্ঞানী নহে। কারণ এই যে, উপাসককেই অর্চ্চিরাদি পথে যাইতে হয়। অবিদ্যাদি ক্লেশ নিরবশেষ দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মুখ্য অমরত্ব লাভ হয় না; সুতরাং উপাসক অমৃত হয়, এ কথার অর্থ—মুখ্য অমৃত নহে, কিন্তু গৌণ। (ভাষ্য ভাষা দেখ)।

দয়িষিতবস্তুপ্রতিপাদনানুগুণ্যেন ন তু বিদুষো বিশেষবন্তো বিধিৎস্যন্তে এবমিয়মপ্যুৎক্রান্তির্ম্মহাজনগতৈবানুকীর্ত্ত্যতে। যস্যাং পরস্যাং দেবতায়াং পুরুষস্য প্রয়তস্তেজঃ সম্পদ্যতে স আত্মা তত্ত্বমসীতি প্রতিপাদয়িতুম্ প্রতিষিদ্ধা চৈষা বিদুষঃ। তস্মাদবিদুষ এবৈষেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাক্‌মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোরাসৃত্যুপক্রমাৎ ভবিতুমর্হতি। অবিশেষশ্রবণাৎ। অবিদ্বান্ দেহবীজভূতানি ভূতসূক্ষ্মাণ্যাশ্রিত্য কর্ম্মপ্রযুক্তো দেহগ্রহণমনুভবিতুং সংসরতি।

ভবেদপি তু বিদ্যাং প্রতিপাদয়িতুং লোকসিদ্ধানাং তদনুগুণতয়া তেষামনুবাদ ইতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। "সমানা চৈষোৎক্রান্তির্ব্বাঙ্মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষোঃ" কুতঃ। "আসৃত্যুপক্রমাৎ"। সৃতিঃ সরণং দেবযানেন পথা কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। আসৃতেরাকার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ। অয়ং বিদ্যোপক্রম আরম্ভঃ প্রযত্ন ইতি যাবৎ। তস্মাদেতদুক্তং ভবতি। নেয়ং পরা বিদ্যা যতো

জ্ঞানীর পক্ষেও নীত হইতে পারে, আমরা বলিব, তাহা নহে। কারণ, ঐ শ্রুতি সুপ্তির ন্যায় প্রাপ্তকীর্ত্তন (অনুবাদ) মাত্র। শ্রুতি বিদ্যাপ্রস্তাবেও "এই পুরুষ যখন সুপ্ত হন, বুভুক্ষু হন, পিপাসু হন," ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্ব প্রাণিসাধারণ স্বপ্নাদির অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। করিয়াছেন কেন তাহাও বলিতেছি। ঐ সকল কীর্ত্তন (কথন) প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনের অনুগুণ অর্থাৎ উপযোগী। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের উপকারী বলিয়াই শ্রুতি জ্ঞানি-প্রকরণে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। জ্ঞানীরা বিশেষবস্তু অর্থাৎ জ্ঞানিগণ যথার্থতঃ ঐ সকল আপনাতে দেখেন না। জ্ঞানীরা ঐ সকল ধর্ম্মের অতীত, সে কথা ঐ কথায় বলা হয় নাই। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবেক, জ্ঞানপ্রকরণে পরিপঠিত উৎক্রান্তিও সাধারণ দৃষ্টিতে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পরলোকজিগমিষু জীব যে পরমদেবতায় সম্পন্ন হয়, একীভূত হয়, সেই পরমদেবতা আত্মা এবং সেই আত্মাই তুমি এই তত্ত্ব উপদেশ করা। ঐ অজ্ঞাত তথ্য প্রতিপাদন উদ্দেশেই শ্রুতি জ্ঞানপ্রকরণে সামান্যতঃ উৎক্রান্তিপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহা জ্ঞানীকেও বুঝাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞানীর উৎক্রান্তি হয় বটে; কিন্তু তাহা কথিতপ্রকারে সম্পন্ন হয় না। [তস্মাদিত্যুক্তম্] অতএব, বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, এবংক্রমে যে

বিদ্বাংস্তু জ্ঞানপ্রকাশিতমোক্ষং নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে। তদেতদাসৃত্যুপক্রমাদিত্যুক্তম্। নন্বমৃতত্বং বিদুষা প্রাপ্তব্যং ন চ তদ্দেশান্তরায়ত্তং তত্র কুতো ভূতাশ্রয়ত্বং সৃত্যুপক্রমো বেতি। অত্রোচ্যতে। অনুপোষ্য চেদম্। অদগ্ধ্বাহত্যন্তমবিদ্যাদীন্ ক্লেশানহপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষিকমমৃতত্বং প্রেপ্সতে। সৃত্ত-

---

ন মোক্ষী নাড়ীদ্বারমাশ্রয়তে। অপি ত্বপরবিদ্যেয়ম্। ন চাস্যামাত্যন্তিকঃ ক্লেশপ্রদাহো যতো ন তত্রোৎক্রান্তির্ভবেৎ। তস্মাদপরবিদ্যাসামর্থ্যাদাপেক্ষি-

---

উৎক্রান্তি কথিত হইয়াছে তাহা অজ্ঞানীরই, জ্ঞানীর নহে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিবারণার্থ বলা হইতেছে যে, বাক্যলয়াদি ক্রমে যে উৎক্রান্তি অভিহিত হইয়াছে তাহা সমান অর্থাৎ তাহাতে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ প্রভেদ নাই। অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানও উৎক্রান্ত হন, ইহা সৃতি অর্থাৎ অর্চ্চিঃ পথ আরম্ভের (গ্রহণের বা কথনের) দ্বারা জানা যায়। অজ্ঞানীরই উৎক্রমণ, জ্ঞানীর উৎক্রমণ নহে, এরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ শ্রুত হয় নাই। অজ্ঞানী ভবিষ্যদ্দেহের বীজ স্বরূপ সূক্ষ্মভূত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের প্রেরণায় দেহ গ্রহণ করিতে যায়, বিদ্বান্ তাহা করিতে (দেহ গ্রহণ অনুভব করিতে) যায় না। বিদ্বান্ জ্ঞানপ্রকাশিত নাড়ীদ্বার আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করে, ইহাই সূত্রস্থ "সৃতি উপক্রম" কথার অর্থ। (ফলিতার্থ—উৎক্রান্তি সমান; পরন্তু গতি ভিন্নবিধ।) * [নন্বমৃতত্বং...দোষঃ] বলিতে পার, "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" এই শাস্ত্রে জ্ঞানীর অমৃতত্ব প্রাপ্তি হওয়ার কথা আছে, এবং অমৃতত্ব দেশান্তর গমন সাপেক্ষ নহে; তবে কেন তিনি ভূতাশ্রয়ী ও পথারোহী হইবেন? এই আশঙ্কার উচ্ছেদ উদ্দেশে বলিয়াছেন—অনুপোষ্য। অর্থাৎ সগুণ বিদ্যায় অবিদ্যাদি ক্লেশের নিরন্বয় উচ্ছেদ হয় না সুতরাং সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব আপেক্ষিক অর্থাৎ গৌণ। সগুণ উপাসকের গতি, পথ-আক্রমণ ও ভূতাবলম্বন সমস্তই আছে। তাঁহাদের প্রাণ ঊর্দ্ধগামী হয়, এই শাস্ত্রে তাঁহার প্রাণগতি বর্ণিত আছে। তাহাতেই বুঝিতে হইবেক, প্রাণগতি কোন একটী আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ে সম্পন্ন হয় না। অতএব,

---

* দহরবিদ্যানুশীলী উপাসক সুষুম্ন-নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হয়। এই সূর্য্যরশ্মি অর্চ্চিঃ নামে স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে এবং ইহাই দেবযান পথের প্রথম অংশ। এ কথা পরে বিশদীকৃত হইবে।

বতি তত্র স্মৃত্যুপক্রমো ভূতাশ্রয়ত্বঞ্চ। ন হি নিরাশ্রয়াণাং প্রাণানাং গতিরুপপদ্যতে। তস্মাদদোষঃ॥ ৭॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥ ৮॥*

'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইত্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ তদ্‌যথাপ্রকৃতং তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সকরণগ্রামং ভূতান্তরসহিতং প্রযতঃ পুংসঃ পরস্যাং দেবতায়াং সম্পদ্যত ইত্যেতদুক্তং ভবতি। কীদৃশী পুনরিয়ং সম্পত্তিঃ স্যাদিতি চিন্ত্যতে। তত্রাত্যন্তিক এব তাবৎ স্বরূপপ্রবিলয় ইতি

ক্রমাভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং প্রেপ্সতে পুরুষার্থায় সম্ভবত্যেব উৎক্রান্তিভেদবান্ স্মৃত্যুপক্রমোপদেশঃ। উপপূর্ব্বাত্তুষ দাহ ইত্যস্মাদুপোষ্যেতি প্রয়োগঃ।

সিদ্ধাং কৃত্বা বীজভাবাবশেষাং পরমাত্মসম্পত্তিং বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিঃ সমর্থিতা সৈব সম্প্রতি চিন্ত্যতে। কিমাত্মনি তেজঃপ্রভৃতীনাং ভূতসূক্ষ্মাণাং তত্ত্বপ্রবিলয় এব সম্পত্তিরাহোস্বিদ্বীজভাবাবশেষেতি। যদি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ, নোৎক্রান্তিঃ। অথোত্তরস্ততঃ সেতি। তত্রাপ্রকৃতৌ ন বিকারতত্ত্বপ্রবিলয়ো যথা মনসি ন বাগাদীনাম্। সর্ব্বস্য চ জনিমতঃ প্রকৃতিঃ পরা দেবতেতি তত্ত্বপ্রলয় এবাত্যন্তিকঃ স্যাত্তেজঃপ্রভৃতীনামিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

সগুণ উপাসকের অমৃতত্ব শ্রবণ আপেক্ষিক, এরূপ বলিলে আর উক্ত দোষ থাকে না।

"তেজ পর দেবতায়" এই শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত তেজোভূত অন্যান্য ভূতের ও সপ্রাণ সেন্দ্রিয় জীবের সহিত পর দেবতায় (পরমাত্মায়) সম্পন্ন হয় (লীন হয়)। এই সম্পত্তি অর্থাৎ প্রলীনভাব, কিরূপ তাহা এক্ষণে বিচারিত হইবেক। বিচারের প্রথম পক্ষে পাওয়া যায়, সেই বিলয় আত্যন্তিক। ঐ সকলের আত্যন্তিক স্বরূপবিলয় হইলে

---

* তৎ তেজঃ সাধ্যক্ষং সপ্রাণং সেন্দ্রিয়ং ভূতান্তরসহিতং লিঙ্গাশ্রিতদেহবীজভূতপঞ্চকমিতি যাবৎ আ অপীতেঃ আ সম্যক্‌জ্ঞাননিমিত্তাৎ সংসারবিমোক্ষাৎ তৎপর্য্যন্তমিতি যাবৎ অবতিষ্ঠত ইতি শেষঃ। হেতুমাহ সমিতি।—তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার অনিবৃত্ত থাকে, এইরূপ ব্যপদেশ (উল্লেখ) থাকায় স্থির হয়, মরণে লিঙ্গদেহের লয় অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্যন্তিক অবিভাগ (একীভূত) হয় না। যাবৎ না সম্যক্‌জ্ঞানে অসম্যক্‌জ্ঞান নষ্ট হয়, তাবৎ তাহা থাকে। ফলিতার্থ—মরণে যে পরমাত্মায় প্রাণাদির লয় হওয়া কথিত হইয়াছে—সে লয় সাবশেষলয়, নিরবশেষ বা আত্যন্তিক লয় নহে।

প্রাপ্তম্। তৎপ্রকৃতিত্বোপপত্তেঃ। সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য প্রকৃতিঃ পরা দেবতেতি প্রতিষ্ঠাপিতম্। তস্মাদাত্যন্তিকীয়মবিভাগাপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। তত্তেজআদি ভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতমাপীতেরাসংসারমোক্ষাৎ সম্যগ্জ্ঞাননিমিত্তাদবতিষ্ঠতে।

'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্'॥ [ভগ০]

ইত্যাদি সংসারব্যপদেশাৎ। অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময়

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥

ইত্যবিদ্যাবতঃ সংসারমুপদিশতি শ্রুতিঃ সেয়মাত্যন্তিকে তত্ত্বলয়ে নোপপদ্যতে। ন চ প্রায়ণস্যৈবৈষ মহিমা বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং বা প্রতীতি সাম্প্রতমিত্যাহ—"অন্যথা হি সর্ব্বঃ প্রায়ণসময়এবে"তি। বিধিশাস্ত্রং জ্যোতিষ্টোমাদিবিষয়মনর্থকং প্রায়ণাদেবাত্যন্তিকপ্রলয়ে পুনর্ভবাভাবাৎ মোক্ষশাস্ত্রং বাহপ্রযত্নলভ্যাৎ প্রায়ণাদেব জন্তুমাত্রস্য মোক্ষপ্রাপ্তেঃ। ন কেবলং শাস্ত্রানর্থক্য-

---

পরমাত্মার সর্ব্বযোনিত্ব উপপন্ন হইতে পারে। সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের উৎপত্তিস্থান পরমাত্মা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে বা সেই জন্য বলিতে হয়, ঐ অবিভাগপ্রাপ্তি আত্যন্তিকী। এইরূপ পক্ষান্তর উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত বলা হইল। সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়াশ্রিত ও দেহবীজ তেজঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূত আ অপীত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সংসার বিমোক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে, আত্যন্তিক বিলয় হয় না। [যোনি···সম্পত্তিঃ] "যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয় তাবৎ উপার্জ্জিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুযায়ী কেহ জঙ্গম-দেহ কেহ বা স্থাবর-দেহ পাইবার জন্য সেই সেই যোনিতে গমন করে।" এই শাস্ত্রে অনাত্মজ্ঞানীর সংসার গতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বক্রোক্তির দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মরণে নিরবশেষ লয় হয় না। মরণে আত্যন্তিক বিলয় হইলে সমুদায় জীবই মৃত্যুকালে উপাধিশূন্য হইয়া (লিঙ্গশরীর অভাবে) আত্যন্তিকরূপে ব্রহ্মসম্পন্ন হইত এবং তাহাতে বিধিশাস্ত্রের ও বিদ্যাশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিত না। আরও কথা এই যে, সংসাররূপ বন্ধন মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত, তাহা সম্যক্-

এবোপাধিপ্রত্যস্তময়াদত্যন্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যেত। তত্র বিধিশাস্ত্রং চানর্থকং স্যাৎ। বিদ্যাশাস্ত্রঞ্চ। মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তশ্চ বন্ধো ন সম্যগ্‌জ্ঞানাদৃতে বিস্রংসিতুমর্হতি। তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিত্বেঽপি সুষুপ্তিপ্রলয়বৎ বীজভাবাবশেষৈবৈষা সৎসম্পত্তিঃ ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥*

তচ্চেতরভূতসহিতং তেজো জীবস্যাস্মাচ্ছরীরাৎ প্রবসত

নযুক্তশ্চ প্রায়ণমাত্রান্মোক্ষ ইত্যাহ—"মিথ্যাজ্ঞানে"তি। নাসতি নিদানপ্রশমে প্রশমস্তদ্বতো যুজ্যত ইত্যর্থঃ। অথেতরভূতসহিতং তেজো জীবস্যাশ্রয়ভূতমুৎক্রামদ্দেহাদ্দেহান্তরং বা সঞ্চরৎ কস্মাদস্মাভির্ন নিরীক্ষ্যতে। তদ্ধি মহত্ত্বাদ্বাঽনেকদ্রব্যত্বাদ্বা রূপবত্ত্বোপলব্ধব্যম্। কস্মান্ন মূর্ত্তান্তরৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি শঙ্কামপাকর্ত্তুমিদং সূত্রম্।

চকারো ভিন্নক্রমঃ। ন কেবলমাপীতেস্তদবতিষ্ঠতে। তচ্চ সূক্ষ্মং স্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ। স্বরূপমেব হি তস্য তাদৃশমদৃশ্যত্বম্। যথা চাক্ষুষস্য তেজসো মহতোঽপি অদৃষ্টবশাদনুদ্ভূতরূপস্পর্শং হি তৎ। পরিমাণতঃ সৌক্ষ্ম্যং

জ্ঞান ব্যতীত নষ্ট হইতে পারে না। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রোক্ত কারণে, পরমাত্মা সর্ব্বযোনি হইলেও সুষুপ্তির ও প্রলয়ের দৃষ্টান্তে মৃত্যুকালেও জীব ব্রহ্মে সাবশেষ সম্পন্ন (অবিভাগ একীভাব বা মিলিয়া যাওয়া) হন। ইন্দ্রিয়াদি যেমন সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে পরমাত্মায় অনাত্যন্তিকরূপে লীন হয়, বীজভাবাবশিষ্ট হইয়া থাকে, সেই কারণে তাহা হইতে তাহারা পুনঃ বিভক্ত হয়, মরণেও সেইরূপ বিলয় অবধারণ করিতে হইবেক।

জীব এই শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন কালে তেজ অর্থাৎ লিঙ্গদেহ আশ্রয় করে। সূক্ষ্মভূত সহকৃত সেই লিঙ্গশরীর স্বরূপে ও প্রমাণে

---

* লিঙ্গাত্মকস্য তেজসঃ কথং সূক্ষ্মতমনাড়ীদ্বারা গতিঃ কুতো বা মূর্ত্তৈনাপ্রতিঘাতঃ কুতো বা ন দৃশ্যত ইত্যত্রাহ সূক্ষ্মমিতি। চঃ সমুচ্চয়ে স্বরূপতশ্চেত্যর্থঃ। প্রমাণসৌক্ষ্ম্যাৎ গতিঃ অনুদ্ভূতস্পর্শরূপবত্ত্বাৎ স্বারূপ্যাচ্চাপ্রতিঘাতানুপলব্ধীতি যোজনীয়ম্।—জীব মরণকালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোক যাত্রা করে। তাহা স্বরূপে ও পরিমাণে উভয়প্রকারে সূক্ষ্ম। পরিমাণে সূক্ষ্ম বলিয়া সঞ্চরণ ও স্বরূপে সূক্ষ্ম বলিয়া অপ্রতিহত ও অদৃশ্য। রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত থাকার নাম স্বরূপ সূক্ষ্ম।

আশ্রয়ভূতং স্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ সূক্ষ্মং ভবিতুমর্হতি। তথা হি নাড়ীনিষ্ক্রমণশ্রবণাদিভ্যোঽস্য সৌক্ষ্ম্যমুপলভ্যতে। তত্র তনুত্বাৎ সঞ্চারোপপত্তিঃ স্বচ্ছত্বাচ্চাপ্রতীঘাতোপপত্তিঃ। অত এব চ দেহান্নির্গচ্ছন্ পার্শ্বস্থৈর্নোপলভ্যতে ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥*

অত এব চ সূক্ষ্মত্বান্নাস্য স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন দাহাদি-নিমিত্তেনেতরৎ সূক্ষ্মশরীরমুপমৃদ্যতে ॥ ১০ ॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ১১ ॥ †

যতো নোপলভ্যতে যথা ত্রসরেণবো জালসূর্য্যমরীচিভ্যোঽন্যত্র প্রমাণতস্ত-থোপলব্ধিরিতি ব্যাচষ্টে—"তথাহি নাড়ীনিষ্ক্রমণে"তি। আদিগ্রহণেন চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্য ইতি সংগৃহীতম্। অপ্রতিঘাতে হেতুমাহ—"স্বচ্ছত্বাচ্চে"তি। এতদপি হি সূক্ষ্মত্বেনৈব সংগৃহীতম্। যথা হি কাচাভ্রপটলং স্বচ্ছস্বভাবস্য ন তেজসঃ প্রতিঘাতকমেবং সর্ব্বমেব বস্তুজাতম-স্যেতি।

অত এব চ স্বচ্ছতালক্ষণাৎ সৌক্ষ্ম্যাদসক্তত্বাপরনাম্নঃ।

উভয়প্রকারেই সূক্ষ্ম। জীব নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হয় বলিয়া উভয়প্রকারেই সূক্ষ্ম। যেহেতু প্রমাণে সূক্ষ্ম সেই হেতু তাহার সঞ্চরণ এবং যেহেতু স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেই হেতু তাহার অপ্রতিঘাত ও অদর্শন উভয়ই সম্ভব হয়। কোনও স্থূল বস্তু তাহার গতির বাধক হইতে পারে না এবং যখন এই স্থূলদেহ হইতে নির্গত হয় তখন তাহা কেহ দেখিতে পায় না।

সূক্ষ্মতা নিবন্ধন তাহা স্থূল শরীরের উপমর্দ্দনে মৃদিত হয় না। অর্থাৎ স্থূলশরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়, দগ্ধ হয়, স্থূলশরীরের দাহাদিতে সূক্ষ্মশরীরের অল্পমাত্রও ক্ষতি হয় না।

---

* অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন বিধ্বংসনেন ন সূক্ষ্মস্যোপমর্দ্দঃ।—সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূলশরীরের বিধ্বংসে সূক্ষ্মশরীর বিধ্বস্ত হয় না।

† এষ জীবচ্ছরীরস্য উষ্মা ঔষ্ণ্যং অস্য সূক্ষ্মশরীরস্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। ঔষ্ণ্যং সূক্ষ্মশরীরস্থিতি-নিবন্ধনম্] ইতি উপপত্তেঃ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ অবগম্যত ইতি শেষঃ।—জীবৎ শরীরে যে উষ্মা

অস্যৈব চ সূক্ষ্মশরীরস্যৈষ উষ্মা যমেতস্মিন্ জীবচ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্মিমানং বিজানন্তি। তথাহি মৃতাবস্থায়ামবস্থিতেঽপি দেহে বিদ্যমানেষ্বপি চ রূপাদিষু দেহগুণেষু নোষ্মোপলভ্যতে জীবদবস্থায়ামেব তূপলভ্যত ইত্যত উপপদ্যতে প্রসিদ্ধশরীরব্যতিরিক্তব্যপাশ্রয় এবৈষ উষ্মেতি। তথা চ শ্রুতিঃ 'উষ্ণ এব জীবিষ্যঞ্ছীতো মরিষ্যন্' ইতি॥ ১১॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥*

'অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য' ইত্যতো বিশেষণাদাত্যন্তিকেঽমৃতত্বে গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবোঽভ্যুপগতঃ। তত্রাঽপি কেনচিৎ-

---

উপপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ। এতদুক্তং ভবতি—দৃষ্টশ্রুতাভ্যামুষ্মণোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামস্তি স্থূলাদ্দেহাদতিরিক্তং কিঞ্চিৎ। তচ্চাগমাৎ সূক্ষ্মং শরীরমিতি।

অধিকরণতাৎপর্য্যমাহ—"অমৃতত্বঞ্চানুপোষ্যেত্যতো বিশেষণাদি"তি। বি-

---

সজীব শরীর স্পর্শ করিলে যে উষ্মা অনুভূত হয় তাহা সেই সূক্ষ্মশরীরেরই উষ্মা। মনে করিয়া দেখ, মৃতাবস্থায় শরীর থাকে, তাহাতে রূপাদিও থাকে, কেবল উষ্মা থাকে না। উষ্মা জীবৎ শরীরেই থাকে, মৃত শরীরে থাকে না। তাহাতেই বুঝ, অনুমান কর, এই সর্ব্ববিদিত স্থূল শরীরের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম শরীর আছে, এবং সেই সূক্ষ্মশরীরেই উষ্মার অবস্থিতি। মৃতাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর থাকে না, স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া যায়, সেই কারণে মৃত স্থূলশরীর তাপশূন্য হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"উষ্মা আছে, সে জন্য এ বাঁচিয়া আছে। শীতল অর্থাৎ তাপশূন্য হইয়াছে; সুতরাং এ মরিয়াছে।" ইত্যাদি।

ইতিপূর্ব্বে "অনুপোষ্য" সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সঙ্কেতক্রমে বলা হইয়াছে,

---

উপলব্ধ হয়, বুঝিতে হইবে, তাহা সূক্ষ্মশরীরেরই উষ্মা। উষ্মা জীবদ্দেহেই থাকে, মৃতদেহে থাকে না।

* উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ জ্ঞানিনোঽপি নোৎক্রান্তিরিতি ন। অপিতূৎক্রান্তিরস্তি। হেতুমাহ—শারীরাদিতি। স প্রতিষেধো ন দেহাৎ কিন্তু শারীরাৎ জীবাৎ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।—উৎক্রান্তি নিষেধ পরবিদ্যাধিকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ নাই। না থাকিলেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত উৎক্রমণ নিষেধ দেহ হইতে; কিন্তু জীব হইতে নহে, অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হয় না, এই কথাই বলা হইয়াছে। (ভাষ্যভাষা দেখ)

কারণেনোৎক্রান্তিমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি 'অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি। অতঃ পরবিদ্যা-বিষয়াৎ প্রতিষেধাৎ ন পরব্রহ্মবিদো দেহাৎ প্রাণানামুৎক্রা-ন্তিরস্তীতি চেন্নেত্যুচ্যতে। যতঃ শারীরাদাত্মন এষ উৎক্রান্তি-প্রতিষেধঃ প্রাণানাং ন শরীরাৎ। কথমবগম্যতে। ন তস্মাৎ-প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি শাখান্তরে পঞ্চমীপ্রয়োগাৎ।

ষয়মাহ—"অথাকাময়মান"ইতি। সিদ্ধান্তিমতমাশঙ্ক্য তন্নিরাকরণেন পূর্ব্ব-পক্ষী স্বমতমবস্থাপয়তি—"অতঃ পরবিদ্যাবিষয়াৎ প্রতিষেধাদি"তি। যদি হি প্রাণোপলক্ষিতস্য সূক্ষ্মশরীরস্য জীবাত্মনঃ স্থূলশরীরাদুৎক্রান্তিং প্রতিষেধেৎ শ্রুতিস্তত এতদুপপদ্যতে। ন ত্বেতদস্তি। ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তীতি হি তদা সর্ব্বনাম্না প্রধানাবমর্শিনাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী প্রধানং পরা-মৃশ্যতে। তথা চ তস্মাদ্দেহিনো ন প্রাণাঃ সূক্ষ্মং শরীরমুৎক্রামন্ত্যপি তু তৎ-

নির্গুণজ্ঞানীর অবিদ্যাদি ক্লেশ নিঃশেষিতরূপে দগ্ধ হয় সেই জন্য তাহার গতি ও উৎক্রান্তি নাই। যদিও আত্যন্তিক মুক্তি স্থলে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়েরই অভাব "অনুপোষ্য" বিশেষণে অবধারিত হয় তথাপি কোন কোন কারণে (কারণ—এক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি অন্য স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি) উৎক্রান্তি থাকার আশঙ্কা হইতে পারে। সে আশঙ্কা পর সূত্রে বিদূরিত করা হইবে। এক্ষণে আশঙ্কার কারণ বর্ণন করা যাউক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অনন্তর নিষ্কামীর কথা বলা যাইতেছে। সেই অকাময়মান জ্ঞানী অকাম, নিষ্কাম ও আপ্তকাম হয় এবং তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে ব্রহ্মসত্তা প্রাপ্ত হওয়ায় সুতরাং ব্রহ্মলীন হয়।" * [অতঃ…প্রয়োগাৎ] উল্লিখিত শ্রুতি-নির্দ্দেশ পরবিদ্যাবিষয়ক, সে জন্য বুঝা উচিত নহে যে, পরবিদ্যাধিকারে প্রাণোৎক্রান্তি প্রতিষেধ হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। সে নিষেধ জীবাত্মা হইতে, দেহ হইতে নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত (প্রবিভক্ত) হয় না,

---

* অনন্তর কেনা নিষ্কামীর মুক্তিপ্রণালী (বলা যাইতেছে)। পরিপূর্ণানন্দাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎ-কার হেতু প্রাপ্তপরমানন্দ সুতরাং নিষ্কাম। অন্তরেও তাঁহার বাসনাত্মক সূক্ষ্ম কামনা নাই। যেহেতু অন্তরে নাই সেই হেতু বাহিরেও প্রকট কামনা নাই। সুতরাং অকাম। ঈদৃশ অকাময়মান অর্থাৎ নিষ্কামী জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, লয়প্রাপ্ত হয়।

সম্বন্ধসামান্যবিষয়া হি ষষ্ঠী শাখান্তরগতয়া পঞ্চম্যা সম্বন্ধবিশেষে ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাদিতি চ প্রাধান্যাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাধিকৃতো দেহী সম্বধ্যতে ন দেহঃ। ন তস্মাদুচ্চিক্রমিষোর্জ্জীবাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি সহৈব তেন ভবন্তি ইত্যর্থঃ। সপ্রাণস্য চ প্রবসতো ভবত্যুৎক্রান্তির্দেহাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে ॥ ১২ ॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥ ১৩

সহিতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ এবোৎক্রামতীতি গম্যতে। স পুনরতিক্রম্য ব্রহ্মনাড্যা সংসারমণ্ডলং হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তং সলিঙ্গো জীবঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি লীয়তে তস্মাৎ পরামপি দেবতাং বিদুষ উৎক্রান্তিরত এব মার্গশ্রুতয়ঃ। স্মৃতিশ্চ মুমুক্ষোঃ শুকস্যাদিত্যমণ্ডলপ্রস্থানং দর্শয়তীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত প্রত্যুচ্যতে।

কিন্তু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, এই কথাই উক্ত নিষেধে ব্যক্ত হইয়াছে। অন্য শাখায় "ন তস্য প্রাণাঃ—" এই প্রয়োগের পরিবর্ত্তে "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ—" এইরূপ (পঞ্চম্যন্ত) প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। [সম্বন্ধ···প্রত্যুচ্যতে] পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তি ; শাখান্তরোক্ত বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তি। ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধসামান্য অর্থে এবং পঞ্চমী সম্বন্ধবিশেষ অর্থে ব্যবস্থিত। প্রক্রান্তবাচী একই তদ্‌শব্দের উপর এক শাখায় ষষ্ঠী বিভক্তি এবং অন্য শাখায় পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় উভয়ত্রই সম্বন্ধবিশেষ অর্থ গ্রহণীয়। প্রাধান্য অনুসারে "তস্মাৎ—তাহা হইতে" এতদ্বাক্যে দেহীই অর্থাৎ জীবাত্মাই গ্রহণীয়। জীবই অভ্যুদয়ের ও মোক্ষের অধিকারী ; সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ। অতএব, উৎক্রমণ কালে জ্ঞানী জীবের প্রাণ, দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না। অর্থাৎ জীবের সহিত অবস্থান করে (জীবত্ববিলয় কালে তাহার বিলয় স্বতঃই হইবে)। দেহ ত্যাগ ব্যতীত সপ্রাণ পদার্থের প্রবাস সম্ভবই হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ সূত্র বলিতেছেন—

* তস্মাদিত্যপাদানার্থপঞ্চমীশ্রুতের্জ্জীবাৎ প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধোভাতি ন দেহাদিতি ন মন্তব্যম্। হি যস্মাৎ একেষাং শাখিনাং দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ স্পষ্ট উপলভ্যতে।—অন্য এক শাখায় (বেদভাগ বিশেষে) দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ হওয়া স্পষ্টাকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নৈতদস্তি যদুক্তং পরব্রহ্মবিদোঽপি দেহাদস্ত্যুৎক্রান্তিঃ প্রতিষেধস্য দেহ্যপাদানত্বাদিতি। যতো দেহাপাদান এবোৎক্রান্তিপ্রতিষেধ একেষাং সমাম্নাতৃণাং স্পষ্ট উপলভ্যতে। তথা হ্যার্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে 'যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নেতি' ইত্যত্র 'নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ' ইত্যুৎক্রান্তিপক্ষং পরিগৃহ্য ন তর্হ্যয়মনুৎক্রান্তেষু প্রাণেষু মৃত ইত্যস্যামাশঙ্কায়া'মত্রৈব সমবলীয়ন্ত' ইতি প্রবিলয়ং

নায়ং দেহ্যপাদানস্য প্রতিষেধোঽপি তু দেহাপাদানস্য। তথাহ্যার্ত্তভাগ-প্রশ্নোত্তরে হ্যেকস্মিন্ পক্ষে সংসারিণ এব জীবাত্মনোঽনুৎক্রান্তিং পরিগৃহ্য ন তর্হ্যেষ মৃতঃ প্রাণানামনুৎক্রান্তেরিতি স্বয়মাশঙ্ক্য প্রাণানাং প্রবিলয়ং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধ্যর্থমুৎক্রান্ত্যবধেরুচ্ছয়নাধ্মানে ব্রুবন্ যস্যোচ্ছয়নাধ্মানে তস্য তদবধিত্বমাহ শরীরস্য চ তে ইতি শরীরমেব তদপাদানং গম্যতে। নন্বেবমপ্য-

মাধ্যন্দিন শাখায় "তস্মাৎ" এই কথা থাকায় জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হইতে হয় না কিন্তু দেহ হইতে হয়, এই অর্থই পাওয়া যায় অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণোৎক্রমণ নিষেধ প্রতীত হয় এবং তদনুসারে যে পরব্রহ্মাভিজ্ঞ তাহারও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন (অন্য শরীর গ্রহণ) আছে বলিয়াছিলে, তৎপ্রতিষেধার্থ বলিতেছি, তাহা নহে। হেতু এই যে, অন্য শাখায় "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতেও উৎক্রান্ত হয় না" এ কথা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। [তথা...ব্যাখ্যেয়ম্] যথা আর্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তরে * "যখন এই পুরুষ (দেহ) মৃত হয় তখন ইহা হইতে তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ উৎক্রমণ করে কি-না," এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "না—উৎক্রান্ত হয় না।" প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এইরূপ পক্ষ স্থাপিত হইলে অবশ্যই আশঙ্কা হইতে পারে "জ্ঞানী তবে মরে না অর্থাৎ তাহার দেহবিলয় হয় না।" সে আশঙ্কার প্রতিষেধার্থ শ্রুতি পুনর্ব্বার বলিয়াছেন "সেই দেহেই তাহার প্রাণ সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে দেহে প্রাণবিলয় হওয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অবশেষে তৎপ্রসাধনার্থ বলিয়াছেন "সে দেহ তখন উচ্ছুনতা (বাহ্যবায়ুর প্রপূরণে বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হয় এবং আধ্মাত হয় (আর্দ্র ভেরীর ন্যায় ঘর্ ঘর্ শব্দ করে।) অনন্তর মৃত অর্থাৎ প্রাণশূন্য হয়, হইয়া শয়ন করে (পড়িয়া থাকে)।" এই শ্রুতিতে যে তৎশব্দের প্রয়োগ

* আর্ত্তভাগ প্রশ্নোত্তর=উপনিষদের অংশবিশেষ।

প্রাণানাং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে 'স উচ্ছয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে' ইতি সশব্দপরামৃষ্টস্য প্রকৃতস্যোৎক্রান্ত্যবধে-রুচ্ছয়নাদীনি সমামনন্তি। দেহস্য চৈতানি স্যুর্ন দেহিনঃ। তৎসামান্যাৎ 'ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলী-য়ন্তে' ইত্যত্রাপ্যভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহিপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্। যেষান্তু ষষ্ঠীপাঠস্তেষাং বিদ্বৎসম্বন্ধিন্যুৎক্রান্তিঃ প্রতি-ষিধ্যত ইতি প্রাপ্তোৎক্রান্তিপ্রতিষেধার্থত্বাদস্য বাক্যস্য দেহা-

---

ত্ববিদুষঃ সংসারিণো বিদুষস্তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"তৎসামান্যাদি"তি। নন্থ তদা সর্ব্বনাম্না প্রধানতয়া দেহী পরামৃষ্টস্তৎ কথমত্র দেহাবগতিরিত্যত আহ—"অভেদোপচারেণ দেহদেহিনোর্দ্দেহিপরামর্শিনা সর্ব্বনাম্না দেহ এব পরামৃষ্ট ইতি পঞ্চমীপাঠে ব্যাখ্যেয়ম্"। ষষ্ঠীপাঠে তু নোপচার ইত্যাহ—"যেষান্তু ষষ্ঠী"তি। অপি চ প্রাপ্তিপূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভবতি নাপ্রাপ্তে। অবি-

---

আছে তাহা প্রস্তাবিত দেহেরই বোধক এবং সেই দেহই উৎক্রান্তি নিষেধের অবধি। অর্থাৎ প্রাণ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই অর্থই উক্ত প্রয়োগের অভিপ্রেত। অপিচ, উচ্ছূন হওয়া ও আধ্মাত হওয়া জীবধর্ম্ম নহে; তাহা দেহেরই ধর্ম্ম। যাহা উৎক্রান্তির অবধি (সীমা), শ্রুতি যাহার কথা বলিতেছেন, উচ্ছয়নাদি তাহারই ধর্ম্ম। উচ্ছয়নাদি ধর্ম্ম দেহীর নহে কিন্তু দেহের। সুতরাং বুঝা উচিত যে, "ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে" এ শ্রুতিতে অভেদোপচার হই-য়াছে। অভেদোপচার=দেহ দেহীর অভেদ বিবক্ষা। প্রদর্শিত কারণে, পঞ্চ-ম্যন্ত পাঠে দেহীর (জীবের) প্রাধান্য থাকিলেও "জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তাহা সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়" এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয়। [যেষান্তু...দেহিনঃ] যে শাখায় "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ আছে, সে শাখায় কাযেই এইরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হইবে যে, জীব হইতে প্রাণোৎক্রান্তির প্রাপ্তি না থাকায় এবং দেহপ্রদেশ হইতে প্রাণগণের উৎক্রান্তি প্রাপ্ত থাকায় উক্ত শ্রুতি জ্ঞানীর সম্বন্ধে সেই সেই অপাদান হইতে উৎক্রান্ত হওয়া নিষেধ করিয়াছেন। (নিষেধমাত্রেই প্রাপ্তিপূর্ব্বক। অজ্ঞানী জীব দেহ প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত

পাদানৈব সা প্রতিষিদ্ধা ভবতি দেহাদুৎক্রান্তিঃ প্রাপ্তা ন দেহিনঃ। অপি চ 'চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' ইত্যেবমবিদ্বদ্বিষয়েষু সপ্রপঞ্চমুৎ-ক্রমণং সংসারগমনঞ্চ দর্শয়িত্বা 'ইতি নু কাময়মানঃ' ইত্যুপ-সংহৃত্যাঽবিদ্বৎকথাম্ 'অথাকাময়মানঃ' ইতি ব্যপদিশ্য বিদ্বাং-সং যদি তদ্বিষয়েঽপ্যুৎক্রান্তিমেব প্রাপয়েদসমঞ্জস এব ব্যপ-দেশঃ স্যাৎ। তস্মাদবিদ্বদ্বিষয়ে প্রাপ্তয়োর্গত্যুৎক্রান্ত্যোর্ব্বিদ্ব-দ্বিষয়ে প্রতিষেধ ইত্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়।

ভূয়ো হি দেহাদুৎক্রমণং দৃষ্টমিতি বিদুষোঽপি তৎসামান্যাদ্দেহাদুৎক্রমণে প্রাপ্তে প্রতিষেধ উপপদ্যতে ন তু প্রাণানাং জীবাবধিকং ক্বচিদুৎক্রমণং দৃষ্টং যেন তন্নিষিধ্যতে। অপি চাদ্বৈতপরিভাবনাভুবা প্রসংখ্যানেন নির্মৃষ্টনিখিল-

হয় ইহা শ্রুত্যন্তরপ্রাপ্ত। জ্ঞানীর তাহা হয় না অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রাণ উৎ-ক্রান্ত হয় না, এ বাক্য সেই প্রাপ্ত উৎক্রান্তির প্রতিষেধক। সুতরাং পাওয়া যাইতেছে বা বুঝা যাইতেছে যে, দেহী হইতে নহে, কিন্তু দেহ হইতে জ্ঞানীর প্রাণোৎক্রমণ হয় না। দেহেই তাঁহাদের প্রাণ লয়প্রাপ্ত হয়।) [অপিচ...ব্যপদেশার্থবত্ত্বায়] আরও দেখ, শ্রুতি আছে—"হয় চক্ষুঃ হইতে না হয় মূর্দ্ধা হইতে অথবা অন্য কোন শরীরপ্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণোদ্যত হইলে অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উৎক্রমণ করে।" এই শ্রুতি ও এইরূপ অন্য শ্রুতি অবিদ্বানের উৎক্রমণ ও সংসার গতি সবিস্তরে বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ "ইতি নু কাময়-মানঃ—কামীদিগের এই প্রকার গতি" এইরূপ কথায় অবিদ্বানের কথা সমাপ্ত করিয়া অবশেষে "অথ অকাময়মানঃ—অনন্তর যে নিষ্কামী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার প্রাণ আপ্তকামত্বাদি কারণে উৎক্রান্ত হয় না" ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভে বিদ্বানের ব্যপদেশ (উল্লেখ ও তাঁহার প্রাণাদির অবস্থা বর্ণন) করিয়াছেন। বিদ্বান্ উৎক্রান্ত হন, এ কথা হইলে অবশ্যই ঐ ব্যপদেশ অসমঞ্জস হইবে।—সুতরাং বলিতে হয়, মানিতে হয়, প্রাপ্ত অবিদ্বান্ অধিকারের উৎক্রান্তি ও গতি বিদ্বান্ অধিকারে প্রতিষিদ্ধ। অন্ততঃ "অথ অকাময়মানঃ—" এই ব্যপদেশের সার্থক্যজন্যও প্রদর্শিত

ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বগতব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণকামকর্ম্মণ উৎক্রান্তির্গতির্ব্বোপপদ্যতে নিমিত্তাভাবাৎ। 'অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ইতি চৈবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ো গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবং সূচয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪

স্মর্য্যতেঽপি মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাবঃ—

'সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্ভূতানি পশ্যতঃ।
দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ' ॥ ইতি।

ননু গতিরপি ব্রহ্মবিদঃ স্মর্য্যতে 'শুকঃ কিল বৈয়াসকির্মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলমভিপ্রতস্থে পিত্রা চানুগম্যাহূতো ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব' ইতি। ন। সশরীরস্যৈবাঽয়ং যোগবলেন

প্রপঞ্চাবভাসজাতস্য গন্তব্যাভাবাদেব নাস্তি গতিরিত্যাহ—"ন চ ব্রহ্মবিদ" ইতি। অপদস্য হি ব্রহ্মবিদো মার্গে পদৈষিণোঽপি দেবা ইতি যোজনা।

চোদয়তি—"ননু গতিরপী"তি। পরিহরতি—"সশরীরস্যৈবাঽয়ং যোগবলেন"। অপরবিদ্যাবলেনেতি।

ব্যাখ্যা স্বীকার্য্য। [ন চ...সূচয়ন্তি] ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, তাঁহার কাম ও কর্ম্ম প্রক্ষীণ, সুতরাং তাঁহার গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই অসম্ভব। গতির ও উৎক্রান্তির কারণ নাই সুতরাং গতি ও উৎক্রান্তিরূপ কার্য্যও নাই। "সে এই স্থানেই (এই দেহেই) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়" এতজ্জাতীয় শ্রুতিসমূহও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি গতি না থাকার অনুমাপক (বোধক)।

স্মৃতিতেও অর্থাৎ মহাভারত গ্রন্থেও জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ও পরলোক গতি নাই বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাহা যথা—"যে ভূত সকলকে সম্যক্ আত্মভাবে দেখে, সমুদায় ভূত যাহার আত্মভূত (আত্মতা প্রাপ্ত) সুতরাং অপদ অর্থাৎ প্রাপ্যপদরহিত, প্রাপ্যপদপ্রার্থী দেবতারাও তাহার পদে (প্রাপ্যপদ বিষয়ে) মোহপ্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তাঁহারাও তাহা জানেন না।

---

*. গত্যুৎক্রান্ত্যোরভাব ইতি পূরণীয়ম্।—মহাভারত-স্মৃতিতেও জ্ঞানীর গতি ও উৎক্রান্তি নই বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বিশিষ্টদেশপ্রাপ্তিপূর্ব্বকঃ শরীরোৎসর্গ ইতি দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্ব-ভূতদৃশ্যত্বাদ্যুপন্যাসাৎ। ন হ্যশরীরং গচ্ছন্তং সর্ব্বভূতানি দ্রষ্টুং শক্নুয়ুঃ। তথা চ তত্রৈবোপসংহৃতম্।

'শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বাঽন্তরিক্ষগঃ।
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ'॥ ইতি।

তস্মাদভাবঃ পরব্রহ্মবিদো গত্যুৎক্রান্ত্যোঃ। গতিশ্রুতীনান্তু বিষয়মুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ১৪॥

তানি পরে তথা হ্যাহ॥ ১৫॥*

(অদ্বয়ত্বনিবন্ধন প্রাপ্যপদ না থাকায় কাযেই দেবতারা তাহা জানেন না।) বলিতে পার, স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞের গতিস্মরণ আছে। আছে সত্য; যথা—ব্যাসপুত্র শুকদেব মুক্ত হইবার ইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডলে গমন করিলে এবং পিতাকর্তৃক আহূত হইলে "ভো!" এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।" পরন্তু ঐ স্মৃতি ব্রহ্মজ্ঞের পরলোক গতি বুঝাইতে সমর্থ নহে। ঐ স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শুকদেব যোগবলে সশরীরে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল, অদ্বয় বা বিদেহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে স্মৃতিতে "সকল ভূতের সমক্ষে বা ভূত সকল দেখিতে দেখিতে" এরূপ তাৎপর্য্যে শব্দ সকল বিন্যস্ত হইত না। যদি তিনি অশরীর হইয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বভূতদৃশ্য হইতে পারিতেন না। কোনও ভূত তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। ঐ প্রস্তাব সেখানে ঐরূপে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে। যথা—"শুক বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষগামী হইলেন এবং লোকদিগকে আত্মপ্রভাব বা যোগবল সেইরূপে দেখাইয়া সর্ব্বভূতগত অর্থাৎ অদ্বয় বা মুক্ত হইলেন।" এই শ্রুতি জ্ঞানীর দেহোৎসর্গের পর অগতিপদ (ব্রহ্ম) পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। প্রদর্শিত কারণেই পরব্রহ্মজ্ঞের গত্যাগতি ও উৎক্রান্তি না থাকা স্থিরীকৃত হয়। তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর গতি থাকা অভিহিত হইয়াছে, সে সকল শ্রুতির বিষয় পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

* তানি প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরে পরমে ব্রহ্মণি লীয়ন্তে ইতি শেষঃ। হি যতঃ [illegible] আহ শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।—জ্ঞানীর সে সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ পরব্রহ্মবিদস্তস্মিন্নেব পরস্মিন্নাত্মনি প্রলীয়ন্তে। কস্মাৎ। তথা হ্যাহ শ্রুতিঃ 'এবমেবাঽস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাঽস্তং গচ্ছন্তি' ইতি। ননু 'গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ' ইতি বিদ্বদ্বিষয়ৈবাপরা শ্রুতিঃ পরস্মাদাত্মনোঽন্যত্রাঽপি কলানাং প্রলয়মাহ স্ম। ন। সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা পার্থিবাদ্যাঃ কলাঃ পৃথিব্যাদীরেব স্বপ্রকৃতীরপিযন্তীতি। ইতরা তু বিদ্বৎপ্রতিপত্ত্যপেক্ষা কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সম্পদ্যত ইতি। তস্মাদদোষঃ॥ ১৫॥

প্রতিষ্ঠাবিলয়নশ্রুত্যোর্ব্বিপ্রতিপত্তের্ব্বিমর্শস্তমপনেতুময়মারম্ভঃ। তানি পুনঃ প্রাণশব্দোদিতানীন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ সূক্ষ্মাণি চ ভূতানি পঞ্চ। "ব্রহ্মবিদস্তস্মিন্নেব পরস্মিন্নাত্মনী"তি। আরম্ভবীজং বিমর্শমাহ—"ননু গতাঃ কলা" ইতি। ঘ্রাণমনসোরেকপ্রকৃতিত্বং বিবক্ষিত্বা পঞ্চদশত্বমুক্তম্। অত্র শ্রুত্যোর্ব্বিষয়ব্যবস্থয়া বিপ্রতিপত্ত্যভাবমাহ—"সা খল্বি"তি। ব্যবহারো লৌকিকঃ। সাম্ব্যবহারিকপ্রমাণাপেক্ষেয়ং শ্রুতির্ন তাত্ত্বিকপ্রমাণাপেক্ষা। ইতরা তু এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিত্যাদিকা বিদ্বৎপ্রতিপত্ত্যপেক্ষা তাত্ত্বিকপ্রমাণাপেক্ষা। তস্মাদ্বিষয়ভেদাদবিপ্রতিপত্তিঃ শ্রুত্যোরিতি।

পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ-নামক সেই সকল ইন্দ্রিয় ও সেই সকল ভূত (যাহা তাহাদের দেহ জন্মাইয়াছিল তাহা) পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"যেমন নদী সকল সমুদ্র পাইয়া অস্তগত হয়, সেইরূপ, এই ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত (পুরুষে অর্থাৎ ব্রহ্মে কল্পিত) ষোল কলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক) পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়।" ইত্যাদি। যদি বল, বিদ্বান্ বিষয়ে অপর একটী শ্রুতি আছে, যথা—"পঞ্চ দশ কলা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই শ্রুতি পুরুষাতিরিক্ত পদার্থে (প্রকৃতিরূপ ভূতে) কলা সকলের লয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা ব্যবহার দৃষ্টে। পার্থিবাদি কলা স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় ইহা ব্যবহার দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোক দৃষ্টি অনুসারে কথিত হইয়াছে; পরন্তু জ্ঞানীর বাস্তব দৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই

অবিভাগোবচনাৎ ॥ ১৬ ॥*

স পুনর্ব্বিদুষঃ কলাপ্রলয়ঃ কিমিতরেষামিব সাবশেষো ভবত্যাহোস্বিন্নিরবশেষ ইতি। তত্র প্রলয়সামান্যাচ্ছক্ত্যবশেষতাপ্রসক্তৌ ব্রবীতি—অবিভাগাপত্তিরেবেতি। কুতঃ। বচনাৎ। তথা হি কলাপ্রলয়মুক্ত্বা বক্তি 'ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো

নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাত্যন্তিকাপায়ঃ। অবিদ্যানিমিত্তশ্চ বিভাগো নাবিদ্যায়াং বিদ্যয়া সমূলঘাতমপহতায়াং সাবশেষো ভবিতুমর্হতি। তথাপি প্রবিলয়সামান্যাৎ সাবশেষতাশঙ্কামতিমন্দানামপনেতুমিদং সূত্রম্।

সমুদায় কলার লয় অভিহিত হয়। এইরূপ মীমাংসা করিলে আর উক্ত দোষের সংস্রব থাকিবেক না।

মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানীর কলা সকল (১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত) অস্তগত অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলা হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সে লয় সাবশেষ কি নিরবশেষ। প্রলয়শব্দের সাধারণ অর্থ দেখিতে গেলে পাওয়া যায়, শক্ত্যবশেষ লয় হয়। অর্থাৎ যেমন প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলা সকল অব্যক্ত হয়, শক্তিরূপে অবস্থান করে, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞানীর কলাপ্রলয়ও শক্ত্যবশেষী। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্তে তদুদ্ধারার্থ বলা হইল—অবিভাগো বচনাৎ। ব্রহ্মে নিরবশেষ অবিভাগই হয়, এ রহস্য বচনলভ্য। অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যে লব্ধ হয়। বিবেচনা কর, শ্রুতি কলাপ্রলয় হওয়া বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন "সেই সকলের নাম ও রূপ উভয়ই ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ থাকে না। তখন পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, এইরূপ অভিধান করা যায়। তখন এই জ্ঞানী নিষ্কল ও অমর হন।" কলা সকল অবিদ্যামূলক, বিদ্যা হইলে কলামূল অবিদ্যা বিদূরিত হয়, সুতরাং নিরবশেষ বা নির্ম্মূল প্রলয়

---

* লয়স্য দ্বৈধাদর্শনাৎ সংশয়ঃ—কিং জ্ঞানিনঃ কলাপ্রলয়ঃ সাবশেষো নিরবশেষো বেতি। সিদ্ধান্তমাহ—অবিভাগ ইতি। পরব্রহ্মণ্যবিভাগোনিরবশেষলয়ো বচনাৎ শ্রুতিবাক্যাদবধারণীয়ঃ। সাবশেষঃ=মূলকারণে প্রকৃতৌ শক্ত্যাত্মনা স্থিতিঃ পুনর্জ্জন্মযোগ্যতেতি যাবৎ। বিমতঃ কলালয়ঃ সাবশেষঃ কলালয়ত্বাৎ সুষুপ্তিবদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তে তু বিমতঃ কলালয়ো নিরবশেষো বিদ্যাকৃতত্বাৎ রজ্জ্বাং বিদ্যয়া সর্পলয়বদিতি দ্রষ্টব্যম্।—ব্রহ্মজ্ঞের যে কলালয় হওয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা সাবশেষ নহে, কিন্তু নিরবশেষ। অর্থাৎ তাহা শক্তিরূপেও থাকে না। বচন অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ।

ভবতি' ইতি। অবিদ্যানিমিত্তানাঞ্চ কলানাং ন বিদ্যানিমিত্তে প্রলয়ে সাবশেষতোপপত্তিঃ। তস্মাদবিভাগ এবেতি ॥ ১৬ ॥

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥*

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা। সম্প্রতি ত্বপরবিদ্যাবিষয়ামেব চিন্তামনুবর্ত্তয়তি। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদ্বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিত্যুক্তম্। তমিদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শ-

অপরবিদ্যাবিদোঽবিদুষশ্চোৎক্রান্তিরুক্তা। তত্র কিং বিদ্বানবিদ্বাংশ্চাবিশেষেণ মূর্দ্ধাদিভ্য উৎক্রামত্যাহো বিদ্বান্ মূর্দ্ধস্থানাদেব। অপরে তু স্থানান্ত-

হওয়াই সঙ্গত—যুক্তিসিদ্ধ। প্রাকৃতিক প্রলয়ে কলামূল অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়ায় কাযেই সে সময়ে সাবশেষ কলাপ্রলয় স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানীর কলাপ্রলয় বা অবিভাগ নিরবশেষ, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ।

প্রসঙ্গক্রমে পরাবিদ্যার ফলাফলবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনা অপরবিদ্যাবিষয়ক কতিপয় বিচার নিষ্পন্ন করা যাউক। ইতিপূর্ব্বে (এই পাদের ৭ সূত্রে) বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে সৃত্যুপক্রম বর্ণিত আছে সে জন্য উৎক্রান্তি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়ে-

* তস্য মুমুক্ষোরুপাসকস্য ওক আয়তনং হৃদয়ং তস্য অগ্রং নাড়ীমুখং তস্য জ্বলনং ভাবিফলস্ফুরণং প্রদ্যোতনাখ্যং মরণকালে ভবতীতি শাস্ত্রে দৃষ্টা। ততশ্চ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিজ্ঞাতব্রহ্মপ্রাপকমূর্দ্ধন্যনাড়ীপথঃ স উপাসকস্তয়া নিষ্ক্রামতীতি লভ্যতে। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাদিতি হেতুঃ। তস্যা বিদ্যায়াঃ শেষভুতা অঙ্গীভুতা যা নাড়ী তয়া গতির্ভিঃনিষ্ক্রমণং তস্যা অনুস্মৃতিরনুশীলনমভ্যাসঃ সাঽস্যাস্তীতি যতস্ততঃ স হার্দ্দানুগৃহীতঃ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন তদ্ভাবমাপন্নঃ শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া সুষুম্নয়া নাড়্যা নিষ্ক্রামতীতি-তদর্থঃ।—জ্ঞানী উপাসক যে-কোন দেহছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না। ব্রহ্মালয় হৃদয়, তদগ্রস্থ নাড়ীমুখ, প্রথমতঃ তাহা তাঁহার প্রদ্যোতিত হয়, পরে তিনি শতাধিক সুষুম্না নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন। পূর্ব্বে তিনি বিদ্যাবলে ব্রহ্মপ্রাপক সুষুম্না নাড়ী বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি এখন দেহত্যাগকালে তন্নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইতে সক্ষম। সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানী উপাসক অজ্ঞানীর ন্যায় যে সে দেহপ্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না, ব্রহ্মলোকপ্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই নিষ্ক্রান্ত হন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

য়তি। তস্যোপসংহৃতবাগাদিকলাপস্যোচ্চিক্রমিষতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং 'স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি' [কৌ০ভ০] ইতি শ্রুতেঃ তদগ্রজ্বলনং তৎপূর্ব্বিকোৎক্রান্তিঃ। চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বান্যেভ্যো-

---

রেভ্য ইতি। অত্র বিদ্যাসামর্থ্যমপশ্যতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। তস্যোপসংহৃতবাগাদিকলাপস্যোচ্চিক্রমিষিতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং তস্যাগ্রং তস্য জ্বলনং যৎ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিনিষ্ক্রময়দ্বারো বিদ্বান্ মূর্দ্ধস্থানাদেব নিষ্ক্রামতি নান্যেভ্যশ্চক্ষুরাদিস্থানেভ্যঃ। কুতঃ। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ হার্দ্দবিদ্যাসামর্থ্যাৎ। উৎ-

---

ন্নই সমান। স্বত্যুপক্রম কি তাহা বলা যাইতেছে। [তস্যোপ···ইতি] বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নির্ব্ব্যাপার হইয়াছে, হইয়া সম্পিণ্ডিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাত্মা জীবও উৎক্রমণোদ্যত (দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত) হইয়াছে, এই কালে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে, সেই মুমূর্ষুর ওক অর্থাৎ আয়তন, আশ্রয় বা বাসস্থান হৃদয়, প্রথমতঃ জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। জীব ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া, আত্মসাৎ করিয়া, হৃদয়দেশস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করে, অনন্তর তাহা জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়। প্রদ্যোতিত হয় কি-না সে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইলে উক্ত স্থানে আইসে, পরে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফূরণ হয়। ভবিষ্যৎ ফলের স্ফূরণ হয় কি-না সে অনন্তর যাহা হইবে তাহারই অনুরূপ ভাবনা বিজ্ঞান অনুভব করে। অর্থাৎ সেই সময় তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। ব্যাঘ্র হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি ব্যাঘ্র। মানুষ্যপ্রাপক কর্ম্ম স্ফূরিত হইয়া থাকে ত সে ভাবে, আমি মানুষ। দেবত্বপ্রাপক অদৃষ্ট প্রবল হইলে ভাবে, আমি দেবতা। ইত্যাদি। এইরূপ ভাবনাবিজ্ঞান বা ভাবিফলস্ফূরণরূপ প্রদ্যোতন উপস্থিত হওয়ার নাম জ্বলন ও প্রদ্যোতন। অগ্রে প্রদ্যোতন, পরে উৎক্রমণ (দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া)। এই উৎক্রমণ কাহার কাহার চক্ষু দিয়া, কাহার কাহার মূর্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র পথে, কাহার কাহার শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতিতে শুনা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন "এই মুমূর্ষুর হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, পরে সেই প্রদ্যোতনবিশিষ্ট আত্মা অর্থাৎ জীব, হয় চক্ষুঃ দিয়া না হয় মূর্দ্ধা '(ব্রহ্মরন্ধ্র)। দিয়া অথবা অন্য

ভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ' ইতি। সা কিমনিয়মেনৈব বিদ্বদ-বিদুষোর্ভবত্যথাস্তি কশ্চিদ্বিদুষো বিশেষনিয়ম ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাদনিয়মপ্রাপ্তাবাচষ্টে। সমানেঽপি হি বিদ্বদবিদুষোর্হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিতদ্বারত্বেন মূর্দ্ধস্থানাদেব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি স্থানান্তরেভ্যস্থিতরে। কুতঃ। বিদ্যাসামর্থ্যাৎ। যদি বিদ্বানপীতরবৎ যতঃ কুতশ্চিদ্দেহদেশা-

ৎকৃষ্টস্থানপ্রাতিলম্ভায় হি হার্দ্দবিদ্যোপদেশঃ। মূর্দ্ধস্থানাদনিষ্ক্রমণে চ নোৎকৃষ্টদেশপ্রাপ্তিঃ। অথ স্থানান্তরেভ্যোপ্যুৎক্রামন্ কস্মাল্লোকমুৎকৃষ্টং ন প্রাপ্নোতীত্যত আহ—তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ। হার্দ্দবিদ্যাশেষভূতা হি মূর্দ্ধন্যা

কোন অঙ্গ দিয়া বহির্গমন করে।" মৃত্যুপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তিপ্রণালী কি তাহা বলা হইল, কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে এই প্রণালীতে অন্য একটী সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ, শ্রুত্যন্তর। শ্রুত্যন্তরে আছে, জ্ঞানী মূর্দ্ধন্যনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আক্রমণ করেন (উৎকৃষ্ট লোকে যান), কাযেই সংশয় হয়। [সা…সামর্থ্যাৎ] সংশয়ের আকার এই যে, উৎক্রান্তির কি কোন নিয়ম নাই? জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কি অনিয়মে যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন? কিংবা জ্ঞানীর উৎক্রান্তিতে কিছু বিশেষ নিয়ম আছে? সংশয় হইলেই পক্ষ গ্রহণ, তাহাতে পাওয়া যায়, বিশেষ শ্রুতি না থাকায় উৎক্রান্তির কোনরূপ নিয়ম নাই। জ্ঞানীর প্রতি কোনরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। এইরূপ প্রাপ্ত পক্ষের প্রত্যাখ্যানার্থ বলিতেছেন, তাহা নহে। অর্থাৎ জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই হয় সত্য; পরন্তু সেই সময়ে জ্ঞানীর মোক্ষদ্বার * মূর্দ্ধন্যনাড়ী প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে জ্ঞানী মূর্দ্ধস্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, অজ্ঞানী অন্যান্য অঙ্গ দিয়া নির্গত হন। এ কথা এই জন্য বলি, বিদ্যার সামর্থ্যে তিনি মরণকালে ব্রহ্মলোকমার্গ ব্রহ্মরন্ধ্রপথ দেদীপ্যমান দেখিতে পান। [যদি…যুক্তম্] জ্ঞান হইলেও

* মোক্ষদ্বার=ব্রহ্মলোক গমনের পথ সুষুম্না নাম্নী নাড়ী। তাহা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণতালুকণ্ঠ দিয়া নাসিকা ভিত্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে শেষ হইয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র স্থানে তাহার বিবৃত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ সূর্য্যরশ্মির সহিত সমসূত্রসংযোগে সূর্য্যপর্য্যন্ত সংযুক্ত হইয়া আছে। জ্ঞানী ঈদৃশ সুষুম্ননাড়ী পথে নির্গত হইয়া সূর্য্যরশ্মি আক্রমণ করেন, তদবলম্বনে সূর্য্যলোকে যান, ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এতদনুসারেই ঐ সুষুম্না নাড়ী মোক্ষ দ্বার নামে অভিহিত হয়।

দুৎক্রামেন্নৈবোৎকৃষ্টং লোকং লভেত তত্রানর্থিকৈব বিদ্যা স্যাৎ। তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ। বিদ্যাশেষভূতা চ মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বদ্ধা গতিরনুশীলয়িতব্যা বিদ্যাবিশেষেষু বিহিতা তামভ্যস্যংস্তয়ৈব প্রাতিষ্ঠত ইতি যুক্তম্। তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেনানুগৃহীতস্তদ্ভাবমাপন্নো বিদ্বান্ মূর্দ্ধন্যয়ৈব শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া একশততময়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতরাভিরিতরে। তথা হি হার্দ্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমামনন্তি 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।

নাড়ী গত্যৈ উপদিষ্টা।' তদনুশীলনেন খল্বয়ং জীবো হার্দ্দেন সুপাসিতেন ব্রহ্মণানুগৃহীতস্তস্যানুস্মরংস্তদ্ভাবমাপন্নো মূর্দ্ধন্যয়ৈব শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামতি। হৃদয়াদুদ্গতা হি ব্রহ্মনাড়ী ভাস্বরা তালুমূলং ভিত্বা মূর্দ্ধানমেত্য রশ্মি-

---

যদি তিনি অজ্ঞানীর ন্যায় শরীরের যে-সে স্থান দিয়া নির্গত হন ও উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তাহা হইলে বিদ্যার আরাধনা নিষ্ফল। অন্য কথা এই যে, হৃদয়প্রসৃত সুষুম্না নাড়ী অনুশীলন করা বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ (দহরবিদ্যায় ঐ নাড়ীর অনুশীলন করিবার বিধান আছে), জ্ঞানী তাহা মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে তিনি স্মরণ পথাগত সুষুম্ন নাড়ী পথে নির্গত হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? তাহাই যুক্ত বা যুক্তিসিদ্ধ। [তস্মা...রিতরে] ব্রহ্ম হৃদয়প্রদেশে উপাসিত হইলে তিনি উপাসককে অনুগ্রহ করেন, সুতরাং জ্ঞানী উপাসক ক্রমে ব্রহ্মভাবাপন্ন হন, পরে অন্তকালে এক শতের অতিরিক্ত সুষুম্ন নাম্নী মূর্দ্ধন্যনাড়ী দিয়া (ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মস্তক ছিদ্র দিয়া) নিষ্ক্রান্ত হন। যাহারা নির্গুণব্রহ্মবিৎ নহে, দহরাদি বিদ্যা অনুশীলন করে নাই, তাহারাই শরীরস্থ অন্যান্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। [তথা হি...ভবন্তি] হৃদয়বিদ্যা (হার্দ্দব্রহ্মোপাসনা) প্রকরণেও ঐ কথা আছে। যথা—"হৃদয়প্রদেশে এক শত এক নাড়ী (নাড়ী অসংখ্য; পরন্তু প্রধান নাড়ী এক শ এক।) আছে। সেই সকল নাড়ীর একটী নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া মূর্দ্ধপ্রদেশে গিয়াছে। (দক্ষিণ তালু ও নাসিকাভিত্তি অতিক্রম করিয়া মস্তকে গিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার মুখ মস্তক-কপালের সংযোগ স্থানে পরিসমাপ্ত। এই স্থানের অন্য নাম ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্র রোমকূপ অপেক্ষাও

তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি'। ইতি ॥ ১৭ ॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥*

অস্তি 'দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ' ইতি হার্দ্দবিদ্যা 'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম' ইত্যুপক্রম্য বিহিতা। তৎপ্রক্রিয়ায়াং 'অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইত্যুপক্রম্য সপ্রপঞ্চং নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধমুক্ত্বোক্তং 'অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে' ইতি। পুনশ্চোক্তং 'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি। তস্মাৎ শতা-

---

ভিরেকীভূতা আদিত্যমণ্ডলমনুপ্রবিষ্টা তামনুশীলযতস্তয়ৈবান্তকালে নির্গমনং ভবতীতি।

রাত্রাবহনি চাবিশেষেণ রশ্ম্যনুসারী সন্নাদিত্যমণ্ডলং প্রাপ্নোতীতি সিদ্ধান্ত-

---

সুম্ন।) ব্রহ্ম উপাসক এই নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হন, পরে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।"

উপনিষদে "অনন্তর দহরবিদ্যা। এই যে হৃদয় নামক ব্রহ্মপুর, ইহাতে যে অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক (পদ্ম) গৃহ।" এইরূপ উপক্রমে দহরবিদ্যা (হৃদপদ্মে ব্রহ্মভাবনা করা) অভিহিত হইয়াছে। এই দহরবিদ্যার বিবরণে "এই হৃদয়পদ্মগৃহের (ব্রহ্মাবস্থান স্থানের) মধ্যে অল্প আকাশ (ব্রহ্ম)—" এইরূপ এইরূপ বর্ণনা আছে। ঐ প্রক্রিয়ায়, "এই যে হৃদয়স্থ নাড়ী সমূহ—" ইত্যাদি ক্রমে মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) থাকা সবিস্তরে অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতি নাড়ীরশ্মির সম্বন্ধ (সংযোগ) বলিয়া পরে বলিয়াছেন "উপাসক যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন তখন তিনি সেই সকল নাড়ীসম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন।" আবার বলিয়াছেন "ঐ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত ও ঊর্দ্ধগামী হন, ক্রমে অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। (ব্রহ্মলোকে গিয়া শরীর লাভ করেন, কল্প শেষ হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন)" [তস্মাৎ...জায়তে]

---

* শতাধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ।—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক শতাধিক মূর্দ্ধন্য নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন সত্য, পরন্তু তাহাতে রশ্মি অবলম্বনের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ সুষুম্ননাড়ীসংযুক্ত সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করতঃ নিষ্ক্রান্ত হন।

ধিকয়া নাড্যা নিষ্ক্রামন্ রশ্ম্যনুসারী নিষ্ক্রামতীতি গম্যতে। তৎ কিমবিশেষেণৈবাহহনি রাত্রৌ বা ম্রিয়মাণস্য রশ্ম্যহনুসারিত্বমাহোস্বিদহন্যেবেতি সংশয়ে সত্যবিশেষশ্রবণাদবিশেষেণৈব তাবদ্রশ্ম্যহনুসারীতি প্রতিজ্ঞায়তে ॥ ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥ ১৯

অস্ত্যহনি নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ ইত্যহনি মৃতস্য স্যাদ্রশ্ম্যনুসারিত্বং রাত্রৌ তু প্রেতস্য ন স্যাৎ নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধবিচ্ছেদাদিতি চেৎ। ন। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। যাব-

---

পক্ষপ্রতিজ্ঞা।

পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্কতে সূত্রাবয়বেন। সূত্রাবয়বান্তরেণ নিরাকরোতি। যাবদ্দেহভাবী হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ প্রমাণান্তরাৎ। প্রতীয়তে। দর্শয়তি

এই উপনিষদ্ সন্দর্ভের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দহরোপাসক যে মূর্দ্ধন্য নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হন, সে নিষ্ক্রমণ রশ্ম্যনুসারী। অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্যরশ্মির সম্পর্ক (সংযোগ) আছে, সেই সম্পর্কিত রশ্মি অবলম্বনেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। কিন্তু সংশয় এই যে, দিবামরণ ও রাত্রিমরণ এই দুই লইয়া রশ্ম্যনুসরণের কোন বিশেষ আছে কি নাই। দিবসে সূর্য্যরশ্মি থাকে, সে জন্য দিবামরণেই রশ্ম্যনুসরণ হইবেক? কি রাত্রিমরণেও রশ্ম্যনুসরণ হইবেক? বিশেষ শ্রবণ না থাকায় সংশয়ের প্রথম কোটি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধান্ত কোটিতে (পক্ষে) পাওয়া যায়, কি দিন কি রাত্রি উভয় কালেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয়।

যদি কেহ ভাবেন, দিবসে রশ্মি থাকায় দিবসেই নাড়ীরশ্মিসংযোগ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং দিবামরণেই জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসরণ হয় কিন্তু রাত্রে রশ্মি থাকে না সেজন্য নাড়ীরশ্মিসংযোগের অভাবে রাত্রিমরণে রশ্ম্যনুসরণ না হইতেও পারে। তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদের জন্য বলা যাইতেছে যে, যত-

---

* নিশি রাত্রৌ রশ্ম্যবলম্বনং ন ভবেদিতি, ন যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ শিরাকিরণসম্পর্কস্য। দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ শিরাকিরণসম্পর্কস্য যাবদ্দেহভাবিত্বম্।—রাত্রে রশ্মি না থাকায় জ্ঞানীর রাত্রিমরণে রশ্ম্যনুসরণ হয় না, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ, মূর্দ্ধন্য নাড়ীর সহিত যে সূর্য্য কিরণ-সম্পর্ক তাহা যাবদ্দেহভাবী। কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই দেহধারীর ঐ সম্পর্ক থাকে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

দেহভাবো হি শিরাকিরণসম্পর্কঃ। দর্শয়তি চৈতমর্থং শ্রুতিঃ 'অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তা অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ' ইতি। নিদাঘসময়ে চ নিশাস্বপি কিরণানুবৃত্তিরুপলভ্যতে প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাৎ। স্তোকানুবৃত্তেস্তু দুর্লক্ষ্যত্বমৃত্বন্তররজনীষু শৈশিরেষ্বিব দুর্দ্দিনেষু 'অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধাতি' ইতি চৈতদেব দর্শয়তি। যদি চ রাত্রৌ প্রেতো বিনৈব রশ্ম্যনুসারেণোর্দ্ধমাক্রমেত রশ্ম্যনুসারানর্থক্যং ভবেৎ। ন হ্যেতদ্বিশি-

---

চৈতমর্থং শ্রুতিরপ্যবিশেষেণ।—অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে রশ্ময়স্ত আসু নাড়ীষু সৃপ্তা ভবন্তি য আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে বিস্তার্য্যন্তে তে রশ্ময়োহমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ। প্রতাপাদিকার্য্যদর্শনাদিতি আদিগ্রহণেন চন্দ্রাতপঃ সংগৃহ্যতে। চন্দ্রমসা খল্বম্ময়েন সম্বধ্যমানানাং সৌরীণাং ভাসাং চন্দ্রিকাত্বম্। তস্মাদপ্যস্তি নিশি সৌর্য্যরশ্মিপ্রচার ইতি। যে ত্বাহুঃ—স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতীতি নিরপেক্ষশ্রবণাদ্রাত্রৌ প্রেতে নাস্তি রশ্ম্যপেক্ষেতি তান্ প্রত্যাহ—"যদি চ রাত্রৌ প্রেত"ইতি। ন হ্যেতদ্বিশেষ্যাধীয়তে-

---

কাল, শরীর তত কাল নাড়ীরশ্মিসংযোগ। [দর্শয়তি...সৃপ্তাঃ' ইতি] শিরাকিরণসম্পর্ক অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মূর্দ্ধন্যনাড়ী মুখের (ব্রহ্মরন্ধ্র ছিদ্রের) সহিত সূর্য্য কিরণের সংযোগ যে যাবদ্দেহ ভাবী (যখন যখন দেহ আছে তখন তখনই ঐ সংযোগ আছে) তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"ঐ আদিত্য হইতে রশ্মিধারা বিস্তৃত হইতেছে। সে সকল রশ্মি এই সকল নাড়ীর সহিত সংযুক্ত হইতেছে। আবার এই সকল নাড়ী হইতেও শারীর কিরণ নিঃসৃত ও তাহা আদিত্যে সংযুক্ত হইতেছে।" [নিদাঘসময়ে...দর্শয়তি] রাত্রেও যে সূর্য্যকিরণের অনুবর্ত্তন থাকে তাহা গ্রীষ্মকালের রাত্রে স্পষ্টতঃ অনুভূত হয়। কে না গ্রীষ্মরাত্রে কিরণের প্রতাপ অনুভব করেন? রাত্রে কিরণের অনুবর্ত্তন নিতান্ত অল্প, সেই কারণে তাহা দুর্লক্ষ্য। অন্য ঋতুর রাত্রেও কিরণানুবর্ত্তন থাকে; পরন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বলিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যেমন শীতকালের দিবসে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিরণের অস্তিত্ব থাকিলেও দুর্লক্ষ্য, তেমনি, রাত্রেও দুর্লক্ষ্য। রাত্রে যে কিরণসম্বন্ধ থাকে তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন যথা—"এই সবিতৃ দেব রাত্রেও দিন ধারণ করেন। অর্থাৎ রাত্রেও রশ্মি বিতরণ করেন।" [যদি...বেতি]

ষ্যাধীয়তে যো দিবা প্রৈতি স রশ্মীনপেক্ষ্যোর্দ্ধমাক্রমতে যস্তু রাত্রৌ সোঽনপেক্ষ্যৈবেতি। অথ তু বিদ্বানপি রাত্রিপ্রায়ণাঽপরাধমাত্রেণ নোর্দ্ধমাক্রমেত পাক্ষিকফলা বিদ্যেত্যপ্রবৃত্তিরেব তস্যাং স্যাৎ। মৃত্যুকালানিয়মাৎ। অথাপি রাত্রাবুপরতোঽহরাগমমুদীক্ষেত অহরাগমেঽপ্যস্য কদাচিদরশ্মিসম্বন্ধার্হং শরীরং স্যাৎ পাবকাদিসম্পর্কাৎ। 'স যাবৎ

ঽধ্যেতারঃ। যে তু মন্যন্তে বিদ্বানপি রাত্রিপ্রায়ণাপরাধেন নোর্দ্ধমাক্রমেত ইতি তান্ প্রত্যাহ—"অথ তু বিদ্বানপী"তি। নিত্যবৎফলসম্বন্ধেন বিহিতা বিধা ন পাক্ষিকফলা যুক্তেতি। যে তু রাত্রৌ প্রেতস্য বিদুষোঽহরপেক্ষাং সূর্য্যমণ্ডলপ্রাপ্তিমাচক্ষতে- তন্মতমাশঙ্ক্যাহ—"অথাপি রাত্রাবি"তি। যাব-

---

যদি এমন হয় যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি রশ্ম্যনুসরণ ব্যতীতও উর্দ্ধলোক গামী হন তাহা হইলে রশ্ম্যনুসারিণী গতি হয় বলা নিরর্থক। শ্রুতি এমন কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই যে, যে বিদ্বান্ (জ্ঞানী) দিবসে মরে সেই বিদ্বান্ই রশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধগামী হন এবং যে বিদ্বান্ রাত্রে মরে সে বিদ্বান্ রশ্মি প্রতীক্ষা না করিয়া উর্দ্ধগামী হন। [অথ... সারিত্বম্] রাত্রে মরিলেন, এই অপরাধে যদি জ্ঞানীর উর্দ্ধগতি না হয় তাহা হইলে জ্ঞানফলের অবশ্যম্ভাবিতা থাকে না। মৃত্যুকালের নিয়ম নাই, কে কবে মরিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং জ্ঞানফলের পাক্ষিকতা ব্যতীত অবশ্যম্ভাবিতা নাই। এরূপ হইলে লোকের জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইবে কেন? তাহাতে উপাসনাপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ ও শাস্ত্র সকল অপ্রামাণ্যশঙ্কাকুলুষিত হইবে। অপিচ, এমন কোন কথা নাই যে, রাত্রিমৃত ব্যক্তি দিন আগমনের প্রতীক্ষা করেন। (রাত্রে মরণ হইল কিন্তু তিনি সেই মৃত শরীরের সন্নিকটে থাকিয়া দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন কথা কুত্রাপি লিখিত হয় নাই।) দিন আসিলেই বা কি হইবে? হয় ত তাহার শরীর কিরণ-সম্পর্ক প্রাপ্ত হইল না। (রশ্মিসম্পর্ক না হইতে হয় ত তাহার শরীর অগ্নিসম্পর্কে দগ্ধ হইল।) ফল কথা এই যে, জ্ঞানীর উর্দ্ধগতি দিনাগম প্রতীক্ষা করে না এবং সে কথা শাস্ত্রেও গীত হইয়াছে। শাস্ত্র যথা—"সে যত ক্ষণ শ্মশানে পরিত্যক্ত হইবে, তত ক্ষণ তাহার মন (সূক্ষ্মশরীর) আদিত্যলোক প্রাপ্ত হইবেক।" অর্থাৎ বন্ধুগণ তাহার সেই অপ্রাণ শরীর নির্হরণ করিবার উদ্যোগ করিতে না করিতে সে সূর্য্য লোকে গমন করে। এ কথাতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর উর্দ্ধ

ক্ষিপ্যেত্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি' ইতি চ শ্রুতিরনুদীক্ষাং দর্শয়তি। তস্মাদবিশেষেণৈবেদং রাত্রিন্দিবং রশ্ম্যনুসারিত্বম্ ॥১৯॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥*

অত এবাঽপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপাক্ষিকফলত্বাচ্চ বিদ্যায়া অনিয়তকালত্বাচ্চ মৃত্যোর্দ্দক্ষিণায়নেঽপি ম্রিয়মাণো বিদ্বান্ প্রাপ্নোত্যেব বিদ্যাফলম্। উত্তরায়ণপ্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধের্ভীষ্মস্য চ প্রতীক্ষাদর্শনাৎ। 'আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষডুদঙ্ঙেতি মাসান্ তান্' ইতি চ শ্রুতেরপেক্ষিতব্যমুত্তরায়ণমিতীমামাশঙ্কামনেন সূত্রেণাপনুদতি। প্রাশস্ত্যপ্রসিদ্ধিরবিদ্বদ্বিষয়া।

ত্তাবদুপসম্বন্ধেনাঽনপেক্ষা গতিঃ শ্রুতা ন চাপেক্ষা শক্যাঽবগমোপবন্ধবিরোধাদিতি।

অত এবেত্যুক্তহেতুপরামর্শ ইত্যাহ—"অত এবাঽপেক্ষানুপপত্তে"রিতি। পূর্ব্বপক্ষবীজমাহ—"উত্তরায়ণপ্রাশস্ত্যে"তি। অপনোদমাহ—"প্রাশস্ত্যপ্রসি-

---

গতিতে দিনের প্রতীক্ষা নাই। অতএব, জ্ঞানীর রশ্ম্যনুসারিত্ব ও ঊর্দ্ধগতি কি দিন কি রাত্রি উভয়ত্রই সমান।

ঐ কারণে অর্থাৎ কাল প্রতীক্ষা উপপন্ন হয় না, জ্ঞানফল অবশ্যম্ভাবী ও মৃত্যুকালের নিয়ম না থাকা, এই সকল কারণে জ্ঞানী দক্ষিণায়ন-মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন ইহা অবধারিত হয়। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসনীয়, সেই কারণে ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হইয়াও উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। "শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস—" এই শ্রুতি অনুসারে জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগতির প্রতি উত্তরায়ণের অপেক্ষা আছে বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বটে; পরন্তু সে আশঙ্কা সূত্রকার সূত্রের দ্বারা বিদূরিত করিলেন। [প্রাশস্ত্য...ইতি], উত্তরায়ণে মরণ হওয়া প্রশস্ত, এ প্রসিদ্ধি বা এ কথা অজ্ঞান অধিকারে বিদিত অর্থাৎ অবিদ্বান্ বা অনুপাসক ব্যক্তির পক্ষে উত্তরায়ণ মরণ সুপ্রশস্ত; পরন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন সমস্তই সমান। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত, এই আচার পরি-

* অতঃ উক্তহেতোরপি দক্ষিণায়নেঽপি মৃতো জ্ঞানী জ্ঞানফলং প্রাপ্নোতীতি সূত্রযোজনা।—দক্ষিণায়নে মরণ হইলেও জ্ঞানী পূর্ব্বোক্ত কারণে জ্ঞানফল প্রাপ্ত হয়েন, ইহা অবধারণ কর।

ভীষ্মস্য তূত্তরায়ণপ্রতিপালনমাচারপরিপালনার্থং পিতৃপ্রসাদলব্ধস্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থঞ্চ। শ্রুতেস্ত্বর্থং বক্ষ্যতি 'আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ' ইতি। ননু চ-

'যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ!'॥ ইতি প্রাধান্যেনোপক্রম্যাহহরাদিকালবিশেষঃ স্মৃতাবনাবৃত্তয়ে নিয়তঃ কথং রাত্রৌ দক্ষিণায়নে বা প্রয়াতোঽনাবৃত্তিং যায়াদিতি। অত্রোচ্যতে॥ ২০॥

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে॥২১॥*

ত্বিরি"তি। অতঃপদপরামৃষ্টহেতুবলাদবিদুষোমরণং প্রশস্তমুত্তরায়ণে বিদুষস্তূভয়ত্রাপ্যবিশেষো বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। বিদুষোঽপি চ ভীষ্মস্যোত্তরায়ণপ্রতীক্ষণমবিদুষ আচারং গ্রাহয়তি 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন' ইতি ন্যায়াৎ। আপূর্য্যমাণপক্ষাদিত্যাদ্যা চ শ্রুতির্ন কালবিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থা। অপি ত্বাতিবাহিকীর্দ্দেবতাঃ প্রতিপাদয়তীতি বক্ষ্যতি। তস্মাদবিরোধঃ। সূত্রান্তরাবতরণায় চোদয়তি—"ননু চ যত্র কালে ত্বি"তি। কাল এবাঽত্র প্রাধান্যেনোচ্যতে ন ত্বাতিবাহিকী দেবতেত্যর্থঃ।

পালন ও পিতৃপ্রসাদলব্ধ ইচ্ছামরণ দেখান, ভীষ্মের এই দুই উদ্দেশ্য ছিল। "শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাস" এ শ্রুতির অর্থ বা তাৎপর্য্য "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে বলা হইবে। [ননু...অত্রোচ্যতে] এক্ষণে বলিতে পার যে স্মৃতি (গীতা) অনাবৃত্তির (পুনর্জ্জন্মবিনাশের) নির্দ্দিষ্টকাল বলিয়াছেন। যথা—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মানব যে-কালে মরিলে অনাবৃত্তিফল প্রাপ্ত হয় এবং যে-কালে মরিলে আবৃত্তি (পুনর্ব্বার এই লোকে জন্ম) প্রাপ্ত হয় সেই কাল তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।" এই গীতা স্মৃতি কালের প্রাধান্য উল্লেখ পূর্ব্বক দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ, এই সকল কালকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলিয়াছেন। সুতরাং আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানী উপাসক রাত্রে, কৃষ্ণ পক্ষে ও দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে কিপ্রকারে সে অনাবৃত্তি ফল পাইবে? তাহাতে সূত্রকার ব্যাস এই মীমাংসা বলিতেছেন যে,—

* ...ন্তে স্মৃতাবুচ্যতে। শ্রৌতদহরাদ্যুপাসকস্য ন কালাপেক্ষা সা তু স্মার্ত্তযোগিনামিতি ভাবঃ। ভগবদারাধনবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম যোগঃ। ধারণাপূর্ব্বিকাত্মাকর্তৃত্বানুভবঃ সাংখ্যম্।

যোগিনঃ প্রতি চায়মহরাদিকালবিনিয়োগোঽনাবৃত্তয়ে স্মর্য্যতে। স্মার্ত্তে চৈতে যোগসাংখ্যে ন শ্রৌতে। অতো বিষয়ভেদাৎ প্রমাতৃবিশেষাচ্চ নাস্য স্মার্ত্তস্য কালবিনিয়োগস্য শ্রৌতেষু বিজ্ঞানেষ্ববতারঃ। নন্বু—
'অগ্নির্জ্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।'
'ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্' ॥ [গীতা] ইতি চ শ্রৌতাবেব দেবযানপিতৃযানৌ প্রত্যভিজ্ঞায়েতে স্মৃতাবপীতি। উচ্যতে। 'তং কালং বক্ষ্যামি' ইতি স্মৃতৌ কালপ্রতি-

স্মার্ত্তীমুপাসনাং প্রত্যয়ং স্মার্ত্তঃ কালভেদবিনিয়োগঃ প্রত্যাসত্তের্ন তু শ্রৌতীং প্রতীত্যর্থঃ। অত্র যদি স্মৃতৌ কালভেদবিধিঃ শ্রুতৌ চাগ্নিজ্যোতিরাদিবিধিস্তত্রাগ্ন্যাদীনামতিবাহিকতয়া বিষয়ব্যবস্থায়া বিরোধাভাব উক্তঃ।

ঐ সকল কালের নিয়োগ অর্থাৎ অনাবৃত্তিফলের কারণীভূত স্মৃত্যুক্ত দিবা ও শুক্লপক্ষাদি যোগীদিগের সম্বন্ধেই অভিহিত জানিবে। ফলিতার্থ—স্মার্ত্ত যোগীরাই ঐ সকল কালে মরণলাভ করিয়া অনাবৃত্তি-গতিপ্রাপ্ত হন, পরন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনাপরায়ণেরা ঐ সকল কালের প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করতঃ অনাবৃত্তিফল লাভ করিয়া থাকেন। অতএব, বিষয়ভেদ ও অধিকারিভেদ এই দ্বিবিধ ভেদ অনুসারে কালনিয়ম বাক্যের সমাধান বা সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। স্মৃত্যুক্ত কালনিয়ম শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানাধিকারে লব্ধপ্রবেশ হয় না—ইহাও দেখা আবশ্যক। [নন্বু...কশ্চিদ্বিরোধ ইতি] যদি বল—অর্চ্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস, এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয়-মাস, এ সকল কথা শ্রুতিতেও আছে, শ্রুতিতে ঐ সকল কাল দেবযান ও পিতৃযান পথের পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিষয়ভেদে ও অধিকারী ভেদে সুব্যবস্থা (আশঙ্কার পরিহার) করিবার উপায় কৈ? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, স্মৃতিতে "তং কালং বক্ষ্যামি" "সেই কাল

প্রোক্ত অনাবৃত্তি ফল কালসাপেক্ষ অর্থাৎ দিবামরণাদিপূর্ব্বক লব্ধ হয় এ কথা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু সে সকল উক্তি স্মার্ত্ত যোগী দিগকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত, জানিবে। স্মার্ত্ত যোগীরাই কালমরণাদি অনুসারে যোগফল লাভ করেন কিন্তু শ্রুত্যুক্ত উপাসনা পরায়ণেরা কালমরণ অনুসারে প্রোক্তফল লাভ করেন না। যাঁহারা শ্রুত্যুক্ত উপাসনারত তাঁহারা সর্ব্বদাই (যখন তখন) দেহত্যাগ করিয়া ঐ অনাবৃত্তিফলের ভাগী হন।

জ্ঞানাৎ বিরোধমাশঙ্ক্যাঽয়ং পরিহার উক্তঃ। যদা পুনঃ স্মৃতাবপি অগ্ন্যাদ্যা দেবতা এবাতিবাহিক্যো গৃহ্যন্তে তদা ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি॥ ২১॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥

অথ তু প্রত্যভিজ্ঞানং তথাপি যত্র কাল ইত্যত্রাপি কালাভিধানদ্বারেণাতিবাহিক্য এব দেবতা উক্তা ইত্যবিরোধ এবেতি।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

বলিব” এই বাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকায় দিবা ও শুক্লপক্ষ সমস্তই কালপর বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাতেই ঐ বিরোধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হইলে তাহার পরিহার প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রোক্ত প্রকার পরিহার স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু যদি স্মৃত্যুক্ত ঐ সকল কথার কালার্থ গ্রহণ না করিয়া আতিবাহিক দেবতা অর্থ গ্রহণ কর, (দিবস অর্থাৎ দিবসাভিমানিনী দেবতা, ইত্যাদি) তাহা হইলে আর অল্পমাত্রও বিরোধ থাকে না এবং শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই একার্থপ্রতিপাদক হয়।

চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১

আসৃত্যুপক্রমাৎ সমানোচোৎক্রান্তিরিত্যুক্তম্। সৃতিস্তু শ্রুত্যন্তরেষনেকধা শ্রূয়তে। নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধৈকা 'অথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে' ইতি। আর্চ্চিরাদিকৈকা 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ' ইতি। 'স এতং দেবযানং পন্থান-

ভিন্নপ্রকরণস্থত্বাদ্ভিন্নোপাসনযোগতঃ।
অনপেক্ষা মিথো মার্গাস্বরাতোঽবধৃতেরপি ॥

গন্তব্যমেকং নগরং প্রতি বক্রেণাঽধ্বনা গতিমপেক্ষ্য ঋজুনাঽধ্বনা গতিস্বরাবতী কল্প্যতে। একমার্গত্বে তু কিমপরমপেক্ষ্য ত্বরা স্যাৎ। অথ তৈরেব

শ্রুতিতে সৃতির উপক্রম (পথের উল্লেখ) আছে। তদ্দৃষ্টে বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, উপাসক ও অনুপাসক (জ্ঞানী ও কর্ম্মী) উভয়েরই সমানরূপে উৎক্রান্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীরত্যাগ) হয়। অজ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন, জ্ঞানীও উৎক্রান্ত হন। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর উৎক্রমণের পথ অন্য। জ্ঞানী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে উৎক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোক আক্রম করেন, অজ্ঞানী তাহা পারেন না। কিন্তু শাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উৎক্রান্তির পর জ্ঞানী উপাসক দিগের গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে; তাহা বিভিন্ন প্রকার। এক পথ নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঘটিত। যথা—"তিনি এই রশ্মির দ্বারা ঊর্দ্ধলোক আক্রম করেন।" একপথ অর্চ্চিঃ ঘটিত।

* অর্চ্চিঃ আদি প্রথমং মার্গপর্ব্ব যস্য পথস্তেন পথা দেবযানেন সর্ব্বে ব্রহ্মলোকযায়িনো গচ্ছন্তীতি প্রতিজানীমহে। হেতুমাহ তদিতি। স এব মার্গঃ প্রথিতঃ সর্ব্বেষাং বিদুষামিতি পূরণীয়ম্। প্রথিতিঃ প্রসিদ্ধিঃ।—যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিঃ, অর্চ্চিঃ হইতে অহ, এবংক্রমে গমন করেন। অর্থাৎ দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে যান। এইটিই ব্রহ্মলোক গমনের প্রসিদ্ধ পথ।

মাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি' ইত্যন্যা। 'যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি' ইত্যপরা। 'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজঃ প্রয়ান্তি' ইতি চাপরা। তত্র সংশয়ঃ—কিং পরস্পরং ভিন্না এতাঃ স্মৃতয়ঃ কিং বৈকৈবানেকবিশেষণেতি। তত্র প্রাপ্তং

রশ্মিভিরিত্যবধারণং নোপপদ্যতে পথ্যন্তরস্য নিবর্ত্তনীয়স্যাভাবাৎ। তস্মাৎ পরানপেক্ষা এবৈতে পন্থান একব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যুপায়া ব্রীহিযবাবিব বিকল্পেরন্নিতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

একত্বেঽপি পথোঽনেকপর্ব্বসংসর্গসম্ভবাৎ।
গৌরবান্নৈব নানাত্বং প্রত্যভিজ্ঞানলিঙ্গতঃ॥

সপর্ব্বা হি পন্থা নগরাদিকমেকং গন্তব্যং প্রাপয়তি নাভাগঃ। তত্র কিমেতে রশ্ম্যহর্ব্বায়ুসূর্য্যাদয়োঽধ্বানঃ পর্ব্বাণঃ সন্তোঽধ্বনৈকেন যুজ্যন্তে, আহো যথা-

---

যথা—"তাঁহারা প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ (অর্চ্চিঃ=তেজঃ) সম্পন্ন হন, পরে অর্চ্চিঃ হইতে দিনদেবতায় গমন করেন।" আর একপ্রকার পথ আছে, তাহার নাম দেবযান। যথা—"উপাসক এই দেবযান পথ অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আগমন করেন।" অন্য একপ্রকার পথে বায়ুলোকে গমন অভিহিত হইয়াছে। যথা—"উপাসক পুরুষ এ লোক পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ বায়ুলোকে গমন করেন।" অন্য এক শ্রুতিতে সূর্য্যলোক গমনের কথাও আছে। যথা—"তাঁহারা সূর্য্যের দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যে সম্ভূত হইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।" [তত্র…পন্থান ইতি] ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পথের শ্রবণ থাকায় সংশয় হয়, ঐ সকল পথ বাস্তবিক বিভিন্ন কি না। শ্রুতি কি বাস্তবিক পৃথক্ ঐ সকল পথ উপদেশ করিয়াছেন? কি একই পথ বিভিন্ন বিশেষণে সেই সেই প্রস্তাবে ব্যক্ত করিয়াছেন? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, ঐ সকল পথ বাস্তবিক বিভিন্ন। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে কথিত ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার অঙ্গীভূত (যেমন এক এক উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে তেমনি সেই সেই উপাসকের উপাসনার ফলস্বরূপ বিভিন্ন গতি ও গন্তব্য পথও কথিত হইয়াছে); সুতরাং উল্লিখিত পথ বাস্তবিক বিভিন্ন। একই পথের ঐ সকল বিশেষণ, এরূপ হইলে "তৈরেব রশ্মিভিঃ" এই অবধারণ ও "যাবৎ—অর্থাৎ যত ক্ষণ তাহার দেহ শ্মশানে নীত হইবে তত ক্ষণ তাহার মন অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর আদিত্যলোকে যাইবেক" এই ত্বরা' বোধক বাক্য

তাবদ্ভিন্না এবৈতাঃ সৃতয় ইতি ভিন্নপ্রকরণস্থিতত্বাদ্ভিন্নো-পাসনশেষত্বাচ্চ। অপি চ 'অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ' ইত্যবধারণমর্চ্চিরাদ্যপেক্ষায়ামুপরুধ্যেত ত্বরাবচনঞ্চ পীড্যেত 'স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি' ইতি। তস্মাদন্যোন্য-ভিন্না এবৈতে পন্থান ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিদধ্মহে—অর্চ্চিরাদি-নেতি। সর্ব্বো ব্রহ্মপ্রেপ্সুরর্চ্চিরাদিনৈবাঽধ্বনা রংহতীতি প্রতিজানীমহে। কুতঃ। তৎপ্রথিতেঃ। প্রথিতো হ্যেষ মার্গঃ সর্ব্বেষাং বিদুষাম্। তথাহি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে 'যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে' ইতি বিদ্যান্তরশীলিনামপ্যর্চ্চিরাদিকা সৃতিঃ শ্রাব্যতে। স্যাদেতৎ। যাসু বিদ্যাসু ন কাচিদ্গতিরুচ্যতে তাস্বেবেয়মর্চ্চিরাদিকোপতিষ্ঠতাং যাসু

যগমধ্বানমপি ভিন্দন্ত্বিতি সন্দহেঽভেদেঽপ্যধ্বনো ভাগভেদোপপত্তের্ন ভাগি-ভেদকল্পনোচিতা গৌরবপ্রসঙ্গাৎ। একদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ বিশেষণবিশেষ্য-ভাবোপপত্তের্নানেকাধ্বকল্পনা। অথৈতৈরেব রশ্মিভিরিত্যেবাবধারণং ন

উপরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ অবধারণ-বাক্যের ও ত্বরা-বাক্যের মুখ্যার্থ থাকে না। সেই কারণে বলিতেছি, ঐ সকল পৃথক্ পথ। একই পথ; তাহার বিশেষ-ণার্থ ঐ সকল অভিহিত, তাহা নহে। [এবং...বিদুষাম্] এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে বলা হইল—অর্চ্চিরাদিনা। ব্রহ্মজিগমিষু মাত্রেই প্রথমে অর্চ্চিঃ (তেজ), তৎপরে অহ (দিন), এবংক্রমে গমন করেন, ইহা অর্চ্চিরাদি-সূত্রের প্রতিজ্ঞা। কারণ এই যে, ঐ পথই প্রথিত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। [তথাহি...শ্রাব্যতে] ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (অগ্নি বুদ্ধিতে যোষিৎ প্রভৃতি পাঁচ আধারে উপাসনা) প্রকরণে "যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যে দহরোপাসক ব্যতীত অন্য উপাসকদিগেরও অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয় বলা হইয়াছে। [স্যাদেতৎ... ভেদ এব] স্বীকার করিলাম যে, উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। কিন্তু তাহা সকল উপাসকের নহে। শাস্ত্রে যে সকল উপাসনার ফল-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট গতি অভিহিত হয় নাই সেই সকল উপাসনাতেই উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয় বলিতে পার; কিন্তু যে সকল উপাসনার ফলান্তর (অন্যফল) শ্রুত আছে, সে সকল উপাসনায় উপাসকের অর্চ্চিরাদি পথে

ত্বন্যান্যা শ্রাব্যতে তাসু কিমর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণমিতি। অত্রোচ্যতে। ভবেদেতদেবং যদ্যত্যন্তভিন্না এবৈতাঃ সৃতয়ঃ স্যুঃ। একৈব ত্বেষা সৃতিরনেকবিশেষণা ব্রহ্মলোকপ্রতিপাদনী ক্বচিৎ কেনচিদ্বিশেষণেনোপলক্ষিতেতি বদামঃ। সর্ব্বত্রৈকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবোপপত্তেঃ। প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈকত্বে ভবতীতরেতরবিশেষগুণোপসংহারবদ্গতিবিশেষণানামপ্যুপসংহারঃ। বিদ্যাভেদেঽপি গ-

---

তাবদর্থান্তরনিবৃত্ত্যর্থং তৎপ্রাপকৈরেব বাক্যান্তরৈর্ব্বিরোধাৎ। তস্মাদন্যানপেক্ষামস্যাবধারয়তীতি বক্তব্যম্। ন চৈকং বাক্যমপ্রাপ্তমধ্বানং প্রাপয়তি তস্য চানপেক্ষতাং প্রতিপাদয়তীত্যর্থদ্বয়ায় পর্য্যাপ্তম্। তস্মাদ্বিধিসামর্থ্যপ্রাপ্ত-

---

গতি হয়, এ কথা কিপ্রকারে বলিতে পার? প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ প্রশ্ন করিতে পারিতে, যদি ঐ সকল পথ অত্যন্ত ভিন্ন হইত। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইলেও বস্তুতঃ সে সকলের অভিধেয় এক অর্থাৎ পথ এক। বস্তুতঃই ব্রহ্মজ্ঞদিগের ব্রহ্মলোক গমনের পথ এক। সেই একই পথ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। সেই সকল বিশেষণের বিশেষ্যভূত পথ এক; দুই বা ততোধিক নহে। প্রত্যেক স্থলেই সেই শাস্ত্রবিদিত দেবযান পথের একদেশ (এক এক অংশ) প্রত্যভিজ্ঞাত (সেই পথই এই, এতদ্রূপে অনুভূত) হয়। সুতরাং একত্রোক্ত পথের সহিত অন্যত্রোক্ত পথবিশেষণ গুলির সমন্বয় হওয়াই সঙ্গত। যদিও প্রকরণ ভেদ আছে, অর্থাৎ এক প্রকরণে একরূপ, অন্য প্রকরণে অন্যরূপ উক্তি আছে, থাকিলেও সে সকলের বিশেষ গুণের উপসংহারের দৃষ্টান্তে উপসংহার হইতে পারে। (পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, যে শাখায় যতই ব্রহ্মগুণ অভিহিত হউক, সমুদায়ই এক ব্রহ্মে সমর্পিত হইবে, হইয়া অদ্বয় ব্রহ্ম বোধ করাইবেক। তদ্দৃষ্টান্তে এখানেও বুঝিতে হইবেক যে, ব্রহ্ম গমনের পথ এক; পরন্তু যে যে প্রকরণে যে প্রকার পথ বিশেষণ বা পথ বোধক শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে সমুদায়ই সেই ব্রহ্ম পথের বিশেষণ। অর্থাৎ সে সকলের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পথ বুঝিতে হইবেক না, একই পথ সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবেক) বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা এক নহে সত্য; কিন্তু তাহাদের গন্তব্য এক (একই ব্রহ্ম সমুদায় উপাসকের অভিগমনীয়) এবং সেই সেই স্থলে তাহাদিগের গতির

ত্যেকদেশপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্গন্তব্যাভেদাচ্চ গত্যভেদ এব। তথা-হি 'তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ সা যা ব্রহ্মণো জিতির্যা চ ব্যুষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যুষ্টিং ব্যশ্নুতে তদ্য এবৈতং ব্রহ্ম-লোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি' ইতি চ [কৌ০উ০] তত্র তত্র তদেবৈকং ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং প্রদর্শ্যতে। যত্ত্বে-তৈরেবেত্যবধারণমর্চ্চিরাদ্যাশ্রয়ণেন স্যাদিতি। নৈষ দোষঃ। রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বাদস্য। ন হ্যেক এব শব্দো রশ্মীংশ্চ প্রাপয়িতুমর্হত্যর্চ্চিরাদীংশ্চ ব্যাবর্ত্তয়িতুম্। তস্মাদ্রশ্মিসম্বন্ধ এবায়মবধার্য্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। ত্বরাবচনঞ্চার্চ্চিরাদ্যপেক্ষা-

---

মযোগব্যবচ্ছেদমেবকারো বদতীতি যুক্তম্। "ত্বরাবচনঞ্চে"তি। ন খল্বেক-স্মিন্নেব গন্তব্যে পথি ভেদমপেক্ষ্য ত্বরাঽবকল্প্যতে কিন্তু গন্তব্যভেদাদপি তদুপ-পত্তিঃ। যথা কশ্মীরেভ্যো মথুরাং ক্ষিপ্রং যাতি চৈত্র ইতি তথেহাপ্যন্যতঃ

কোন কোন অংশ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হওয়ায় সকলেরই এক গতি বলিয়া অবধারিত হয়। (গতি=ব্রহ্মলোকে বাস)। [তথাহি...দ্রষ্টব্যম্] এ কথা কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে আছে। যথা—"যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্ম-লোক (ব্রহ্ম=হিরণ্যগর্ত্ত বা কার্য্যব্রহ্ম, ইহার নামান্তর ব্রহ্মা, তাঁহার লোক) জয় করে, লাভ করে, তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে অতি দীর্ঘায়ু ব্রহ্মার সমান আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাস করে। ব্রহ্মার যেরূপ জয় ও ব্যাপ্তি, তাহারা সেইরূপ জয় ও ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে সেই সেই উপাসনায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ একই ফল সেই সেই স্থানে অভিহিত হইয়াছে। "এতৈরেব রশ্মিভিঃ—" এইরূপ অবধারণ আছে সত্য; থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কারণ, ঐ "এব" শব্দ রশ্মিপ্রাপ্তি তাৎ-পর্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। একই অবধারণবাচী "এব" শব্দ রশ্মিপ্রাপ্তি বুঝাইবে ও অর্চ্চিরাদি প্রাপ্তির ব্যাবর্ত্তন (বারণ) করিবে, এরূপ হয় না। সুতরাং ঐ বাক্যে রশ্মিসম্বন্ধ পক্ষই অবধারিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, রাত্রে বিস্পষ্ট রশ্মি না থাকায় রশ্মিসম্বন্ধের অভাব হয় এরূপ মনে করিও না। সে সময়েও রশ্মিসম্পর্ক ঘটনা হয়।) [ত্বরা...রিত্যুক্তম্] "স যাবৎ ক্ষিপেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছতি" এই যে ত্বরাবাক্য, এ বাক্যও

য়ামপি ক্ষিপ্রপ্রাপ্যর্থত্বান্নোপরুধ্যতে যথা নিমিষমাত্রেণাত্রাগম্যত ইতি। অপি চ 'অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন' ইতি মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টং তৃতীয়ং স্থানমাচক্ষাণা পিতৃযানব্যতিরিক্তমেকমেব দেবযানমর্চ্চিরাদিপর্ব্বাণং পন্থানং প্রথয়তি। ভূয়াংসি চার্চ্চিরাদিশ্রুতৌ মার্গপর্ব্বাণি। অল্পীয়াংসি ত্বন্যত্র। ভূয়সাঞ্চানুগুণ্যেনাল্পীয়সাঞ্চ নয়নং ন্যায্যমিত্যতোঽপ্যর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেরিত্যুক্তম্ ॥ ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥*

কুতশ্চিদগন্তব্যাদনেনোপায়েন ব্রহ্মলোকং ক্ষিপ্রং প্রয়াতীতি। "ভূয়াংসি চার্চ্চিরাদিশ্রুতৌ মার্গপর্ব্বাণী"তি। অয়মর্থঃ। একত্বাৎ প্রাপ্তব্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাল্পপর্ব্বণা মার্গেণ তৎপ্রাপ্তৌ সম্ভবন্ত্যাং বহুমার্গোপদেশোব্যর্থঃ প্রসজ্যতে তত্র চেতনস্যাপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ্ভূয়সাং পর্ব্বণামবিরোধেনাল্পানাং তদনুপ্রবেশ এব যুক্ত ইতি।

(ত্বরা=বিলম্ব না হওয়া) অন্য গন্তব্য অপেক্ষায় সঙ্গত হইতে পারে। ভাবার্থ এই যে, যেমন লৌকিক পথে গতি বিলম্ব হইয়া থাকে, এ পথে সেরূপ বিলম্ব হয় না। এই তাৎপর্য্যেই উক্ত ত্বরাবাক্যের অর্থ পর্য্যবসিত, ইহা অবধারণ কর। আরও কথা এই যে, শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথ বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছেন, উভয় পথ ভ্রষ্ট দিগের স্থান অতি কষ্টকর এবং তাহা তৃতীয় বলিয়া গণ্য। শ্রুতি সেই কষ্টদায়ক তৃতীয় স্থানের কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, পিতৃযান পথের অতিরিক্ত দেবযান নামক অন্য একটী পথ আছে এবং সে পথটী অর্চ্চিঃ প্রভৃতিবহুপর্ব্বযুক্ত। (পর্ব্ব=গাঁইট অর্থাৎ এক একটী বিভাগ) কথাটীর ভাবার্থ এই যে, শুভ পথ অনেক থাকিলে শ্রুতি "তৃতীয় স্থান" এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না। অর্চ্চিঃ শ্রুতিতে দেখা যায়, পথটীর অনেক গুলি পর্ব্ব বা বিভাগ আছে কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, অল্প কতিপয় বিভাগ আছে। সেই জন্যই বলিলাম, সামঞ্জস্যের অনুরোধে বহুর অনুগুণেই অল্পের উন্নয়ন হওয়া ন্যায্য—ন্যায়সঙ্গত।

*অব্দাৎ সংবৎসরাৎ পরং বায়ুমভিসম্ভবতীতি অবিশেষবিশেষাভ্যাং উপদেশাভ্যাং বিজ্ঞায়তে।—উপাসক সংবৎসরের পরে বায়ুর অধিকারে গমন করেন ইহা সামান্যতঃ উপদেশ ও বিশেষরূপ উপদেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। (ভাষ্যভাষা দেখ)

কেন পুনঃ সন্নিবেশবিশেষেণ গতিবিশেষাণামিতরেতর-বিশেষণবিশেষ্যভাব ইতি তদেতৎ সুহৃদ্ভূত্বাচার্য্যো গ্রথয়তি। 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং' ইতি [১।৩] কৌষিতকিনাং দেবযানঃ পন্থাঃ পঠ্যতে। তত্রার্চ্চিরগ্নিলোকশব্দৌ তাবদেকার্থৌ জ্বলনবচনত্বাদিতি নাত্র সন্নিবেশক্রমঃ কশ্চিদন্বেষ্টব্যঃ। বায়ুস্ত্বর্চ্চিরাদি-

শ্রুত্যাদ্যভাবে পাঠস্য ক্রমং প্রতি নিয়ন্তৃতা।
ঊর্দ্ধাক্রমণমাত্রে চ শ্রুতা বায়োর্নিমিত্ততা॥

স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমত ইতি হি বায়ুনিমিত্তমূর্দ্ধাক্রমণং শ্রুতং ন তু বায়ুনিমিত্তমাদিত্যগমনম্। স আদিত্যং গচ্ছতীত্যাদিত্যগমনমাত্রপ্রতীতেঃ। ন চ তেনেত্যনন্তর-

জিজ্ঞাসু এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করিবেন যে, কিরূপ সন্নিবেশে সেই সেই গতিবিশেষ পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাব প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান, তৎপরে অমুক স্থান, এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট ক্রমান্বিত পথ দেখাইতে হইলে, বুঝাইতে হইলে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত গুলি পথপর্ব্ব বা পথাংশ উপস্থিত হইবে সে গুলি সমস্তই পর পর উল্লেখ করিয়া বা সাজাইয়া দেখাইতে বা বুঝাইতে হইবে। অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান, তথা হইতে অমুক স্থান, এই যে নির্দ্দিষ্টক্রমান্বিত ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ইহাই সন্নিবেশ শব্দের অভিধেয়। সন্নিবেশ অর্থাৎ সাজান। ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর পর ক্রমে বলা বা সাজাইয়া দেখান। পথ একটী পরন্তু তাহার পর্ব্ব (বিশ্রামের স্থান বা থাকিবার আড্ডা) অনেক, এরূপ হইলে সে গুলি সমস্তই পথের বিশেষণ বলিয়া জানিতে হইবে। পথ বিশেষ্য; পথাংশ সকল তাহার বিশেষণ। বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই বিশেষণে বিশেষিত বা সেই সেই বিশেষণান্বিত একটীমাত্র পথ উপদিষ্ট হইয়াছে।) জ্ঞানী ও উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের সেই ব্রহ্মলোক গমনের পথ কিরূপ সন্নিবেশবিশিষ্ট, কিরূপেই বা সেই একই পথ শ্রুত্যুক্ত নানা বিশেষণে বিশেষিত হইতেছে, আচার্য্য ব্যাস তাহা তাঁহাদিগের সুহৃদ্ হইয়া "বায়ুমব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। [স…ইতি] কৌষিতকি-শ্রুতিতে লিখিত আছে—"ব্রহ্ম-

বর্ত্মন্যশ্রুতঃ কতমস্মিন্ স্থানে সন্নিবেশয়িতব্য ইত্যুচ্যতে। 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্য-মাণপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যম্' [কৌ০ উ০] ইত্যত্র সম্বৎসরাৎ পরাঞ্চ-মাদিত্যাদর্ব্বাঞ্চং বায়ুমভিসম্ভবন্তি। কস্মাৎ। অবিশেষবিশেষা-

শ্রুতোর্দ্ধাক্রমণক্রিয়াসম্বন্ধি নিরাকাঙ্ক্ষমাদিত্যগমনক্রিয়য়াপি সম্বন্ধুমর্হতি। ন চাদিত্যগমনস্য তেনেতি বিনা কাচিদনুপপত্তির্যেনান্যসম্বন্ধমপ্যনুষজ্যতে। তত্রাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমিত্যাদিসন্দর্ভগতস্য পাঠস্য কচিন্নিয়ামক-ত্বেন কৢপ্তসামর্থ্যাৎ অগ্নিবায়ুবরুণক্রমনিয়ামকত্বশ্রুত্যাদ্যভাবাদিতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে।

লোকজিগমিষু সেই উপাসক এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আইসেন। পরে তিনি বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন।" এই শ্রুতিতে প্রথমতঃ অগ্নিলোক গমনের কথা আছে এবং অন্য শ্রুতিতে প্রথমতঃ অর্চ্চিঃ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। দেখিতে গেলে অর্চ্চিঃশব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ তুল্যার্থ বলিয়া প্রতীত হইবেক। অর্চ্চিঃশব্দেও জ্বলন বুঝায়, অগ্নিশব্দেও জ্বলন বুঝায়। সুতরাং দেবযান পথের প্রথম পর্ব্বের সন্নিবেশ ক্রম কিরূপ তাহা অন্বেষণ করিতে হয় না। অর্থাৎ প্রথম পর্ব্বে কোনরূপ সন্দেহ হয় না। কিন্তু কৌষিতকি-শ্রুত্যুক্ত বায়ুপর্ব্বে সংশয় হয়। কৌষিতকী যে দেবযান পথের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বায়ুলোক গমনের কথা আছে; কিন্তু অর্চ্চিঃ শ্রুতিতে অর্থাৎ ছান্দোগ্যোক্ত দেবযান পথের বর্ণ-নায় বায়ুলোক গমনের উল্লেখ নাই। সে জন্য দেখা উচিত যে, প্রোক্ত বায়ু-নামক পথপর্ব্ব কোন্ স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মগন্তা উপাসক কোন স্থান হইতে বায়ুলোকে গমন করেন, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। [উচ্যতে...বিশেষাভ্যাম্] প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, "তাহারা প্রথমে অর্চ্চিঃপ্রাপ্ত হয়। অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, ষণ্মাসাত্মক উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎ-সর হইতে আদিত্যে গিয়া সম্ভূত হন।" এই শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্যশব্দ আছে, বায়ুর সন্নিবেশ তদুভয়ের মধ্যে, ইহা অবধারণ করা অর্থাৎ সংবৎসরের পরে বায়ুতে সম্ভূত হন, তৎপরে আদিত্যলোকে গমন করেন। এ কথা এই জন্য বলিতে হয় ও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ

ভ্যাম্। তথাহি 'স বায়ুলোকম্' ইত্যত্রাবিশেষোপদিষ্টস্য বায়োঃ শ্রুত্যন্তরে বিশেষোপদেশো দৃশ্যতে 'যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি' ইতি [কৌ০উ০]। এতস্মাদাদিত্যাদ্বায়োঃ পূর্ব্বত্বদর্শনাদ্বিশেষাদব্দাদিত্যনয়োরন্তরালে বায়ুর্নিবেশয়িতব্যঃ।

ঊর্দ্ধশব্দো ন লোকস্য কস্যচিৎ প্রতিপাদকঃ।
তন্তেদাপেক্ষয়া যুক্তমাদিত্যেন বিশেষণম্॥

ভবেদেতদেবং যদূর্দ্ধশব্দাৎ কশ্চিল্লোকভেদঃ প্রতীয়তে স তূপরিদেশমাত্রবাচী লোকভেদাদ্বিনাঽপর্য্যবস্যল্লোকভেদবাচিনাদিত্যপদেনাদিত্যে ব্যবস্থাপ্যতে। তথা চাদিত্যলোকগমনমেব বায়ুনিমিত্তমিতি শ্রৌতক্রমনিয়মে পাঠঃ পদার্থমাত্রপ্রদর্শনার্থো ন তু ক্রমায় প্রভবতি শ্রুতিবিরোধাদিতি সিদ্ধম্। বাজসনেয়িনাং সম্বৎসরলোকো ন পঠ্যতে ছান্দোগ্যানাং দেবলোকো ন পঠ্যতে তত্রোভয়ানুরোধাদুভয়পাঠে ন মাসসম্বন্ধাৎ সংবৎসরঃ পূর্ব্বঃ পশ্চিমো দেব-

---

অবিশেষ (সামান্যাকারের) উপদেশ অন্য শ্রুতিতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। (একস্থানে সামান্যতঃ উপদেশ আছে অথচ অন্য স্থানে তাহা বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এরূপ হইলে সেই সামান্য উপদেশ'কে বিশেষপর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবেক।) [তথাহি·· তব্যঃ]. যে শ্রুতিতে বিশেষ উপদেশ আছে সে শ্রুতি পরে বলিব। কিন্তু যে শ্রুতিতে অবিশেষ উপদেশ, সে শ্রুতি এই—"সে বায়ুলোকে গমন করে।" ইত্যাদি। এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোক গমনের কথা বলিয়াছেন কিন্তু কিরূপ ক্রমে বায়ুলোক গতি হয় তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। তাহা না বলায় সুতরাং অবিশেষ উপদেশ হইয়াছে। অবিশেষে উপদিষ্ট এই বায়ু অন্য শ্রুতিতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। যথা—"যখন সেই উপাসক পুরুষ এ লোক হইতে পরলোকে যান অর্থাৎ এতদ্দেহ ত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, হইয়া তাঁহার জন্য আপনাতে রথচক্রছিদ্রতুল্য ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ প্রদান করেন। তখন তিনি সেই ছিদ্র পথে ঊর্দ্ধগামী হন; হইয়া আদিত্যে গমন করেন।" ইহাই বিশেষোপদেশ, এই বিশেষোপদেশে আদিত্য গমনের পূর্ব্বে বায়ুলোক গমন পাওয়া যাইতেছে। অতএব, এ দিকে সংবৎসর, ও দিকে আদিত্য, মধ্যে বায়ু, এইরূপ সন্নিবেশ অর্থাৎ ক্রমপরিপাটী অবধারণ

কস্মাৎ পুনরগ্নেঃ পরত্বদর্শনাদ্বিশেষাদর্চ্চিষোঽনন্তরং বায়ুর্ন নিবেশ্যতে। নৈষোঽস্তি বিশেষ ইতি বদামঃ। ননূদাহৃতা শ্রুতিঃ 'স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি। স বায়ুলোক'মিতি। উচ্যতে। কেবলোঽত্র পাঠঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবস্থিতো নাত্র ক্রমবচনঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। পদার্থোপদর্শনমাত্রং হ্যত্র ক্রিয়ত এতঞ্চৈতঞ্চ স গচ্ছতীতি। ইতরত্র পুনর্ব্বায়ুপ্রত্তেন রথচক্রমাত্রেণ ছিদ্রেণোর্দ্ধমাক্রম্যাদিত্যমাগচ্ছতীত্যবগম্যতে ক্রমঃ। তস্মাৎ সূক্তমবিশেষবিশেষাভ্যামিতি। বাজসনেয়িনস্তু 'মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমি'তি সমামনন্তি। তত্রাদিত্যানন্তর্য্যায় দেবলোকাদ্বায়ু-

---

লোকঃ। ন হি মাসো দেবলোকেন সম্বধ্যতে কিন্তু সংবৎসরেণ। তস্মাত্তয়োঃ পরস্পরসম্বন্ধাৎ মাসারভ্যত্বাচ্চ সংবৎসরস্য মাসানন্তর্য্যে স্থিতে দেবলোকঃ সম্বৎসরস্য পরস্তাদ্ভবতি। তত্রাদিত্যানন্তর্য্যায় বায়োঃ সম্বৎসরাদিত্যস্য স্থানে

করা কর্ত্তব্য। [কস্মাৎ···বিশেষাভ্যামিতি] বলিতে পার যে, প্রথমোক্ত শ্রুতিতে অগ্নির, পরে বায়ুর কথন আছে, তাহা দেখিয়া অগ্নি হইতে বায়ুলোকগামী হয় এরূপ না বল কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—অগ্নির পরে বায়ুর কথন আছে সত্য; পরন্তু তাহা সাধারণভাবে। তাহাতে বিশেষ প্রতীতি হয় না। তোমরা শ্রুতি দেখাইয়াছ সত্য—"সে এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হয়, হইয়া অগ্নিলোক, বায়ুলোক ও বরুণলোক গমন করে।" দেখাইলেও বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় তদ্দ্বারা অগ্নির পরে বায়ুর সন্নিবেশ সাধিত হয় না। ঐ শ্রুতিতে মাত্র পূর্ব্বাপরী ভাবে অবস্থিত কতিপয় স্থান বর্ণিত হইয়াছে, পরন্তু গমনের ক্রম বর্ণিত হয় নাই। গমনের ক্রম বর্ণিত না হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে, ঐ শ্রুতিতে মাত্র স্থান গুলি দর্শিত হইয়াছে, গতিক্রম দর্শিত হয় নাই। অমুক অমুক লোকে যায়, এই মাত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রুত্যন্তরে "সে বায়ুপ্রদত্ত ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধ আক্রম করে, অনন্তর আদিত্য লোকে যায়" এইরূপ ক্রম বা গমনের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। অতএব, সূত্রকার ব্যাস পূর্ব্বোক্ত অবিশেষ ও সন্নিহিতোক্ত বিশেষ এই দ্বিবিধ উপদেশ লক্ষ্য করিয়া সংবৎসরের পরে ও আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর সন্নিবেশ অবধারণ করিয়াছেন অবশ্যই তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে। [বাজ...বিবেক্তব্যম্] বাজসনেয়ীরা (যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা) "মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদি-

মভিসম্ভবেয়ুঃ। বায়ুমব্দাদিতি তু ছান্দোগ্যশ্রুত্যপেক্ষয়োক্তম্। ছান্দোগ্যবাজসনেয়কয়োস্ত্বেকত্র দেবলোকো ন বিদ্যতে পরত্র সম্বৎসরঃ। তত্র শ্রুতিদ্বয়প্রত্যয়াদুভাবপ্যুভয়ত্র গ্রথিতব্যৌ। তত্রাপি মাসসম্বন্ধাৎ সম্বৎসরঃ পূর্ব্বঃ পশ্চিমো দেবলোক ইতি বিবেক্তব্যম্॥ ২॥

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ॥ ৩॥ *

'আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং' ইত্যস্যা বিদ্যুত

দেবলোকাদ্বায়ুমিতি পঠিতব্যম্। বায়ুমব্দাদিতি তু সূত্রমত্রাপি বাচকমেব। তথাপি সম্বৎসরাৎ পরাঞ্চমাদিত্যাদর্ব্বাঞ্চং বায়ুমভিসম্ভবন্তীতি ছান্দোগ্যপাঠমাত্রাপেক্ষয়োক্তম্। তদিদমাহ—"বায়ুমব্দাদিতি ত্বি"তি।

তড়িদন্তেঽর্চ্চিরাদ্যোঽধ্বন্যপ্যতিস্তড়িতঃ পরঃ।
তৎসম্বন্ধাৎ তথেন্দ্রাদিরপ্যতেঃ পর ইষ্যতে॥

ত্যম্" এইরূপ পাঠ পড়িয়া থাকেন। তাহাতে সংবৎসরের উল্লেখ নাই। না থাকিলেও গুণোপসংসার ন্যায় † অবলম্বনে সিদ্ধান্ত করিতে হইবেক—উপাসক দেবলোক হইতে বায়ুতে গিয়া অভিসম্ভূত হন, তথা হইতে আদিত্যে গমন করেন। বাজিশ্রুতি অনুসারে "দেবলোকাদ্বায়ুং" এইরূপ সূত্র হওয়া উচিত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, বায়ুমব্দাৎ-সূত্র ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া গ্রথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে দেবলোকের উল্লেখ নাই, এবং বাজসনেয়ী শাখায় সম্বৎসরের উল্লেখ নাই। সেজন্য, শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানার্থ উক্ত উভয় শ্রুতিতে উক্ত উভয় গাঁথিয়া লইতে হইবেক। তাহাতে মাসসম্বন্ধ অনুসারে পূর্ব্বে সম্বৎসর, তৎপরে দেবলোক, এইরূপ সন্নিবেশ লব্ধ হইবেক এবং তাহাতে এইরূপ ক্রম নিষ্পন্ন হইবেক। যথা—মাস, তৎপরে সম্বৎসর, তৎপরে দেবলোক, তৎপরে বায়ু, তৎপরে আদিত্য। (সূত্রোক্ত বায়ুশব্দের অর্থও দেবলোকগমনপূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন)।

কৌষিতকি শ্রুতিতে অগ্নির পরে বায়ু পর্ব্বের কথা লিখিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার (বায়ুর) স্থান কোথায়? তাহা বলা হইয়াছে।

* তড়িতঃ বিদ্যুতঃ অধি উপরি বরুণস্তন্নামকোলোক ইতি সম্বন্ধাৎ বিদ্যুদ্বরুণয়োর্ব্বিজ্ঞায়তে।—বিদ্যুৎ লোকের পরে বরুণলোক, ব্রহ্মলোকগামী উপাসক তৎক্রমে গমন করেন, ইহা বিদ্যুতের সহিত বরুণের প্রকট সম্বন্ধ থাকায় নির্ণীত হয়।

† নানা শাখায় নানা বাক্যে নানা ব্রহ্মগুণ লিখিত হইলেও সে সকল গুণ এক ব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। যে যুক্তিতে নীত হয় সেই যুক্তি "গুণোপসংসার ন্যায়।"

উপরিষ্টাৎ বরুণলোকমিত্যয়ং বরুণঃ সম্বধ্যতে। অস্তি হি সম্বন্ধো বিদ্যুদ্বরুণয়োঃ। 'যদা হি বিশালা বিদ্যুতস্তীব্রাস্তনয়িত্নুনির্ঘোষা জীমূতোদরেষু প্রনৃত্যন্ত্যহথাপঃ প্রপতন্তি বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা' ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অপাঞ্চাধিপতির্ব্বরুণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। বরুণাচ্চাধীন্দ্রপ্রজাপতী। স্থানান্তরাভাবাৎ পাঠসামর্থ্যাচ্চাগন্তুকত্বাদপি বরুণাদীনামন্ত এব নিবেশঃ। বৈশেষিকস্থানাভাবাৎ বিদ্যুচ্চান্ত্যাহর্চ্চিরাদৌ বর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥*

আগন্তূনাং নিবেশোঽন্তে স্থানাভাবাৎ প্রসাধিতঃ।
তথা চেন্দ্রাদিরাগান্তঃ পঠ্যতে চাপ্যতেঃ পরঃ ॥

কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে বায়ুর পরে বরুণের উল্লেখ আছে, তাহার স্থান বলা হয় নাই। তাহার স্থান এই সূত্রে নির্ণীত হইবেক। "আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ" এই শ্রুতিতে যে বিদ্যুৎ-লোকের কথা আছে, সেই বিদ্যুৎ-লোকের উপরে বরুণের স্থান, ইহা স্থিরীকৃত হয়। কারণ, বিদ্যুতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ও বরুণ উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা এইরূপে অনুমিত হইতে পারে।—"যখনই দেখা যায়, অতি বিশাল বিদ্যুৎ সকল অতিতীব্র মেঘনির্ঘোষে মেঘোদরে নৃত্য করে তখনই অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই জলবর্ষণ উপস্থিত হয়।" এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে। যথা—"বিদ্যুৎ নৃত্য করিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, অচিরাৎ জলবর্ষণ হইবেক।" বরুণ যে জলের অধিপতি তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। বরুণের উপরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুএর স্থান, ইহা অন্য স্থানের অভাব বা অনুল্লেখ ও পাঠক্রমের সামর্থ্য, এই দুই হেতুতে অবধারিত হইবে। যাঁহারা আগন্তুক—তাঁহাদিগের স্থান সর্ব্বশেষে—এই যে লৌকিক ন্যায়, এ ন্যায় অনুসারেও বরুণাদির শেষস্থানতা নির্ণীত হয়। ফলকথা—অর্চ্চিরাদিমার্গে বিশেষ স্থানের অভাবে অর্থাৎ উল্লেখ না থাকায় বিদ্যুতের স্থান সর্ব্ব শেষে, ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবেক।

* মার্গপর্ব্বত্বেনোক্তা অর্চ্চিরাদয়ো ন মার্গচিহ্নানি নাপি ভোগভূময়ঃ কিন্ত্বাতিবাহিকা

তেম্বেবার্চ্চিরাদিষু সংশয়ঃ। কিমেতানি মার্গচিহ্নান্যুত ভোগভূময়োঽথবা নেতারোগন্তৃণামিতি। তত্র মার্গলক্ষণভূতা অর্চ্চিরাদয় ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তৎস্বরূপত্বাদুপদেশস্য। যথা হি কশ্চিল্লোকে গ্রামং নগরং বা প্রতিষ্ঠাসমানোঽনুশিষ্যতে গচ্ছেতস্ত্বমমুং গিরিং ততো ন্যগ্রোধং ততো নদীং ততো গ্রামং ততো নগরং বা প্রাপ্স্যসীতি। এবমিহাপ্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমিত্যাহ। অথ বা ভোগভূময় এতা ইতি প্রাপ্তম্।

মার্গচিহ্নসরূপত্বাচ্চিহ্নান্যেবার্চ্চিরাদয়ঃ।
ভর্তৃভোগভুবো বা স্যুর্লোকত্বান্নাতিবাহিকাঃ॥

অর্চ্চিরাদিশব্দা হি জ্বলনাদাবচেতনেষু নিরূঢ়বৃত্তয়ো লোকে। ন চৈষাং স্বাবধিকানামিব নিয়মবতী সংবহনস্বরূপা স্বতন্ত্রক্রিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বা সম্ভবত্যচেতনানাম্। তস্মাল্লোকশব্দবাচ্যত্বাদ্ভর্ত্তুর্জ্জীবাত্মনো ভোগভূময় এবেতি মন্যামহে।

অর্চ্চিঃ বা অগ্নি, তৎপরে দিন, তৎপরে শুক্লপক্ষ, তৎপরে উত্তরায়ণ, এই যে বলা হইল, বস্তুকল্পে ঐ সকল কি? কিংস্বরূপ? ঐ সকল কি দেবযান পথের এক একটী স্থান (চিহ্ন?) কি ঐ সকল ব্রহ্মলোক প্রস্থিত উপাসক জীবের ভোগস্থান (বিশ্রাম স্থান)? অথবা তাঁহাদিগের বাহকবিশেষ? [তত্র...ইত্যাহ] প্রশ্নের প্রথম উত্তরে পাওয়া যায়, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দেবযান পথের চিহ্নস্বরূপ। কারণ, উপদেশের স্বরূপ প্রায় ঐ প্রকারই হয়। যেমন কোন লোক কোন এক নগরে অথবা গ্রামে যাইবেক, পথজ্ঞ উপদেষ্টা তাহাকে যেমন বলে, উপদেশ করে, যাও—এ স্থান হইতে অমুক পাহাড়, তার পর এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তৎপরে নদী, তৎপরে গ্রাম, সে স্থানে গেলে অথবা তথা হইতে গন্তব্য নগর পাইবে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অর্চ্চিঃ (অগ্নিলোক), অর্চ্চিঃ হইতে দিবা, দিবা হইতে শুক্লপক্ষ, ইত্যাদি কথা বলা হইয়াছে। [অথবা...ইত্যাদি]

গন্তৃণামিতি তেষাং প্রাপকত্বলিঙ্গাদ্বিজ্ঞায়তে।—ব্রহ্মগমনের নিমিত্ত যে দেবযান পথ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং অর্চ্চিঃ, অহ (দিন), শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, ইত্যাদি পথপর্ব্ব কথিত হইয়াছে, ঐ সকল পথপর্ব্ব কি? ঐ সকল কি কেবল চিহ্ন? না ভোগস্থান? কি ব্রহ্মলোক প্রস্থিত জীবের বাহক? প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল চিহ্নও নহে, ভোগভূমিও নহে, উহারা আতিবাহিক দেবতাবিশেষ। কারণ, আতিবাহিকী দেবতার অনেক চিহ্ন ঐ সকলে বিদ্যমান আছে।

তথা হি লোকশব্দেনাগ্ন্যাদীনুপবধ্নাতি 'অগ্নিলোকমাগচ্ছতি' ইত্যাদি। লোকশব্দশ্চ প্রাণিনাং ভোগায়তনেষু ভাষ্যতে মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি চ। তথা চ ব্রাহ্মণং 'অহোরাত্রেষু তেষু লোকেষু সৃজ্যন্তে' ইত্যাদি। তস্মান্নাতিবাহিকা অর্চ্চিরাদয়ঃ। অচেতনত্বাদপ্যেতেষামাতিবাহিকত্বানুপপত্তিঃ। চেতনা হি লোকে রাজনিযুক্তাঃ পুরুষা দুর্গেষু মার্গেষ্বতিবাহ্যানতিবাহয়ন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। আতিবাহিকা এবৈতে ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ। তল্লিঙ্গাৎ। তথা হি 'চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম

অপি চার্চ্চিষ ইত্যস্মাদপাদানং প্রতীয়তে।
ন হেতুর্নাগুণে হেতৌ পঞ্চমী দৃশ্যতে কচিৎ॥

জাড্যাদ্বদ্ধ ইত্যাদিষু গুণবচনেষু জাড্যাদিষু হেতুপঞ্চমী দৃষ্টা। ন চার্চ্চিরাদিশব্দা গুণবাচিনো যেন পঞ্চম্যা তেষাং বহনং প্রতি হেতুত্বমুচ্যতে। অপা-

---

প্রথম প্রত্যুত্তরে মনস্তোষ না হয় ত দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ কর। অর্থাৎ ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি এক একটী ভোগস্থান, এইরূপ অবধারণ কর। শ্রুতি "অগ্নিলোকমাগচ্ছতি" ইত্যাদি ক্রমে অগ্নি প্রভৃতি কএকটী পথপর্ব্বে লোকশব্দ যোজিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রতীতি হয়, ঐ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমস্তই লোকবিশেষ। লোকশব্দও প্রাণীদিগের ভোগায়তনে (ভোগার্থ স্থান বা শরীর অর্থে) প্রসিদ্ধ। যেমন মনুষ্যলোক, দেবলোক, পিতৃলোক, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেও অর্থাৎ বেদভাগ বিশেষেও ঐ কথা আছে। যথা—"তাহারা দিন ও রাত্রি লোকে সৃষ্ট হয়।" ইত্যাদি। [তস্মান্নাতি...তল্লিঙ্গাৎ] প্রদর্শিত কারণে অর্চ্চিঃ প্রভৃতির ভোগভূমিত্ব পক্ষ স্থিরীকৃত হয়, আতিবাহিক পক্ষ নহে। যেহেতু অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অচেতন সেই হেতু তাহাদের আতিবাহিকত্ব অনুপপন্ন। লোকমধ্যে দেখা যায়, সচেতন জীবেরাই রাজাঃ কর্ত্তৃক কি অন্য কর্ত্তৃক অথবা স্বয়ংপ্রযুক্ত হইয়া পথে ও দুর্গমপ্রদেশে অতিবহনীয় জীবদিগকে বহন করে। এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হওয়ার পুর সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—ঐ সকল অর্থাৎ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথচিহ্ন নহে, ভোগস্থানও নহে। উহারা আতিবাহিক—চেতন। কেন-না, উহাদের আতিবাহিকত্ব পক্ষে লিঙ্গ অর্থাৎ গমক হেতু আছে। [তথাহি...দোষঃ]

গময়তি' ইতি সিদ্ধবদ্গময়িতৃত্বং দর্শয়তি। যাবদ্বচনং বাচনিক-মিতি ন্যায়াৎ তদ্বচনং তদ্বিষয়মেবোপক্ষীণমিতি চেৎ। ন। প্রাপ্তমানবত্বনিবৃত্তিমাত্রপরত্বাদ্বিশেষণস্য। যদ্যর্চ্চিরাদিষু পুরুষা গময়িতারঃ প্রাপ্তাস্তে চ মানবাস্ততো যুক্তং তন্নি-বৃত্ত্যর্থং পুরুষবিশেষণমমানব ইতি। নন্বু লিঙ্গমাত্রমগমকং ন্যায়াভাবাৎ। নৈষ দোষঃ ॥ ৪ ॥

মানবত্বঞ্চাচেতনেষপ্যস্তীতি নাতিবাহিকাঃ। ন চামানবস্য পুরুষস্য বিদ্যুদাদিষু বোঢ়ৃত্বদর্শনাদর্চ্চিরাদীনামপি বোঢ়ৃত্বমুন্নেয়ম্। যাবদ্বচনং হি বাচনিকং ন তদ-ন্যত্রে সঞ্চারয়িতুমুচিতম্। অপি চার্চ্চিরাদীনাং বোঢ়ৃত্বে বিদ্যুদাদীনামপি বোঢ়ৃত্বান্নামানবঃ পুরুষো বোঢ়া শ্রূয়েত। যতঃ শ্রূয়তে ততোঽবগচ্ছামো বিদ্যুদাদিবন্নার্চ্চিরাদীনাং বোঢ়ৃত্বমিতি। তস্মাদ্ভোগভূময় এবার্চ্চিরাদয়ো নাতিবাহিকা ইতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে—

তৎপ্রস্তাবের উপসংহারে দর্শিত হইয়াছে, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে তাহাদিগকে অমানব পুরুষেরা ব্রহ্ম লোকে লইয়া যায়।" এই শ্রুতি প্রস্তাবিত অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমুদায় পর্ব্বকে বাহকরূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। যদি বল, "পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" এই বচন বিদ্যুতের পরে যে পুরুষ—সেই পুরুষের অমানবত্বের বোধক মাত্র, তাহাতে তাহার নেতৃত্ব অর্থাৎ বাহকত্ব সিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু অর্চ্চিরাদির বাহকত্বে প্রমাণ কি? অর্চ্চিরাদি বাহক না হইয়া ভোগভূমি বিশেষ হইলেই বা ক্ষতি কি? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিশেষণ (পুরুষঃ অমানবঃ এই বিশেষণ) মাত্র নেতার মানবত্ব নিষেধ করিয়াছে, অন্য কিছু করে নাই। যদি অর্চ্চিঃ প্রভৃতিতে বাহক পুরুষ পাওয়া যাইত (কোনও শ্রুতিবাক্যে) এবং তাহারা যদি মানব হইত, তাহা হইলে বিদ্যুতের অনন্তর যে পুরুষ লইয়া যাইবেক সেই পুরুষের মানবত্ব নিষেধের জন্য উক্ত অমানব শব্দের যোজনা অবশ্যই সঙ্গত বলিয়া গণ্য হইত। (বস্তুতঃ ঐ এক পুরুষ শব্দে অমানবত্ব ও নেতৃত্ব উভয় বিধান হয় না, হইতে পারেও না। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নেতৃত্ব বিধান হইয়াছিল, ইদানীং তাহারই অনুবাদে অমানবত্বের বিধান হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, অর্চ্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন, দেবাত্মা ও ব্রহ্মলোক প্রাপক। নেতা বা বাহক। যে পুরুষ বিদ্যুৎ হইতে লইয়া যায় সে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব সত্ত্ব।) পাছে কেহ প্রশ্ন করেন, আশঙ্কা করেন যে, যুক্তিযোগ ব্যতীত কেবল

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥*

যে তাবদর্চ্চিরাদিমার্গগাস্তে দেহবিয়োগাৎ সম্পিণ্ডিতক-রণগ্রামা ইত্যস্বতন্ত্রা অর্চ্চিরাদীনামপ্যচেতনত্বাদস্বাতন্ত্র্যম্ ইত্যতোঽর্চ্চিরাদ্যভিমানিনশ্চেতনা দেবতাবিশেষা অতিযাত্রায়াং নিযুক্তা ইতি গম্যতে। লোকেঽপি হি মত্তমূর্চ্ছিতাদয়ঃ সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামাঃ পরপ্রযুক্তবর্ত্মানো ভবন্তি। অনবস্থিত-

---

সপিণ্ডকরণানাং হি সূক্ষ্মদেহবতাং গতৌ।
ন স্বাতন্ত্র্যং ন চাগ্ন্যাদ্যা নেতারোঽচেতনাস্ত তে ॥

ঈদৃশী হি নিয়মবতী গতিঃ স্বয়ং বা প্রেক্ষাবতোঽপ্রেক্ষাবতো বা প্রেক্ষাবৎপ্রযুক্তস্য। ন তাবদ্বিগলিতস্থূলকলেবরাঃ সূক্ষ্মদেহবতঃ সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামা উৎক্রান্তিমন্তো জীবাত্মানো মত্তমূর্চ্ছিতবৎ স্বয়ং প্রেক্ষাবন্তো যদেবং

মাত্র লিঙ্গ (বোধক চিহ্ন—সেই ভাবের কথা) পদার্থাবধারণে ক্ষমবান্ নহে, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্তির অনুগ্রহও আছে। যথা—

যাহারা অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে যায় তাহারা সকলেই দেহ ত্যাগের পর পীণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়। (পিণ্ডিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার ও মনে লয়প্রাপ্ত)। সে জন্য তাহারা অন্যতন্ত্র অর্থাৎ জড়বৎ পরপ্রেরণীয় বা পরাধীন। ফলিতার্থ—তাহারা স্বয়ং যাইতে অক্ষম। অপিচ, অর্চ্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, এ সকল অচেতন, অচেতন বলিয়া স্বাধীন নহে। সুতরাং তাহারাও বুদ্ধিপূর্ব্বক বহন করিতে অপারক। যখন দেখা যায়, পথ ও পথিক উভয়ই অজ্ঞ, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অভিমানী চেতন দেবতারাই অতিযাত্রায় নিযুক্ত অর্থাৎ বাহকতায় নিযুক্ত আছে। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মত্ত ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তিরা পীণ্ডিতেন্দ্রিয় হয়, সে জন্য তাহারা পথে পরকর্তৃক বাহিত হয়। [অনব··· ভবতি] আরও দেখ, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি অস্থির—স্থিরবস্তু নহে। (অর্থাৎ

---

* উভয়ব্যামোহাৎ মার্গতদগন্ত্রোরজ্ঞত্বাৎ উর্দ্ধগতির্ন স্যাৎ অতশ্চেতনান্তরেণ নেয় ইতি তৎসিদ্ধের্ন্যায়ানুগ্রহসিদ্ধের্নেতৃত্বসিদ্ধেরুক্তলিঙ্গং ন্যায়োপেতমেবেতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ অচেতন, তাহাতে যে যাইতেছে সেও তখন মূর্চ্ছিত। উভয়ের অজ্ঞতায় উর্দ্ধ গতি অসম্ভব হয় সুতরাং বিবেচনা করা বা স্থির করা উচিত যে, কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায়। এই যে যুক্তি বা লৌকিক ন্যায়, এই ন্যায়ের অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বহ ও গ্রাহকের চেতনত্ব অকাট্য হইতে পারে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ত্বাদপ্যর্চ্চিরাদীনাং ন মার্গলক্ষণত্বোপপত্তিঃ। ন হি রাত্রৌ প্রেতস্যাহঃস্বরূপাভিসম্ভব উপপদ্যতে। ন চ প্রতিপালনমস্তী-ত্যুক্তমগ্রস্তাৎ। ধ্রুবত্বাৎ দেবতাত্মনাং নায়ং দোষো ভবতি। অর্চ্চিরাদিশব্দতা চৈষামর্চ্চিরাদ্যভিমানাদুপপদ্যতে। 'অর্চ্চি-ষোঽহঃ' ইত্যাদিনির্দ্দেশস্ত্বাতিবাহিকত্বেঽপি ন বিরুধ্যতে। অর্চ্চিষা হেতুনাঽহরভিসম্ভবন্তি। অহ্না হেতুনাপূর্য্যমাণপক্ষ-মিতি। তথা চ লোকপ্রসিদ্ধেষপ্যাতিযাত্রিকেষেবঞ্জাতীয়ক উপদেশো দৃশ্যতে—গচ্ছ ত্বমিতোবলবর্ম্মাণং ততোজয়সিংহং

স্বাতন্ত্র্যেণ. গচ্ছেয়ুস্তদ্যদ্যর্চ্চিরাদয়োঽপি মার্গচিহ্নানি বা শমীকারস্করাদিবৎ ভোগভূময়ো বা সুমেরুশৈলেলাবৃতাদিবদুভয়থাপ্যচেতনতয়া ন নয়নং প্রত্যে-ষামস্তি স্বাতন্ত্র্যম্। ন চৈতেভ্যোঽন্যস্য চেতনস্য নেতুঃ কল্পনা সতি শ্রুতানাং চৈতন্যসম্ভবে। ন চ পরমেশ্বর এবাঽস্তু নেতেতি যুক্তম্। তস্যাত্যন্তসাধারণ-তয়া লোকপালগ্রহাদীনামকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তস্মাদ্ ব্যবস্থিত এব পরমেশ্বরস্য সর্ব্বাধ্যক্ষত্বে যথা যথাস্বং লোকপালাদীনাং স্বাতন্ত্র্যম্ এবমিহাপ্যর্চ্চিরাদী-নামাতিবাহিকত্বমেব দর্শনানুসারাচ্ছব্দার্থ ইতি যুক্তম্। ইমমেবার্থমমানব পুরুষাতিবাহনলক্ষণং লিঙ্গমুপোদ্বলয়তীত্যুক্তং "অনবস্থিতত্বাদপ্যর্চ্চিরাদীনা"-

সকল সময়ে থাকে না)—সে জন্য তাহারা পথচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে রাত্রিকালে মরে সে তখন দিবা কোথায় পাইবে? রাত্রি-মৃত ব্যক্তির দিবসস্বরূপে উৎপন্ন হওয়া অনুপপন্ন। দিবসের প্রতীক্ষাও সম্ভব হয় না। সে কথা বলিয়া আসিয়াছি। অতএব, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি যদি দেবাত্মা বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে আর উল্লিখিত দোষ স্থানপ্রাপ্ত হয় না। [অর্চ্চি...ইতি] "অর্চ্চিঃ" "অহ" "শুক্লপক্ষ," এ সকল নাম বা প্রয়োগ অভিমানী দেবতাতেও হইতে পারে। অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা অর্চ্চিঃ, দিবাভিমানিনী দেবতা দিবা, ইত্যাদি। আতিবাহিক পক্ষেও "অর্চ্চিঃ" এরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। সে পক্ষে অর্থ—অর্চ্চি-হেতু অর্থাৎ অর্চ্চির দ্বারা বা অর্চ্চির নিকট হইতে দিবসে, এইরূপ হইবেক। আতিযাত্রিক বিষয়ে যে সকল লোকপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ বা উপদেশ হইতে দেখা যায় সে সকল উপদেশও উদাহৃত বৈদিক উপদেশের তুল্যরূপ। যেমন এই একটী লৌকিক উপদেশ। যাও—এ স্থান হইতে বলবর্ম্মার নিকট, যাও। তথা হইতে জয়সিংহের নিকট গমন করিও। তথা হইতে কৃষ্ণগুপ্তের নিকট যাইও।

ততঃ কৃষ্ণগুপ্তমিতি। অপি চোপক্রমে 'তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি' ইতি সম্বন্ধমাত্রমুক্তং ন সম্বন্ধবিশেষঃ কশ্চিৎ। উপসংহারে তু 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি সম্বন্ধবিশেষোঽতিবাহ্যাতিবাহকলক্ষণ উক্তঃ। তেন স এবোপক্রমেঽপীতি নির্দ্ধার্য্যতে। সম্পিণ্ডিতকরণগ্রামত্বাদেব চ গন্তৄণাং ন তত্র ভোগসম্ভবঃ। লোকশব্দস্ত্বনুপভুঞ্জানেষ্বপি গন্তৃষু গময়িতুং শক্যতেঽন্যেষাং তল্লোকবাসিনাং ভোগভূমিত্বাৎ। অতোঽগ্নিস্বামিকং লোকং প্রাপ্তোঽগ্নিনাঽতিবাহ্যতে বায়ুস্বামিকং

মিতি। অবস্থিতং হি মার্গচিহ্নং ভবত্যব্যভিচারান্নানবস্থিতং ব্যভিচারাদিতি। অর্চ্চিষ ইতি চ হেতৌ পঞ্চমী নাপাদানে। গুণত্বং চাশ্রিততয়া। ন চ বৈশেষিকপরিভাষয়া নিয়ম আস্থেয়ো লোকবিরোধাৎ। অপি চ তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তীতি সম্বন্ধমাত্রমুক্তমিতি সামান্যবচনে শব্দে বিশেষাকাঙ্ক্ষিণি স্ফুটং যদ্বিশেষপদং তেন তৎসামান্যং নিয়ম্যতে। যথা ব্রাহ্মণমানয় ভোজয়িতব্য

(বলবর্ম্মা জয়সিংহের নিকট, জয়সিংহ কৃষ্ণগুপ্তে পৌছাইয়া দিবেক)। [অপি...যোজয়িতব্যম্] উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবের আরম্ভে যদিও অর্চ্চির সহিত ব্রহ্মলোকগামীর কোনরূপ বিস্পষ্ট সম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই, অর্চ্চিতে অভিসম্ভূত হয়, মাত্র এইরূপ একটা সম্বন্ধ সাধারণ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও উপসংহারে অর্থাৎ প্রস্তাব সমাপ্তিতে তদুভয়ের স্পষ্ট বাহ্য-বাহক সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে। যথা—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি—সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।" অর্চ্চি বাহক কি পথচিহ্ন তাহা উপক্রম দৃষ্টে নির্ণীত না হইলেও উপসংহার দৃষ্টে নির্ণীত হইতে পারে (অর্চ্চিঃ বাহক, পথচিহ্ন নহে)। অর্চ্চিঃ ভোগভূমিও নহে। গন্তা তখন পিণ্ডিতেন্দ্রিয় থাকে, সুতরাং তখন তাহার ভোগ অসম্ভব। যদি বল, তবে ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ কেন? সে কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেস্থানে গন্তার ভোগ না থাকিলেও তল্লোকবাসীদিগের ভোগ থাকায় তদুদ্দেশেই ভোগবাচী লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত পক্ষে এইরূপ যোজনা করিবে। যে লোকের অধিপতি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি, উপাসক সেই লোকপ্রাপ্ত হইবামাত্র অগ্নি তাহাকে বহন করে (লইয়া যায়) এবং বায়ু যে লোকের স্বামী সে লোকে যাইবামাত্র বায়ু তাহাকে বহন করে, ইত্যাদি।

লোকং প্রাপ্তো বায়ুনেতি যোজয়িতব্যম্। কথং পুনরাতিবাহিকত্বপক্ষে বরুণাদিষু তৎসম্ভবঃ। বিদ্যুতো হ্যধিবরুণাদয় উপক্ষিপ্তাঃ। বিদ্যুতশ্চানন্তরমাব্রহ্মপ্রাপ্তেরমানবস্যৈব পুরুষস্য গময়িতৃত্বং শ্রুতমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৫ ॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥*

ততো বিদ্যুদভিসম্ভবনাদূর্দ্ধম্। বিদ্যুদনন্তরবর্ত্তিনৈবামানবেন পুরুষেণ বরুণলোকাদিষ্বতিবাহ্যমানা ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তীত্যবগন্তব্যম্। 'তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানবঃ' 'স এতান্ ব্রহ্মলোকং গময়তি' ইতি তস্যৈব গময়িতৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদ-

ইতি তদ্বিশেষাপেক্ষায়াং যদা তৎসন্নিধাবুপনিপততি পদং কল্পাদি তদা তেনৈতন্নিয়ম্যতে এবমিহাপীতি।

বিদ্যুল্লোকমাগতোঽমানবঃ পুরুষো বৈদ্যুতস্তেনৈব ন তু বরুণাদিনা স্বয়-

[কথং...পঠতি] পাছে কেহ ভাবেন, প্রশ্ন করেন, বরুণাদির আতিবাহিকত্ব সম্ভব হয় কৈ ? কেন না, সূত্রকার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যুতের পরে বরুণাদির অবস্থান স্থির করিয়াছেন কিন্তু বলিয়াছেন, বিদ্যুতের পরে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব (ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্ব) বরুণাদির নেতৃত্ব নহে ; এই প্রশ্নের উত্তরদানার্থ সূত্র—

বুঝিতে হইবে, বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হওয়ার পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষের দ্বারা বরুণাদি লোকে বাহিত হয়, হইয়া তথা হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। "বিদ্যুৎ লোকে সমাগত অমানব পুরুষ বিদ্যুতে সম্ভূত সেই সকল পথিক দিগকে লইয়া যায়।" "সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়।" ইত্যাদি শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব শ্রুত হইয়াছে। [বরুণাদয়স্ত...ইতি] বরুণ প্রভৃতি তাহাদিগের বাধা জন্মায় না অথবা

* ততস্তদনন্তরং বিদ্যুদভিসম্ভবনানন্তরমিতি যাবৎ বিদ্যুল্লোকমাগতো বৈদ্যুতস্তেন এব অমানবেন পুরুষেণ বৈদ্যুতাৎ লোকাৎ বরুণাদীনাং লোকে নীয়মানা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবেয়ুঃ। তচ্ছ্রুতে তস্যৈবামানবস্য পুরুষস্য গময়িতৃত্বশ্রবণাদিতি সূত্রব্যাখ্যা।—বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হইলে ব্রহ্মলোকবাসী অমানব পুরুষেরা তাহাকে বরুণাদিলোকে বহন করে, লইয়া যায়, তৎপরে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। বরুণ প্রভৃতিরা লইয়া যায় না, তাহারা অমানব পুরুষদিগের সাহায্য করে মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন, অমানবপুরুষেরাই নেতা, বরুণাদি নেতা নহে।

য়ন্তু তস্যৈবাপ্রতিবন্ধকরণেন সাহায্যানুষ্ঠানেন বা কেনচিদনু-গ্রাহকা ইত্যবগন্তব্যম্। তস্মাৎ সূক্তমাতিবাহিকা দেবতাত্মানোঽর্চ্চিরাদয় ইতি ॥ ৬ ॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥*

'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র বিচিকিৎসতে। কিং কার্য্যমপরং ব্রহ্ম গময়ত্যাহোস্বিৎ পরমেবাবিকৃতং মুখ্যং ব্রহ্মেতি। কুতঃ সংশয়ঃ। ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগাৎ গতিশ্রুতেশ্চ।

মুহ্যতে তচ্ছ্রুতেস্তস্যৈব স্বয়ং বোঢ়ৃত্বশ্রুতেঃ। বরুণাদয়স্তু তৎসাহায়কে বর্ত্তমানা বোঢ়ারো ভবন্তীতি চ বৈষম্যং ন বোঢ়ৃত্ব ইতি সর্ব্বমবদাতম্।

কার্য্যমপ্রাপ্তপূর্ব্বত্বাদপ্রাপ্তপ্রাপণী গতিঃ।
প্রাপয়েদ্ ব্রহ্ম ন পরং প্রাপ্তত্বাজ্জগদাত্মকম্ ॥

তত্ত্বমসিবাক্যার্থসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ কিল জীবাত্মাঽবিদ্যাকর্ম্মবাসনাত্মপাধ্যবচ্ছেদাৎ বস্তুতোঽনবচ্ছিন্নোঽবচ্ছিন্নমিবাঽভিন্নোঽপি লোকেভ্যোভিন্নমিবাত্মানমভিমন্যমানঃ স্বরূপাদন্যানপ্রাপ্তানর্চ্চিরাদীন্ লোকান্ গত্যাপ্নোতীতি যুজ্যতে। অদ্বৈততত্ত্বব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতস্তু বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চাবভাসবিভ্রমস্য ন গন্তব্যং ন গতির্ন গময়িতার ইতি কিং কেন সঙ্গতম্। তস্মাদনিদর্শনং

কোনরূপ সাহায্য করে, করিয়া অনুগ্রাহক হয়, ইহা অবধারণ কর। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ চিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, তাহারা আতিবাহিকী দেবতা, এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে।

"সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়" এই স্থানে সংশয় আছে। (এ বার গন্তব্যের বিচার। গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম, তাহা অন্বেষণ করা যাউক)। সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, সে ব্রহ্ম জন্মবান্ অপর ব্রহ্ম (অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ,

* অধুনাগন্তব্যং চিন্তয়তি। পরব্রহ্ম গন্তব্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে মার্গস্য মুক্ত্যর্থতা স্যাৎ। কার্য্যব্রহ্মেতি পক্ষে ভোগার্থতেতি মনসিকৃত্য প্রথমং সিদ্ধান্তপক্ষমাহ। অমানবাঃ পুরুষাঃ কার্য্যং বিকারধর্ম্মোপেতং সগুণমেব ব্রহ্ম গময়ন্তীতি বাদরিরাচার্য্য আহ। যতোঽস্যৈব কার্য্যব্রহ্মণ এব গতিরুপপদ্যতে গুণপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। গতিঃ প্রাপ্তিঃ। গন্তব্যলাভ' ইতি' যাবৎ। কার্য্যং, বিকারসম্বন্ধেন জন্মবান্ ব্রহ্মাপরনামা হিরণ্যগর্ভঃ।—অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়, এই ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নহে কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম। কারণ, সগুণ ব্রহ্মেই গতিশ্রুতি সঙ্গতার্থ হয়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

তত্র কার্য্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্ম নয়ত্যেতানমানবঃ পুরুষা ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে প্রদেশত্বাৎ। ন তু

ন্যগ্রোধসংযোগবিভাগা ন্যগ্রোধবানরতদ্গতিতৎসংযোগবিভাগানাং মিথোভেদাৎ। ন চ তত্রাপি প্রাপ্তপ্রাপ্তিঃ। কর্ম্মজেন হি বিভাগেন নিরুদ্ধায়াং পূর্ব্বপ্রাপ্তাবপ্রাপ্তস্যৈবোত্তরপ্রাপ্তেরুৎপত্তেঃ। এতদপি বস্তুতো বিচারাসহতয়া সর্ব্বমনির্ব্বচনীয়বিজৃম্ভিতমবিদ্যায়াঃ সমুৎপন্নাদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকারো ন বিদ্বানভিমন্যতে। বিদুষোঽপি দেহপাতাৎ পূর্ব্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য তথাভাসমাত্রেণ সাংসারিকধর্ম্মানুবৃত্তিরভ্যুপেয়তে এবমালিঙ্গশরীরপাতাৎ বিদুষস্তদ্ধর্ম্মানুবৃত্তিস্তথা চাপ্রাপ্তপ্রাপ্তের্গত্যুপপত্তিস্তদ্দেশপ্রাপ্তৌ চ লিঙ্গদেহনিবৃত্তের্মুক্তিঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি চেৎ। ন। পরবিদ্যাবত উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্ত ইতি। যথা বিদ্যাব্রহ্মপ্রাপ্ত্যোঃ সমানকালতা শ্রূয়তে। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি' 'তদাত্মানমেব বেদাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি তৎ সর্ব্বমভবৎ' 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত' ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যাশ্রবণাৎ পরবিদ্যাবতোমুক্তিং প্রতি নোপায়ান্তরাপেক্ষেতি লক্ষ্যতেঽভিসন্ধিঃ শ্রুতেঃ। উপপন্নঞ্চৈতৎ। ন খলু ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমহং ব্রহ্মাস্মীতি পরিভাবনাভুবা জীবাত্মনো ব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারেণোন্মূলিতায়ামনবয়বেনাবিদ্যায়ামস্তি গন্তব্যগন্তৃবিভাগো বিদুষস্তদভাবে কথময়মর্চ্চিরাদিমার্গে প্রবর্ত্তেত। ন চ ছায়ামাত্রেণাপি সাংসারিকধর্ম্মানুবৃত্তিস্তত্র প্রবৃত্ত্যঙ্গং যাদৃচ্ছিকপ্রবৃত্তিঃ শ্রদ্ধাবিহীনস্য দৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণি ফলন্তি ন ফলন্তি চ। অদৃষ্টার্থানান্তু ফলে কা কথেত্যুক্তং প্রথমসূত্রে। ন চার্চ্চিরাদিমার্গভাবনায়াঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থমবিদুষঃ প্রত্যুপদেশঃ। তথা চ কর্ম্মান্তরেষ্বিব নিত্যাদিষু তত্রাপি শ্রাদ্ধস্য প্রবৃত্তিরিতি সাম্প্রতম্। বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমিয়ং পরবিদ্যানপেক্ষা পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং তদপেক্ষং বা। ন তাবদনপেক্ষা 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়ে'তি পরব্রহ্মবিজ্ঞানাদন্যস্যাধ্বনঃ সাক্ষাৎ প্রতিষেধাৎ পরবিদ্যা-

---

যাঁহার অন্য নাম ব্রহ্মা।) কি মুখ্য ও অবিকৃত পরব্রহ্ম? এ সংশয়ের হেতু কি? সংশয়ের হেতু ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ ও তাঁহাতে গতি হওয়ার কথা। (ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্ম এবং গতি হয় বা প্রাপ্ত হয় বলিলে পরিচ্ছিন্ন পদার্থই উপলব্ধি পথে আইসে। পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ বৃহৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ— ব্যাপক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের প্রাপ্ত আছেন, সেজন্য ব্রহ্ম পাওয়ার কথা পরব্রহ্মপর নহে, কার্য্যব্রহ্ম পর।) [তত্র...গন্তৃণাম্] এই স্থলে বাদরি

পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্ব্বাঽবকল্পতে সর্ব্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৃণাম্ ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥*

'ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ

পেক্ষত্বে তু মার্গভাবনায়াঃ কিমিয়ং বিদ্যাকার্য্যে মার্গভাবনাসাহায়কমাচরত্যথ বিদ্যোৎপাদে। ন তাবদ্বিদ্যাকার্য্যে তয়া সহ তস্য দ্বৈতাদ্বৈতগোচরতয়া মিথো বিরোধেন সহাসম্ভবাৎ। নাপি যজ্ঞাদিবদ্বিদ্যোৎপাদে সাক্ষাদ্ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বশ্রবণাৎ এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি যজ্ঞাদেস্তু বিবিদিষাসংযোগেন শ্রবণাদ্বিদ্যোৎপাদাঙ্গত্বম্। তস্মাদুপন্যস্তবহুশ্রুত্যনুরোধাদুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মশব্দোঽসম্ভবন্মুখ্যবৃত্তির্ব্রহ্মসামীপ্যাদপরব্রহ্মণি লক্ষণয়া নেতব্যঃ। তথা চ লোকেষ্বিতি বহুবচনোপপত্তেঃ কার্য্যব্রহ্মলোকস্য। পরস্য ত্বনবয়বতয়া তদ্দ্বারেণাপ্যনুপপত্তের্লোকত্বঞ্চেলাবৃত্তাদিবৎ সন্নিবেশবিশেষবতি ভোগভূমৌ নিরূঢ়ং ন কথঞ্চিৎ যোগেন প্রকাশে ব্যাখ্যাতং ভবতি। তস্মাৎ সাধুদর্শী স ভগবান্ বাদরিরসাধুদর্শী জৈমিনিরিতি সিদ্ধম্। অপ্রামাণিকানাং বহুপ্রলাপাঃ সর্ব্বগতস্য দ্রব্যস্য গুণাঃ সর্ব্বগতা এব চৈতন্যানন্দাদয়শ্চ গুণিনঃ পরমাত্মনো ভেদাভেদবন্তো গুণা ইত্যাদয়ো দূষণায়ানুভাষ্যমাণা অপ্যপ্রামাণিকত্বমাবহন্ত্যস্মাকমিত্যুপেক্ষিতাঃ। গ্রন্থযোজনা তু প্রতিপ্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৃণাম্। প্রতি প্রতি অঞ্চতি গচ্ছতীতি প্রত্যক্ প্রতিভাববৃত্তি ব্রহ্ম তদাত্মত্বাদ্গন্তৃণাং জীবাত্মনামিতি।

আচার্য্য (ব্যাস) মনে করেন ও বলেন, অমানব পুরুষেরা গুণপরিচ্ছিন্ন অপর ব্রহ্মকেই পাওয়ায়। (অপর ব্রহ্ম—ব্রহ্মা) কেন-না, তিনিই গন্তব্য বা পাওয়ার যোগ্য। গতি বা প্রাপ্তি তাঁহাতেই উপপন্ন হয়। পরব্রহ্মে কি গন্তৃত্ব কি গন্তব্যত্ব কি গতি কিছুই উপপন্ন হয় না। কারণ, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণ সর্ব্বগত ও গন্তার প্রত্যগাত্মা।

"ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল ব্রহ্মার

* বহুবচন-লোকশব্দ-সপ্তমীবিভক্তিভিরিতি বোধ্যম্। তেন তেন বিশেষণেন গন্তব্যং পরস্মাৎ ব্যাবৃত্তমিতি।—বহুবচনের লোকশব্দের ও আধারার্থক সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, দেবযান পথের পথিক দিগের গন্তব্য বিকারবিশিষ্ট অপরব্রহ্ম; অবিকৃত পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্ম পূর্ণ; সে কারণ তিনি গন্তব্য নহেন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য। অসীম পদার্থ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাপ্তই আছেন।

পরাবতো বসন্তি' ইতি শ্রুত্যন্তরে বিশেষিতত্বাৎ কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়ৈব গতিরিত্যবগম্যতে। ন হি বহুবচনেন বিশেষণং পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যবকল্পতে। কার্য্যে ত্ববস্থাভেদোপপত্তেঃ সম্ভবতি বহুবচনম্। লোকশ্রুতিরপি বিকারগোচরায়ামেব সন্নিবেশ-বিশিষ্টায়াং ভোগভূমাবাঞ্জসী। গৌণী ত্বন্যত্র 'ব্রহ্মৈব লোক এষ সম্রাট্' ইত্যাদিষু। অধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশোঽপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি নাঞ্জসঃ স্যাৎ। তস্মাৎ কার্য্যবিষয়মেবেদং নয়নম্। ননু কার্য্যবিষয়েঽপি ব্রহ্মশব্দো নোপপদ্যতে সমস্তস্য হি জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেতি প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যত্রোচ্যতে ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥*

"গৌণীত্বন্যত্রে"তি। যৌগিক্যপি হি যোগগুণাপেক্ষয়া গৌণ্যেব।

(আয়ুঃপরিমিত কাল) বাস করে।" এই শ্রুতিতে যে বিশেষ উক্তি আছে সেই বিশেষ উক্তির (বহুবচন, লোকশব্দ ও আধারার্থে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগের) দ্বারা স্থির হয়, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই প্রয়োজিত। পরব্রহ্ম বহুবচনে বিশেষিত হন না। কার্য্যব্রহ্মই অবস্থাভেদ অনুসারে বহুবচনে বিশেষিত হইতে পারেন। বিকার বিষয়েই লোকশব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয়। যাহা সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমি (স্থান), তাহাই লোক-শব্দের মুখ্যার্থ। "ব্রহ্মই লোক—" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে ব্রহ্মে লোকশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা গৌণী অর্থাৎ লক্ষণাক্রমে প্রয়োজিত। "সেখানে তাহারা বাস করে" এই যে অধিকরণের ও অধিকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ (ব্রহ্মলোক অধিকরণ, উপাসকেরা তাহাতে অধিকর্ত্তব্য। অধিকরণ অর্থাৎ বাসস্থান বা বাসের আধার। অধিকর্ত্তব্য অর্থাৎ বাসকারী।) এ নির্দ্দেশও কার্য্যব্রহ্ম ব্যতীত পরব্রহ্মে মুখ্যরূপে সঙ্গত হয় না। এই সকল হেতুতে উক্ত বাক্য (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় বা করায়, ইত্যাদি বাক্য) কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে ব্যাখ্যাত হয়। যদি কেহ বলেন, প্রশ্ন করেন, কার্য্যব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ কিরূপে উপপন্ন হয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম সমুদায় জগতের জন্মস্থিতি-লয়ের মূলকারণ, ইহার প্রত্যুত্তরার্থ সূত্র—

---

* কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বেঽনাবৃত্তিকথাশ্রবণমসমঞ্জসং স্যাদিতি শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ। পর-

তুশব্দ আশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্য ব্রহ্মণস্তস্মিন্নপি ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগো ন বিরুধ্যতে। পরমেব হি ব্রহ্ম বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধং ক্বচিৎ কৈশ্চিদ্বিকারধর্ম্মৈর্ম্মনোময়ত্বাদিভিরুপাসনায়োপদিশ্যমানমপরমিতি স্থিতিঃ। নন্বু কার্য্যপ্রাপ্তাবনাবৃত্তিশ্রবণং লভ্যতে। ন হি পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽন্যত্র ক্বচিৎ নিত্যতা সম্ভবতি। দর্শয়তি চ দেবযানপথা প্রস্থিতানামনাবৃত্তিং 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং

"বিশুদ্ধোপাধিসম্বন্ধমি"তি। মনোময়ত্বাদয়ঃ কল্পনাঃ কার্য্যাঃ কার্য্যত্বাৎ। অবিশুদ্ধা অপি শ্রেয়োহেতুত্বাদ্বিশুদ্ধাঃ।

হিরণ্যগর্ব্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হয় কি-না এই আশঙ্কা ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য অর্থাৎ "হয়" এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য সূত্রে তু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ব্ভ পরব্রহ্মের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই কারণে তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ বিরুদ্ধ প্রয়োগ নহে। (যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা যায় সেইরূপ) পরব্রহ্মই কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ উপাধি সম্পর্ক অনুসারে উপাধিগত কোন কোন ধর্ম্মের দ্বারা উপাসনার্থ অর্থাৎ তিনি মনোময় ও দীপ্তরূপী, ইত্যাদি প্রকারে উপাসিত হউন, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বা মর্ম্মকথা। [নন্বু... ক্রমঃ] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদের অনাবৃত্তি ফল ঘটে কৈ? পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুরই ত নিত্যতা নাই? অথচ শ্রুতি বলিয়াছেন, দেবযান পথে "প্রস্থিত দিগের অনাবৃত্তি হয় অর্থাৎ তাহারা আর জন্ম গ্রহণ করে না। যাহা পরম মোক্ষ তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মনিত্যতা লাভ করে। যথা—"দেবযান পথের পথিকেরা পুনর্ব্বার এই মনুষ্য সম্বন্ধীয় আবর্ত্তে নিপতিত হন না। অর্থাৎ আর তাঁহাদের কোনরূপ জন্ম হয় না।" "তাঁহাদের আর ইহলোকে আসিতে হয় না।" "তাঁহারা মূর্দ্ধন্য-নাড়ী পথে নিষ্ক্রান্ত হন, হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করতঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ

ব্রহ্মসামীপ্যাদপরস্মিন্ ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।—অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভ পরব্রহ্মের অতি সন্নিহিত, সেই কারণে লক্ষণাশক্তির দ্বারা তাঁহাতে ব্রহ্মশব্দের ব্যপদেশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য হয়।

নাবর্ত্তন্তে' ইতি। 'তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি' 'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি চ। অত্র ক্রমঃ॥ ৯॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ॥ ১০॥*

কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রলয়প্রত্যুপস্থানে সতি তত্রৈবোৎপন্নসম্যগ্দর্শনাঃ সন্তস্তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহাতঃ পরং পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রতিপদ্যন্ত ইতি। ইত্থং ক্রমমুক্তিরনাবৃত্ত্যাদিশ্রুত্যভিধানেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যা। ন হ্যঞ্জসৈব গতিপূর্ব্বিকা পরপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্॥ ১০॥

স্মৃতেশ্চ॥ ১১॥†

প্রতিসঞ্চরো মহাপ্রলয়ঃ, তস্মিন্ প্রাপ্তে পরস্য হিরণ্যগর্ভস্যান্তে সমষ্টিলিঙ্গশরীররূপবিকারাবসানে ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ কৃতাত্মানঃ শুদ্ধধিয়স্তত্রোৎপন্নসম্যগ্ধিয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা মুচ্যমানেন সহ পরং পদং প্রবিশন্তীতি যোজনা। এবং সিদ্ধান্তমুক্ত্বা তেন নিরুক্তপূর্ব্বপক্ষমাহ—কঃ পুনরিত্যাদিনা। ইতি রত্নপ্রভা।

মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ অর্থাৎ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত কথনার্থ সূত্র—

কার্য্যব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকের প্রলয় (বিনাশ) কাল আগত হইলে সমুৎপন্নব্রহ্মজ্ঞান তল্লোকবাসীরা আপনাদের অধিপতির (হিরণ্যগর্ভের) সহিত বিষ্ণুর বিশুদ্ধ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি, এইরূপ ক্রমমুক্তি অনাবৃত্ত্যাদি শ্রুতির সামর্থ্যে অবশ্য স্বীকার্য্য। সাধক ঐরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনরূপে নহে। মুখ্যরূপে গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্ভবে না, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

* কার্য্যব্রহ্মলোকস্য অত্যয়ে প্রলয়কাল আগত ইতি যাবৎ তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণ সহ তে সর্ব্বে ব্রহ্মলোকবাসিনস্তত্রৈবোৎপন্নজ্ঞানদর্শনা ততঃ পরং শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যন্ত ইতি শ্রুতের্বাক্যান্নির্ণীয়তে।—কার্য্যব্রহ্ম ব্রহ্মার অবসানকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত এক সঙ্গে সমুদায় ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন।

† স্মৃতিপ্রামাণ্যাদপি গন্তব্যস্য কার্য্যত্বম্।—দেবযান পথের পথিক দিগের গন্তব্য ব্রহ্ম যে সগুণ ব্রহ্ম তাহা স্মৃতিতেও কথিত আছে।

স্মৃতিরপ্যেতমর্থমনুজানাতি—

'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥' ইতি।

তস্মাৎ কার্য্যব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রূয়ত ইতি সিদ্ধান্তঃ। কঃ পুনঃ পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্যাহয়ং সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ 'কার্য্যং বাদরিঃ' ইত্যাদিনেতি। স ইদানীং সূত্রৈরেবোপপ্রদর্শ্যতে॥ ১১॥

পরং জৈমিনির্ম্মুখ্যত্বাৎ॥ ১২॥*

জৈমিনির্হ্যাচার্য্যঃ 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র পর-

প্রতিসঞ্চরো মহাপ্রলয়ঃ।

পাঠক্রমাদর্থক্রমো বলবানিতি যথার্থক্রমং পঠ্যন্তে সূত্রাণি। স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি বিচিকিৎস্যতে। কিং পরং ব্রহ্ম গময়ত্যাহোস্বিৎ অপরং কার্য্যং ব্রহ্মেতি।

স্মৃতিও ঐ অর্থ অনুমোদন করিয়াছেন। যথা—"প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত (ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিসমাপ্ত) হইলে পরমেষ্ঠীর অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভের অন্ত অর্থাৎ অবসান (বিনাশ) হয়। তৎপরে সেই বিকারী ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) সহিত কৃতাত্মা অর্থাৎ লব্ধব্রহ্মজ্ঞান সমুদায় তল্লোকবাসী বিষ্ণুর পরম পদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।" স্মৃতির এই তাৎপর্য্য দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, গতিশ্রুতি কার্য্যব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত। [কঃ…দর্শ্যতে] এই স্থানে হয় ত সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সূত্রকর্ত্তা ব্যাস কোন্ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি সূত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন? (পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কা না থাকিলে বিচার উঠে না। সিদ্ধান্ত স্থাপনও হয় না।) ঐ জিজ্ঞাসা যেন হইবেই হইবে, এইরূপ অবধারণ করিয়া সূত্রকার সূত্রের দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন।

জৈমিনি মুনির পক্ষ স্বতন্ত্রপ্রকার, এবং তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কার

---

* অমানবাঃ পুরুষাঃ পরমেব ব্রহ্ম গময়তীতি জৈমিনির্ম্মন্যতে। পরমেব হি মুখ্যংব্রহ্ম।— জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা দেবযান প্রস্থিত উপাসকদিগকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায় এবং পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ।

মেব ব্রহ্ম প্রাপয়তীতি মন্যতে। কুতঃ। মুখ্যত্বাৎ। পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনং গৌণমপরম্। মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি ॥ ১২ ॥

মুখ্যত্বাদমৃতং প্রাপ্তেঃ পরপ্রকরণাদপি।
গন্তব্যং জৈমিনির্মেনে পরমেবার্চ্চিরাদিনা ॥

ব্রহ্ম গময়তীত্যত্র হি নপুংসকব্রহ্মপদং পরস্মিন্নেব ব্রহ্মণি নিরূঢ়ত্বাদনপেক্ষতয়া মুখ্যমিতি সতি সম্ভবে ন কার্য্যে ব্রহ্মণি গুণকল্পনয়া ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। অপি চামৃতত্বফলাবাপ্তির্ন কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তৌ যুজ্যতে। তস্য কার্য্যত্বেন মরণধর্ম্মবত্ত্বাৎ। কিঞ্চ তত্র তত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রকৃত্য প্রজাপতিসদ্মপ্রতিপত্ত্যাদয় উচ্যমানা নাপরব্রহ্মবিষয়া ভবিতুমর্হন্তি প্রকরণবিরোধাৎ। ন চ পরস্মিন্ সর্ব্বগতে গতির্নোপপদ্যতে প্রাপ্তত্বাদিতি যুক্তম্। প্রাপ্তেঽপি হি প্রাপ্তিফলা গতির্দৃশ্যতে। যথৈকস্মিন্ ন্যগ্রোধপাদপে মূলাদগ্রমগ্রাচ্চ মূলং গচ্ছতঃ শাখামৃগস্যৈকেনৈব ন্যগ্রোধপাদপেন নিরন্তরং সংযোগবিভাগা ভবন্তি। ন চৈতে তদবয়ববিষয়া ন তু ন্যগ্রোধবিষয়া ইতি সাম্প্রতং তথা সতি ন শাখামৃগো ন্যগ্রোধেন যুজ্যতে ন্যগ্রোধাবয়বস্য তদবয়বযোগাৎ এবং দৃশ্যমানানামপি তদবয়বানাং ন যোগস্তদবয়ববযোগাৎ তদনেন ক্রমেণ তদবয়বেষু পরমাণুষু ব্যবতিষ্ঠতে। তে চাতীন্দ্রিয়া ইতি কস্মিন্ নামায়মনুভবপদ্ধতিমধ্যাস্তাং সংযোগতপস্বী। তস্মাদকামেনাপ্যনুভবানুরোধেন প্রাপ্ত এব প্রাপ্তিফলত্বাবগতিরেষিতব্যা। তৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তমপি প্রাপ্তিফলায়াবগতের্গোচরো ভবিষ্যতি। ব্রহ্মলোকেষ্বিতি চ বহুবচনমেকস্মিন্নপি প্রয়োগসাধুতামাত্রেণ গময়িতব্যম্। লোকশব্দশ্চালোকনে প্রকাশে বর্ত্তয়িতব্যো ন তু সন্নিবেশবতি দেশবিশেষে। তস্মাৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থো গত্যুপদেশসামর্থ্যাদয়মর্থো ভবতি। যথা বিদ্যাকর্ম্মবশাদর্চ্চিরাদিনা গতস্য সত্যলোকমতিক্রম্য পরং জগৎকারণং ব্রহ্মলোকমালোকং স্বয়ম্প্রকাশমিতি যাবৎ প্রাপ্তস্য তত্রৈব লিঙ্গং প্রলীয়তে ন তু গতিমেবভূতাং বিনা লিঙ্গপ্রবিলয় ইতি। অতএব শ্রুতিঃ। 'পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।' তদনেনাভিসম্বন্ধিনা পরং ব্রহ্ম গময়ত্যমানব ইতি মেনে জৈমিনিরাচার্য্যঃ। তত্ত্বদর্শী তু বাদরির্দ্দদর্শ—

কারণ। কাযেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। জৈমিনি বলেন, অমানব পুরুষেরা যে ব্রহ্ম পাওয়ায় তাহা পরব্রহ্ম। কারণ, পরব্রহ্মই মুখ্যব্রহ্ম। পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য আলম্বন। ব্রহ্ম বলিলে পরব্রহ্মই বুঝায়, অপর ব্রহ্ম গৌণ। অর্থাৎ সন্নিধানলক্ষণায় হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াও থাকে; সেজন্য তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু গৌণ। মুখ্যার্থ ও গৌণার্থের সংশয় হইলে

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥*

'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি চ গতিপূর্ব্বকমমৃতত্বং দর্শয়তি। অমৃতত্বঞ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে ন কার্য্যে। বিনাশিত্বাৎ কার্য্যস্য। 'অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্' ইতি বচনাৎ পরব্রহ্মবিষয়ৈব চৈষা গতিঃ কঠবল্লীষু পঠ্যতে। ন হি তত্র বিদ্যান্তরপ্রক্রমোঽস্তি, 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' ইতি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রক্রান্তত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥†

দহরবিদ্যায়াং কঠবল্লীষু পরব্রহ্মপ্রকরণে চ তয়োর্দ্ধমায়ন্নিতি গতির্দর্শিতা। ইতি রত্নপ্রভা।

মুখ্যার্থই গৃহীত হয়। অভিধা শক্তির দ্বারা ‡ মুখ্যার্থই বুদ্ধিস্থ হয়, মুখ্যার্থ সঙ্গতি না হইলে কাযেই গৌণার্থের গ্রহণ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মোপাসক সুষুম্নানাড়ীরন্ধ্রে নির্গত হন, হইয়া অমৃতত্বলাভ করেন" এই শ্রুতি গতিপূর্ব্বক অমরত্ব লাভ হয় বলিতেছেন। অমরত্ব পরব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। কারণ, কার্য্যব্রহ্ম বিনাশী—প্রকৃত অমর নহে। মুখ্যব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই বিনাশী—তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যাহাতে ভেদ দর্শন হয় তাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও মরণশীল।" যে গতি বিচারিত হইতেছে সে গতি পরব্রহ্মবিষয়িণী। কঠবল্লীতেও পরব্রহ্মবিষয়িণী গতি পঠিত হইয়াছে। কঠবল্লীতে বিদ্যান্তরের প্রকরণ নাই, তাহা পরব্রহ্মেরই প্রকরণ। কঠবল্লীতে "যাহা ধর্ম্মের অন্য, অধর্ম্মের অন্য—"ইত্যাদি ক্রমে পরব্রহ্মই প্রক্রান্ত হইয়াছেন। (কাযেই বলিতে হয়, ব্রহ্ম পাওয়ায় কি-না পরব্রহ্ম পাওয়ায়)।

---

* দর্শনং শ্রৌতবিজ্ঞানং তস্মাদপি। তস্মিন্নর্থে শ্রৌতবিজ্ঞানমপ্যস্তীত্যর্থঃ।—শ্রুতি "অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়" এই কথা বলিয়া ঐ অর্থেরই গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন।

† উপাসকস্য মরণকালে যা প্রতীপত্ত্যভিসন্ধিঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিসংকল্পঃ সা কার্য্যে ব্রহ্মণি ন সম্ভবতীত্যেতস্মাদপি কারণাৎ গন্তব্যব্রহ্মণঃ পরত্বম্। সা ন কার্য্যব্রহ্মবিষয়েতি ভাবঃ।—"আমি প্রজাপতির সভাগৃহে যাইতেছি" এই জ্ঞান বা এ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে। পরব্রহ্ম বিষয়েই ঐ অনুসন্ধান শ্রুত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

‡ "যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে। তস্য শব্দস্য যা শক্তিঃ সাভিধা পরিকীর্ত্তিতা।" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র যে-অর্থ প্রতীত করায় সেই অর্থ অভিধামূলক ও মুখ্য।

অপি চ 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' ইতি নায়ং কার্য্যবিষয়ঃ প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ। 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি কার্য্যবিলক্ষণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ 'যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্' ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বেনোপক্রমাৎ 'ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ' ইতি চ পরস্যৈব ব্রহ্মণো যশোনামত্বপ্রসিদ্ধেঃ। সা চেয়ং বেশ্ম প্রতিপত্তির্গতিপূর্ব্বিকা যা হার্দ্দবিদ্যায়ামুদিতা 'অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্' ইত্যত্র। পদেরপি চ গত্যর্থত্বান্মার্গাপেক্ষতাঽবসীয়তে। তস্মাৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতি-

---

প্রতিপ্রত্ত্যভিসন্ধিঃ—প্রতিপত্তির্গতিঃ পদের্গত্যর্থত্বাদভিসন্ধিস্তাৎপর্য্যম্।

উপাসকের মরণকালীন "আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম" এই যে শ্রুত্যুক্ত সংকল্প, এ সংকল্প কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক। (প্রজাপতি, সভা ও বেশ্মশব্দ থাকায়)। সেজন্য গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ঐ সংকল্প বা ঐ অভিসন্ধি কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক নহে; উহাও পরব্রহ্ম বিষয়ক। কারণ, "তিনি নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার বহির্ব্বর্ত্তী তাহা ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে এবংক্রমে যে কার্য্যবিলক্ষণ ব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মের প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে, উক্ত গতি-শ্রুতি সেই প্রস্তাবের অন্তর্গত। অতএব, পরব্রহ্মের প্রকরণে পরিপঠিত গতিশ্রুতি সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়িণী। ঐ প্রস্তাবের উপক্রমেও "আমি ব্রাহ্মণ দিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি। ক্ষত্রিয় দিগের ও বৈশ্য দিগের যশঃ (আত্মা) হইয়াছি" এইরূপ কথা আছে। সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম উক্ত প্রস্তাবে উপক্রান্ত হওয়ায় বুঝিতে হইতেছে যে ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ। (পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা তুল্য কথা) এবং তৎপ্রকরণোক্ত গন্তব্যব্রহ্মও পরব্রহ্ম। যশঃ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝায়, এ কথা "যাঁহার অন্য নাম মহদ্‌যশঃ তাঁহার প্রতিমা (তুলনা) নাই।" এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। (ফলিতার্থ—উপাসকের প্রদর্শিত প্রকারের মরণকালীন সঙ্কল্প পরব্রহ্মবিষয়ক, অপরব্রহ্মবিষয়ক নহে।) প্রোক্ত সঙ্কল্পবাক্যে গতিপূর্ব্বক ব্রহ্মবেশ্মপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, আবার উহাই হার্দ্দবিদ্যায় (হৃদপদ্মস্থব্রহ্মোপাসনা প্রস্তাবে) "সেই লোকে ব্রহ্মার অজ্ঞানীর অপরাজেয় (অপ্রাপ্য) পুরী—যাহা প্রভু ব্রহ্মার নির্ম্মিত—তত্রস্থ

শ্রুতয় ইতি পক্ষান্তরম্। তাবেতৌ দ্বৌ পক্ষাবাচার্য্যেণ সূত্রিতৌ। গত্যুপপত্ত্যাদিভিরেকঃ। মুখ্যত্বাদিভিরপরঃ। তত্র গত্যুপপত্ত্যাদয়ঃ প্রভবন্তি মুখ্যত্বাদীনাভাসয়িতুং ন তু মুখ্যত্বাদয়ো গত্যুপপত্ত্যাদীন্ ইত্যাদ্য এব সিদ্ধান্তো ব্যাখ্যাতঃ। দ্বিতীয়স্তু পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। ন হ্যসত্যপি সম্ভবে মুখ্যস্যৈবার্থস্য গ্রহণমিতি কশ্চিদাজ্ঞাপয়িতা বিদ্যতে। পরবিদ্যাপ্রকরণেঽপি চ তৎস্তুত্যর্থং বিদ্যান্তরাশ্রয়গত্যনুকীর্ত্তনমুপপদ্যতে 'বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি' ইতিবৎ। 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রতিপদ্যে' ইতি তু পূর্ব্ববাক্যবিচ্ছেদেন কার্য্যেঽপি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধির্ন বিরুধ্যতে। সগুণেঽপি ব্রহ্মণি চ সর্ব্বাত্মত্ব-

---

যস্য ব্রহ্মণো নামাভিধানং যশ ইতি। "পূর্ব্ববাক্যবিচ্ছেদেনে"তি। শ্রুতিবাক্যে বলীয়সী প্রকরণাৎ। "সগুণেঽপি ব্রহ্মণী"তি। প্রশংসার্থমিত্যর্থঃ। চোদয়তি—

হিরণ্ময় গৃহ—তাহা তাহারা প্রাপ্ত হয়" এবংক্রমে অনূদিত হইয়াছে। অপিচ, শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রপদ্যে—অর্থাৎ প্রজাপতির গৃহপ্রাপ্ত হই, এই পদ-ধাতুর অর্থ গতি বা যাওয়া। এ স্থলে গৃহে যাওয়া। সুতরাং তাহা পথসাপেক্ষ। সে হেতুতেও স্থির হয়, ঐ ব্রহ্মবিষয়িণী গতিশ্রুতি পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। [তাবেতৌ...পক্ষঃ] গন্তব্য ব্রহ্মবিষয়ে এইরূপ পক্ষদ্বয় দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ (যাহা সিদ্ধান্ত) বাদরি মুনির অর্থাৎ ব্যাসের অভিমত এবং পরোক্ত পক্ষ জৈমিনি মুনির সম্মত। পরন্তু আচার্য্য ব্যাস উভয়পক্ষই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এক পক্ষের অবলম্বন গতির উপপত্তি এবং অপর পক্ষের অবলম্বন ব্রহ্মশব্দের মুখ্যতা। বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায়—"গতির উপপত্তি" এই হেতুটী মুখ্যত্ব হেতুকে আভাসীকৃত করিতে পারে কিন্তু মুখ্যত্ব হেতুটী গতির উপপত্তিকে আভাসীকৃত করিতে পারে না। (ফলিতার্থ—গতিশ্রুতির উপপত্তি (সঙ্গত হওয়া) ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ ভঙ্গ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ গতিশ্রুতির যুক্ততা নষ্ট করিতে পারে না)। সেই জন্যই আদ্যপক্ষ সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয়পক্ষ (জৈমিনির পক্ষ) পূর্ব্বপক্ষ। [ন হ্যসতি...শ্রুতয়ঃ] সম্ভব নাই অথচ মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, কে এরূপ আজ্ঞা দিতে পারে? ঐরূপ আজ্ঞার দাতা নাই। যদিও উহা পরাবিদ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে তথাপি উহাকে পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ

কীর্ত্তনং 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ' ইত্যাদিবৎ কল্পতে। তস্মাদ-পরবিষয়া এব গতিশ্রুতয়ঃ। কেচিৎ পুনঃ পূর্ব্বাণি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রাণি ভবন্ত্যুত্তরাণি সিদ্ধান্তসূত্রাণীত্যেতাং ব্যবস্থামনুরুধ্য-মানাঃ পরবিষয়া এব গতিশ্রুতীঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। তদনুপ-পন্নম্। গন্তব্যত্বানুপপত্তের্ব্রহ্মণঃ। যৎ 'সর্ব্বগতং সর্ব্বান্তরং সর্ব্বাত্মকঞ্চ পরং ব্রহ্ম' 'আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ' 'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম' 'য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্' 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্' ইত্যাদিশ্রুতিনির্দ্ধারিত বিশেষং তস্য গন্তব্যতা ন কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন হি গতমেব গম্যেত। অন্যো হ্যন্যদ্গচ্ছতীতি প্রসিদ্ধং লোকে।

অভিহিত বলিলে দোষ কি? পরাবিদ্যার প্রশংসার্থ অপরা বিদ্যার আশ্রয় লওয়া ও গতি উপদেশ করা অনুপপন্ন নহে। যেমন পরা বিদ্যার প্রস্তাবে উৎক্রমণের নিমিত্ত অন্যান্য নাড়ী থাকা কথিত হইয়াছে সেইরূপ এখানেও পরব্রহ্মপ্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। "প্রজাপতির সভা-গৃহ পাই—" এ বাক্যকে পূর্ব্ববাক্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। (পূর্ব্ব-বাক্য ও এ বাক্য এক নহে, কিন্তু পৃথক্। পূর্ব্ব বাক্য পরব্রহ্মপ্রতি-পাদক এবং এ বাক্য অপরব্রহ্মবোধক, এরূপ স্থির করিবেন) করিলে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তির সংকল্প বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। সগুণ ব্রহ্মে সার্ব্বাত্ম্য কীর্ত্তন সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্বকাম ইত্যাদির ন্যায় যোজনীয়। অর্থাৎ সগুণ পদার্থেও ঐ ঐ ঔপচারিক প্রয়োগ হইতে পারে, হইলে তাহা অশাস্ত্রীয় হয় না। অতএব, ঐ গতিশ্রুতি যে অপরব্রহ্মবিষয়িণী সে পক্ষে আর সংশয় নাই। [কেচিৎ...লোকে] এই স্থলে কোন কোন ব্যাখ্যাকার, বলেন, প্রথমোক্ত পক্ষই পূর্ব্বপক্ষ এবং শেষোক্ত পক্ষই সিদ্ধান্ত। তাঁহারা শেষোক্ত পক্ষের সিদ্ধান্তভাব রক্ষার নিমিত্ত প্রোক্ত গতিশ্রুতিকে পর-ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করেন। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, পরব্রহ্মের গন্তব্যতা নিতান্ত অনুপপন্ন (অযুক্ত)। যিনি "যাহা সর্ব্বগত, সর্ব্বান্তর, সর্ব্বাত্মক, তাহাই পরব্রহ্ম।" "তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন চেতন তাহা ব্রহ্ম।" "যে আত্মা সমুদায় প্রাণীর অন্তরে রাজমান।" "এ সমস্তই

নন্বু লোকে গতস্যাঽপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টস্য দৃষ্টা। যথা পৃথিবীস্থ এব পৃথিবীং দেশান্তরদ্বারেণ গচ্ছতি তথাঽনন্যত্বেঽপি বালস্য কালান্তরবিশিষ্টং বার্দ্ধক্যং স্বাত্মভূতমেব গন্তব্যং দৃষ্টম্। তদ্বৎ ব্রহ্মণোঽপি সর্ব্বশক্ত্যুপেতত্বাৎ কথঞ্চিৎ গন্তব্যতা স্যাদিতি। ন। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্‌ব্রহ্মণঃ। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' 'অস্থূলম-

---

"নন্বু লোকে গতস্যাঽপি গন্তব্যতা দেশান্তরবিশিষ্টস্যে"তি। ন্যগ্রোধবানরদৃষ্টান্ত উপপাদিতঃ। পরিহরতি—"ন প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষত্বাদ্‌ব্রহ্মণ"ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যথা তথা ন্যগ্রোধাবয়বী পরিণামবানুপজনাপায়ধর্ম্মভিঃ কর্ম্মজৈঃ সংযোগবিভাগৈঃ সংযুজ্যতাময়ং পুনঃ পরমাত্মা নিরস্তনিখিলভেদপ্রপঞ্চঃ কূট-

---

আত্মা" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম ও বরিষ্ঠ।" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন মুখ্যরূপে তাঁহার গন্তব্যতা উপপন্ন হয় না। যাহা যাওয়া আছে, পাওয়া আছে, তাহা আবার পাইব কি, যাইবই বা কোথায়? যাওয়া ও পাওয়া কি? যাওয়া ও পাওয়া ভেদানুবিদ্ধ। অর্থাৎ এক একত্র হইতে অন্যত্র যায় ও এক অন্য এক'কে পায়। উক্ত প্রকারের যাওয়া ও পাওয়া লোকবিদিত; সুতরাং পরিপূর্ণস্বভাব অদ্বয় ব্রহ্মে যাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বিরুদ্ধ। [নন্বু...ব্রহ্মণঃ] যদি বল, লোকমধ্যে দেশান্তরবিশিষ্টতা অনুসারে গতের গন্তব্যতা বা প্রাপ্তের প্রাপ্তব্যতা দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীস্থ ব্যক্তি দেশান্তর দ্বারা পৃথিবীতেই গমন করে, পৃথিবীকেই পায়, বালক যেমন কালান্তরবিশিষ্ট বার্দ্ধক্যে গমন করে বা বার্দ্ধক্য পায়, সেইরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও কোন এক প্রকারে গন্তব্য হইতে পারেন। (পৃথিবীতে যাওয়াই আছে, পৃথিবীকে পাওয়াই আছে, সে ভাবে পৃথিবী গত ও প্রাপ্ত; কিন্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ, এ ভাবে পৃথিবীর সেই সেই অংশ গন্তব্য ও প্রাপ্তব্য। যে বালক সে-ই বৃদ্ধ সুতরাং বাল্য ও বার্দ্ধক্য স্বাত্মভূত, এ ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও নহে, প্রাপ্তব্যও নহে। কিন্তু কালান্তরে প্রকটপ্রাপ্ত হয়, সে ভাবে বার্দ্ধক্য গন্তব্যও বটে, প্রাপ্তব্যও বটে) ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। অর্থাৎ প্রদেশের ও বার্দ্ধক্যের গন্তব্যতা আছে, দেখিয়া উদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের গন্তব্যতা নির্ণয় করিতে পার না। কারণ, ব্রহ্ম প্রদেশাদি পরিহীন। যত প্রকার বিশেষ বা প্রভেদ উল্লেখ করিবে সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ। [নিষ্কলং...গন্তব্যতা] "ব্রহ্ম নিষ্কল (তাঁহার অংশ বা

মণ্বহ্রস্বমজমদীর্ঘম্' 'স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ' 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' 'স এষ নেতি নেতি' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যো ন দেশকালাদিবিশেষযোগঃ পরমাত্মনঃ কল্পয়িতুং শক্যতে যেন ভূপ্রদেশবয়োঽবস্থান্যায়ে নাস্য গন্তব্যতা স্যাৎ। ভূবয়সোস্তু প্রদেশাবস্থাদিবিশেষ-যোগাদুপপদ্যতে দেশকালবিশিষ্টা গন্তব্যতা। জগদুৎপত্তি-স্থিতিপ্রলয়হেতুত্বশ্রুতেরনেকশক্তিত্বং ব্রহ্মণ ইতি চেৎ। ন। বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামপি

স্বনিত্যো ন ন্যগ্রোধবৎ সংযোগবিভাগভাগ্ ভবিতুমর্হতি। কাল্পনিকসংযোগ-বিভাগস্তু কাল্পনিকস্যৈব কার্য্যব্রহ্মলোকস্যোপপদ্যতে ন পরস্য। শঙ্কতে— "জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বশ্রুতেরি"তি। ন হ্যুৎপত্ত্যাদিহেতুভাবোঽপরি-ণামিনঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ পরিণামীতি। তথা চ ভাবিকমস্যোপপদ্যতে গন্তব্যত্বমিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি—"ন বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামি"তি। বিশেষ-

---

প্রদেশ নাই), নিষ্ক্রিয় (চলন বা গতি নাই), শান্ত, অনিন্দিত, নির্লেপ।" "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন।" "বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি, যেহেতু তিনি নিত্য—জন্মবান্ নহেন।" "তিনি মহান্, জন্মবর্জ্জিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয় ও নিরতিশয় বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণ।" "ইহা নহে ইহা নহে, এইরূপে জ্ঞেয় অর্থাৎ সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি, তন্মূলা স্মৃতি ও তদনুকূলা যুক্তি বিদ্য-মানে ব্রহ্মের প্রদেশ, অবস্থা, কালকৃতবিশেষ কি অন্য কোনরূপ প্রভেদ থাকা কল্পনা করিতেও পারিবে না। সুতরাং তাঁহার ভূপ্রদেশ, বয়স ও অবস্থার অনুরূপ গন্তব্যতা আছে বলিতেও পারিবে না। পৃথিবী ও বয়স্ এ দুএর প্রদেশ ও অবস্থাবিশেষ থাকায় তদ্বিশিষ্ট গন্তব্যতা মান্য করিতে পার, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা পার না। [জগদুৎপত্তি...মর্হতি] ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তির, স্থিতির ও প্রলয়ের কারণ, এইরূপ শ্রুতি থাকায় তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মের নানাশক্তির যোগ আছে বলিবে, তাহাও পারিবে না। কারণ, ব্রহ্মে কোনরূপ বিশেষ নাই, এতদর্থপ্রতিপাদক নিষেধ শ্রুতি সকল অনন্যার্থ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অর্থেই প্রমাণ। (উৎপত্তি শ্রুতি সকল স্বার্থে প্রমাণ নহে।) উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-বোধিনী-শ্রুতি স্বার্থে প্রমাণ, এ কথা বলিতে ঘা স্বীকার করিতে সমর্থ নহ। কারণ, ঐ সকল শ্রুতির কারণের একত্ব-

সমানমনন্যার্থত্বমিতি চেৎ ন তাসামেকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈর্হি সতো ব্রহ্মণ একস্য সত্যত্বং বিকারস্য চানৃতত্বং প্রতিপাদয়চ্ছাস্ত্রং নোৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ পুনরুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং বিশেষনিরাকরণশ্রুতিশেষত্বং ন পুনরিতরশেষত্বমিতরাসামিতি। উচ্যতে। বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বাৎ। ন হ্যাত্মন একত্বনিত্যত্বশুদ্ধত্বাদ্যবগতৌ সত্যাং ভূয়ঃ কচিদাকাঙ্ক্ষোপজায়তে পুরুষার্থসমাপ্তিবুদ্ধ্যুৎপত্তেঃ 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' 'বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ ন' 'এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং কি-

---

নিরাকরণং সমস্তশোকাদিদুঃখশমনতয়া পুরুষার্থফলবৎ। অফলং তূৎপত্ত্যাদি-বিধানম্। তস্মাৎ ফলবতঃ সন্নিধাবাম্নায়মানং তদর্থমেবোচ্যত ইত্যুপপত্তিঃ।

প্রতিপাদন অর্থেই তাৎপর্য্য, উৎপত্ত্যাদি অর্থে তাৎপর্য্য নহে। যে শাস্ত্র মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া ব্রহ্মাদ্বয়ের সত্যতা ও বিকারের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সে শাস্ত্র ব্রহ্মৈকত্বপর ব্যতীত উৎপত্ত্যাদিপর হইতে পারে না। ("যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" এই ন্যায় বা নিয়ম অনুসারে সৃষ্টি-শ্রুতি অন্যপরতাবিধায় স্বার্থে অপ্রমাণ বলিয়া স্থির আছে)। [কস্মাৎ... শ্রুতিভ্যঃ] উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতির উপকারকমাত্র, এ কথাই বা বলি কেন? বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতি উৎপত্ত্যাদির উপকারক, এ কথাই বা না বলি কেন? তাহা বলিতেছি। বিশেষনিবারিণী শ্রুতি নিরা-কাঙ্ক্ষ—অর্থাৎ ঐ সকল শ্রুতির অর্থ অবগতিগোচরে আসিলে শ্রোতার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, আপনার অদ্বয়ত্ব নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পুরুষার্থ বুদ্ধি সমাপ্ত হয় সুতরাং তখন আর কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। (আর কিছু বিজ্ঞেয় থাকে না—কোনও কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে না।) "একত্বদর্শীর তখন শোকই বা কি? মোহই কি?" "হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইয়াছ।" "ব্রহ্মজ্ঞানী কোনও কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না।" (অন্য কিছুর বোধ থাকিলে ত তাহা হইতে ভয় হইবে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই সেইজন্য জ্ঞানী নির্ভয়) "আমি সৎ-কর্ম্ম করিলাম কি, অসৎকর্ম্ম করিলাম এ চিন্তা জ্ঞানীকে তাপিত করে না।" ইত্যাদি শ্রুতি শ্রোতার প্রমা (আপনার ব্রহ্মতাবোধ) উৎপাদন করিলে

মহং পাপমকরবম্' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথৈব চ বিদুষাং তুষ্ট্যনুভবাদিদর্শনাৎ বিকারানৃতাভিসন্ধ্যপবাদাচ্চ 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' ইতি। অতো ন বিশেষনিরাকরণশ্রুতীনামন্যশেষত্বমবগন্তুং শক্যং নৈবমুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনাং নিরাকাঙ্ক্ষার্থত্বপ্রতিপাদনসামর্থ্যমস্তি। প্রত্যক্ষন্তু তাসামন্যার্থত্বং সমনুগম্যতে। তথা হি 'তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতি' ইত্যুপন্যস্যোদর্কে সত এবৈকস্য জগন্মূলস্য বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি-

---

তদ্ধি বিজিজ্ঞাসস্বেতি চ শ্রুতিঃ। তস্মাচ্ছ্রুত্যুপপত্তিভ্যাং নিরস্তসমস্তবিশেষব্রহ্মপ্রতিপাদনপরোঽয়মাম্নায়ো ন তূৎপত্ত্যাদিপ্রতিপাদনপরঃ। তস্মান্ন গতি-

---

আর তাহার কিছু জানিবার প্রয়োজন থাকে না। [তথৈব চ···ব্রহ্মণঃ] যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহাদিগকে ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই পরিতুষ্ট থাকিতে দেখা যায় এবং শাস্ত্রকে বিকারের মিথ্যাত্ব ও মিথ্যাবিকারে অভিসন্ধিমানের নিন্দা করিতে দেখা যায়। যথা—"সে মৃত্যুর বশতাপন্ন হয়—যে ব্রহ্মে নানা অর্থাৎ ভেদ দর্শন করে।" অতএব, যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষ (নানাভাব) নিষেধ করিতেছে সে সকল শ্রুতিকে অন্য শ্রুতির অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদিবোধিকা শ্রুতির অঙ্গ বলিতে কদাচ পার না। অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রধান, আর বিশেষনিষেধক বা নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতি অপ্রধান (উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির বা গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির পোষক) এরূপ বলিতে পার না। কারণ, বিশেষনিষেধক বা ভেদনিষেধক শ্রুতি যেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করে, উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি সেরূপ নৈরাকাঙ্ক্ষ্য প্রতিপাদন করিতে ক্ষমবতী নহে। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতির অন্য শেষতা (মাত্র বিশেষ নিবারক শ্রুতির উপকারকত্ব) প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। (স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, জগন্মূল অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই উৎপত্ত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত।) নিদর্শন দেখ—শ্রুতি বলিতেছেন "সৌম্য! শ্বেতকেতু! এ বিষয়ে এই শুঙ্গ অর্থাৎ হেতু অবগত হও যে এ জগৎ মূলশূন্য নহে। অর্থাৎ অবশ্যই ইহার একটী মূল (আদি কারণ) আছে।" শ্রুতি এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ বলিয়াছেন—দেখাইয়াছেন—একমাত্র সৎ-ই জগতের মূল এবং তাহাই বিজ্ঞেয়।

সম্বিশন্তি ‘তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম’ ইতি চ। এবমুৎপত্ত্যাদি-শ্রুতীনামৈকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ নানেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ। অতশ্চ গন্তব্যত্বানুপপত্তিঃ ‘ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি’ ‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি’ ইতি চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গতিং নিবারয়তি। তদ্ব্যাখ্যাতং ‘স্পষ্টো হ্যেকেষাম্’ ইত্যত্র। গতিকল্পনায়াঞ্চ গন্তা জীবো গন্তব্যস্য ব্রহ্মণোঽবয়বো বিকারোঽন্যো বা ততঃ

স্তাত্ত্বিকী। অপি চেয়ং গতির্ন বিচারং সহত ইত্যাহ—“গতিকল্পনায়াঞ্চে”তি। অন্যানন্যত্বাশ্রয়াবয়ববিকারপক্ষৌ। অন্যো বাত্যন্তম্। অথ কস্মাদাত্যন্তিক-

---

(সৎ—ব্রহ্ম)। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—“যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে স্থিত হইতেছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে এ সকল লীন হইবেক, তুমি তাঁহাকেই জান—তিনিই ব্রহ্ম।” ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-বোধিকা শ্রুতি একাদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইতেই প্রবৃত্তা এবং তাহাতেই সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহাদের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, স্বার্থে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা স্বার্থে অপ্রমাণ; কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ বিশেষ নিষেধক ও অখণ্ডৈকরসব্রহ্মবোধক শ্রৌত অর্থে প্রমাণ। যেহেতু স্বার্থে অপ্রমাণ, সেই হেতু তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মে অনেক শক্তির অস্তিত্ব বা ব্রহ্মের নানাত্ব মান্য করিতে পার না। [অতশ্চ...ইত্যত্র] ব্রহ্ম যে মুখ্য গন্তব্য নহেন (পাওয়া ছিল না, পাওয়া হইল,—যাওয়া ছিল না, যাওয়া হইল;—এরূপ হইলে তাহা মুখ্য গন্তব্য হয়। যেমন গ্রাম-নগরাদি।) তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই—“ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ব্রহ্মপ্রাপ্ত জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ কোথাও গমন করে না, সেই দেহেই লয়প্রাপ্ত হয়।” “তিনি ব্রহ্মই ছিলেন পরন্তু অজ্ঞাত ছিলেন, অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় যে-ব্রহ্ম সে-ই ব্রহ্মই হইলেন।” এই শ্রুতি বলিয়াছেন, পরব্রহ্মে গতি হয় না (যাওয়া নাই)। এ রহস্য বিশদরূপে “স্পষ্টো হ্যেকেষাম্” সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [গতিকল্পনায়াঞ্চ...অনুপপন্নম্] যদি গতি কল্পনা কর অর্থাৎ গন্তা জীব ব্রহ্মে গমন করে বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে, গন্তা অর্থাৎ গমনকর্ত্তা জীব কি গন্তব্য ব্রহ্মের অবয়ব (অংশ)? না বিকারবিশেষ? অথবা সর্ব্বথা ভিন্ন? অবশ্যই কোনরূপ ভেদ আছে বলিতে হইবেক, নচেৎ গমন-কথা উপপন্ন হইবেক না। (গমন কিনা যাওয়া বা পাওয়া, তাহা

স্যাৎ। অত্যন্ততাদাত্ম্যে গমনানুপপত্তেঃ। যদ্যেবং ততঃ কিং স্যাৎ। উচ্যতে। যদ্যেকদেশত্বেনৈকদেশিনোনিত্যপ্রাপ্তত্বান্ন পুনর্ব্রহ্মগমনমুপপদ্যতে। একদেশৈকদেশিত্বকল্পনা চ ব্রহ্মণ্যনুপপন্না। নিরবয়বত্বপ্রসিদ্ধেঃ। বিকারপক্ষেঽপ্যেতত্তুল্যম্। বিকারেণাপি বিকারিণো নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। ন হি ঘটো মৃদাত্মতাং পরিত্যজ্যাবতিষ্ঠতে। পরিত্যাগেঽভাবপ্রাপ্তেঃ। বিকারাবয়বপক্ষয়োশ্চ তদ্বতঃ স্থিরত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সংসারগমন-

---

মনন্বয়ং ন কল্পত ইত্যত আহ—"অত্যন্ততাদাত্ম্যে"ইতি। মৃদাত্মতয়া হি স্বভাবেন ঘটাদয়ো ভাবাস্তদ্বিকারা ব্যাপ্তাঃ। তদভাবে ন ভবন্তি শিংশপেব বৃক্ষত্বাভাব ইতি বিকারাবয়বপক্ষয়োশ্চ তদ্বতঃ সহ বিকারাবয়বৈঃ স্থিরত্বাদচলত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সংসারলক্ষণং গমনং বিকারাবয়বয়োরনুপপন্নম্। ন হি স্থিরাত্মকমস্থিরং ভবতি। অন্যানন্যত্বেঽপি চৈকস্য বিরোধাদসম্ভবতীতি ভাবঃ। অথান্য এব জীবো ব্রহ্মণঃ। তথা চ ব্রহ্মণ্যসংসরত্যপি জীবস্য সংসারঃ কল্পত

বিভিন্ন পদার্থ ব্যতীত ঘটে না।) যদি বল, সে কথায় আসে যায় কি? ঐ প্রশ্নের ফল কি? তাহা বলিতেছি। জীব যদি ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব) হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবের নিকট সর্ব্বদাপ্রাপ্ত আছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার ব্রহ্মগমন বলা অযুক্ত। আরও দোষ এই যে, ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব—নিষ্প্রদেশ—তখন জীবকে ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব বলা নিতান্ত বিরুদ্ধ। এ দোষ বিকার পক্ষেও আছে। বিকারীও বিকারের নিকট নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট একটী বিকার (মৃত্তিকার বিকার), সে সর্ব্বদাই মৃত্তিকা প্রাপ্ত আছে। ঘট কোনও কালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যমান থাকে না। ঘট যখন মৃত্তিকাভাব ত্যাগ করিবে তখন সে নিজেও অভাবগ্রস্ত হইবেক অর্থাৎ থাকিবেক না। জীব ব্রহ্মের বিকার কিংবা অবয়ব, এই দুই পক্ষে আরও দোষ দেখা যায়। যে বিকারবিশিষ্ট সে বিকারী। যে অবয়ববিশিষ্ট সে অবয়বী। এ স্থলে জীববিশিষ্ট ব্রহ্মই উক্ত শব্দদ্বয়ের (বিকারী ও অবয়বী এই দুই শব্দের) অভিধেয়। অথচ তিনি স্থির পদার্থ। স্থির পদার্থের গমন নিতান্ত অনবক্লৃপ্ত অর্থাৎ তাহা কল্পনারও অযোগ্য। (ব্রহ্ম স্থির পদার্থ সুতরাং তদংশ বা তদ্বিকার জীবও স্থির পদার্থ। সুতরাং জীবের ব্রহ্মগমন অসিদ্ধ। আমাদের মতে অজ্ঞান বিজৃম্ভিত উপাধির গমনাগমনে জীবের গমনাগমন ভ্রমগৃহীত সুতরাং

মপ্যনবকৢপ্তম্। অথান্য এব জীবো ব্রহ্মণঃ সোহণুর্ব্ব্যাপী মধ্যমপরিমাণো বা ভবিতুমর্হতি। ব্যাপিত্বে গমনানুপপত্তিঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। অণুত্বেঽপি কৃৎস্নশরীরবেদনানুপপত্তিঃ। প্রতিষিদ্ধে চাণুত্বমধ্যমপরিমাণত্বে বিস্তরেণ পুরস্তাৎ। পরস্মাচ্চান্যত্বে জীবস্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিশাস্ত্রবাধপ্রসঙ্গঃ। বিকারাবয়বপক্ষয়োরপি সমানো দোষঃ। বিকারাবয়বয়োস্তদ্বতোঽনন্যত্বাদদোষ ইতি চেৎ। ন। মুখ্যৈকত্বানুপপত্তেঃ। সর্ব্বেষ্বেতেষু পক্ষেষ্বনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ সংসার্য্যাত্মত্বানিবৃত্তেঃ। নিবৃত্তৌ বা স্বরূপনাশপ্রসঙ্গঃ। ব্রহ্মাত্মত্বানভ্যুপ-

---

ইতি। এতদ্বিকল্প্য দূষয়তি—"সোহণুরি"তি। "মধ্যমপরিমাণত্বে"ইতি। মধ্যমপরিমাণানাং ঘটাদীনামনিত্যত্বদর্শনাৎ। "ন মুখ্যৈকত্ব"ইতি। ভেদাভেদয়োর্ব্বিরোধিনোরেকত্রাসম্ভবাদ্‌বুদ্ধিব্যপদেশভেদাদর্থভেদোঽযুতসিদ্ধত্বয়োপচারেণাভিন্নমুচ্যত ইত্যমুখ্যমস্যৈকত্বমিত্যর্থঃ। অপি চ জীবানাং ব্রহ্মাবয়বত্বপরিণামাত্যন্তভেদপক্ষেষু তাত্ত্বিকী সংসারিত্বেতি মুক্তৌ স্বভাবহানাজ্জীবানাং বিনাশপ্রসঙ্গঃ। ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বে তু ব্রহ্মৈবৈষাং স্বভাবঃ প্রতিবিম্বানামিব বিম্বং তচ্চাবিনাশীতি ন জীববিনাশ ইত্যাহ—"সর্ব্বেষ্বেতেষ্বি"তি। মতান্তরমুপন্য-

---

অদোষ) [অথান্য...গমাৎ] যদি বল, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবেক,—জীব অণুপরিমাণ কি মহান্ ব্যাপী কি মধ্যম পরিমাণ (শরীরপরিমাণ)? মহান্ ব্যাপীর গতি অসিদ্ধ; সে জন্য মহান্ ব্যাপী বলিতে পার না। মধ্যম পরিমাণ বলিলে অবশ্যই জীবকে অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর বলিতে হইবেক। (বিচারে এ পক্ষেও ব্রহ্মগমন বা মোক্ষ অনুপপন্ন।) অণুপরিমাণ পক্ষও সদোষ। জীব পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম হইলে এক সময়ে সর্ব্বশরীর বেদনা (জ্ঞান) অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিশদ ও বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছি। জীব সর্ব্বমূল ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে "তৎ ত্বং অসি—তিনিই তুমি" ইত্যাদি শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এ দোষ (শ্রুতি-বাধা) বিকার পক্ষে ও অবয়ব পক্ষেও আছে। বিকার ও বিকারী অবয়ব ও অবয়বী এক, ভিন্ন নহে, শ্রুতিবাধ দোষ হইবে কেন? এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহাতে মুখ্য একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। (মুখ্য একত্বই অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতই শ্রুতির অভিপ্রেত)। যত গুলি পক্ষ স্থাপন করিলাম সমুদায়

গমাৎ। যত্তু কৈশ্চিজ্জল্প্যতে বিনৈব ব্রহ্মজ্ঞানং নিত্যনৈমিত্তি-কানি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠীয়ন্তে প্রত্যবায়ানুৎপত্তয়ে কাম্যানি প্রতিষিদ্ধানি চ পরিহ্রিয়ন্তে স্বর্গনরকানবাপ্তয়ে সাম্প্রতদেহোপভোগ্যানি চ কর্ম্মাণ্যুপভোগেনৈব ক্ষপ্যন্ত ইতি ততো বর্ত্তমানদেহপাতাদূর্দ্ধং দেহান্তরপ্রতিসন্ধানকারণাভাবাৎ স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং বিনাপি ব্রহ্মাত্মতয়ৈবংবৃত্তস্য সেৎস্যতীতি তদসৎ। প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যেতৎ শাস্ত্রেণ কেনচিৎ প্রতি-

স্তুতি'দূষয়িতুমারভতে। "যত্তু কৈশ্চিজ্জল্প্যতে বিনৈব ব্রহ্মজ্ঞানং নিত্যনৈমিত্তি-কানী"তি। যথা হি কফনিমিত্তো জ্বর উপাত্তস্য কফস্য বিশেষোণাদিভিঃ প্রক্ষয়ে কফান্তরোৎপত্তিনিমিত্তদধ্যাদিবর্জ্জনে প্রশান্তোঽপি ন পুনর্ভবতি, এবং কর্ম্ম-নিমিত্তো বন্ধ উপাত্তানাং কর্ম্মণামুপভোগাৎ প্রক্ষয়ে প্রশাম্যতি। কর্ম্মান্তরাণাঞ্চ বন্ধহেতূনামননুষ্ঠানাৎ কারণাভাবে কার্য্যানুপপত্তের্বন্ধাভাবাৎ স্বভাব-সিদ্ধো মোক্ষ আরোগ্যমিবোপাত্তদুরিতনিবর্হণায় চ নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠা-নাদদুরিতনিমিত্তপ্রত্যবায়ো ন ভবতি। প্রত্যবায়ানুৎপত্তৌ চ স্বস্থস্বান্তো ন নিষিদ্ধান্যাচরেদিতি। তদেতদ্দূষয়তি—"তদসৎ প্রমাণাভাবাদি"তি। শাস্ত্রং

পক্ষেই অনির্মোক্ষ (মুক্তির অভাব) ও সংসারিত্বের অনিবৃত্তি এই দুই দোষ অনিবার্য্য। সংসারিত্ব নিবৃত্তি হয় বলিতে গেলে আত্মনাশের আপত্তি (আপনার অভাব—না থাকা) হইবেক। [যত্তু...ভাবাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ জল্পনা করেন, পাপোৎপত্তি না হয়, এই অভিসন্ধিতে তদুদ্দেশে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকা, স্বর্গ-নরক না জন্মে, এই অভিপ্রায়ে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করা, ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়, এরূপ ভাবে বিদ্যমান দেহভোগ্য ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করা, এই তিনের সমাবেশে কালকর্ত্তন করিতে পারিলে, দেহপাতের পর দেহান্তর প্রতিসন্ধানের কারণ না থাকায় * স্বরূপাব-স্থানরূপ মোক্ষ বিনা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেও সিদ্ধ হইতে পারে। কর্ম্মজড়দিগের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য; সুতরাং সৎসিদ্ধান্ত নহে [ন হ্যেতৎ··· স্মৃতিভ্যঃ] ঐরূপে মোক্ষ হয় ইহা কোনও শাস্ত্র বলেন নাই। মোক্ষার্থী

* দেহান্তরপ্রতীসন্ধান অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম। পুনর্জ্জন্মের প্রতি কারণ, শুভাশুভ কর্ম্ম (পুণ্যপাপ); তাহা কাম্যনিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রভব। জীব যদি কাম্যকর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে স্বর্গ নরক ভোগের কারণীভূত পুণ্যপাপ সঞ্চিত হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক

পাদিতম্। মোক্ষার্থী ইত্থং সমাচরেৎ ইতি স্বমনীষয়া ত্বেতৎ তর্কিতম্। যস্মাৎ কর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারস্তস্মাৎ নিমিত্তাভাবাৎ ন ভবিষ্যতীতি। ন চৈতৎ তর্কয়িতুমপি শক্যতে নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বাৎ। বহূনি কর্ম্মাণি জাত্যন্তরসঞ্চিতানি ইষ্টানিষ্টবিপাকান্যেকৈকস্য জন্তোঃ সম্ভাব্যন্তে তেষাং বিরুদ্ধফলানাং যুগপদুপভোগাসম্ভবাৎ কানিচিল্লব্ধাবসরাণীদং জন্ম নির্ম্মিমতে কানিচিত্তু দেশকালনিমিত্তপ্রতীক্ষাণ্যাসত ইত্যতস্তেষামবশিষ্টানাং সাম্প্রতেনোপভোগেন ক্ষপণাসম্ভবাৎ ন যথাবর্ণিত-

---

খল্বস্মিন্ প্রমাণং তচ্চ মোক্ষমাণস্যাত্মজ্ঞানমেবোপদিশতি ন তূক্তমাচারম্। ন চাত্রোপপত্তিঃ প্রভবতি সংসারস্যানাদিতয়া কর্ম্মাশয়স্যাপ্যসংখ্যেয়স্যানিয়তবিপাককালস্য ভোগেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাদিত্যাহ—"ন চৈতত্তর্কয়িতুমপী"তি। চোদ-

---

কথিতপ্রকার আচার অবলম্বন করিবেক, এরূপ বিধান কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ কথা তাঁহারা নিজ বুদ্ধির দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বা উহ্য করিয়া বলেন, সে জন্য তাহা প্রমাণ নহে এবং তাহাতে প্রমাণ দিতে পারেন না। তাঁহাদের তর্ক এই—"সংসার কর্ম্মনিমিত্তক—কর্ম্মপ্রভাবেই সংসার-গতি লব্ধ হয়। যদি কর্ম্ম (অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যপাপ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) না থাকে, তাহা হইলে নিমিত্ত না থাকায় নৈমিত্তিক সংসার (পুনর্জ্জন্ম) হইবে না।" কর্ম্মজড়দিগের এ তর্ক তর্ক নহে; কিন্তু তর্কাভাস। কারণ, নিমিত্তাভাব (একবারে, কর্ম্মসম্ভাব না থাকা) নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেহেতু নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, বুদ্ধির অগম্য, সেই হেতু তাহা অসিদ্ধ বা সংশয়িত। ঐরূপ তর্ক না করাই উচিত এবং তাহা সঙ্গতও নহে। লক্ষ লক্ষ জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, সেই সেই জন্মে লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম করিয়াছে, তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রদ পুণ্যপাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই সকল বিরুদ্ধফল কর্ম্মের ফলভোগ এক সময়ে ও এক দেহে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? কর্ম্মাশয়স্থিত কোন কোন কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) পূর্ব্বদেহের পতন কালে প্রবল অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়া এতজ্জন্ম জন্মাইয়াছে, হয় ত আরও লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্ত

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় পাপোৎপত্তি হওয়া স্থগিত হয় এবং সঞ্চিত পুণ্যপাপ যাহা থাকে তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মীর পুনর্জ্জন্মকারণের অভাব হওয়ায় কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

চরিতস্যাপি বর্ত্তমানদেহপাতে দেহান্তরনিমিত্তাভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ। 'তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ' 'ততঃ শেষেণ' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। স্যাদেতৎ। নিত্যনৈমিত্তিকানি তেষাং ক্ষেপকাণি ভবিষ্যন্তীতি। তন্ন। বিরোধাভাবাৎ। সতি হি বিরোধে ক্ষেপ্যক্ষেপকভাবো ভবতি ন চ জন্মান্তরসঞ্চিতানাং সুকৃতানাং নিত্যনৈমিত্তিকৈরস্তি বিরোধঃ শুদ্ধিরূপত্বাবিশেষাৎ। দুরিতানাং ত্বশুদ্ধিরূপত্বাৎ সতি হি বিরোধে ভবতু ক্ষেপণম্। ন তু তাবতা দেহান্তরনিমিত্তাভাবসিদ্ধিঃ। সুকৃতনিমিত্তত্বোপপত্তেঃ। দুশ্চরিতস্যাপ্যশেষক্ষপণা-

---

রতি—"স্যাদেতৎ। নিত্যে"তি। পরিহরতি—"তন্ন বিরোধাভাবাদি"তি। যদি হি নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি সুকৃতমপি দুষ্কৃতমিব নিবর্হয়েয়ুস্ততঃ কাম্যকর্ম্মোপদেশা দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। ন হ্যস্তি কশ্চিচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে চাতুরাশ্রম্যে বা যো ন নিত্যনৈমিত্তিকানিত্যকর্ম্মাণি করোতি। তস্মাৎ নৈষাং সুকৃতবিরোধি-

বিশেষ প্রতীক্ষা করিতেছে। সে সকল পুণ্যপাপ ফল দিবার অবসর পায় নাই, সময় পায় নাই, তুষ্ণীভাবে আছে, থাকিয়া দেশ, কাল ও নিমিত্তান্তর (অন্য দেহ বা জন্মান্তর) প্রতীক্ষা করিতেছে, এতদ্দেহে এতদ্দেহোচিত ভোগ দ্বারা সে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব, বর্ণিতপ্রকার সদাচারীর বিদ্যমান দেহের (এতদ্দেহের) বিনাশ হইলে যে তাহার আর কর্ম্মশেষ থাকিবেক না, অভুক্তফল পুণ্যপাপ থাকিবেক না, দেহান্তরোৎপত্তির কারণের অভাব হইবে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? কেহই পারে না। বরং কর্ম্ম শেষ থাকে, জ্ঞান ব্যতীত নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হয় না, এই পক্ষই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রমাণে পাওয়া যায়। "ইহলোকে যাহারা রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যশীল—" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি ও তদনুকূল স্মৃতি উভয়ই কর্ম্মশেষসদ্ভাব পক্ষে প্রমাণ। [স্যাদেতৎ...নবগমাৎ] নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের (অদৃষ্টের) নিবারক, এ কথা স্থানপ্রাপ্ত হইবে না (থাকিবেক না)। কারণ; উক্ত উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ থাকিলেই ক্ষেপ্যক্ষেপকতা ঘটে, অন্যথা তাহা ঘটে না। জন্মান্তরসঞ্চিত সুকৃতের সহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের কি বিরোধিতা আছে যে নিত্যনৈমিত্তিক

নবগমাচ্চ। ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়ানুৎপত্তি-মাত্রং ন পুনঃ ফলান্তরোৎপত্তিরিতি প্রমাণমস্তি ফলান্তরস্যা-প্যনুনিষ্পাদিনঃ সম্ভবাৎ। স্মরতি হ্যাপস্তম্বঃ। তদ্যথা 'আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্য-

---

তেতি। অভ্যুচ্চয়মাত্রমাহ—"ন চ নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানাদি"তি। "ন চাসতি

কর্ম্মে পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃত বিদূরিত হইবে? শুদ্ধে অশুদ্ধে বিরোধ আছে বটে; কিন্তু শুদ্ধে শুদ্ধে বিরোধ নাই। পূর্ব্ব সুকৃতও শুদ্ধ, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও শুদ্ধ; সুতরাং বিরোধ না থাকায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সুকৃতের প্রক্ষয় অস্বীকার্য্য। বরং অশুদ্ধ বলিয়া দুরিতাপূর্ব্ব সকল শুদ্ধিরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য হইতে পারে। সঞ্চিত দুরিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ক্ষেপ্য, ইহা স্বীকার করিলাম বলিয়া যে দেহান্তরোৎপত্তির নিমিত্ত বা কারণ না থাকা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইবে না। দুষ্কৃতরূপ কারণের অভাব হইলেও সুকৃত কারণের অভাব হয় না। সুকৃতরূপ কারণ (পুণ্য) বিদ্যমান থাকিতে পারে। তাহা থাকিলেই পুনর্জ্জন্ম হইবেক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে দুরিতক্ষয় হয় সত্য; পরন্তু তাহা নিরবশেষ ক্ষয় কি না, সে বিষয় সংশয়িত। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লক্ষ লক্ষ জন্ম হইয়া গিয়াছে, সেই সকল জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম এক জন্মের কর্ম্মে অথবা ভোগে প্রক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই।) [ন চ…ইতি] নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলে তাহাতে পাপের অনুৎপত্তি মাত্র সিদ্ধ হইবে, তাহা হইতে যে অন্য কিছু হইবে না অর্থাৎ ফলান্তর জন্মিবেক না, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অবশ্যই তাহাতে কোন (একটা হইতে গেলে তৎসঙ্গে যে বিনা যত্নে আর একটা হয়—সেইটা অনুনিষ্পন্ন) অনুনিষ্পন্নী ও অনভিসন্ধিত ফল হওয়ার সুসম্ভব আছে। ঋষি আপস্তম্ব এ কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—"ফলের উদ্দেশেই আম্রবৃক্ষ রোপিত হয়; কিন্তু পরে তাহা হইতে ছায়া ও গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, কামনা পরিহীন হইয়া ধর্ম্মাচরণ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম) করিলেও তাহা হইতে অন্যান্য অর্থেরও আগমন (উৎপত্তি) হয়।" (অতএব, পাপের অনুৎপত্তি ব্যতীত অন্য ফল অভিহিত ও অনুসন্ধিত না হইলেও কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম ফলবিশেষ উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং সেই সকল

মাণমর্থা অনুৎপদ্যন্ত' ইতি। ন চাসতি সম্যগদর্শনে সর্ব্বাত্মনা কাম্যপ্রতিষিদ্ধবর্জ্জনং জন্মপ্রায়ণান্তরালে কেনচিৎ প্রতিজ্ঞাতুং শক্যম্। সুনিপুণানামপি সূক্ষ্মাপরাধদর্শনাৎ। সংশয়িতব্যং তু ভবতি তথাপি নিমিত্তাভাবস্য দুর্জ্ঞানত্বমেব। ন চানভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে কর্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবস্যাত্মনঃ কৈবল্যমাকাঙ্ক্ষয়িতুং শক্যমগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ স্বভাবস্যা-

---

সম্যগ্দর্শনে"ইতি। সম্যগদর্শী হি বিরক্তঃ কাম্যনিষিদ্ধে বর্জ্জয়ন্নপি প্রমাদাদুপনিপতিতে তেনৈব সম্যগ্দর্শনেন ক্ষপয়তি। জ্ঞানপরিপাকে চ ন করোত্যেব। অজ্ঞস্তু নিপুণোঽপি প্রমাদাৎ করোতি কৃতে চ ন ক্ষয়িতুং ক্ষমত ইতি বিশেষঃ। "ন চানভ্যুপগম্যমানে জ্ঞানগম্যে ব্রহ্মাত্মত্বে"ইতি। কর্তৃভোক্তৃত্বে সমাক্ষিপ্তক্রিয়াভোগে তে চেদাত্মনঃ স্বভাবাবধারিতে ন ত্বারোপিতে ততো ন শক্যাবপনেতুম্। ন হি স্বভাবাত্তাবোঽবরোপয়িতুং শক্যো ভাবস্য বিনাশপ্রসঙ্গাৎ। ন চ ভোগোঽপি সৎস্বভাবঃ শক্যোঽসৎকর্তুম্। নো খলু নীলমনীলং শক্যং শক্রেণাপি কর্ত্তুম্। তদিদমুক্তং "স্বভাবস্যাপরিহার্য্যত্বাদি"তি। সমারোপিতস্য ত্বনির্ব্বচনীয়স্য তৎস্বভাবস্য শক্যস্তত্ত্বজ্ঞানেনাবরোপঃ কর্ত্তুং

কর্ম পুনঃ সংসার গতির কারণ হয়।) [ন চা...হার্য্যত্বাৎ] অপিচ, সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোনও জীব যে জীবদ্দশায় (এ জন্ম ও দিকে মরণ, মধ্যে) সম্পূর্ণরূপে কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে অথবা বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিপালন করিতে পারে, তাহা আমাদের বিবেচনাবহির্ভূত। অত্যন্ত নিপুণ (সাবধানী) পুরুষেরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপরাধ হইতে দেখা যায়। (অজ্ঞাতসারে যে কত শত সদসৎ কর্ম্ম হইতেছে তাহা কে গণনা করিয়া বলিতে পারে।) কর্ম্মাশয়ে সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কাম্যকর্ম্ম নাই তাহা কে বলিতে পারে! থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এরূপ সংশয়ও পুনর্জন্মের কারণাভাব জ্ঞানের বাধক। ফলকথা, নিমিত্তাভাব অর্থাৎ জন্মকারণ না থাকা পক্ষ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যদি তোমরা জ্ঞানগম্য ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না কর, আর আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব এরূপ অবধারণ কর, তাহা হইলে তোমাদের কৈবল্য লাভের প্রত্যাশা দুরাশা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেন-না, স্বভাব অপরিহার্য্য। অগ্নি যেমন উষ্ণস্বভাব ত্যাগ করে না, তেমনি, আত্মাও কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব ত্যাগ করিবেন না। (কাজেই

পরিহার্য্যত্বাৎ। স্যাদেতৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যমনর্থো ন তচ্ছক্তিঃ। তেন শক্ত্যবস্থানেঽপি কার্য্যপরিহারাদুপপন্নো মোক্ষ ইতি। তচ্চ ন। শক্তিসদ্ভাবে কার্য্যপ্রসবস্য দুর্নিবারত্বাৎ॥ অথাপি স্যাৎ ন কেবলা শক্তিঃ কার্য্যমারভতেঽনপেক্ষ্যান্যানি নিমিত্তান্যত একাকিনী সা স্থিতাপি নাপরাধ্যতীতি। তচ্চ ন। নিমিত্তানামপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন নিত্যসম্বদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বভাবে সত্যাত্মন্যসত্যাং বিদ্যাগম্যায়াং ব্রহ্মাত্মতায়াং ন কথঞ্চন মোক্ষপ্রত্যাশাঽস্তি। শ্রুতিশ্চ 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ইতি জ্ঞানাদন্যৎ মোক্ষমার্গং বারয়তি।

সর্পস্যেব রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেনেতি ভাবঃ। ভাবমিমমবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—"স্যাদেতৎ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকার্য্যমি"তি। অপ্রকাশিতভাবো যথোক্তমেব সমাধত্তে—"তচ্চ নে"তি। কর্ত্তৃভোক্তৃত্বয়োর্নিমিত্তসম্বন্ধস্য চ শক্তিদ্বারেণ নিত্য-

---

কেবল হওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা)। [স্যাদেতৎ···প্রত্যাশাঽস্তি] যদি বল, কার্য্যভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তির কার্য্য, শক্তি থাকে থাকুক, কার্য্যপরিহার হইলেই মোক্ষ হইতে পারে। কার্য্যভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই অনর্থ, যদি তাহাই রহিত হইল ত মোক্ষ না হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা বলিতে পার না। কেন-না শক্তি থাকিলে কার্য্যোৎপত্তিনিবারণ হয় না। কেবলা অর্থাৎ সহায়-শূন্যা শক্তি কার্য্য (কোন কিছু অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি) জন্মায় না, নিমিত্তান্তরের যোগেই কার্য্য (কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ অনর্থ—সংসার) জন্মায়, সেই নিমিত্তান্তর (পুণ্যাপুণ্য) বিধ্বস্ত করিতে পারিলে শক্তি একাকিনী হইবেক, একাকিনী অপরাধপাত্রী নহে অর্থাৎ অনর্থ জন্মাইতে পারিবে না, এরূপ বলিলেও অভীষ্টসাধন হইবেক না। কারণ, নিমিত্ত সকল শক্তিনামক সম্বন্ধের সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ; তাহার অবিচ্ছেদ ব্যতীত বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব, আত্মা কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাব হন হউন তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, কিন্তু বিদ্যাগম্য ব্রহ্মাত্মভাব না থাকিলে কিছুতেই তাঁহার মুক্তির প্রত্যাশা নাই। [শ্রুতিশ্চ···শক্যা] শ্রুতিও বলিয়াছেন, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাব সাক্ষাৎকার ব্যতীত মোক্ষের অন্য উপায় নাই। যথা—"ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।" যদি এমন আপত্তি কর যে, জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ব্যবহার বিলোপ ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রবৃত্তি হইত (তুমি

পরস্মাদনন্যত্বেঽপি জীবস্য সর্ব্বব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাপ্রবৃত্তেরিতি চেৎ। ন। প্রাক্প্রবোধাৎ স্বপ্নব্যবহারবৎ তদুপপত্তেঃ। শাস্ত্রঞ্চ 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি' ইত্যাদিনাঽপ্রবুদ্ধবিষয়ে প্রত্যক্ষাদিব্যবহারমুক্ত্বা পুনঃ প্রবুদ্ধবিষয়ে 'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদিনা তদভাবং দর্শয়তি। তদেবং পরব্রহ্মবিদো গন্তব্যাদিবিজ্ঞানস্য বাধিতত্বাৎ ন কথঞ্চন গতিরুপপাদয়িতুং শক্যা। কিংবিষয়াঃ পুনর্গতিশ্রুতয় ইতি।

স্যাত্তবিষ্যতি কদাচিদেষাং সমুদাচারো যতঃ সুখদুঃখে ভোজ্যেতে ইতি সম্ভাবনাতঃ কুতঃ কৈবল্যনিশ্চয় ইত্যর্থঃ। ভূয়োনিরস্তমপি মতিদ্রঢ়িম্নে পুনরুপন্যস্য দূষয়তি—"পরস্মাদনন্যত্বেঽপী"তি। শেষমতিরোহিতার্থম্।

আমি ও ইহা দেখিতেছি তাহা দেখিব, ইত্যাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইত না।) আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, প্রবোধের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে স্বপ্ননিদর্শনে সমুদায় ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। (স্বপ্নকালে আত্মা আপনিই আপনাকে দেখেন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"যখন তিনি অজ্ঞানাবরণে দ্বৈতের ন্যায় হন তখনই অন্য হইয়া অন্য দেখেন।" এই শাস্ত্রে দেখা যায় যে, অনাত্মজ্ঞ অবস্থায় প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার থাকে এবং অন্য শাস্ত্রে দেখা যায়, প্রবুদ্ধ হইলে পরমার্থ পক্ষে ভেদব্যবহার থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। যথা—"এ সমুদায়ই যখন আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়, তখন, কে কি দিয়া কি দেখিবেক। তখন ভেদব্যবহার থাকে না।)" এই শাস্ত্র প্রবোধকালে বাস্তব প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব দেখাইয়াছেন। অতএব, পরব্রহ্মের গন্তব্যাদি বিজ্ঞান বর্ণিতপ্রকারে বাধিত (অর্থাৎ থাকে না)। সুতরাং তাহার গতির বা পাওয়ার যুক্তিযুক্ততা অবধারণ করিতে পার না। [কিংবিষয়াঃ...গতিঃ] তবে গতিশ্রুতির গতি কি? তাহা বলিতেছি। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই গতি উপপন্ন হয় এবং গতি সেই সেই উপাসনাতেই কথিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে গতি (গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি) বলিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতি পর্য্যঙ্কবিদ্যায় ও কোন কোন শ্রুতি বৈশ্বানরবিদ্যায় ব্রহ্মগমনের কথা বলিয়াছেন। যেখানে দেখিবে যে, শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব (অবতারণা) করিয়া গতি বলিয়া,

উচ্যতে। সগুণবিদ্যাবিষয়া ভবিষ্যন্তি। তথাহি কচিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে কচিৎ পর্য্যঙ্কবিদ্যাং কচিৎ বৈশ্বানরবিদ্যাম্। যত্রাপি ব্রহ্ম প্রকৃত্য গতিরুচ্যতে 'যথা প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' ইতি 'অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম' ইতি তত্রাপি চ বামনীত্বাদিভিঃ সত্যকামাদিভিশ্চ গুণৈঃ সগুণস্যৈবোপাস্যত্বাৎ সম্ভবতি গতিঃ। ন কচিৎ পরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ শ্রাব্যতে। তদ্যথা গতিপ্রতিষেধঃ শ্রাবিতঃ 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিষু তু সত্যপ্যাপ্নোতের্গত্যর্থত্বে বর্ণিতেন ন্যায়েন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ স্বরূপপ্রতিপত্তিরেবেয়মবিদ্যাধ্যারোপিতনামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়াপেক্ষয়াঽভিধীয়তে। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যাদি চ দ্রষ্টব্যম্। অপি চ পরবিষয়া গতির্ব্ব্যাখ্যায়মানা প্ররোচনায় বা স্যাদনুচিন্ত-

---

ছেন। যথা—প্রাণই ব্রহ্ম, সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম, ইত্যাদি এবং ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে, অল্পপরিমিত পদ্মাকার গৃহ, ইত্যাদি। বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম সেখানে বামনীত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি গুণে উপাসিত হইতেছেন সুতরাং সেখানে সেই সেই গুণযুক্ত উপাসনার গতিরূপ ফল সুসম্ভব। [ন কচিৎ···দ্রষ্টব্যম্] সগুণ ব্রহ্মবিষয়েই গতি শ্রবণ আছে কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে অর্থাৎ পরব্রহ্মে গতি শ্রবণ নাই। অধিকন্তু তাঁহাতে গতি নাই বলিয়াই অভিহিত হয়। যথা—"পরব্রহ্মাভিজ্ঞের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।" "পরব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও আপ্নোতি—আপ্-ধাতুর প্রয়োগ আছে এবং যদিও আপ্-ধাতুর অর্থ গতি, তথাপি সে গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর প্রাপ্তিরূপা নহে। বর্ণিত প্রকারের গতি অর্থাৎ দেশান্তর প্রাপ্তিরূপা গতি অসম্ভব্যমানা হওয়ায় স্বরূপ প্রতিপত্তিরূপা গতিই স্বীকার্য্য। স্বরূপ প্রতিপত্তি (আপনার ব্রহ্মতা সাক্ষাৎকার) রূপা গতি বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারোপিত নামরূপাদি প্রপঞ্চের বিলয় হইলেই সিদ্ধ হয় এবং তাহাই ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং—ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এ শ্রুতিও দর্শিতপ্রকারে ব্যাখ্যেয়।" [অপিচ...তদপরম্] পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করে,

নায় বা। তত্র প্ররোচনং তাবৎ ব্রহ্মবিদো ন গত্যুক্ত্যা ক্রিয়তে স্বসম্বেদ্যেনৈবাব্যবহিতেন বিদ্যাসমর্পিতেন স্বাস্থ্যেন তৎসিদ্ধেঃ। ন চ নিত্যসিদ্ধনিঃশ্রেয়সনিবেদনস্যাসাধ্যফলস্য বিজ্ঞানস্য গত্যনুচিন্তনে কাচিদপ্যপেক্ষোপপদ্যতে। তস্মাদপরবিষয়ৈব গতিঃ। তত্র পরাপরব্রহ্মবিবেকানবধারণেনাপরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তমানাঃ গতিশ্রুতয়ঃ পরস্মিন্নধ্যারোপ্যন্তে। কিং দ্বে ব্রহ্মণী পরমপরঞ্চেতি। বাঢ়ং দ্বে। 'এতদ্বৈ সত্যকামঃ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ' ইত্যাদিদর্শনাৎ। কিং পুনঃ পরং ব্রহ্ম কিমপরং ইতি। উচ্যতে। যত্রাবিদ্যাকৃত-

---

এ কথা কি জন্য বলিতে চাও? রুচি জন্মাইবার জন্য? না অনুচিন্তনের (ধ্যানের) জন্য? ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কথা ব্রহ্মজ্ঞের রুচি উৎপাদন করে; এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ব্রহ্মানুভব বা ব্রহ্ম স্বসম্বেদ্য—তাহা বিদ্যা-সমর্পিত স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতে স্বরূপাবস্থান নামক মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহার জন্য গতি বিধান কেন? তাহা অনাবশ্যক। যে বিজ্ঞান অসাধ্যফল অর্থাৎ যাহা (জ্ঞান) জ্ঞেয়ের স্বরূপাবোধ ব্যতীত অন্য কিছু আধান (উৎপাদন) করে না, জন্মায় না, যাহা কেবল আপনার নিত্য-সিদ্ধ মোক্ষরূপিতা নিবেদন করে, জানায় মাত্র, তাহাতে গতি অনুচিন্তনের (ধ্যানের) অপেক্ষা কি? সে অপেক্ষা উপপন্ন নহে। প্রোক্তকারণে কে-না বলিবে, স্বীকার করিবে যে, অপর বিদ্যাবিষয়েই গতি, পরবিদ্যা-বিষয়ে নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্ম সাধকহিতার্থে পরাপর ভেদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি ও অপরব্রহ্মের লক্ষণ কি তাহা নিশ্চয়রূপে জানা না থাকাতেই অপরব্রহ্মবিষয়োপদিষ্ট গতি ভ্রম বশতঃ পরব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কি তবে পরাপর ভেদে দুই? হাঁ। ব্রহ্ম দ্বিবিধ, পর ও অপর। ইহা "হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার—ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।" ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম কি? তাহা বলিতেছি। যে স্থানে দেখিবে, অবিদ্যাধ্যস্ত নামরূপাদি-বিশেষের প্রতিষেধ হইতেছে, ব্রহ্মকে অস্থূলাদি শব্দে বুঝান হইতেছে, (নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেছে), জানিবে, সেই স্থানের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। ইনিই শ্রুতিবিশেষে সাধক দিগের সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ

নামরূপাদিবিশেষপ্রতিষেধেনাস্থূলাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে তৎ পরম্। তদেব যত্র নামরূপাদিবিশেষেণ কেনচিৎ বিশিষ্টমুপাসনায়োপদিশ্যতে 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ' ইত্যাদিশব্দৈস্তদপরম্। নন্বেবং সত্যদ্বিতীয়শ্রুতিরুপরুধ্যেত। ন। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিকতয়া পরিহৃতত্বাৎ। তস্য ত্বপরব্রহ্মোপাসনস্য তৎসন্নিধৌ শ্রূয়মাণং 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি' ইত্যাদিজগদৈশ্বর্য্যলক্ষণং সংসারগোচরমেব ফলং ভবতি। অনিবর্ত্তিতত্বাদবিদ্যায়াঃ। তস্য চ দেশবিশেষাববদ্ধত্বাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং গমনমবিরুদ্ধম্। সর্ব্বগতত্বেঽপি চাত্মন আকাশস্যেব ঘটাদিগমনে বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিগমনে গমনপ্রসিদ্ধিরিত্যবাদিষ্ম 'তদ্গুণসারত্বাৎ' (ব্র০ সূ০) ইত্যত্র। তস্মাৎ

ব্রহ্মোপাসনার্থ নামরূপাদি বিশেষণে বিশেষিত ও উপদিষ্ট হইয়াছেন, হইয়া 'অপর' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই অপরব্রহ্ম "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভারূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। [নন্বেবং…ইত্যত্র] বলিবে যে তবে (ব্রহ্ম যদি দু-ই হয় তবে) অদ্বয় ব্রহ্মবোধিকা শ্রুতি বাধিত? তাহা বলিতে পারিবে না। সে বিরোধ বা বাধা আবিদ্যক নামরূপাদি উপাধি স্বীকার দ্বারা নিবারিত হয়। (উপাধি সকল আবিদ্যক—মিথ্যা—মিথ্যা দ্বৈতে সত্য অদ্বৈতের ক্ষতি হয় না।) যে যে স্থানে অপরব্রহ্মোপাসনার বিধান হইয়াছে সেই সেই স্থানে অর্থাৎ তৎসন্নিধানেই দেখিতে পাইবে, "তিনি যদি পিতৃলোককামী হন" ইত্যাদি প্রকারে জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তার বা ঐশ্বর্য্যলক্ষণ ফল কথিত হইয়াছে। সে সমস্ত ফলই সংসারমধ্যপাতী—সংসারের অন্তর্গত। অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ বা সম্পূর্ণ অবিদ্যানিবৃত্তি না হওয়ার কারণেই সে সকল সংসারাধিকারের অন্তর্বর্ত্তী। তাঁহাদের সেই সকল ঐশ্বর্য্যফল সীমাবদ্ধ (অসীম নহে), সুতরাং তৎপ্রাপ্ত্যর্থ তাঁহাদের গতি অবিরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্গত বলিয়া জান। আত্মা যদিও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই আছেন, তথাপি, ঘটাদির গমনে তদুপহিত আকাশের গমনের ন্যায় বুদ্ধ্যাদির গমনে আত্মার গমন উপচরিত হওয়া প্রসিদ্ধ আছে। এ কথা আমরা "তদ্গুণসারত্বাৎ" সূত্রে বলিয়াছি, বুঝাইয়া দিয়াছি। [তস্মাৎ…দ্রষ্টব্যম্] অতএব, "কার্য্যং বাদরিঃ" এই পক্ষই সিদ্ধান্ত

'কার্য্যং বাদরিঃ' ইত্যেষ এব পক্ষঃ স্থিতঃ। 'পরং জৈমিনিঃ' (ব্র০ সূ০) ইতি চ পক্ষান্তরপ্রতিপাদনমাত্রপ্রদর্শনং প্রজ্ঞা-বিকাশনায়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা-ঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥*

স্থিতমেতৎ কার্য্যবিষয়া গতি র্ন পরবিষয়েতি। ইদমি-দানীং সন্দিহ্যতে। কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনানবিশেষেণৈবা-

---

অব্রহ্মক্রতবো যান্তি যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্‌যথা।
ব্রহ্মলোকং প্রযান্ত্যন্তি প্রতীকোপাসকাস্তথা ॥

সন্তি হি মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদ্যাঃ প্রতীকবিষয়া বিদ্যাস্তদ্বন্তোঽপ্য-র্চ্চিরাদিমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মোপাসকা ইব গন্তুমর্হন্ত্যনিয়মঃ সর্ব্বাসামিত্যবিশেষেণ

এবং "পরং জৈমিনিঃ" এ পক্ষ পূর্ব্বপক্ষমাত্র। অর্থাৎ শ্রোতার বুদ্ধি বিস্তারের জন্যই প্রোক্ত পক্ষান্তর সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, এ বিষয়ে পক্ষান্তরও উদ্ভাবিত হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত হইল যে, গতি-শাস্ত্র (ব্রহ্মে গমন করে, এই কথা) কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়েই পর্য্যবসিত। সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসক দিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়?

---

* প্রতীকোপাসকান্ নামাদ্যুপাসকান্ বর্জ্জয়িত্বা নয়তি ব্রহ্মলোকমমানবাঃ পুরুষা ইতি বাদরায়ণো মন্যত ইতি শেষঃ। উভয়থাঽদোষাৎ উভয়থাভাবাভ্যুপগমেঽপ্যবিরোধাদিত্যর্থঃ। অনিয়মঃ সর্ব্বাসামিত্যনিয়মাধিকরণে তত্ত্ববিদোঽন্যত্র সর্ব্বোপাসকানাং মার্গোপসংহার উক্ত ইদানীন্তু প্রতীকোপাসকানামেব মার্গো ন সর্ব্বেষামিত্যুভয়থোক্তৌ পূর্ব্বোক্তবিরোধঃ স্যাদিতি মনসি নিধায় তত্রানিয়মঃ সর্ব্বেষামিতি সূত্রে সর্ব্বশব্দস্য প্রতীকোপাসকান্যপরত্বং তেন বিরোধ-পরিহারঃ স্যাদিতি মন্যমান আচার্য্য উভয়থাঽদোষাদিত্যাহ। তৎক্রতুশ্চেতি চো হেত্বর্থে। উভয়থাভাবে তৎক্রতুন্যায়োহেতুরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎক্রতুন্যায়শ্চ যো যৎ ধ্যায়তি স তদাপ্নোতীতি শ্রুতিমূলা প্রসিদ্ধিঃ।—বাদরায়ণ মুনি মনে করেন, প্রতীকোপাসক অর্থাৎ নামাদি উপাসক ব্যতীত সমুদায় উপাসকই অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়। যদিও পূর্ব্বে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে, এখন আবার নিয়ম কথা বলা হইল, হইলেও বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যের সহিত এতদ্বাক্যের বিরোধ হইবেক না। সেস্থানে সর্ব্বশব্দকে "প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য সকলকে" এইরূপে সঙ্কোচ কর (সংকোচ = ব্যাপক অর্থ ভঙ্গ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অর্থে স্থাপন)। করিলে অবিরোধ হইবেক। এ কথা তৎক্রতুন্যায়মূলক। সুতরাং অপ্রমাণ নহে। যে যাহা ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে তাহা পায়, এই শ্রৌত উপদেশ এ স্থলে তৎক্রতুন্যায় নামে পরিচিত।

মানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকমুত কাংশ্চিদেবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। সর্ব্বেষামেবৈষাং বিদুষামন্যত্র পরস্মাদ্ব্রহ্মণো গতিঃ স্যাৎ। তথা হি 'অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্' ইত্যত্রাহবিশেষেণৈবৈষা বিদ্যান্তরেষবতারিতেত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ— অপ্রতীকালম্বনানিতি। প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়তি ব্রহ্মলোকমিতি বাদরায়ণাচার্য্যো মন্যতে। ন হ্যেবমুভয়থাভাবাভ্যুপগমে কশ্চিৎ দোষোঽস্তি। অনিয়মন্যায়স্য প্রতীকব্যতিরিক্তেষ্বপ্যুপাসনেষূপপত্তেঃ। তৎক্রতু-

---

বিদ্যান্তরেষপি গতেরবধারণাৎ। ন চৈষাং পরব্রহ্মবিদামিব গত্যসম্ভব ইতি। ন চ ব্রহ্মক্রতব এব ব্রহ্মলোকভাজো নাতৎক্রতব ইত্যপ্যেকান্তঃ। অতৎক্রতূনামপি পঞ্চাগ্নিবিদাং তৎপ্রাপ্তেঃ। ন চৈতে ন ব্রহ্মক্রতবো মনৌ ব্রহ্মে-

---

কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট নিয়ম) আছে ? (কোন কোন ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়? কি ব্রহ্মবিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয় ?) পাওয়া যায় কি ? পাওয়া যায়, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিতপ্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। তাহাই পূর্ব্বপক্ষ, তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। [প্রতীকালম্বনান্...দ্রষ্টব্যঃ] আচার্য্য বাদরায়ণ (ব্যাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" পরে আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয়প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিও না। অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সূত্র) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত। (এই ১৫ সূত্রের দ্বারা সেই সূত্র সঙ্কোচার্থে পর্য্যবসিত হইবেক)। এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ এক বার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্মলোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বিপ্রকার উক্তি তৎক্রতুন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে, তৎক্রতু-ন্যায়ই ঐ দ্বিপ্রকার বলিবার কারণ। (ক্রতু=সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা। তৎক্রতুন্যায়=যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা

শ্চান্যোভয়থাভাবস্য সমর্থকো হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। যো হি ব্রহ্ম-ক্রতুঃ স ব্রাহ্মমৈশ্বর্য্যমাসীদেদিতি শ্লিষ্যতে 'তং যথা যথোপা-সতে তদেব ভবতি' ইতি শ্রুতেঃ। ন তু প্রতীকেষু ব্রহ্মক্রতু-ত্বমস্তি প্রতীকপ্রধানত্বাদুপাসনস্য। নম্বব্রহ্মক্রতুমানপি ব্রহ্ম গচ্ছতীতি শ্রূয়তে। যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইতি। ভবতু যত্রৈবমাহত্যবাদ উপলভ্যতে। তদ-ভাবে ত্বৌৎসর্গিকেন তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্মক্রতূনামেব তৎ-প্রাপ্তির্নেতরেষামিতি মন্যতে॥ ১৫॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি॥ ১৬॥*

ত্যুপাসীতেত্যাদৌ সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুগমেন তৎক্রতুত্বস্যাপি সম্ভবাৎ। ফলবিশেষস্য ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তাবপ্যুপপত্তেঃ। তস্য সাবয়বতয়োৎকর্ষনিকর্ষসম্ভবাৎ। ইতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে।

পায় এই নিয়ম বা শ্রুতিমূলা যুক্তি) [যো হি...মন্যতে] যে ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মধ্যানী) হয় সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি? পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তাঁহাকে যে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি সেইরূপই হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক—দ্বারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম।) ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় না অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্ম ধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না।) অব্রহ্মধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা শ্রুতিতে আছে সত্য; যথা—ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে—"তাহা ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায়।" ইত্যাদি। পরন্তু থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে সে স্থানে তাহা অবশ্যই হইবেক। যেখানে আহ-ত্যবাদ নাই সে স্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।

---

* বিশেষং প্রতীকতারতম্যেন ফলতারতম্যং, দর্শয়তি বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।—শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রতীক অনুসারে ফলবিশেষ হইয়া থাকে। তাহাতেও বুঝা গেল, প্রতীক-ধ্যায়ী দিগের ব্রহ্মগতি হয় না। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

নামাদিষু প্রতীকোপাসনেষু পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ ফল-বিশেষমুত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্নুপাসনে দর্শয়তি 'যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি মনো বাব বাচো ভূয়ঃ' ইত্যাদিনা। স চায়ং ফলবিশেষঃ প্রতীকতন্ত্রত্বাদুপাসনানা-মুপপদ্যতে। ব্রহ্মতন্ত্রত্বে তু ব্রহ্মণোঽবিশিষ্টত্বাৎ কথং ফল-

---

উত্তরোত্তরভূয়স্ত্বাদব্রহ্মক্রতুভাবতঃ।
প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্মলোকং নামানবোনয়েৎ॥

ভবতু পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামব্রহ্মক্রতূনামপি ব্রহ্মলোকনয়নং বচনাৎ। কিন্তু হি বচনং ন কুর্য্যাদ্ নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ইহ তু তদভাবাৎ তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুতেরৌৎসর্গিক্যাং নাসতি বিশেষবচনেঽপবাদো যুজ্যতে। ন চ প্রতীকোপাসকো ব্রহ্মোপাস্তে সত্যপি ব্রহ্মেত্যনুগমে কিন্তু নামাদিবিশেষব্রহ্মরূপতয়া। তথা চ খল্বয়ং নামাদিতন্ত্রো ন ব্রহ্মতন্ত্রঃ। আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতি হি বৃদ্ধাঃ। ব্রহ্মাশ্রয়শ্চ প্রত্যয়ো নামাদিষু প্রক্ষিপ্ত ইতি নামতন্ত্রঃ। তস্মান্ন তদুপাসকো ব্রহ্মক্রতুঃ কিন্তু নামাদিক্রতুঃ। ন চ ব্রহ্মক্রতুত্বে নামাদ্যুপাসকানামবিশেষাদুত্তরোত্তরোৎকর্ষঃ সম্ভবী। ন চ ব্রহ্মক্রতুস্তদবয়বক্রতুঃ যেন তদবয়বাপেক্ষয়োৎকর্ষোবর্ণ্যেত। তস্মাৎ প্রতীকালম্বনান্ বিদুষো বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বনান্নয়ত্যমানবো ব্রহ্মলোকম্। ন হ্যেবমুভয়থা ভাব উভয়থার্থত্বে কাংশ্চিৎ প্রতীকালম্ব-

---

নাম ও বাক্য প্রভৃতি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন। যে স্থানে সে সকলে উপাসনার বিধান হইয়াছে, সেই স্থলেই দেখা যায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর প্রতীক উপাসনার ফল অধিক। একরূপ ফল নহে, প্রতীক অনুসারে বিভিন্ন। যথা—"নামধ্যাতা যখন নামত্ব পায় তখন তাহার তদুপযুক্ত কামচারতা জন্মে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, উপাসক যখন তাহাতে অবস্থান করে তখন সে তদনুরূপ কামচারী হয়। মন বাক্য অপেক্ষা বড়—" ইত্যাদি। এখানে দেখ, প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইতেছে। হওয়াই সঙ্গত। কারণ, প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান। * এ সকল উপাসনা ব্রহ্মপ্রধান হইলে

---

* নাম প্রভৃতিতে যে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যস্ত করিয়া উপাসনা করিবার বিধান আছে তাহা প্রতীক উপাসনা নামে খ্যাত। ঐ সকল উপাসনা সাক্ষাৎব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রহ্মবুদ্ধি ব্রহ্মে সমর্পিত না হইয়া নামাদিতে সমর্পিত হয়, কাযেই তাহাতে ব্রহ্ম অপ্রধান ও নাম প্রধান হয়।

বিশেষঃ স্যাৎ। তস্মান্ন প্রতীকালম্বনানামিতরৈস্তুল্যফলত্ব-মিতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

নান্ন নয়তি বিকারালম্বনান্ বিদুষস্তু নয়তীত্যভ্যুপগমে কশ্চিদ্দোষোঽস্ত্যনিয়মঃ সর্ব্বেষামিত্যস্য ন্যায়স্যেতি সর্ব্বমবদাতম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

ফলবিশেষ হইবে কেন? ব্রহ্ম ত অবিশিষ্ট—একরূপ? সেই জন্যই বলা যায় যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অর্থাৎ প্রধানরূপে ব্রহ্মক্রতু হইতে পারিলেই তাহারা ব্রহ্মলোকগামী হয়।

চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥*

'এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিং দেবলোকাদ্যুপভোগস্থানেষ্বিবাগন্তুকেন

প্রাগভূতস্য নিষ্পত্তৌ কর্তৃত্বং ন সতো যতঃ।
ফলত্বেন প্রসিদ্ধেশ্চ মুক্তেরূপান্তরোদ্ভবঃ ॥

অভূতস্য ঘটাদের্ভবনং নিষ্পত্তির্ন পুনরত্যন্তসতোঽসতো বা। ন জাতু গগনতৎকুসুমে নিষ্পদ্যেতে। স্বরূপাবস্থানঞ্চেদাত্মনো মুক্তির্ন সা নিষ্পদ্যেত। তস্য গগনবদত্যন্তসতঃ প্রাগসত্ত্বাভাবাৎ। ন চাস্য বন্ধাভাবো নিষ্পদ্যতে তস্য তুচ্ছস্বভাবস্য কার্য্যত্বেনাতুচ্ছত্বপ্রসঙ্গাৎ ফলত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ মোক্ষস্যাঽকার্য্যস্য

"এই সম্প্রসাদ (উপাধিকালুষ্যরহিত আত্মা। পক্ষে সুষুপ্ত জীব) এ শরীর হইতে সম্যকরূপে উত্থিত হইয়া (এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া। পক্ষান্তরে বিদেহ হইয়া) পরম জ্যোতিতে সম্পন্ন হন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন,

---

* স্বেনশব্দাৎ স্বেনরূপেণেতি বিশেষণাৎ অভিনিষ্পদ্যত ইত্যস্যাবির্ভাবার্থতা ন তূৎপত্ত্যর্থতা। অভিনিষ্পত্তিঃ সাক্ষাৎকারবৃত্ত্যভিপ্রায়োবন্ধধ্বংসজন্মন্যোপচারিকীতি বাদরায়ণেরভিসন্ধিঃ।—সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্ত জীব ও মুক্ত আত্মা। কিন্তু এখানে মুক্ত আত্মা। সম্প্রসাদ অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মা স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, এই শ্রুত্যুক্ত কথার ভাবার্থে এই সংশয় হইতে পারে যে, মোক্ষ হইলে আত্মা কি কোনরূপ বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট হন? কি নির্দ্ধর্ম্মক কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন? (কেবলনির্দ্ধর্ম্মকতাই আত্মার স্বরূপ, বুদ্ধি উপধানে তাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, মুক্তিতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। তাহাই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।) সংশয়ের উচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত করণার্থ বলা হইল—শ্রুতিতে 'স্বেন রূপেণ' বিশেষণ দেওয়ায় বুঝা যাইতেছে—আত্মা তখন সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বির্জ্জিত কেবলাত্মরূপেই অভিনিষ্পন্ন হন। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

কেনচিদ্বিশেষেণাভিনিষ্পদ্যতে। আহোস্বিদাত্মমাত্রেণেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। স্থানান্তরেম্বিবাগন্তুকেন কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। মোক্ষস্যাপি ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অভিনিষ্পদ্যত ইতি চোৎপত্তিপর্য্যায়ত্বাৎ। স্বরূপমাত্রেণ চেদভিনিষ্পত্তিঃ পূর্ব্বাস্ববস্থাসু স্বরূপানপায়াদ্বিভাব্যেত। তস্মাদ্বিশেষেণ কেন-

ফলত্বানবক্লৃপ্তমাদাগন্তুনা রূপেণ কেনচিদুৎপত্তৌ স্বেনেতি প্রাপ্তমনূদ্যত ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

সম্ভবত্যর্থবত্ত্বে হি নানর্থক্যমুপেয়তে।
বন্ধস্য সদসত্ত্বাভ্যাং রূপমেকং বিশিষ্যতে॥

হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন *।" এই একটী শ্রুতি আছে। ইহাতে সংশয়—স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, কথাটার অর্থ কি? (জন্মাদির দ্বারা আপনার কোন রূপান্তর হইলে তাহা অভিনিষ্পত্তিশব্দের অভিধেয় হইতে পারে। যেমন বলা যায়, মানুষ দেবজন্ম লাভ করিয়া দেবরূপে অভিনিষ্পন্ন হইয়াছে। কিংবা প্রকৃতিস্থ লোক বিকারযোগে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, পরে বিকার অপনীত হওয়ায় সে যেমন ছিল তেমনিই হইয়াছে, তাদৃশ স্থলেও স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব "স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" কথার কোন এক প্রকার আগন্তুক রূপ হওয়া ও স্বাত্মরূপে অবস্থান অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনি হওয়া, এই দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। কাযেই সংশয় হয়—মোক্ষ হইলে কি হয়? মোক্ষে কি কোন প্রকার ভোগপ্রদ আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র আত্মভাব (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব) প্রকটিত হয়? যেমন দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি স্বর্গস্থানে জন্মগ্রহণ করিলে বিশেষ বিশেষ আগন্তুক রূপ জন্মে, তেমনি, মোক্ষ হইলেও কি কোন প্রকার আগন্তুক রূপ জন্মে? কি মাত্র অনাত্মভাব ত্যাগ করিয়া আত্মভাবে অবস্থান করে?) [কিন্তাবৎ...নিষ্পদ্যত] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—স্থানান্তরে অর্থাৎ দেবাদি লোকে যেমন আগন্তুক রূপ জন্মে তেমনি মোক্ষেও কোন এক আগন্তুক রূপ জন্মে। মোক্ষও ফল, তাহারও ফলত্ব প্রসিদ্ধ আছে। (যাহা যাহা জন্মে তাহা

* অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। অভিনিষ্পন্ন হন কিনা উৎপন্ন হন। স্বরূপে উৎপন্ন হন, এ কথা শুনিলে অবশ্যই শ্রোতার মনে "স্বরূপ ছিল না হইল," এইরূপ অর্থ আরোহণ করিবে। স্বরূপাবস্থানরূপিণী মুক্তি অভিনবরূপে জন্মগ্রহণ করে, ইহা সত্য হইলে মুক্তিকামনা বৃথা হয়। কেননা তাহা জন্মবান্ বলিয়া নশ্বর। কাযেই মুক্তিবিষয়ক বিচার আবশ্যক।

চিদভিনিষ্পদ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। কেবলেনৈবাত্মনাবির্ভবতি ন ধর্ম্মান্তরেণেতি। কুতঃ। স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি স্বশব্দাৎ। অন্যথা হি স্বশব্দেন বিশেষণমনবকৢপ্তং স্যাৎ। নন্বাত্মীয়াভিপ্রায়ঃ স্বশব্দো ভবিষ্যতি। ন। তস্যাবচনীয়ত্বাৎ। যেনৈব হি কেনচিদ্রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে তস্যৈবাত্মীয়ত্বাপত্তেঃ স্বেনেতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। আত্মবচনতা-

---

অনধিগতাববোধনং হি প্রমাণং শাব্দমগত্যা কথঞ্চিদনুবাদতয়া বর্ণ্যতে। সকলসাংসারিকধর্ম্মাপেতস্ত প্রসন্নমাত্মরূপমপ্রসন্নাৎ তস্মাদেব রূপাৎ ব্যাবৃত্তমনধিগতমববোধয়ন্নানুবাদোযুজ্যতে। ন চাস্য নিষ্পত্ত্যসম্ভবঃ সত ইব ঘটাদে সাম্ব্যবহারিকেণ প্রমাণেন বন্ধবিগমস্যাপি নিষ্পত্তের্লোকসিদ্ধত্বাৎ। বিচারা-

---

তাহাই ফল। মোক্ষও সাধনপ্রভাবে জন্মে; সেই কারণে মোক্ষও ফল) অপিচ, "অভিনিষ্পদ্যতে" এই কথাটী উৎপত্তিসমানার্থক। অভিনিষ্পত্তি, উৎপত্তি, জন্ম, এ সকল পর্য্যায় শব্দ; সুতরাং ঐ সকল কথার অর্থের প্রভেদ নাই। তাহাতেও বুঝা যায়, মোক্ষে স্বরূপাতিরিক্ত কোন কিছু জন্মে। যদি স্বরূপে অবস্থানই অভিনিষ্পত্তি, এরূপ হয় তাহা হইলে মুক্তির পূর্ব্বেও স্বরূপ থাকায় তখনও তাহা বিভাবিত (স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন বা লব্ধমোক্ষ বলিয়া পরিগণিত) হইতে পারে। অতএব, প্রতীত হইতেছে যে, অভিনিষ্পদ্যতে কথায় অবশ্যই কোন বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপাতিরিক্ত ধর্ম্মের গ্রহণ হইয়াছে। "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ আত্মা স্বসম্পর্কীয় কোন এক বিশেষরূপে উৎপন্ন হন। [ইত্যেবং প্রাপ্তে⋯স্যাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিক্ষেপার্থ বলা যাইতেছে—যাহা কেবল আত্মভাব—জ্ঞানী তাহাতেই আবির্ভূত হন, ধর্ম্মান্তরে আবির্ভূত হন না। কারণ এই যে, শ্রুতি "স্বেন-রূপেণ—আপনার যেরূপ সেই রূপে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মান্তরে বা রূপান্তরে আবির্ভূত হইলে "স্বেন রূপেণ" এরূপ কথা বলিতেন না। অর্থাৎ স্বশব্দের প্রয়োগ করিতেন না। করিলেও তাহা নিরর্থক হইত। [নন্বাত্মী... আহ] যদি বল শ্রুতি আত্মীয় (আত্মসম্বন্ধীয়) অর্থে স্ব-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মা, আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি, স্ব-শব্দের এত গুলি অর্থ আছে তন্মধ্য হইতে আত্মীয় অর্থে স্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে,—অন্যান্য অর্থের ব্যাবর্ত্তনার্থ "স্বেন" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, তাহা বলিতে বা "স্বেন" শব্দ বিশেষণ দিতে হয় না। না বলিলেও অর্থাৎ

য়াস্ত্বর্থবৎ। কেবলেনৈবাত্মরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণাপীতি। কঃ পুনর্বিশেষঃ পূর্বাস্ববস্থাস্বিহ চ স্বরূপানপায়সাম্যে সতি ইত্যত আহ॥ ১॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ॥ ২॥*

যোঽত্রাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুক্তঃ স পূর্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ শুদ্ধেনৈবাত্মনাঽবতিষ্ঠতে পূর্বত্রান্ধো ভবত্যপি রোদিতীব বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি চ অবস্থাত্রয়কলুষিতেনাত্মনা ইত্যয়ং

সহিতয়া ত্বসিদ্ধিরুভয়ত্রাপি তুল্যা। ন হ্যসদুৎপত্তুমর্হতীত্যসকৃদাবেদিতম্। অন্ধোভবতীতি স্বপ্নাবস্থা দর্শিতা। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবাৎ। রোদিতীবেতি জাগ্রদবস্থা। দুঃখশোকাদ্যাত্মকত্বাৎ। বিনাশমেবাপীত ইতি সুষুপ্তিঃ। এবকারশ্চেনার্থে নাবধারণে।

জাগরিতে হ্যান্ধ্যাদিদেহধর্মবান্ ভবতি স্বপ্নে তু হত ইব কেনচিৎ। অপি চ পুত্রাদিনাশাদ্রোদিতীব ভবতি। সুষুপ্তৌ তু বিশেষাজ্ঞানাদ্বিনষ্ট ইবেতি বন্ধ-

স্বশব্দের প্রয়োগ না করিলেও তাহা পাওয়া যায়। আত্মা যখন যে-কোন-রূপে নিষ্পন্ন হউন না কেন সমস্তই তাঁহার স্বীয়। অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং সে জন্য "স্বেন" বিশেষণ দিতে হয় না। দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং স্বশব্দের আত্মবাচিতা স্বীকার করিলে বিশেষণের স্বার্থক্য লাভ হইতে পারে। যাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিত রূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, অন্য কিছু হয় না। নূতন বা আগন্তুক কোন ধর্মের উৎপত্তি হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষে যদি নূতন কিছু না হয়, তবে পূর্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তর দানার্থ বলিতেছেন—

যিনি অভিনিষ্পন্ন হন তিনি ইদানীং বিমুক্ত। পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, এখন বিমুক্ত। পূর্বের বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, এখন নিতান্ত শুদ্ধ। অজ্ঞতা বশতঃ পূর্বে অন্ধতা প্রভৃতি দেহধর্মের ধর্মী হইয়াছিলেন, পুত্র-কলত্রাদির বিনাশে রোদন করিতেন, যেন অন্য কর্তৃক হত হইতেন, এখন

* য অভিনিষ্পদ্যতে স মুক্তঃ বিগলিতবন্ধনঃ নির্দ্দুঃখ ইতি যাবৎ। এতচ্চ প্রতিজ্ঞানাৎ বিজ্ঞায়তে। প্রাক্ বন্ধদশায়াং কলুষিতাত্মনাসীৎ ইদানীং বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রদ্যোতমানপূর্ণানন্দাত্মনাবতিষ্ঠত ইতি বন্ধমোক্ষয়োর্ভেদঃ।—যিনি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন তিনি মুক্ত অর্থাৎ বিগলিতসংসারবন্ধন বা দুঃখশোকাদিপরিহীন। ইহা শ্রুতির প্রতিজ্ঞা-বাক্যে অবধারিত হয়।

বিশেষঃ। কথং পুনরবগম্যতে মুক্তোঽয়মিদানীং ভবতীতি। প্রতিজ্ঞানাদিত্যাহ। তথাহি, 'এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইত্যবস্থাত্রয়দোষবিহীনমাত্মানং ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায় 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি চোপন্যস্য 'স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ' ইতি

দশায়াং কলুষিতাত্মনা তিষ্ঠতি, মোক্ষে তু বিগলিতাখিলদুঃখঃ পরিতঃ প্রদ্যোতমানপূর্ণানন্দাত্মনাবতিষ্ঠত ইতি মহান্ বিশেষ ইত্যর্থঃ। কার্য্যগোচরমিতি কার্য্যপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

আর তাঁহার সে সকল নাই। পূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্তে কালুষ্য কবলিত ছিলেন, এখন তিনি প্রোক্ত তিন অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, হইয়া শুদ্ধ কেবল নির্দুঃখ ও পূর্ণানন্দস্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই বিশেষ—বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার প্রভেদ *। [কথং... জ্ঞানম্] তিনি এখন মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ অবস্থাত্রয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ইহা কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। শ্রৌত প্রতিজ্ঞাই ঐ অববোধের মূল। শ্রুতির প্রতিজ্ঞা পর্য্যালোচন করিলে ঐ অর্থই প্রতীত হয়। যথা—শ্রুতি প্রথমতঃ "তোমাকে পুনর্ব্বার ইঁহার কথা বলিতেছি।" এই বলিয়া অবস্থা ত্রয় বিনির্ম্মুক্ত আত্মার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতির বক্তব্য কি? বক্তব্য—অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মা বলা অর্থাৎ বুঝাইয়া দেওয়া। সুতরাং তাহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বলিয়াছেন "শরীর ও শরীরধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে তখন আর তাঁহাকে প্রিয় অপ্রিয় (সুখ দুঃখ) স্পর্শ করে না।" অনন্তর তিনি (শ্রুতি) এই বলিয়া প্রকরণ সমাপ্ত করিয়াছেন—"স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সে-ই উত্তম পুরুষ।" এতৎ প্রসঙ্গে যে আখ্যায়িকা অভিহিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভেও মুক্তাত্মা বুঝাইবার

* যাহা সংসারাবস্থা তাহাই বদ্ধাবস্থা। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এ তিনটী সংসারাবস্থার ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ হইলে চতুর্থ, তুরীয় ও মুক্ত হয়। শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্মযাথার্থ্য প্রতিভাত হইলে তুরীয় বা মুক্তাবস্থা আইসে। তখন আর জাগ্রতের, স্বপ্নের ও সুষুপ্তির কালুষ্য তাহাকে স্পর্শ করে না। জাগ্রতে দেহের আত্মা ও বাধির্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম আপনাতে অঙ্গীকার করিয়া, মানিয়া লইয়া, দুঃখী হইতেন। শোকে অস্থির হইয়া রোদন করিতেন এবং স্বপ্নেও মৃতকল্প ও সুষুপ্তিতে বিনষ্টপ্রায় হইতেন। সে সকল দোষ এখন উন্মার্জ্জিত হইয়াছে, এখন তিনি নিতান্ত নির্ম্মল নির্দুঃখ সর্ব্বব্যাপী ও পরিপূর্ণানন্দ।

চোপসংহরতি। তথাখ্যায়িকোপক্রমেঽপি 'য আত্মাঽপহত-পাপ্মা' ইত্যাদি মুক্তাত্মবিষয়মেব প্রতিজ্ঞানম্। ফলত্বসিদ্ধি-রপি মোক্ষস্য বন্ধননিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা নাপূর্ব্বোপজনাপেক্ষা। যদপ্যভিনিষ্পদ্যত ইত্যুৎপত্তিপর্য্যায়ত্বং তদপি পূর্ব্বাবস্থা-পেক্ষম্। যথা রোগনিবৃত্তাবরোগোঽভিনিষ্পদ্যত ইতি ত-দ্বৎ। তস্মাদদোষঃ ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩

কথং পুনর্মুক্ত ইত্যুচ্যতে 'যাবতা পরং জ্যোতিরুপস-ম্পদ্য'. ইতি কার্য্যগোচরমেবৈনং শ্রাবয়তি। জ্যোতিঃশব্দস্য

নন্থ জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যশ্রবণাৎ স্বরূপনিষ্পত্তেরন্যা জ্যোতিরুপসম্পত্তিস্তথা চ ভৌতিকত্বেঽপি ন মোক্ষব্যা-

---

প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। যথা—"যাহা আত্মা তাহা পাপতাপাদিপরিশূন্য—" ইত্যাদি। [ফলত্ব...দোষঃ] মোক্ষও ফল অর্থাৎ শমদমাদি সাধনানন্তর জন্মে বা হয়, এ কথা বা এ রহস্য মাত্র বন্ধননিবৃত্তিসাপেক্ষ। অর্থাৎ বন্ধন নিবৃত্তি হইলেই স্বরূপভূত মোক্ষ সিদ্ধ হইয়াছে বা জন্মিয়াছে বলিয়া গণ্য হয়। ছিল না হইল, মোক্ষে এমন কোন ধর্ম্ম প্রসাধিত হয় না। অর্থাৎ জন্মে না। অভিনিষ্পদ্যতে—অভিনিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদিও উৎপত্তিবাচী, উৎপত্তির নামান্তর, তথাপি, রোগনিবৃত্তি হইলে অরোগ নিষ্পন্ন হয়, এ কথা যদ্রূপ, বন্ধননিবৃত্তি হইলে স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়, এ কথাও তদ্রূপ জানিবে। অর্থাৎ ঐ অভিনিষ্পত্তিশব্দ উপচারক্রমে প্রয়ো-জিত হইয়াছে, ইহা অবধারণ করিবে। অতএব, সিদ্ধ বা স্বরূপভূত মোক্ষে উৎপত্তিবাচী শব্দের প্রয়োগ কোনও প্রকারে দোষাবহ নহে।

যে স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয় সে মুক্ত, এ কথা বলিতে পার না। বলিলে, সঙ্গত হয় কৈ? শ্রুতি বলিয়াছেন, জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়, হইয়া

---

* জ্যোতিরুপসম্পদ্য ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেনাত্মা বেদ্যতে ন ভৌতিকং তেজোভূতম্। হেতুমাহ—প্রকরণাদিতি। পরমাত্মপ্রকরণোক্তো জ্যোতিঃশব্দঃ পরমাত্মপর এব ন তদ্ভূপর ইত্যভিপ্রায়ঃ।—পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য—পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া—এ স্থলে জ্যোতিঃশব্দ তেজোভূত অর্থে প্রয়োজিত হয় নাই, পরমাত্মা অর্থেই প্রয়োজিত হইয়াছে। কারণ, ঐ কথা পরমাত্মার প্রস্তাবে অভিহিত।

ভৌতিকজ্যোতিষি রূঢ়ত্বাৎ। ন চানতিবৃত্তো বিকারবিষয়াৎ কশ্চিদ্বিমুক্তো ভবিতুমর্হতি, বিকারস্যার্ত্তত্বপ্রসিদ্ধেরিতি। নৈষ দোষঃ। যত আত্মৈবাত্র জ্যোতিঃশব্দেনাবেদ্যতে প্রকরণাৎ। 'য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ' ইতি প্রকৃতে পরস্মিন্নাত্মনি নাকস্মাৎ ভৌতিকং জ্যোতিঃ শক্যং গ্রহীতুম্। প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। জ্যোতিঃশব্দস্ত্বাত্মন্যপি দৃশ্যতে

ঘাতঃ। ভবেদেতদেবং যদি জ্যোতিরূপসম্পদ্য তৎ পরিত্যজেদিতি শ্রূয়েত। তদধ্যাহারেঽপি তৎপ্রতিপাদনবৈয়র্থ্যং তদপরিত্যাগে চ জ্যোতিষৈব যেন রূপেণেতি গম্যতে। তস্য চ ভূতত্বে বিকারত্বাৎ মরণধর্ম্মকত্বপ্রসিদ্ধেরমুক্তিত্বমিতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে।

জ্যোতিষ্পদস্য মুখ্যত্বং ভৌতিকে যদ্যপি স্থিতম্।
তথাপি প্রক্রমাদ্বাক্যাদাত্মন্যেবাঽত্র যুজ্যতে॥

পরং জ্যোতিরিতি হি পরপদসমভিব্যাহারাৎ পরত্বস্য চানপেক্ষস্য ব্রহ্মণ্যেব প্রবৃত্তের্জ্জ্যোতিষি চাপরে কিঞ্চিদপেক্ষ্য পরত্বাৎ পরং জ্যোতিরিতি বাক্যাদাত্মৈবাত্র গম্যতে। প্রকরণঞ্চোক্তম্। যৎ সম্পদ্য নিষ্পদ্যত ইতি তন্মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ। তস্মাৎ জ্যোতিরূপসম্পন্নো মুক্ত ইতি স্থক্তম্।

স্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। জ্যোতিঃ বলিলে ভৌতিক জ্যোতিঃই (পঞ্চভূতের অন্তর্গত তেজোভূত) বুঝায়, তৎপ্রাপ্তে মুক্তিসম্ভাবনা কি? বিকার অর্থাৎ জন্য পদার্থের অধিকার অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। বিকার যে অস্থায়ী, নশ্বর, তাহা সর্ব্ববিদিত। সেই জন্য বিকার প্রাপ্তে অমুক্ত—মুক্ত নহে। [নৈষ দোষঃ...ইত্যত্র] সত্য বটে; পরন্তু "জ্যোতিরূপসম্পদ্য" কথায় ঐ দোষ হয় না। কারণ এই যে, উক্ত স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে ভৌতিক জ্যোতিঃ বুঝায় না; কিন্তু আত্মা বুঝায়। আত্মা বুঝাইবার কারণ—উহা আত্মপ্রকরণে অভিহিত। শ্রুতি "যে আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ও অমর—" এবংক্রমে পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া তদ্বোধার্থ জ্যোতিঃশব্দ বলিয়াছেন সে জ্যোতিঃশব্দে আত্মা ব্যতীত অন্য অর্থের (তেজোভূতের) গ্রহণ করিতে পার না। করিলে প্রস্তাব হানি ও অপ্রস্তাবিত কথার আগমন এই দুই দোষ হইবে। শ্রুত্যন্তরেও আত্মায় জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"দেবতারা সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ

'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ইতি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ জ্যোতির্দর্শনাৎ (ব্র০ সূ০) ইত্যত্র ॥ ৩ ॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥*

পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে যঃ স কিং পরস্মাদাত্মনঃ পৃথগেব ভবত্যুতাঽবিভাগেনৈবাবতিষ্ঠত ইতি বীক্ষায়াং 'স তত্র পর্য্যেতি' ইত্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যনির্দ্দেশাৎ 'জ্যোতিরুপসম্পদ্য' ইতি চ কর্ত্তৃকর্ম্মনির্দ্দেশাদ্ভেদেনৈবাবস্থানমিতি যস্য মতিস্তং ব্যুৎপাদয়তি। অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে। কুতঃ। দৃষ্টত্বাৎ। তথা হি 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' 'ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি'

যদ্যপি জীবাত্মা ব্রহ্মণো ন ভিন্ন ইতি তত্র তত্রোপপাদিতং তথাপি স তত্র

উপাসনা করেন।" এ কথা "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" সূত্রে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে।

স্বরূপনিষ্পন্ন অর্থাৎ মুক্তাত্মা কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন? কি অবিভক্ত (একীভূত) হন? বিচার করিতে গেলে প্রথমতঃ পাওয়া যায়, পৃথক্ অবস্থান করেন। কারণ, "তিনি তাঁহাতে পরিক্রম করেন" এই শ্রুতি মুক্ত পুরুষকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আধার ও আধেয় এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। "জ্যোতিরুপসম্পদ্য—জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া" এ শ্রুতিও মুক্ত পুরুষকে কর্ত্তা ও জ্যোতির্নামক পরমাত্মাকে কর্ম্ম ('সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়ার কর্ম্ম) বলিয়াছেন। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক নহে; কিন্তু ভিন্ন। কদাচিৎ কাহার ঐরূপ সংশয় হইতে পারে; সে জন্য অর্থাৎ তাহাদের সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য সূত্রকার ব্যাস বলিতেছেন—মুক্ত পুরুষ পৃথক্ অবস্থান করেন না, পরমাত্মায় অবিভক্ত (একীভূত) হন। এতৎসিদ্ধান্তের সাধক হেতু—দর্শন অর্থাৎ শ্রৌত বিজ্ঞান। শ্রুতি দেখাইয়াছেন—মুক্ত পুরুষ অবিভক্ত অর্থাৎ একাদ্বয় হন। [তথাহি...,

* অবিভক্ত এব পরমাত্মনা ব্যবতিষ্ঠতে মুক্তঃ। দর্শয়ন্তি হি শ্রুতিবাক্যানি মুক্তস্য তথাত্বেনাবস্থানম্।—মুক্ত হইলে আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়। তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। (পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে বিভক্তের ন্যায় হইয়াছিলেন, সম্প্রতি উপাধিবিগমে যে-পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হইলেন)।

'ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ' ইত্যেবমাদীনি বাক্যান্যবিভাগেনৈব পরমাত্মানং দর্শয়ন্তি। যথাদর্শনমেব চ ফলং যুক্তং তৎক্রতুন্যায়াৎ। 'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি' 'এবং মুনের্ব্বিজানতঃ' 'আত্মা ভবতি গৌতম' ইতি চৈবমাদীনি মুক্তস্বরূপনিরূপণপরাণি বাক্যান্যবিভাগমেব দর্শয়ন্তি নদীসমুদ্রাদিনিদর্শনানি চ। ভেদনির্দ্দেশস্তুভেদেঽপ্যুপচর্য্যতে। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি 'স্বে মহিম্নি' ইতি 'আত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ' ইতি চৈবমাদিদর্শনাৎ॥ ৪॥

পর্য্যেতীত্যাধারাধেয়ভাবব্যপদেশস্য সম্পত্তৃসম্পত্তব্যভাবব্যপদেশস্য চ সমাধানার্থমাহ।

দর্শনানি চ] "তৎ ত্বং অসি—সেই ব্রহ্ম তুমি" "অহং ব্রহ্ম অস্মি—আমি ব্রহ্ম" "যাঁহাতে অন্য দর্শন নাই" "তিনি সদ্বিতীয় নহেন" "যে-কিছু বিভক্ত—ভিন্ন ভিন্ন—সমস্তই ব্রহ্মভিন্ন। (যাহা ব্রহ্মভিন্ন তাহা মিথ্যা বা কল্পিত)।" এই সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের অভিভক্ততা (একাকারতা) দেখাইয়াছেন। ভাবনানুরূপ ফল হওয়া তৎক্রতুন্যায়সিদ্ধ। (যে যেরূপ ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে সেইরূপ হয়, ইহাই তৎক্রতু ন্যায়ের লক্ষণ। তৎক্রতুন্যায়ের বিস্তৃত আকার পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।) "যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশাইলে এক হইয়া যায় মননশীল জ্ঞানীর আত্মাও সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে অভিভক্ত হইয়া যায়।" এই মুক্তাত্মনিরূপক বাক্য ও এতদনুরূপ অন্যান্য বাক্য মুক্তাত্মার সহিত পরমাত্মার অবিভাগ দেখাইয়াছেন এবং তাহারই অনুকূলে নদীসমুদ্রাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। (নদীর জল সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্রতাই প্রাপ্ত হয়)। [ভেদ...দর্শনাৎ] কোন কোন শ্রুতিতে ভেদ নির্দ্দেশ (মুক্তাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নহে, কিন্তু ভিন্ন, এই ভাবের কথা) আছে বটে; কিন্তু সে নির্দ্দেশ ঔপচারিক। উপচার ব্যতীত অভেদে ভেদনির্দ্দেশ হয় না। "হে ভগবন্! তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন "আপন মহিমায়"। "তিনি আত্মরতি আত্মকাম আত্মক্রীড়—" ইত্যাদি শ্রুতিতেও দেখা যায়, আত্মাদ্বৈত পক্ষই বেদের অভিপ্রেত।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥*

স্থিতমেতৎ 'স্বেন রূপেণ' ইত্যত্রাত্মমাত্রস্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণেতি। অধুনা তু তদ্বিশেষবুভুৎসায়ামভিধীয়তে। স্বমস্য রূপং ব্রাহ্মমপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ তেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ। উপন্যাসাদিভ্যস্তথাত্বাবগমাৎ। তথা হি 'এষ আত্মাপহতপাপ্মা' ইত্যাদিনা 'সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' ইত্যেবমন্তেনোপ-

---

উপন্যাস উদ্দেশো জ্ঞাতস্য যথা য আত্মাঽপহতপাপ্মেত্যাদিঃ। তথাঽজ্ঞাতজ্ঞাপনং বিধিঃ। যথা স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ রমমাণ ইতি। তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যেতদজ্ঞাতজ্ঞাপনং বিধিঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর ইতি ব্যপদেশঃ। নায়মুদ্দেশো বিধেয়ান্তরাভাবাৎ। নাপি বিধিরপ্রতিপাদ্যত্বাৎ। সিদ্ধবদব্যপদেশাৎ তন্নির্ব্বচনসামর্থ্যাদয়মর্থঃ প্রতীয়তে ত এতে উপন্যাসাদয়ঃ। এতেভ্যোহেতুভ্যঃ।

সিদ্ধান্ত হইল যে, মোক্ষে আত্মা মাত্র আত্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন্, অপর কোন আগন্তুক রূপ বা ধর্ম্ম তাঁহাতে থাকে না বা হয় না। এই স্থানে অবশ্যই তত্ত্ববুভুৎসুর তদ্বিষয়ক বিশেষ ভাব অর্থাৎ সেই আত্মরূপ কিম্বিধ তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। ব্যাস তদর্থ সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন—এ সম্বন্ধে জৈমিনি বলেন, মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহা নিষ্পাপাদি ও সত্যসংকল্পান্ত বিশেষণে অন্বিত। অপিচ, তাহা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি নামের উপযোগী। শ্রৌত উপন্যাস (যাহা আত্মা তাহা নিষ্পাপ, ইত্যাদিবিধ বর্ণনা) ও উদ্দেশ (তিনিই অন্বেষণীয় ইত্যাদি বিধ উল্লেখ) পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাই অবগত হওয়া যায়। [তথাহি···ভবিষ্যন্তীতি] যথা— "এই আত্মা নিষ্পাপ—" এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যকাম ও সত্যসংকল্প" এতদন্ত বাক্যসন্দর্ভ (শব্দবিন্যাসপরিপাটী) মুক্তাত্মার তদা-

---

* মুক্তো ব্রাহ্মেণ রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি জৈমিনির্মেনে। তত্র 'হেতুরুপন্যাসাদিঃ। বিধ্যর্থ উদ্দেশ উপন্যাসঃ এষ আত্মেত্যাদিঃ। আদিশব্দাৎ বিধিব্যপদেশো গৃহ্যতে। স চ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিঃ।—জৈমিনি মুনি বলেন, শ্রুতির উপন্যাস (শব্দবিন্যাস) অর্থাৎ বিধানার্থ ধর্ম্ম বিশেষের উদ্দেশ (উল্লেখ) ও বিধিসদৃশ বাক্যপরিপাটী অনুসারে স্থির হয় যে মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। ব্রাহ্ম=ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। তাহা নিষ্পাপ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি।

স্থাসেনৈবমাত্মকতামাত্মনো বোধয়তি। তথা ‘স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ’ ইত্যৈশ্বর্য্যরূপমাবেদয়তি। ‘তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি’ ইতি চ। ‘সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ’ ইত্যাদিব্যপদেশাশ্চৈবমুপপন্না ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥*

যদ্যপ্যপহতপাপ্মত্বাদয়ো ভেদেনৈব ধর্ম্মা নির্দ্দিশ্যন্তে

ভাবাভাবাত্মকৈ রূপৈর্ভাবিকৈঃ পরমেশ্বরঃ।
মুক্তঃ সম্পদ্যতে স্বৈরিত্যাহ স্ম কিল জৈমিনিঃ ॥

ন চ চিৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবাত্মানোঽপহতপাপ্মত্বাদযো ভাবাত্মানশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো ধর্ম্মা অদ্বৈতং ঘ্নন্তি। নো খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভিদ্যন্তে। মা ভূদগ্যাশ্ববদ্ধর্ম্মিধর্ম্মভাবাভাব ইতি জৈমিনিরাচার্য্য উবাচ।

অনেকাকারতৈকস্য নৈকত্বান্নৈকতা ভবেৎ।
পরস্পরবিরোধেন ন ভেদাভেদসম্ভবঃ ॥

ন হ্যেকস্যাত্মনঃ পারমার্থিকানেকধর্ম্মসম্ভবঃ। ন চেদাত্মনোভিদ্যন্তে দ্বৈতাপত্তেরদ্বৈতশ্রুতয়োব্যাবর্ত্তেরন্। অথ ন ভিদ্যন্তে তত একস্মাদাত্মনোঽভেদান্মিথোঽপি ন ভিদ্যেরন্। আত্মরূপবৎ। আত্মরূপং বা ভিদ্যেত। ভিন্নেভ্যোঽনন্যত্বান্নীলপীতরূপবৎ। ন চ ধর্ম্মণ্যাত্মনো ন ভিদ্যন্তে মিথস্তু ভিদ্যন্ত ইতি সাম্প্রতম্। ধর্ম্ম্যভেদেন তদনন্যত্বেন তেষামপ্যভেদপ্রসঙ্গাৎ।

ত্মকতা বুঝাইযা দিতেছে। অপিচ “তিনি সেই কালে পরিক্রম করেন বা তাদৃক্ ভাব প্রাপ্ত হন ও ক্রীড়া করেন, ভোগ করেন, রমমাণ থাকেন” ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য আবেদন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যযোগ থাকাতে “সমুদায় লোক তাঁহার ইচ্ছাচর” “তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর” ইত্যাদি উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে।

যদিও ব্রহ্মে নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অতিরিক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

---

* চিতিশ্চৈতন্যং তদেবাত্মনঃ স্বং রূপং ততশ্চ তন্মাত্রেণ চৈতন্যমাত্রেণাভিনিষ্পদ্যতে মুক্ত ইত্যৌড়ুলোমিরাহ।—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। আত্মা যখন কেবল চৈতন্যাত্মক, তখন বুঝা উচিত যে, মুক্তিতে আত্মা চৈতন্যমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্পত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব এ সকল ধর্ম্ম থাকে না। (ভাষ্য দেখ)।

তথাপি শব্দবিকল্পজা এবৈতে। পাপ্মাদিনিবৃত্তিমাত্রং হি তত্র গম্যতে। চৈতন্যমেব ত্বস্যাত্মনঃ স্বরূপমিতি তন্মাত্রেণ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তির্যুক্তা। তথা চ শ্রুতিঃ 'এবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঽনুগৃহীতা ভবিষ্যতি। সত্যকামত্বাদয়স্তু যদ্যপি বস্তুস্বরূপেণৈব ধর্ম্মা উচ্যন্তে সত্যাঃ কামা অস্যেতি তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধাধীনত্বাৎ তেষাং ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ। অনেকাকারত্বপ্রতিষেধাৎ। প্রতিষিদ্ধং হি ব্রহ্মণোঽনেকাকারত্বং 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্' [ব্র০ সূ০] ইত্যত্র। অত এব চ জক্ষণাদিসঙ্কীর্ত্তনমপি দুঃখাভাবমাত্রাভিপ্রায়ং স্তুত্যর্থমাত্ম-

---

ভেদে বা ধর্ম্মিণোঽপি ভেদপ্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। ভেদাভেদৌ চ পরস্পরবিরোধাদেকত্রাভাবং ন সম্ভবত ইত্যুপপাদিতং প্রথমে সূত্রে। অভাবরূপাণামদ্বৈতাবিহন্তৃত্বেঽপি তস্য পাপ্মাদেঃ কাল্পনিকতয়া তদধীননিরূপণানাং তেষামপি কাল্পনিকত্বমিতি ন তাত্ত্বিকী তদ্ধর্ম্মতা শ্লিষ্যতে। এতেন সত্যকামসর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বরত্বাদয়োঽপ্যৌপাধিকা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেনাব্যপদেশেন চৈতন্যমাত্রাত্মনাভিনিষ্পদ্যমানস্য মুক্তাবাত্মনোঽর্থশূন্যৈরেবাপহতপাপ্মসত্যকামাদিশব্দৈর্ব্যপদেশ ইত্যৌড়ুলোমির্মেনে। তদিদমুক্তং "শব্দবিকল্পজা এবৈতে" অপহতপাপ্মত্বাদয়ো ন তু সাংব্যবহারিকা অপীতি।

হইলেও সে সকল বা সে সকল কথার অর্থ শব্দবিকল্পপ্রভব * অর্থাৎ অত্যন্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ তাঁহাতে পাপাদি নাই, এই মাত্র সে সকলের অভিধেয়। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং তিনি মোক্ষকালে তন্মাত্রে অভিনিষ্পন্ন হন। অর্থাৎ তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত ভাবের সম্পর্ক বা লেশ থাকে না। ইহাই তথ্য ও যুক্তিযুক্ত। ঐরূপ হইলেই "এই আত্মা অন্তর্ব্বাহ্যবর্জ্জিত অর্থাৎ একরস, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন" ইত্যাদি শ্রুতি সানুকূল হয়। [সত্যকাম...বৎ] অপিচ, সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্নিবিষ্টের

---

* শব্দবিকল্প=শব্দজ্ঞানজন্য বা শব্দব্যবহারমূলক মিথ্যাপ্রত্যয়। যেমন রাহুর মস্তক। মস্তকই রাহু, কিন্তু 'রাহুর' এই শব্দ কর্ণপ্রবিষ্ট হইবামাত্র 'প্রতীতি হয়, রাহু পৃথক্। ঐ প্রতীতি মিথ্যা অথচ ঐরূপ বলার প্রথা আছে। মুক্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয় এ কথাও ঐরূপ জানিবে।

রতিরিত্যাদিবৎ। ন হি মুখ্যান্যেব রতিক্রীড়ামিথুনান্যাত্মনিমিত্তানি শক্যন্তে বর্ণয়িতুম্। দ্বিতীয়বিষয়ত্বাৎ তেষাম্। তস্মাৎ নিরস্তাশেষপ্রপঞ্চেন প্রসন্নেনাব্যপদেশ্যেন বোধাত্মনাঽভিনিষ্পদ্যত ইত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥*

ন্যায় অভিহিত হইয়াছে সত্য; (সত্যাঃ কামা অস্য—যাঁহার ইচ্ছা সকল সত্য) পরন্তু তাহা উপাধি সম্পর্কের অধীন। যেহেতু সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম উপাধিসম্বন্ধের অধীন, সেই হেতু সে সকল স্বরূপের অন্তর্গত নহে। মাত্র চৈতন্যই স্বরূপ, আর সকল উপাধিসংসর্গে অধ্যস্ত। কারণ, শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে আত্মস্বরূপ অনেক নহে। আত্মা যে অনেকরূপী নহে তাহা "ন স্থানতোঽপি—" সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইতেছে যে, তিনি ক্রীড়া করেন, রমমাণ থাকেন, এ সকল কথা কেবল দুঃখাভাব ও স্তুতি এই দুই বলিবার উদ্দেশেই অভিহিত হইয়াছে। [ন হি…মন্যতে] মুখ্য বা প্রকৃত ক্রীড়া—যাহা পদার্থান্তর সাপেক্ষ—বস্তুতঃ আত্মার তাহা নাই। যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া বর্ণনা করিতে পার না। তৎকালে যদি কোনরূপ ভেদভাব কি অন্য কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে তবেই তন্নিমিত্ত ক্রীড়া প্রভৃতি অবধারণ করিতে পার, নচেৎ পার না। অতএব, মোক্ষে নিঃশেষরূপ নিরস্তপ্রপঞ্চ, নিতান্ত প্রসন্ন ও অব্যপদেশ্য † কেবল চেতনরূপ অভিনিষ্পন্ন হওয়াই সুস্থির, ইহা ঔড়ুলোমি মুনি অবধারণ করেন।

---

* এবমপি চৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি উপন্যাসাৎ উপন্যাসাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। পূর্ব্বভাবাৎ পূর্ব্বস্য ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যরূপস্য অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ অবিরোধং ব্যবহারদৃষ্ট্যা বিরোধাভাবং বাদরায়ণঃ প্রাহ। অত্র কেচিৎ মুহ্যন্তি—অখণ্ডচিন্মাত্রজ্ঞানাৎ মুক্তস্যাজ্ঞানাভাবাৎ কুত আজ্ঞানিকধর্ম্মযোগ ইতি। তে ইত্থং বোধনীয়াঃ। যে ঈশ্বরধর্ম্মাস্ত এব চিদাত্মনি মুক্তে জীবান্তরৈর্ব্যবহ্রিয়ন্তে। ন চ মূলাবিদ্যৈক্যাৎ তন্নাশে কুতো জীবান্তরমিতি বাচ্যম্। ন বয়ং তন্নাশে জীবান্তরে ব্যবহারং ব্রূমঃ কিন্তু তদংশনাশেঽংশান্তরাধ্যাত্মিকশরীরদ্বয়াভিমানিনো মুক্তাংশান্তরৌপাধিকা জীবা ব্যবহর্ত্তার ইতি বদামঃ।—আত্মা অসঙ্গচিদেকরস সত্য পরন্তু তাঁহার উপন্যাসাদিশাস্ত্রসমর্পিত ঈশ্বররূপও ব্যবহারতঃ অপ্রত্যাখ্যেয়। যাহা পারমার্থিক রূপ তাহার সহিত ব্যবহারিক রূপের বিরোধ কি? বাদরায়ণ মুনি বলেন, বিরোধ নাই।

† নিরস্তপ্রপঞ্চ=কোনও প্রকার প্রভেদ না থাকা অর্থাৎ নিতান্ত একরূপ হওয়া। প্রসন্ন=

এবমপি পারমার্থিকচৈতন্যমাত্রস্বরূপাভ্যুপগমেঽপি ব্যবহারাপেক্ষয়া পূর্ব্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যোঽবগতস্য ব্রাহ্মস্যৈশ্বর্য্যরূপস্যাপ্রত্যাখ্যানাদবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে ॥৭॥

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥*

হার্দ্দবিদ্যায়াং শ্রূয়তে 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ কিং সঙ্কল্প এব কেবলঃ পিত্রাদিসমুত্থানহেতুরুত নিমিত্তা-

---

তদেতদতিশৌণ্ডীরমৌডুলোমের্ন মৃষ্যতে।
বাদরায়ণ আচার্য্যো মৃষ্যন্নপি হি তন্মতম্ ॥

এবমপীত্যৌডুলোমিমতমনুজানাতি শৌণ্ডীরত্বং ন সহত ইত্যাহ—"ব্যবহারাপেক্ষয়ে"তি। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং তাত্ত্বিকানন্দচৈতন্যমাত্র এবাত্মাপহতপাপ্মসত্যকামত্বাদয়স্ত্বৌপাধিকতয়াঽতাত্ত্বিকা অপি ব্যবহারিকপ্রমাণোপনীততয়া লোকসিদ্ধা নাত্যন্তাসন্তো যেন তচ্ছব্দা রাহোঃ শির ইতিবদবাস্তবা ইত্যর্থঃ।

যত্নানপেক্ষঃ সঙ্কল্পো লোকে বস্তুপ্রসাধনঃ।
ন দৃষ্টঃ সোঽত্র যত্নস্য লাঘবাদবধারিতঃ ॥

কিন্তু বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, আত্মা পারমার্থিক দর্শনে নির্দ্ধর্ম্মক ও অখণ্ড চিন্মাত্র হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসাদিশাস্ত্রাবগত ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হয় না এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ ঘটনাও হয় না।

উপনিষদে, হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহার প্রণালী অভিহিত হইয়াছে। সেই উপাসনার অন্য নাম হার্দ্দবিদ্যা ও দহরবিদ্যা। সেই স্থানে অভিহিত আছে—"উপাসক যদি পিতৃলোককামী হন ত পিতৃগণ

অত্যন্ত নির্ম্মল—উপাধিকালুষ্যবিহীন। অব্যপদেশ্য=ব্যপদেশের বা বর্ণনার অযোগ্য। অথচ নির্ব্বিশেষণ, নির্ব্বিকল্প বা অখণ্ডৈকরস, ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বোধনীয়।

* ইদানীমপরবিদ্যাফলং চিন্তয়তি। তুঃ পক্ষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। সঙ্কল্পাদেব সঙ্কল্পমাত্রাৎ ব্রহ্মলোকং গতস্যোপাসকস্য ভোগঃ সিদ্ধ্যতীতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—তিনি যদি পিতৃলোক-কামনা করেন ত কেবল মাত্র সঙ্কল্প তাঁহার সে কামনা পূর্ণ করায়। তাহাতে অন্য কিছুর প্রতীক্ষা থাকে না। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। (ভাষ্য দীপ)

ন্তরসহিত ইতি। তত্র সত্যপি সঙ্কল্পাদেবেতি শ্রবণে লোকবৎ নিমিত্তান্তরাপেক্ষা যুক্তা। যথা লোকেঽস্মদাদীনাং সঙ্কল্পাৎ গমনাদিভ্যশ্চ হেতুভ্যঃ পিত্রাদিসম্পত্তির্ভবত্যেবং মুক্তস্যাঽপি স্যাৎ এবং দৃষ্টবিপরীতং ন কল্পিতং ভবিষ্যতি। সঙ্কল্পাদেবেতি তু রাজ্ঞ ইব সঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধিকরীং সাধনান্তরসামগ্রীং সুলভামপেক্ষ্যোচ্যতে। ন চ সঙ্কল্পমাত্রসমুত্থানাঃ পিত্রাদয়ো মনোরথবিজৃম্ভিতবচ্চঞ্চলত্বাৎ পুষ্কলং ভোগং

লোকে হি কশ্চিদর্থং চিকীর্ষুঃ প্রযততে প্রযতমানঃ সমীহতে সমীহানন্তরমর্থমাপ্নোতীতি ক্রমো দৃষ্টঃ। ন ত্বিচ্ছানন্তরমেবাস্বেষ্যমাণমুপতিষ্ঠতে। তেন শ্রুত্যাপি লোকবৃত্তমনুরুধ্যমানয়া বিদুষস্তাদৃশ এব ক্রমোঽনুমন্তব্যঃ। অবধারণন্তু সঙ্কল্পাদেবেতি লৌকিকং যত্নগৌরবমপেক্ষ্য বিদ্যাপ্রভবতো বিদুষো যত্নলাঘবাৎ। যল্লঘু তদসংকল্পমিতি। স্যাদেতৎ। যথা মনোরথমাত্রোপস্থাপিতা স্ত্রী স্ত্রৈণানাং চরমধাতুবিসর্গহেতুরেবং পিত্রাদয়োঽপ্যস্য সঙ্কল্পোপস্থাপিতাঃ কল্পিষ্যন্তে স্বকার্য্যায়েত্যত আহ—"ন চ সঙ্কল্পমাত্রসমুত্থানা" ইতি। সন্তি হি খলু কানিচিদ্বস্তুরূপসাধ্যানি কার্য্যাণি যথা স্ত্রীবস্তুসাধ্যানি দন্তক্ষতমণিমালা-

---

তাঁহার সংকল্পমাত্রে (ধ্যানমাত্রে) সমুত্থিত হন।" এই স্থানে সংশয়—কেবলমাত্র সংকল্পই কি প্রোক্ত পিতৃসমুত্থানের হেতু? কি তৎসঙ্গে অন্য কিছু বাহ্য সহায় আছে? [তত্র···ক্রমঃ] যদিও শ্রুতিতে "সংকল্পাদেব" মাত্র সংকল্পের দ্বারা, এইরূপ সাবধারণ শব্দ আছে, থাকিলেও লোকদৃষ্টান্তে তাহাতে নিমিত্তান্তরের যোগ থাকা স্বীকার্য্য। কেবল সংকল্পে কোন কিছু পাওয়া যায় না, সংকল্পের সঙ্গে সহায়ান্তর থাকা আবশ্যক। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, অস্মদাদির সংকল্প গমনাদি নিমিত্তের সহায়তায় পিতৃদর্শনাদি কার্য্য সাধন করে তেমনি মুক্ত পুরুষও নিমিত্তান্তর সহকৃত সংকল্পের দ্বারা পিত্রাদি লাভ করিয়া থাকেন। কেবল সংকল্পে পিত্রাদির সমুত্থান হয় বলিলে দৃষ্টবিপরীত বলা হইবে। (যাহা দেখা যায় না, যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাঁহা কল্পনীয়, অনুমেয় ও বক্তব্য নহে।) শ্রুতি যে "সংকল্পাদেব" এইরূপ সাবধারণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যেমন রাজাদিগের সাধন সামগ্রী সুলভ, ইচ্ছা হইলে যাওয়া পাওয়া সমস্তই অনায়াসে হয়, তাহা দেখিয়া লোকে বলে, সঙ্কল্প মাত্রে রাজার কার্য্য সিদ্ধি হয়, মুক্তাত্মার সংকল্পে পিত্রাদির সমুত্থানও সেই-

সমর্পয়িতুং পর্য্যাপ্নুয়ুরিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সঙ্কল্পাদেব তু কেবলাৎ পিত্রাদিসমুত্থানমিতি। কুতঃ। তচ্ছ্রুতেঃ। 'সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যাদিকা হি শ্রুতির্নিমিত্তান্তরাপেক্ষায়াং পীড্যেত। নিমিত্তান্তরমপি তু যদি সঙ্কল্পানুবিধায্যেব স্যাৎ ভবতু ন তু প্রযত্নান্তরসম্পাদ্যং নিমিত্তা-

---

দীনি। কানিচিত্তু জ্ঞানসাধ্যানি যথোক্তচরমধাতুবিসর্গরোমহর্ষাদীনি। তত্র মনোরথমাত্রোপনীতে পিত্রাদৌ ভবন্তু তজ্জ্ঞানমাত্রসাধ্যানি কার্য্যাণি ন তু তৎসাধ্যানি ভবিতুমর্হন্তি। ন হি স্বৈণস্য রোমহর্ষাদিবন্তবন্তি স্ত্রীবস্তুসাধ্যা মণিমালাদয়ঃ। তদিদমুক্তং পুষ্কলভোগমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

পিত্রাদীনাং সমুত্থানং সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ।
ন চানুমানবাধোঽত্র শ্রুত্যা তস্যৈব বাধনাৎ॥

প্রমাণান্তরানপেক্ষা হি শ্রুতিঃ স্বার্থং গোচরয়ন্তী ন প্রমাণান্তরেণ শক্যা বাধিতুম্। অনুমানমেব তু স্বোৎপাদায় পক্ষধর্ম্মত্বাদিবন্মানান্তরাবাধিতবিষয়ত্বং স্বসামগ্রীমধ্যপাতেনাপেক্ষ্যমাণং সামগ্রীখণ্ডনেন তদ্বিরুদ্ধয়া শ্রুত্যা বাধ্যতে। অত এব নরশিরঃকপালাদিশৌচানুমানমাগমবাধিতবিষয়তয়া নোপ-

---

রূপ জানিবে। অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিমিত্তান্তর সুলভ, ও তাহাই বলিবার নিমিত্ত সাবধারণশব্দের প্রয়োগ "সংকল্পাদেব"। নিরবচ্ছিন্নসংকল্পপ্রভব পিত্রাদি মনোরথবিজৃম্ভিতের ন্যায় অস্থির, চঞ্চল, সুতরাং সেরূপ পিত্রাদি পরিপুষ্ট ভোগ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে। কাযেই বলিতে ও মানিতে হইতেছে যে, সংকল্প ও অন্যান্য সাধন সামগ্রী উভয় একত্রিত হইয়া মুক্ত পুরুষের পিতৃলোক দর্শনাদি কামনা (অভিলাষ) পূরণ করিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ; কিন্তু ইহার উত্তর বা সিদ্ধান্ত পক্ষ এই—কেবল সংকল্পেই (সুদৃঢ় ইচ্ছা প্রভাবেই) মুক্ত পুরুষের নিকট পিত্রাদির আগমনাদি হয়। কেননা, শ্রুতি সেইরূপ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। [সংকল্পাদেব...সংকল্পস্য] বাদীর অভিপ্রেত নিমিত্তান্তর যদি সংকল্পের অনুগামী হয়, তাহা হইলে আমরা নিমিত্তান্তর স্বীকারে সম্মত হইতে পারি। নিমিত্তান্তর বা পিত্রাদি সমুত্থানের কারণকূট মুক্ত পুরুষের সংকল্পাধীন, এরূপ হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; পরন্তু তাহা অস্মদাদির ন্যায় প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য নহে। প্রযত্নান্তর সম্পাদ্য হইলে তৎসম্পত্তির পূর্ব্বে তাঁহারা নিষ্ফলসংকল্প হন, কিন্তু তাহা শ্রুতির অনভিমত। (আমরা যেমন আজ সংকল্প করিলাম, কিন্তু সামগ্রী

ন্তরমিষ্যতে। প্রাক্ তৎসম্পত্তের্বন্ধ্যসঙ্কল্পত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ শ্রুতিগম্যেঽর্থে লোকবদিতি সামান্যতো দৃষ্টং ক্রমতে। সঙ্কল্পবলাদেব চৈষাং যাবৎ প্রয়োজনং স্থৈর্য্যোপপত্তিঃ প্রাকৃতসঙ্কল্পবিলক্ষণত্বান্মুক্তসঙ্কল্পস্য ॥ ৮ ॥

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥*

অত এব চাবন্ধ্যসঙ্কল্পত্বাদনন্যাধিপতির্ব্বিদ্বান্ ভবতি। নাস্যান্যোধিপতির্ভবতীত্যর্থঃ। ন হি প্রাকৃতোঽপি সঙ্কল্পয়ন্ অন্যস্বামিকত্বমাত্মনঃ সত্যাং গতৌ সঙ্কল্পয়তি। শ্রুতিশ্চৈতৎ

পদ্যতে। তস্মাৎ বিদ্যাপ্রভাবাদ্বিদুষাং সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিত্রাদ্যুপস্থানমিতি সাম্প্রতম্। তথাহুরাগমিনঃ। কো হি যোগপ্রভাবাদৃতেঽগস্ত্য ইব সমুদ্রং পিবতি স ইব দণ্ডকারণ্যং সৃজতি। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

নন্বীশ্বরাধীনস্য বিদুষঃ কথং সঙ্কল্পমাত্রাৎ ভোগসিদ্ধিস্তত্রাহ অত এবেতি। ঈশ্বরধর্ম্ম এব বিদুষামাবির্ভূত ইতি ন সঙ্কল্পভঙ্গ ইতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা।

আয়োজন করিতে ১০ দিন কাটিয়া গেল, মুক্ত পুরুষের সংকল্প সেরূপ নহে। সেরূপ হইলে তাঁহাদিগকে সত্যসংকল্প বলা অনুচিত। তাঁহাদের যে-ই সংকল্প সে-ই সংকল্পিত লাভ।) অপিচ, লৌকিক নিদর্শন অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগম্য পদার্থে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রয়োগ করিতে পার না। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান শ্রৌত পদার্থের নিকট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত আছে। যে কিছু প্রয়োজন সে সমস্তই মুক্ত পুরুষ কেবল মাত্র সংকল্পে সিদ্ধ করিতে পারেন। মুক্ত পুরুষের সংকল্প প্রাকৃত পুরুষের সংকল্পের ন্যায় নহে। তাহা অত্যন্ত বিলক্ষণ।

যেহেতু তাঁহারা অবন্ধ্যসংকল্প সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি। অর্থাৎ তাঁহাদের অন্য শাস্তা বা নিয়োক্তা নাই। অধিক কি বলিব, গত্যন্তর থাকিলে প্রাকৃত পুরুষেরাও আপনার অস্বামিকত্ব (স্বাধীনতার বিপরীত পরাধীনতা) সংকল্প করেন না। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন। যথা—"যাঁহারা ইহ শরীরে আপনাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করতঃ (আত্মবিষয়ে

* অতঃ পূর্ব্বোক্তাৎ এব অবন্ধ্যসংকল্পত্বাদেবেত্যর্থঃ।—মুক্ত পুরুষ যেহেতু অবন্ধ্যসংকল্প (অমোঘ বা অন্যর্থ ইচ্ছা) সেই হেতু তাঁহারা অনন্যাধিপতি। অর্থাৎ তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাধীন।

দর্শয়তি 'অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইতি ॥৯॥

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ১০ ॥*

'সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' ইত্যতঃ শ্রুতের্মনস্তাবৎ সঙ্কল্পসাধনং সিদ্ধম্। শরীরেন্দ্রিয়াণি পুনঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্যস্য বিদুষঃ সন্তি ন সন্তীতি সমীক্ষ্যতে। তত্র বাদরিস্তাবদাচার্য্যঃ শরীরস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চাভাবং মহীয়মানস্য বিদুষো মন্যতে। কস্মাৎ। এবং হ্যাহাম্নায়ঃ 'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে' ইতি। যদি মনসা শরীরেন্দ্রিয়ৈশ্চ বিহরেৎ মনসেতি বিশেষণং ন স্যাৎ। তস্মাদভাবঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং মোক্ষে ॥ ১০ ॥

অন্যযোগব্যবচ্ছিত্ত্যা মনসেতি বিশেষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়বিয়োগঃ স্যাদ্বিদুষো বাদরের্মতম্॥

অনেকধাভাবশ্চর্দ্ধিপ্রভাবভুবো মনোভেদাদ্বা স্তুতিমাত্রং বা কথঞ্চিদ্ভূমবিদ্যায়াং নির্গুণায়াং তদসম্ভবাৎ অসতাপি হি গুণেন স্তুতির্ভবত্যেবেতি।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা কথিত প্রকার সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হন ও সমুদায় লোকে তাহারা কামচর হন।"

"সংকল্পমাত্রেই মুক্ত পুরুষের পিতৃগণ সমুপস্থিত হন" এই শ্রুতিতে জানা গেল, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য জ্ঞানীর মন থাকে। কেননা মনঃই সংকল্পের সাধন অর্থাৎ উপায়। শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কি-না তাহা উক্ত শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায় না। সে জন্য তাহা চিন্তার বিষয় বটে। এ বিষয়ে বাদরি মুনি বলেন, পরিমুক্ত বিদ্বানের সংকল্পসাধন মন থাকে বটে; কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না। কেননা, বেদ বলিয়াছেন—মুক্তি হইলে অন্য কিছু থাকে না, কেবল মাত্র সংকল্পসাধন মন থাকে। যথা—"তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মনের দ্বারা সেই সেই অভিলষিত অনুভব করতঃ

---

* অভাবং শরীরেন্দ্রিয়াণাং বিদুষ ইতি যোজনীয়ম্। বাদরিস্তন্নামক আচার্য্যঃ মেনে। হি যতঃ এবং বিদুষঃ শরীরেন্দ্রিয়াণামভাবং আহ আম্নায় ইতি শেষঃ।—বাদরি মুনি বলেন, যেহেতু বেদ জ্ঞানী পুরুষের শরীরাদি নাই, বলিয়াছেন সেই হেতু মুক্ত পুরুষ অনিন্দ্রিয় ও অশরীর।

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ॥ ১১॥*

জৈমিনিরাচার্য্যো মনোবচ্ছরীরস্যাপি সেন্দ্রিয়স্য ভাবং মুক্তং প্রতি মন্যতে। যতঃ 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদিনাঽনেকধা ভাববিকল্পমামনন্তি। ন হ্যনেকবিধতা বিনা শরীরভেদেনাঞ্জসী স্যাৎ। যদ্যপি নির্গুণায়াং ভূমবিদ্যায়াময়মনেকধাভাবে বিকল্পঃ পঠ্যতে তথাপি বিদ্যমানমেবেদং

শরীরেন্দ্রিয়ভেদে হি নানাভাবঃ সমঞ্জসঃ।
ন চার্থসম্ভবে যুক্তং স্তুতিমাত্রমনর্থকম্॥

ন হি মনোমাত্রভেদে স্ফুটতরোঽনেকধাভাবো যথা শরীরেন্দ্রিয়ভেদে। অত এব সৌভরেরভিবিনির্ম্মিতবিবিধদেহস্যাপর্য্যায়েণ মান্ধাতৃকন্যাভিঃ পঞ্চাশতা বিহারঃ পৌরাণিকৈঃ স্মর্য্যতে। ন চার্থসম্ভবে স্তুতিমাত্রমনর্থকমবকল্পতে। সম্ভবতি চাস্যার্থবত্ত্বম্। যদ্যপি নির্গুণায়ামিদং ভৌমবিদ্যায়াং পঠ্যতে তথাপি তস্যাঃ পুরস্তাদনেন সগুণাবস্থাগতেনৈশ্বর্য্যেণ নির্গুণৈব বিদ্যা স্তূয়তে। ন চান্যযোগব্যবচ্ছেদেনৈব বিশেষণমযোগব্যবচ্ছেদেনাপি বিশেষণাৎ। যথা চৈত্রো ধনুর্দ্ধরঃ। তস্মান্মনঃশরীরেন্দ্রিয়যোগ ঐশ্বর্য্যশালিনাং নিয়মেনেতি মেনে জৈমিনিঃ।

রমমাণ হন।" যদি তাঁহারা মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়, এই তিনের দ্বারা বিহার করেন এমন হয়, তাহা হইলে মনসা—মনের দ্বারা, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন বা অনর্থক। অতএব, মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, ইহাই অবধারণীয়। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ)।

জৈমিনি মুনি বলেন, যেমন মন থাকে তেমনি শরীরেন্দ্রিয়েরও ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে, ইহা মানিতে হইবেক। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সেই মুক্ত পুরুষ কখন এক প্রকার ও কখন অনেক প্রকার হন।" এই শ্রুত্যুক্ত অনেকবিধ ভাববিকল্প সেন্দ্রিয় শরীর থাকার অনুমাপক। ভিন্ন ভিন্ন শরীর (অনেক শরীর) না থাকিলে অনেকবিধ হওয়ার সম্ভাবনা কি? যদিও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিকারে ঐ অনেকবিধতা

---

* মনোবৎ সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবং সত্ত্বং আহ জৈমিনিঃ। বিকল্পস্য অনেকধাভাবস্য আমননং কথনং তস্মাৎ।—জৈমিনি বলেন, শ্রুতির বিকল্প অর্থাৎ অনেকধাভাব কথন দৃষ্টে স্থির হয় যে, মোক্ষে মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই বিদ্যমান থাকে।

সগুণাবস্থায়ামৈশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তুতয়ে সঙ্কীর্ত্যতে ইত্যতঃ সগুণবিদ্যাফলভাবেনোপতিষ্ঠত ইত্যুচ্যতে ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥*

বাদরায়ণঃ পুনরাচার্য্যোঽত এবোভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাদুভয়বিধত্বং সাধু মন্যতে। যদা সশরীরতাং সঙ্কল্পয়তি তদা সশরীরো ভবতি যদা ত্বশরীরতাং তদা অশরীর ইতি। সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ সঙ্কল্পবৈচিত্র্যাচ্চ। দ্বাদশাহবৎ। যথা দ্বাদশাহঃ সত্রমহীনশ্চ ভবত্যুভয়লিঙ্গশ্রুতিদর্শনাদেবমিদমপীতি ॥ ১২ ॥

মনসেতি কেবলমনোবিষয়াঞ্চ স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতীতি শরীরেন্দ্রিয়ভেদবিষয়াঞ্চ শ্রুতিমুপলভ্যানিয়মবাদী খলু বাদরায়ণো নিয়মবাদৌ পূর্ব্বয়ো র্ন সহতে। দ্বিবিধশ্রুত্যনুরোধাৎ। ন চাযোগব্যবচ্ছেদেনৈবম্বিধেষু বিশেষণমবকল্পতে। কামেষু হি রমণং সমনস্কেন্দ্রিয়েণ শরীরেণ পুরুষাণাং সিদ্ধমেবেতি নাস্তি শঙ্কা মনোযোগস্যেতি তদ্ব্যবচ্ছেদো ব্যর্থঃ। সিদ্ধস্য তু মনোযোগস্য তদন্যপরিসঙ্খ্যানেনার্থবত্ত্বমবকল্পতে। তস্মাৎ বামেনাক্ষ্ণা পশ্যতীতিবদত্রান্যযোগব্যবচ্ছেদ ইতি সাম্প্রতম্। "দ্বাদশাহবদি"তি।

দ্বাদশাহস্য সত্রত্বমাসনোপায়িচোদনে।
অহীনত্বঞ্চ যজতিচোদনে সতি গম্যতে ॥

দ্বাদশাহমৃদ্ধিকামা উপেয়ুরিত্যুপায়িচোদনেন য এবং বিদ্বাংসঃ সত্রমুপয়ন্তীতি চ দ্বাদশাহস্য সত্রত্বং বহুকর্ত্তৃকস্য গম্যতে। এবং তস্যৈব দ্বাদশাহেন

বা ভাববিকল্প অভিহিত হইয়াছে, তথাপি, বুঝিতে হইবেক যে, সগুণাবস্থায় ঐ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তুত্যর্থ পরিপঠিত। (ইহাও পূর্ব্বপক্ষ)।

বাদরায়ণ মুনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত হেতু দ্বয় অর্থাৎ দ্বিপ্রকার শ্রুতি থাকায় দ্বিপ্রকার হওয়াই সঙ্গত। অর্থাৎ তাঁহারা কখন সশরীর কখন বা অশরীর। যখন সশরীরতার সংকল্প করেন তখন সশরীর এবং যখন অশরীরতার সংকল্প করেন তখন অশরীর হন। তাঁহাদের সংকল্প অমোঘ ও বিচিত্র।

---

* অতঃ উভয়লিঙ্গশ্রুতেঃ উভয়বিধত্বং সশরীরত্বমশরীরত্বঞ্চাহ বাদরায়ণো মুনিঃ। একস্যানেকধাভাবে দ্বাদশাহবদিতি নিদর্শনম্।—বাদরায়ণ মুনি বলেন, সশরীর অশরীর উভয় বোধিকা শ্রুতি থাকায় উভয় প্রকার হওয়াই সঙ্গত। যেমন দ্বাদশাহ অর্থাৎ দ্বাদশদিনব্যাপী একই যাগ এক শ্রুতি অনুসারে সত্র এবং অন্য শ্রুতি অনুসারে অহীন, তেমনি, মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। কখন সশরীর, কখন বা অশরীর। (ইচ্ছা অনুসারে)।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥*

যদা তু সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্যাভাবস্তদা যথা সন্ধ্যে স্থানে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়েষ্ববিদ্যমানেষ্বপ্যুপলব্ধিমাত্রা এব পিত্রাদি-কামা ভবন্ত্যেবং মোক্ষেঽপি স্যুঃ। এবং তদুপপদ্যতে ॥১৩॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥†

প্রজাকামং যাজয়েদিতি যজতিচোদনেন নিয়তকর্ত্তৃপরিমাণত্বেন দ্বিরাত্রেণ যজেতেত্যাদিবদহীনত্বমপি গম্যত ইতি।

সম্প্রতি শরীরেন্দ্রিয়াভাবেন মনোমাত্রেণ বিদুষঃ স্বপ্নবৎ সূক্ষ্মো ভোগো ভবতি। কুতঃ। উপপত্তেঃ। মনসৈতানিতি শ্রুতেঃ। যদি পুনঃ সুষুপ্তবদ-ভোগো ভবেৎ নৈষা শ্রুতিরুপপদ্যেত। ন চ সশরীরবদুপভোগঃ শরীরাদ্যু-পাদানবৈয়র্থ্যাৎ।

যেমন এক দ্বাদশাহ যাগ সত্র ও অহীন উভয় প্রকার, সেইরূপ, মুক্তও উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর। ‡

যখন শরীরেন্দ্রিয় না থাকে, তখন, যেমন সন্ধ্যস্থানে (এ দিকে মরণ ও দিকে জন্ম না হওয়া, মধ্যে বা অন্তরালে। অথবা এ দিকে জাগ্রৎ, ও দিকে সুষুপ্তি, মধ্যে বা অন্তরালে। অর্থাৎ স্বপ্নকালে) শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, তিনের কিছুই নাই অথচ জীব মাত্র ভাবনাময় কামনায় পিত্রাদি-কামী হয়, তেমনি, মোক্ষেও অশরীর কালে উপলব্ধিমাত্রে অর্থাৎ কল্পনা-ময় ভাবনাবিজ্ঞানে পিত্রাদিকামী হয়। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন। (সিদ্ধান্ত)

---

* তন্বভাবে সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য অভাবে। সন্ধ্যো ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানমিতি যাবৎ।—যখন অশরীর তখন তাঁহার কামনা স্বাপ্নকামনার সদৃশ। শরীরেন্দ্রিয়বিষয় থাকে না, অথচ স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধি হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অশরীর কালের কাম্যকামনা উপপন্ন হইতে পারে।

† সেন্দ্রিয়স্য শরীরস্য ভাবে সশরীরকাল ইতি যাবৎ।—সশরীরকালে জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় বিদ্যমান কাম্যকামনা করেন অর্থাৎ তখন পরিপুষ্ট ভোগ হয়।

‡ একটী বিধান আছে, দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ। এই বিধানে একটি দ্বাদশদিন-সাধ্য যাগ লব্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই যাগ সত্র ও অহীন দ্বিপ্রকার লক্ষ-ণান্বিত। পূর্ব্বমীমাংসায় লিখিত আছে, যে যাগ উপযন্তি ও আসতে এই দুই ক্রিয়াবোধক শব্দে বিহিত এবং যে যাগ অনির্দ্দিষ্ট (অনেক গুলি) কর্ত্তার নিষ্পাদ্য সে যাগ "সত্র" তদ্ভিন্ন সমস্তই "অহীন।" যেমন দ্বাদশাহ যাগ "এবমুপযন্তি" ও "দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ" এই দুই প্রকারে বিহিত হওয়ায় সত্র ও অহীন, তেমনি, সশরীর অশরীর এই দুই প্রকারের বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় মুক্ত পুরুষও সশরীর ও অশরীর। সশরীর অশরীর যুগপৎ সম্ভবে না, কিন্তু

ভাবে পুনস্তনোর্যথা জাগরিতে বিদ্যমানা এব পিত্রাদি-কামা ভবন্ত্যেবং মুক্তস্যাপ্যুপপদ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥*

'ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ' [ব্র০সূ০] ইত্যত্র সশরীরত্বং মুক্তস্যোক্তং তত্র ত্রিধাভাবাদিষ্বনেকশরীরসর্গে কিং নিরাত্মকানি শরীরাণি দারুযন্ত্রবৎ সৃজ্যন্তে কিংবা সাত্মকান্য-

---

সশরীরস্য তু পুরুষো ভোগ ইহাপ্যুপপত্তেরিত্যনুষঞ্জনীয়ম্। তদিদমুক্তং সূত্রাভ্যাম্।

বস্তুতঃ পরমাত্মনোঽভিন্নোঽপ্যয়ং বিজ্ঞানাত্মাঽনাদ্যবিদ্যাকল্পিতপ্রাদেশিকান্তঃকরণাবচ্ছেদেনানাদির্জীবভাবমাপন্নঃ প্রাদেশিকঃ সন্ন দেহান্তরাণি স্বভাবনির্ম্মিতান্যপি নানাপ্রদেশবর্ত্তীনি সান্তঃকরণো যুগপদাবেষ্টুমর্হতি। ন চাত্মান্তরং স্রষ্টুমপি সৃজ্যমানস্য স্রষ্টৃতিরেকেণানাত্মত্বাদাত্মত্বে বা কর্ত্তৃকর্ম্মভাবাভাবাভেদাশ্রয়ত্বাদস্য। নাপ্যন্তঃকরণান্তরং তত্র সৃজতি সৃজ্যমানস্য তদুপাধিত্বাভাবাৎ। অনাদিনা খল্বন্তঃকরণেনৌৎপত্তিকেনাঽয়মবরুদ্ধো নেদানীন্তনেনাঽন্তঃকরণেনোপাধিতয়া সম্বন্ধুমর্হতি। তস্মাৎ যথা দারুযন্ত্রং তৎপ্রয়োক্ত্রাঽচেতনেনাধিষ্ঠিতং সকৃদিচ্ছামনুরুধ্যত এবং নির্ম্মাণশরীরাণ্যপি সেন্দ্রিয়াণীতি প্রাপ্তে প্রত্যভিধীয়তে।

মুক্তাত্মা যখন সশরীর অর্থাৎ সাংকল্পিক শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত হন তখন জাগ্রতে বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হওয়ার ন্যায় মোক্ষেও বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হন। ইহা অনুপপন্ন নহে; প্রত্যুত উপপন্ন।

এই অধ্যায়ের ১১ সূত্রে বলা হইয়াছে, মুক্ত পুরুষের শরীর থাকে ও, তাঁহারা ভোগার্থ দুই তিন ও ততোধিক শরীর সৃজন করিতে সক্ষম। এতৎসিদ্ধান্তে অন্য এক বিচার আপতিত হয়। সেই সকল সৃষ্ট শরীর সাত্মক? কি নিরাত্মক? যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাশরীর নিরাত্মক, তাহাতে আত্মার আবেশ নাই, মুক্ত কি তদনুরূপ শরীর সৃজন করেন? কি

সময় ভেদে তাহা সম্ভবে। অভিপ্রায় এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন সশরীর হওয়ার সংকল্প করেন তখন সশরীর হন, যখন অশরীর হওয়ার সংকল্প করেন তখন অশরীর হন।

* প্রদীপো যথাঽনেকবর্ত্তিষু প্রবিশতি তথা বিদ্যাযোগবশাদনেকেষু দেহেষু লিঙ্গস্যাবেশ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ অনেক প্রকার হন। অনেক শরীর গ্রহণ ব্যতীত অনেক প্রকার হয় না। কাযেই অনেক শরীর স্বীকার্য্য। সেই সকল শরীরে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গ শরীরের (মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) প্রবেশ হইয়া থাকে।

ঽস্মদাদিশরীরবদিতি ভবতি বীক্ষা। তত্রাত্মমনসোর্ভেদানুপপত্তেরেকেণ শরীরেণ যোগাদিতরাণি নিরাত্মকানীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে।—প্রদীপবদাবেশ ইতি। যথা প্রদীপ একোঽনেকপ্রদীপভাবমাপদ্যতে বিকারশক্তিযোগাৎ এবমেকোঽপি সন্ বিদ্বানৈশ্বর্য্যযোগাদনেকভাবমাপদ্য সর্ব্বাণি শরীরাণ্যাবিশতি। কুতঃ। তথাহি দর্শয়তি শাস্ত্রমেকস্যানেকভাবম্। 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা' ইত্যাদি। নৈতদ্দারুযন্ত্রোপমাভ্যুপগমেঽবকল্পতে নাপি জীবান্তরাবেশে। ন চ নিরাত্মকানাং শরীরাণাং প্রবৃত্তিঃ

শরীরত্বং ন জাতু স্যাদ্ভোগাধিষ্ঠানতাং বিনা।
স ত্রিধেতি শরীরত্বমুক্তং যুক্তঞ্চ তদ্বিভৌ॥

স ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধেত্যাদিকা শ্রুতের্ব্বিদুষো নানাভাবমাচক্ষাণা ভিন্নশরীরেন্দ্রিয়োপাধিসম্বন্ধেঽবকল্পতে নাদেহহেতুভেদে। ন হি যন্ত্রাণি ভিন্নানি নির্ম্মায় বাহয়ন্ যন্ত্রবাহো নানাত্বেনোপদিশ্যতে। ভোগাধিষ্ঠানত্বঞ্চ শরীরত্বং নাভোগাধিষ্ঠানেষু যন্ত্রেষ্বিব যুজ্যতে। তস্মাদ্দেহান্তরাণি সৃজতি। ন চানেনাধিষ্ঠিতানি দেহপক্ষে বর্ত্তন্তে। ন চ সর্ব্বগতস্য বস্তুতো বিগলিতপ্রায়া-

---

অস্মদাদির শরীরের ন্যায় সাত্মক শরীর সৃজন করেন? আত্মা ও মন একই বস্তু, উভয়ের ভিন্নতা অনুপপন্ন, সুতরাং তাহা এক শরীরে যুক্ত থাকিলে অন্য শরীর কাযেই নিরাত্মক থাকে। (পূর্ব্বপক্ষ বাদীর অভিপ্রায় এই যে, মন পরমাণুতুল্য সূক্ষ্ম, আত্মাও তদনুরূপ, সেই কারণে তাহা একেবারে দু-এ যুক্ত হইতে পারে না।) এইরূপ আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়া তন্নিরাসার্থ ১৫ সূত্র অবতারিত হইল। [যথা...ইত্যাদি] যেমন স্বরূপ শক্তির বলে একই প্রদীপ অনেক প্রদীপ হয়, তেমনি, মুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্য বলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া সেই সমুদায় শরীরে আবিষ্ট হন। শাস্ত্রও এ কথা বলিয়াছেন। "তিনি এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার ও সাত প্রকার (ইচ্ছানুসারে) হন।" ইত্যাদি শাস্ত্র (শ্রুতি) একের অনেক হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। [নৈতদ্দারু...প্রক্রিয়া।] সে সকল শরীর কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সদৃশ অথবা তাহাতে অন্য জীবের আবেশ আছে, এরূপ বলিতে গেলে প্রোক্ত শাস্ত্র রিক্ত অর্থাৎ অর্থশূন্য হইবেক। কেননা, সে সকল শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা

সম্ভবতি। যত্ত্বাত্মমনসোর্ভেদানুপপত্তেরনেকশরীরযোগাসম্ভব ইতি। নৈষ দোষঃ। একমনোঽনুবৃত্তীনি সমনস্কান্যেবাপরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষ্যতি। সৃষ্টেষু চ তেষূপাধি-ভেদাদাত্মনোঽপি ভেদেনাধিষ্ঠাতৃত্বং যোক্ষ্যতে। এষৈব চ যোগশাস্ত্রেষু যোগিনামনেকশরীরযোগপ্রক্রিয়া। কথং পুন-র্মুক্তস্যানেকশরীরাবেশাদিলক্ষণমৈশ্বর্য্যমভ্যুপগম্যতে যাবতা 'তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্বি-ভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ, সলিল একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবতি'

বিদ্যস্য বিদুষঃ পৃথগ্জনস্যেবৌৎপত্তিকান্তঃকরণবশ্যতা যেন তদৌৎপত্তিকমন্তঃ-করণমাগন্তুকান্তঃকরণান্তরসম্বন্ধমস্য বারয়েৎ। তস্মাদ্বিদ্বান্ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সেন্দ্রিয়মনাংসি শরীরাণি নির্ম্মায় তানি চৈকপদে প্রবিশ্য তত্তদি-ন্দ্রিয়মন্তঃকরণৈস্তেষু লোকেষু মুক্তো বিহরতীতি সাম্প্রতম্। প্রদীপবদিতি তু নিদর্শনম্। প্রদীপৈক্যং প্রদীপব্যক্তিষূপচর্য্যতে ভিন্নবর্ত্তিবর্ত্তিনীনাং ভিন্নব্যক্তী-নাং ভেদাৎ। এবং বিদ্বান্ জীবাত্মা দেহভেদেঽপ্যেক ইতি পরামর্শার্থঃ। এক মনোবর্ত্তীনীত্যেকাভিপ্রায়বর্ত্তীনীত্যর্থঃ। সম্পন্নঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। ন চৈতস্যৈশ্বর্য্যভাবসম্ভবঃ শ্রুতিবিরোধাদিত্যুক্তমর্থজাতমাক্ষিপতি—"কথং পুন-র্মুক্তস্যে"তি। "সলিল" ইতি। সলিলমিব সলিলঃ সলিলপ্রাতিপদি-

---

থাকে, সুতরাং সে সকল নিরাত্মক নহে। নিরাত্মকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। বলিয়াছিলে যে, আত্মার ও মনের ভিন্নতা অনুপপন্ন (অযুক্ত), সুতরাং তাদৃশ আত্মার অনেক শরীরে অবস্থান অসম্ভব, আমরা বলি, তাহাও অসম্ভব নহে। অর্থাৎ সে কথা দোষাবহ বা সিদ্ধান্তনাশক নহে। মুক্ত পুরুষের মন একটী সত্য; কিন্তু তাঁহারা সত্যসংকল্প। সত্যসংকল্পতার বলে তাঁহারা স্বীয় মনের অনুগামী শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃজন করেন, এবং শত শত সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্ট হইলে আত্মা সেই সকল সেন্দ্রিয় শরীরে উপস্থিত হন, সুতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যে যোগিদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করিবার প্রণালী অভিহিত আছে, সে প্রণালীও মদুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা পোষক প্রমাণ। [কথং...পঠতি] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুক্তের অনেক শরীরপ্রবেশাদির ক্ষমতা অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্য থাকে, এ কথা কিপ্রকারে স্বীকার করিতে পার? উপনিষদ্ শাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তি হইলে চিন্মাত্র,

ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্ব্বিশেষবিজ্ঞানং বারয়তীত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ১৫ ॥

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥*

স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তম্। 'স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে' ইতি শ্রুতেঃ। সম্পত্তিঃ কৈবল্যম্। 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি শ্রুতেঃ। তয়োরন্যতরামবস্থামপেক্ষ্যৈতদ্বিশেষসংজ্ঞাভাববচনং ক্বচিৎ সুষুপ্তাবস্থামপেক্ষ্যোচ্যতে

কাৎ সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্য ইত্যুপমানাদাচারে ক্বিপি ক্বতে পচাদ্যচি চ ক্বতে রূপম্। এতদুক্তং ভবতি। যথা সলিলমম্ভোনিধৌ প্রক্ষিপ্তং তদেকীভাবমুপযাতি এবং দ্রষ্টাপি ব্রহ্মণেতি। অত্রোত্তরং সূত্রম্।

আসু কাশ্চিচ্ছ্রুতয়ঃ সুষুপ্তিমপেক্ষ্য কাশ্চিত্তু সম্পত্তিং তদধিকারাৎ।

অদ্বয় হয়, ভেদজ্ঞান থাকে না। "তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" "তখন তাঁহার দ্বিতীয় থাকে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত পুরুষের বিশেষ বিজ্ঞান (এ, ও, সে, ইত্যাদিবিধ ভেদজ্ঞান) থাকে না বলিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বা সমাধান এই—

স্বাপ্যয়শব্দে সুষুপ্তি। কথিতার্থে "জীব আপনাতে অপীত অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন বা আত্মরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া তৎকালে তাঁহাকে স্বপিতি (স্বাপ, স্বাপ্যয়, সুষুপ্তি ইত্যাদি) শব্দে উল্লেখ করা হয়।" এই শ্রুতি প্রমাণ। আর সম্পত্তি শব্দে কৈবল্য—কেবল হওয়া। এতদর্থেও "ব্রহ্মই ছিলেন

---

* বিশেষবিজ্ঞানাভাববচনং সুপ্তিমুক্ত্যন্যতরাপেক্ষং ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ততশ্চ তৎ সগুণোপাসনায়ৈশ্বর্য্যোক্ত্যা ন বিরুধ্যত ইতি যোজনা। তদ্বচনস্যান্যতরাপেক্ষত্বঞ্চ তত্র তত্র শ্রুতৌ তত্তৎপ্রকরণবলাৎ আবিষ্কৃতং অবগম্যত ইতি হেতুপদস্যার্থঃ। সমুত্থানাদিবাক্যং মুক্তিবিষয়ং যত্র সুপ্তেতি সুপ্তিবিষয়মিতি বিভাগঃ।—ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ বহু শরীর সৃজন করিয়া ভোগ করেন, এ সিদ্ধান্ত "কি দিয়া কি দেখিবে" "দ্বিতীয় থাকে না" এ সকল শ্রুতির বিরোধী নহে। কারণ, ঐ সকল শ্রুতি সুষুপ্তি ও কৈবল্য এই দুই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত। এ রহস্য সেই সেই স্থলেই আবিষ্কৃত অর্থাৎ ব্যক্ত আছে। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল বাক্য সুষুপ্ত্যাদি প্রকরণে পঠিত বলিয়া সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার বোধক। ফলিতার্থ—ঐশ্বর্য্যবাক্যের বিষয় বা অধিকার ঐ সকল বাক্যের বিষয় বা অধিকার হইতে ভিন্ন। যেহেতু বিষয় ভি সেই হেতু বিরোধ নাই—অবিরোধ।

কচিৎ কৈবল্যাবস্থায়াম্। কথমবগম্যতে। যতস্তত্রৈব তদধিকারবশাদাবিষ্কৃতম্। 'এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সগুণবিদ্যাবিপাকস্থানন্ত্বেতৎ স্বর্গাদিবদবস্থান্তরং যত্রৈতদৈশ্বর্য্যমুপবর্ণ্যতে। তস্মাদদোষঃ॥ ১৬॥

ঐশ্বর্য্যশ্রুতয়স্তু সগুণবিদ্যাবিপাকাবস্থামপেক্ষ্য। মুক্ত্যভিসন্ধানস্তু তদবস্থাসত্ত্বেঽর্থাঽরুণদর্শনে সন্ধ্যায়াং দিবসাভিধানম্।

অথচ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইলেন।" এই শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতি যে বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না বলিয়াছেন তাহা ঐ দুই অবস্থার এক এক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন; কখন সুষুপ্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞান থাকে না। এবং কখন বা কৈবল্য (মোক্ষ) অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে? এ রহস্য কিসে জানিলাম তাহা বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকার বলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্যতরাপেক্ষতা জানা গিয়াছে। যথা—"এই সকল ভূত হইতে সম্যক্‌রূপে উত্থিত (উৎপন্ন বা অতিক্রান্ত) হইয়া সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। তখন সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না।" "যখন এই সাধকের এ সমস্তই আত্মা হয় অর্থাৎ সাধক যখন আত্মাতিরিক্ত দেখে না, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে।" "যাহাতে সুপ্ত হইয়া কোন কাম্য (অভিলষিত) প্রার্থনা করে না, কোনও কাম্যের স্বপ্নও হয় না—" ইত্যাদি। ঐ সকল শ্রুতিতেই জানা গিয়াছে যে, বিশেষ জ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হইয়াছে। (সমুত্থানাদি বাক্য মুক্তি লক্ষ্য করিয়া এবং যত্র সুপ্ত ইত্যাদি বাক্য সুষুপ্তি লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ বিভাগ অবধারণ করিবে।) অতএব, বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্ত পুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা "কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিতপ্রকার ঐশ্বর্য্যই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার বিপাক স্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গী অবস্থার ন্যায় অবস্থাবিশেষ। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥*

যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি. কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যং ভবিতুমর্হতি। 'আপ্নোতি স্বারাজ্যং' 'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি,' 'তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি।—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বাঽন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং

স্বারাজ্যকামচারাদিশ্রুতিভ্যঃ স্যান্নিরঙ্কুশঃ।
স্বকার্য্য ঈশ্বরাধীনসিদ্ধিরপ্যত্র সাধকঃ॥

আপ্নোতি স্বারাজ্যং, সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি, সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যাদিশ্রুতিভ্যো বিদুষঃ পরব্রহ্মণ ইবাত্মানধীনত্বমৈশ্বর্য্যস্যাবগম্যতে। নন্বস্য ব্রহ্মোপাসনালব্ধমৈশ্বর্য্যং কথং ব্রহ্মানধীনং ন তু স্বভাবো ন হি কারণাধীনজন্মানো ভাবাঃ স্বকার্য্যে স্বকারণমপেক্ষন্তে। কিং ত্বত্র তে স্বতন্ত্রা এব। যথাহুঃ—

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য সাঙ্কুশ কি নিরঙ্কুশ (অসীম কি সসীম, সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন) তাহা সংশয়িত। সংশয় হইলে পক্ষাপক্ষ ; তন্মধ্যে এক পক্ষ নিরঙ্কুশ। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) সম্পূর্ণ স্বাধীন। এতৎ পক্ষে "তাঁহারা স্বর্গের রাজত্ব পান" "সমুদায় দেবতা তাঁহার উদ্দেশে উপহার আহরণ করে।" "সমুদায় লোকে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ আছে। পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় বলিয়া সূত্রকার ব্যাস "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং—" সূত্র বলিয়াছেন। [জগদুৎপত্ত্যাদি...জগদ্ব্যাপারে] সূত্রের অর্থ এই যে,

* জগদ্ব্যাপারঃ জগৎস্রষ্টৃত্বং তং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তাত্মনাং ভবিতুমর্হতীতি প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ বিজ্ঞায়তে। পরমেশ্বরং প্রকৃত্য জগদুৎপত্ত্যাদ্যুপদেশাৎ। ততশ্চ জগদ্ব্যাপারো নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য ন ত্বন্যস্যেতি সিধ্যতি। অন্যে তাবৎ জগদ্ব্যাপারে অসন্নিহিতাঃ। যতস্তে সৃষ্টেঃ পরাচীনাঃ।—মুক্ত পুরুষেরা সগুণব্রহ্মবিদ্যার বলে সৃজনশক্তি ব্যতীত অন্যান্য ঐশ্বর্য্য (ঈশ্বরভাব) অর্থাৎ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি করা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কার্য্য এবং সে কার্য্যে জীব অনধিকৃত ও অসন্নিহিত, ইহা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

মুক্তানামন্তবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য। কুতঃ। তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকমিতরেষামাদিমদৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে। তেনাঽসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যা-

মৃৎপিণ্ডদণ্ডচক্রাদি ঘটো জন্মন্যপেক্ষতে।
উদকাহরণে ত্বস্য তদপেক্ষা ন বিদ্যতে॥

ন চ বিদুষাং পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যসিদ্ধিত্বাদ্গতমৈশ্বর্য্যং যেন লৌকিকা এব রাজানো মহারাজাধীনাঃ স্বব্যাপারে বিদ্বাংসঃ পরমেশ্বরাধীনা ভবেয়ুর্ন খলু যদধীনোৎপাদং যস্য রূপং তৎ তদ্রূপাদূনং ভবতীতি কশ্চিন্নিয়মঃ। তৎসমানাং তদধিকানাঞ্চ দর্শনাৎ। তথা হ্যন্তেবাসী গুর্ব্বধীনবিদ্যস্তৎসমস্তদধিকো বা দৃশ্যতে। দুষ্টসামন্তাশ্চ পার্থিবাধীনৈশ্বর্য্যাঃ পার্থিবাঃ স্পর্দ্ধমানাস্তান্ বিজয়মানা বা দৃশ্যন্তে। তদিহ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যত্বাৎ পরমেশ্বরস্য মা নাম ভূবৎ বিদ্বাংসস্ততোধিকাস্তৎসমাস্তু ভবিষ্যন্তি। তথা চ ন তদধীনাঃ। ন হি সমপ্রধানভাবানামস্তি মিথোঽপেক্ষা। তদেতে স্বতন্ত্রাঃ সন্তস্তদ্ব্যাপারে জগৎসর্জ্জনেঽপি প্রবর্ত্তেরন্নিতি প্রাপ্তে প্রত্যভিধীয়তে।

নিত্যত্বাদনপেক্ষত্বাৎ শ্রুতেস্তৎপ্রক্রমাদপি।
ঐকমত্যাচ্চ বিদুষাং পরমেশ্বরতন্ত্রতা॥

জগদুৎপত্তিব্যাপার ব্যতীত অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা (অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য) ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ দিগের হইয়া থাকে। জগৎসৃষ্টি করার শক্তি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার নাই। সে বিষয়ে তাঁহারই অধিকার, অন্যে তাহাতে অনধিকৃত। শ্রুতিও নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর উল্লেখ করিয়া (ঈশ্বরের প্রস্তাব বা বর্ণন আরম্ভ করিয়া) তৎপ্রস্তাবে জগতের উৎপত্তিপ্রণালী বর্ণন বা উপদেশ করিয়াছেন। "ঈশ্বর" শব্দ নিত্য; সুতরাং তাহাও অন্যের জগৎস্রষ্টৃত্ব নিষেধ করিতে সমর্থ। (অন্য অর্থাৎ জীব। জীবগণ ঈশ্বরের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করে; সে জন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য জন্যবান্ বা উৎপত্তিবিশিষ্ট সুতরাং তাহা অনিত্য; তাহা পূর্ব্বে ছিল না। কাযেই মানিতে হয় বা বলিতে হয়, জগৎস্রষ্টৃত্ব ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নহে।) জীব সকল ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিয়া ঈশ্বরত্ব উপার্জ্জন করে; সে জন্য তাঁহারা জগদ্ব্যাপারের অসন্নিহিত অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত (অনেক

পারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবম্বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত। ততঃ পরমেশ্বরাহ্বততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৭ ॥

জগৎসর্গলক্ষণং হি কার্য্যং কারণৈকস্বভাবস্যৈব হি ভবতু আহো কার্য্যকারণস্বভাবস্য। তত্রোভয়স্বভাবস্য স্বোৎপত্তৌ মূলকারণাপেক্ষস্য পূর্ব্বসিদ্ধঃ পরমেশ্বর এব কারণমভ্যুপেতব্য ইতি স এবৈকোঽস্ত জগৎকারণম্। তস্যৈব নিত্যত্বেন স্বকারণানপেক্ষস্য কৢপ্তসামর্থ্যাৎ। কল্প্যসামর্থ্যাস্ত জগৎসর্জ্জনং প্রতি বিদ্বাংসঃ। ন চ জগৎস্রষ্টৃত্বমেষাং শ্রূয়তে শ্রূয়তে। ত্বত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্যৈব। তমেব প্রকৃত্য সর্ব্বাসাং তচ্ছ্রুতীনাং প্রবৃত্তেঃ। অপি চ সমপ্রধানানাং হি ন নিয়মবদৈকমত্যং দৃষ্টমিতি যদৈকঃ সিসৃক্ষতি তদেবেতরঃ সঞ্জিহীর্ষতীত্যপর্য্যায়েণ সৃষ্টিসংহারৌ স্যাতাম্। ন চোভয়োরপীশ্বরস্বব্যাঘাতাদেকস্য তু তদাধিপত্যে তদভিপ্রায়ানুরোধিনাং সর্ব্বেষামৈকমত্যোপপত্তেরদোষঃ। তত্রাগন্তুকানাং কারণাধীনজন্মৈশ্বর্য্যাণাং গৃহ্যমাণাবিশেষতয়া সমত্বাৎ নিত্যৈশ্বর্য্যশালিনো গৃহ্যতে তেভ্যো বিশেষ ইতি স এব তেষামধীশ ইতি তত্তন্ত্রা বিদ্বাংস ইতি পরমেশ্বরব্যাপারস্য সর্গসংহারস্য নেশতে। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়বীজমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি।

পরে উৎপন্ন। যাহারা সৃষ্টির অনেক পরে জন্মিয়াছে এবং সৃষ্টিব্যাপার কি তাহা যাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর করিতে পারে নাই কিরূপে তাহারা জগৎসৃষ্টি করিবে ?) [সমনস্কত্বাদেব...তিষ্ঠতে] আরও কথা এই যে, মুক্ত পুরুষ মাত্রেই সমনস্ক ও মনও সকলের সমান নহে। এক নহে। সুতরাং তাঁহাদের ঐকমত্য না হইতেও পারে। কেহ সংকল্প করিল, মনে করিল, স্থিতি হউক। সেই সময়ে আবার অন্যে মনে করিলেন, সংহার হউক। এরূপ হইলে অবশ্যই মুক্তাত্মাদিগের সমপ্রাধান্য অনুযায়ী অনিবার্য্য বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যদি বল, একের সংকল্পের অনুগামী অন্যের সংকল্প, সেরূপ হইলে আর বিরোধ নাই, তাহাতেও আমরা বলিব, তবে সে সংকল্প নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সংকল্প। অন্যের সংকল্প তাঁহার সংকল্পের অনুবিধায়ী। অর্থাৎ সমুদায় মুক্ত পুরুষ তাঁহারই নিয়ম্য ; তিনিই একমাত্র স্বাধীন।

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥*

অথ যদুক্তম্ 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যাদিপ্রত্যক্ষোপদেশান্নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যং বিদুষাং ন্যায্যমিতি তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ। আধিকারিকো যঃ সবিতৃমণ্ডলাদিষু বিশেষায়তনেষু ব্যবস্থিতঃ পরমেশ্বরস্তদায়ত্তৈবেয়ং স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে। যৎকারণমন-

---

যতঃ পরমেশ্বরাধীনমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ততো ন্যূনমণিমাদিমাত্রং স্বারাজ্যং ন তু জগৎস্রষ্টৃত্বম্। উক্তান্যায়াৎ।

বলিয়াছিলে যে, "সেই উপাসক স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়" এইরূপ এইরূপ প্রত্যক্ষোপদেশ (সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ প্রয়োগ) থাকায় স্বীকার করা উচিত যে, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বায়ত্ত), সে উক্তি ত্যাগ কর। আমরা বলি, আপ্নোতি স্বারাজ্যং—এ কথা বলায় দোষ হয় নাই। অর্থাৎ ঐ কথায় নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হওয়া প্রতীত হয় না। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের পরেই আধিকারিক মণ্ডলস্থ অর্থাৎ সূর্য্য-মণ্ডলস্থ পরমাত্মার প্রাপ্যতা অভিহিত হইয়াছে। তাহাতে স্থির হয়, জ্ঞানীর ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে; কিন্তু সাঙ্কুশ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই আধিকারিক পুরুষেরই অধীন। এ কথা এই জন্য বলি, ঐ কথার পরেই মনসস্পতিং আপ্নোতি—যিনি মনের পতি, উপাসক তাঁহাকে প্রাপ্ত হন,

---

* প্রত্যক্ষোপদেশাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধকশব্দেনাভিধানাৎ নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্য্যমিতি যদুক্তং তদপি ন। হেতুমাহ আধীতি। অধিকারে জগৎপালনার্থং তাপদানাদিকে কার্য্যে নিয়োজয়ত্যাদিত্যাদীনি ইত্যাধিকারিকঃ পরমেশ্বরঃ। স চাসৌ মণ্ডলস্থশ্চেতি বিগ্রহঃ। তস্য প্রাপ্যত্বোক্তেঃ। ঈশ্বর এব সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থঃ সন্ মনসাং প্রেরক ইতি স এব মনসস্পতিঃ। পূর্ব্বং যদি নিরঙ্কুশং স্বারাজ্যমুক্তং স্যাত্তর্হি অগ্রে ঈশ্বরস্য প্রাপ্যতাং ন ব্রূয়াৎ। ততশ্চ তেষাং স্বারাজ্যং ভোগেষ্বেব ন তু জগজ্জন্মাদিষ্বিতি ভাবঃ।—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং—স্বর্গের রাজত্ব পায়" এই প্রত্যক্ষোপদেশ অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যের বোধক বাক্য আছে দেখিয়া নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য (অনন্যাধীন ক্ষমতা) হয় বলিতে পার না। কারণ, ঐ স্থানেই সূর্য্যমণ্ডলাদি আয়তনে অবস্থিত আধিকারিক (অধিকার দাতা) ঈশ্বর পুরুষের প্রাপ্যতা কথন আছে। অর্থাৎ তাহারা অধিকার দাতা পরমেশ্বরকে পায়, এইরূপ কথন আছে। ঐ কথাতেই বুঝা যাইতেছে, তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে ঐশ্বর্য্যলাভ করে সুতরাং তাহারা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই তাহাদের অঙ্কুশ স্থানীয়; সে কারণ নিরঙ্কুশ নহে।

স্তরং আপ্নোতি মনসস্পতিমিত্যাহ। যো হি সর্ব্বমনসাম্পতিঃ পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরস্তং প্রাপ্নোতি। এতদুক্তং ভবতি। তদনুসারেণ চানন্তরং বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতির্ব্বিজ্ঞানপতিশ্চ ভবতীত্যাহ। এবমন্যত্রাপি যথাসম্ভবং নিত্যসিদ্ধেশ্বরায়ত্তমেবেতরেষামৈশ্বর্য্যং যোজয়িতব্যম্॥ ১৮॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ॥ ১৯॥*

বিকারাবর্ত্ত্যপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং ন কেবলং বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানম্। তথা হ্যস্য

এতাবানস্য মহিমেতি বিকারবর্ত্তি রূপমুক্তম্। ততো জ্যায়াংশ্চেতি নির্ব্বি-

---

এইরূপ কথন আছে। (যদি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য হয় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তৎপরে ঈশ্বরের প্রাপ্যত্ব বলিতেন না বা নির্দ্দেশ করিতেন না। ঐ কথাতে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের স্বর্গের রাজত্ব কেবলমাত্র ভোগবিষয়ে, জগৎসৃষ্টিবিষয়ে নহে।) [যো হি...যোজয়িতব্যম্] যিনি সমুদায় মনের পতি—নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর, উপাসক তাঁহাকে পান। (তাঁহাকে পান বলিয়াই উপাসকের তত ক্ষমতা; পরন্তু তাহা তৎসকাশলব্ধ।) উপাসক তৎক্রমে বাক্পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতিও হন। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য বাক্যে (কামচারাদি বাক্যে) যে ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ আছে, সে সকল ঐশ্বর্য্যও (স্বেচ্ছাচারিত্ব প্রভৃতিও) নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের অধীনে ও তদধীনতা বলে লব্ধ। এইরূপ যোজনা বা অর্থ করিবে, করিলে বিরোধ ভঞ্জন হইবেক।

পরমেশ্বর যে কেবল সবিকার বা সগুণ রূপে সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন এমত নহে। তিনি বিকারাতীত, নিত্যমুক্ত নির্গুণরূপেও অবস্থিত আছেন। আম্নায় অর্থাৎ বেদ তাঁহার দ্বিরূপে অব-

---

* জগদ্ব্যাপারোপ্যুপাসকপ্রাপ্যস্তদুপাস্যাধিষ্ঠত্বাৎ সঙ্কল্পসিদ্ধাদিবৎ ইত্যাশঙ্ক্য উপাস্যস্য নির্গুণস্বরূপে ব্যভিচারমাহ বিকারেতি। বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্তত ইতি বিকারাবর্ত্তি। নির্গুণনিত্যমুক্তমপি পারমেশ্বরং রূপমস্তি বিকারালম্বনাস্তন্ন প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ। হি যতঃ তথা তেনৈব রূপেণাঽস্য স্থিতিং আহ আম্নায় ইতি যোজনীয়ম্।—পরমেশ্বরের যে নির্গুণ নির্ব্বিকার রূপ আছে, সগুণ উপাসকেরা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ দ্বিরূপে অবস্থিত আছেন। অভিপ্রেতার্থ এই যে, সগুণ উপাসক যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণরূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণরূপ পাইয়া সগুণেই অবস্থান করে, সেইরূপ, তাহারা তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পান না, না পাওয়ায় সাংকুশ ঐশ্বর্য্য লইয়াই থাকেন।

দ্বিরূপাং স্থিতিমাহাম্নায়ঃ "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যেবমাদিঃ। ন চ তন্নির্ব্বিকারং রূপমিতরালম্বনাঃ প্রাপ্নু-বন্তীতি শক্যং বক্তুম্। অতৎক্রতুত্বাত্তেষাম্। অতশ্চ যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপমনবাপ্য সগুণ এবাবতিষ্ঠন্তে এবং সগুণেঽপি নিরবগ্রহমৈশ্বর্য্যমনবাপ্য সাবগ্রহ এবাবতি-ষ্ঠত ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে॥ ২০॥*

দর্শয়তশ্চ বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ শ্রুতিস্মৃতী "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি

কারং রূপম্। তথা পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি বিকারবর্ত্তি রূপং ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবীতি নির্ব্বিকারমাহ রূপম্।

দর্শয়তশ্চাপরে শ্রুতিস্মৃতী নির্ব্বিকারমেব রূপং ভগবতস্তে চ পঠিতে। এতদুক্তং ভবতি। যদি ব্রহ্মে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানে যথা তদ্গুণস্য নিরব-

---

স্থান বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—"পূর্ব্বোক্ত সমস্তই ইহাঁর (পরমেশ্বরের) মহিমা অর্থাৎ বিভূতি। পুরুষ সে সকল অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। এই সমুদায় ভূত তাঁহার একপাদ (এক চতুর্থাংশ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত অর্থাৎ নিত্য-মুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।" এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর সগুণ নির্গুণ অর্থাৎ সবিকার নির্ব্বিকার দ্বিরূপে বিরাজ করিতেছেন। যাহা তাঁহার নির্ব্বিকার রূপ, তাহা বিকারাবলম্বীরা (সগুণ উপাসকেরা) পায়, এমন কথা বলিতে শক্ত নহ। কারণ, তাহারা নির্গুণোপাসক নহে। ভাবিয়া দেখ, পরমেশ্বর দ্বিরূপে অবস্থান করিলেও সগুণোপাসক গণ যেমন তাঁহার নির্গুণ রূপ প্রাপ্ত হয় না, সগুণ রূপই প্রাপ্ত হয় ও সগুণে অবস্থান করে, সেইরূপ, সগুণে অবস্থান করিয়াও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য পায় না, না পাওয়ায় সাঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যে (ঈশ্বরাধীন বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাতেই) অবস্থিতি করে।

পরম জ্যোতিঃ নামক পরমেশ্বর যে বিকারাতীত রূপে (নির্ব্বিকার বা নিত্যমুক্ত রূপে) অবস্থিতি করেন, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই দেখা-

---

* প্রত্যক্ষানুমানে শ্রুতিস্মৃতী এবং বিকারাবর্ত্তি রূপং দর্শয়তঃ।—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পরমেশ্বরের বিকারাতীত নির্গুণ রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন।

কুতোঽয়মগ্নিঃ', ইতি। 'ন তত্রাস্য়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ' ইতি চ। তদেবং বিকারাবর্ত্তিত্বং পরস্য জ্যোতিষঃ প্রতিষিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥*

ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানামৈশ্বর্য্যং যস্মাদ্ভোগমাত্রমেষামনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানমিতি শ্রূয়তে 'তমাহাপো বৈ খলু মীয়ন্তে লোকোঽসৌ' ইতি। 'স যথৈতাং

গ্রহত্বমপি বস্তুতোঽস্তীতি নিবরগ্রহত্বঞ্চ বিদুষা প্রাপ্তব্যমিতি তদনেন ব্যভিচাবয়তে। যথা সবিকারে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানে বস্তুতঃ স্থিতমপি নির্ব্বিকাবরূপং ন প্রাপ্যতে তৎ কস্য হেতোরতৎক্রতুত্বাদুপাসকস্য তথা তদ্‌গুণোপাসনয়া বস্তুতঃ স্থিতমপি নিবরগ্রহত্বং নাপ্যতে তত্রোপাসনাসু পুরুষক্রতুত্বাৎ। উপাসকস্য তদক্রতুত্বঞ্চ নিবরগ্রহত্বস্যোপাসনবিধ্যগোচরত্বাদ্বিধ্যধীনত্বাচ্চোপাসনাসু পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ স্বাতন্ত্র্যে বা প্রাতিভত্বপ্রসঙ্গাদিতি।

ন কেবলং স্বাধ্যায়েশ্বরাধীনত্বয়া জগৎসর্জ্জনং সাক্ষাদ্ভোগমাত্রেণ তেন পরমেশ্বরেণ সাম্যাভিধানাদপি ব্যপদেশলিঙ্গাদিতি। ভূতান্যবস্তি প্রীণয়স্তীতি

ইয়াছেন বা বলিয়াছেন। "সে খানে সূর্য্যও প্রকাশকার্য্য করিতে অক্ষম। চন্দ্র, তারকা ও এই সকল বিদ্যুৎ তাঁহাকে দীপ্তিদান করিতে অক্ষম, অগ্নির ত কথাই নাই।" "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করে না। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ; তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত।" পরম জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ বিকারাতীত নিত্যমুক্ত রূপ ঐরূপে প্রসিদ্ধ।

বিকারাবলম্বী দিগের অর্থাৎ সগুণোপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ (অসীম বা স্বাধীন) নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সে অন্য

---

* মাত্রশব্দোঽন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থঃ। তেন জগদ্ব্যাপারো ব্যবচ্ছিন্নঃ। ভোগ এব ভোগমাত্রং তস্য সাম্যং সমানতা অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সহেতি যাবৎ। লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লিঙ্গং শ্রুতিনির্গলিতার্থঃ। তস্মাৎ সাবগ্রহমেবৈশ্বর্য্যমেষাং প্রতীয়তে।—শ্রুতি তাৎপর্য্যার্থে পাওয়া যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসক দিগের কেবল মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা যাহা বা যেরূপ যেরূপ সুখভোগ করেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত উপাসকও ঠিক সেইরূপ সুখ ভোগ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সগুণব্রহ্মপ্রাপ্ত যোগীর ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরাধীন সুতরাং নিরঙ্কুশ নহে।

দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি এবং হৈবম্বিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং স লোকতাঞ্জয়তি' ইত্যাদিভেদব্যপদেশলিঙ্গেভ্যঃ। নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাদন্তবত্ত্বমৈশ্বর্য্যস্য স্যাত্ততশ্চৈষামাবৃত্তিঃ প্রসজ্যেতেত্যত উত্তরং ভগবান্ বাদরায়ণাচার্য্যঃ পঠতি ॥ ২১ ॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২ ॥*

ভোক্ষ্যন্তীতি যাবৎ। সূত্রান্তরমবতারয়ণায় শঙ্কতে—"নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাদি"তি। সহ পরমেশ্বরস্যাতিশয়েন বর্ত্তত ইতি বিদুষ ঐশ্বর্য্যং সাতিশয়ম্। যচ্চ সাতিশয়ং তচ্চ কার্য্যং যথা লৌকিকমৈশ্বর্য্যম্। তদনেন কার্য্যত্বমুক্তম্। তথা চ কার্য্যত্বাদন্তবৎ প্রাপ্তমিতি তচ্চ ন যুক্তমানন্ত্যেন তদ্বিদুষাং তত্র প্রবৃত্তিরিতি। অত উত্তরং পঠতি।

হেতু—অনাদি ঈশ্বরের সহিত ভোগসাম্যশ্রবণ। অর্থাৎ শ্রুতি বলিযাছেন যে, তাঁহাদের মাত্র ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। যথা—"হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বীয় লোকে আগত উপাসককে বলিলেন, আমি এই আপ্ অর্থাৎ অমৃতরূপ জল ভোগ করি এবং এই লোকও এই অমৃত ভোগ করে।" "ব্রহ্মলোকবাসী দিগের ভোগ যে আমার সহিত সমান, সে পক্ষের উদাহরণ এই—সমুদায় ভূত এই দেবতাকে যদ্রূপ রক্ষা করে, এতদুপাসককেও সমুদায় ভূত সেইরূপ রক্ষা বা পালন করে। তাহারাও এই দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য জয় করিয়াছে।" (সালোক্য—সমান লোকে বাস। সাযুজ্য—সমান দেহ বা সমান রূপ। জয় করা অর্থাৎ পাওয়া।) এক্ষণে বলিতে পার যে, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসক দিগের ঐশ্বর্য্য সাতিশয় বিধায় (সাতিশয়—অল্লাধিক, ছোট বড়, তারতম্য, বা বিভিন্ন প্রকার।) নশ্বর এবং নশ্বরত্ব বিধায় তাহাদের পুনরাবৃত্তি (পুনর্জন্ম বা পুনঃসংসার) প্রসক্ত অর্থাৎ হইতে পারে বলিয়া আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। তাহার প্রতিবাদার্থ ভগবান বাদরায়ণ আচার্য্য * সূত্র বলিতেছেন—

* অনাবৃত্তিঃ অপুনর্জন্ম। শব্দাৎ শাস্ত্রবাক্যাৎ।—ব্রহ্মলোক গত জ্ঞানী উপাসক দিগের পুনর্জন্ম হয় না এ তথ্য শাব্দ প্রমাণে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

* সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ভগবান্, সদাচার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া আচার্য্য, বদরিকাশ্রমবাসী বলিয়া বাদরায়ণ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ পরম গুরু নারায়ণ বদরিকাশ্রমে বাস করেন, সূত্রকার ব্যাস তৎকাশে বাস করিয়া তদনুগ্রহলাভে এতৎশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারক হইয়াছিলেন, এ কথাও উক্ত শব্দে ধ্বনিত হইয়াছে।

নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেনার্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি যস্মিন্নরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি যস্মিন্নৈরম্মদীয়ং সরো যস্মিন্নশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্নপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম যশ্চানেকধামন্ত্রার্থবাদাদিপ্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিযুক্তভোগা আবর্ত্তন্তে। কুতঃ। 'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বম্' ইতি। 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ' 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে' 'ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুন-

---

কিমর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানামৈশ্বর্য্যস্যান্তবত্বং ত্বয়া সাধ্যতে আহোস্বিচ্চন্দ্রলোকাদিবদ্ ব্রহ্মলোকাদেতল্লোকপ্রাপ্তির্মুক্তেরন্তবত্বম্। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সিদ্ধসাধনম্। উত্তরত্র তু শ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ। তদ্বিধানাঞ্চ

যাঁহারা নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধ ঘটিত অর্চ্চিরাদিপর্ব্ববিশিষ্ট দেবযান পথে * শাস্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোক গত উপাসক দিগের ন্যায় ভোগক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন (পুনর্ব্বার এ লোকে জন্ম গ্রহণ) করেন না, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মলোক কি প্রকার তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদিতে বর্ণিত আছে। যথা—"এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে "অর" "ণ্য" এতন্নামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, সে স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য, সেই লোকে অজের ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মার পুরী), তাহাতে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে।" ইহা আরও অনেক প্রকারে বেদ-বেদার্থবাদ-পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই ব্রহ্মলোক শব্দের অভিধেয়। উপায় বিশেষে এবম্বিধ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এ রহস্য "উপাসক সেই মূর্দ্ধন্যনাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

---

* মূলাধার বা নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উৎক্রমণ নাড়ী বিস্তৃত আছে। ব্রহ্মরন্ধ্র নামক তদগ্রচ্ছিদ্র আর সূর্য্যমণ্ডল রশ্মিসূত্রে সংগত হইয়া আছে। দহরাদি. উপাসক অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসক সেই পথে (নাড়ীপথে) নিষ্ক্রান্ত হইয়া রশ্মি অবলম্বন করতঃ অহঃ প্রভৃতি সোপানভূত দেবতা অবলম্বন করতঃ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই পথের অন্য নাম দেবযান, অর্চ্চির্মার্গ। এ সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

রাবর্ত্তন্তে' ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ। অন্তবত্ত্বেঽপি ঐশ্বর্য্যস্য যথা- ঽনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতং 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরম্' [ব্র০সূ০] ইত্যত্র। সম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসাস্তু নিত্যসিদ্ধ- নির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি

ক্রমমুক্তিপ্রতিপাদনাদিতি। তত্ত্বমসিবাক্যার্থৈকোপাসনাপরান্ প্রত্যাহ—"স- ম্যগ্দর্শনবিধ্বস্ততমসামি"তি। দ্বিধাবিদ্যাতমঃ। নিরুপাধিব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তত্ত্ব- দর্শনম্। ন চৈতন্নির্ব্বাণং স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কার্য্যং যেনানিত্যং স্যাদি- ত্যাহ—"নিত্যসিদ্ধে"তি।

উর্দ্ধলোকে (ব্রহ্মলোকে) আগমন করতঃ অমরত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তি- লাভ করেন" "তাহাদিগের আর পুনরাগমন হয় না" "দেবযান পথে প্রস্থিত দিগের মনুষ্যসম্বন্ধীয় এই আবর্ত্তে (সংসারচক্রে) পতিত হইতে হয় না" "সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, আর প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি বেদময়ী বাণীর (শ্রুতির) নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে। [অন্তবত্ত্বেঽপি··· দর্শয়তি] যদিও ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ অর্থাৎ নশ্বর, তথাপি, ঐশ্বর্য্য ক্ষয়ে যে প্রকারে অনাবৃত্তি অর্থাৎ অপুনরাগমন ঘটনা হয় সে প্রকার বা সে প্রক্রিয়া "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ—" সূত্রে বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্বগত অজ্ঞানাবরণ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নির্ব্বাণ বা অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে। অর্থাৎ তাঁহাদের অনাবৃত্তি বা নির্ব্বাণ সম্বন্ধে কাহার কোন আশিঙ্কা নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় নাই। সেই জন্যই সূত্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্ দিগের অনাবৃত্তিক্রম বর্ণন করিলেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যখন সগুণব্রহ্মবিদ্ দিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে তখন আর নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ নির্গুণব্রহ্মবিদ্ দিগের অনাবৃত্তি কথা কি বলিব! (এই স্থানে আর একটী সিদ্ধান্ত কথা বক্তব্য। তাহা এই—যাঁহারা বিনা ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য, ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম্মের বলে ব্রহ্মলোকে উদ্ভূত হন, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাঁহারা কল্পক্ষয়ে বা প্রলয়াবসানে পুন- র্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনায় ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়মে ব্রহ্মলোকগামী হন, তাঁহারা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাঁহারা কল্পান্ত হইলে ব্রহ্মার সহিত উৎপন্নব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া পরিমুক্ত

সগুণশরণানামপ্যনাবৃত্তিসিদ্ধিরিতি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রপরিসমাপ্তিং দর্শয়তি ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রং শাঙ্করভাষ্যযুতম্।

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শঙ্করভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং চতুর্থস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভঙ্ক্ত্বা বাদ্যসুরেন্দ্রবৃন্দমখিলাবিদ্যোপধানাতিগং
যেনাম্নায়পয়োনিধের্নয়মথা ব্রহ্মামৃতং প্রাপ্যতে।
সোঽয়ং শাঙ্করভাষ্যজাতবিষয়ো বাচস্পতেঃ সাদরং
সন্দর্ভঃ পরিভাব্যতাং সুমতয়ঃ স্বার্থেষু কো মৎসরঃ ॥ ১ ॥
অজ্ঞানসাগরং তীর্ত্বা ব্রহ্মতত্ত্বমভীপ্সতাম্।
নীতিনৌকর্ণধারেণ ময়াঽপূরি মনোরথঃ ॥ ২ ॥
যন্ন্যায়কণিকাতত্ত্বসমীক্ষাতত্ত্ববিন্দুভিঃ।
যন্ন্যায়সাঙ্খ্যযোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ ॥ ৩ ॥
সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুষ্কলং ময়া।
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্ত্তস্বরাসারসুপূরিতার্থসার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণশ্চ ॥ ৫ ॥
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্ত্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্নৃগেঽকারি ময়া নিবন্ধঃ ॥ ৬ ॥
ওঁতৎসদ্ব্রহ্মার্পণমস্তু ॥

হন।) ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্র এই স্থানে সমাপ্ত হইল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্র দ্বিরুচ্চারিত হইয়াছে।



ভাষ্যগৃহীত শ্রুতিভাগের ব্যাখ্যা।

[যাহা ভামতী টীকায় পরিত্যক্ত আছে]

প্রথমাধ্যায়স্য।

(৮০ পৃষ্ঠা) অস্য মহতো ভূতস্যেতি—মহতঃ অপরিচ্ছিন্নাৎ ভূতাৎ সত্যাৎ ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ সকাশাৎ ঋগ্বেদাদয়োঽজায়ন্ত ইতি শেষঃ।

(৮৭ পৃ) সদেব সৌম্যেদমিতি—উদ্দালকঃ পুত্রং শ্বেতকেতুমুবাচ। হে সৌম্য প্রিয়দর্শন! ইদং সর্ব্বং জগৎ অগ্রে উৎপত্তেঃ প্রাক্ সৎ অবাধিতং ব্রহ্মৈব আসীৎ। এব কারেণ জগতঃ পৃথক্ সত্তা নিষেধ্যতে। একমেবাদ্বিতীয়মিতি পদত্রয়ং সতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসার্থম্।

তদেতদ্ ব্রহ্মেতি—অপূর্ব্বং কারণশূন্যম্। অনপরং কার্য্যরহিতম্। অনন্তরং জাত্যন্তরমস্য নাস্তীত্যেকরসমিতি যাবৎ। অবাহ্যং অদ্বিতীয়ম্।

অয়মাত্মেতি—অয়মিতি প্রত্যক্ষমাত্মত্বেন। সর্ব্বমনুভবতি, চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ।

(৮৮ পৃ) ব্রহ্মৈবেদমিতি—যৎ পুরস্তাৎ পূর্ব্বদিগবস্থজাতং ইদং অব্রহ্মৈবাবিদুষাং ভাতি তদমৃতং ব্রহ্মৈব।

(১০৮ পৃ) অশরীরমিতি—বাব ইত্যবধারণে। তত্ত্বতোবিদেহং সন্তমাত্মানং বৈষয়িকে সুখদুঃখে নৈব স্পৃশত ইত্যর্থঃ।

(১০৯ পৃ) অশরীরমিতি—অশরীরং স্থূলদেহশূন্যম্। দেহেষনেকেষনিত্যেষেকং নিত্যং অবস্থিতং মহান্তং ব্যাপিনং বিভুং (বিভুমিত্যনেনাপেক্ষিকমহত্ত্বং নিবারিতম্) আত্মানং জ্ঞাত্বা ধীরঃ সন্ শোকোপলক্ষিতং সংসারং নানুভবতি।

(১১১ পৃ) অন্যত্রেতি—কৃতাৎ কার্য্যাৎ অকৃতাৎ কারণাৎ ভূতাৎ অতীতাৎ ভব্যাৎ ভবিষ্যতঃ চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ অন্যৎ যৎ পশ্যসি তদ্বদেতি শেষঃ।

(১১২।১১৩ পৃ) ব্রহ্ম বেদেত্যাদি—যঃ ব্রহ্মাহমিতি বেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি। পরং কারণং অবরং কার্য্যং তদ্রূপে তদধিষ্ঠানে তস্মিন্ দৃষ্টে সতি অস্য দ্রষ্টুঃ

অনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং আনন্দং বিদ্বান্ জানন্ নির্ভয়ো ভবতি। দ্বিতীয়াভাবাৎ। অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্তোঽসি হে জনক! অজ্ঞানহানাৎ। তৎ জীবাখ্যং ব্রহ্ম গুরূপদেশাৎ আত্মানমেবাহং ব্রহ্মাস্মীতি আবেৎ বিদিতবৎ তস্মাৎ বেদনাৎ তদ্ব্রহ্ম পূর্ণমভবৎ পরিচ্ছেদভ্রান্তিহানাৎ একত্বং অহং ব্রহ্মেত্যনুভবতঃ। তত্র অনুভবকালে মোহশোকৌ ন স্ত ইত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্মৈতৎ প্রত্যগস্মীতি পশ্যন্ তস্মাজ্জ্ঞানাৎ বামদেবো মুনীন্দ্রঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপেদে হ তত্র জ্ঞানে তিষ্ঠন্ দৃষ্টবান্ আত্মমন্ত্রান্ স্বস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রকাশকান্ অহং মনুরিত্যাদীন্ দদর্শেত্যর্থঃ।

ভারদ্বাজাদয়ঃ ষট্ ঋষয়ঃ পিপ্পলাদং গুরুং পাদয়োঃ প্রণম্য উচিরে ত্বং খলু অস্মাকং পিতা যস্ত্বং অবিদ্যামহোদধেঃ পরং পারং পুনরাবৃত্তিশূন্যং ব্রহ্মবিদ্যাপ্লবেন অস্মান্ তারসি। জ্ঞানেনাজ্ঞানং নাশয়সীতি যাবৎ। আত্মবিৎ শোকং তরতীতি ভগবত্তুল্যেভ্যো ময়া শ্রুতমেব ন তু দৃষ্টং সোঽহমজ্ঞত্বাৎ হে ভগবঃ শোচামি শোচন্তং মাং ভগবানেব জ্ঞানপ্লবেন শোকসাগরস্য পরং পারং প্রাপয়তু ইতি নারদেনোক্তঃ সনৎকুমারঃ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তপসা দগ্ধকল্মসায় নারদায় তমসঃ লোকনিদানাজ্ঞানস্য জ্ঞানেন নিবৃত্তিরূপং পারং ব্রহ্ম দর্শিতবান্।

(১১৬ পৃ) যদ্বাচানভ্যুদিতমিতি চ—বিদিতং কার্য্যং অবিদিতং কারণং তস্মাৎ অধি অন্যৎ। যৎ ব্রহ্ম বাচা বাক্যেন অনভ্যুদিতং অপ্রকাশ্যম্।

(১১৭ পৃ) যস্যামতমিতি—যস্য ব্রহ্ম অমতং চৈতন্যাবিষয় ইতি নিশ্চয়ঃ তেন সম্যক্ অবগতং যস্য ত্বজ্ঞস্য ব্রহ্ম চৈতন্যবিষয়মিতি মতং স ন বেদজানাতি। অবিষয়তয়া ব্রহ্ম বিজানতাং অবিজ্ঞাতং অদৃশ্যম্। অজ্ঞানাস্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং দৃশ্যম্। দৃষ্টের্দ্রষ্টারং চাক্ষুষমনোবৃত্তেঃ সাক্ষিণং তয়া ন বিষয়ী কুর্য্যাঃ।

(১২১ পৃ) তয়োরন্যঃ-একোদেবঃ—তয়োঃ প্রমাতৃসাক্ষিণোঃ মধ্যে সত্বসংসর্গমাত্রেণ কল্পিতকর্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতা জীবঃ পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে স এব শোধিতস্তেনাঽন্যঃ সাক্ষিতয়া অভিচাকসীতি প্রকাশতে। আত্মা দেহঃ দেহাদিযুক্তং প্রমাত্রাত্মানং ভোক্তা ইতি আহুঃ পণ্ডিতাঃ। সর্ব্বভূতেষু একঃ অদ্বিতীয়ঃ দেবঃ স্বপ্রকাশঃ তথাপি মায়াবৃতত্বাৎ গূঢ়ঃ ন প্রকাশতে। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ ক্রিয়াসাক্ষী। স এব আত্মা পর্য্যি সর্ব্বং জগাৎ ব্যাপ্তঃ। শুক্রঃ দীপ্তি-

মান্। অকায়ঃ লিঙ্গশূন্যঃ। অব্রণঃ অক্ষতঃ। অস্নাবিরঃ শিরাবিধুরঃ অনশ্বর ইতি বা। শুদ্ধঃ রাগাদিদোষশূন্যঃ। অপাপবিদ্ধঃ পুণ্যপাপাভ্যামসংস্পৃষ্টঃ।

(১২৭ পৃ) আত্মানঞ্চেদিতি—অয়ং স্বয়ম্প্রভানন্দঃ পরমাত্মাঽহমস্মীতি যদি কশ্চিৎ পুরুষঃ আত্মানং জানীয়াৎ তদা কিং ফলমিচ্ছন্ কস্য ভোক্তুঃ প্রীতয়ে শরীরং তপ্যমানং অনু সংজ্বরেৎ তপ্যেত। ভোক্তৃভোগ্যদ্বৈতাভাবাৎ কৃতকৃত্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।

(১৪৭ পৃ) অহিনির্ল্বয়নী সর্পত্বক্ বল্মীকাদৌ প্রত্যস্তা নিক্ষিপ্তা মৃতা সর্পেণ ত্যক্তাভিমানা বর্ত্ততে এবমেবেদং বিদ্বৎ ত্যক্তাভিমানং শরীরং তিষ্ঠতি। ত্বচা নির্ম্মুক্তসর্পবদেবায়ং দেহস্থোপ্যশরীর এবেতি জীবন্মুক্তস্য দেহে দৃষ্টান্তঃ। বিদ্বষো দেহে সর্প ত্বচীবাভিমানাভাবাৎ অশরীরত্বং অশরীরত্বাদেব অমৃতত্বম্। প্রাণিতীতি প্রাণঃ। জীবন্ অপি ব্রহ্মৈব। কিং তৎ ব্রহ্ম? তেজঃ স্বয়ংজ্যোতি-রানন্দ এব।

(১৪৮ পৃ) সচক্ষুরিতি—বাধিতচক্ষুরাদ্যনুবৃত্ত্যা সচক্ষুরিবেত্যাদি।

১৬২ পৃ) তদৈক্ষতেতি—তৎ সৎশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ঐক্ষত আলোচয়ামাস। প্রজায়েয় বহুপ্রপঞ্চরূপেণ স্থিত্যর্থমহং উপাদানতয়া কার্য্যাভেদাৎ জনিষ্যামি। তৎ সৎ এবমীক্ষিত্বা আকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তেজঃ সৃষ্টবৎ।

(১৬৩ পৃ) আত্মা বেতি—মিষৎ চলৎ সত্তাক্রান্তমিতি যাবৎ। স জীবাভিন্নঃ পরমাত্মা প্রাণং অসৃজত।

(১৬৪ পৃ) যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি—সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎ জ্ঞানমীক্ষণমেব তপঃ।

(১৬৯ পৃ) ন তস্য কার্য্যমিতি—কার্য্যং শরীরং কারণমিন্দ্রিয়ং অস্যেশ্বরস্য শক্তির্ম্মায়া স্বকার্য্যাপেক্ষয়া পরা বিচিত্রকার্য্যকারিত্বাৎ বিবিধা সা তু ঐতিহ্যমাত্রসিদ্ধা ন প্রমাণসিদ্ধেতি ভাবঃ। জ্ঞানরূপেণ বলেন যা সৃষ্টিক্রিয়া সা স্বাভাবিকী অনাদিমায়াত্মকত্বাৎ। জ্ঞানস্য চৈতন্যস্য বলং মায়াবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতত্বেন স্ফুটত্বং তস্য ক্রিয়া নাম বিম্বত্বেন ব্রহ্মণো জনকতা জ্ঞাতৃতাপীতি স্বাভাবিকীতি বার্থঃ। অপাদোঽপি জবনঃ বেগগামী। অগ্র্যং অনাদিং পুরুষং অনন্তং মহান্তং বিভুমিত্যর্থঃ।

(১৮২ পৃ) উত তমাদেশমিতি। হে পুত্র! উত অপি আদিশ্যত ইতি ১

আদেশঃ উপদেশৈকলভ্যঃ সৎ আত্মা তমপি অপ্রাক্ষঃ গুরুনিকটে পৃষ্টবানসি যস্য শ্রবণেন মননেন বিজ্ঞানেন অন্যস্য অন্যস্য শ্রবণাদিকং ভবতীত্যন্বয়ঃ। পিণ্ডঃ স্বরূপং তেন বিজ্ঞাতেনেতি শেষঃ। বাচা বাগিন্দ্রিয়েণারভ্যত ইতি বিকারো বাচারম্ভণম্। নামধেয়ং বিকারোঽয়ং বাচা কেবলমুচ্যতে বস্তুতঃ কারণাৎ ভিন্নো নাস্তি তস্মাৎ মৃদেব স ইতি ভাবঃ।

(১৮৪ পৃ) যত্রৈতদিতি—এতৎ স্বপনং যথাস্যাৎ তথা যত্র সুষুপ্তৌ স্বপিতীতি নাম ভবতি তদা পুরুষঃ সতাসম্পন্নঃ একী ভবতি। হি যস্মাৎ স্বং সদাত্মানং অপীতোঽপিগতো ভবতি তস্মাৎ।

(১৮৮ পৃ) যথাগ্নের্জ্বলত ইতি—বিপ্রতিষ্ঠেরন্ বিবিধং নানাদিশঃ প্রতিগচ্ছেযুঃ। প্রাণাৎ চক্ষুরাদয়ো যথাগোলকং প্রাদুর্ভবন্তি। প্রাণেভ্যঃ অনন্তরং দেবাঃ সূর্য্যাদয়োস্তদনুগ্রাহকাঃ। তদনন্তরং লোকা লোকবিষয়াঃ।

(১৮৯ পৃ) স কারণমিতি—করণাধিপা জীবাঃ তেষামধিপঃ।

(১৯১ পৃ) যত্র হি দ্বৈতমিবেত্যাদি—যস্যাং খলু অজ্ঞানাবস্থায়াং দ্বৈতমিব কল্পিতং ভবতি তত্তদেতরঃ সন্ ইতরঃ পশ্যতীতি দৃশ্যোপাধিকং বস্তু ভাতি। যত্র জ্ঞানকালে বিদুষঃ সর্ব্বং জগৎ আত্মমাত্রমভূৎ তদা তু কেন কং পশ্যেৎ। যত্র ভূম্নি নিশ্চিতো বিদ্বান্ দ্বিতীয়ং কিমপি ন বেত্তি সোঽদ্বিতীয়ো ভূমা পরমাত্মা নির্গুণঃ। যত্র সগুণে স্থিতে দ্বিতীয়ং বেত্তি তদল্পং পরিচ্ছিন্নম্। যস্তু ভূমা তদমৃতং নিত্যম্। ধীরঃ পরমাত্মৈব সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য সৃষ্ট্বা নামানি চ কৃত্বা বুদ্ধ্যাদৌ প্রবিশ্য জীবসঙ্গো ব্যবহরন্ যো বর্ত্ততে সগুণঃ তং নির্গুণত্বেন বিদ্বান্ জানন্ অমৃতো ভবতি। নির্গতাঃ কলা অংশা যস্মাৎ তৎ নিষ্কলম্। নিরংশত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ম্। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ শান্তং অপরিণামি। নিরবদ্যং রাগাদিদোষশূন্যম্। অঞ্জনং মূলতমঃসম্বন্ধো ধর্ম্মাদিকং বা তচ্ছূন্যম্। অমৃতস্য মোক্ষস্য পরং উৎকৃষ্টং সেতুং লৌকিকসেতুবৎ প্রাপকম্। যথাদগ্ধেন্ধনোঽনলঃ শাম্যতি তমিব অবিদ্যাতজ্জং দগ্ধা প্রশান্তং নির্গুণমাত্মানং বিদ্যাৎ। স্থূলাদিদ্বৈতশূন্যম্। দ্বৈতস্থানং ন্যূনং অল্পং সগুণরূপং তৎ নির্গুণাদন্যৎ। তথা সম্পূর্ণং নির্গুণং সগুণাদন্যৎ।

(১৯৯ পৃ) রসো বৈ স ইত্যাদি—রসঃ সার আনন্দ ইত্যর্থঃ। অয়ং লোকঃ যৎ যদি এব আকাশঃ পূর্ণঃ আনন্দঃ সাক্ষিপ্রেরকো ন স্যাৎ তদা

কোবা অন্যাৎ চলেৎ কোবা বিশিষ্য প্রাণ্যাৎ জীবেত। তস্মাৎ এষ এব আনন্দয়াতি আনন্দয়তি।

(২১০।১১ পৃ) যদা হেবৈষ ইত্যাদি—অদৃশ্যে স্থূলপ্রপঞ্চশূন্যে। আত্মসম্বন্ধীয়মাত্ম্যং লিঙ্গশরীরং তদ্রহিতে। নিরুক্তং শব্দশক্যং তদ্ভিন্নে। নিঃশেষলয়স্থানং নিলয়নং মায়া তচ্ছূন্যে। ব্রহ্মণি অভয়ং যথাস্যাৎ তথা যদা এবং প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং মনসশ্চ বা প্রকৃষ্টাং বৃত্তিং এষ বিদ্বান্ লভতে অথ তদৈব এষ অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। উৎ অপি অরং অল্পমপ্যন্তরং ভেদং যদৈব নরঃ পশ্যতি অথ তদা তস্য ভয়ং সংসারগোচরং ভবতি।

(২১৩।১৪ পৃ) তস্য প্রিয়মেবেত্যাদি—ইষ্টদর্শনজাতং সুখং প্রিয়ম্। তৎ স্মরণম্মোদঃ। স চাভ্যাসাৎ প্রকৃষ্টঃ প্রমোদঃ। আনন্দস্তু কারণম্। বিম্বচৈতন্যং আত্মা শিরঃ পুচ্ছয়োর্মধ্যকায়ঃ ব্রহ্ম শুদ্ধম্।

(২২৭ পৃ) অথ য ইত্যাদি—অথেত্যুপাস্তিপ্রারম্ভার্থঃ। হিরণ্ময়ো জ্যোতির্ব্বিকারঃ। পুরুষঃ পূর্ণঃ অপি মূর্ত্তিমান্ উপাসকৈর্দৃশ্যতে। মূর্ত্তিমাহ—প্রণখঃ নখাগ্রং তেন সহ। নেত্রয়োর্ব্বিশেষমাহ—কপের্মর্কটস্য আসঃ পুচ্ছভাগোঽত্যন্ততেজস্বী তত্তুল্যং পুণ্ডরীকং যথা দীপ্তিমৎ এবং তস্য অক্ষিণী। সদ্যোবিকসিতরক্তাম্ভোজনয়ন ইত্যর্থঃ। তস্য উৎ ইতি নাম। উদিতঃ উদ্গতঃ সর্ব্বপাপ্মাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। নামজ্ঞানফলমাহ উদেতি।

(২২৯ পৃ) এষ সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি—অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ ঊর্দ্ধগা যে কেচন লোকাঃ তেষামীশ্বরো দেবভোগানাঞ্চ। স এষঃ অক্ষিণ্যঃ পুরুষঃ এতস্মাৎ অক্ষোঽর্বাঞ্চনা যে লোকা যে চ মনুষ্যকামা ভোগাস্তেষামীশ্বরঃ। অসৌ সংসারীতি ভাবঃ। ভূতাধিপতির্যমঃ। ভূতপাল ইন্দ্রাদয়ঃ। জলানামসঙ্করায় লোকে বিধারকো যথা সেতুঃ এবমেষাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাঞ্চ মর্য্যাদাহেতুত্বাৎ সেতুরেষ এব।

(২৩১ পৃ) তস্যর্ক্সাম চেত্যাদি। গেষ্ণৌ পর্ব্বণী। অন্যৎ স্পষ্টম্।

(২৩৫ পৃ) অস্য লোকস্যেতি—শালাবত্যোব্রাহ্মণঃ জৈবলিং রাজানং পৃচ্ছতি। অস্য পৃথ্বীলোকস্য অন্যস্য চ ক আধারঃ। রাজা ব্রূতে। আকাশ ইতি। নির্ব্বহিতা উৎপত্তিস্থিতিহেতুঃ। তে নামরূপে যদন্তরা যস্মাৎ ভিন্নে, যত্র কল্পিতত্বেন মধ্যে তদ্ ইতি যাবৎ।

(২৪১ পৃ) ঋচোঽক্ষরে ইতি—অক্ষরে কূটস্থে ব্যোমন্ ব্যোম্নি ঋচো বেদাঃ সন্তি প্রমাণত্বেন যস্মিন্ অক্ষরে বিশ্বে দেবা অধিনিষেদুঃ অধিষ্ঠিতাঃ। ওঁকারঃ কং সুখং ব্রহ্ম খং ব্যাপকঃ ইত্যুপাসীত। খং পুরাণং ব্যাপনাৎ ব্রহ্মে-ত্যর্থঃ।

(২৪২ পৃ) প্রস্তোতর্যা দেবতেতি—চাক্রায়ণঃ ঋষিঃ প্রস্তোতারমুবাচ। হে প্রস্তোতঃ! যা দেবতা প্রস্তাবং সামভক্তিবিশেষং অনুগতা ধ্যানার্থং তাঞ্চেদজ্ঞাত্বা মম বিদুষো নিকটে প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে পতিষ্যতি। প্রস্তোতা ভীতঃ সন্ প্রপ্রচ্ছ। কতমা সা দেবতা। উত্তরং প্রাণ ইতি। প্রাণমভিলক্ষ্য সম্যক্ বিশন্তি লীয়ন্তে তমভিলক্ষ্য উজ্জিহতে উৎপদ্যন্তে।

(২৪৯ পৃ) অথ যদত ইতি—দিবঃ দ্যুলোকাৎ পরঃ পরস্তাৎ যৎ জ্যোতি-র্দ্দীপ্যতে তদিদং ইতি জাঠরাগ্নাবধ্যস্ততে। কুত্র দীপ্যতে? বিশ্বতঃ বিশ্বস্মাৎ প্রাণিবর্গাদুপরি সর্ব্বস্মাৎ ভূরাদিলোকাদুপরি যে লোকাঃ তেষু উত্তমেষু ন বিদ্যন্তে উত্তমা যেভ্য ইত্যনুত্তমেষু। সর্ব্বসংসারমণ্ডলাতীতং পরং জ্যোতিরি-দমেব যদ্দেহস্থমিত্যর্থঃ।

(২৫৫ পৃ) তা বানিতি—গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং বাক্ বৈ গায়ত্রী যেয়ং পৃথিবী যদিদং শরীরং যদস্মিন্ পুরুষে হৃদয়ং ইমে প্রাণা ইতি ভূত বাক্ পৃথিবী শরীর হৃদয় প্রাণাত্মিকা ষড়্বিধা ষড়্ভিরক্ষরৈশ্চতুষ্পদা গায়ত্রীত্যুক্তং তাবৎ তৎপরিমাণঃ সর্ব্বঃ প্রপঞ্চোঽস্য গায়ত্র্যনুগতস্য ব্রহ্মণো মহিমা বিভূতিঃ। পুরুষস্তু পূর্ণব্রহ্মস্বরূপঃ। ততশ্চ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্ অধিকঃ। সর্ব্বং জগৎ একঃ পাদঃ অংশঃ। অস্য পুরুষস্য দিবি স্বপ্রকাশস্বরূপে ত্রিপাৎ অমৃতরূপমস্তি। দিবি সূর্য্যমণ্ডলে বা ধ্যানার্থমস্তি। কল্পিতাজ্জগতো ব্রহ্ম-স্বরূপমনন্তমস্তীত্যর্থঃ।

(২৫৭ পৃ) যেন তেজসা চৈতন্যেন ইদ্ধঃ প্রকাশিতঃ সূর্য্যঃ তপতি প্রকাশ-য়তি তং বৃহন্তং অবেদবিৎ ন মনুত ইত্যর্থঃ। লোকঃ গাঢ়ান্ধকারে বাচৈব জ্যোতিষা আসনাদিব্যবহারং করোতীত্যর্থঃ। আজ্যং জুহ্বতাং পিবতাং মনো-জ্যোতিঃ প্রকাশকং ভবতি। গচ্ছন্তমনুগচ্ছতঃ স্বস্যাপি গতিরস্তি তথা সর্ব্বস্য স্বনিষ্ঠং জ্ঞানং স্যাদিতি তস্য ভাসেত্যাদিপদানামর্থঃ। তৎকালানবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম সূর্য্যাদিজ্যোতিষাং সাক্ষীভূতং আয়ুরমৃতং ইতি চ দেবা উপাসতে।

(২৬৩ পৃ) এতং পরমাত্মানং বহ্বৃচা ঋগ্বেদিনো মহতি উক্থে শস্ত্রে (স্তোত্রভেদঃ শস্ত্রম্) তদনুগতমুপাসতে। তং এতং অগ্নিরিত্যাধ্বর্য্যব যজুর্ব্বেদিন উপাসতে। ছন্দোগাঃ সামবেদিনঃ। মহাব্রতে ক্রতৌ।

(২৬৪ পৃ) সম্বর্গবিদ্যায়াং অধিদৈবং অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাম্ভাংসি বায়ৌ লীয়ন্তে। অধ্যাত্মং বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি প্রাণং অপি যন্তীত্যুক্তম্। তে বা এতে পঞ্চ অন্যে আধিদৈবিকাঃ পঞ্চ অন্যে আধ্যাত্মিকাঃ তে মিলিত্বা দশসংখ্যকাঃ সন্তঃ কৃতমিত্যুচ্যন্তে। বিরাট্পদং ছন্দোবাচকম্। দশাক্ষরা বিরাট্ ইতি শ্রুতেঃ। দশত্বসাম্যেন বায়্বাদয়ো বিরাট্।

(২৭২।৭৩ পৃ) অতিমৃত্যুমেতি মৃত্যুং অত্যেতি। স যঃ কশ্চিৎ মাং ব্রহ্মরূপং বেদ সাক্ষাৎ অনুভবতি তস্য বিদুষো লোকো মোক্ষো মহতাপি পাতকেন ন হ মীয়তে নৈব হিংস্যতে ন প্রতিবধ্যতে জ্ঞানাগ্নিনা সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াৎ। সাধ্ব সাধুনী পুণ্যপাপে তাভ্যামস্পৃষ্টত্বং তৎকারয়িতৃত্বং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যঞ্চ সর্ব্বমেতদিত্যর্থঃ।

(২৭৪ পৃ) ত্রীণি শীর্ষাণি যস্যেতি ত্রিশীর্ষা ত্বষ্টুঃ পুত্রো বিশ্বরূপো নাম ব্রাহ্মণঃ তং হতবানস্মি। রৌতি যথার্থং শব্দয়তীতি রুৎ বেদান্তবাক্যং তৎ মুখে যেষাং তে রুন্মুখাঃ তেভ্যোঽন্যান্ বেদান্তবহির্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ অরণ্যশ্বভ্যঃ প্রাযচ্ছং দত্তবানস্মি।

(২৭৬ পৃ) লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্য অরেষু নেমিনাভ্যোর্ম্মধ্যশলাকাসু চক্রোপান্তরূপা নেমিঃ অর্পিতা নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়াং অরা অর্পিতা এবং ভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মীয়ন্ত ইতি মাত্রা ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু দশসু অর্পিতাঃ। ইন্দ্রিয়জাঃ পঞ্চ শব্দাদিবিষয়প্রজ্ঞাঃ। মীয়ন্তে আভিরিতি মাত্রাঃ পঞ্চ ধীন্দ্রিয়াণি নেমিবৎ গ্রাহ্যম্

(২৮১ পৃ) যুয়ং মোহমাপদ্যথ যতোঽহমেব পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভাবেন আত্মানং বিভজ্য বাতি গচ্ছতীতি বানং তদেব বাণং অস্থিরং শরীরং অবষ্টভ্য আশ্রিত্য ধারয়ামি।

(২৮৪।৮৫ পৃ) ন প্রাণেনেতি—যস্মিন্ এতৌ প্রের্য্যত্বেন স্থিতৌ তেন ইতরেণ ব্রহ্মণা সর্ব্বে প্রাণাদিব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। যেন চৈতন্যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে কার্য্যাভিমুখ্যেন প্রের্য্যতে তৎ এব বাগাদেরগম্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

(২৮৬।৮৭ পৃ) প্রজ্ঞা সাভাসা জীবাখ্যা বুদ্ধিঃ। তস্যাঃ সম্বন্ধীনি দৃশ্যানি সর্ব্বাণি ভূতানি যথৈকং ভবন্ত্যধিষ্ঠানচিদাত্মনা তথা ব্যাখ্যাস্যাম। উৎপন্নায়া অসৎকল্পায়াঃ সাভাসবুদ্ধেঃ নামপ্রপঞ্চবিষয়িত্বমর্দ্ধশরীরং অর্থাত্মকরূপপ্রপঞ্চ-বিষয়িত্বমর্দ্ধশরীরমিতি মিলিত্বা বিষয়িত্বাখ্যং পূর্ণং শরীরং ইন্দ্রিয়সাধ্যম্। তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়েষু বাগেব অস্যাঃ প্রজ্ঞায়া একমর্দ্ধং দেহার্দ্ধং অদূদুহৎ পূরয়ামাস। বাগিন্দ্রিয়দ্বারা নামপ্রপঞ্চবিষয়িত্বং বুদ্ধির্লভত ইত্যর্থঃ। চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থা। তস্যাঃ পুনর্নাম কিল চক্ষুবাদিনা প্রতিবিহিতা জ্ঞাপিতা ভূতমাত্রারূপাদ্যর্থ-রূপা পরস্তাৎ অপরার্দ্ধে কারণং ভবতি জ্ঞানকরণদ্বারা অর্থপ্রপঞ্চবিষয়িত্বং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিদ্বারা চিদাত্মা বাচমিন্দ্রিয়ং সমারুহ্য তস্যাঃ প্রেরকোভূত্বা বাচা করণেন সর্ব্বাণি নামানি বক্তব্যত্বেনাপ্নোতি। চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণি পশ্যতীত্যেবং দ্রষ্টা ভবতীত্যর্থঃ। দশত্বং ব্যাখ্যাতম্। প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়জা। তা অধিকৃত্য গ্রাহ্যভূতমাত্রা বর্ত্তন্তে। প্রজ্ঞামাত্রা ইন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যং ভূতজাতং অধিকৃত্য বর্ত্তন্তে। ইতি গ্রাহ্যগ্রাহকয়োর্ম্মিথঃ সাপেক্ষত্ব-মুক্তম্। ন হি গ্রাহ্যেন গ্রাহ্যস্বরূপং সিধ্যতি কিন্তু গ্রাহকেণ এবং গ্রাহকমপি গ্রাহ্যমনপেক্ষ্য ন সিধ্যতীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাপেক্ষত্বাৎ এতৎ গ্রাহ্যগ্রাহক-দ্বয়ং বস্তুতো ন নানা ভিন্নং কিন্তু চিদাত্মন্যারোপিতমেব। তদ্‌যথেত্যাদি দৃষ্টান্তং প্রাক্ ব্যাখ্যাতম্।

(২৯০ পৃ) তস্মাৎ জায়ত ইতি তজ্জম্। তস্মিন্ লীয়ত ইতি তল্লম্। তস্মিন্ অনিতি চেষ্টত ইতি তদনম্। তজ্জঞ্চ তৎ তল্লঞ্চ তৎ তদনঞ্চেতি কর্ম্মধারয়ে তজ্জল্লানিতি রূপম্। শাকপার্থিবন্যায়েন মধ্যপদস্য তচ্ছব্দস্য লোপঃ। তজ্জ-লানমিতি বাচ্যে ছান্দসোঽবয়বলোপঃ। ইতি শব্দো হেতৌ। সর্ব্বমিদং জগৎ ব্রহ্মৈব তদ্বিবর্ত্তিত্বাদিতি ভাবঃ। ব্রহ্মণি মিত্রামিত্রভেদাভাবাৎ শান্তো রাগাদিরহিতো ভবেদিতি গুণবিধিঃ। ক্রতুং উপাসনম্। ক্রতুময়ঃ সঙ্কল্প-বিকারঃ। সঙ্কল্পপ্রধান ইতি বা।

(২৯৮ পৃ) জীর্ণঃ স্থবিরঃ যঃ দণ্ডেন বঞ্চতি গচ্ছতি সোঽপি ত্বমেব। যঃ জাতঃ বালঃ স ত্বমেব। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু শ্রুতয়ঃ শ্রোত্রাণি অস্য ইতি সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ। সর্ব্বজন্তূনাং প্রসিদ্ধাঃ পাণ্যাদয়স্তস্যেতি সর্ব্বাত্মত্বোক্তিঃ।

(৩১৩ পৃ) ঋতং পিবন্তাবিতি—ঋতমবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ

সুকৃতস্য কর্ম্মণো লোকে কার্য্যে দেহে পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যং হৃদয়ং পরমং শ্রেষ্ঠং তস্মিন্ যা গুহা নভোরূপা বুদ্ধিরূপা বা তাং প্রবিশ্য স্থিতৌ ছায়াতপবৎ মিথোবিরুদ্ধৌ তৌ চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মিণশ্চ বদন্তি। ত্রিঃ নাচিকেতোঽগ্নিঃ চিতো যৈঃ তে ত্রিণাচিকেতাঃ। তেঽপি বদন্তীত্যর্থঃ।

(৩১৯ পৃ) গুহাহিতমিত্যাদি—গুহায়াং বুদ্ধৌ স্থিতম্। গহ্বরে অনেকানর্থসঙ্কুলে দেহে স্থিতম্। পুরাণং অনাদিপুরুষম্। পরমে শ্রেষ্ঠে। হার্দ্দাকাশে যা গুহা বুদ্ধিঃ তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

(৩২০।২১ পৃ) সঃ জীবঃ অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য পরমং পারং বিষ্ণোর্ব্ব্যাপনশীলস্য পরমাত্মনঃ পদং স্বরূপং আপ্নোতি। দুর্দ্দর্শং দুর্জ্ঞানম্। গূঢ়ং মায়াবৃতম্। মায়য়া অনুপ্রবিষ্টং পশ্চাৎ গুহানিহিতম্। গুহাদ্বারা গহ্বরেষ্ঠম্। এবং বহিরাগতমাত্মানং অধ্যাত্মযোগঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহলয়ক্রমেণ প্রত্যগাত্মনি চিত্তসমাধানং তেনাধিগমো মহাবাক্যজা বৃত্তিস্তয়া বিদিত্বা।

(৩২২ পৃ) সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ ইব সহৈব যুজ্যেতে নিয়ম্যনিয়ামকভাবেনেতি সযুজৌ। সখায়ৌ চেতনস্বভাবত্বেন তুল্যস্বভাবৌ। সমানমেকং বৃক্ষবৎ ছেদনযোগ্যং শরীরং আশ্রিত্য স্থিতৌ। অনীশয়া স্বস্য ঈশ্বরত্বাপ্রতীত্যা দেহনিমগ্নঃ পুরুষো জীবঃ শোচতি জুষ্টং ধ্যানাদিনা সেবিতং যদা ধ্যানপরিপাকদশায়াং ঈশং অন্যং বিশিষ্টরূপান্তিমং শোধিতচিন্মাত্রং প্রত্যক্ত্বেন পশ্যতি তদা অস্য মহিমানং স্বরূপং এতি প্রাপ্নোতীব ততোবীতশোকো ভবতি।

(৩২৫ পৃ) বর্ত্মনী পক্ষণী। অন্যৎ সুগমম্।

(৩২৮ পৃ) বামানি কর্ম্মফলানি এনমেতং অক্ষিপুরুষং অভিলক্ষ্য সংযন্তি উৎপদ্যন্তে। সর্ব্বফলোদয়হেতুরিত্যর্থঃ। নয়তি প্রাপয়তি ফলানি লোকান্ ইতি বামনীঃ। ভামানি ভানানি নয়তীতি ভামনীঃ সর্ব্বার্থপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।

(৩৪২ পৃ) যস্য দেবস্য আয়তনং শরীরং লোক্যতেঽনেনেতি লোকশ্চক্ষুঃ জ্যোতিঃ সর্ব্বার্থপ্রকাশকং মনঃ।

(৩৫০ পৃ) ঊর্ণনাভিঃ লুতা কীটঃ তন্তূন্ স্বদেহাৎ সৃজতি উপসংহরতি চ এবং সতো জীবতঃ।

(৩৫৫ পৃ) তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এতৎ কার্য্যং ব্রহ্ম নামরূপং স্থূলং ততোঽন্নং

ব্রীহ্যাদি। পূর্ব্বার্দ্ধব্যাখ্যা উক্তা। যেন জ্ঞানেন অক্ষরং ভূতযোনিং সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং বেদ তাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগ্যশিষ্যায় প্রব্রূয়াৎ।

(৩৫৭।৫৮ পৃ) প্লবন্তে গচ্ছন্তীতি প্লবা বিনাশিনঃ। অদৃঢ়া নিত্যফলসম্পাদনাশক্তাঃ। ষোড়র্ত্বিজঃ পত্নী যজমানশ্চ ইত্যষ্টাদশ। যজ্ঞেন নাম নিমিত্তেন নিরূপ্যন্ত ইতি যজ্ঞরূপাঃ। ঋতুষু যাজয়ন্তি যজ্ঞং কারয়ন্তি ইতি ঋত্বিজঃ। যজত ইতি যজমানঃ। পত্নী যজমানস্ত্রী। অবরং অনিত্যফলকং কর্ম্ম। এতদেব কর্ম্ম শ্রেয়ো নান্যদাত্মজ্ঞানমিতি যে মূঢ়াঃ তুষ্যন্তি তে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণং আপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।

(৩৬১ পৃ) অগ্নিঃ দ্যুলোকঃ, বিবৃতা বেদা বাক্, পদ্ভ্যাং পাদৌ।

(৩৬৩ পৃ) অগ্রে সমবর্ত্তত জাতঃ সন্ ভূতগ্রামস্য একঃ পতিঃ ঈশ্বরপ্রসাদাদভবৎ স সূত্রাত্মা দ্যাং ইমাং পৃথিবীঞ্চ স্থূলং সর্ব্বং আধারয়ৎ। কশব্দস্য প্রজাপতিসঙ্গত্বে সর্ব্বনামত্বাভাবেন স্মৈ ইত্যযোগাৎ একার লোপেন একস্মৈ ইত্যত্র কস্মৈ দেবায প্রাণাত্মনে হবিষা বিধেম পরিচরেম।

(৩৬৭ পৃ) বিশ্বস্মৈ ভুবনায় বৈশ্বানরং অগ্নিং অহ্নাং কেতুং চিহ্নং সূর্য্যং দেবা অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। সূর্য্যোদয়ে দিনব্যবহারাদিতি ভাবঃ। হি যস্মাৎ কং সুখং সুখপ্রদো ভুবনানাং রাজা বৈশ্বানরঃ অভিমুখা শ্রীরস্তেতি অভিশ্রীঃ ঈশ্বরঃ তস্মাৎ তস্য বৈশ্বানরস্য সুমতৌ বয়ং স্যাম শুভমতির্ভবত্বিত্যর্থঃ।

(৩৮১ পৃ) অপরিচ্ছিন্নমপীশ্বরং প্রাদেশমাত্রত্বেন সম্পত্ত্যা কল্পিতং সম্যক্ বিদিতবন্তো দেবাঃ তমেবৈশ্বরং অভি প্রত্যক্ত্বেন সম্পন্নাঃ প্রাপ্তবন্তঃ হ বৈ পূর্ব্বকালে। ততো বো যুষ্মভ্যং তথা দ্যুপ্রভৃতীন্ অবয়বান্ বক্ষ্যামি যথা প্রাদেশমাত্রং প্রাদেশপরিমাণমনতিক্রম্য মূর্দ্ধাদ্যধ্যাত্মাঙ্গেষু বৈশ্বানরং সম্পাদয়িষ্যামি। ইতি প্রাচীন শালাদীন্ প্রতি রাজা প্রতিজ্ঞায় উপদিশন্ করণং দর্শয়ন্ উবাচ। এষ বৈ মে মূর্দ্ধা ভূবাদিলোকান্ অতীত্য উপরি তিষ্ঠতীত্যতিষ্ঠা অসৌ দ্যুলোকো বৈশ্বানরঃ। তস্য মূর্দ্ধেতি যাবৎ। অধ্যাত্মমূর্দ্ধাভেদেনাধিদৈবমূর্দ্ধা সম্পাদ্য ধ্যেয ইত্যর্থঃ। এবং চক্ষুরাদিষূহনীয়ম্। সুতেজাঃ সূর্য্যঃ। নাসিকা ভরিষ্ঠঃ প্রাণঃ। মুখস্থং মুখ্যম্। বহুলমাকাশম্।

(৩৮৭ পৃ) যস্মিন্ লোকত্রয়াত্মা বিরাট্ প্রাণৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ মনঃ সূত্রাত্মকঃ চকারাৎ অব্যাকৃতং কারণং ওতং কল্পিতং তদপবাদেন তমেবাধিষ্ঠানাত্মানং

প্রত্যগভিন্নং জানথ শ্রবণাদিনা অন্যা বাচঃ অনাত্মবাচঃ বিমুঞ্চথ ত্যজথ এষ বাক্‌বিমোকপূর্ব্বকাত্মসাক্ষাৎকারঃ অমৃতস্য মোক্ষস্য সংসারবারিধেঃ পর পারস্য সেতুরিব সেতুঃ প্রাপকঃ।

(৩৯৪ পৃ) ধীরঃ বিবেকী তং আত্মানং বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যার্থজ্ঞানং কুর্য্যাৎ।

(৪১৫ পৃ) যৎভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ তৎ সর্ব্বং কস্মিন্ ওতং ইতি গার্গ্যা পৃষ্ট যাজ্ঞবল্ক্যঃ—এতদক্ষরং গার্গি ইত্যাদি।

(৪২১ পৃ) পিপ্পলাদো গুরুঃ সত্যকামেন পৃষ্টো ব্রূতে। হে সত্যকাম! পরং নির্গুণং অপরং সগুণং ব্রহ্ম এতদেব যোঽয়মোঙ্কারঃ তস্মাৎ প্রণবং ব্রহ্মাত্মনা বিদ্বান্ এতেনৈবোঙ্কারধ্যানেন আয়তনেন প্রাপ্তিসাধনেন যথাধ্যানং একতরং পরমপরং বা অন্বেতি প্রাপ্নোতি। তং ওঁকারং পুরুষং যোঽভিধ্যায়ীত স সামভিঃ সূর্য্যদ্বারা ব্রহ্মলোকং গত্বা পরমাত্মানং ঈক্ষত ইতি শেষঃ।

(৪২৫ পৃ) পাদোদরঃ সর্পঃ। ত্বচা চর্ম্মণা।

(৪২৬ পৃ) ব্রহ্মণোঽভিব্যক্তিস্থানত্বাৎ ব্রহ্মপুরং শরীরং অস্মিন্ যৎ প্রসিদ্ধং দহরং অল্পং পুণ্ডরীকং হৃৎপদ্মং তস্মিন্ হৃদয়ে যৎ অন্তরাকাশং অন্তরাকাশ-শব্দিতং ব্রহ্ম তদন্বেষ্টব্যং বিচার্য্যম্।

(৪৩২ পৃ) বিগতা জিঘৎসা অত্তুমিচ্ছা যস্য। বুভুক্ষাশূন্য ইত্যর্থঃ।

(৪৪০ পৃ) সেতুঃ অসঙ্করহেতুঃ বিধৃতিস্য স্থিতিহেতুঃ।

(৪৪২ পৃ) সম্প্রসাদঃ জীবঃ অস্মাৎ শরীরাৎ কার্য্যকরণসংঘাতাৎ সম্যক্ উত্থায় আত্মানং তস্মাৎ বিবিচ্য বিবিক্তং আত্মানং স্বেন ব্রহ্মরূপেণ নিষ্পাদ্য সাক্ষাৎকৃত্য তদেব প্রত্যক্ পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্যতে প্রাপ্নোতি।

(৪৬৯ পৃ) হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে অন্নময়াদ্যপেক্ষয়া পরে কোষে আনন্দ-ময়াখ্যে পুচ্ছশব্দিতং ব্রহ্ম বিরজং আগন্তুকমলশূন্যং নিষ্কলং নিরবয়বং শুভ্রং নৈসর্গিকমলশূন্যং সূর্য্যাদিসাক্ষিভূতং ব্রহ্মবিৎ আত্মবিদো বিদুরিতি প্রসিদ্ধ-মিত্যর্থঃ।

(৪৭১০পৃ) পুরুষঃ পূর্ণঃ অপি মধ্য আত্মনি দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি উচ্যতে। অধূমকমিতি পঠনীয়ম্। নির্ধূমজ্যোতি-র্ব্বন্নির্ম্মলপ্রকাশ ইতি যাবৎ। অদ্য শ্ব ইতি কালত্রয়েঽপি স এবাস্তি।

(৪৭৬ পৃ) জীবং প্রবৃহেৎ পৃথক্ কুর্য্যাৎ ধৈর্য্যেণ বলবদিন্দ্রিয়নিগ্রহাদিনা তং বিবিক্তমাত্মানং শুক্রং শুভ্রং স্বপ্রকাশং অমৃতং কূটস্থং ব্রহ্ম জানীয়াৎ।

(৪৮৯।৯০ পৃ) এতৈঃ অসৃগ্রং ইন্দবঃ তিরঃ পবিত্রং আসবঃ বিশ্বান্যভিসৌভগ 'ইত্যেনমন্ত্রস্থৈঃ পদৈঃ স্মৃত্বা ব্রহ্মা দেবাদীনসৃজত। তত্র এত ইতি পদং সর্ব্বনামত্বাৎ দেবানাং স্মারকম্। অসৃক্ রুধিরং তৎপ্রধানে দেহে রমন্ত ইতি অসৃগ্রা মনুষ্যাঃ। চন্দ্রস্থানাং পিতৃণাং ইন্দুশব্দঃ স্মারকঃ। গ্রহাণাং তিরঃ পবিত্রশব্দঃ স্মারকঃ। ঋচোঽস্রু বতাং স্তোত্রাণাং, গীতিরূপাণাং আসুশব্দঃ। স্তোত্রানন্তরং প্রয়োগং বিশতাং শস্ত্রাণাং বিশ্বশব্দঃ। সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তানাং অভিসৌভগশব্দঃ স্মারকঃ।

(৫০৫ পৃ) যজ্ঞেন পূর্ব্বসুকৃতেন বাচো বেদস্য লাভযোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ সন্তো যাজ্ঞিকাঃ তাং ঋষিষু স্থিতাং লব্ধবন্তঃ। অনুবিন্নাং উপলব্ধাম্।

(৫১১ পৃ) পূর্ব্বং কল্পাদৌ সৃজতি তস্মৈ চ ব্রহ্মণে প্রহিণোতি গময়তি তস্য বুদ্ধৌ বেদান্ আবির্ভাবয়তি যঃ তং দেবং স্বাত্মাকারমহাবাক্যর্থবুদ্ধৌ প্রকাশমানং শরণং পরমমভয়স্থানং নিঃশ্রেয়সরূপং অহং প্রপদ্যে। আর্ষেয়ঃ ঋষিযোগঃ, ছন্দোগায়ত্র্যাদি, দৈবতং অগ্ন্যাদি, ব্রাহ্মণং বিনিয়োগঃ, এতান্যবিদিতানি যস্মিন্ মন্ত্রে তেন। স্থাণুং স্থাবরং, গর্ত্তং নরকম্।

(৫৩৩ পৃ) পাদতলাৎ আজান্বোঃ জানোরা নাভেঃ নাভেরাগ্রীবং গ্রীবায়াশ্চাকেশপ্রয়োহং ততশ্চাব্রহ্মরন্ধ্রং পৃথিব্যাদিপঞ্চকে সমুত্থিতে ধারণাজাতে যোগগুণে চাণিমাদিকে প্রবৃত্তে যোগাভিব্যক্তং তেজোময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য যোগিনো ন রোগাদিস্পর্শঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

(৫৪৭ পৃ) পদ্যাঃ পাদযুক্তং সঙ্করিষ্ণুরূপমিতি যাবৎ।

(৫৪৮ পৃ) সর্ব্বং জগৎ প্রাণাৎ নিঃসৃতং উৎপন্নং প্রাণে চিদাত্মনি প্রেরকে সতি এজতি চেষ্টতে। তচ্চ প্রাণাখ্যং কারণং মহদ্‌ব্রহ্ম। বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং, যথা উদ্যতং বজ্রং ভয়ং তথা। যঃ এতৎ প্রাণাখ্যং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং বিদুঃ তে অমৃতা মুক্তা ভবন্তি।

(৫৫০ পৃ) অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি পুনঃ অপমৃত্যুং জয়তীতি যোজনীয়ম্।

(৫৫৩ পৃ) এষ সম্প্রসাদ ইতি ব্যাখ্যাতপূর্ব্বম্।

(৫৫৪ পৃ) তা বা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ ইত্যাদিনা নাড়ীনাং রশ্মীনাঞ্চ মিথঃ সংশ্লেষমুক্ত্বা অথ সংজ্ঞালোপানন্তরং যত্র কালে এতন্মরণং যথাস্যাৎ তথা উৎক্রামতি অথ তদা এতৈর্নাড়ীসংশ্লিষ্টরশ্মিভিঃ উর্দ্ধং সন্ উপরি গচ্ছতি গত্বা চ আদিত্যং ব্রহ্মলোকদ্বারভূতং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

(৫৫৯ পৃ) বিজ্ঞানং বুদ্ধিস্তন্ময়স্তৎপ্রায়ঃ। সপ্তমী ব্যতিরেকার্থা। প্রাণ-বুদ্ধিভ্যাং ভিন্ন ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণঃ।

(৫৭৫ পৃ) অগ্র্যা সমাধিপরিপাকজা। সূক্ষ্মা রজস্তমোভ্যামতিরস্কৃতা নিতান্তনির্ম্মলসত্বরূপা। বাক্ ইত্যত্র দ্বিতীয়ালোপঃ ছান্দসঃ। মনসীতি দৈর্ঘ্যঞ্চ।

(৫৭৬ পৃ) গোভিঃ গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ মৎসরং সোমং শৃণীত মিশ্রিতং কুর্য্যাৎ। শৃঞধাতোর্লোটি মধ্যমপুরুষবহুবচনে ছান্দসং রূপম্।

(৫৮১।৮২ পৃ) হে মৃত্যো! স মহং দত্তবরস্ত্বং স্বর্গহেতুমগ্নিং অধ্যেসি স্মরসি। প্রেতে মৃতে দেহাদন্যোঽস্তি ন বেত্তি সংশয়োঽস্তি, অত এতদাত্ম-তত্ত্বং সন্দিগ্ধং জানীয়াম্ ইত্যর্থঃ। লোকহেতুবিরাডাত্মনোপাস্যত্বাৎ লোকাদিঃ চিতোঽগ্নিঃ তং মৃত্যুরুবাচ নচিকেতসে। যাঃ স্বরূপতো যাবতীঃ সংখ্যাতো যথা বা ক্রমেণ অগ্নিশ্চীয়তে তৎসর্ব্বমুবাচেত্যর্থঃ।

(৫৯২ পৃ) অন্তঃ অবস্থা যেন সাক্ষিণা প্রমাতা পশ্যতি তমাত্মানাম্। ইহ দেহে যৎ চৈতন্যং তদেব অমুত্র সূর্য্যাদৌ। এবমিহ অথণ্ডৈকরসে ব্রহ্মণি যো নানেব মিথ্যা ভেদং পশ্যতি স ভেদদর্শী মৃত্যোর্ম্মরণাৎ মৃত্যুং মরণং প্রাপ্নোতি তস্মান্ন মুচ্যত ইত্যর্থঃ।

(৬১৩ পৃ) উত শব্দঃ অপ্যর্থে। যে প্রাণাদিপ্রেরকং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বিদুঃ তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ।

(৬১৯ পৃ) স পরমাত্মা লোকানসৃজত। অম্ময়শব্দীয়প্রচুরস্বর্গলোকঃ অন্তঃশব্দার্থঃ। সূর্য্যরশ্মিব্যাপ্তোঽন্তরীক্ষলোকঃ মরীচয়ঃ। মরোমর্ত্ত্যলোকঃ। অম্বুবহুলা পাতাললোকা আপঃ।

(৬২৪ পৃ) শৃঙ্গেন কার্য্যেণ লিঙ্গেন। সুগমমন্যৎ।

(৬৩০ পৃ) শ্রেষ্ঠা প্রধানঃ চৈত্রবৃত্তৈঃ জাতিভিরেবোপদ্রুতঃ ভুঙ্‌ক্তে স্বা

জাতয়শ্চ তং উপজীবন্তি। জীবোঽপি আদিত্যাদিভিঃ প্রকাশাদিনা ভোগোপকরণৈর্ভুঙ্‌ক্তে তে চ হবির্গ্রহণাদিনা জীবমুপজীবন্তী।

(৬৪৪ পৃ) ইদং প্রত্যক্‌ মহৎ অপরিচ্ছিন্নং ভূতং সত্যং অনন্তং নিত্যং, অপারং সর্ব্বগতং চিদেকরসং এতেভ্যঃ কার্য্যকরণাত্মনা জায়মানেভ্যো ভূতেভ্যঃ সামান্যেনোত্থায় ভূতোপাধিকং জন্ম অনুভূয় তান্যেব ভূতানি লীয়মানানি অনুসৃত্য বিনশ্যতি। ঔপাধিকমরণানন্তরং বিশেষধীর্নাস্তীতি তন্ত্রার্থঃ। অন্যানি চ পদানি সুখবোধ্যানি।

(৬৫২ পৃ) সর্ব্বাণি রূপাণীতি কৃতব্যাখ্যানম্‌।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য।

(৫ পৃ) আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়ে দৃষিম্‌। প্রসূতং বিভৃষাজ্জ্ঞানৈঃ তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্‌। ইত্যনুসারেণ যোজয়িতব্যম্‌।

(১৭ পৃ) তেষাং প্রকৃতানাং কামানাং কারণং সাংখ্যযোগাভ্যাং বিবেকধ্যানাভ্যাং অভিপন্নং প্রত্যকৃত্বয়া প্রাপ্তং দেবং মত্বা ইতি পাঠে মননেন সাক্ষাৎ কৃত্য সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ মুচ্যতে।

(৩৩ পৃ) এষা ব্রহ্মণি মতিঃ তর্কেণ স্বতন্ত্রেণ নাপনেয়া ন সম্পাদনীয়া। যদ্বা কুতর্কেণ ন বাধনীয়া। কুতার্কিকাৎ অন্যেনৈব বেদবিদাচার্য্যেণ প্রোক্তামতিঃ সুজ্ঞানায় অনুভবায় ফলায় ভবতি। হে প্রেষ্ঠ প্রিয়তমেতি সম্বোধনং নচিকেতসং প্রতি মৃত্যোঃ।—ইয়ং বিবিধা সৃষ্টিঃ যতঃ যস্মাৎ কারণসকাশাৎ আ সমন্তাৎ বভূব তং কঃ বা অদ্ধা সাক্ষাৎ বেদ। তিষ্ঠ তু বেদনং ক ইহ লোকে তং প্রবোচৎ। যথাবৎ বক্তাপি নাস্তীতি ভাবঃ।

(৪৩ পৃ) সতি ব্রহ্মণি একীভূয় ন বিদুঃ। ইত্যজ্ঞানোক্তিঃ। ইহ সুষুপ্তেঃ প্রাক্‌ প্রবোধে যেন যেন জাত্যাদিনা বিভক্তা ভবন্তি তদা পুনঃ উত্থানকালে তথৈব ভবন্তীতি বিভাগোক্তিঃ।

(১১১ পৃ) নং তস্য কার্য্যমিত্যস্য ব্যাখ্যানং পূর্ব্বত্র লিখিতমস্তি।

(১২২ পৃ) রথযোগা অশ্বাঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্।

(১২৫ পৃ) অভ্যাত্তঃ অভিতো ব্যাপ্তঃ। অবাকী বাগিন্দ্রিয়শূন্যঃ। অনাদরঃ নিষ্কামঃ।

(৩৪৬ পৃ) তৎ তত্র সৃষ্টিকালে যৎ অপাং শরঃ যঃ মণ্ডবদ্ঘনীভাবঃ আসীৎ স এব সমহন্যত কঠিনঃ সঙ্ঘাতোঽভূৎ। সা অপাং কঠিনা পরিণতিঃ পৃথিবী অভবৎ।

(৩৬২ পৃ) মাং মোহান্তং মোহমধ্যং ভ্রান্তিং আপীপদৎ আপাদিতবান্ ইমমর্থং ন জানামি ব্রূহি ত্বদুক্তেরর্থমিতি। মোহকরং বাক্যম্। উচ্ছিত্তিঃ পূর্ব্বাবস্থানাশো ধর্ম্মোঽস্যেতি উচ্ছিত্তিধর্ম্মা পরিণামীতি যাবৎ। তস্মাদবিনাশীত্যর্থঃ। মাত্রাভির্বিষয়ৈঃ অসংসর্গাৎ তথোক্তমিতি ভাবঃ।

(৩৬৮ পৃ) অন্যেভ্যো বা মুখাদিভ্য এব আত্মা নিষ্ক্রামতি। ইন্দ্রিয়াণি গৃহ্লন্ স্বাপাদৌ হৃদয়ং স জীবো গচ্ছতি। শুক্রং প্রকাশকং ইন্দ্রিয়গ্রামমাদায় পুনর্জ্জাগরিতস্থানমাগচ্ছতি। তেজোমাত্রা ইন্দ্রিযাণি।

(৩৭২ পৃ) বালেতি—বালঃ কেশঃ। তোত্রপ্রোতাঽয়ঃশলাকাগ্রং আরাগ্রম্। তস্মাৎ ঔদ্ধৃতা মাত্রা মানং যস্য স জীবস্তথা।

(৩৮৭ পৃ) আদিত্যবর্ণং স্বপ্রকাশম্। তমসঃ পরস্তাৎ অজ্ঞানাস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ।

(৪১৬ পৃ) বঞ্চসি গচ্ছসি। অন্যৎ উক্তমেব।

(৪১৭ পৃ) তীর্থানি শাস্ত্রোক্তকর্ম্মাণি তেভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বপ্রাণিহিংসামকুর্ব্বন্ ব্রহ্মলোকমাপ্নোতীত্যর্থঃ।

(৪৬১ পৃ) নাসদাসীৎ ইত্যারভ্য অধীতং সূক্তং। নাসদাসীদীয়ং তস্মিন্। তর্হি তদা প্রলয়কালে মৃত্যুর্ম্মারকো মৃত্যুমকার্য্যং বা নাসীৎ অমৃতঞ্চ দেবভোগ্যং নাসীৎ রাত্র্যাঃ প্রকেতঃ চিহ্নম্বরূপশ্চন্দ্রঃ অহ্নঃ প্রকেতঃ সূর্য্যশ্চ নাস্তাং স্বধয়া সহেত্যন্বয়ঃ। পিতৃভ্যো দেয়মন্নং স্বধা। যদ্বা স্বেন ধৃতা মায়া স্বধা তয়া সহ তদেকং ব্রহ্ম নাসীদিতি পরমার্থঃ।

(৪৭৩ পৃ) প্লুষিঃ মশকাদপি সূক্ষ্মোজন্তুঃ পুত্তিকেতি নাম। নাগো।

(৪৭৫ পৃ) স প্রাণঃ কাচং প্রথমাং উদ্গীথকর্ম্মণি প্রধানাং অনূতাদি-

পাপ্মরূপং মৃত্যুং অতীত্য অবন্থং মৃত্যুনা মুক্তাং কৃত্বা অগ্নিদেবতাত্বং প্রাপিতবান্।

(৪৭৭ পৃ) অথ দেহে প্রাণপ্রবেশানন্তরং যত্র গোলকে এতৎ ছিদ্রমনুপ্রবিষ্টং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তত্র চক্ষুষ্যভিমানী স আত্মা চাক্ষুষঃ। তস্য রূপদর্শনায় চক্ষুঃ। এবমন্যত্র। যদ্যপ্যাত্মা করণান্যপেক্ষতে তথাপি জ্ঞেয়জ্ঞানতদাশ্রয়াহঙ্কারং যো বেদ স আত্মা চিদ্রূপ এব। করণানি তু গন্ধাদিপ্রবৃত্তয়েঽপেক্ষ্যন্তে ন চৈতন্যায়েতি তাৎপর্য্যম্।

(৪৮০ পৃ) হন্ত ইদানীং অস্যৈব মুখ্যপ্রাণস্য সর্ব্বে বয়ং স্বরূপং অসাম ভবাম ইতি সঙ্কল্প্য তে বাগাদয়ঃ তথা অভবন্।

(৪৮৬ পৃ) হন্ত ইদানীং দেবতাঃ স্বস্থা অনুপ্রবিশ্যেতি সম্বন্ধঃ। তাসাং ত্রিসৃণাং দেবতানাং একৈকাং দেবতাং তেজোঽবন্নাত্মনা ত্র্যাত্মিকাং করিষ্যামীতি।

তৃতীয়াধ্যায়স্য

(১৬ পৃ) অস্মৈ যজমানায় শ্রদ্ধাং সন্নমন্তে জনয়ন্তি।

(১৯ পৃ) যথা যজ্ঞচমসস্থং সোমং ঋত্বিজঃ আপ্যায়স্বেতি ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্ পুনঃ পুনঃ আপ্যায্য পুনঃ পুনঃ অপক্ষয্য ভক্ষয়ন্তি এবং এতান্ চন্দ্রলোকস্থান্ ইষ্টাদিকারিণঃ দেবানাং অন্নরূপান্ ভক্ষয়ন্তি দেবাঃ।

(২৪ পৃ) তেষাং ইষ্টাদিকারিণাং যদা তৎ কর্ম্ম পর্য্যবৈতি পরিক্ষীণং ভবতি তদা পুনরাবর্ত্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম লভন্তে।

(২৫ পৃ) অয়ং নরঃ যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে কর্ম্ম করোতি তস্য অন্তং ফলং পরলোকে প্রাপ্য তৎপ্রক্ষয়ে কর্ম্মার্থং পুনরায়াতি এতস্মিন্ লোকে।

(২৭ পৃ) অবরোহতাং জীবানাং মধ্যে যে কেচিৎ ইহ কর্ম্মভূমৌ রমণীয়চরণাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ পুণ্যযোনিভাজ ইতি যাবৎ। যৎ অভ্যাশোহ অবশ্যং হীজার্থঃ। কপূয়ং পাপম্।

(৪৬ পৃ) এতয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনয়োরন্যতরেণাপি সাধনেন যে নরা ন যুক্তাঃ তে জন্মমরণাবৃত্তিকপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি।

(৫৩ পৃ) যথেতমনেবঞ্চেত্যুক্তরীত্যা যথাগতং ধূমাদ্যধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে। নিবৃত্তাশ্চামুশয়িনঃ কর্ম্মান্তে ক্রুতদেহাঃ আকাশং গতাঃ আকাশসদৃশা ভবন্তি। আকাশসাদৃশ্যানন্তরং পিণ্ডীকৃতা অতিসূক্ষ্মলিঙ্গোপহিতাঃ বায়ুনা ইতস্ততশ্চ নীয়মানা বায়ুসমা ভবন্তি। সানুশয়ঃ সদ্যো বায়ুসমোভূত্বা ধূমস্তস্তৎসমো ভবতি ধূমসমোভূত্বা অব্ভ্রসমো ভবতি। অব্ভ্রং বৃষ্টিকর্ত্তা মেঘঃ। তৎসমো-ভূত্বা বর্ষধারাদ্বারা পৃথিবীং প্রবিশ্য ব্রীহিযবাদিরূপো ভবতীতি সিদ্ধান্তানু-সারী শ্রুত্যর্থঃ।

(৭৭ পৃ) স্বয়ং বিহত্য জাগ্রদ্দেহং নিশ্চেষ্টং কৃত্বা স্বয়ং বাসনয়া দেহং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বীয়বুদ্ধিবৃত্ত্যা স্বেন জ্যোতিষা স্বরূপচৈতন্যেনৈব স্বপ্নমনু-ভবতি।

(৯৮ পৃ) অয়নং গমনং আয়ঃ। যোনিং তত্তদিন্দ্রিয়স্থানং প্রতি ন্যায়ং নিয়তং গমনং যথা ভবতি তথা প্রতি যোন্যাগচ্ছতি বুদ্ধান্তায জাগরণায়। অন্যৎ সুগমম্।

(১২১ পৃ) দ্বিপদঃ পুরঃ মনুষ্যাদিদেহান্ চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ পশূন্ কৃত্বা পুরঃ চক্ষুরাদ্যভিব্যক্তেঃ পুরস্তাৎ স ঈশ্বরঃ পক্ষী লিঙ্গশরীরী ভূত্বা পুর উক্তানি শরীরাণি আবিশৎ স চ তেষু তেষু প্রবিষ্টোঽপি পুরুষঃ পূর্ণ এব।

(১৮৯ পৃ) ইতঃ অস্মাৎ লোকাৎ দিষ্টং লোকান্তরং প্রেতং গতং জ্ঞাতয়ঃ অগ্নয়ে হরন্তি দাহনায় নয়ন্তীত্যর্থঃ।

(১৯৪ পৃ) এষ নরঃ এতস্মিন্ আত্মনি উদরমন্তরং অল্পমপ্যন্তরং ভেদং যদা যদা পশ্যতি অথ তদা তস্য সংসারভয়ং ভবতি।

(২২৮।২৯ পৃ) ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্। মিষৎ চলৎ ন ঐক্ষত আলোচয়ামাস। অন্তঃ স্বর্গঃ, মরীচয়োঽন্তরীক্ষলোকঃ, মরোমর্ত্ত্যলোকঃ, আপঃ পাতাললোকঃ।

(২৩০।৩১ পৃ) পরেণ দিবং দিবঃ পরস্তাৎ।—পুরুষবিধঃ নরাকারঃ। আত্মা হিরণ্যগর্ভঃ।—রেতঃ কার্য্যম্।—প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাঃ অন্বৈক্ষৎ ভোগার্থং

গাং আনয়ৎ লোকস্রষ্টা। তথা অশ্বমানয়ৎ। তাস্ত গবাশ্বপ্রাপ্ত্যা ন তৃপ্তাঃ ততঃ পুরুষমানয়ৎ পুরুষশরীরে আনীতে তা অক্রবন্ তৃপ্তাঃ স্ম।

(২৩৫ পৃ) স পরমেশ্বরঃ এতং এব সীমানং বিদার্য্য ছিদ্রং কৃত্বা এতয়া ব্রহ্মরন্ধ্রাখ্যদ্বারা প্রাপদ্যত লিঙ্গবিশিষ্টঃ প্রবিষ্টবান্।—মাং বিনা যদি বাগাদিভিঃ স্বস্বব্যাপারঃ কৃতঃ। অথ তদা ত্বং কঃ। স এতমেব শোধিতমাত্মানং (স্বয়ং বিচার্য্য) ব্রহ্ম ততমং (তততমং) ব্যাপ্ততমং অপশ্যৎ। ত-কারলোপশ্ছান্দসঃ। প্রজ্ঞা চিদাত্মা নেত্রং নীয়তেঽনেনেতি নিয়ামকো যস্য তৎ প্রজ্ঞা নেত্রং চিদাত্মনিয়ম্যমিত্যর্থঃ।

(২৪০ পৃ) তস্মাৎ কারণাৎ অশিষ্যন্তঃ অশনং কুর্ব্বন্তঃ শ্রোত্রিয়াঃ পুরস্তাৎ ভোজনাৎ প্রাক্ উপরিষ্টাচ্চ অদ্ভিঃ পরিদধতি ভুক্তান্নমাচ্ছাদয়ন্তি জলৈঃ। অশিষ্যন্তঃ অশনং কুর্ব্বন্তঃ শ্রোত্রিয়া এতৎ কুর্ব্বন্তি যৎ ভোজনাৎ পূর্ব্বং ঊর্দ্ধঞ্চ আচামন্তি। যৎ আচামন্তি তৎ অদ্ভিঃ প্রাণং পরিদধতি আচ্ছাদয়ন্তি। অনং প্রাণং তেন আচমেন অনগ্নং আচ্ছাদিতং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে চিন্তয়ন্তি।

(২৫০ পৃ) সৎ ভূতত্রয়ং ত্যৎ বায়্বাকাশাত্মকং সত্যং পরোক্ষভূতাত্মকং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম। তৎ উক্তং যৎ সত্ ত্যং তৎ সঃ যোঽসাবাদিত্যঃ। তস্মিন্ আদিত্যমণ্ডলে যঃ পুরুষঃ করণাত্মকঃ স এব অধ্যাত্মং অক্ষিস্থানস্থঃ। তস্য ভূরিতি শিরঃ ভুব ইতি বাহূ স্ববিতি পাদৌ। উপনিষৎ রহস্যদেবতা। তস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অহরিতি নাম প্রকাশকত্বাৎ তস্য অক্ষিস্থস্য অহমিতি নাম প্রত্যক্ত্বাৎ।

(২৫৫ পৃ) ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠং কারণং যেষাং তানি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠানি। ণিলোপশ্ছান্দসঃ। বীর্য্যাণি পরাক্রমবিশেষাঃ আকাশোৎপাদনাদয়ঃ তানি চ বীর্য্যাণি সম্ভৃতানি নির্ব্বিঘ্নং সম্বন্ধানি। সর্ব্বনিয়ন্তঃ কার্য্যে বিঘ্নকর্তৃরভাবাৎ। তচ্চ জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম অগ্রে দেবাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ এব দিবং স্বর্গং আততান ব্যাপ্তবৎ সদা সর্ব্বব্যাপকমিত্যর্থঃ।

(২৬২।৬৩ পৃ) অভিচারকর্ত্তা দেবতাং প্রার্থয়তে সর্ব্বমিতি। হে দেবতে! মম রিপোঃ সর্ব্বং অঙ্গং প্রবিধ্য বিদারয় বিশেষতশ্চ হৃদয়ং ভিন্ধি ধমনীঃ শিরাঃ প্রবৃশ্চ ত্রোটয় শিরশ্চাভিতো নাশয় এবং ত্রিধা বিপৃক্তো বিশ্লিষ্টো ক্ষরতু মে শত্রুঃ। হে দেব! সবিতঃ সূর্য্য! যজ্ঞং তৎপতিঞ্চ প্রসুব নির্ব্বর্ত্তয়।

উচ্চৈঃশ্রবা শ্বেতোঽশ্বঃ যস্তেন্দ্রস্য স ত্বং হরিতভৃণবৎ নীলোঽসি। মোঽস্মাকং শং সুখকরো ভবতু। অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব স যস্মিন্ অহনি ক্রিয়তে তদপি ব্রহ্ম তস্মাৎ যত্র তদহঃসাধ্যং কর্ম্ম উপয়ন্তি অনুতিষ্ঠন্তি তে ব্রহ্মণৈব সাধনেন ব্রহ্ম উপযন্তি তে চ ক্রমেণ অমৃতত্বং মোক্ষং আপ্নুবন্তি।

(২৬৬ পৃ) পুত্রস্য দীর্ঘায়ুষ্যার্থং ছান্দোগ্যে ত্রৈলোক্যস্য কোশত্বেন উপাস্তিরুক্তা। তত্র পিতুরয়ং প্রার্থনামন্ত্রঃ। তত্র অমুনেতি পুত্রস্য ত্রিঃ নাম-গৃহ্লাতি। অমুনা পুত্রেণ সহ ভূরিত্রীমমমুঞ্চ প্রপদ্যে। ন মম পুত্রবিয়োগঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

(২৭৬।৭৭ পৃ) যথা অশ্বঃ রজোযুক্তানি জীর্ণরোমাণি ত্যক্ত্বা নির্ম্মলো ভবতি তথা অহমপি পাপং বিধূয় কৃতাত্মা নির্ম্মলীকৃতচিত্তঃ সন যথা বা রাহু-গ্রস্তঃ চন্দ্রঃ রাহুমুখাৎ প্রমুচ্য স্পষ্টো ভবতি তথা শরীরং ধূত্বা ত্যক্ত্বা দেহাভি-মানাৎ মুক্তঃ সন্ অকৃতং কূটস্থং ব্রহ্মাত্মকং লোকং অভি প্রত্যক্‌ত্বেন সম্ভবা-মীতি। যথা নদ্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্য নামরূপে ত্যজন্তি তথা বিদ্বান্। নিরঞ্জনঃ শুদ্ধঃ। সাম্যং ব্রহ্ম। তস্য মৃতস্য বিদুষঃ দায়ং ধনম্। তৎ তেন বিদ্যাবলেন সুকৃতদুষ্কৃতে ত্যজতি।

(২৭৯ পৃ) কুশা উদগাতৃণাং স্তোত্রগণনার্থাঃ শলাকা দারুময্যঃ। ভো কুশা! যূয়ং বানস্পত্যাঃ বনস্থমহাবৃক্ষো বনস্পতিস্তৎপ্রভবাঃ স্থ। তা ইত্থং-ভূতা যূয়ং মা পাত মাং রক্ষত।

(২৮৭ পৃ) বিরজাং রজঃশূন্যাম্। বিধুনুতে ত্যজতি।

(২৯৮ পৃ) তং ব্রহ্মলোকস্থানম্। পরাগতাঃ পরাবৃত্তাঃ। কামক্রোধ-দোষা ন সন্তীতি যাবৎ। দক্ষিণাঃ কেবলকর্ম্মিণঃ তপস্বিনোঽপি অবিদ্বাংসঃ তত্র ন যন্তি গচ্ছন্তি।

(৩০১ পৃ) অথ প্রারব্ধক্ষয়ানন্তরম্। তত ঊর্দ্ধঃ বিলক্ষণঃ ব্রহ্মরূপঃ সন্ উদেত্য উদগম্য দেহং ত্যক্ত্বেতি যাবৎ। একল এব অদ্বিতীয় এব মধ্যে স্থাতা উদাসীনাত্মস্বরূপে তিষ্ঠতি।

(৩০৯ পৃ) বেঃ দেবগণস্য হোতুং অধ্বরঃ কর্ম্ম অগ্নেঃ।

(৩৪০ পৃ) অশ্বৈ বিশ্বুবে কল্পন্তে ভোগায় সমর্থা ভবন্তি ভূমেরূর্দ্ধ্বা লোকা আবৃত্তা অধস্তনাশ্চ।

(৩৪২।৪৩ পৃ) সংবর্গঃ সংহারযোগাৎ। প্রাণাপাননিরোধাত্মকমেব ব্রতমিতি ফলিতম্। মহাত্মন ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। চতুরঃ চতুঃসংখ্যাকান্ অগ্নিসূর্য্যোদকচন্দ্রান্ অপবাংশ্চ বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনোরূপান্ একো দেবঃ। কঃ প্রজাপতিঃ। জগার জীর্ণবান্ উপসংহৃতবানিত্যর্থঃ।

(৩৪৫ পৃ) উকারশ্চার্থঃ। তেন ব্রতেন বায়োঃ সাযুজ্যং সমানদেহত্বং সলোকতাঞ্চ জয়তি প্রাপ্নোতি।

(৩৪৬ পৃ) অবদ্যতি অবচ্ছিদ্য গৃহ্লাতি। অচ্ছং বষট্‌কারং বষট্‌কারাখ্যদেবভাগমিত্যর্থঃ। যদ্বা সর্ব্বদেবার্থে যুগপৎ অবদানকার্য্যমিত্যত্র হেতুস্তং বষট্‌কারম্।

(৩৪৮।৪৯ পৃ) উৎপত্তেঃ প্রাক্ ইদং সর্ব্বং নৈব সৎ আসীৎ নাপ্যসৎ ইত্যুপক্রম্য মনঃ সৃষ্টিং উক্ত্বা মন আত্মানং ঐক্ষত তীক্ষপূর্ব্বকং অগ্নীন্ অপশ্যৎ ইতি মন অধিকৃত্য পঠন্তীত্যর্থঃ। পুরুষায়ুষঃ কৃপ্তশতবর্ষান্তর্গতৈঃ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রৈঃ অহোরাত্রৈঃ অবচ্ছিন্নতয়া মনোবৃত্তীনাং অসঙ্খ্যেয়ানাং অপি ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রত্বম্। আভিরিষ্টকাত্বেন কল্পিতাভিঃ মনসৈব সম্পাদিতা অগ্নয়ঃ মনশ্চিতঃ তান্ অর্কান্ পূজ্যান্ মনোময়ান্ মনোবৃত্তিষু সম্পাদিতান্ আত্মনঃ স্বস্য সম্বন্ধিত্বেন মনোঽপশ্যত্তৎ তথা বাক্‌প্রাণাদয়োঽপি স্বস্ববৃত্তিরূপান্ অগ্নীন্ অপশ্যৎ ইতি সিদ্ধান্তগত্যা ব্যাখ্যাতব্যম্।

(৩৫০ পৃ) কৃতিঃ করণম্। এবম্বিদে স্বপতে স্বাপং গতে জাগ্রতেঽপি তদীয়াগ্নীন্ ভূতানি সর্ব্বদা চিন্বন্তি।

(৩৫১ পৃ) তে অগ্নয়ঃ আধীয়ন্ত তেষামাধানং মনসৈব কুর্য্যাৎ। কালস্য অবচ্ছেদস্য নিয়মাৎ অচীয়ন্ত ইষ্টকাশ্চেতব্যা ইত্যর্থঃ। গ্রহাঃ পাত্রাণি। অস্তুবন্ উদ্গাতারঃ স্তুবন্তি অশংসন্ হোতারঃ শংসন্তি কিং বহুক্ত্যা যৎকিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম স্মারাদুপকারকং যজ্ঞীয়ং যজ্ঞরূপনির্ব্বাহকং তৎ সর্ব্বং মনোময়ং কুর্য্যাৎ।

(৩৮২ পৃ) যঃ জাতঃ বাল এব প্রথমঃ গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মনস্বান্ বিবেকবান্ স ইন্দ্র এবম্বিধঃ হে জনাসঃ জনাঃ।

(৩৮৩ পৃ) সুতং খণ্ডিতং সোমদ্রব্যমেব প্রকৃতম্ আ সমন্তাৎ সুতত্বমৎ যস্মাত্তেনঃ সোমযাগসম্পত্তিঃ তব কুলে দৃশ্যতু ইতি যাবৎ।

(৪১৪।১৫ পৃ) ইহ দেহে শতং সমাঃ শতসঙ্খ্যাকান্ বৎসরান্ জিজীবিষেৎ তৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ। এবং ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে সতি অশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে। তেন ত্বং ন লিপ্যসে ইতি যাবৎ। ইতশ্চ প্রকারাৎ অন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যতো ন কর্ম্মলেপঃ স্যাৎ। জরামর্য্যং জরামরণাবধিকম্।

(৪৪৩ পৃ) রসঃ সারঃ। রসতমঃ পরমো রসঃ। পরমাত্মপ্রতীকত্বাৎ পরমঃ। পরস্য ব্রহ্মণঃ অর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যঃ পরব্রহ্মবদুপাস্যমিত্যর্থঃ। অষ্টম ইতি পৃথিব্যাদ্যপেক্ষয়া। যৎ উদ্গীথঃ য উদ্গীথ ওঁকারঃ।

(৪৮৯ পৃ) যস্মাৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণা বিদিত্বা আত্মানমেব এষণাভ্যো ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি স্ম তস্মাৎ অধুনাতনোঽপি ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিত্যং পণ্ডা অধ্যয়নজা ব্রহ্মবুদ্ধিস্তদ্বান্ পণ্ডিতস্তস্য কৃত্যং পাণ্ডিত্যং শ্রবণং তন্নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধ্বা বাল্যেন জ্ঞানবলভাবেন যুক্তিতোঽসম্ভাবনানিরাসরূপমননেন শুদ্ধধীত্বেন বা তিষ্ঠাসেৎ স্থাতুমিচ্ছেৎ। শ্রবণমননানন্তরং মুনির্ম্মননশীলঃ নিদিধ্যাসনপরঃ স্যাৎ। মৌনাৎ অন্যৎ বাল্যং পাণ্ডিত্যং চামৌনঞ্চ নিদিধ্যাসনং নিশ্চয়েন লব্ধ্বা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবিৎ ভবতি।

(৫০২ পৃ) শ্রবণায় শ্রবণার্থং হি ন লভ্যঃ আত্মা। আত্মনঃ শ্রবণমপি দুষ্করং বহূনামিত্যর্থঃ। শ্রবণেঽপি তৎফলং জ্ঞানং দুর্লভম্। যৎকারণং অস্য আত্মনঃ যথাবৎ বক্তা উপদেশকঃ আশ্চর্য্যঃ অদ্ভুতবৎ কশ্চিদেব সম্ভবতি। অস্য কুশলঃ লব্ধা সাক্ষাৎ কর্ত্তা অপি আশ্চর্য্যঃ। তিষ্ঠতু সাক্ষাৎকারঃ কুশলেনাচার্য্যেণ অনুশিষ্টোঽপি শাস্ত্রাৎ পরোক্ষতোঽস্য জ্ঞাতাপি আশ্চর্য্য এব।

চতুর্থাধ্যায়স্য।

(২ পৃ) তমেবেতি। ধীরঃ সন্ শিক্ষায় শাস্ত্রোক্ত্যেণ অববুধ্য প্রজ্ঞাং সাক্ষাৎকাররূপাং মহাবাক্যজাং বুদ্ধিম্।

(৩৫ পৃ) যত্তদিতি। ন রৈক্কঃ যৎ বেদ তৎ প্রাণজাং রৈক্কাৎ অন্যোঽপি

যঃ কশ্চিৎ বেদ তৎফলে সর্ব্বোহন্তর্ভবতি ইত্যেতদুক্তে ইত্থং ময়া উৎকৃষ্টত্বেন স রৈক উক্ত ইতি হংসং প্রতি হংসান্তরবচনং তৎ শ্রুত্বা রৈকং গত্বা উবাচ জানশ্রুতিঃ হে ভগব! এতাং রৈকবিদিতাং দেবতাং মে অনুশাধি মহ্যং উপদিশ ইত্যর্থঃ।

(৬ পৃ) রশ্মীনিতি। মম ত্বং এক এব পুত্রোঽসীতি কৌষিতকিঃ পুত্রমুবাচ। অতত্ত্বং তথা মা কৃথাঃ কিন্তু বহূন্ রশ্মীন্ আদিত্যঞ্চ পর্য্যাবর্ত্তয় তান্ পৃথক্ আবর্ত্তয়স্ব। তলোপশ্ছান্দসঃ।

(৩২ পৃ) পৃথিব্যগ্ন্যন্তরীক্ষাদিত্যদ্যুসঙ্গকেষু লোকেষু হিংকার-প্রস্তাবোদ্গীথপ্রতীহার-নিধনৈঃ অংশৈঃ পঞ্চাংশং সাম। তৈরেব আদিরিতি উপদ্রব ইতি চ ভক্তিদ্বয়াধিকৈঃ সপ্তাংশং সাম ইতি ভেদঃ।

(৩৩ পৃ) তদেতদগ্ন্যাখ্যং সাম এতস্যাং পৃথিবীরূপায়াং ঋচি অধ্যূঢ়ং উপরি স্থিতম্।

(৪৪ পৃ) সমে শুচাবিতি। শর্করাঃ সূক্ষ্মপাষাণাঃ। জলাশ্রয়বর্জ্জনং শীতনিবৃত্ত্যর্থম্। চক্ষুঃপীড়নো মশকঃ।

(৪৬ পৃ) সবিজ্ঞানমিতি। ভাবনাময়ং বিজ্ঞানং ফলস্ফুরণরূপং তেন সহিতঃ সবিজ্ঞানঃ। বিজ্ঞানং স্ফুরিতফলং সবিজ্ঞানম্। যস্মিন্ লোকে চিত্তং সংকল্পঃ অস্য ইতি যচ্চিত্তঃ তেন সংকল্পিতেন সহ ফলস্ফুর্ত্ত্যনন্তরং মনঃ প্রাণে লীয়ত ইতি অক্ষরার্থঃ।

(৪৭ পৃ) স যাবদিতি। ক্রতুঃ ধ্যানম্। স উপাসকঃ অন্তবেলায়াং প্রাণত্যাগসময়ে এতৎ ত্রয়ং অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংসিতমসি, ইতি মন্ত্রত্রয়ং প্রতি পদ্যতে স্মরতি।

(৭১ পৃ) অস্যেতি। প্রয়তঃ ম্রিয়মাণস্য।

(৭৪ পৃ) তস্মাদিতি। উপশান্তদেহোক্যঃ তস্মাৎ উৎক্রমণাদূর্দ্ধং পুনর্ভবং পুনরুৎপত্তিং প্রতিপদ্যত ইতি শেষঃ।

(৯২ পৃ) অথাকাময়েতি। সকামস্য সংসারোক্ত্যনন্তরং নিষ্কামস্য মুক্তিপ্রকরণার্থঃ অথশব্দঃ। আত্মকামত্বাৎ পূর্ণানন্দাত্মবিত্বাৎ আপ্তকামঃ প্রাপ্তপরমানন্দঃ অতোনিষ্কামঃ অনভিব্যক্তান্তরবাসনাত্মককামশূন্যঃ তস্মাদকামঃ ব্যক্তবহিষ্কামরহিতঃ ঈদৃশঃ যঃ অকাময়মানঃ তস্যেত্যন্বয়ঃ।

(৯৫ পৃ) স ইতি। উচ্ছয়তি বাহুবায়ুপূরণাৎ বর্দ্ধতে আধ্মায়তি আর্দ্র-ভেরীবৎ শব্দং করোতি।

.(৯৯ পৃ) এবমেবেতি। যথা নদ্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্য লীয়ন্তে এবমেব অস্য পরিতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দ্রষ্টুঃ ইমাঃ প্রাণশ্রদ্ধাদ্যাঃ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষে কল্পিতাঃ পুরুষমেব জ্ঞেয়ং প্রাপ্য লয়ং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অত্র মনঃপ্রাণয়োরেকী-করণেন কলানাং পঞ্চদশত্বং প্রতিষ্ঠা ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনং জ্ঞেয়ম্।

(১০০ পৃ) ভিদ্যেতে ইতি। নামরূপে শক্ত্যাত্মকে অপি ভিদ্যেতে।

(১০২ পৃ) তস্যেতি। স মুমূর্ষুঃ তেজোমাত্রা ইন্দ্রিয়াণি আদদান গৃহ্লন্। তস্য হৃদয়স্য অগ্রং নাড়ীমুখং প্রদ্যোততে জ্বলতি। জ্বলনঞ্চাত্র ভাবিফল-স্ফুরণরূপম্।

(১১৪ পৃ) সূর্য্যেতি। বিরজা বিরজসঃ। নিষ্পাপা ইত্যর্থঃ।

(১১৭ পৃ) তে তেষিতি। পরাবতঃ দীর্ঘায়ুষঃ হিরণ্যগর্ভস্য পরা দীর্ঘাঃ সমাঃ বৎসরা অতিব্যাপ্য বসন্তি। কার্য্যব্রহ্মণঃ যা জিতিঃ সর্ব্বত্র জয়ঃ ব্যুষ্টিঃ ব্যাপ্তিঃ তাং ব্যশ্নুতে লভতে স উপাসকঃ।

(২২১ পৃ) যদেতি। পুরুষঃ উপাসকঃ যদা অস্মাৎ লোকাৎ দেহাৎ প্রতি নির্গচ্ছতি তদা স বায়ুং আগচ্ছতি। তস্মৈ আগতায় প্রাপ্তায় বা পুরুষায় স বায়ুঃ তত্র স্বাত্মনি বিজিহীতে ছিদ্রং করোতি তেন বায়ুদত্তেন ছিদ্রেণ রথচক্র-ছিদ্রতুল্যেন দ্বারেণ স ঊর্দ্ধং আদিত্যং গচ্ছতি।

(১৪১ পৃ) প্রজাপতেরিতি। প্রজাপতেঃ কার্য্যব্রহ্মণঃ। উপাসকঃ মরণকালে এতৎ স্মরতীতি ফলম্। যশোঽত্র ব্রহ্ম। তত্র ব্রহ্মলোকে বিদ্যা-বিহীনৈঃ অপরাজেয়া অলভ্যা পূঃ অস্তি ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য। তেনৈব প্রভুনা বিমিতং নির্ম্মিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম তত্র অস্তি। তৎ প্রতিপদ্যতে ইতি শেষঃ।

সূত্রানুক্রমণিকা।

প্রথমাধ্যায়স্য।

অ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য।

অ।

আ।

ই।

তৃতীয়াধ্যায়স্য।

ফ।

ভ।

হ।

চতুর্থাধ্যায়স্য।

অ।

৩২

ব্রহ্মসূত্রীয়ষোড়শপদার্থদর্শনম্।

প্রতিপাদ্যবিষযাঃ।	অধ্যায়াঙ্কাঃ।	পাদাঙ্কাঃ।
স্পষ্টব্রহ্মবোধকশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ।	১	১
উপাস্যব্রহ্মবাচকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বযঃ।	১	২
জ্ঞেযব্রহ্মপ্রতিপাদকাস্পষ্টশ্রুতিবাক্যানাং সমন্বয়ঃ।	১	৩
অব্যক্তাদিসন্দিগ্ধপদমাত্রাণামেব সমন্বযঃ।	১	৪
সাঙ্খ্যযোগকাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাঙ্খ্যাদিপ্রযুক্ততর্কৈশ্চ বেদান্তসমন্বয়স্য বিবোধপবিহাবঃ।	২	১
সাঙ্খ্যাদিমতানাং দুষ্টত্বপ্রদর্শনম্।	২	২
পূর্ব্বভাগেণ পঞ্চমহাভূতশ্রুতীনাং উত্তরভাগেণ চ জীবশ্রুতীনাং পবস্পববিবোধপবিহাবঃ।	২	৩
লিঙ্গশবীবশ্রুতীনাং বিবোধপবিহাবঃ।	২	৪
জীবস্য পবলোকগমনাগমনবিচাবপূর্ব্বকবৈবাগ্যনিরূপণম্।	৩	১
পূর্ব্বভাগেণ ত্বং-পদার্থস্য উত্তবভাগেণ চ তৎ-পদার্থস্য শোধনম্।	৩	২
সগুণবিদ্যাসু গুণোপসংহাবস্য, নির্গুণে ব্রহ্মণি অপুনরুক্তপদোপসংহাবস্য নিরূপণম্।	৩	৩
নির্গুণজ্ঞানস্য, বহিবঙ্গসাধনভূতানাং আশ্রমযজ্ঞাদীনাং অন্তবঙ্গসাধনভূতানাং চ শমদমশ্রবণমননাদীনাং নিরূপণম্।	৩	৪
শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা নির্গুণং উপাসনয়া সগুণং বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতো জীবতঃ পুণ্যাপাপালেপবিনাশ লক্ষণায়া মুক্তেবভিধানম্।	৪	১
ম্রিযমাণস্য উৎক্রান্তিপ্রকাববর্ণনম্।	৪	২
সগুণব্রহ্মবিদোমৃতস্যোত্তবমার্গাভিগমনম্।	৪	৩
পূর্ব্বভাগেণ নির্গুণব্রহ্মবিদো বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তেঃ, উত্তবভাগেণ চ সগুণব্রহ্মবিদো ব্রহ্মলোকস্থিতের্নিরূপণম্।	৪	৪

অধিকরণানি।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

দ্বিতীয়পাদে।

তৃতীয়পাদে।

চতুর্থপাদে।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

চতুর্থপাদে ।

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদে।

সমাপ্তং ব্রহ্মসূত্রীয়াধিকরণার্থদর্শনম্।

মুখবন্ধঃ।

ইহ খলু ভগবান্ পরমকারুণিকোমুনির্ব্বাদরায়ণঃ কর্ম্মকাণ্ডোদিতযজ্ঞদান-তপঃস্বাধ্যায়াদিকর্ম্মভির্ব্বিশুদ্ধাশয়ানাং শমদমাদিমতাং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেনেহামুত্রফলভোগবিরাগিণাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষোপায়ভূতামধ্যাত্মবিদ্যামুপদিদিক্ষুঃ "অথাঽতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদিভিঃ সূত্রজাতৈরখিলোপনিষদ্বাক্যানি বিচার্য্য সংগ্রথয়ামাস। সোঽয়ং গ্রন্থশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্ব্বিততোবেদান্তশাস্ত্রমিতি ব্রহ্মমীমাংসেত্যুত্তরমীমাংসেতি চ ব্যপদিশ্যতে ব্যবহর্ত্তৃভিঃ পুরুষৈঃ। তত্র তাবৎ প্রথমেঽধ্যায়ে সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং তাৎপর্য্যতো ব্রহ্মণি পর্য্যবসানলক্ষণঃ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়ে সম্ভাবিতবিরোধপরিহারঃ, তৃতীয়েঽধ্যাত্মবিদ্যাসাধননির্ণয়ঃ, চতুর্থে চ বিদ্যাফলবিচারঃ সূত্রিতঃ।

সোঽয়ং সূত্রগ্রন্থঃ কালবশাৎ কৃশত্বমাপন্নোঽপি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈস্তদুপরিভাষ্যং নাম প্রসন্নগম্ভীরং মহানিবন্ধং বিরচয্য সমুপবৃংহিতস্তদনু চ বাচস্পতিমিশ্রপ্রভৃতিভিরাচার্য্যবর্য্যৈর্ভামতীপ্রমুখানুদারনিবন্ধনিচয়ান্ নিবধ্য সুপ্রতিষ্ঠাপিতশ্চ। শঙ্করাচার্য্যপ্রাদুর্ভাবস্তু বিক্রমার্কসময়াৎ প্রগতে ৮৪৫ পঞ্চচত্বারিংশদধিকাষ্টশতমিতে সংবৎসরে কেরলদেশে কালপীগ্রামে শিবগুরুশর্ম্মণোভার্য্যায়াং সমভবদিতি সম্প্রদায়বিদ আহুঃ। অস্মাচ্চ ভগবতঃ শঙ্করাচার্য্যাৎ প্রাগেতস্য ব্রহ্মসূত্রাখ্যগ্রন্থস্য ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাতিবিস্তীর্ণা বৃত্তিন্নামধেয়া ব্যাখ্যাসীদিতি প্রমাণশতৈর্ব্বিজ্ঞায়তে। তামেবাবলম্ব্য রামানুজেন বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রতিপাদকং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং নিরমায়ীতি রামানুজীয়ব্রহ্মসূত্রভাষ্যদর্শনান্নিশ্চীয়তে।

শঙ্করস্তাবদেবং মেনে।—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যৈর্ব্বোধিতস্য সফলস্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানস্য সাধনং শ্রবণং "শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি শ্রুতির্ব্বোধয়তি। শ্রবণঞ্চ নাম বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণানুকূলবিচারঃ। তাদৃশেনৈব শ্রবণেন নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তদেব তাবৎ সমস্তদুঃখোপশমক-

মানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনং মুমুক্ষূণাম্। তচ্চ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানং বস্তুতঃ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যাবশাদপ্রাপ্তকল্পমস্তীত্যতস্তৎ প্রেপ্সিতমিব ভবতি। যথা চ স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিৎ ভ্রমাৎ নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিবোধিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি তদ্বৎ।

ন চ লোকে বহুশঃ কৃতশ্রবণস্যাপি ব্রহ্মাত্মজ্ঞানানুৎপত্তিদর্শনাদকৃতশ্রবণস্য বামদেবাদের্গর্ভবাসকাল এব তদুৎপত্তিদর্শনাচ্চ শ্রবণং ন ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুরিতি বাচ্যম্। সহকারিবৈকল্যেনান্বয়ব্যভিচারস্য দোষত্বাভাবাৎ জাতিস্মরস্য তস্য তস্য চ জন্মান্তরীয়শ্রবণাৎ ফলসম্ভবেন ব্যতিরেকব্যভিচারাযোগাচ্চ। নো খলু কৃতশ্রবণস্য নিয়মেন সর্ব্বত্র শাব্দং পরোক্ষমেব জ্ঞানমুপজায়তে। সন্নিকৃষ্টযোগ্যবস্তুবিষয়কস্য যাবৎপ্রমাণজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাৎ। চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টস্য বহ্নেঃ সত্যামনুমিৎসায়ামনুমানজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাব্যভিচারাৎ। কেনচিন্নিমিত্তেন ব্যাধকুলসম্বর্দ্ধিতস্য রাজকুমারস্য স্বীয়যথার্থস্বরূপানভিজ্ঞস্য কদাচিৎ প্রাপ্তেঽবসরে রাজকুমারস্ত্বমসীত্যাপ্তবাক্যাৎ স্বস্বরূপসাক্ষাৎকারোদয়দর্শনাচ্চ শব্দানামপ্যপরোক্ষজ্ঞানজননক্ষমত্বমস্ত্যেবেতি নাত্র বিবদিতব্যম্। অতএব শ্রুতিবিহিতানাং শ্রবণমননাদীনাং তৃণারণিমণিন্যায়েন প্রত্যেকং ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বমস্ত্যেবেতি সিদ্ধান্তিতম্।

কিঞ্চাস্যাং ভ্রান্তিদশায়াং সংসারদশায়াং বা যদয়মহমস্মীত্যহম্প্রত্যয়ানুবিদ্ধমাত্মজ্ঞানমবভাসতে তন্ন প্রমারূপম্। অনিয়তাকারতয়া সন্দিগ্ধত্বাৎ। তথা হি—স্থূলোঽহং কৃশোঽহং ইত্যাদ্যনুভবকালীনাহম্প্রত্যয়ো দেহাভিন্নমাত্মানং গৃহ্ণাতি। তথা বধিরোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদ্যনুভবকালীনাহম্প্রত্যয় ইন্দ্রিয়াকারমাত্মানং গৃহ্ণাতি। এবমন্যদাপ্যন্যৎ। তস্মাদহম্প্রত্যয়েনানিয়তাকারাত্মবস্তুগ্রহণাদস্ত্যেব তত্র সন্দিগ্ধতা। সন্দিগ্ধত্বাদেব চ তত্রাস্তি প্রমাত্বব্যাঘাতঃ। অপি চ "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" ইতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ সমস্তোপাধিশূন্যমখণ্ডৈকরসমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশন্তি। অহম্প্রত্যয়স্তু প্রাদেশিকমনেকবিধদুঃখশোকাদিপ্রপঞ্চোপপন্নমাত্মানং প্রত্যাপয়তি। ততোঽপি সন্দিগ্ধতাত্মবস্তুনঃ। তত্রাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কেন স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবেন শ্রুতিবচনেন বিরুদ্ধত্বাদহম্প্রত্যয়প্রতীতস্যাপ্রামাণ্যমেবাধ্যবসীয়তে। নিশ্চীয়তে চ

দেহাদিতাদাত্ম্যধ্যাসেন স্থূলোঽহমিত্যাদিরূপোঽহম্প্রত্যয়োভ্রান্তিবিলসিত ইতি। অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিরিতি ভ্রান্তেরৌৎসর্গিকং লক্ষণম্। বিশেষলক্ষণন্তু ভাষ্যে প্রবিততমস্তীতি তদ্দ্রষ্টব্যম্। ন চাঽপুরোবর্ত্তিনি নিরবয়বে নীরূপে চ চিদাত্মনি দেহাদিতদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসোঘটত অদৃষ্টত্বাদিতি মন্তব্যম্। অধ্যাসহেতোরনাদ্যজ্ঞানদোষস্য নিরর্গলত্বাৎ। ন চায়মস্তি নিয়মো পুরোবর্ত্তিত্বাদিবিশিষ্ট এব বিষয়ান্তরমধ্যাসিতব্যমিতি যতো বালা অতাদৃশেঽপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। বস্তুতস্ত্বারোপ্যপদার্থস্য সত্ত্বমধ্যাসে নাপেক্ষিতং কিন্তু প্রতীতিমাত্রম্। এবঞ্চ কূটকার্ষাপণাদিনা ব্যবহারদর্শনাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপস্থাপিতদেহাদিপ্রপঞ্চপ্রতীতিরেবোত্তরোত্তরাধ্যাস উপযোক্ষ্যতে ন ত্বন্যৎ কিমপি। যদ্যপি দেহাদিপ্রপঞ্চস্য কথঞ্চিৎ প্রতীতৌ সত্যামধ্যাসঃ সিধ্যতি সিদ্ধে চাধ্যাসে দেহাদিপ্রপঞ্চস্য প্রতীতিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় আপততি তথাপি নাঽসৌ দোষঃ। বীজাঙ্কুরবৎ সংসারপ্রবাহস্যাঽনাদিত্বেন তৎকারণস্যাধ্যাসস্যাপ্যনাদিত্বাৎ। তদেবমপরিচ্ছিন্নে চৈতন্যৈকরসেঽদ্বিতীয়ে প্রত্যগাত্মবস্তুন্যঽধ্যস্তো নিখিলোঽন্তঃকরণাদির্জ্জড়বর্গশ্চেতনবৎ সদ্রূপেণাবভাসতে প্রত্যগাত্মা চান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্তোঽন্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ সন্ পূর্ণোপি প্রাদেশিক ইব চেতনোপি জড় ইবাবভাসমানঃ কর্ত্তা ভোক্তা চাঽহঙ্কারাস্পদমুপজায়তে। সোঽয়মনির্ব্বচনীয়ো মিথ্যাজ্ঞানবিলাসোঽনাদিরপার ইতরেতরাধ্যাসরূপঃ সর্ব্বানর্থমূলকারণং ন শক্যতে তত্ত্বজ্ঞৈর্নিমন্তবা সমূলঘাতং হন্তুম্। তস্মাদাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালাভ্যাসজন্মনা প্রবলতরতত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণাঽনন্তজন্মান্তরপ্রণালিকাগতঃ সুদৃঢ়োঽপি মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ সমূলঘাতং হন্যত ইত্যুপদিশতি মাতেব হিতকারিণী শ্রুতিঃ "দ্রষ্টব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিকা।

অস্মিন্ হি শাস্ত্রে ব্রহ্মণো যৎ জগৎকারণত্বরূপং লক্ষণমুক্তং তন্ন পরমাণূনামিবারম্ভকত্বরূপং নাপি প্রকৃতেরিব পরিণামিত্বরূপং কিন্তু মায়য়া ব্যোমাদিরূপেণ বিবর্ত্তমানত্বলক্ষণম্। তথা চেন্দ্রজালসদৃশস্যৈবাস্য জগতো মায়িকত্বেন তাত্ত্বিকসত্তাশূন্যত্বাৎ জগৎকারণত্ববোধিকাশ্রুতির্জ্জগদ্ব্রহ্মণোস্তাত্ত্বিককার্য্যকারণভাবং নাভিধত্তে কিন্তৌপচারিকমেব। যথা চাস্মিংশ্চ লোকে লোকপ্রসিদ্ধো মায়াবী পরমৈন্দ্রজালিকো মণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগসংক্ষুভ্যমাণয়া মায়য়া প্রেক্ষকাণাং বিস্মাপনমিন্দ্রজালং সৃজতি তথা মহামায়াবী মহেশ্বরোঽপ্যন-

স্বশক্তির্নির্ব্যাপার এব স্বেচ্ছামাত্রেণাঽখিলং সৃজতি। যা তস্যেচ্ছাশক্তিঃ সৈব মায়েত্যস্মিন্ বেদান্তশাস্ত্রে নিগদ্যতে। জীবেশ্বরবিভাগোঽপি তদ্বিভেদাদুপপদ্যত এব। একাপি হি গুণবতীচ্ছাশক্তীরজস্তমোঽনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা সতী মায়েতি রজস্তমোঽভিভূতমলিনসত্ত্বপ্রধানা সতী চাবিদ্যেত্যভিধীয়তে। একমপি সদ্ ব্রহ্ম মায়োপাধিকমীশ্বর ইতি গীয়তে শ্রুতিস্মৃতিষু। তদেব পুনরবিদ্যোপাধিকং সৎ জীব ইতি ব্যপদিশ্যতে চ। বিশুদ্ধেরেকবিধত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়ায়া একত্বেন মায়াবিন ঈশ্বরস্যাপ্যেকত্বমেব। মালিন্যস্য তারতম্যেন মলিনসত্ত্বপ্রধানায়া অবিদ্যায়া নানাত্বাৎ তদুপাধিকস্য জীবস্যাপি দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিপ্রভেদেন নানাত্বম্। তত্রেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বনিয়ন্তা, তদুপাধের্ম্মায়ায়া শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানত্বাৎ জীবস্তু ন তথা মলিনসত্ত্বপ্রধানয়া অবিদ্যয়া উপহিতত্বাৎ। এবঞ্চ কৌন্তেয়স্যৈব রাধেয়ত্ববদবিকৃতস্যৈব পরমাত্মনঃ স্বাঽবিদ্যয়া জীবভাবঃ। যদপি সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং মূলকারণমজ্ঞানং তদেব প্রকৃতিরিতি মিথ্যাজ্ঞানমিতি মায়েতি চাভিধীয়তে। তদেব পুনর্জ্জীবেশ্বরাদিভেদে কারণমিত্যুপপন্না বিভাগব্যবস্থা। যথা চ স্বভাবে নানবচ্ছিন্ন আকাশে ঘটমুপাধিং নিমিত্তীকৃত্য তৎক্রোড়ীকৃতত্বেনাংঽশং কল্পয়িত্বা ঘটাকাশ ইত্যেকো বিভাগঃ, ঘটাদ্বহিরিতি শব্দমাত্রনিবন্ধনো মহাকাশ ইত্যপরো বিভাগঃ, বস্তুতস্তু নাসৌ বিভাগঃ পারমার্থিকঃ, এবং দেহাদিনাঽহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকারেণ বিশেষ্যমাণো জীবঃ স এব পুনস্তেনাঽবিশেষ্যমাণঃ পরম ইতি বিভাবনীয়ম্।

ঘটোঽস্তি, ঘটঃ স্ফুরতি, ইত্যাদিনা ঘটাদিসত্ত্বস্ফুরণগ্রাহকং প্রত্যক্ষমাগমবিরোধাদনৈকান্তিকমেব। দৃশ্যতে হি প্রত্যক্ষদৃষ্টবস্তুস্বরূপস্য বহুশো ব্যভিচারঃ।

"তলবদ্দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতোহব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতো হুতাশনঃ॥
বিতস্তিমাত্রং গগনে প্রত্যক্ষেণেন্দুমণ্ডলম্।
দৃশ্যতাং বালিশৈস্তত্র প্রমাণং শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ॥"

অতএব হ্যাগমস্যৈব নির্ব্বিশঙ্কং প্রামাণ্যমাস্থেয়মেব। অত্রেদমবধার্য্যম্। যদ্ যদধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং তৎ তস্মিন্ কল্পিতমেব যথা জলাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকং

তরঙ্গবুদ্‌বুদাদিকং জলে কল্পিতম্। তথা চ বিশ্বমপি সচ্চিদাত্মাধীনসত্তাস্ফূর্ত্তিকত্বাৎ সচ্চিদাত্মন্যেব কল্পিতমিতি কৃতবুদ্ধয়ো বিদাং কুর্ব্বন্তু। যথা স্বগতেনৈব কালিম্না দর্পণস্বভাব আচ্ছাদ্যতে তথা স্বগতেনৈবাঽনাদ্যনির্ব্বচনীয়াঽজ্ঞানেন স্বস্বরূপমাচ্ছাদ্যতে। তত এব হি বিচারমন্তরেণ বালিশা লোকা দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য স্বাত্মকল্পিতত্বং ন বিজানন্তি। আকাশবদনবচ্ছিন্নঃ পূর্ণঃ সর্ব্বগতঃ স্বয়ম্প্রকাশশ্চিদাত্মা স্বাশ্রিতমূলাজ্ঞানলক্ষণদোষবশাৎ স্বস্মিন্ স্থিতময়মহমস্মীত্যহঙ্কারভেদেন প্রতিপদ্যতে। অয়মেব স্বাভেদেন গৃহীতোঽহঙ্কার আত্মচৈতন্যখচিতো-ভূত্বা নিখিলং প্রপঞ্চচমৎকারমবভাসয়ন্নাত্মানমানন্দয়তি। তস্মাচ্চ কারণাদেষ আনন্দময়কোষ ইতি বেদান্তশ্রুতিষু কীর্ত্ত্যতে। ততশ্চাঽহং বিজানামীতি বুদ্ধিং বিবর্ত্তয়ন্ বিজ্ঞানময়ং কোষমধিতিষ্ঠতি। ততশ্চাঽহং মন্য ইতি মননং ভাবয়ন্ সংকল্পবিকল্পাদ্যাত্মকেন মনোময়কোষেণাব্রিয়তে। ততঃ পরং মনুষ্যোঽহমিত্যাদ্যভিমন্যমানোবাল্যতারুণ্যাদ্যনেকধর্ম্মবতাঽন্নময়কোষেণ দেহাপরনাম্নোপহিতো ভূত্বা নানাবিধান্ পুত্রকলত্রধনাগারাদিরূপান্ দেহতোঽপি বাহ্যান্ বিষয়ান্ বিচরন্ তত্র তত্রাভেদেনোপরজ্যতে। এবং স পরমোঽপি সন্ মিথ্যাজ্ঞানেন মোহমুপগতো দেহাদ্যভিন্নমাত্মানং গৃহ্নন্ স্বস্য প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে। তদেবমখণ্ডানন্দে স্বপ্রকাশে চিদাত্মন্যহঙ্কারেণ বৃথা প্রসঞ্জিতং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিকং ভেদপ্রতিভাসমপবদিতুং জীবাত্মপরমাত্মনোরভেদং প্রত্যায়য়ন্তি শ্রুতয়ঃ—"তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিকাঃ।

ন চাগ্রমাত্রাবয়বেঽপ্যবয়বিত্বারোপেণাগ্রহস্ত ইতি রাজসচিবেঽপি রাজত্বারোপেণ রাজেতি চ প্রযোগং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং জীবেশ্বরয়োরংশাংশিভাবাভিপ্রায়তা স্বামিভৃত্যভাবাভিপ্রায়তা বা কল্পনীয়া। যত আকাশস্যেব বিভোরীশ্বরস্যাংশো ন সম্ভবতি। জীবাত্মানশ্চেদীশ্বরাংশাস্তর্হি সোঽপ্যংশীতি স্বীক্রিয়তাম্। অংশিত্বং সাবয়বত্বমিত্যনর্থান্তরম্। তস্য সাবয়বত্বে জন্যত্ববিনাশিত্বাদয়ো দোষা আপতেয়ুরিতি তন্মতমসমঞ্জসমেব। কিঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোর্ভেদঘটিতঃ স্বস্বামিভাবাদির্ন কোঽপি সম্বন্ধো ঘটতে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যুপক্রমোপসংহারয়োঃ পঠিতেন শ্রুতিকদম্বেন যৎ স্ফুটমেবানয়োরখণ্ডত্বাপরপর্য্যায়মদ্বিতীয়ত্বমাম্নাতং তদেব প্রত্যায়য়িতুং প্রবৃত্তানাং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং

ভেদঘটিতাংশাংশিস্বস্বামিভাবাদৌ ন লেশতোঽপি তাৎপর্য্যং স্থাপয়িতুং পার্য্যতে কেনাপি। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যাদ্যনেকশ্রুতিভির্বলবতীভিঃ স্রষ্টুরীশ্বরস্য স্বসৃষ্টেষু সংঘাতেষ্বঽবিকৃতস্যৈব প্রবেশবোধনাৎ ভেদঘটিতস্বামিভৃত্যভাবাদিসম্বন্ধস্য দুরনিরস্তত্বমবারণীয়মেব। "যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং—" ইত্যাদিকাস্তু শ্রুতয়স্তত্তদুপাধিকল্পিতভেদমাশ্রিত্য প্রবৃত্তা ইত্যৌপচারিকমেব তত্র তত্র তত্তদ্ভেদশ্রবণম্। ততশ্চ "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সাধু সঙ্গচ্ছন্ত এব। কিমধিকেনোক্তেন—ঔপাধিকত্বেনাতাত্ত্বিক এব দ্বৈতপ্রপঞ্চ ইতি সর্ব্বাসাং বেদান্তশ্রুতীনাং হৃদয়ম্।

এতৎ সর্ব্বং মনসিকৃত্য পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যঃ শারীরকং নাম ভাষ্যং বাদরায়ণকৃতব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানাত্মকং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিভিরুপবৃংহিতং ন্যায়ৈশ্চ লৌকিকবৈদিকৈর্দৃঢ়ীকৃতং নির্ব্বিশেষাদ্বৈতপ্রতিপাদকং বিরচয়ামাস। তস্যায়মুপক্রম উপদ্ঘাতো বা—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরযোরিতি। অস্যোপদ্ঘাতসন্দর্ভস্যাধ্যাসভাষ্যমিতি প্রসিদ্ধিরস্তীত্যাস্তাং তাবৎ সর্ব্বমগ্রে দর্শনপথমাগমিষ্যতীত্যলং বহুনা।

শ্রীকালীবরশর্ম্মণাম্।



ভাষা-ভাষ্য-ভূমিকা।

পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে ভগবান্ ব্যাস সমুদায় বেদরাশি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চার বিভাগে বিভক্ত করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এতন্নামক কাণ্ডত্রয়ে বিভূষিত। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মী দিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ভাগের ও তদীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাস মুমুক্ষু দিগের নিমিত্ত উপাসনা ও জ্ঞান এই দ্বিকাণ্ডী বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ প্রস্তুত করিযা জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনির অভিপ্রায়, অধিকারী জীবনিবহ নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে রত থাকুক এবং ব্যাসের অভিপ্রায়, কর্ম্মী লোক কর্ম্মের দ্বারা পূত হইয়া তাহা হইতে (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মুক্ত হউক। জৈমিনি মুনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়, তাই তিনি লোকের কর্ম্মবৈগুণ্য না জন্মে, এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ম্মের স্বভাব এই যে, কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে কাম্যফল প্রদান করিবে এবং নিষ্কাম মুমুক্ষু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে মোক্ষের সোপান পরম্পরায় অধিরোহণ করাইবে। কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মকরণে প্রসক্ত বা রক্ত থাকিলে অল্পে অল্পে কামক্রোধাদি মনোদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, ক্রমে বৈরাগ্য আইসে, পরে শমদমাদি গুণ দৃঢ় হওয়ায় মুক্তির পরম কারণ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। সকাম কর্ম্ম ভোগের ও নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের সোপান স্বরূপ। স্বর্গাদি ভোগের ও ভোগক্ষয়রূপ মোক্ষের সোপান স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরহস্য অর্থাৎ বিচার বা মীমাংসা জৈমিনি মুনি কর্ত্তৃক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সহায় উপাসনার স্বরূপ, রহস্য বা মীমাংসা, বেদ-গুরু ব্যাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদ্যাপি ইহ জগতে বিরাজিত ও পূজিত আছে। জৈমিনিকৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে এবং ব্যাসের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরহস্য ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা ও বেদান্ত নামে বিখ্যাত।

পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ ৪ অধ্যায় দেবতাকাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণকাণ্ড অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার কোন ভাষ্য কি টীকা আছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার অনেক ভাষ্য বৃত্তি বার্ত্তিক ও টীকা আছে। স্বস্বমতের অনুকূলে বেদান্তের টীকা বা ব্যাখ্যা নাই এমন সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির, শৈবসম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির, সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। এমন কি ৺রাজা রামমোহনরায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য আচার্য্যের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের খুব্ পুরাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে বৌধায়ন মুনি ও পাণিনিগুরু উপবর্ষ পণ্ডিত * এই দুই আচার্য্যই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র গুরু শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ মান্য গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে ইহার হতাদর ও বিরল-প্রচার ঘটনা হইয়াছিল সত্য; পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্য-কিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সম্বৎ অব্দের ৮৪৫ অতীত হইলে কেরল দেশের কালপী গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের

---

*, বৌধায়ন এক জন ঋষি। উপবর্ষ পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্বের লোক। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অতি পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বাদরায়ণ ব্যাসের কি না, সংশয় করিবার অল্পমাত্রও কারণ নাই। মহাভারত প্রণেতা ব্যাস মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস মহাভারতান্তর্গত গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।

ঔরসে জ্ঞানগুরু শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্ব্বজ্ঞকল্প শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সমুদায় উপনিষদের, গীতার, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ের ও ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক প্রকরণ গ্রন্থও (অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ্ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যত গুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অধিক পুবাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অনুকূলে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজের মত পরে বলিব, আগে শঙ্করের মত বলা যাউক। শঙ্কর বলেন—

"জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকাব কবিবা মাত্র ব্রহ্ম হয়" "আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে" এই সকল আপ্ত বাক্য প্রমাণে ও তদনুকূল যুক্তিতে স্থির হয় যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মই আমি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয় তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ শুনাই শুনা, তদ্ভিন্ন শুনা শুনা নহে। তোমার বাড়ী গিয়া তোমার চাকরকে বলিলাম, তামাক সাজ্। সে তামাক সাজিল না। আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনিল না। সত্য সত্যই কি সে আমার "তামাক সাজ্" এই কথা শুনে নাই? "তামাক সাজ্" এ শব্দ কি তাহার কর্ণপ্রবিষ্ট হয় নাই? তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অথবা সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই। বক্তব্য তাহাই, কিন্তু শব্দ সাজাইলাম, "তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই।" অতএব, উপর উপর শুনা শুনা নহে, শ্রুত পদার্থে আদর ও বিশ্বাসাদি না করিলে তাহাও শুনা নহে।

বলিতে পার, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি মহাবাক্যও

শ্রবণ করে, এবং তাহার অর্থও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়া ও তত্ত্বমসি বাক্য না শুনিয়া জ্ঞানী হয়। শাস্ত্রেও শুনা যায়, কপিল ও বামদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়। শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহার কারণতার অভাব ঘটে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়। বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এতৎ জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহ জন্মে তাঁহাদের শ্রবণ মননাদি কবিতে হয় নাই। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয় সে ঘটনা মননের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হইবে। অন্যথা হইলে হইবে না। এই স্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ এবং অন্য দুইটী (শ্রবণ ও মনন) তাহার সহায়।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়। অনন্তর "আমি" এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তি-বিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ত্যাগ

করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহং-জ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবত্ব নাশ বল, জীবন্মুক্তি বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার। সে অবস্থা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক মনোবৃত্তির অতীত সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন আনন্দ, একরস ও কূটস্থনিত্য।

একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধি ভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি) ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক ; নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্বয় মহান্ ব্যাপি চৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি, সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান তাহা তাহাই অসত্য। সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান্ গুরু যখন বিবেকী ও বুভুৎসু শিষ্যকে "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ব বোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই বোধ সাধনের বলে অপরোক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করে। শ্রবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়। এক পরোক্ষরূপে, অপর অপরোক্ষরূপে। বাক্প্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তুবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়। "তুমিই দশম" এই বাক্য "দশম

নাই” এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া শ্রোতাকে আপনার দশমত্ব সাক্ষাৎকার করাইয়াছিল *। “তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ” এই বাক্য রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়াছিল †। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যও শিষ্যের মানুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মত্বসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ এই যে, ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে “আমি অমুক” এই সদ্বয়ভাব বা পরিচ্ছেদভ্রান্তি প্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। সুতরাং অদ্বয়ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য জিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকার বৃত্তি উদিত করে, তদ্দ্বারা ক্রমে তাহার “আমি অমুক” এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। যদিও আলোক অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী ‡ তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবক-ভাব

---

* দশম। দশ জন চাষা একদা দেশান্তর যাইতেছিল। পথি মধ্যে এক নদী, সন্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় নাই, দেখিয়া সন্তরণ দ্বারা পার গমন করিল। দশ জনই আছি কি না, কেহ নক্রকুম্ভিরগ্রস্ত হইয়াছে কি না, বুঝিবার নিমিত্ত একে একে সকলেই সকলকে গণিল, পরন্তু গণনামধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট না করায় সকলেরই দশম নাই, এই প্রতীতি(ভ্রান্তি) জন্মিল, তাহাতে তাহারা দশমের জন্য অনেকবিধ শোক পরিতাপাদি করিতে লাগিল। এই সময়ে অনেক বিজ্ঞ পথিক তথায় আগমন করতঃ তাহাদের শোকের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে পুনর্গণনা করিতে বলিল। নবম পর্যন্ত গণা হইলে পথিক উপদেশ করিল, "তুমি দশম।" "তুমি দশম" এই উপদেশে তাহাদের ভ্রান্তি গেল এবং দশম জ্ঞান অপরোক্ষ পথে আসিল। তখন তাহাদের শোক মোহ বিনষ্ট হইল। বাক্য এই উদাহরণের অনুরূপ স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

† রাজপুত্র। এক সময়ে কোন এক রাজপুত্র চৌরনীত, ব্যাধকুলে বিক্রীত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে কোন এক তদীয় আত্মীয় তাহাকে “তুমি রাজপুত্র, ব্যাধ নহ” এইরূপ এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহার জন্মবৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেয়। তাহাতে তাহার ব্যাধপুত্রতাভিমান বিদূরিত ও স্বরূপসম্বোধ উদিত হয়।

‡ বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না

অপ্রত্যাখ্যেয়। নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপ বোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণিত করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ, প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞানসংশ্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংশ্রব দৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেমন আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে, কখন নিকটে, কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিতরূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মোক্ষের আশা করি। যেমন অন্ধকারকালে আলোকের অপসার, এবং আলোককালে অন্ধকারের অপসার হয়, তেমনি, অজ্ঞান-কালে জ্ঞানের তিরোভাব ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলে অজ্ঞান পলায়ন করিবে; ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানই সংসার; সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ডচেতন অদ্বয়ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকর-

---

অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না, তেমনি, জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ অস্বীকার করা ন্যায্য নহে। কারণ, জ্ঞান অজ্ঞান একত্রাবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত। ঘটাকারা মনোবৃত্তি ও ঘটাভাবাকারা মনোবৃত্তি একত্রিত হয় না, এই মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং উক্ত উভয় বৃত্তির গ্রাহক যে আত্মচৈতন্য তাহা তাহার অধিকার ভুক্ত নহে। আত্মচৈতন্যে দ্বিপ্রকার বৃত্তিই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভাসমান হইয়া থাকে। যাহা আত্মা বা চেতন, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা তাহার প্রতিযোগী—বিপর্য্যয়—এবং কখন আচ্ছাদক—কখন বা পার্শ্বস্থায়ী—তাহাই অজ্ঞান। অতএব, মূলাজ্ঞান ও মূল জ্ঞান ব্যবহারিক জ্ঞান অজ্ঞানের তুল্যস্বভাবাপন্ন নহে। সেই জন্যই চিৎ ও জড় এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থের অভিভাব্য অভিভাবক ভাব সম্ভব হয়।

পার্থিব উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদিপরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে তিনি অপবিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। চিদাত্মা ব্রহ্মের তাদৃশ পার্শ্বচর কখন বা সহচর শক্তিবিশেষই এতৎ শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃজনশক্তি ও মূলপ্রকৃতি, ইত্যাদি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্য তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। সে জন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। অস্তি—আছে (১), ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে (২), প্রিয়—ভাল বা বেশ্ এই ভাব (৩), রূপ—ইহা এতৎ-প্রকার (৪), নাম—ইহা অমুক বস্তু (৫)। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ। অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। সেই জন্যই বলা যায় "জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।"

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় "অহং—আমি" এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসারকালের অহং-জ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞানকালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন শরীর, অবলম্বন করতঃ অবস্থান করে, পূর্ণ-চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসারকালের অহং-জ্ঞান অস্থি-রতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভি-লাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্তা আছেন। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে অধি-কারিতা লাভের জন্য ও বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্ম-কারক উপাসনা প্রয়োজনীয়। 'শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কিছু দিন রত থাকিলেই চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়, তখন

শ্রবণাদিকার্য্যে অধিকারিতা জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাবপ্রাপ্ত হয়, প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তি ব্রহ্মদর্শন করায়, করাইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর অহং থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ জন্মে। শ্রোতার চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করাইবার নিমিত্ত শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ তটস্থ দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, এ লক্ষণ স্বরূপসন্নিবিষ্ট। জগৎকারণ হইলেও তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন, সুতরাং অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তী কারণ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়শা)। লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্যপ্রাধান্যে নিমিত্ত কারণ এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃজন করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে। বিবর্ত্তশব্দের অর্থও শ্লোকে গ্রথিত আছে।

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

সত্য সত্যই একপ্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার। রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং এই দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজালসদৃশ তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগক্ষুভ্যমান মায়ার দ্বারা ইন্দ্রজাল সৃজন করে, সেইরূপ, মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছার দ্বারা জগৎ সৃজন করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই এতৎশাস্ত্রে মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে প্রভিন্না। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বর বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্টসত্ত্ব প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্ব প্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর ও অবিদ্যায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া

এক, সেজন্য, ঈশ্বরও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা। সুর, অসুর, মানুষ, পশু, ইত্যাদি। মায়ার জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেই জন্য তদুপহিত ঈশ্বরও সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞানশক্তির অল্পতা বশতঃ সেরূপ নহে। ব্রহ্মের জীব হওয়া কৌন্তেয় কর্ণের রাধেয় হওযার অনুরূপ। অপিচ, যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনি ব্রহ্মও মনুজাদি উপাধিতে (আধারে) জীব ও তদপগতে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভব, তিন্ প্রকার অনুসন্ধানে পাওযা যায় যে, যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহাতে তাহা কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে, তেমনি, এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদৃষ্টে স্থির করা যায, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচৈতন্যে কল্পিত। অজ্ঞ জীব এই আত্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ। যদ্রূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছস্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ, স্বীয় অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। তাই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। বিচারাত্মক শ্রবণাদির দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলে তখন তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য ; অপর সমস্ত আমাতে ও আমারই কল্পিত।

আত্মা আকাশের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন, পূর্ণ, সর্ব্বগত, স্বয়ম্প্রকাশ ও চেতন। ইহার পার্শ্বচর অজ্ঞান নামক দোষ ইহাতে প্রথমে বৃথা অহং-প্রতিভাস উত্থাপন করে। অহং-প্রতিভাস উৎপন্ন হওয়াতেই ক্রমে অসংখ্য দ্বৈত-প্রতিভাস উৎপন্ন হয়। জীব বস্তুতঃ পরম, পরন্তু তিনি পরম হইযাও স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানের দোষে অপরম অর্থাৎ প্রাদেশিক (পরিছিন্ন) জীব হইয়া আছেন এবং জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াতেই বৃথা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ভোগ করিতেছেন। জননী অপেক্ষা অধিক হিতৈষিণী শ্রুতি তাহা বুঝাইযা দিবার অভিপ্রায়ে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদপ্রতিপাদক (অভেদবোধক) "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন।

যদি বল, অভেদ তত্ত্বমসি-বাক্যের মুখ্যার্থ নহে, ঔপচারিক ; লোকে

যেমন অমাত্যকেও রাজা বলে, তেমনি শ্রুতি চৈতন্যাংশে ব্রহ্মস্বভাবের সাদৃশ্য আছে দেখিয়া জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। অথবা জীব ব্রহ্মের অংশ, অথবা জীব ব্রহ্মের সেবক, তৎকারণে শ্রুতি জীবকে ব্রহ্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাদৃশ্য থাকিলে সদৃশ বস্তুকে তৎস্বরূপ বলা যায় এবং অংশাংশিভাব সেব্যসেবকভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব থাকিলেও ঐ রূপ প্রয়োগ হইতে পারে। হয় ত শ্রুতির অভিপ্রায়—অংশাংশিভাব, না হয় স্বামিভৃত্যভাব, না হয় সেব্যসেবকভাব। শঙ্কর বলেন, প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। অংশাংশিভাব অথবা স্বামিভৃত্যভাব অভিপ্রায়ে ঐ সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, শ্রুতি-সন্দর্ভের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও তাৎপর্য্য বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, অভেদ অর্থ গৌণ নহে; প্রত্যুত মুখ্য। বিবেচনা কর, আকাশের ন্যায় নিরবয়ব বিভু পরমেশ্বরের অংশ নিতান্ত অসম্ভব। জীবগণ ঈশ্বরাংশ, এ কথা সত্য হইলে ঈশ্বর অংশী, এ কথাও সত্য হইবে; কিন্তু তাহা অযুক্ত। বিবেচনা কর, অংশী ও সাবয়ব সমান কথা এবং সাবয়ব পদার্থ যে জন্যত্ববিনাশিত্বাদি দোষে প্রলিপ্ত তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এবিষয়ে অধিক কি বলিব, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাব বা সেব্য-সেবকভাব শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিরোধী; সে জন্য তাহা অপ্রমাণ। অপিচ, উপক্রমে ও উপসংহারে পরিপঠিত * "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, অন্য কিছু ছিল না।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" "অদ্বয় ব্রহ্মই আদিতত্ত্ব।" এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয়-ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎ-প্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভেদঘটিত স্বামিভৃত্যভাবে কি অন্যভাবে ঐ সকল শ্রুতির

---

* উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফলবর্ণন, অর্থবাদ, ও যুক্তিযোজনা, এই ছয়টি প্রস্তাবতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়। উপক্রম=আরম্ভ, উপসংহার=সমাপ্তি। আরম্ভকালের বাক্য ও সমাপ্তিকালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবোধক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাই তৎপ্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অভ্যাসশব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ। উপক্রান্ত পদার্থের পুনঃ পুনঃ বা বার বার উপদেশ বা উল্লেখ থাকিলে তাহাকে অভ্যাস বলে। সে উপদেশ অন্যত্র অলব্ধ হইলে অপূর্ব্ব। ফলবর্ণন, অর্থবাদ (প্রশংসাদি) ও যুক্তিপ্রদর্শন সেই উপক্রান্ত বিষয়েই প্রযোজিত হইয়াছে দেখিলে স্থির করিবে যে তাহাই তৎপ্রস্তাবের তাৎপর্য্য।

অল্পমাত্রও তাৎপর্য্য নাই। আরও দেখ, "তিনি সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন" "তিনিই এই শরীরে প্রবিষ্ট" ইত্যাদি শ্রুতি স্বসৃষ্ট সংঘাতে (দেহে) অবিকৃত পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) অনুপ্রবেশ উপদেশ করিয়াছেন। দুই একটী ভেদ-শ্রুতি আছে সত্য; পরন্তু সে গুলিও ঔপচারিক অর্থ ব্যক্ত করে। একের ঔপচারিকত্বে অন্যের মুখ্যতা, এ নিয়ম অনুসারে অবশ্যই সেই সেই অভেদ শ্রুতি জীবব্রহ্মের অভেদ অর্থ প্রতিপাদন করিবে। অদ্বয় ব্রহ্মবাদেই "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি শ্রুতি সাধুরূপে সঙ্গত হয়। ইহাই বেদান্তশ্রুতির হৃদয় অথবা বেদান্তনিহিত রহস্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই আচার্য্য শঙ্করস্বামীর অভিপ্রেত। শঙ্কর উক্তরূপে শ্রুতিরহস্য অনুভব করতঃ অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়া ইহপরলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যার নাম শারীরক ভাষ্য। ভাষ্যমধ্যে তিনি উপরোক্ত তত্ত্বের অনুকূলে নানা যুক্তি, নানা উদাহরণ ও নানা প্রমাণাদি বিন্যস্ত করিয়াছেন। বর্ণিতপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হইবার জন্য যে সকল কার্য্য করিতে হয় সে সকল কার্য্য, বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যের উপকরণ, শ্রুতিবিচারের প্রণালী, সাধনরহস্য, উপাসনাতত্ত্ব, কর্ম্মানুষ্ঠানের ও উপাসনানিবিষ্ট ব্যক্তির উচ্চাবচ ফল, জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ, এ সমস্তই বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাগত স্বর্গনরকাদি ফলভোগের কথাও বলিয়াছেন। ঈদৃশ শাঙ্করভাষ্য প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে বোধায়ন মুনির ও আচার্য্য উপবর্ষের বৃত্তি বা ভাষ্য ছিল। তাঁহারা যে কি মর্ম্মে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। শুনা যায় এবং রামানুজস্বামীর ভাষ্য দৃষ্টে জানা যায় যে, বোধায়ন ও উপবর্ষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্কর ব্যতীত অন্য কেহ নির্ব্বিশেষাদ্বৈত হৃদগত করেন নাই। নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম একরূপ, তাঁহার আর কোন রূপ বিশেষ অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত, কোন রূপ প্রভেদ নাই। এ সকল ভেদপ্রতিভাস (বিশ্ব) মায়িক সুতরাং মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, অন্য দ্বিপ্রকার ভেদ না থাকুক, স্বগত ভেদ আছে। বৃক্ষ এক বটে; পরন্তু তাহার কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, ইত্যাদি নানা ভেদ আছে। সে সকল বৃক্ষ ছাড়া নহে;

অথচ ভিন্ন। সেইরূপ, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার নানা ভেদ আছে। জীব ও জীবোপজীব্য জগৎ তাঁহারই প্রভেদ অথচ তাঁহা ছাড়া নহে। তিনি সেব্য, জীব সকল তাঁহার সেবক। এই মত রামানুজ ও মধ্ব স্বামীর। রামানুজ স্বামীর ও মধ্ব মুনির মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ এই——

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও তিন পদার্থবাদী। তাঁহার মতে চিৎ, জড়, ও ঈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব প্রধান। চিৎ—জীব। জড়—দৃশ্য জগৎ। ঈশ্বর—পরমাত্মা হরি। জীব ভোক্তা, দৃশ্য জগৎ তাহাদের ভোগ্য, এবং ঈশ্বর তৎসমুদায়ের নিয়ন্তা। দৃশ্য জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। ভোগ্য, ভোগের উপকরণ, ও ভোগের আয়তন। ঈশ্বর এই ত্র্যাত্মক জগতের কর্ত্তা ও উপাদান। ন্যায়বিৎ গৌতম প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রভৃতিকে বিশ্বের উপাদান কারণ বলেন, কিন্তু রামানুজ তাহা বলেন না। রামানুজ বলেন, ভগবান্ হরি নিজেই নিজসৃষ্টির উপাদান এবং তিনিই পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবান্, পুরুষোত্তম, বাসুদেব, ইত্যাদি ইত্যাদি নামে ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পরম-কারুণিক ও ভক্তবৎসল। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের উপাসনানুরূপ ফল প্রদান করেন। ভক্তবৎসলতা বিধায় তিনি লীলাবিশেষের বশবর্ত্তী হন, হইয়া অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী ভেদে ব্যপদিষ্ট হন। তদীয় ভক্তগণ সোপানারোহণ ন্যায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহ লাভে চরম সোপানে গিযা কৃতার্থতা লাভ করেন। উপাসক জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনায় বাসুদেবপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষের পরম শত্রু দুরিতনিচয় ক্ষয় কবিয়া উত্তরোত্তর উপাসনায অধিকারী হয়। অর্চ্চা=প্রতিমাদি। বিভব=অবতার সমূহ। ব্যূহ=সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চার রূপ। বাসুদেব=সম্পূর্ণ ষড়্গুণ। এই বাসুদেবই বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরব্রহ্ম আখ্যায় প্রথিত। সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী মূর্ত্তি জীবস্থ ও জীবপ্রেরক রূপে বিজ্ঞেয়।

রামানুজ বলেন, উপাসনা পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। অভিগমন শব্দে ভগবৎস্থানের মার্জ্জন ও লেপনাদি। উপাদান শব্দে গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি দান। ইজ্যা শব্দে পূজা। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রজপ, নামজপ, স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি ও ভগবত্তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রের

অভ্যাস। যোগ শব্দে একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান। এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তিনামক জ্ঞান আবির্ভূত হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহঙ্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহাকে আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। তাহাই শাস্ত্রান্তরের মোক্ষ। ধ্যানাদি সহকৃত ভক্তির দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায়; অন্য উপায়ে নহে। ভগবত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া হয় না।

রামানুজ আরও বলেন, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি জ্ঞানবিশেষ, জ্ঞানের সার বা ফল। তাহা ইতরবৈতৃষ্ণ্যরূপিণী। ভগবান্ ব্যতীত আর সমস্ত যখন হেয় গোচরে আইসে তখন যে অনন্যপরা বা অচলা ভক্তি বিকাশমানা হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ব্যতীত তাদৃশী ভক্তি লাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। সত্ত্বশুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধতা হইতে অল্পে অল্পে হইয়া থাকে। স্বামী রামানুজ এইরূপ এইরূপ তাৎপর্য্যে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বৃত্তি এক্ষণে ভাষ্য নামে প্রথিত।

মধ্বাচার্য্যের মত প্রায় ঐরূপ; কোন কোন অংশে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। জীব অণুপরিমাণ, তাহারা ভগবানের দাস, বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র জীবের আশ্রয়নীয়, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এই কয় বিষয়ে মধ্ব রামানুজের সহিত একমত; পরন্তু তত্ত্ববিভাগ ব্যবস্থায় অন্যমত। মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী এবং তন্মতে তত্ত্ব দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। অশেষ-সদ্‌গুণ ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব; জীব ও জড়জগৎ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব। ভগবদ্দাস জীব ভ্রমবশতঃ ভগবদ্দাস্য ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাম্য ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ অহংব্রহ্মাস্মি উপাসনায় নিবিষ্ট হইলে অধঃপতিত হয়। সে জন্য, অস্বতন্ত্র ও সেবক জীবের ভগবদ্দাস্যই পরম অবলম্বনীয়। অধিক কি বলিব, পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের পক্ষে অন্য কর্ত্তব্য নাই।

মধ্বমতে সেবা প্রধানতঃ ত্রিবিধ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। সর্ব্বদা ভগবৎরূপের স্মরণ হইবে, এই আশায় তন্মতাবলম্বীরা শরীরে শঙ্খচক্রাদি নারায়ণাস্ত্রের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন। সর্ব্বদা তাঁহার নাম স্মরণ পথে থাকিবে, সেই আশায় তাঁহারা পুত্রাদির "কেশব" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম

রাখিয়া থাকেন। এ সকল ব্যাপারও তন্মতে সেবা বলিয়া গণ্য। ভজন দশ প্রকার। দয়া, ভগবৎস্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক। সত্যবাক্য, হিতবাক্য, প্রিয়বাক্য ও স্বাধ্যায়, এই চার বাচিক। দান, পর-পরিত্রাণ ও পূজা, এই তিন কায়িক।

পরম সেব্য স্বতন্ত্র তত্ত্ব ভগবানের প্রসন্নতা লাভই অস্বতন্ত্র সেবক জীবের পরমপুরুষার্থ। কিন্তু তাহা ভগবদ্‌গুণোৎকর্ষজ্ঞান ব্যতীত হয় না। সে জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণে জন্মে না। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজনের দ্বারাই তাহা লব্ধ ও স্থিরতর হয়। "তত্ত্বমসি" বাক্য "অগ্নির্ম্মাণবকঃ" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যপর। নির্ব্বাণমুক্তি বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় কথামাত্র, সারূপ্য সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ। মধ্ব মুনি এই ভাব হৃদিস্থ করিয়া ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বল্লভাচার্য্যের মতও সংক্ষেপে বলি, প্রণিহিত হউন।

জীব অণু, সেবক, প্রপঞ্চভেদ (জগৎ) সত্য, এ সকল বিষয়ে বল্লভ মধ্ব-মুনির সহিত একমত। প্রভেদ এই যে, মধ্বমতে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু মুমুক্ষু জীবের সেব্য, বল্লভমতে গোলকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। মধ্ব বলেন, অঙ্কনাদিভেদে সেবা ত্রিবিধ; বল্লভ বলেন, সেবা দ্বিবিধ। ফলরূপা ও সাধনরূপা। সর্ব্বদা কৃষ্ণশ্রবণচিন্তুতারূপ মানসী সেবা ফলরূপা এবং দ্রব্যা-র্পণাদি নিষ্পাদ্য ও কায়ব্যাপারনিষ্পাদ্য শারীরী সেবা সাধনরূপা। মধ্ব বলেন, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই মোক্ষ; বল্লভ বলেন, গোলোকস্থ পরমানন্দ-সন্দোহ বৃন্দাবনে ভগবদনুগ্রহে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ডরাসরসোৎসবে নির্ভররসাবেশে পতিভাবে ভগবান্‌কে সেবা করাই মোক্ষ। এতন্মতে জ্ঞান-মার্গ কিছুই নহে, ভক্তিমার্গও উৎকৃষ্ট নহে, প্রীতিমার্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বল্লভ সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী হইয়াও জীবাত্মার ও পরমাত্মার শুদ্ধতা বর্ণন করিয়াছেন, সেজন্য তন্মত শুদ্ধ দ্বৈতবাদ নামে প্রখ্যাত। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল কথা আছে সে সকল তাঁহাদের দর্শনে দ্রষ্টব্য।

শঙ্কর দ্বৈতবাদী দিগের কথিত প্রকার মুক্তিকে স্বর্গ মধ্যে গণনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ও শুদ্ধদ্বৈতবাদী বল্লভ প্রভৃতির অভিপ্রায় তাঁহার অনুমোদনীয় নহে। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, যাবৎ না অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপত্তি

হয় তাবৎ অমোক্ষ। ভগবৎসারূপ্য ও ভগবৎস্থান লাভ করিলেও কোন না কোন কালে তৎপরিচ্যুত হইতে হইবে। পদে পদে সেবকের সেবাপরাধ সংঘটন হইয়া থাকে। যে দিন তাহা ঘটিবে সেই দিনেই আবার সংসার আসিবে। ভগবানের নিত্য পার্ষদ জয় বিজয় তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব, সাযুজ্য সারূপ্য সালোক্য, এ সকল মুক্তি পরম মুক্তি নহে; কিন্তু গৌণ মুক্তি। অর্থাৎ আপেক্ষিক মুক্তি। ঐ সকল মুক্তি কর্ম্মী দিগের মধ্যে স্বর্গ নামে পরিচিত। মোক্ষের অন্য নাম অমৃত। যাহারা কর্ম্মপ্রভাবে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ-সন্দোহে অবস্থান করে, শাস্ত্র, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকেও অমৃতী বলেন। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ বলেন। অথচ তাহারা প্রকৃত মুক্ত নহে। মোক্ষ উৎকর্ষাপকর্ষ-শূন্য, একরূপ ও একরস। সুতরাং তাহা অদ্বয়। অদ্বয় ব্যতীত সদ্বয়ে সংসার ভয় নিবারিত হয় না, ইহা শ্রুতি উচ্চৈ রবে বলিয়াছেন। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ম্ভবতি।" ইত্যাদি। শাঙ্কর দর্শনে এইরূপ অনেক কথা আছে, সে সকল তত্তৎস্থানে দ্রষ্টব্য। ভূমিকা উপলক্ষ্যে তদীয় মতের সংক্ষেপ বিবরণ বলা হইল; তাঁহার বিস্তৃতভাব বুঝিতে হইলে সমুদায় ভাষ্যানুবাদ দেখা আবশ্যক। আচার্য্য শঙ্কর যে প্রথমতঃ ভাষ্যভূমিকা লিখিয়াছেন এক মাত্র সেই ভূমিকাই অদ্বৈত প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য যার পর নাই সুগভীর, যুক্তিপূর্ণ ও অদ্ভুত। তাহা পাঠ মাত্রে বিজ্ঞ পাঠকের চিত্ত প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। ভাষ্য পাঠে মন যে কিরূপ প্রফুল্ল হয় তাহা বর্ণনাতীত এবং অব্যবহিত পরেই তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ইত্যলম্।

শিবমস্তু।

ভাষ্যস্থিত শ্রুতির অনুক্রমণিকা।

১ ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

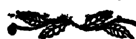
৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়ঃ।

অ

সমাপ্তানি স্থচিপত্রানি।

সমাপ্তোগ্রন্থঃ।



ছাড় ও শুদ্ধ্যশুদ্ধি।

ছাড়।

২য় অধ্যায়ের ১ম পাদে ১ম সূত্রের সূত্রার্থ-সংক্ষেপের অনুবাদ ঃ

সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎ কারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইল বলিয়া মনে করিও না যে, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি স্মৃতি নির্ব্বিষয় অর্থাৎ অপ্রমাণ (মিথ্যা) হইল। সাংখ্য স্মৃতির ভয়ে ব্রহ্মকারণবাদ অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে। কারণ, সাংখ্য স্মৃতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে গেলে মন্বাদি স্মৃতি অপ্রধান ও নির্ব্বিষয় সুতরাং অপ্রমাণ হইবে। অতএব, যখন এক স্মৃতির প্রাধান্যে অপর স্মৃতির অপ্রাধান্য, তখন অবশ্যই উক্ত পূর্ব্ব পক্ষ অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ স্মৃতির অনুরোধে শ্রুতির সংকোচ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

শুদ্ধ্যশুদ্ধি।

অধ্যায়		পৃষ্ঠা	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১মঃ	নোটে	৬৩	৩	মাহগ্রস্ত	মোহগ্রস্ত
২য়ঃ	ভাষ্যে	৩৭৪	৭	দ্ব্যেষ	দ্বেষ
২য়ঃ	ঐ	৩৫৩	২	বুদ্ধিস্থ	বুদ্ধিস্থ
৩য়ঃ	ভাষায়	১৮	১২	পুনর্ভোগয়তন	পুনর্ভোগায়তন
"	"	৭০	৬	কাৎস্ন	কাৎস্ন্য
"	"	১৬১	৫	ষোষড়কল	ষোড়শকল
"	নোটে	১৮৪	৫	ষেদান্তে	বেদান্তে
"	"	২৬২	৫	ইইবে	হইবে
"	ভাষায়	৪৪৬	২	শ্রাবণ	শ্রবণ
৪র্থ	নোটে	৯৭	২	নই	নাই
"	ভাষায়	১১৯	৫	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্ত
"	"	১২৩	২	গুণোপসংসার	গুণোপসংহার
"	নোটে	"	৫	ঐ	ঐ
"	ভাষায়	১২৮	১৩	পীণ্ডিতেন্দ্রিয়	পিণ্ডিতেন্দ্রিয়
"	নোটে	১৯৯	৫	তৎকাশে	তৎসক্কাশে
"	"	১৮২	২	ইচ্ছ	ইচ্ছা
"	ভাষায়	১২৩	২	গুণোপসংস্যর	গুণোপসংহার
"	শুচিপত্রে	৮/০	৫	সংজ্ঞাস্থর্ত্তিকৢপ্তিস্ত	সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্ত
"	"	২১০	২৬	শস্য বিনাশঃ	শস্যা বিনাশঃ
	ঐ	৮	১৯	বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ	বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ

ভাষ্যানুবাদস্থ দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ।

অ।

অবিবিক্ত—একীভূত, যাহার পার্থক্য বোধগম্য হয় না।

অখণ্ডৈকরস—যাহার খণ্ড অর্থাৎ অংশ নাই বা কোন প্রকার ভেদ নাই।

অসংহত—যাহা দুই বা ততোধিক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন নহে।

অনাবরণত্বজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞানশক্তি কিছুতেই আচ্ছন্ন হয় না।

অপ্রতিহতজ্ঞানতা—যাহার জ্ঞান কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা অবসন্ন হয় না।

অনুপ্রবেশ—সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ।

অত্যন্তবিলক্ষণ—একেবারে পৃথক্।

অত্যন্তবিবিক্ত—যার পর নাই পৃথক্। বিবেক জ্ঞানে সুনিশ্চিত।

অনুক্রান্ত—অনুক্রমবিশিষ্ট। যাহা ক্রমানুসারে কথিত হয় তাহা।

অহন্তামাত্রপ্রভব—যাহা "আমি" ইত্যাকার মিথ্যা প্রত্যয় হইতে জন্মিয়াছে।

অনুভূয়মান—সর্ব্বদা অনুভবগোচরে বিদ্যমান।

অপিগত—বিলীন হওয়া। লয়প্রাপ্ত।

অপ্যয়—প্রলয় বা কার্য্যের কারণ-দ্রব্যে প্রবেশ।

অবধারণভঙ্গ—যাহা স্থির বা নিশ্চয় করা হইয়াছে তাহার অন্যথা।

অর্থপ্রত্যায়ন—বস্তু বুঝাইবার সামর্থ্য।

অক্ষরময়ী—বর্ণময়ী, শব্দমূর্ত্তি।

অধিপ্রজ্ঞ—প্রজ্ঞা অধিকারের। প্রজ্ঞা =বুদ্ধি।

অতিসান্নিধ্য—অব্যবধান, অত্যন্ত নিকট।

অনুশয়শূন্য—ভোগাবশিষ্ট পাপপুণ্য অনুশয়, তদ্বর্জ্জিত।

অভিব্যঞ্জক—আছে, কিন্তু ব্যক্ত নাই, যাহা তাদৃশ পদার্থ ব্যক্ত করে তাহা।

অকৃতাভ্যাগম—না করিয়া ফল পাওয়া। যেমন গমন না করিয়া গ্রাম পাওয়া।

অতিদেশ—প্রতিনিধিবাক্য। যথা—যেমন করিয়া অমুক করা হয় তেমনি করিয়া কর, ইত্যাদি।

অভিলাপ্য—স্পষ্ট করিয়া বলিবার বস্তু। উল্লেখ্য।

অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদোক্তকর্ম্মকর্ত্তা।

অপান্তরতম—এক জন ঋষি।

অনুবন্ধ—নিমিত্ত।

অধিকরণে—পঞ্চাঙ্গ বিচারে। বিচার-যোগ্য বাক্য, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর বা সিদ্ধান্ত, এই ৫ অঙ্গ।

অন্তর্নিহিত—মধ্যে অবস্থিত।

অনুপপত্তি—যুক্তিযুক্ত না হওয়া।

অনুভবাত্মক—বোধরূপ।

অকর্ত্তাদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব— কর্ত্তা নহে, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়, তদ্দ্বিতীয় নাই, এতদ্রূপ ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব।

অধিকৃতাধিকার—যে যাহাতে অধি-কারী, তাহার অধিকার ভুক্ত।

অভিসম্ভূত—সেই সেই রূপে উৎপন্ন।

অবকৢপ্ত—যাহার কল্পনা করিতে হয় না। যাহা স্বীয় সামর্থ্যে প্রতীত হয়।

অগন্তুকরূপ—অস্বাভাবিক রূপ। কোন এক নূতন প্রকার হওয়া।

অবন্ধ্যসঙ্কল্প—যাহার মনের কল্পনা বা ইচ্ছা বৃথা হয় না।

অনারোপিতরূপ—ব্রহ্মরূপ। যাহা সত্য, তাহা।

অনুবৃত্ত—পূর্ব্বোক্তের প্রাপ্তি বা আক-র্ষণ। পূর্ব্বের কথা আনিয়া পরোক্ত কথায় যোগ করা।

অকর্ত্তৃদ্বয়—কর্ত্তৃত্ব ও দ্বৈত একতদুভয় বর্জ্জিত।

অনভ্যুপগম—অস্বীকার।

অশাস্য—উপদেশের বা শাসনের অনধীন বা অযোগ্য।

অর্চ্চিঃ—সূর্য্যরশ্মি।

অর্চ্চিরাদিমার্গে—জ্ঞানীর গন্তব্য দেব-যান নামক পথে।

অতিবহনীয়—যে, পথে বাহক কর্ত্তৃক নীত হয়। বহনকারী যাহাকে বহন করে।

অমানবপুরুষ—ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষ।

অর্চ্চিরাদিপর্ব্ব—অর্চ্চিঃ (সূর্য্যকিরণ), দিন, ইত্যাদি প্রকাব বিভাগ—যাহা ব্রহ্মলোক গমনের শাস্ত্রোক্ত পথের অংশবিশেষ, তাহা।

অমৃতবর্ষী—মোক্ষ বা পরম সুখ-প্রদাতা।

আ।

আবিদ্যক—অবিদ্যাকল্পিত।

আনন্তর্য্য—অব্যবহিতরূপবে।

আত্মসদ্ভাব—আপনার অস্তিত্ব।

আপাতজ্ঞান—বিচারের পূর্ব্বে যে চিরাভ্যস্ত জ্ঞান থাকে তাহা।

আপাদ্যের—যাহা আপত্তির বিষয় তাহার।

আধ্বর্য্যব—অধ্বর্য্যুর কার্য্য। হোম করা।

আরম্ভণাদিযুক্তিতে — উৎপাদনাদি যুক্তিতে। ঘট, এটী কথামাত্র,

মৃত্তিকাই সত্য, এতৎ প্রণালীর শাস্ত্রোক্ত যুক্তিতে।

আবৃত্তলোক—অধোলোক। পাতাল-নামক স্থান।

আমুষ্মিক—পারলৌকিক।

আতিযাত্রিক—বাহক। বহনকার্য্য-কারী।

আতিবাহিকত্ব—বহনকারিত্ব।

আন্ধ্য—অন্ধতা। দৃক্‌শক্তিরাহিত্য।

আত্মবহির্ভূত—যাহা আত্মা নহে। যাহা অনাত্মা তাহা।

ঈ।

ঈক্ষিতা—আলোচনাকারী।

উ।

উপাস্তিকর্ম্ম—উপাসনা।

উপাধান—উপাধিনির্দ্দিষ্ট।

উপমর্দ্দন—নষ্ট হওয়া।

উদ্গীথ—সামগানের অংশ। প্রণব, প্রণবে ব্রহ্মোপাসনা।

এ।

একভবিকত্ব—মরণ কালে পূর্ব্বোপার্জ্জিত নানাকর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ একত্রিত ও ফলদানোন্মুখ হইয়া যে কোন এক জন্মের অর্থাৎ শরীরোৎপত্তির কারণ ভাব ধারণ করে, তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম।

ঔ।

ঔদর্য্য—উদরবর্ত্তী। দেহস্থ পাচকাগ্নি।

ক।

কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ—কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত।

কৃতনির্ব্বচন নাম—যে নামের ব্যুৎপত্তি বলা হয় তাহা।

কৌক্ষেয়—উদরবর্ত্তী তেজ। পাচকাগ্নি।

কৢপ্তরথরূপ শরীর—শরীরটা রথ, এইরূপ বর্ণনা থাকা।

কারীরী—এক প্রকার যজ্ঞ। ইহা বৃষ্টি কামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

কপূয়চরণ—পাপাচার।

কৃতপ্রণাশ—করিলাম অথচ ফলভোগ হইল না, এই দোষ।

কূটনির্ব্বিকার—কূটের ন্যায় বিকার শূন্য। কূট = কামার দিগের "লেই," যাহার উপর লোহা পিটে তাহা। লোহাই বাড়ে, লেই যেমন তেমনি থাকে। তাহার কিছুই হয় না।

ক্রমবৎ—অমুকের পর অমুক, এতদ্রূপ পরিপাটীযুক্ত।

ক্রমমুক্তি—অগ্রে সূর্য্যলোকে গমন, তৎপরে ব্রহ্মলোকে গমন বা জন্ম, পরে তৎস্থানের প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান, তৎপরে মুক্তি।

ক্রমপরিপাটী—যেরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা।

কর্ত্তৃভোক্তৃ—ক্রিয়ার কর্ত্তা ও তাহার ফলভোগ। করা ও ফলভোগকরা।

কালুষ্য—মলিনতা।

গ।

গোলক-ইন্দ্রিয়দিগের থাকিবার স্থান। ইন্দ্রিয়াধার। চক্ষুঃ প্রভৃতি।

গেঞ্জ—গাঁইট, হস্ত পদাদির গ্রন্থি।

গুণোপসংহার—নানাস্থানোক্ত নানা-গুণ বা বিশেষণ একত্র সংগ্রহ করিয়া একই বিশেষ্যে (বস্তুতে) ন্যস্ত করা।

গুণপরিচ্ছিন্ন—গুণের দ্বারা পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অল্পভাব প্রাপ্ত। গুণপরিমিত।

চ।

চিরস্থেমা—চিরকাল স্থায়ী। দীর্ঘ-কাল স্থায়ী।

চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম—চার ভাগের এক ভাগ পাদ। যাহা তাদৃশ চার পদে কল্পিত হইয়াছে তাহা।

চয়ন—যজ্ঞের নিমিত্ত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা। যজ্ঞাগ্নি স্থাপন।

চৈতন্যঘন—কেবল চৈতন্য। নিবিড়-চৈতন্য।

চলবৎ—গতিশীল, সচল।

ছ।

ছত্রিন্যায়—ছত্রধারীর দৃষ্টান্ত। যেমন ২।৩ জনের মধ্যে এক জনের ছত্র থাকিলে তাহাকে দেখাইয়া লোকে বলে, ছাতাওয়ালারা, তেমনি।

জাড্যবিপরীত—জড়ের উল্টা, চিৎ।

জীবঘন—সমষ্টিজীব। হিরণ্যগর্ভ।

ত।

তাত্ত্বিক—যাহা যথার্থ তাহা। মিথ্যা-বিপরীত।

তত্তাদাত্ম্য—তাহার স্বারূপ্য প্রাপ্তি।

তদাত্মক—তৎস্বরূপ, তৎসমান।

তত্ত্ববুভুৎসু—যে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে ইচ্ছুক, সে।

তত্ত্বমসিবাক্য—ব্রহ্মের ও জীবের অভেদপ্রতিপাদক মহাবাক্য।

দ।

দেহাদিসংঘাত—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন; এই গুলি একীভূত বা একত্র মিলিত হওয়া।

দ্বারীভূত—দ্বার স্বরূপ। যেমন চিত্ত-শুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষকার-ণতা।

ধ।

ধ্যেয়াকারা—অর্থাৎ চিন্তনীয় পদার্থের আকার প্রাপ্ত। যাহা ধ্যান করা যায় মন তাহারই আকার ধারণ করে।

ন

নিষেধচোদনাবোধ্য—ন-ঘটিত নিষেধ বাক্যে যাহা বুঝা যায় তাহা।

নিত্যনৈমিত্তিক—যাহা না করিলে পাপ হয় তাহা এবং যাহা স্থির

আছে তাহা। যাহা কোন এক উপলক্ষ্য বিশেষ অবলম্বনে করিতে হয় তাহা নৈমিত্তিক। যেমন পুত্রেষ্টিযাগ ও জাতকর্ম্ম। এই দুই কর্ম্ম পুত্র জন্ম উপলক্ষ্যে করা হইয়া থাকে।

নেত্রপ্রতীকে—চক্ষু যাহার অবলম্বন তাহা।

নাড়ীরশ্মি—ব্রহ্মরন্ধ্র ও সূর্য্যকিরণ।

নৈর্ঘৃণ্য—নির্দ্দয়তা।

প

প্রমেয়—যাহা সত্য জ্ঞানে ভাসে তাহা

প্রমাতৃত্ব—জীবভাব। যে প্রমাণ দ্বারা এ সকল জানিতেছে তাহার ধর্ম্ম।

প্রবিভাগ—এক একটী ভাগ। অংশ।

পরাবর—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য—প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রিয়াদি অবয়ব—প্রিয়, মোদ, আমোদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আনন্দ ব্রহ্মের মস্তকাদি অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধপ্রাণপর—যাহা প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ তাহার বোধক। তাহারই শ্বাস প্রশ্বাসাদি পাঁচ প্রকার কার্য্য।

পঞ্চবৃত্তিক—যাহার বৃত্তি বা কার্য্য পাঁচ প্রকার তাহা।

প্রাণকার্য্য—শ্বাস, প্রশ্বাস।

প্রকৃতহান—যাহা বলিতে প্রবৃত্ত তাহার পরিত্যাগ হওয়া।

প্রসঞ্জিত—প্রাপিত।

প্রদেশবিশেষ—সেই সেই অংশ। অবয়ব বিশেষ।

পরিস্পন্দনাত্মক—চলনরূপ। গতি।

পরভবিক-

প্রপঞ্চিত—বিস্তারিত।

প্রত্যবসর্পণ—বাহির হইয়া যাওয়া। বিস্তৃত হওয়া।

পররূপাপত্তি—নিজরূপ ত্যাগ ও অপরের রূপ পাওয়া।

প্রচ্যুতি—ত্যাগ হওয়া।

প্রবর্গ্য—বেদের একটী কাণ্ড।

পর্য্যুদাস—ন-শব্দের অর্থ। পুণ্য ও পাপ দুয়ের কিছুই হয় না এরূপ অর্থ।

প্রত্যয়াবৃত্তি—ধ্যানপ্রবাহ।

প্রত্যয়ত্বসামান্য—প্রত্যয় = জ্ঞান, তাহার সামান্য অর্থাৎ সমানতা। ইহাও জ্ঞান, তাহাও জ্ঞান, সুতরাং সমান, এই ভাব।

প্রবুদ্ধ—তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত।

প্রত্যগাত্মা-প্রতিশরীরস্থ আত্মা, জীব।

পাপবত্ত্ব—পাপ থাকা।

প্রক্ষীণ—ক্ষয়প্রাপ্ত।

প্রপদ্যে—প্রাপ্ত হই।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দিব্ ও পর্জ্জন্য (মেঘ) প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিভাব আরোপিত করিয়া উপাসনা করিবাব বিধান আছে তাহা।

পর্য্যঙ্কবিদ্যা—এক প্রকার উপাসনা। ইহাও ছান্দোগ্যে কথিত আছে।

ব

বিদিক্রিয়া—বিদ্ ধাতুর অর্থ। জ্ঞান। জ্ঞান = মানসী ক্রিয়া।

ব্যপদিষ্ট—যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা।

বিদেহমুক্তি—দেহ ত্যাগেব পর নির্ব্বাণ মুক্তি।

বাচিতা—অর্থবোধক ভাব।

ব্যাহতি—ব্যাঘাত নামক দোষ।

বাক্যশেষ—প্রস্তাবের শেষ কথা। উপসংহার বাক্য।

বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু—বিশ্বের উপরে। সমুদয়ের উপবে।

বীপ্সা—প্রত্যেককে বুঝাইবার নিমিত্ত দ্বিরুক্তি। দুই বার বলা। যেমন প্রতিদিন বুঝাইবার নিমিত্ত দিন দিন, এই রূপ বলা যায়।

বাক্সন্দর্ভ—বাক্যের পরিপাটী।

বিহর্ত্তা—বিহারকারী। ক্রিড়াকারী।

ব্যামিশ্র—মিশ্র। অনিশ্চিত।

বশিষ্ঠ—অতিশয় বশী। অন্যকে বশতাপন্ন করে এরূপ গুণ যাহার আছে।

বিধুনন—ধৌতকরণ। ধুয়ে ফেলা।

বিশেষ্যভূত—যাহার বিশেষণ তাহা।

বিবিদিষা—তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা।

ব্রহ্মাত্মপ্রতিপত্তি—ব্রহ্মই আত্মা অর্থাৎ আমি, এতদ্রূপ অনুভব বা বোধ।

ব্রহ্মগন্তা—যে ব্রহ্মগতি পায়।

বিশেষপর—যাহা বিশেষে নিশ্চিত বা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবস্থিত। বিশেষ অর্থে পর্য্যবসিত।

ব্রহ্মবেশ্মপ্রাপ্তি—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

বামনীত্বাদি—কর্ম্মফলদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণ।

ব্রহ্মক্রতু—ব্রহ্মধ্যানকারী।

বৃত্ত্যুপসংহার—ইন্দ্রিয়ের ও মনের তুষ্ণীম্ভাব। কিছু না করা, চুপ্ থাকা।

ভ

ভোগভূমিত্ব—ভোগপ্রদ স্থান।

ম

মহদাদি ক্রম—প্রকৃতি হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার, ইত্যাদি।

মোক্ষয়িতব্য—যাহাকে মুক্ত করিতে হইবে তাহা।

মুমুক্ষুচেতন—মুক্ত হইতে ইচ্ছুক এরূপ জীব।

মর্কটপুচ্ছমূলবর্ণ—বানরের রক্তবর্ণ পায়ু।

মনোলয়—মনের কোন প্রকার বৃত্তি না থাকা ও না হওয়া। না থাকার ন্যায় হওয়া।

মনোব্রহ্ম—মনঃই ব্রহ্ম।

মহান্ ব্যাপী—সর্ব্বব্যাপী। পরিপূর্ণ।

য

যুক্ত্যপেত—যুক্তিযুক্ত।

র

রৈতসী—রেতস্=শুক্রনামক চরম ধাতু, তৎপ্রভব। শুক্রশোণিত যোগে শরীরোৎপত্তি হওয়া।

ল

লোকসংঘ—লোকসমূহ। জীবসমূহ।

লিঙ—ব্যাকরণোক্ত বিধিপ্রত্যয়। ইহাতে কুর্য্যাৎ ইত্যাদি প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়।

শ

শরীরাদ্যনপেক্ষ জ্ঞান—যে জ্ঞান শরীরাদিনিরপেক্ষ, শরীরাদির অস্তিত্ব অবচ্ছেদ না করিয়া বিদ্যমান বা উৎপন্ন হয়।

শ্রোতৃপুরুষ—যে শ্রবণ করে সে।

শেষষষ্ঠী—সম্বন্ধ মাত্রের বোধিকা ষষ্ঠী বিভক্তি।

শরীরবহির্বর্ত্তী—বাহ্যবস্তু।

শতৌদন—একপ্রকার চরু। দেবতার উদ্দেশে কেবল দুগ্ধে তণ্ডুল পাক করিলে তাহাকে চরু বলে।

ষ

ষোড়শকল—কল্পিত ১৬ অবয়ববিশিষ্ট

স

সংব্যবহার—অব্যভিচারী ব্যবহার। অবাধে কার্য্য চলা।

সূত্রাত্মা—হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী।

সংখ্যাসাম্য—সমানাকারের সংখ্যা। যেমন ইহাতে দশ, তাহাতে দশ, সুতরাং সংখ্যায় সমান।

সম্প্রসাদ—সুষুপ্ত জীব। মুক্তাত্মা।

স্বোৎপ্রেক্ষিত—নিজে নিজে কল্পনা করা। নিজ বুদ্ধিতে উহ্য করা।

স্বাপকাল—সুষুপ্তি সময়।

সম্পৎ—তৎস্বরূপ হইয়া যাওয়া।

স্তিমিত—নিশ্চল। নিষ্পন্দ। নিঃশব্দ।

সম্বর্গবিদ্যা—একপ্রকার উপাসনা।

সত্য—সৎ+ত্যদ=এই ও সেই।

সাতত্য—নিরন্তরতা। অবিচ্ছেদে।

সহভাব—এক সঙ্গে থাকা।

সম্প্রসূত—সম্যক্ রূপে প্রসূত। উৎপন্ন।

স্বরূপাববোধ—আপনার চেতনত্ব ও ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারা।

স্বার্থপ্রথা—শব্দের প্রামাণিক অর্থ অভিধাশক্তিমূলক অর্থ।

সংসার্য্যাত্মতা—ব্রহ্মই অবিদ্যা যোগে জীব, তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

সৃত্যুপক্রম—মরণ অবধি পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত জীবগতি বর্ণনের শাস্ত্র।

স্বসম্বেদ্য—নিজ প্রজ্ঞার জ্ঞেয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী।

সমষ্টি—সমূহ।

সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী — সমুদায় প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরে যাহার "এ সকল আমার শরীর।" এইরূপ অভিমান আছে তিনি। হিরণ্য-গর্ভ। ব্রহ্মা।

সম্বিৎ—সম্যক্ জ্ঞান। আত্মজ্ঞান।

সমনস্ক—যাহার মন আছে সে।

হিতশাসক—যাহাতে হিত হওয়া বুঝা যায় তাহা।

হিততমত্বাদিবাক্য—হিত হয়, অধিক হিত হয়, ইত্যাদিবিধ বাক্য।

হোমপ্রতিষেধক—হোমনিষেধক।

হিংকার—সামগানের অংশবিশেষ।

হার্দ্দবিদ্যা—উপাসনা বিশেষ। হৃদ্-পদ্মে ব্রহ্মচিন্তা।

বিজ্ঞাপন।

আমার প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্র নামক 'বেদান্ত দর্শন' সাধারণের সমীপে আদৃত হইতে দেখিয়া লুব্ধ ব্যক্তিরা অর্থের লোভে উক্ত পুস্তক যেন তেন প্রকারেণ অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন পুস্তকের টীকা এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সূত্রানুবাদ ও ভাষ্যানুবাদের সরলতা ও পারিপাট্য প্রভৃতি মিলাইয়া দেখিয়া গ্রহণ করেন। অনেকেই পুস্তকের গুণাগুণ না জানিয়া স্বল্প মূল্যমাত্র দৃষ্ট করিয়া শেষে অনুতপ্ত না হন, ইহাই আমার প্রার্থনীয় এবং বিজ্ঞাপ্য।

শ্রীমতিলাল ঘোষ।

বেদান্তদর্শনের নিয়মাবলী।

ব্রহ্মসূত্রনামক বেদান্তদর্শন ২৭ সপ্তবিংশতি সংখ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ হইল। ইহা প্রতিমাসে ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠায় ১ সংখ্যা বাহির হয়। অতঃপর প্রতিসংখ্যার মূল্য প্রেরণব্যয় সহ পর সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্ব দিলে ।১০ এবং পরে দিতে ইচ্ছা করিলে ।৴১০ দিতে হইবেক। ইচ্ছা করিলে চার বা ততোধিক খণ্ডের অগ্রিম মূল্য এককালে জমা দিতে পারিবেন। এককালীন অগ্রিম ৫৲ টাকা জমা দিলে পৃথক্ ডাকমাশুল লাগিবে না ও উচিত সময়ে পুস্তক পাইবেন। মূল্য না পাইলে পুস্তক পাঠান হইবে না। কাহারও কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হইলে পত্রাদির সহিত অতিরিক্ত অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ড পাঠাইতে হইবেক। বিয়ারিং পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবেক না। কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণ যখন যে খণ্ড পাইবেন এবং মূল্য জমা দিবেন তাহা সবস্ক্রিপ্শন পুস্তকে লিখিয়া দিলে হইবেক। হাতচিঠায় না লিখিলে জমা মঞ্জুর হইবে না। প্রথম অধ্যায় ১৪শ সংখ্যায় সম্পূর্ণ মূল্য ৫।৵০, দ্বিতীয় অধ্যায় ২৭সংখ্যায় সম্পূর্ণ মূল্য ৪/০ একুনে মূল্য ৯।৵০ আনা ডাকমাশুল ৸৵১০ আনা।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রণীত "পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র" সটীক মূল্য ২৲ "সাঙ্খ্যসূত্র" মূল্য ১৷০ এবং বাঙ্গালা "সাঙ্খ্যদর্শন" দুই খণ্ড মূল্য ১৷০ চরিত্রানুমান-বিদ্যা, মূল্য ৷৷০ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়।

কলিকাতা। ৭নং রামলোচন লেন। } শ্রীমতিলাল ঘোষ প্রকাশক।